কায়স্থ-পত্রিকা।

(মাসিকপত্রিকা)

১৩০১ বঙ্গাব্দে সমারব্ধ।

নবপর্য্যায়

চতুর্থ খণ্ড।

১৩২০।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কার্য্যালয়।

কলিকাতা।

৮৩।১ গ্রেষ্ট্রীট, সমাজ-যন্ত্রে

শ্রীমনোমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা হইতে প্রকাশিত।

BLANK PAGE(S)

Tight Binding

INSECT DAMAGE

BRITTLE PAGES.

দ্বাদশ বর্ষের সূচী-পত্র।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	অমিয়া-কাহিনী (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	৬৩৬
২।	অপ্রাসঙ্গিকতা	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	৪৩০
৩।	আগমনী	শ্রীরসিকলাল রায়	২৭৭
৪।	আত্ম-কথা	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	১৮১
৫।	আত্ম-কথা	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	৩৭৮
৬।	আত্ম-বিস্মৃতির কুফল (পদ্য)	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	৬৯৪
৭।	আন্তর্গণিক বিবাহের প্রস্তাব (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৭
৮।	আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের হাতে	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	৬৭৪
৯।	আর্য্য-মহিলা	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	৪০১
১০।	আশীর্ব্বাদ (গল্প)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	১৯০
১১।	ঈশ্বর-উপাসনা	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন	৬৮২
১২।	ঈশ্বর মঙ্গলময়		৩৩৭
১৩।	উচিত কথা (পদ্য)	শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ	২
১৪।	উচ্ছ্বাস (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	৪৩৫
১৫।	উদ্দীপনা (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন	৪৪৮
১৬।	উন্নতির আশা কোথায়	শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ রায়	৬৬৫
১৭।	ঋগ্বেদে কায়স্থ (ক্রমশঃ)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	৬৯১
১৮।	ঔত্তম মনুর উপাখ্যান	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত	৭৯, ১৭৪
১৯।	একটী কথা	শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ	[illegible]৩৪
২০।	এগার সনের লোক গণনা	শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বি-এ,	৫৭৬
২১।	কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি নির্ণয়ে কুলগ্রন্থ	শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার	২৫৫
২২।	কান্দির বিচারে আমাদের মন্তব্য	শ্রীবঙ্কুবিহারী বিদ্যারত্ন	৩২২
২৩।	কায়স্থ কোথায়	শ্রীআশুতোষ মিত্র বি-এল,	৩৮১

বিষয়	লেখক	
২৪। কায়স্থের গুরুত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব	শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন	
২৫। কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচার	শ্রীহরিলাল সিংহ কাব্যতীর্থ	
২৬। কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব	শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্ম রায়	
২৭। কায়স্থ-পত্রিকার প্রবন্ধাবলী	শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ রায়	
২৮। কায়স্থ সুলেখকগণের নিকট নিবেদন	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত	
২৯। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি		
৩০। কুলায়ক-জাতক	শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ,রায়সাহে	
৩১। গায়ত্রী দীক্ষা (পদ্য)	শ্রীবক্ষ্যণঃ	
৩২। গৈড়লার বিশ্বাসবংশের কুলজী	শ্রীযাত্রামোহন বিশ্বাস	
৩৩। গোয়ারিয়ার দাস বংশাবলী	শ্রীগিরিশচন্দ্র রায়	
৩৪। বরজামাই (গল্প)	শ্রীঅচিন গুপ্ত	
৩৫। চন্দ্রদ্বীপে বৌদ্ধ রাজবংশ	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী	
৩৬। চুল্ল শ্রেষ্ঠী-জাতক	শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম-এ,রায়সা	
৩৭। জাতি-তত্ত্ব বারিধি	শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দে	
৩৮। জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল্	
৩৯। জীবনী সংগ্রহ	শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ রায়	
৪০। ডাক্তার ঘোষজ মহাশয়ের মহাদান	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত	
৪১। তন্ত্রে ব্রাহ্মণ	শ্রীমদনমোহন গুহ	
৪২। তুমি নাকি নাই (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	
৪৩। তর্করত্ন স্মৃতিরত্ন সংবাদ	শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য	
৪৪। দান প্রাপ্তি		
৪৫। দেবীবর ঘটক ও মিত্র বংশ	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী	
৪৬। ধর্ম্ম-তত্ত্ব (পূর্ব্বানুবৃত্তি)	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এল্	৯, ৩৬০, ৪২০,
৪৭। নারী	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	৪৫
৪৮। নিবেদন (পদ্য)	শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ	
৫০। নীতিবর্ত্তিকা (পদ্য)	শ্রীভৈরবচন্দ্র হোম চৌধুরী	১০৩৮
৫১। নৈতিক আত্মহত্যা	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	
৫২। পণ-প্রথার পরিণাম	শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ	

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৩। পত্রিকার আলোচ্য বিষয়	শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার	৩০৭
৪। পরাধীনতা (পদ্য)	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ	৬১৭
৫। প্রতিবাদে প্রমাদ	শ্রীহরিলাল সিংহ কাব্যতীর্থ	৫৫৯
৬। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের ইতিহাস	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি-এল	২৯০
৭। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির আলোচনা	শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ	৭৬
৮। প্রার্থনা (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন	১
৯। বরপণ	শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা	৬৯
০। বরপণ সম্বন্ধে চিন্তা	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	৬৪৩
১। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো	শ্রীহরিহর ঘোষ অগ্নিহোত্রী	৬৭৮
২। বর্ত্তমান বিবাহ সমস্যা	” ”	১৮৫
৩। বিজয়ার বিষাদ গীতি (পদ্য)	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৩৯৩
৪। বংশ চতুর্ব্বিধ	শ্রীবিজলীনাথ বসু	৩৮৯
৫। বঙ্গজ নাগবংশাবলী	শ্রীকেদারনাথ ঘোষ	৪৫১
৬। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	২২৮
৭। বঙ্গের ব্রাহ্মণ	শ্রীরসিকলাল রায়	৩৭০
। বাঙ্গলার রাজবংশ	শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বি এ	১০৪
৯। বারেন্দ্র কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি	শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার	১৪৪
০। ব্যবস্থা-পত্রের সমালোচনা	শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন	৫৬৯
১। ব্রাহ্মণ	শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী	৬৫৯
২। ব্রাহ্মণত্বের নূতন দাবীদার	শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার	৪৩৬
৩। ব্রাহ্মণ রক্ষা ও সংস্কার গ্রহণ (১)	শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার	৫৩৮
৪। ভ্রম প্রদর্শন	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	১০৮
৫। মহাভারতের মহাবাক্য	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৭১
৬। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন	শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী	১৬১
৭। মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের বর্ণনির্ণয়	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি এল	৬৭১
৮। মহাত্মার মতিভ্রম	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ	৫৭৩
৯। মাথা ব্যাথা	শ্রীগদাধর দেব	৩৪
০। মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান	শ্রীসারদাচরণ মিত্র এম্ এ,-বি এল্	৪৮৭

বিষয়	লেখক	পৃ
৮১। মৌলিক শূদ্র কোন জাতি	শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার	৫
৮২। রঘুনাথ মজুমদার বা দাস গোস্বামী	শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ	
৮৩। শূদ্র জাতির বিশেষত্ব ও কাশ্যপ গোত্র	শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার	৬
৮৪। সমাজপতি	শ্রীরাসকলাল রায়	২২১,৫
৮৫। সমাজ সংস্কার	শ্রীরমনীরঞ্জন গুহ রায়	৭
৮৬। সমালোচনা		৮৬,১৫১,২০৯,৩৩২,৪৫৮,৫২৪,৫৮১,৬
৮৭। সাহিত্য	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	৫
৮৮। সামাজিক ইতিহাসের একটী কথা	শ্রীবিজলীনাথ বসু	
৮৯। সেখ শুভোদয়া (ক্রমশঃ)	শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বি-এ	২৩
	শ্রীহরিদাস পালিত	৩১০, ৩৪৫, ৪১৪
৯০। সাময়িক প্রসঙ্গ		৪১,৮৮,১৫২,২০৯,২৭১,৩৩৩,৩৯৮,৪৫৮,৫২৪,৫৮১,৬৩৭,
৯১। সংসার ও সন্ন্যাস	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন	
৯২। স্ত্রীশিক্ষা	শ্রীহেমন্তকুমারী ঘোষ	
৯৩। স্বধর্ম্ম	শ্রীজীবনকৃষ্ণ মিত্র	
৯৪। স্বাভমত	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী	৪
৯৫। হরিবোল হরি	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু	৬
৯৬। হিন্দুললনার কুলোপাধি	শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার	৪
৯৭। হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস ও তৎপ্রতিকারের বিধান	শ্রীকালীকৃষ্ণ মজুমদার	৩৯,

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ-পত্রিকা।

বৈশাখ, ১৩২০। } নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

চাই না হরি অমরার শান্তি নিকেতন,
কনক কিরীট কিংবা রত্ন-সিংহাসন।
চাই না আমি কুবেরের রতন-ভাণ্ডার,
রাজার রাজত্ব আর সম্পদ অপার।
হীরা মতি চুনী কিংবা পরশ রতন,
নীলকান্ত পদ্মরাগে নাহি আকিঞ্চন।
কোহিনুর মহাজ্যোতিঃ কস্তুভ রতন,
সে সবে আমার প্রভু নাহি প্রয়োজন।
রমা সম কন্যা কিংবা দেবেন্দ্র কুমার,
ত্রৈলোক্যের অধিকার চাহি না তোমার;
স্বর্গীয় অমৃত-কুম্ভ মলয় পবন,
চাই না হরি পারিজাত কুসুম রতন।
চাই না আমি হয় হস্তী কনক কস্তূরী,
মেনকা উর্ব্বশী আদি স্বর্গ বিদ্যাধরী।
বাসন্তী কৌমুদী ভাতি কোকিল কূজন,
অপ্সরঃ-সঙ্গীত-সুধা ভ্রমর-গুঞ্জন,
কন্দর্পের রূপ আর অনন্ত যৌবন,
এসবে আমার প্রভু নাহি প্রয়োজন।

অষ্টসিদ্ধি ঋদ্ধি বুদ্ধি প্রতিভা অপার,
চাই না আমি জ্ঞানদার বিদ্যার ভাণ্ডার।
ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব কিংবা শিবত্বের লাগি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি নহি অনুরাগী।
সালোক্য সাযুজ্য কিংবা মুকতি নির্ব্বাণ,
সে সব চাহে না প্রভু এক্ষুদ্র পরাণ।
মধুকর মধুপানে মুগ্ধ নিরন্তর,
মকরন্দ হ'তে লোভ না করে ভ্রমর।
নিরোগ এ দেহ হোক্ নির্ব্বিকার মন,
নিশিদিন স্ম'রি হরি তোমার চরণ;
দীন আমি ক্ষুদ্র আমি অধম দুর্ব্বল,
চাহিনাথ রাঙাপদ পূজিতে কেবল।
আমি দাস তুমি প্রভু সাধনার ধন,
এই ভাব থেকে হোক্ অনন্ত জীবন।
চাই না হরি রাঙাপদ পেলে কিছু আর,
দাস বলি পদে রেখ প্রার্থনা আমার।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ

উচিত কথা।

হে দর্পী কুলের চূড়া
কুলীনের দল।
জিজ্ঞাসি কি গুণে বল
রহিবে প্রবল॥
যে সব সদ্‌গুণে শ্রেষ্ঠ
ছিলে এত দিন।
সে গুণ গরিমা আজি
লুপ্ত দীপ্তি-হীন॥

সে ধর্ম্ম সে ক্রিয়া কর্ম্ম
পূত আচরণ।
কি আছে তোমার তবে
কেন আস্ফালন॥

যে গৌরবে এত দিন
ছিলে গরীয়ান্।
নিজকর্ম্ম দোষে সব
করিয়াছ ম্লান॥

পূর্ব্ব তেজ বীর্য্য যদি
থাকিত তেমন।
কুলীনের দশা তবে
হ'ত না এমন॥

কারে দোষ কারে রোষ
কার দোষ নাই।
তোমরা নিজেরা ভাই
নিজের বালাই॥

সত্য কিনা ভাব দেখি
সত্য কিনা বল।
তোমরা ঢেলেছ কিনা
সমাজে গরল॥

সুদৃঢ় থাকিতে যদি
তোমরা কুলীন।
তবে কি কায়স্থ হত
কলঙ্কে মলিন॥

সমাজ এত যে ভ্রষ্ট
নষ্ট উচ্ছৃঙ্খল।
এ সকল তোমাদের
কুকার্য্যের ফল॥

সাজেনা এরূপে আর
কৌলীন্য বড়াই।
সব গেছে সব গেছে
আর কিছু নাই॥

খেয়েছ চখের মাথা
দেখ নাকি চেয়ে।
যে সে এসে বিয়ে করে
তোমাদের মেয়ে॥

হিতাহিত ভাল মন্দ
কিছু নাহি চাও।
যাহা খুসী তাহা কর
টাকা যদি পাও॥

গোলাম নফর ভৃত্য
অপকৃষ্ট হীন।
টাকায় কিনিছে নিত্য
তোমারে কুলীন॥

পদতলে এত দিন
ছিল যার ঠাই।
তারি কন্যা পুত্রে কর
গৃহিণী জামাই॥

জোলা তাঁতি নানা জাতি
কত কব আর।
মুড়ায়ে দিয়েছে মাথা
কুলীন তোমার॥

পদ প্রক্ষালনে যারা
যোগাইত নীর।
ছি ছি ছি তাদেরি পায়ে
আজি নত শির॥

পাদুকা গামছা গাড়ু
বওয়া পেশা যার।
আত্মীয় কুটুম্ব হায়
তারাই তোমার॥

মরমে মরমে ফাটে
বিদরে হৃদয়।
তোমাদের গুণ কীর্ত্তি
কহিবার নয়॥

কন্যাদায় গ্রস্ত কত
সম্ভ্রান্ত সংসার।
বর পণ অত্যাচারে
গেল ছার খার॥

উপেক্ষিয়া কুল শীল
ছি ছি বড় ঘৃণা।
বিসর্জ্জিব নিজ মান
লজ্জায় বাঁচি না॥

মেষ ছাগসম দেখ
সন্তান তোমার।
কুলীন কসাই তোরে
ধিক্ শতবার॥

শোণিত বিক্রীত অর্থে
পূর্ণ কর থলি।
বিবাহের ছলে নিত্য
দাও নরবলি॥

এখনও সময় আছে
হও অগ্রসর।
পায়ে ধরি রক্ষাকর
নিজেদের ঘর॥

ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও
পুত্র কন্যাগণে।
নিজেরা পবিত্র হও
সাবিত্রী গ্রহণে॥

রক্ষা কর পবিত্রতা
হও সদাচারী।
শোণিত বিশুদ্ধ রাখ
এ মিনতি করি॥

শুক্র ও শোণিত যার
বংশে দুষ্ট হয়।
অচিরে সে বংশ ধ্বংস
জানিও নিশ্চয়॥

ভুলি যাও বৃথা দর্প
দম্ভ অভিমান।
স্বধর্ম্ম পালনে রক্ষ
নিজ কুল মান॥

সাবিত্রী গ্রহণে বৃথা
করিও না ভয়।
গায়ত্রী স্মরণে শক্তি
বাড়িবে নিশ্চয়॥

সত্য বলি জাগ যদি
হে কুলীন রাজ।
নিশ্চয়ই জাগিবে পুনঃ
কায়স্থ সমাজ॥

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আন্তর্গণিক বিবাহ প্রস্তাব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনেকে অনুমান করেন যে, সমাজ বিস্তৃত হইলে কায়স্থেতর জাতিয়া সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিবে; এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ পাওয়াও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে, ইহা অমূলক কথা নহে। পূর্ব্বে অঘটন সংঘটন পটু ঘটকের সাহায্যে যে এরূপ হয় নাই তাহা নহে। এরূপ শুনা যায় যে, হুগলী জেলার কোন এক পিতৃ মাতৃ হীন গোপকন্যার ব্রাহ্মণ পরিচয়ে ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। "ভয়ার মেয়ের" বিবাহে এইরূপ অসবর্ণ বিবাহ যথেষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক এরূপ ঘটনা চারিশ্রেণীর মিলনের ফলেই যে হইবে তাহা নহে; স্ব সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়া বিবাহ দিতে গেলে কুলোকের দ্বারা এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। তবে আন্তর্গণিক বিবাহ যখন সুবিধা অসুবিধার উপর নির্ভর করিতেছে, এবং যাঁহারা পরস্পর পরিচিত তাঁহাদের মধ্যে ভিন্ন অপরিচিত কোন ব্যক্তির সহিত যখন যৌন সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইবে না, তখন আমদের আশঙ্কার কারণ অল্প। বর্ত্তমান সময়ে স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহেও এইরূপ পরিচিত ব্যক্তি দ্বারাই বিবাহের কথোপকথন স্থির হইয়া থাকে। অনেক সময় এমন ঘটনাও ঘটিয়া থাকে যে, একজন ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থ বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বহুদিন অন্যশ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে বাস করিতেছেন—দেশে যাতায়াত নাই—সন্তান সন্ততিও হয় নাই—দেশের লোকে বিদেশজাত সন্তানদিগকে কেহ চিনে না—বা যে সকল প্রাচীনলোক ঐ সকল সন্তানগণকে চিনিতেন তাঁহারাও অনেকে বিদ্যমান নাই এরূপ স্থলে উক্ত কায়স্থ-সন্তানগণ তাঁহাদের পৈতৃক বাসস্থানেই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন না; পক্ষান্তরে একজন ভিন্নদেশীয় ব্যক্তি দেশ ছাড়িয়া বিদেশে বাস করিতেছেন—কায়স্থ বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন—কিন্তু বংশানুক্রমে তিনি কায়স্থ নহেন ইঁহারাও বিদেশে কায়স্থ বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। এরূপ অবস্থায় সেন্‌সেস্ গ্রহণ এবং কুলপঞ্জিকাই এই সকল দোষ নিবারণের উপায় নহে। কারণ এক দেশীয় সকল কায়স্থই সকলের নিকট পরিচিত নহে; যাহারা বিদ্যা এবং অর্থে হীন ও অকুলীন কিন্তু সন্মৌলিক এমন কায়স্থও অনেক সময় অপরিচিত হয়েন। সেন্‌সেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ অথবা গণনাকারী যদি অজ্ঞতা নিবন্ধন ঐ সকল লোককে বাদ দেন তাহা হইলেই তাঁহারা চিরদিনের জন্য কায়স্থের তালিকা হইতে বাদ

পড়িলেন এবং আমাদের উল্লিখিত অকায়স্থ-সন্তান যিনি কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, তিনি যদি কোন রকমে সেন্‌সস্ বা কুলপঞ্জিকায় নাম লেখাইতে পারেন তাহা হইলেই তিনি চিরদিনের জন্য কায়স্থ হইয়া গেলেন। কায়স্থ অকায়স্থ ইহা যথাসম্ভব চিনিবার জন্য আমাদের বোধ হয় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে সুবিধা হইতে পারে।—

(ক) প্রত্যেক জেলায় ও যে সকল গ্রামে কায়স্থ আছেন সেই সকল গ্রামে একটী একটী কায়স্থ-সভার সংস্থাপন, গ্রাম্য সভার সভ্যগণের নাম জেলা সভার তালিকা ভুক্ত হইবে; বিবাহাদি ক্রিয়া উপলক্ষে সঠিক পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হইলে জেলা বা গ্রাম্য সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে সংবাদ লওয়া যাইতে পারে।

(খ) উপবীত গ্রহণ প্রথা বিস্তৃত ভাবে প্রবর্ত্তন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন—অসামাজিক কায়স্থও উপবীত ধারণ করতঃ সব একাকারে পরিণত হইবেন সুতরাং সামাজিক ও অসামাজিক কায়স্থের পার্থক্য কেমন করিয়া পরিলক্ষিত হইবে? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান সময়ের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় কায়স্থগণের উপবীত না থাকায় উভয়বিধ কায়স্থকে যে ভাবে চিনা যাইত এখনও সেই ভাবেই চিনা যাইবে। পরন্তু ইহাতে লাভ হইবে যে, সকল কায়স্থই উপবীত গ্রহণ করিলে, উপবীত গ্রহণের পর, কোন কায়স্থেতর জাতি ধনবলে বা বিদ্যাবলে উত্তর কালে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিলেও সহসা কায়স্থের মধ্যে মিশিতে পারিবে না—উপবীত হীনতাই তাহাদের মিশ্রণে বাধা জন্মাইবে। অবশ্য ভিন্ন দেশে যাইয়া—উপবীত দেখাইয়া কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন; বিবাহাদি বৃহৎব্যাপার উপস্থিত না হইলে, কিম্বা কায়স্থেতর জাতি মূর্খ বা ধনহীন হইলে প্রায়ই কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না এবং উপবীত লইতে ও অগ্রসর হইবেন না।

(গ) সেন্‌সস্ গ্রহণ বা কুলপঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে হইলেও আমাদের পূর্ব্ব কথিত গ্রাম্য সভার সাহায্যে প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। নতুবা তাহা সঠিক ভাবে লিখিত হইবে না।

প্রবন্ধ বর্ণিত উপায় অবলম্বিত হইলে মোটামোটি আন্তর্গণিক বিবাহের প্রচলন হইতে পারে আশা করা যায়। এ সম্বন্ধে সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের লেখনী ধারণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৩১৯ সালের ৪৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

উল্লিখিত ভগবদ্বাক্য দৃষ্টে এবং জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ও কর্ম্মমার্গ নামে অভিহিত সাধনপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য জীবের কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি তিনেরই প্রয়োজন।

জ্ঞানমার্গ নামে অভিহিত জ্ঞানপ্রধান সাধনপ্রণালীতে ও কর্ম্ম ও ভক্তিরূপ উপাদান বর্ত্তমান আছে।

বেদান্তদর্শন মতে মননাত্মক ব্রহ্ম বিচার দ্বারায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হইলে মুক্তি হয় না। এই ব্রহ্ম-বিচারের উপযোগিতা লাভ করিতে হইলে জ্ঞানের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সাধনের আবশ্যক। এই সাধনাতে যে কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি তিনেরই প্রয়োজন তাহা নিম্ন বর্ণিত প্রণালী দৃষ্টেই সম্পূর্ণ বুঝাযাইবে।

ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, করিয়া ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়ন ও আশ্রমবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠান, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মাদির পরিবর্জ্জন করিলে এবং মননাত্মক উপাসনা দ্বারায় চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে জীবের চিত্ত নির্ম্মল হয়। সেই নির্ম্মল চিত্তে নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, শমদমাদি সম্পত্তি, এবং মুমুক্ষুত্বরূপ সাধন চতুষ্টয়ের আবির্ভাব হয়। একমাত্র ব্রহ্মই নিত্যবস্তু, ভোগ্যবস্তু এবং ভোগসাধন দেহ প্রভৃতি অন্য সমস্ত বস্তুই অনিত্য, এইরূপ জ্ঞানের নাম নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক। কর্ম্ম জন্য ইহলোকের সুখাদি ও পরলোকের স্বর্গ সুখাদিরূপ ফলভোগে অনিচ্ছুক এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নাম ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা ইহাদের নাম শমদমাদি সম্পত্তি। আত্মতত্ত্বে মনস্থাপনের অনুকূল শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তৎপ্রতিকূল বিষয় হইতে মনকে নিরস্ত করার নাম শম। বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি করার নাম দম। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদির ও পরিত্যাগ করার নাম উপরতি। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা। মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতার নাম সমাধান। গুরুবাক্য ও বেদবাক্য ও তৎপ্রতিপাদ্য তত্ত্ববস্তুতে ভক্তি বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা এবং মোক্ষেচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব।

উপরি উক্ত গুণরাশি সমন্বিত জীব ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী। উহারাই তত্ত্বজ্ঞান

লাভ করিয়া মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় করিয়া ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিতে পারেন। এইরূপ সাধন-সম্পত্তি সকল লাভ করিতে যে বিশেষ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান এবং ভক্তি ও জ্ঞানের সাধন আবশ্যক তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ভক্তিমার্গ নামে অভিহিত ভক্তিপ্রধান সাধনপ্রণালীতেও কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ উপাদান বর্ত্তমান আছে।

পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ভক্তিই ভক্তির সাধন এবং সাধ্য ভক্তিই ভক্তহৃদয়ে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশের একমাত্র উপায়। ভগবদ্ভক্ত বহু শাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ পরাভক্তি (প্রেমভক্তি) ও সাধনভক্তি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া ভক্তিপথাবলম্বী অনেকেই মনে করেন ভক্তিপথ সম্পূর্ণ জ্ঞান কর্ম্মবিবর্জ্জিত পথ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে ভাব হৃদয়ে লইয়া ভক্তিই ভক্তির সাধন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তদনুযায়ী ভক্তিই যে একমাত্র অবলম্বন একথা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও তাঁহাদের প্রদর্শিত ভক্তিপথ যে তাঁহাদের পদাঙ্কবর্ত্তীগণ সম্পূর্ণ জ্ঞান কর্ম্ম বিবর্জ্জিত মনে করেন তাহা ঐ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিপ্রেত নহে। একথা বুঝিবার জন্য একটু আলোচনা আবশ্যক

ভক্তি = (ভজ্ ধাতু + ক্তি (ক্ত) ভাবে) (১) 'ভজ্' ধাতু সেবা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী।"

ইহাই সাধন ভক্তির কথা। (২) এই 'ভজ্'ধাতু বিশ্রাণন বা দান অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" এই শাণ্ডিল্য সূত্রানুযায়ী অশেষ কল্যাণ গুণের আকর অনন্ত মহিমান্বিত ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান হইলে তৎপরে যে ভক্তহৃদয়ে ভগবানের প্রতি নিরতিশয় রতির উদয় হয় তাহাকেই ভক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

নারদসূত্রে "সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা" ভগবানে পরম প্রীতিময় ভাব-বন্ধনা ভক্তি।

"সদ্ভাববন্ধনং সূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ।"

ভাববন্ধনই প্রেম নামে অভিহিত হইয়াছে। ভগবানে সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপূর্ণ

আত্মসমর্পণ বা আত্মদান না করিতে পারিলে এই প্রেমভক্তির উদয় হয় না এই দুইটী সূত্রেই 'ভজ্'ধাতুর দান অর্থের সার্থকতা হইয়াছে। ইহাই সাধ্যভক্তি। বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত ভক্তিতত্ত্বে ভক্তির সাধন ও সাধ্যরূপ অবস্থাভেদে 'ভজ্'ধাতুর উভয় অর্থই ভক্তিশব্দে প্রযুক্ত হইয়াছে। নববিধ সাধন ভক্তির শেষ সাধন "আত্ম নিবেদনে" 'ভজ্' ধাতু দানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই আত্ম" শব্দের অর্থ :—

"অর্থৌ দ্বিধাত্মশব্দস্য পণ্ডিতৈরুপপদ্যতে।
দেহহন্তাস্পদং কৈশ্চিদ্দেহঃ কৈশ্চিন্মমত্বভাক্॥"

পণ্ডিতগণ অহঙ্কারাস্পদ দেহ এবং মমত্বাভিমানী দেহকে আত্ম শব্দের অর্থ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচরণে এই আত্মদানের নামই আত্মনিবেদন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে প্রেমভক্তি নিত্যসিদ্ধা ও সাধ্যা। যাহা নিত্যসিদ্ধ তাহা নিত্য এবং স্বপ্রকাশ, সাধন দ্বারায় তাহা কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না সুতরাং নিত্যসিদ্ধা বলিয়া পুনরায় তাহাকে সাধ্যা বলাতে এক পদার্থই নিত্য এবং উৎপন্ন এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। আশঙ্কা হইতে পারে ধারণায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন "নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সিদ্ধতা" শ্রবণাদি ক্রিয়ারূপ সাধন দ্বারা নির্ম্মলীকৃত চিত্তে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেমের উদ্দীপন করিয়া তাহাকে প্রকট করাকেই অর্থাৎ মলিন আবরণ দূর করিয়া প্রকাশ করাকেই সাধ্যতা বলে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতও ইহাই বলিতেছেন :—

"শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ,
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন।
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়,
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করায় উদয়।"

আচার্য্যগণ পরাভক্তিকে এইরূপ নিত্যা ও সাধন যোগ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তির শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন এবং সাধনভক্তি ও সাধ্যভক্তি উভয়কেই ভক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ ভক্তিকে গৌণীভক্তি ও পরাভক্তি এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া বৈধী ও রাগানুগা এই দ্বিবিধ ভক্তিকে গৌণী ভক্তির দুইটী শাখারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দ্বিবিধ ভক্তির নামই সাধন ভক্তি রাখিয়াছেন। যাঁহার পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি এবং বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে নাই কিন্তু অতি ভাগ্যবশে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে শ্রদ্ধামাত্র জন্মিয়াছে তিনি বৈধী ভক্তির অধিকারী। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তৎকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বৈধী ভক্তির স্বরূপ বলিতেছেন :—

"যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধীভক্তিরুচ্যতে।"

ভগবানে প্রকৃত অনুরাগ জন্মে নাই অথচ যেখানে শাস্ত্রের শাসনভয়ে ভগব[ৎ] সেবায় প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে সেইরূপ ভক্তিকেই বৈধীভক্তি বলে। শ্রীপাদ গোস্বামী মহোদয় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ঐ বৈধীভক্তির অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন।

"যঃ কেনাপ্যতি ভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ॥"

যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণ বশীভূত ও চিত্ত নির্ম্মল হইয়া ভাবের উদয় না হ[য়] তৎকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রের বিধি নিষেধ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিতর্ক সম্পূ[র্ণ] মান্য করিয়া এই বৈধীভক্তিরই অনুশীলন করিতে হইবে। ইহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বলিতেছেন :—

"বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ ;
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥"

ভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত একমাত্র বৈধী ভক্তিতেই সাধকের অধিকার। এই বৈধীভক্তি রাগানুগা ভক্তির সাধন। বৈধী ভক্তিতে সিদ্ধ না হইয়া আত্ম-শক্তির পরিমাণ অতিক্রম ও আত্মপ্রতারণা করিয়া ব্যগ্রতা বশতঃ এই অধিকা[র] উল্লঙ্ঘন করিলে এবং উচ্চাধিকারীর পথে পদার্পণ করিলে উন্মার্গগামীর অধঃপত[ন] হইয়া থাকে। বৈধী ভক্তিতে সিদ্ধ হইলে ভাবোদয় হইবে তখন সাধক রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন করিবেন।

রাগময়ী ব্রজগোপীগণের পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে যে নিষ্কাম ভাবময়ী ভক্তি বা অতুল প্রেমপ্রবাহ ছিল তাহাকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। এই ভক্তি শাস্ত্রের বিধি

রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ

নিষেধের অতীত পরাভক্তির অন্তর্গত। এই ভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত :—কামরূপা, ও সম্বন্ধরূপা। সম্ভোগের তৃষ্ণাকেও যে ভক্তি বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত করে তাহাকে কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। এবং যে ভক্তি ভগবানের সহিত ভক্তের সম্বন্ধে সংঘটন করিয়া চিত্ত প্রেমপূর্ণ মাধুর্য্যম[য়] করিয়া দেয় তাহাকে সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। একমাত্র ব্রজগোপী ও ব্রজরাখালগণই এই ভক্তির অধিকারিণী ও অধিকারী ছিলেন। বৈধীভক্তি অনুশীলনে যে ভক্তের চিত্ত ইন্দ্রিয়-প্রভাব পরিশূন্য কামগন্ধ বিবর্জ্জিত হইয়া নির্ম্ম[ল] হইয়াছে সেই ভাগ্যবান্ আপনাকে কোন ব্রজগোপী বা ব্রজরাখালের স্থানী[য়] মনে করিয়া সেই ব্রজগোপী বা ব্রজরাখালের ভক্তিভাবের কৃষ্ণসেবার অনুস[রণ]

করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করিবেন। এই ভাবের কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তিই রাগানুগা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তি সাধ্য। ভক্তি কিন্তু রাগাত্মিকার অনুগামিনী রাগানুগা ভক্তি সাধন ভক্তি। রাগানুগা ভক্তিতে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিতে হয় না সত্য, কিন্তু গোপীভাবের অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে হয়। এই ভজনায় সিদ্ধ হইলে পরাভক্তির অন্তর্গত ভাবভক্তির উদয় হয়। এই ভাব-ভক্তির ঘনীভূত অবস্থাই প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তিতে প্রিয়তমের সহিত প্রেমিকের যখন অভেদ ভাবের স্ফুর্ত্তি হয় তখন এই প্রেমভক্তিই "মহাভাব" নাম ধারণ করেন। ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি বা অভেদাত্মক ভাবে পরিণত মহাভাব, পরাভক্তির ক্রমিক বিকাশ।

নারদপঞ্চরাত্রে যে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন তাহা রাগানুগা ভক্তিরই লক্ষণ, ইহাও সাধন ভক্তি।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥"

সর্ব্ব প্রকারের উপাধি হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি ভোগ সাধন বস্তু ও ঐহিক পারত্রিক স্বর্গাদি সর্ব্বপ্রকারের ভোগ্য বস্তুর কামনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি অভিলাষে নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গণ দ্বারায় কৃষ্ণসেবাই উত্তমা ভক্তি।

আমরা দেখিতে পাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীহরি লাভের বা তাঁহার প্রীতি সাধন জন্য শাস্ত্রবিহিত যাবতীয় কর্ম্মকেই ও রাগাত্মিকা গোপীগণের রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগামিনী ভক্তিবিহিত ক্রিয়া বা কর্ম্মকেও ভক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। যে কর্ম্ম বিষয় পরতন্ত্র নহে কেবল শ্রীকৃষ্ণ পরতন্ত্র এবং পরাভক্তির সাধন তাহারই নাম সাধন-ভক্তি দিয়াছেন। নারদপঞ্চরাত্র বলেন :—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥"

শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যে সকল ক্রিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে তাহা সাধনভক্তি। ঐ সাধন ভক্তির অনুশীলন দ্বারা পরাভক্তির উদয় হয়।

শাস্ত্র এই সাধনভক্তির বা হরিভক্তি প্রণোদিত সাধনরূপ কর্ম্মের বহু অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রবণাদি নববিধ ভক্তির বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন :—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥"

শাস্ত্র এই সব লক্ষণ যুক্ত সাধনভক্তির বহু বিশেষ বিশেষ কার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে ৬৪টী অঙ্গের প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়া তাহার মধ্যেও আবার নিম্নের দশটী কার্য্যের বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন :—

(১) গুরু পদাশ্রয়, (২) গুরু হইতে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের দীক্ষা শিক্ষা, (৩) বিশ্বাস সহকারে গুরু সেবা, (৪) সাধু বর্ত্মানুবর্ত্তন, (৫) সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, (৬) শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত ভোগাদি ত্যাগ, (৭) দ্বারকা ও গঙ্গাদি সমীপে বাস, (৮) ভগবৎ সম্বন্ধে যে নিয়ম সকল প্রকার অবস্থার ব্যবহারেই প্রতিদিন চলিতে পারে সেইরূপ নিয়মানুবর্ত্তন, (৯) হরিবাসর সম্মান, (১০) তুলসী ধাত্রী অশ্বত্থাদির গৌরব রক্ষা। ইহার প্রত্যেকটী কার্য্যই ভগবৎ প্রাপ্তি ও ভগবৎ প্রীতির জন্য অনুষ্ঠান প্রবল নিষ্কাম অনুরাগের দ্বারা এই কর্ম্ম সকল রঞ্জিত হইয়া ভক্তহৃদয়ে সাধ্য ভক্তির উদয় করে বলিয়া এই কর্ম্মাবলীকেও আচার্য্যগণ সাধনভক্তি বলিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিমার্গে কর্ম্মরূপ উপাদান বহু পরিমাণেই আছে, অথচ ঐ কর্ম্মাবলীর নাম ভক্তি দেওয়াতে এবং তদনুযায়ী কেবল ভক্তি পথের সাধনা দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে একথা বলাতে কর্ম্মিগণের মতের সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর নিম্নোদ্ধৃত যে শ্লোকটি দৃষ্টে আধুনিক ভক্তি পথাবলম্বী বৈষ্ণবগণ ভক্তি পথ জ্ঞান ও কর্ম্ম বিবর্জ্জিত মনে করেন তাহা রাগানুগা ভক্তির কথা এবং তাহার প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ। তাহার প্রকৃত অর্থ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সঙ্গতভাবে করিয়াছেন। ঐ অর্থ আধুনিক বৈষ্ণবগণের মত সমর্থক নহে। শ্লোকটি এই :—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন।

কোন বিষয়ের বা কোন বস্তুর জ্ঞান জন্মিলে তদ্বিষয় বা তদ্বস্তুর সম্বন্ধে কায়িক বাচিক এবং মানসিক একান্ত ভাবে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম অনুশীলন অনুশীলনীয় বস্তুর অনুক্ষণ সেবা বা বিরুদ্ধাচরণ প্রভৃতি তদ্বিষয়ক সর্ব্ব প্রকারে

মানসিক ক্রিয়া বা চিন্তা দ্বারায় সেই অনুশীলনীয় বিষয় বা বস্তুর বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের নাম অনুশীলন। এই অনুশীলন তদ্বিষয় বা তদ্বস্তুর অনুকূলেও হইতে পারে, প্রতিকূলেও হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে তাঁহার সেবাদি কর্ম্মানুষ্ঠান এবং তাঁহার চিন্তার নাম কৃষ্ণানুশীলন। এই কৃষ্ণানুশীলন যখন কৃষ্ণ ভজনের, কৃষ্ণ সেবার, কৃষ্ণ প্রীতির অনুকূল হয়, তখন তাহা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। এই অনুশীলন প্রবৃত্তিমূলক কাম্যকর্ম্মের ফলদাতা অন্য দেবতা বিষয়ে এবং ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব প্রকার বিষয়ে অভিলাষ শূন্য হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণে একান্ত হওয়ার নামই অন্যাভিলাষিতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলন। এইরূপে এই কৃষ্ণানুশীলন অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং হইলেই উত্তমা ভক্তি হয়। প্রতিকূল অনুশীলনকে দ্বেষ বলে। ঈশ্বরের প্রতিকূল অনুশীলন দ্বারাও সেই করুণাময়ের কৃপায় ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব লাভ হইতে পারে না। ভক্তিই ভগবত্তত্ত্ব লাভের একমাত্র উপায়।

"জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতং" এই বাক্যের জ্ঞান ও কর্ম্মের কি অর্থ এখন তাহাই আলোচ্য।

অনুশীলন শব্দে কর্ম্ম ও চিন্তা উভয়ই বুঝাইতেছে। অনুশীলনীয় বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে কর্ম্ম ও চিন্তা দ্বারা বিশেষ ভাবে তাহার অনুশীলন (অনু = পশ্চাৎ, + শীল = চিন্তা করা, প্রবৃত্ত হওয়া) হইতে পারে না, সুতরাং অনুশীলন শব্দের অর্থই কর্ম্ম জ্ঞানাত্মক বিশেষ অনুসন্ধান জ্ঞান-কর্ম্মই যে অনুশীলনের উপাদান সে অনুশীলন কিরূপে "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং হইবে? আর একটী কথা জ্ঞানের ধর্ম্ম "প্রকাশ করা" সেই জ্ঞান কিরূপে অন্যকে আবৃত করিবে? এই বাক্যের জ্ঞান ও কর্ম্মের অর্থ বুঝিতে হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটী তত্ত্ব পূর্ব্বে বুঝিতে হয়।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব ভগবতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। ভক্তের হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ হইলে আত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব আপনাই প্রকাশ হইয়া যায় কিন্তু আত্মতত্ত্ব কি ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ হইলে ভগবতত্ত্ব প্রকাশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী নহে। আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত এবং এই উভয় তত্ত্বই ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত এবং তাহা অত্যুচ্চ সাধন সাপেক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান নির্ব্বিশেষে ভজন। অনেকেই এই নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মজ্ঞান লাভেই চরিতার্থ হইয়া বিশেষ অনুসন্ধানে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদের পক্ষে এই ব্রহ্মজ্ঞান ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশের অন্তরায় হয়। গিরিগুহা প্রবিষ্ট জন্মান্ধ ব্যক্তি যদি সহসা দৃষ্টি লাভে সূর্য্যরশ্মি ও সূর্য্যালোক দর্শনেই চরিতার্থ

হইয়া চিরদিন সেই গিরিগুহাতেই অবস্থান করেন, সেই রশ্মি আলোকের ধ সূর্য্যদেবের দর্শনার্থ গিরিগুহা পরিত্যাগ করিয়া আর অগ্রবর্ত্তী না হন তা হইলে যেমন সেই ব্যক্তির স্থানে সূর্য্যরশ্মি এবং সূর্য্যালোক প্রতিভাত হইলেও সূর্য্যদেব কখনও প্রকাশিত হন না; সেইরূপ সাধকের হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব এ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলেও আরো উচ্চ সাধনা ভিন্ন ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না যাহার দৃষ্টিতে সূর্য্যদেব গঠিত হন সেই ব্যক্তির পক্ষে যেমন সূর্য্যরশ্মি ও সূর্য্যা লোকের স্থান অবগুণ্ঠবা সেইরূপ ভক্ত হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে স্বত আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তিহী জ্ঞানীকে আত্মহারা করিয়া ভগবত্তত্ত্বের বিশেষ অনুসন্ধানে বিমুখ করে। এই জ শ্রীমজ্জীব গোস্বামী মহোদয় তাঁহার প্রণীত "তত্ত্ব সন্দর্ভ" গ্রন্থে "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যন বৃতং" এই বাক্যস্থিত জ্ঞান শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান রূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞা বুঝাইবে ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান রূপ জ্ঞান বুঝাইবে না" এইরূপ ব্যাখ করিয়াছেন। কারণ, ভজনীয়ত্বের অনুসন্ধান রূপ জ্ঞান না হইলে কৃষ্ণানুশীল নই হইতে পারে না। এই বাক্যস্থিত জ্ঞান শব্দ "বিষয়ের জ্ঞান" অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, কারণ, বিষয়ের জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশ হইলেও বিষয়ে অন্তরালস্থিত তত্ত্ব বস্তুকে আবৃত করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীহরির উদ্দেশ্যে কৃত কর্ম্ম সকলকে, বিশেষ সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল চিত্ত শাস্ত্রের বিধিনিষেধের অতীত রাগানুগা ভক্ত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা হৃষীকেশের সেবারূপ যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন সকল কর্ম্মকে বৈষ্ণব শাস্ত্র সাধন ভক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরা বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে ঐ সকল কর্ম্ম কর্ম্ম নহে ভক্তি বিশেষ। তাই শ্রীমজ্জীব গোস্বা মহোদয় "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং" বাক্যের কর্ম্ম শব্দে ভজনীয় বস্তুর পরিচর্য্যাদির কর্ম্ম বুঝাইবে না, কেবল স্মৃত্যাদি শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধমূলক নিত্য নৈমিত্তি কর্ম্মকেই (কাম্য কর্ম্মকেই) বুঝাইবে; এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কার শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যাদি কর্ম্ম ও অনুশীলন এবং তাহা ভক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে বৈষ্ণবগণের বর্ণিত সাধনভক্তি সম্পূর্ণই কর্ম্মাত্মক।

ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা ব্যা। অদ্বৈতবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণী "বিবেক চূড়ামণি" গ্রন্থে ব্রহ্মানুসন্ধানকে ভক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতর তাঁহার মতেও ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের বর্ণিত ভক্তি বৈষ্ণ গণের মতে সাধনভক্তি মাত্র. তাহা সাধ্যভক্তি নহে। সাধ্যভক্তিও যে জ্ঞানাত্মি

তাহা বৈষ্ণবাচার্য্যগণই বলিয়াছেন। পরম ভাগবত শ্রীমজ্জীব গোস্বামী ভক্তিকে জ্ঞান বিশেষ বলিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ বলদেব গোস্বামী মহোদয় তৎকৃত সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে, ভগবানের হ্লাদিনী এবং সম্বিৎ শক্তির মিলিত সারাংশকে ভক্তি নাম দিয়াছেন। বিভুসত্তার হ্লাদিনী শক্তিতে মিলিত ভাবে চিচ্ছক্তি এবং আনন্দ শক্তি উভয়েরই স্ফুরণ হইয়া থাকে। তাঁহার মতে জ্ঞানধর্ম্মযুক্ত একটি ভাবই বিদ্যা ও বেদন ভেদে দুই প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা এবং বেদনকে পরাভক্তি বলে। বিদ্যা নিমেষ শূন্য দৃষ্টির ন্যায় বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপক, বেদন বা পরাভক্তি সপ্রেম অপাঙ্গ দৃষ্টির ন্যায় বস্তুর স্বরূপের বিশেষত্ব জ্ঞাপক। তাই ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশে সক্ষমা। ভক্তিপথের উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতেই ভক্তিপথেও জ্ঞান-কর্ম্মরূপ উপাদান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কর্ম্মমার্গ নামে অভিহিত কর্ম্মপ্রধান সাধন প্রণালীতেও জ্ঞান ও ভক্তিরূপ উপাদান বর্ত্তমান আছে।

কামনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ঐহিক সুখ বা পারত্রিক স্বর্গসুখাদি বিশেষ বিশেষ ফল লাভের প্রত্যাশায় বিশেষ বিশেষ বৈদিক যাগযজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয় বিশেষ বিশেষ দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। ঐ সকল কাম্যকর্ম্মের ফল লাভ করিতে হইলে সেই সেই দেবতা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ও তত্তৎ দেবতার প্রতি বিশেষ ভাবে ভক্তি থাকা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে কাম্যকর্ম্ম সফল হয় না। এই প্রবন্ধের আলোচ্য নিবৃত্তিমার্গের কর্ম্মপ্রধান সাধন প্রণালীতেও জ্ঞান ও ভক্তিরূপ উপাদান বর্ত্তমান আছে।

যোগ বলিলেই সাধারণতঃ কর্ম্মযোগই বুঝাইয়া থাকে। প্রায় সমস্ত যোগ সাধনই কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া বা কর্ম্মপ্রধান উপাসনা। সর্ব্বেশ্বর ভগবানের আদিষ্ট গীতায় বর্ণিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের বিষয় এবং অন্য শাস্ত্রোক্ত যোগ প্রণালী হইতে ঐ নিষ্কাম যোগের যে বিশেষত্ব আছে তাহা পরে আলোচ্য। শাস্ত্রে হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, জয়যোগ, রাজযোগ প্রভৃতি বহু প্রকার যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। হঠযোগের অন্য নাম ঘটশুদ্ধি, কারণ, দেহরূপ ঘটকে যোগের উপযোগী করিয়া শুদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মঠ করাই হঠযোগের উদ্দেশ্য। হঠযোগ যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে বিপদের বিশেষ আশঙ্কা আছে। তীব্র মানসিক ভাবানুযায়ী

শারীরিক শক্তি সঞ্চালন করিয়া দেহটি যোগোপযোগী করাই হঠযোগের ল ইহা ব্যায়াম বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হঠযোগের সহিত আধ্যাত্মি বিষয়ের সম্বন্ধ অতি অল্পই আছে। কেহ কেহ হঠযোগাভ্যাসের পর অ যোগাভ্যাস না করিয়া শারীরিক শক্তির কার্য্যাবলী প্রদর্শন করিয়া মানবগণ বিস্মিত করিয়া থাকেন। হঠযোগাভ্যাস না করিলে যে যোগানুষ্ঠান করা যাই পারে না ইহা যোগাচার্য্য পাতঞ্জল বা যোগদর্শন প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলিদে মত নহে। হিন্দু শাস্ত্রে রাজযোগ লয়যোগ প্রভৃতি যে বিবিধ যোগ উপদিষ্ট হ য়াছে তাহার সমস্তই পাতঞ্জল দর্শনোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের কোন না কোন অন্তর্ভুক্ত বা অনুরূপ। সুতরাং অষ্টাঙ্গ যোগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবে সাধারণতঃ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় বলা হইবে। যোগ সাধনায়ও যে কর্ম্মজ্ঞা ভক্তিরূপ উপাদানত্রয়ই বর্ত্তমান আছে এইমাত্রই এখানে আমদের প্রতিপাদ্য প্রবন্ধলেখক যোগ সাধনে সম্পূর্ণ অনধিকারী সুতরাং যোগাভ্যাস ও তাহ আধ্যাত্মিক প্রণালী ও ফলাফল সম্বন্ধে বলিবার প্রবন্ধলেখকের কোন অধিক নাই। যাঁহারা সাধন পথের পথিক হইয়া তৎ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান তাঁহা সিদ্ধ যোগিগণের উপদেশ গ্রহণ করিবেন। আমরা এখানে যোগদর্শনের ২।‌ সূত্রের মর্ম্মালোচনা করিয়া যোগসাধনেও যে ঐ তিনটি উপাদানই বর্ত্তমান আ তাহাই মাত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তাঁহার প্রণীত পাতঞ্জল বা যোগ দর্শনে বলিয়াছেনঃ

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।"

চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। যোগদর্শনের মূল ভিত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হয়। মহর্ষি কপিল দেবের প্রণীত সাংখ্য দর্শনোক্ত তত্ত্বা অর্থাৎ পদার্থাবলী এবং উক্ত দর্শন কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত ঈশ্বর অঙ্গীকার ক লইয়া ভগবান্ পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি——মূল প্রকৃতি বা প্রধান, মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চমহাভূত এই চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব জড়বর্গ এবং পুরুষ চেতনতত্ত্ব। জড়বর্গের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব মধ্যে একটি মূল প্রকৃতি এবং কতকগুলি একের বিকৃতি ও অন্যটির প্রকৃতি এই উভয়া এবং অন্য কতকগুলি কেবলই বিকৃতি; সুতরাং জড়বর্গের তত্ত্বগুলি এক প্রকৃতিরই পরিণাম। এই মূল প্রকৃতিই এবং চেতন তত্ত্ব পুরুষ উভয়ই অনা সুতরাং সাংখ্যাচার্য্যগণ চরম দ্বৈতবাদী।

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়শক্তি ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টাদশ পদার্থ দ্বারা জীবের সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর গঠিত। পঞ্চতন্মাত্রের ক্রমিক সংযোগে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। স্থূলদেহ পাঞ্চভৌতিক এবং সূক্ষ্মদেহের অধিষ্ঠানভূমি। সুতরাং জীবের স্থূলদেহ, স্থূলদেহের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মদেহ * এবং এই স্থূলদেহের বাহিরে পাঞ্চভৌতিক জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়গুলিকে করণ বলে; কারণ উহারা জীবের সংসার বন্ধনের অথবা সংসার হইতে জীবের মুক্তিলাভের করণ বা প্রধান সাধন। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পুরুষ বা চৈতন্য, স্বচ্ছ দর্পন সদৃশ প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্বে বা মহত্তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হন। পুরুষ প্রতিবিম্বিত এই বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা উদ্ভাসিত অহঙ্কার ও মন এই ত্রিবিধ করণকে অন্তঃকরণ বলে। এই অন্তঃকরণ চৈতন্য প্রতিবিম্বিত তাই জড়ধর্ম্মী হইয়াও চেতনধর্ম্মী বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং বাহ্যকরণ বহিরিন্দ্রিয়গণকে ও স্থূলজড়দেহকেও চৈতন্যের মত প্রতিপন্ন করে।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণকেই এক চিত্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহারা চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত চিৎ ভাবাপন্ন তাই উহাদের নাম চিত্ত। বিষয় সন্নিহিত বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি চিত্তের সহিত সংযুক্ত হয় বলিয়া উহারাও বৃত্তিলাভ করে। এই চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম বৃত্তি। ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণ ভেদে দ্বিবিধ। প্রত্যেক বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত তদ্গ্রাহ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও অন্তঃকরণের সহিত তাহার সংযোগ না হইলে কোন বাহ্যেন্দ্রিয়ই বৃত্তি লাভ করিতে পারে না অর্থাৎ বহির্বিষয়ের উপলব্ধি করাইতে পারে না। বিষয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য হইলেই বুদ্ধির উদ্রেক হওয়া মাত্রই "ইহা কিছু" এইরূপ নির্ব্বিকল্প বা আলোচনা জ্ঞানের (sensation এর) উদয় হয়। "ইহা এই বস্তু, অন্য বস্তু নয়" এইরূপ কোন বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয় না। পরে মন "এই আলোচনা জ্ঞানটী "এই বস্তু, এই বস্তু নয়" এইরূপ বিশেষ ভাবে সংকল্প বিকল্প করিয়া বিশেষ বস্তুর জ্ঞান (perception) জন্মাইয়া দেয় এবং অহঙ্কার উহাতে "আমি বা আমার" এই মমতারূপ অভিমান করে এবং বুদ্ধি তৎসম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয় করে। তাই, এই বুদ্ধির অসাধারণ বৃত্তি অধ্যবসায় বা নিশ্চয়। অহঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি অভিমান এবং মনের অসাধারণ

* বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন, সূক্ষ্মদেহ নিরাশ্রয় অবস্থায় কখনও থাকিতে পারে না। তাঁহার মতে স্থূলভূতের সূক্ষ্মাংশ লইয়া অধিষ্ঠান বা অতিবাহিক নামে জীবের আর একটি দেহ আছে। জীব যখন স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্গ শরীরে উৎক্রমন করেন তখন এই অধিষ্ঠান বা অতিবাহক শরীর আশ্রয় করিয়াই লিঙ্গ শরীরী জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

বৃত্তি বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে কল্পনা এবং ত্রিবিধ অন্তঃকরণেরই সাধারণ বৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, বিষয় সম্বন্ধে এই পাঁচটী আলোচনা জ্ঞান বা অপরিস্ফুট জ্ঞানই যথা ক্রমে বুদ্ধি কর্ত্তৃক লক্ষিত চক্ষু কর্ণ নাসিকা রসনা ও ত্বচ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি এবং বচন, গ্রহণ, গমন, ত্যা ও আনন্দা যথা ক্রমে এই পাঁচটী বুদ্ধি দৃষ্ট বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি কেবল বর্ত্তমান কাল সম্বন্ধে এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি বর্ত্তমান অতীত ও অনাগত এই তিনকাল সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ বর্ণিত সমস্ত বৃত্তিগুলিকে সাংখ্য দর্শনের অভিমতে চিত্তবৃত্তি বলা যাইতে পারে। ইহাদের নিরোধই চিত্তবৃত্তির নিরোধ।

পতঞ্জলিদেব চিত্ত বৃত্তি সকলকে ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্ত ভূমি বা চিত্তের অবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক; যে অবস্থা রজোগুণের প্রাবল্য বশতঃ চিত্ত সর্ব্বদা অস্থির থাকে সেই অবস্থাকে চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা এবং তমোগুণের প্রাবল্য বশতঃ যে অবস্থায় চিত্ত অবসন্ন ও নিদ্রাভি ভূতের ন্যায় লক্ষিত হয় সেই অবস্থাকে চিত্তের মূঢ়াবস্থা এবং অত্যন্ত অস্থির চিত্ত যে অবস্থায় সাময়িক স্থিরতা লাভ করিতে পারে চিত্তের ঐ অবস্থাকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলিয়াছেন। ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তের একতানতাকে চিত্তের একাগ্রতাবস্থা এবং অবিদ্যা (মিথ্যা জ্ঞান) অস্মিতা (পুরুষ বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিভিন্ন তত্ত্ব হইলেও একরূপের ন্যায় প্রতীতি) রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়) এই পঞ্চবিধ ক্লেশরহিত হইয়া যে অবস্থায় ধ্যেয় বিষয়ের বৃত্তি ও নিরোধ হইয়া সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে চিত্তের ঐ অবস্থাকে নিরুদ্ধাবস্থা বলিয়াছেন। একাগ্র এবং নিরুদ্ধ চিত্তই যোগ সাধনের উপযোগী। তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলে। বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি কেবল এই ক্রিয়া যোগেরই অধিকারী।

পতঞ্জলিদেব এই চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগকে অর্থাৎ সমাধি লাভ পর্য্যন্ত এই যোগকে অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন :—

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি।"

এই আটটী যোগের অঙ্গ। একাদি ক্রমে পর পর এই অষ্টাঙ্গ যোগের সাতটী অঙ্গানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে অষ্টম অবস্থায় নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ক্রমে যোগাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের রজস্তমোভাগ দূর এবং তদ্দ্বারা অবিদ্যাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ রহিত হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইলে সমাধি লাভ হইতে পারে।

যম যোগের প্রথমাঙ্গ :—

"অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ।"

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (পরদ্রব্য গ্রহণ না করা) ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ (শরীর ধারণোপযোগী ধনাদি ভিন্ন অতিরিক্ত গ্রহণ না করা) এই পাঁচটী যম।

দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়ম :—

"শৌচ সন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ।"

শৌচ (বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি) সন্তোষ (অশন বসন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকার নাম সন্তোষ) তপঃ (তপস্যা কৃচ্ছসাধ্য চান্দ্রায়নাদি ব্রত), স্বাধ্যায় (অধ্যাত্ম শাস্ত্রাধ্যয়ন), ঈশ্বর প্রণিধান কর্ত্তৃত্বাভিমান সহ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরকে অর্পণ। এই পাঁচটী নিয়ম।

তৃতীয় অঙ্গ :—

"স্থির সুখাসনম্"

চিন্তার অনুকুল ভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্থিরভাবে রাখিয়া নিশ্চল হইয়া আসনে স্বচ্ছন্দে থাকা অভ্যস্ত হইলে "স্থির সুখাসনম্" হয়। শাস্ত্রে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি বহুবিধ আসন উপদিষ্ট হইয়াছে।

আসন সিদ্ধির পর যোগের চতুর্থ অঙ্গ :—

"তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।"

শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণায়ামাভ্যাস গুরু উপদেশ সাপেক্ষ।

পঞ্চমাঙ্গ প্রত্যাহার :—

"স্ববিষয়াসম্প্রায়োগেচিত্তস্যস্বরূপানুকার ইব।" ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইলে তাহারা মনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া মনেই নিজ অস্তিত্ব মিশাইয়া দেয়। এই অবস্থার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহারের পরের অবস্থা ত্রয়ের নাম ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

ষষ্টাঙ্গ ধারণা :—

"দেশ বন্ধ শ্চিত্তস্য ধারণা"

দেহস্থিত ষট্ চক্রাদির কোন চক্রে কিম্বা নাসাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, দেহস্থিত ইত্যাদি স্থান বিশেষে কি ঈশ্বরের কোন মূর্ত্তিতে বা বহিঃস্থিত অন্য কোন পদার্থে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা।

যোগের সপ্তমাঙ্গ ধ্যান :—

"তত্র প্রত্যেকতানতা ধ্যানম্"

ধারণা কৃত স্থানে একটী মাত্র বিষয় একতান ভাবে চিন্তা করার নাম ধ্যান।

এই ধ্যানের পরাবস্থা যোগের শেষ বা অষ্টমাঙ্গের নাম সমাধি। আত্মা বহিঃস্থিত পদার্থে কি ঈশ্বরে এই তিনেই সমাধি হইতে পারে। এই ত্রিবি সমাধিকে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব যথা ক্রমে আত্ম সংযম, ইতর সংযম, ঈশ্বর সং নাম দিয়াছেন। আত্ম সংযমে ও ঈশ্বর সংযমে যে ফল লাভ হয় ইতর সং সেরূপ ফল লাভ হয়.না। সমাধির অবস্থা ভেদে এই সমাধিকে তিনি সম্প্রজ্ঞা বা সাবলম্বন সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বীজ সমাধি এই দুই ভাগে বিভ করিয়াছেন।

সাবলম্বন সমাধিতে স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম সমাধি করিতেহয়, তাই সম্প্রজ্ঞা সমাধির, (১) সবিতর্ক, (২) সবিচার, (৩) সানন্দ, (৪) অস্মিতামাত্র এ চারিভাগ করিয়াছেন। সমাধির পূর্ব্বাঙ্গগুলির অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজ এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ক্রমিক চারিটি অবস্থায় সমাধি সাধনের এবং শেষ অসম্ জ্ঞাত সমাধি সাধনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেই আমাদের এস্থানে প্রতিপাদ্য বিষয়ও বোধ হয় আমরা বুঝিতে পারিব।

মনের বৃত্তি প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করত অসৎ পথে প্রধাবিত হইতে দিয়া সৎপথে পরিচালিত করা,—প্রাণিহিংসা, পরপীড়া, আত্মপ্রতারণা পরবঞ্চ ও লোভাদি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকা এবং যোগসাধনোপযোগী শারীরি মানসিক বল সঞ্চয় করাই যোগের পূর্ব্বাঙ্গগুলির অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। হিং অসৎবৃত্তি, দ্বেষভাবে পরিচালিত হইয়া নিজে অথবা অন্যকে সম্মতি দিয়া অনুমতি করিয়া কাহারও প্রাণহানি করিবে না। নিজের রোষ অন্যের হৃদ যথাযথ উদ্ভাবন করাই বাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন, সেই উদ্দেশ্যেই বাক্যপ্রয়ো করিবে, তাহা না করিয়া অন্যের হৃদয়ে অন্যরূপ বোধ জন্মাইবার জন্য বা প্রয়োগ করিলে তাহাই মিথ্যা হয় এবং তদ্দ্বারা আত্মপ্রতারণা ও পরকে বঞ্চ করা হয়। ঐরূপ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ না করিয়া সত্যনিষ্ঠ হইবে। পরস্বা হরণের ইচ্ছা একটি অসৎবৃত্তি, তদনুযায়ী কার্য্য অন্যের ক্ষতিকর ও ক্লেশদা তাই কখনও চুরি করিবে না। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান অর্থাৎ জননেন্দ্রিয় সংযত করি দেহে শুক্র সঞ্চয় করতঃ সর্ব্ববিধ মানসিক শক্তিতে হৃদয়ে এবং শরীরে যে সাধনোপযোগী বল সঞ্চয় করিবে। শরীর ধারণের জন্য যে পরিমাণ ধ প্রয়োজন লোভ পরিত্যাগ করিয়া তদতিরিক্ত ধনের কামনা না করিয়া এ

গ্রহণ না করিয়া অপরিগ্রাহী হইবে। সর্ব্বদা শাস্ত্র বিহিত বর্ণিত কার্য্যগুলির দ্বারা অন্য প্রবৃত্তি দূর ও ব্যাকুলতাদূর হইয়া চিত্তে যে পরিমাণ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইবে ঐ পরিমিত সাত্ত্বিকভাব দ্বারা চিত্তের ক্ষিপ্ত ও মূঢ়াবস্থা দূর হইবে। ইহাই যম সাধনের প্রয়োজন। হিংসা, মিথ্যাচরণ, চুরি, শুক্রক্ষয় এবং অধিক ধন সঞ্চয়ের লোভ প্রভৃতি কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি অভ্যাস করিলে মনের চাঞ্চল্য দূর হয় এবং চিত্ত পরবর্ত্তী যোগাঙ্গ ক্রিয়াযোগ বা নিয়ম সাধনের উপযোগী হয়।

যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়ম সাধন ক্রিয়াযোগ যমে সিদ্ধিলাভ করিলে সাময়িক ভাবে চিত্তে স্থৈর্য্যের উদয় হয় ইহাই চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা এই অবস্থার নিয়মে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে।

বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে শৌচ দ্বিবিধ। পূতজল মৃত্তিকা, গোময় দ্বারা স্নাত হইলে বাহ্যশৌচ হয়। সাত্ত্বিক আহার দ্বারা শরীর পুষ্ট হইলে শরীর এবং মন ও পবিত্র হয়। ইহাকে বাহ্যিক এবং আংশিকভাবে আভ্যন্তর শুদ্ধি বলা যাইতে পারে। মন হইতে পাপকার্য্যের প্রবৃত্তি ও সংস্কাররূপ মলিনতা দূরহইলে আভ্যন্তর শুচি হয় যদৃচ্ছামত অশন-বসন-শয়নাদি প্রাপ্তেই সন্তুষ্ট থাকার নাম সন্তোষ। ক্ষুৎপিপাসাদি সহ্য করাকে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হওয়াকে এবং চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান করাকে তপ বলে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রানুশীলনই স্বাধ্যায়। নিজ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিবিরহিত হইয়া এবং ঈশ্বরকে কর্ত্তা নিশ্চয় করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে কর্ম্মার্পণ করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। এই ক্রিয়া যোগে সিদ্ধিলাভ করিলে যোগীর চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা দূর হইয়া চিত্তপ্রসন্ন ও যোগের উপযোগী হয়।

চিত্ত যোগাভ্যাসের উপযোগী হইলেও যে পর্য্যন্ত যোগী আসন ও প্রাণায়াম এই যোগাঙ্গ দুইটিতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারেন সে পর্য্যন্ত তিনি যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। যোগসাধন করিতে দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে একভাবে স্থির হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া থাকিতে হয় এই স্থির সুখাসন অভ্যস্ত না হইলে কিছুক্ষণ একভাবে থাকিলেই জীবের মনে উদ্বেগ উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সাধনা বন্ধ হইয়া যায়। আসন-সিদ্ধ হইলে যোগী দীর্ঘকাল যোগের অনুকূল আসনে স্বচ্ছন্দে স্থিরভাবে থাকিতে পারেন। তাই শাস্ত্রোক্ত কোন একটী আসনে সিদ্ধ হইতে হইবে।

চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। এই চিত্তবৃত্তিকে পূর্ব্বেই সংযত করিতে অভ্যাস

করিতে হয়। ইহা সিদ্ধি হইলেই প্রাণায়াম সিদ্ধি হইল। পঞ্চপ্রাণই অ
করণের বা চিত্তের সাধারণ বৃত্তি। চিত্তের এই সাধারণ বৃত্তি সংযত করিয়া বি
চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে না পারিলে চিত্তের সাধারণ বা অসাধারণ কোন বৃ
নিরোধ হইতে পারে না। এই প্রাণ বা বৃত্তির সংযমের নাম "প্রাণায়াম (প্র
আ-যম (সংযম করা) + অ (ঘঞ) ণ) গুরুর উপদেশ মত রেচক পূরক ব
করিয়া প্রাণায়াম-সিদ্ধি করিতে হয়। "রেচকপূরককুম্ভকলক্ষণাঃ প্রাণ নিগ্রহোপ
প্রাণায়ামঃ" আসন-প্রাণায়াম-সিদ্ধি হইলে যোগার্থী যোগের পঞ্চমাঙ্গ প্রত্যা
অভ্যাস করিয়া উহাতে সিদ্ধিলাভ করিবেন। প্রত্যাহার (প্রতি পুনর্বা
—আ—হৃ (লওয়া) + অ (ঘঞ) ভা অর্থে ফিরিয়া লওয়া বুঝায়।

* অব্যক্তা প্রকৃতি স্পন্দিতা হইয়াই অভিব্যক্তা হন। স্পন্দন বা চলনের
স্বস্থান ছাড়িয়া ঐ স্থানের বাহিরে গমন করা। প্রকৃতি সম্ভূত অন্তঃকরণ
চিত্তের সমস্ত বৃত্তি প্রবৃত্তিই প্রকৃতির ধর্ম্মানুযায়ী বাহ্যেন্দ্রিয়পথে বাহিরে ছু
বিষয়ে বিষয়ে বিচরণ করিতেছে ও বাহ্যেন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত সেই সেই বিষ
আকারে আকারিত হইয়া বৃত্তিলাভ করিতেছে অর্থাৎ বিষয়ানুভূতি
হইতেছে। এই বৃত্তি প্রবৃত্তিগুলিকে স্ব স্ব স্থানে ফিরাইয়া আনার নাম
বিষয় হইতে তুলিয়া আনার নাম প্রত্যাহার। বিষয়ের সহিত সমস্ত ইন্দ্রি
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া সংগৃহীত সূক্ষ্ম বিষয় সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি মনের অব
পরিণত হয়। এক কথায়, প্রত্যাহার হইতে আরম্ভ করিয়া সমাধি প
যোগদর্শনোক্ত সমস্ত যোগকে এবং অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত তদনুরূপ যোগকে
প্রত্যাহার এবং চৈতন্যের কৈবল্য (কেবল বা একাকী অবস্থায় চৈতন্যের স্থি
বলা যাইতে পারে। জীবের বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিফলিত চৈতন্যের আলোক অন্তঃক
বাহ্যকরণ ও বিষয়ের সহিত মিশিয়া জগন্ময় হইয়া রহিয়াছে। মূল প্র
সম্ভূত অন্তঃকরণ বাহ্যকরণ ও বিষয়কে মূল প্রকৃতিতে পুনরায় ফিরাইয়া
এবং ঐ মূল প্রকৃতি হইতে চৈতন্যকে ছাঁকিয়া লইয়া কেবল ভাবে স্থা
করাই যোগের উদ্দেশ্য। ইহারই নাম নির্ব্বিকল্প বা নির্ব্বীজ অথবা অসম্প্র
সমাধি। সমাধির বিভাগ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া এ কথা বুঝি
চেষ্টা করিব।

প্রত্যাহারে সিদ্ধ হইলে যোগীর ইন্দ্রিয়বৃত্তি বহির্জ্জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বি
হইয়া তিনি আত্মসংযমী হইলে কেবল তাঁহার স্থূলদেহে এবং ঈশ্বর সংযমী হ
কেবল ঈশ্বরে এবং ইতর সংযমী হইলে কেবল সেই বস্তুতে আবদ্ধ হয়

সেই সেই বস্তুতেই বিচরণ করিতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা আত্মসংযম সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

প্রত্যাহারে সিদ্ধ আত্মসংযমী যোগীর বাহ্য প্রবৃত্তিগুলি স্থূলদেহে আবদ্ধ হইয়াও দেহের নানা স্থানেই বিচরণ করিতে থাকে। তখন যোগীকে দেহস্থিত ষট্‌চক্রাদির কোন চক্রে, নাসাগ্রে বা ব্রহ্মরন্ধ্রে, এইরূপ বিশেষ কোন স্থানে চিত্তকে ধারণা করিয়া সেই স্থানেই আবদ্ধ রাখিবার জন্য অভ্যাস করিতে হইবে। যখন যোগী ইহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইবেন তখনই তাঁহার ধারণাসিদ্ধি হইবে। তৎপর ধারণাকৃত স্থানে নিশ্চলভাবে এক বিষয় চিন্তা করার নাম ধ্যান। যখন চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময় হইয়া একতানভাবে উহা লইয়া থাকিতেই আনন্দানুভব করে তখনই যোগী ধ্যানে সিদ্ধ হইলেন।

যোগী ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিলে সমাধিলাভ করিতে অধিকারী হন। যখন ধ্যানরূপ চিন্তা দূর হইয়া মাত্র ধ্যেয় বিষয়ের স্ফুরণ হয় তখন সম্প্রজ্ঞাত বা সালম্বন সমাধি হয় এই সমাধি যে চারিপ্রকারে হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যখন সমাধিতে ধ্যেয় বিষয়ের স্ফুরণ না হইয়া নির্ব্বিষয় হইয়া কেবল চৈতন্য মাত্রেরই প্রকাশ হয় তখনই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

সম্প্রজ্ঞাত সবিতর্ক সমাধিতে যোগী বহির্জ্জগৎ হইতে চিত্ত উঠাইয়া নিয়া আপনার স্থূলদেহে সমাধি করেন। এই সমাধিতে চিত্ত স্থূলদেহে আবদ্ধ হইলে দেহস্থিত স্থূলভূত, ঐ ভূতের ধর্ম্ম ও ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল, শেষে স্থূলভূতের অব্যক্তাবস্থা বা তাহার স্বরূপ চৈতন্যের সহিত মিশিয়া যোগীর চিত্তে স্ফুরিত হয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত চৈতন্য মাখা স্থূলভূতের স্বরূপ স্ফুরিত হওয়া অভ্যস্ত হইলেই সবিতর্ক সমাধিতে সিদ্ধিলাভ হইল। তখন পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহানুভূতি হইতে যোগীর চিত্ত প্রত্যাহৃত হইয়া তাঁহার সূক্ষ্মশরীরে সংস্থাপিত হয় এবং তাহাতেই সমাধি হয়। ইহার নাম সম্প্রজ্ঞাত সবিচার সমাধি। জীবের সূক্ষ্মদেহে পঞ্চভূতের কারণ স্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি চৈতন্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং এই সমাধিতে চৈতন্য মিশ্রিত পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরই স্ফুরণ হইয়া থাকে। পঞ্চভূতের সঙ্গ বর্জ্জিত হওয়ায় চৈতন্য অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ভাবে অনুভূত হয় এবং পঞ্চতন্মাত্র সহ মনোবুদ্ধি অহঙ্কারের ও তৎস্থিত অন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তির শক্তিগুলির অনুভূতি হয়। এই সবিচার সমাধিতে যোগী সিদ্ধ হইলে সূক্ষ্ম শরীরস্থ পঞ্চতন্মাত্র হইতে যোগীর চিত্ত প্রত্যাহৃত হয় এবং অন্তঃকরণ নির্বিষয় হইয়া উহাতে কেবল নিজের অস্তিত্বই স্ফুরিত হইতে

থাকে। তখন যোগী মনোবুদ্ধি অহঙ্কার এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ মধ্যে অপেক্ষা
স্থূল ইন্দ্রিয় মনেতে সমাধি করেন। এই সমাধির নাম সম্প্রজ্ঞাত সানন্দ সমা
এই সময় চিত্ত বিষয় শূন্য হইয়া আপনাতে স্থিতি লাভ করায় চৈতন্য অধিক
প্রদীপ্ত হইয়া থাকেন এবং আনন্দের মাত্রা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়।
বলিয়া উহার নাম সানন্দ সমাধি। এই সমাধিতে কেবল ইন্দ্রিয় শক্তি
প্রদীপ্ত চৈন্যের সহিত মিশিয়া স্ফুরিত হইতে থাকে। এই সমাধিতে সিদ্ধি
করিলে ইন্দ্রিয়শক্তি, ও সংকল্প বিকল্পাদি বৃত্তি সহ মন অহঙ্কারে বিলীন হ
যায়। তৎপর যোগী সম্প্রজ্ঞাত অস্মিতামাত্র সমাধিতে অভ্যস্ত হন।
অভিমানে পরে বুদ্ধিতে এই সমাধি হয় বলিয়া ইহার তুইটি অবস্থা হয়।
মতঃ যখন যোগী মন অপেক্ষা স্বচ্ছ অভিমানে সমাধি করেন তখন অধি
উজ্জ্বল চৈতন্যের সহিত মাত্র অভিমান ও বুদ্ধির স্ফুরণ হয়। এই অ
সিদ্ধিলাভ হইলে অভিমান জ্ঞান সহ অহঙ্কার বুদ্ধিতে বিলীন হয় তখন
মন অহঙ্কার হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া বুদ্ধিতে সংস্থাপিত হয়। ইহাই অস্মিতা
সমাধির দ্বিতীয়াবস্থা। এই সময় চৈতন্য সমধিক ভাবে প্রদীপ্ত হইয়া
তখন কেবল চৈতন্য ও বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) মাত্র এবং এই পুরুষ প্রকৃতির প
অনুভূত হয়।

এই অস্মিতামাত্র সমাধি স্থায়ীভাবে অনুষ্ঠিত ও অভ্যস্ত হইলে চৈ
পুরুষ পূর্ণ মাত্রায় প্রদীপ্ত হন, ব্যক্ত প্রকৃতি বা মহত্তত্ত্ব প্রধান বা অ
প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যান এবং একমাত্র পূর্ণানন্দময় অদ্বিতীয় পুরুষই ত
থাকেন এই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ব নিরোধো নির্বীজঃ সমাধিঃ"

চিত্ত বৃত্তির সংস্কার পর্য্যন্ত নিরোধ হইলে নির্ব্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি
এই যোগ প্রণালী দৃষ্টে দেখা যায় যে বিষয় ও বহিরিন্দ্রেয়ের ও অন্তরি
বৃত্তিসহ চিত্তকে মূল প্রকৃতিতে প্রত্যাহৃত করিয়া চৈতন্যের কৈবল্য
যোগের উদ্দেশ্য। তাই বলিয়াছিলাম চৈতন্যকে প্রকৃতি হইতে ছাঁকিয়া
উপায়ের নাম যোগ।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ অঙ্গীকার করিয়া
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিষয় বলায় দ্বৈত হইতে চরম অদ্বৈতে পঁহুছার
বলিয়াছেন।

আমরা এই যোগের আলোচনায় দেখিতে পাই যে যোগের পূর্ব্বাঙ্গগুলির অধিকাংশ কর্ম্মপ্রধান। ঈশ্বর প্রণিধানে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান এবং ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ ও সম্পূর্ণ নির্ভরতারূপ ভক্তি সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে। যোগের সপ্তমাঙ্গ ধ্যান। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ধ্যানের স্বরূপ লিখিয়াছেন :—

"ধ্যানং রূপগুণ ক্রীড়াদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনম্।"

রূপগুণ ক্রীড়া ও সেবাদির সুষ্ঠু চিন্তার নাম ধ্যান।

শ্রীপাদ রামানুজ ধ্যানকে "ধ্রুবানুস্মৃতি" নাম দিয়াছেন এবং এই ধ্যানকেই তিনি ভক্তি বলিয়াছেন। ধ্যানের মত একতান অনুশীলনে আনন্দ না থাকিলে ধ্যেয় বস্তুতে একতানতা থাকিতে পারে না। ভক্তির প্রগাঢ় অবস্থা প্রেম, এই প্রেম ভক্তির অপর নামই আনন্দ। সমাধি যোগে আমরা জ্ঞান ও ভক্তির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আমরা চৈতন্যের কৈবল্য বা এক অদ্বয় জ্ঞান বিরাজিত দেখিতে পাই এবং তাহা পরাভক্তি বা আত্মানন্দে পরিপূর্ণ। যতই ভৌতিক বিষয় ও চিত্তবৃত্তি হইতে চৈতন্য বিমুক্ত হইয়া কৈবল্যের দিকে যাইতে থাকেন ততই আনন্দের আধিক্য হইয়া থাকে এবং চৈতন্যের কৈবল্য হইলে এই আনন্দ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়। ইহাতেও বুঝা যায় জ্ঞান বা চৈতন্য সর্ব্বদাই আনন্দময়। প্রকৃত পক্ষে ইহাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ বা ভেদাভেদ বাদ। ভগবৎ সত্ত্বা জ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ এবং তাহা অদ্বয় পদার্থ অথচ উভয়ের ভেদও অনুভূত হয়। আমরা এই যোগ সাধনায় কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি এই তিনটী উপাদানই বর্ত্তমান দেখিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

স্ত্রী-শিক্ষা।

(রঙ্গপুর মহিলা সমিতিতে পঠিত।)

আমাদের দেশে এরূপ লোক আছেন, যাঁহারা মহিলা-সমিতির নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলেন—যে জাতি সংসারে সকল সময়ে পরের অধীন

হইয়া থাকিবে, তাহাদিগের আবার "সমিতি" কেন? যাহাদিগকে বাল্যে পিত্
অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে, এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীনে থাকিবার জ
শাস্ত্রে বিধান রহিয়াছে তাহাদিগের শিক্ষার জন্য এত আড়ম্বর কেন? তাঁহা
মনে করেন যে ইহাও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম ফল; প্রকৃত পক্ষে বিদ্যা
অপেক্ষাও সভা সমিতি যে চিত্তবিকাশের একটী প্রকৃত ক্ষেত্র তাহা তাঁহারা সহ
স্বীকার করিতে চাহেন না। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে স
উপদেশ রহিয়াছে, তাঁহারা শুধু স্বার্থান্ধ হইয়াই বোধহয় সেই সমস্ত সর্ব্বজনম
ধর্ম্মশাস্ত্রের হিতোপদেশগুলিকে অবহেলার চক্ষে দেখিতেছেন। নতুবা
দেশের ধর্ম্মগ্রন্থে বহু বিদুষী রমণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দেশে
শিক্ষার উন্নতি কল্পে এবং ভাব ও ভাষার বিনিময়ের উদ্দেশ্যে প্রাচীন কা
এরকম কিছু ছিল না এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? পৌরাণিক যুগের ইতি
অনুসন্ধান করিয়া দেখুন এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। বচক্নু-দুহি
বিদুষী গার্গীকে জনক রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে যাজ্ঞবল
সহিত শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্তা দেখিবেন। অদ্যাপি এই প্রতিভা সম্পন্না মহিলা
ঋগ্বেদের টীকা পণ্ডিতগণের নিকট নিতান্ত আদরণীয়। দেখিবেন মহাত্মা শা
সিংহের বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মশীলা বনিতা গোপা বলিতেছেন "হৃদয় যা
পাপের আগার, বাহ্যিক আবরণ তাহার কি করিবে? সে অমৃতমুখ বিষকু
কিন্তু শারীরিক দোষ যাহার সংযত, বাক্য যাহার নিয়মিত, ইন্দ্রিয় সকল যা
বশীভূত, চিত্তবৃত্তি যাহার নিরুদ্ধ, মন যাহার প্রসন্ন তাহার অবগুণ্ঠনে বদন ঢা
বার প্রয়োজন কি? যাহাদিগের লজ্জা নাই, সম্ভ্রম নাই, যাহাদিগের চিত্ত
ভূত হয় নাই, ইন্দ্রিয় সকল দুর্দ্দমনীয়, শত অবগুণ্ঠনে আবৃত হইলেই বা তা
দিগের রক্ষা কোথায়? যাহার চিত্ত আত্মবশ, পতি যাহার প্রাণ সেই নারী
সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশিত হইলেই বা হানি কি? যে আপনা
আপনি রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা, নতুবা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহমধ্যে আ
হইলেও উপযুক্ত সুশিক্ষা না পাইলে সে সর্ব্বদা অরক্ষিতা।" সকল দে
ও সর্ব্ব কালেই মহিলাবর্গের সম্মান ও সুশিক্ষাই সমাজের সভ্যতা ও উ
পরিচায়ক ও পরিমাপক তাহা সকল সভ্য দেশে ও সমাজেই স্বীকৃত।

যে সময়ে আমাদিগের দেশে প্রকৃতপক্ষে আর্য্যজাতিগণ উন্নত ছি
তখন শত শত বিদুষী ও প্রতিভাশালিনী মহিলা সমাজকে পবিত্র, অলঙ্কৃত
করিয়াছেন। আমরাই আমাদিগের পুত্র কন্যাগণের জীবনের সর্ব্বপ্রধান গু

আমরাই চেষ্টা করিলে আমাদিগের স্বামীর চরিত্র আজীবন পবিত্র ও নির্ম্মল রাখিতে পারি। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন:—

"দুর্ব্বৃত্তং বা সুবৃত্তং বা সর্ব্বপাপরতং তথা।
ভর্ত্তারং তারয়ত্যেষা ভার্য্যা ধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতা॥"

যদি ভার্য্যা ধর্ম্মে অনুরক্তা হন, তবে পতি দুর্ব্বৃত্তই হউন বা সচ্চরিত্রই হউন কিম্বা সমস্ত পাপ কার্য্যেই নিরত থাকুন তিনি আপন ভর্ত্তাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। প্রাচীন কালের আর্য্যগণ এই সমস্ত তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন বলিয়াই আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই কত আচার্য্য অপেক্ষা পিতার সম্মান অধিক এবং মাতার গৌরব সহস্রগুণে অধিক। মানব শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ পীড়িত বা অকর্ম্মণ্য হইলে যেরূপ সমস্ত শরীরই বিকারগ্রস্ত বা অকর্ম্মণ্য হয় সমাজ দেহেও তদ্রূপ। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই পক্ষে সুশিক্ষা নিতান্ত আদরণীয় ও প্রয়োজনীয়।

স্ত্রী জাতিকেও উচ্চাঙ্গের শিক্ষা না দিলে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষিত পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন না। কেবল শুশ্রূষা, রন্ধন, সূচীশিল্প ও পত্রলেখা শিখিলেই চলিবে না। আবার কেবল বেদ, বেদাঙ্গ বা সাহিত্য বিজ্ঞান শিখিলেও চলিবে না। যাহাতে আমরা পুত্রের গৌরবিনী মাতা, ও স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইতে পারি সেই শিক্ষাই আমাদের প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—প্রকৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে সভাসমিতি নরনারী উভয়েরই পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্যে বিদ্যালয়ে আমরা যাহা শিক্ষা করি, এই সভা সমিতিতে তাহাই মার্জ্জিতরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং সংসার ক্ষেত্রে তাহাই কার্য্যকরী হইয়া আমাদিগকে মঙ্গলের পথে প্রবর্ত্তিত করে। পুরাণে ইতিহাসে দেখিতে পাই শিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা মাতা মায়াদেবীর গর্ভেই মহাত্মা বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; বিদুষী তত্ত্বদর্শিনী মদালসাই স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদিতে পারিয়াছিলেন। সুশিক্ষার গুণেই বীর রাজমহিষী বিদুলা "উদ্যমই পুরুষকার অতএব উদ্যমশীল হও, নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবে" বলিয়া স্বীয় পুত্র সঞ্জয়কে উৎসাহ বাক্যে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। সুশিক্ষার গুণেই পৃথ্বিরাজ মহিষী সংযুক্তা ও চিতোর রাজ্ঞী পদ্মিনীর হৃদয়ে এত বল ছিল। সুশিক্ষার গুণেই প্রাতঃস্মরণীয়া শৈব্যা, সীতা, সাবিত্রী ও দেবী দময়ন্তী সর্বত্র পূজিতা; সুশিক্ষার গুণেই রক্ষঃকুলবধূ সরমার চরিত্র এত মধুর। সুশিক্ষার গুণেই বিদুষী লীলাবতী সদ্যঃ পতিহীনা হইয়াও আমাদের সমক্ষে আদর্শচরিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিদুষী রমণীগণও বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন

থাকিয়া শাস্ত্র বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন! সুশিক্ষার অভাবে আমাদিগের সামান্য ত্রুটিতে সংসারে যে অনর্থপাত হয় তাহারও প্রামাণ আমরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ করি এবং শাস্ত্রেও বহু প্রমাণ আছে। চপলতা দোষে দেবসেনা, দেবযানি ও প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তীদেবীকেও নিন্দনীয় হইতে হইয়াছিল। পতি বাক্যে অবহেলা করিয়া দক্ষতনয়া সতী যে বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই? শাস্ত্রে আছে ঋষিবর অগস্ত্য, গৃহিণী লোপামুদ্রার কাঞ্চনপ্রিয়তার জ্বালায় অধীর হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে ইল্বল নামক এক দৈত্যের দ্বারস্থ হইয়া তাহার অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া কাঞ্চন সংগ্রহ করতঃ গৃহিণীর মনস্তুষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদিগের মধ্যে কেহই বোধ হয় গহনার জন্য এরূপ কাঞ্চনপ্রিয়তার লক্ষণ দেখাইয়া স্বামীকে বিব্রত করিতে ইচ্ছুক হইবেন না, কারণ ইহা নিতান্তই কুশিক্ষা এবং তাহাতে সমিতিরও নিন্দা হয়।

এইখানে আর দুই একটী কথা বলিয়াই আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। মহামুনি ঔর্ব্বের কন্দলী নাম্নী এক তনয়া ছিলেন, তাঁহার সহিত দুর্ব্বাসার পরিণয় হয়। কথিত আছে যে বিবাহান্তে ঔর্ব্ব, কন্যার কলহ দোষ মার্জ্জনা করিতে জামাতা দুর্ব্বাসাকে অনুরোধ করেন; দুর্ব্বাসাও কন্দলীর শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন! কিন্তু বিবাহের কতিপয় দিবস পরেই কন্দলীর শত অপরাধ উত্তীর্ণ হইল! দুর্ব্বাসা সহ্য করিতে না পারিয়া কন্দলীকে অভিসম্পাত করিলেন, কন্দলী স্বামি-শাপে ভস্মীভূত হইল! পরে বিষ্ণুপ্রসাদে সেই ভস্ম হইতে এই কদলী বৃক্ষ হইয়াছে। এইজন্য সর্ব্বশেষে কৃতাঞ্জলিপুটে আমার সবিনয় নিবেদন যেন আমাদিগের কেহ ঔর্ব্ব-তনয়ার ন্যায় কন্দলী না হন। আমরা যেন মিলিয়া মিশিয়া কাজ করি। আমরা যদি সংসারে সুশিক্ষার পরিচয় দিতে পারি তবেই স্ত্রী-শিক্ষার আদর হইবে, নতুবা নহে। সংশিক্ষাই ক্ষুদ্র মহিলা সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য—অসৎ শিক্ষা নহে, ইহা যেন আমাদিগের প্রত্যেকের মনে থাকে। যাহাতে আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সংসারের কাজে আসিতে পারি, স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ দেখাইতে পারি ভগবানের নিকট ইহাই আমাদিগের একমাত্র প্রার্থনা—ভগবান্ আমাদিগের সহায় হউন।

শ্রীহেমন্তকুমারী ঘোষ।

সংসার ও সন্ন্যাস।

মানব-জীবনের দুইটি লক্ষ্য—সংসার ও সন্ন্যাস। এ উভয় লক্ষ্যস্থলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আজ আমি গভীর সমস্যায় নিপতিত। বল, কোন্‌দিকে যাই —কাহার আশ্রয় গ্রহণ করি? সংসারের সুস্নিগ্ধ সুখময় ক্রোড়ে শয়ন করি, কি সন্ন্যাসের চির-বিমল স্বর্গীয় সঞ্জীবনী সুধাপানে প্রধাবিত হই? দুই দিকে দুই সৌরভপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান; মধুলোভী মধুকর, বল কোন্ সুগন্ধি কুসুমের মধু আহরণে ব্রতী হইবে,—কাহার বিমল সৌরভ পরিপূরিত শীতল স্পর্শে প্রাণ মন শীতল করিবে?

বিবেক পরিচালিত বিচক্ষণ মানবের পক্ষে এ বিশাল জগতের সুপ্রশস্ত লক্ষ্য-পথ খুঁজিয়া লওয়া তত আয়াসসাধ্য কর্ম্ম না হইলেও হইতে পারে; কিন্তু মাদৃশ অদূরদর্শী অবিবেকী মানবের পক্ষে এ গভীর সমস্যার মীমাংসা করা বড় সহজসাধ্য কর্ম্ম নহে। একদিকে ভোগ সুখ পরিপূরিত সংসারের লালসাময় চিত্তাকর্ষণ; অপর দিকে স্বর্গীয় আলোকপূর্ণ সমস্যার সুমধুর বংশীবাদন। একদিকে পুত্রকলত্রাদি আত্মীয় স্বজনের মোহময় মধুর সঙ্কর্ষণ, অন্যদিকে ধর্ম্ম জগতের চিত্তাকর্ষক বিমল ছবি; দুইদিকে দুই মহাশক্তির মহা আকর্ষণ। বল, কোন্ দিকে যাইব—কাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিব?

অথবা এ সংসারে কেবলই কণ্টক শয্যা—কেবলই অনন্ত দুঃখের ভীষণ গর্জ্জন। চতুর্দ্দিকে কেবলই প্রলোভন, কেবলই পাপের সুদৃঢ় আকর্ষণ। এ সংসারে সুখ নাই—শান্তি নাই। অবিরত কেবলই যন্ত্রণাকর অরুন্তুদ দুঃখের জ্বলন্ত অনল শিখা। দুঃখময় সংসারের সর্ব্বত্র দুঃখের অনন্ত ছবি। মানব সমাজের ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া সাশ্রুনয়নে শোক দুঃখের প্রিয় আবাস ভূমি, অনন্ত যাতনাপ্রদ অহং জ্ঞানের পরিপোষক, এই সংসারপদে প্রণিপাত করতঃ সন্ন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই বাসনা হয়। সুখান্বেষণতৎপর মন সুখের আশাতে সুখ-শান্তি-নিকেতন সন্ন্যাসাশ্রমই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া প্রতিপাদন করিতে অভিলাষী।

কিন্তু সুখ কোথায়? সেখানেও যে পাপ হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি ষড় রিপুর রাজত্ব আছে, ভীষণ আরণ্য জন্তুর ভয় আছে, মশক ও পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর যন্ত্রণাদায়ী তীব্র দংশন আছে, ক্ষুধা আছে তৃষ্ণা আছে, শীত বাত তাপের সাময়িক উৎপীড়ন আছে। আছে সকলই। নাই শুধু পুত্র কলত্রাদির

উৎপীড়ন-কোলাহল-গর্জ্জন, আর জীবিকা অর্জ্জনার্থ কর্ম্ম ক্ষেত্রের কঠোর নিষ্পেষণ। এইরূপ অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসেও সুখ নাই। সন্ন্যাসেও দুঃখরাশি প্রিয়তম সহচররূপে আমার সহগামী হইতে চাহে! এযে বড় গুরুতর—বড় বিষম-সমস্যা! তবে আমি কোন দিকে যাই, কোন পথের অনুসরণ করি?

কোন্ দিকে যাইব, কাহার কথা শুনিব, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। উভয়েই নিজ নিজ পথে আমায় আকর্ষণ করিতেছে,—সকলেই আমায় স্বীয় স্বীয় ক্রোড়ে পুরিতে চাহিতেছে,—সাদরে আহ্বান করিতেছে। কোন দিকে যাইব, কাহার অনুরোধ রক্ষা করিব, এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এযে মহা গোলোক ধাঁধায় পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছি। এ মহা সমস্যায় পড়িয়া ক্রমশঃ মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িতেছি। সহায় নাই, সম্পদ নাই, কেহ পথ প্রদর্শক নাই যে, এ বিষম সমস্যার সুপরামর্শ প্রদান করে। আমার এ আঁধার জীবনের লক্ষ্যপথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। যদি কেহ বন্ধু থাক, আমায় বলিয়া দাও, কোন্ পথে যাইব—কোন পথে গেলে সেই পরম পিতার পরমপদে আশ্রয় পাইব?

ঐ দেখ, কত শত সংসারী, পুত্রকলত্রাদি পরিবার প্রতিপালনে অশক্ত হইয়া অন্নাভাবে ভিক্ষাপাত্র করে অন্যের দ্বারে দীনবেশে বিচরণ করিতেছে। কত শত-লোক মুষ্টিমেয় উদরান্নের সঙ্কুলন করিতে অসমর্থ হইয়া নিরতিশয় ঘৃণ্য চৌর্য্য ও নরহত্যাদি দারুণ পাপকর্ম্মে রত হইতেছে। কোথাও বা সবল দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া সগর্ব্বে বিচরণ করিতেছে! এসব দৃশ্য দেখিয়া মন, ক্ষণতরেও আর এই পাপতাপসঙ্কুল দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ সংসারে থাকিতে চায় না। ইচ্ছা হয় এই বেলা ভস্মাবলেপিত অঙ্গে গৈরিক বসন পরিধানপূর্ব্বক 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া সংসারশিরে পদাঘাত করতঃ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করি।

কিন্তু সংসার কি এতই হীন,—এতই পাপ তাপময়, এতই নিকৃষ্টাদপি নিকৃষ্ট? কখনই নয়। আমরা সংসারে থাকিয়া সংসারীর ন্যায় সংসারের কাজ করিতে পারি না বলিয়াই—সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনে আমাদের উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য নাই বলিয়াই যত অনর্থ—এত বিভ্রাট। আমরা সংসারে থাকিয়া প্রকৃত সংসারীর ন্যায় সংসারের কার্য্য করিতে সমর্থ হইলে, কখনই আমাদিগকে এত লাঞ্ছিত ও গঞ্জিত হইতে অথবা এত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত না। আমরা সংসার চিনি না, সংসারের কাজ করিতে জানি না; তাই আমাদের এত লাঞ্ছনা—এত কঠোর নিগ্রহ। এ নিগ্রহের ফলে আমরা আত্মসুখ ও আত্মোন্নতির পথ খুঁজিতে

যাইয়া সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে চাই! মনে করি, সন্ন্যাসই আমাদের সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের পদাশ্রয় পাইবার প্রকৃত পথ—সন্ন্যাসই মুক্তির প্রশস্ত সোপান।

আমরা বুঝিনা বলিয়াই এরূপ মনে করি। মনে করি সংসার কোলাহলপূর্ণ; আর অরণ্য নির্জ্জন স্থান। কিন্তু কোলাহল কোথায়?—বাহিরে না, ভিতরে? ভিতরের কোলাহলই কোলাহল। বাহিরের কোলাহল কি করিতে পারে? গৃহে থাকিয়া যখন উপাস্য দেবতার আরাধণায় লিপ্ত হই, তখন সংসারের কথা, স্ত্রী পুত্র পরিজনের কথা মনে পড়িয়া উপাসনায় ধাঁধা প্রদান করে। আবার সন্ন্যাসী হইয়া বনে যাইয়া দেখিলাম, সেখানেও জনক, জননী, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়স্বজন ও বিষয় বিভবের পোড়া স্মৃতি জাগিয়া উঠে; সেখানেও ত সংসারের অলীক চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিলাম না! তবে আর সংসারেরই বা দোষ কি? সন্ন্যাসেও যে সেই কথা। তাই বলিতেছিলাম, কোলাহল বাহিরের নয়; কোলালহ ভিতরে। জনকাদি ঋষিরা সংসারে থাকিয়াও ত শ্রীভগবানের ধ্যান ধারণায় সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, কোন পথেই শান্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। উভয় পথের যে দিকে অগ্রসর হই, কেবলই ধাঁধা, কেবলই গভীর আঁধার! এক্ষণ কোন্দিকে যাইব—কোন পথে গেলে সেই পরম কারুণিক পরম পিতা পরমেশ্বরের পরম পদের সন্ধান পাইব?

বুঝিলাম সংসারে থাকিয়া, বিষয়ে ডুবিয়া বিষয় ভোগ দ্বারা বিষয় বিতৃষ্ণা না জন্মাইলে, সংসারে থাকিয়া পার্থিব বস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে না পারিলে, এ অবশীভূত দুষ্ট মনেকে সাধনার দিকে লইয়া যাইতে পারিব না, যদি সংসারে থাকিয়া কামিনী সম্ভোগ দ্বারা এ ঘৃণিত কাম বৃত্তির অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বর কামনায় লিপ্ত হইতে না পারিলাম, যদি এই সামান্য কামিনী কাঞ্চনেই মন থাকিল, অরণ্যে যাইয়াও যদি তাহার কথাই স্মৃতিপথে জাগিয়া সাধনার অন্তরায় হইল তবে আর আমার সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফল কি? যদি নিয়ত পাপ কার্য্যে ক্রোধোদ্রেক না হইল, তবে আর আমার সংসার ছাড়িয়া ফল কি? এইরূপে যদি লোভকে ভগবৎ চরণামৃত পান লালসায় নিয়োজিত ও প্রলুব্ধ, মোহকে সতত তাঁহার ভাবে মোহিত, মদকে তদীয় প্রেম সুধাপানে উন্মাদিত এবং মাৎসর্য্যকে সেই পরম ধনে ধনী হইবার বাসনায় অহংময় না দেখিলাম, তবে বৃথা আর আমার সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণে ফল কি?

বুঝিলাম, কাম ক্রোধাদি রিপুগণ দ্বারা যদৃচ্ছা পরিচালিত মাদৃশ অবিবে মানবের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ বিড়ম্বনা। সামান্য রিপুর বশ হইয়া যে স্বীয় কর্ত পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে,—সংসারই তাহার প্রিয় আবাস স্থল।

শ্রীবদাকান্ত ঘোষ

মাথাব্যথা।

ফাল্গুন মাসের মানসীতে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একব্য "সমাজ-আদর্শে—প্রাচীন ও নবীন" প্রবন্ধে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিকে অযথা আক্র করিয়াছেন। ইনি যদি 'ব্রাহ্ম' চণ্ডীবাবু হন তবে আমাদের দুঃখের কা অধিক নাই। যেহেতু 'বককুলীরক' কথা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তি অনায়াসেই বুঝিবেন যে চণ্ডীবাবুর উদ্দেশ্য সাধু এবং হিন্দু সমাজের কল্যাণে জন্য তাঁহার আন্তরিক উদ্বেগ ও আকাঙ্খা বর্ত্তমান। প্রবন্ধ মনোযোগ পূ পাঠ করিলে তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া ধরিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। তিনি বলিয়াছে * * "মহাত্মা রামমোহন রায়কে সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া বর্ত্তমান সম শঙ্করের তুল্য ব্যক্তি বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সে উক্তিটী সম সমীচীন হইলেও * * ইত্যাদি ইত্যাদি।" ইহাতে কেশব বা সাধারণী মতে ছায়া বেশ টের পাওয়া যায়। কোন্ হিন্দু, কোন্ ব্রাহ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভগ শঙ্করাচার্য্যের সহিত রামমোহনরায়ের তুলনা করিতে সাহসী হইবেন? তি স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর দোহাই দিয়া স্বয়ং সেই বক্তার উক্তিকে 'সমীচীন' বলি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। অতএব দোহাই দ্বারা এই অর্থ বুঝা যা তেছে যে শঙ্করাচার্য্য যেমন 'সুবিবেচনাসম্পন্ন সঙ্গত পরিবর্ত্তন' প্রচলিত ক বৌদ্ধবিপ্লব হইতে ভারতের হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, রাজা রামমো রায়ও সেইরূপ 'সুবিবেচনা সম্পন্ন (?) সঙ্গত পরিবর্ত্তন' প্রচলিত করিয়া মান হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন প্রা সমাজ স্থাপন করিয়াও সমাজ বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে উৎসুক হন নাই। কেহ কেহ তাঁহার প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্ম সাদরে গ্রহণ করিয়া গঙ্গদেশের ষষ্ঠ

জাহ্নবী সলিলে বিসর্জ্জন দিলেও 'শাস্ত্রত্যাগী ও বুদ্ধিবাদী বঙ্গীয় জনমণ্ডলী'-তাঁহাদের অনুসরণ করিল না, ইহা কি পরিতাপের কথা? রামমোহনের পদানুবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকেও লঙ্ঘন করিয়া কেশববাবু যে 'সুবিবেচনা সম্পন্ন সঙ্গত সামাজিক পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত' করিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য ও সহযোগী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এবং তাঁহার ভক্ত প্রিয়শিষ্যমণ্ডলী তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তিলমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় প্রদান করে নাই। কিন্তু হায়! 'উন্মার্গগামিনী পার্ব্বত্যনদীর ন্যায় বর্ত্তমান সমাজস্রোতঃ' সে পথে চলিতে শিখিল না। অতএব ইহাদের কল্যাণ সাধন করা 'শঙ্কর ও রামমোহনের সাধ্যের অতীত'। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া চণ্ডীচরণ কোমর বাঁধিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চন্দ্রসূর্য্য অস্ত গেল এখন জোনকীর পুচ্ছে আলো। যাঁহারা লাঙ্গুলহীন শৃগালের গল্প পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাবধান করা আবশ্যক হইবে না।

প্রবন্ধটী পাঠযোগ্য কিনা সন্দেহ। তবে যিনি আয়াস স্বীকার করিয়া উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, তিনি যে বেশ একটু আমোদ উপভোগ করিতে পারিবেন না, তাহা বলিতেছি না। লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য কায়স্থ জাতিকে গালাগালি করা, অথবা হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঈর্ষানল প্রধূমিত করা। কারণ তাহা হইলে সকলেই প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিয়া 'সব একাকার করিবে'। 'কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারিবে না।' 'সুতরাং পরোক্ষভাবে ব্রাহ্ম সমাজের কাজ হইয়া যাইতেছে'। এই প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া চণ্ডীবাবু যেরূপ আবল তাবল বকিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে আর গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত নহেন, বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি এখন প্রায় যষ্টিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ তাঁহার পক্ষে এ কর্ম্মভোগ কেন? বদনং দশনৈঃ হীনং লালাঃ স্রবন্তি নিত্যশঃ। ন মতিঃ স্ফুরতি কাপি বালেরঙ্গে বিশেষতঃ॥ তিনি কায়স্থ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা নবকৃষ্ণ ও শোভাবাজারের রাজপরিবারকে বৃথা আক্রমণ করিয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে খুব উর্দ্ধে তুলিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং গভীর সলিলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া হিন্দু সমাজের কল্যাণের জন্য মায়া কান্না কাঁদিয়াছেন; আর ব্রাহ্মণদিগের জন্য যে কত আন্তরিকতা, সহানুভূতি দরদ দেখাইয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। চণ্ডীবাবু যদি সাহিত্যিক সমাজে আসন গ্রহণ করিবার দাবী ও আকাঙ্খা না রাখিতেন, কেবল উপবীত ত্যাগী, সমাজত্যাগী ব্রাহ্মের ন্যায় কায়স্থদিগকে আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে

আমরা তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ বয়সে। কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বিড়ম্বিত হইতে চাহিতেছেন, তাহা তাঁহার অধিকা শক্তি, জ্ঞান ও শিক্ষার অতীত। ইহা বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নাই. যে.যি সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া আলোক প্রচার করিতে 'খাতায়' নাম লিখাইয়াছেন, তিনি সামান্য ঐতিহাসিক কুসংস্কা কুহেলিকা ভেদ করিয়া কায়স্থ জাতির প্রকৃত পরিচয় স্বীকার করিতে কু হইয়াছেন। চণ্ডীবাবু অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে সাড়ে চারি পৃষ্ঠার প্রবন্ধে নিম্নলি কথাগুলির অবতারণা করিয়াছেন :—

১। রাজা রাধাকান্ত দেব 'বর্ণেতর' জাতি। (২৬ পৃঃ)

(অন্যত্র বলা হইয়াছে বঙ্গের ক্ষত্রিয়জ কায়স্থগণ) „

২। রাজা স্যার রাধাকান্তদেব প্রভৃতি ব্যক্তিরা সভায় ও সমাজে, বক্তৃতা বাক্যালাপে এক প্রকার, আর নিজের আচার আচরণের সময়ে ভিন্ন প্রকা (ঐ পৃঃ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বাক্য ও আচরণের সময়ে পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পা যায়)

৩। মহারাজা বাহাদুর বৰ্দ্ধমানাধিপতি ক্ষত্রিয় রাজা। (?) (২৭ পৃঃ)

৪। ব্রাহ্মণ পরমুখাপেক্ষী হওয়াতেই সমাজ রসাতল গত হ বসিয়াছে। (২৭ পৃঃ, কি শাস্ত্রজ্ঞান !)

৫। বঙ্গের ক্ষত্রিয়জ কায়স্থগণ। (২৮ পৃঃ ; উপরে দ্রষ্টব্য)

৬। আর সেরূপ সবল ও গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান থাকিলে বঙ্গীয় কা গণ এত সহজে গায়ের জোরে উপবীত গ্রহণ করিতে পারিতেন (?)। (২৮

৭। বঙ্গে শ্রেষ্ঠের বাহিরের সমকক্ষতা লাভের চেষ্টায় অনেক স্থলেই 'ঢাল নাই তরবাল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার।' সাজিবার জন্য প্রাণ আকুল উঠিয়াছে।

(লেখকের ন্যায় বিপ্লব কারিগণের প্রভাব হইতে সমাজকে রক্ষা কা জন্য জড়তা ত্যাগ করিয়া জীবন লাভের চেষ্টায় প্রাণ আকুল হইয়াছে দোষ কি ?)

৮। ব্রাহ্ম সমাজ যোগ্যতার উপরে অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিতে চা ছিলেন (The cat is out of the bag'. কায়স্থের ন্যায় অযোগ্য যোগ্যতার দাবী করিলেই সর্ব্বনাশ ! ২৯ পৃঃ)

৯। পতঙ্গ যেমন আলোকে আত্মসমর্পণ করে, ভারতবাসী ঠিক সেইরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধ শান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা পার্ব্বণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রণাম নমস্কারে, কথাবার্ত্তায় দেখাতে সাক্ষাতে ইংরাজ সাজিতে আরম্ভ করিয়াছেন। (২৬ পৃঃ) (চণ্ডীবাবুই বোধ হয় গয়ার পিণ্ড, সন্ধ্যা আহ্নিক ও গায়ত্রী বজায় রাখিয়াছেন।)

১০। আমি বলি অভিভূত হওয়াটাই কি নিরাপদ ? (২৫ পৃঃ)

(ভবতিবিজ্ঞতমঃ ক্রমশঃ জনঃ) ইত্যাদি।

চণ্ডী বাবুর শাস্ত্রচর্চ্চায় অধিকার নাই। তিনি ইতিহাসের খবর ও অধিক রাখেন না। বঙ্গের বাহিরে ভারতীয় হিন্দু সমাজের সংবাদ ও কূপমণ্ডুকের নিকট খুব কমই পৌঁছিতে পারে। অতএব তিনি শ্লেষ করিয়া বলিতেছেন যে বঙ্গের কায়স্থেরা গায়ের জোরে উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। বঙ্গের কায়স্থেরা যে তাঁহারা যে দেশ হইতে আসিয়াছেন, সেই দেশের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এই মিলনের ও যাতায়াতের সুবিধার দিনে পুনরায় হিন্দুস্থানের কায়স্থগণের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র, তাহা চণ্ডী বাবুর ন্যায় ন্যাকা রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির বুঝিবার সাধ্য নাই। এবং চণ্ডী বাবুর ইহাও জানিবার সুযোগ হয় নাই যে পশ্চিমদেশে কায়স্থের সংস্কার ও উপনয়নবিষয়ে ব্রাহ্মণেরা প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন নাই। বঙ্গদেশের পতিত, বৃথাভিমানী ও শাস্ত্রজ্ঞান হীন ব্রাহ্মণেরাই গায়ের জোরে সাধুকার্য্যের অন্তরায় হইতেছেন। বিহার বা পশ্চিম-দেশে তাঁহার কোন আত্মীয় বা আত্মীয়াও কি নাই, যে তিনি প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে এ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন নাই ? চণ্ডী বাবু একটু মাথা ঘামাইলে জানিতে পারিবেন যে বঙ্গদেশে সমাজ বিপ্লবের আদর্শ বহুদিন পূর্ব্বে বৈদ্যগণ দেখাইয়াছিলেন, যদিও বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি বৈদ্যজাতির অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। এবং যুগিগণ তাঁহাদের অনুকরণে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে তৎপর হইয়াছিল। তাঁহার আরও স্মরণ করা উচিত ছিল যে সমাজ বিপ্লবের প্রকৃত আদর্শ ব্রাহ্মণ রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বৈদ্য বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মেছুয়া বাজার ও চিৎপুরে প্রতি রবিবারে হিন্দুযুবকগণের মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য যে সকল উপদেশ ও আয়োজন করা হইয়া থাকে, তাহাতে বিপ্লব উপস্থিত না হইয়া পারে কি ? কেবল সমাজের ও সময়ের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিস্তার লাভের চেষ্টা কেন ? সংযম, সুশিক্ষা, ধৈর্য্য ও শিষ্টতার দৃষ্টান্ত লেখকের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ যেরূপ পূর্ব্বাপর

দেখাইয়া আসিতেছেন, তাহার অনুকরণ করিলে বঙ্গের বর্ণেতর (?) জাতি সকল শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি, শান্তি ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় পথে অগ্রসর হইতে পারিত। থাকিতেন যদি আজ শঙ্কর ও কুমারিল ভট্টের ন্যায় সবল সতেজ, নিরপেক্ষ, তেজস্বী ব্রাহ্মণ কেহ ভারতবর্ষে, তাহা হইলে একদিন বৌদ্ধবিপ্লববাদিগণের যে দশা হইয়াছিল, ব্রাহ্ম ও অন্যান্য উপধর্ম্মী বিপ্লব বাদিগণের ও কি সেই দশা প্রাপ্তি হইত না ? বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ যে ক্ষত্রীকুলাবতংশ তাহা চণ্ডী বাবুর ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত। এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের বহুপরে বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আজ পর্য্যন্ত পঞ্জাবে স্বজাতিদিগের সহিতই আদান প্রদান বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন ; তাহাও বোধ তাঁহার জানা নাই। ইতিহাস জানা না থাকিলেও দিদিমা ঠাকুরমার উপকথায়ও কি, তিনি এই সকল তথ্যের কিছুমাত্র আভাষ পান নাই ? ক্ষত্রী জাতি ও ক্ষত্রিয় জাতির শাখা বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতেছেন। আমরা সে দাবী অন্যায় ও অসঙ্গত মনে করি না। ব্রাহ্মণগণ চিরদিনই পরমুখাপেক্ষী। বঙ্গদেশে তাঁহারা পরমুখাপেক্ষিত্ব ত্যাগ করিয়া বিষয় কর্ম্ম, জমীদারী, চাকরী ও আজকাল-কার দিনে ঠনঠনিয়ায় চটী জুতার দোকান করিয়া স্বাবলম্বন করাতেই হিন্দু সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। কায়স্থগণ চিরদিনই সমাজ ও ধর্ম্মসংরক্ষক। তাঁহারা পুনরায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাদ্বারা হিন্দু সমাজ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে শিবনাথ বাবুর প্রণত শিষ্য চণ্ডীচরণ বাবুর ন্যায় ব্রাহ্মণের পূর্ব্বস্মৃতিতে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু ভারতের হিন্দু সাধারণের যথেষ্ট আহ্লাদের কারণ আছে। ব্রাহ্মসমাজ যোগ্যতার উপর অধিকারের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজ জাতি হিসাবে সেই অধিকার দাবী করিয়া অযোগ্যতার প্রশ্রয় দিতে চাহিতেছে। ইহার প্রতিবিধান কালাপাহাড়ের ন্যায় জোর করিয়া সকলেরই উপবীত কাড়িয়া লওয়া এবং সকলের কর্ণে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ও একমেবাদ্বিতীয়ম্ মন্ত্র প্রদান করা। চণ্ডী বাবু এতদিন নব্য ভারতের স্কন্দে চাপিয়া শিবনাথ বাবুকে যে ‘গুরু দাক্ষণা’ দিয়া আপন ব্রাহ্মণ-ত্বের পরিচয় দিতেছিলেন, সেইত অতি উত্তম ছিল, আবার হঠাৎ মানসীর অঙ্কে আরোহণ করিয়া এ বৃদ্ধ বয়সে কায়স্থ জাতিকে আশ্রয় করিবার চেষ্টা কেন ? ব্রাহ্মণ সমাজ, দ্বারবঙ্গাধিপ* ও ভারতের বিশাল কায়স্থ জাতি তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্ম-নিরত সলভের উপদেশ ও মমতা ব্যতিরেকে অনায়াসে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। চণ্ডীবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শান্তিলাভের উপায় কল্পনা করিতে থাকুন। লোকে কথায় বলে—

মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।

শ্রীগদাধর দেববর্ম্মা।

* এবার টাউনহলে ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলনে ব্রাহ্মণ কুলপতি শ্রীশ্রীদ্বারবঙ্গাধিপতি কায়স্থ জাতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভাপতির গলে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন

হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস ও তৎপ্রতিকারের বিধান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপযুক্ত খাদ্যাভাব প্রযুক্ত অখাদ্য কুখাদ্য ভোজনে ধর্ম্ম চর্চ্চার অভাব বশতঃ আত্ম সংযমের শিথিলতায় বা ইন্দ্রিয় পরায়ণতায়, এবং ‘অপ’ সম্বন্ধাদি দ্বারা রক্তের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করা হেতুতে অধুনা বঙ্গীয় হিন্দুর সকল জাতির মধ্যেই অল্প বিস্তর বংশ বিলোপ ঘটিতেছে। পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তন্মধ্যে সাধারণ লোকের বা শ্রমজীবী শ্রেণীর কষ্টসহিষ্ণু সুদৃঢ় বপুর ও বলবান ব্যক্তির যে পরি-মাণে বংশ ক্ষয় হইতেছে, তৎস্থ প্রাচীন প্রকৃত ভদ্রবংশের ও সুখপ্রিয় দুর্ব্বল লোকের তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে বংশ বিনাশ হইতেছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ জাতীয়ের অধিকতর বংশই ক্ষয় পাইতেছে। ইহাতে সমাজের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে সব বংশ দেখা গিয়াছে, এখন তাহার অধিকাংশ বংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেকেরই দত্তক বা পোষ্যপুত্র গ্রহণে বংশ রক্ষা পাইতেছে। প্রকৃত ভদ্র বংশ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ দুইটী প্রধান জাতি। ক্রমশঃই তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যাঁহাদিগকে রক্ষকরূপে সঙ্গী করিয়া বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণ প্রতিপালক বলিয়া জগতে খ্যাত আজ সেই কায়স্থ জাতির নিতান্ত শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের সুখাদ্য ও বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাব ঘটিতেছে। দিন দিন তাঁহারা ঘোরতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন। স্বাস্থ্য রক্ষায় তাহাদের বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া পড়িতেছে কে আর ব্রাহ্মণ প্রতিপালন করিবেন ? যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, যাঁহাদিগকে উদরান্নের চিন্তা করিতে হইত না

সেই তপঃ পরায়ণ ব্রাহ্মণ জীবিকার্জ্জনে ব্যস্ত হইয়াছেন, স্বধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, নীচকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন ধর্ম্ম যাজকতায় তাঁহাদের আর আগ্রহ নাই। ক্রমশঃই তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার অভাব ঘটিতেছে। প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারিতেছেন না। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণদের প্রায় সকলেই এইরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে। সমাজরূপ শরীরের মস্তিষ্কবিকৃতি জন্মিয়াছে এবং উহার মেরুদণ্ড যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় হিন্দুসমাজ কালস্রোতে নিমজ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের একের অবনতিতে অপরের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। অতএব একই কারণে উভয়ের অবনতি ঘটিতেছে এবং বংশের বিলোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে।

কায়স্থ জাতি প্রাচীন কালে যথেষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন। মধ্য সময়েও তাঁহাদের প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না। তখনও তাঁহাদের মধ্যে অনেক ভূস্বামী, রাজা, জমিদার ছিলেন। ভোগবিলাসে কোন রূপেই তাঁহাদের বাধা জন্মে নাই। তাঁহাদিগকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্নচিন্তায় লিপ্ত হইতে হয় নাই। তাঁহাদের দুধ ভাতের অভাব ঘটে নাই। তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে বাস করিতে পারিয়াছেন। উপযুক্ত রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। সময় সময় শাসন বিভাগের কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে সুযোগ পাইয়াছেন, দক্ষতার সহিত শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। ইদানিং তাঁহাদের সেই সুখ সুবিধা অনেকটা দূর হইয়া গিয়াছে। অনেক অনেক কায়স্থ ভূস্বামীরই দারিদ্র্যপ্রযুক্ত, জমিদারী তালুকদারী, গবর্ণমেণ্টের সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। যিনি জমিদারী হারাইছেন—কিরূপ কষ্টে তাঁহাকে জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা একমাত্র ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারেন। তাঁহার বংশধরগণকে কত দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করিতে হয়, তাহা কাহারই অবিদিত নাই। বিপন্ন জমিদার পুত্রের সহিত সাধারণ কৃষক বা শ্রমজীবীর পুত্রগণের কোন বিষয়েই সাদৃশ্য হইতে পারে না, ভদ্র ঘরের ছেলে, সাধারণ লোকের ন্যায় খাটিয়া খাইতে সমর্থ হয় না' তাই তাঁহারা নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছেন। দারিদ্র চক্রের নিষ্পেষণে তাঁহাদের অস্থি পঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। লেখনী চালনা কায়স্থের প্রধান সম্বল উহাও ক্রমশঃই অপরের হস্তগত হইবার উপক্রম হইয়া পড়িয়াছে। অগত্যা তাঁহারা অনেকেই অন্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন, বৃত্তি সঙ্করতা দোষ পূর্ণমাত্রায় ঘটিতেছে। বৈদ্যের ব্যবসায় নাপিত,

ধরিয়াছে, তন্তবায় মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে, তাহাদের ব্যবসায় অন্যের হস্তগত হইয়াছে, বৈশ্য জাতির ব্যবসায় অন্যান্য জাতি গ্রহণ করিতেছে। বাণিজ্য ব্যবসায়ীর নিরুৎসাহ জন্মিয়াছে, কৃষিকর্ম্মের ভার নিম্নশ্রেণীর উপর পড়িয়াছে। শিল্পিগণ তাহাদের নিজ ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া অন্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। চিরদিনের সঞ্চিত অভ্যাস ভুলিয়া গিয়া নূতন পথ ধরিয়াছে। সঞ্চিত ধন বিনাশ করিয়া অনিশ্চিত ধন লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া পড়িয়াছে, অনার্য্য আর্য্য হইতে চলিয়াছে, ছোট বড় হইবার কাল আসিয়াছে, কৃষক কাণে কলম রাখিয়া কায়েৎ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। সকল জাতিরই বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে। কায়স্থ জাতির দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিয়াছে, অর্থাভাবে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ জাতীয়ের পুত্র কন্যার বিবাহে জঘন্য পণপ্রথা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যাহারা তাঁহাদের সম প্রকৃতির লোক নহে; অর্থলোভে উহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধাদি স্থাপন করিতেছেন, দুই বিভিন্ন প্রকৃতির একত্র সমাবেশ হইতেছে, সুতরাং ক্রমশঃই তাঁহাদের বংশ বিলোপ পাইতে বসিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বার্ষিক অধিবেশন ঃ—

সভার বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ কায়স্থ-পত্রিকায় দেওয়া হয় না। সভার কার্য্য-বিবরণী পৃথক্‌ভাবেই প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবারও তাহার বিস্তারিত বিবরণ সহ কার্য্য-বিবরণী পৃথক্ মুদ্রিত হইতেছে। সংক্ষেপে দুই একটী কথা এস্থলে প্রকশিত হইল।

বিগত ১০ই ও ১১ই চৈত্র, রবি ও সোম দিবসদ্বয়, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার একাদশ বার্ষিক অধিবেশন বীরভূম (প্রাচীন নাম মিত্রভূম) জেলার সিউড়ী নগরীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

তদ্রূপ জেলার জজ কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র, এম্ এ, সি এস, সিউড়ীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং তথাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় লাল, বি এল্, সম্পাদক ছিলেন। যদিও এই অধিবেশনের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে জজ মিত্র মহোদয় তথা হইতে বদলী হইয়া হুগলীর বিচারভার গ্রহণ করেন, তথাপি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ও সভ্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ, বি এল্, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র প্রভৃতির তত্ত্বাবধানতায় কোনরূপ ক্রটী লক্ষিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত আতিথ্য কর্ম্ম নির্ব্বাহক শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোপ মহাশয়দ্বয়ের সুশৃঙ্খলতায় ও সৌজন্য ব্যবহারে প্রতিনিধিবর্গ সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

সভায় দিনাজপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, নদীয়া ফরিদপুর, যশোহর খুলনা, কলিকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদাহ, বাঁকুড়া ও বীরভূমের নানাস্থান হইতে প্রায় ১৫০ শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বরিশাল, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ ও স্থানীয় কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভাপতি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর তাঁহার আত্মীয় স্বগণ সহ 'হিলভিউ' কুঠীতে, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় প্রমুখ কএকজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জজ মিত্র মহাশয় বসুসাহেবের কুঠীতে এবং অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ বাজিতপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস রায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মণমণ্ডলী উপবীতি কায়স্থের বিরুদ্ধে যেভাবে উদ্যতদণ্ড হইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ এবং নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত্ত (পাচথুপীর শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি অধ্যাপকগণের সুদূর মিত্রভূমের কায়স্থ সভায় উপস্থিত হওয়া নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। এই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ সুধুই কি সভাশোভনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন? অথবা কিঞ্চিৎ প্রাপ্যের আশায় এই দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন? না তাহা নহে। তাঁহারা বঙ্গীয় সমাজের দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া গভীর মর্ম্ম-বেদনায় তৎপ্রতিকারের সহায়তায় জন্য এই সভায় উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—হে ক্ষত্রিয় কায়স্থ বৃন্দ! আপনাদের লুপ্ত সংস্কারের পুনরুদ্ধার করুন—আপনাদের পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করুন, আপনারা

কি ভাবে এদেশে আসিয়াছিলেন আর এখন কি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই একবার অনুসন্ধান করুন—দেখিতে পাইবেন আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এদেশের শাসন সংরক্ষণ সমুদয় বিষয়েই ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার করিয়াছেন; তাঁহারাই বৈদিক ধর্ম্ম বিস্তার জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের রক্ষক হইয়া আগমন করিয়াছিলেন—ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই সময় বাচস্পতি মিশ্রের কুলকারিকা হইতে কতিপয় বচন আবৃত্তি করিয়া সকলকে অবিলম্বে উপনয়ন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করিলেন। এই আহ্বানে যে সকল অনুপনীত কায়স্থ তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মনের সকল ধাঁধা অনন্তে বিলীন হইয়া গেল, সকলেই অবিলম্বে আগামী শুভদিনে উপনয়ন গ্রহণ জন্য কৃত সংকল্প হইলেন।

সেবার যশোহরে যে সভা হইয়াছিল সে সভা অন্তেও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি চাঁচড়া-রাজবাড়ীতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ অপর শ্রেণীত্রয়ের সহিত বহু অনুরোধ সত্বেও এক পংক্তিতে আহার করেন নাই। কিন্তু এবার এই সভার পর গোপাল বাবুর বাটীতে চারিশ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ এক পংক্তিতে আহার করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

প্রতি বৎসরই বার্ষিক অধিবেশনের তারিখ লইয়া অন্যান্য সমিতি হইতে আপত্তি করেন এজন্য এইবার এই সভাতেই আগামী বার্ষিক অধিবেশনের দিন ১৩২০ সালের ২৮শে ও ২৯শে চৈত্র গুড ফ্রাইডের বন্ধে ধার্য্য হইয়াছে।

দুর্ঘটনা :—

অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক লালা শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয়লাল বি এল, মহাশয় সভাপতি দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুরকে বিদায় সম্বর্দ্ধনার্থ ষ্টেসনে আসিয়া নৈশ-অন্ধকারে platform হইতে গাড়ীর পাদানীর পার্শ্বদিয়া পড়িয়া যান; ইহাতে তাঁহার compound fracture হয় এবং একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। এতদ্দর্শনে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ মহাশয় তথা হইতে উঠাইয়া ষ্টেসন্ মাষ্টারের হস্তে শুশ্রূষার ভার দিয়া নিজেই civil surgeon ডাক্তার আনিয়া পরিচর্য্যা করিতে থাকেন। মৃত্যুঞ্জয় বাবু এই শুশ্রূষায় বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করেন, কিন্তু তাঁহার কটীদেশের বিচ্ছিন্ন হাড় এখনও সংযুক্ত হয় নাই।

যিনি বার্ষিক অধিবেশনের সেই বিপুল কষ্টসমূহ স্বীয় স্কন্দে লইয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন আমরা সেই স্বজাতিপ্রিয় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর এইরূপ আকস্মিক আঘাতে আন্তরিক বেদনা অনুভব করিতেছি। করুণাময় ভগবান তাঁহাকে নিরাময় করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

শোক সংবাদ :—

বিগত চৈত্র সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় যাঁহার উপনয়ন গ্রহণে আমরা নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম, যাঁহার কর্ত্তব্য পরায়ণতায় আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম,

প্রতিজ্ঞা পালনে যাঁহাকে ভীষ্মের ন্যায় ভাবিয়াছিলাম সেই ক্ষত্রিয় কায়স্থ কুল-গৌরব বদান্যবর রাজা সূর্য্যকুমার গুহ রায়বাহাদুর আর ইহজগতে নাই। গত ১৪ই চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় তিনি নশ্বর দেহ ভুবনেশ্বরে পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। ইনি কিছু কালপূর্ব্ব হইতে বহুমূত্র, উদরী প্রভৃতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রথমতঃ ৺পুরী ও তদনন্তর ৺ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি কলিকাতা কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া অত্রত্য বিখ্যাত ডাক্তার কবিরাজগণের চিকিৎসাধীনে থাকেন। হঠাৎ পীড়কা (erysipelas) ও রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হন। তিনি জীবনাবসান কাল বুঝিতে পারিয়া ৺ভুবনেশ্বরে দেহত্যাগ বাসনায় তথায় গমন করেন এবং একদিন পরেই তথায় পরলোক গমন করেন। ইনি নিজ নামে রাজবাড়ী ষ্টেসনের অনতিদূরে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্থানীয় শিক্ষার অভাব দূর করেন। ইনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে অন্নদান করিয়া ও শিক্ষার ব্যয় বহন করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রার পথ করিয়া দিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাহাদের অন্তরের দেবতা হইয়া রহিয়াছিলেন। রাজবাড়ীতে সুচিকিৎসা ব্যবস্থাকল্পে ৬।৭ হাজার টাকা ব্যয় করত দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এমন কি, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্যও তাঁহার হৃদয় কাঁদিত। তিনি তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের আবেদনে ৺পুরীধামে একটী 'কুষ্ঠাশ্রম' নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গবরমেণ্ট তাঁহার কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া তাঁহাকে পুরস্কারাদি দ্বারা কয়েকবার বিশেষ সম্মান করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র অস্ত্র আইনের বিধান হইতে ইহাকে মুক্তিদান করেন। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত গভর্ণর বাহাদুর গত বৎসর ফরিদপুর গিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপ সংবর্দ্ধনা করেন। রাজা বাহাদুরের এই ভাবে লোকান্তর গমনে বাস্তবিকই আমরা গভীর শোক অনুভব করিতেছি। মঙ্গলময় ভগবান তাঁহার শান্তিধামে আমাদের রাজা বাহাদুরকে সুখে রাখুন এবং আমাদের হৃদয়ে বল দান করুন ইহাই প্রার্থনা।

পন্থার ব্রহ্মবিদ্যা-রহস্য ঃ—

ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয়জাতি এবং তজ্জন্যই ব্রহ্মবিদ্যার অপর নাম রাজবিদ্যা, এইরূপ প্রমাণকারী কতিপয় উপনিষদ্‌বিদ্‌কে কটাক্ষ করিয়া চতুস্তীর্থ উপাধিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী বিগত আশ্বিন ও কার্ত্তিকের 'পন্থা'য় ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ এই প্রমাণ করিতে গিয়া দেবসেনাপতি স্কন্দজনক রুদ্রদেবের জাতির কথায় বলিয়াছেন —"এবংবিধ পরব্রহ্মে ক্ষত্রিয় জাতির পরিকল্পনা সুস্থব্যক্তি কখনই করিতে পারে না।" উপসংহারে বলিয়াছেন "যাঁহাদের ক্ষত্রিয় বৃত্তি নাই, যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ধার দিয়াও যান না, ক্ষত্রিয়ের আচার্য্যত্ব প্রতিপাদনে তাহাদের বিন্দুমাত্রও লাভ নাই, তাঁহারা শাস্ত্র ও শিষ্টাচারকে পদদলিত করিয়া সমাজে বিশিষ্ট জাতির বৃদ্ধি করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। প্রকৃত ক্ষত্রিয় কখনই ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা তিলমাত্র নষ্ট করিতে বাসনা করিবেন না।"

শাস্ত্রী উপাধিক অক্ষয়বাবু কোন্ জাতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন তাহা বোধ হয় কাহারো বুঝিতে কষ্ট হইবে না। তিনি কেবল কথার মার পেচে স্কন্দ জনকের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইলেন কেন? সকল প্রমাণের সময় বিবিধ উপনিষদের সাহায্য লইলেন আর রুদ্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করিতে উপনিষদের কথা গ্রহণ না করিবার তাৎপর্য্য কি? এস্থলে শ্রুতি বাক্য গ্রহণ না করিবার আমরা একটী কারণ দেখিতেছি, বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি" এই প্রমাণে সেই স্কন্দের জনক রুদ্রদেব ক্ষত্রিয় জাতির সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছেন, তাই নিরবতার কারণ। অক্ষয় বাবুকে কএক তীর্থেই ব্যপৃত দেখিলাম—কিন্তু সেই সকল তীর্থের সহিত তাঁহার যে বড় বিশেষ কিছু সংশ্রব আছে তাহা বোধ হইল না ঐ যে ছান্দোগ্যোপনিষদের "তস্মৈ মৃদিত কষায়ায় তমস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে" এই যে শ্রুত্যাংশ তুলিয়াছেন তাহাতে কার্ত্তিকেয়ের আদৌ ব্রাহ্মণ জাতিত্ব উপপত্তি হয় না বরং ব্রহ্মবিদ্ সনৎকুমার ও দেবসেনাপতি স্কন্দ এক অভিন্ন ব্যক্তিই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ অক্ষয়বাবু এখানেও প্রমাণে বেড় না পাইয়া পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা যে নিন্দিত যজ্ঞ বহির্ভূত ব্রাহ্মণ সে কথাটী আর উপস্থিত করেন নাই। অতএব কোন পক্ষ অস্বস্থ সুযোগ্য পাঠক তাহা বুঝিয়া লইবেন। সৃষ্টিকর্তা মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষত্রিয় জাতিতে ঈশ্বরত্ব বিন্যস্ত করিয়াছেন; ক্ষত্রিয় যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতির নিয়ামক, প্রভু তাহা শ্রুতিরই অভিপ্রায়। কিন্তু ব্রাহ্মণের অগ্রে জন্ম বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিয়ামক নহেন। ক্ষত্রিয়ের প্রভু ধর্ম্ম—"স নৈব ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং" ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। প্রকৃত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মর্য্যাদ

তিলমাত্রও নষ্ট করেন না সত্য কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির নিয়মন করাই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শ্রুতি তাহাই পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উপনয়ন।

১৪ই ফাল্গুন, ১৩১৯। ফরিদপুর জেলান্তর্গত বর্ণিগ্রাম নিবাসী বঙ্গজ শ্রীযুক্ত রসিকলাল দাস নিজ বাটীতে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩১৯। ফরিদপুরের অন্তর্গত গৌবেড়িয়া নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ঘোষ, নিজ বাটীতে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৯। রাজসাহীর অন্তর্গত ভারতীপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত গৌরলাল দাস বর্ম্মার বাটীর কেন্দ্রে বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত মুকুন্দমুরারী পাইন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রক্ষিত (সাং গোবিন্দনগর) শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ সরকার (সাং আঁড়ালী) উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। রাজসাহীর কেন্দ্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বাচস্পতী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

৫ই চৈত্র, ১৩১৯। ফরিদপুর জেলার লক্ষ্মীকোল নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় তাঁহার গৃহে ১০ জন কায়স্থ যথা শাস্ত্র উপনয়ন পরিগ্রহ করিয়াছেন। বনগ্রামেও ১০।১২ জন উপবীতী হইয়াছেন।

গত ২৬ ফাল্গুন, ১৩১৯। মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ পাঁচথুপীতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক প্রভৃতি ৫ জন উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ৪ পুত্র এবং শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র হাজরা মহাশয় পরে উপনীত হইয়াছেন। শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় তথাকার পুরোহিতগণ সৎসাহসের পরিচয় দিয়া স্বয়ংই পৌরোহিত্য সম্পাদন করিতেছেন। পুরোহিতগণের চেষ্টায় গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ সকলেই সমবেত হইয়া উপবীতের বাটীতে আহারাদি করিয়াছেন।

২৬শে ফাল্গুন ১৩১৯। চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তঃপাতী গৈড়লা গ্রামে শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে কেন্দ্র হইয়া নিম্নলিখিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ যথাবিধি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। অতি সমারোহের সহিত এই উপনয়ন ব্যাপার সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রায় ২৫।২৬ জন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে হাবিলাস দ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্করত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং তন্ত্রধারের কার্য্য বরমা নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রীহরদাস

বিশ্বাস, শ্রীদিগম্বর বিশ্বাস, শ্রীগঙ্গাদাস বিশ্বাস, শ্রীজগচ্চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীনিশিচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীসুরেন্দ্রলাল বিশ্বাস, শ্রীবরদাচরণ বিশ্বাস, সাং গৈড়লা, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীহরকুমার নন্দী, শ্রীপ্রফুল্লশঙ্কর নন্দী, সাং হাবিলাস দ্বীপ।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৯। চট্টগ্রাম সাং ডেঙ্গাপাড়ার দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দত্ত নিজ বাটীতে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৯। চট্টগ্রাম সাং কথাবাচুয়াই দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রীযুক্ত কামিনীরঞ্জন চৌধুরী নিজ বাটীতে উপনীত হইয়াছেন।

বিবাহ।

(১)

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই :—

১৫ই ফাল্গুন, ১৩১৯। রায়কালি, বগুড়া জেলা। বারেন্দ্র সমাজ। দিনাজপুর ফৌজদারী আদালতের পেন্‌সেন্ প্রাপ্ত সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত যদুনাথ নন্দী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অবনীনাথ নন্দীর সহিত উক্ত রায়কালি নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বর্ম্মচৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনীর শুভ পরিণয়।

১৭ই ফাল্গুন, ১৩১৯। মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ। মীরজাফর লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বসুর সহিত উক্ত মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ঘোষ মহাশয়ের পৌত্রীর শুভ পরিণয়।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৯। কাঁটাপুকুরলেন, কলিকাতা। দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ। ঝামাপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্রের সহিত উক্ত কাঁটাপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারিনী চরণ বসু মহাশয়ের কন্যার শুভ পরিণয়।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৯। ছিদাম মুদিরলেন, কলিকাতা। দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ। ডায়মণ্ড হারবারের উকিল শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সরকার মহাশয়ের পুত্রের সহিত উক্ত ছিদামমুদির লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যার শুভ পরিণয়। এই বিবাহের বিশেষত্ব এই—যোগেন্দ্র বাবু যখন জামাতার জন্য যৌতুক উপস্থিত করিলেন, শশীবাবু তখন তাঁহাকে তাহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন—আমি এখানে পুত্রের বিবাহ দিতে আসিয়াছি অর্থ লইয়া বিক্রয়

করিতে আসি নাই অতএব আপনি উহা প্রত্যাহার করুন। বলা বাহুল্য শশীবাবু এই ভাবে কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। আমরা প্রত্যেক বর কর্ত্তাকেই শশীবাবুর এই মহোচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

(২)

একখানি প্রতিবাদপত্র :—

নমস্কার নিবেদনামদং :—

আপনার ফাল্গুন মাসের কায়স্থ পত্রিকার ৪৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে "পাঁচথুপি নিবাসী শ্রীযুক্ত অসিতমোহন ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের প্রথমা কন্যার বিবাহে দেনা পাওনার কথা হইয়াছিল" এই বিবাহে দেনা পাওনার কথা পর্য্যন্ত হয় নাই অথচ আপনার পত্রিকাতে দেনা পাওনার কথা প্রকাশিত হইল। আপনার ন্যায় সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি যখন কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক তখন এ প্রকার ভুল সংবাদ প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। * আশা করি আপনি চৈত্রের সংখ্যায় এই ভ্রম সংশোধন করিয়া প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ করিবেন। ইতি

শ্রীঅসিতমোহন ঘোষ মৌলিক।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩১৯, পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ।

ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ।

৯ই চৈত্র, ১৩১৯। ফরিদপুর জেলান্ত মালিয়াট গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভৌমিক মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধে স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও তিনশ্রেণীর কায়স্থ সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এক পংক্তিতে ভোজন করিয়াছিলেন।

২৬শে চৈত্র, ১৩১৯। ফরিদপুর জেলান্ত লক্ষ্মীকোল রাজবাটীর লোকান্তরিত রাজা সূর্য্যকুমার গুহ রায় বাহাদুরের বিধবা রাণীদ্বয় ত্রয়োদশাহেই তদাগ্নকৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশ করা হইবে।

২৭শে চৈত্র, ১৩১৯। কলিকাতা ২০৫ নং অপারসার্কুলার রোড। কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেব ভাবসাগর মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ সভায় কতিপয় অধ্যাপক উপস্থিত হইয়া বরণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সামাজিক ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধ অন্তে আহার করিয়াছেন, সন্ধ্যার পর চারিশ্রেণীর সজাতিবর্গ আহার করিয়াছেন।

* আমরা যেরূপ সংবাদ পাই তাহাই প্রকাশ করি, এ সংবাদটি যে সত্য নহে আমরা পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারি নাই। কাঃ পঃ সঃ।

...গোপাল নন্দী বর্ম্মা
সাং ...নগর।
৭-২-১৩

কায়স্থ-পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। } নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

দান প্রাপ্তি।

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।

এবৎসর আদায় :—

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র, সাং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১৲
" ভূপালচন্দ্র রায় চৌধুরী, বলরাম বসুর ঘাট রোড, ভবানীপুর কলিকাতা	২৲
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ	৫৲
জনৈক অতি দরিদ্র কায়স্থ-মহিলা, পাবনা	৷৹
মোট—	৮৷৹

পুস্তকাগার-ভাণ্ডার।

এবৎসর আদায় :—

(নগত)

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, লক্ষ্মীনিবাস, বাগবাজার, কলিকাতা	২৫৲

(পুস্তকের মূল্যে)

" বরদাপ্রসাদ বসু, বঙ্গবাসী অফিস	৪৲
" রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া	৷৹
মোট—	২৯৷৹

প্রচার-ভাণ্ডার।

১৩১০ সালের জন্য :---

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ নাইট, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫৲

সামাজিক ইতিহাসের একটী কথা।

এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীলতা বিশ্বনিয়ন্তার একটী বিশেষ বিধি বলিয়াই প্রতীতি হয়। কোন বিষয়েই কঠোর সংরক্ষণশীলতা বিশেষ অভিপ্রেত নহে। এতৎ সম্বন্ধে মনীষিগণ বহু আলোচনা করিয়াছেন; তজ্জন্য আর মস্তিষ্ক আলোড়ন করা অনাবশ্যক, বিশেষতঃ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বিভিন্ন মনুষ্যের জীবনস্রোত কদাপি স্থির নহে। যদি জীবন স্রোতই স্থির না হয় তাহ হইলে সেই অস্থির স্রোতবান্ মনুষ্য কি প্রকারে স্থির ও কোন এক পূর্ব্ব সময়োপযোগী ও তৎকালীন প্রবর্ত্তিত বিধি-ব্যবহারকে স্থিরলক্ষ্যে অবনত মস্তকে পালন করিতে পারে? মনুষ্য-সমাজের উপর শিক্ষা ও সময়ের প্রভাব বিস্তার অনিবার্য্য। সেই প্রভাবেই দোষ গুণের পর্য্যালোচনা করিয়া গুণাতিশয্যের পক্ষ পাতী না হইয়া "দাদা বলে যে চণ্ডী" এই মহাবাক্যের নীতি অনুসারে নিশ্চল থাকা মস্তিষ্কের কোন এক স্নায়ুবিকারের পরিচয়মাত্র। মনুষ্য-সমাজ একটী ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকার ন্যায়। ইষ্টকরাশি স্তূপাকৃত করিয়া রাখিলেই যেম অট্টালিকা প্রস্তুত হয় না—তাহাতে যেরূপ চুণ, শুরকি মসলাদি উপকরণে আবশ্যক হয় সেইরূপ মনুষ্যগণের একত্র সমাবেশেই সমাজ গঠিত হয় না—তাহ দের মধ্যে প্রীতি, ধর্ম্মপ্রবণতা, সহানুভূতি প্রভৃতি উপাদানের আবশ্যক হয়, নচে মনুষ্য-সমাজ পশু-সমাজ অপেক্ষাও হীনতর হইয়া পড়ে। এই সহানুভূতি আকর্ষণে প্রধান উপায় একভাষিত্ব; অন্ততঃ এক-লিপিত্ব প্রথার প্রবর্ত্তন ও পরস্পরের ম আদান-প্রদান। সমস্ত জাতির মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান-বিধির অবতার করা অথবা মাননীয় ভূপেন্দ্রবাবুর হিন্দু-বিবাহ-বিধির সংস্কারের অত্যাবশ্যক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া সমগ্র সমাজের ভীতি ও বিপ্লব উৎপাদন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবে এক জাতিরই অন্তর্গত বিভিন্ন শাখার মধ্যে স

স্থাপন ও পরস্পরের আদান-প্রদান বিধির প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক, ইহাই প্রতিপাদন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই বিষয় সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া কলিকাতার কতিপয় সুবিজ্ঞ কায়স্থ সন্তান কায়স্থ-সমাজের অন্তর্ব্বর্ত্তী শ্রেণী সকলকে একত্রীভূত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন ও তাঁহারা দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, কেহ কেহ তাঁহাদের কার্য্যকে সমাজ বিগর্হিত ও অশাস্ত্রীয় ইত্যাদি আখ্যায় অলঙ্কৃত করিতেছেন।

একটী বিশেষ ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতেছে, যে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ সম্প্রদায়ের সম্মিলন আধুনিক নহে। ইহা বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা অনুমোদিত ও প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণ তদ্রূপ অনুষ্ঠান কেন সমাজ বিগর্হিত বলিবেন তাঁহা বুঝিতে পারা যায় না। সম্প্রতি কার্য্যব্যপদেশে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র গুহ রায় নামক একটী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হয়। জানা গেল যে তাঁহারা গুহ উপাধিক বঙ্গজ-কায়স্থ। যে সময়ে মানসিংহ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে ব্যপৃত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বসন্তরায়ের কোন সন্তান পলায়ন করিয়া বিষ্ণুপুরের স্বাধীন নৃপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ক্রমশঃ তাঁহার দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। একদা বিষ্ণুপুরাধিপতি নীলাচলচন্দ্র দর্শন জন্য যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার সমভিব্যাহারে কোন স্ত্রীলোক না থাকায় সেবা শুশ্রূষার বিশেষ অসুবিধা হয়। দৈবক্রমে বেলিয়াতোড় গ্রামনিবাসিনী হীরা চৌধুরাণী নাম্নী এক দক্ষিণরাঢ়ীয়া কায়স্থবিধবাও তীর্থ-যাত্রিণী হইয়া সেই স্থানে সমাগতা হয়েন। হীরা চৌধুরাণী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ছিলেন, তিনি স্নেহপরবশা হইয়া রাজার সেবা-শুশ্রূষা বিশেষরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করেন ও যথোপযুক্ত সম্মান করেন। অবশেষে বিষ্ণুপুরে প্রত্যাগত হইয়া রাজা সংবাদ পাইলেন যে চৌধুরাণীর এক কন্যা আছে। তিনি স্বীয় দেওয়ানের সহিত চৌধুরাণীর কন্যার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। বেলিয়াতোড় গ্রামে অদ্যাবধি হারাব জাঙ্গাল, পুষ্করিণী প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। তদনন্তর উক্ত দেওয়ান প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরে, তাহার পর ক্রমশঃ বেলিয়াতোড়ে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। বিষ্ণুপুরের রাজার দেওয়ানী পদে তাঁহার পরেও তাঁহার কয়েক জন বংশধর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এখনও বেলিয়াতোড়ের "গুহ গোষ্ঠী" বাঁকুড়া জেলার "দেওয়ান গোষ্ঠী"

নামে প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলার মধ্যে এমন কোন প্রসিদ্ধ কুলীন-কায়স্থবংশ নাই যাঁহাদের সহিত বেলিয়াতোড়ের "গুহ গোষ্ঠীর" অথবা "রায় গোষ্ঠীর" (এই 'রায়' উপাধি বিষ্ণুপুর রাজার প্রদত্ত) কোন না কোনরূপ আদান-প্রদান ঘটিত সংস্রব না আছে। বাঁকুড়া জেলার "রায় গোষ্ঠী" বিশেষ সম্মানিত কায়স্থ বংশ ও বাঁকুড়া জেলার কায়স্থ সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। এই "গুহ গোষ্ঠীর" বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা মৌলিক সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া গণ্য হন না। তাঁহারা এখনও তাঁহাদের বঙ্গদেশীয় কৌলীন্যের দাবী করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদের আদান-প্রদান বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার কুলীন কায়স্থগণের সহিতই হইয়া থাকে, তত্রাপি তাঁহারা নিজেরা কুলীন বলিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় উচ্চশ্রেণীর মৌলিকের সহিতও আদান-প্রদানে আপত্তি করেন না। আজ তিন শত বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ বঙ্গজ কায়স্থগণের সহিত আদান-প্রদান করিয়া পরস্পরের পদ ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—সুতরাং এক্ষণে তদনুরূপ অনুষ্ঠানের আপত্তির কারণ কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা এইরূপ কার্য্যে আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহাতে তাহাদের বিদ্বেষভাবই সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়—অতএব তাঁহাদিগের নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, এইরূপ কার্য্যে তাঁহারা বাধা প্রদান না করেন।*

শ্রীবিজলীনাথ বসু।

* পাবনার মোক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহবর্ম্মা মজুমদার ১৩১৮ সালের ২৭শে আশ্বিন, তারিখে এক পত্রে অন্যান্য কথা লিখিয়া লেখেন :—

আমার শ্বশুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের পত্র পাইয়াছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রখানি হারাইয়া গিয়াছে। যতদূর মনে পড়িতেছে চন্দনীতে জয়মিত্রের এক বংশধর শোভারাম মিত্র মহাশয় যান তাঁহার সম্পত্তির উত্তরকালে ॥৵০ ও ।৵০ আনায় বিভাগ হইয়াছে এরূপ জানা যায়; ॥৵০ আনার মালিকগণ বঙ্গজ ও ।৵০আনার মালিকগণ দক্ষিণরাঢ়ী বলিয়াছেন, আমার শ্বশুর উক্ত ।৵০ আনা পরিবারের সন্তান। তাঁহার এক খুড়া ৺প্রসন্নকুমার (লক্ষ্মণচন্দ্র?) মিত্র কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে। তারপর তিনি বাড়ীর কার্য্যের জন্য ভাঙ্গা মহকুমায় যান।"

বাঁকুড়া সোণামুখী হইতে শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় উক্ত প্রিয়নাথ গুহ বর্ম্মা মজুমদার মহাশয়কে ১৩১৮ সালের ১৪ই আশ্বিন তারিখে এক পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখেন :—

"আমাদের মিত্রবংশের বংশাবলী সংক্ষেপে লিখিলাম! ১কালিদাস মিত্র, তস্য পুত্র ২ অশ্বপতি মিত্র, তস্যপুত্র ৩তারাপতিমিত্র, তস্যপুত্র ৪গোঠমিত্র, তস্যপুত্র ৫বাহন মিত্র, তস্যপুত্র ৬ সৌরী, তস্য পুত্র ৭ জৈ, তস্যপুত্র ৮ শূলপাণি, ইনি সকলের শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। তস্যপুত্র ৯ তিল, তস্যপুত্র ১০ বীর তস্যপুত্র, ১১ রঘু, ইনি অষ্টম সমীকরণে শ্রেষ্ঠ কুলীন। তস্যপুত্র ১২ বশিষ্ঠ, তস্যপুত্র ১৩ শ্রীবৎস, তস্যপুত্র ১৪ ষষ্ঠীবর, তস্যপুত্র ১৫ অর্জ্জুন তস্যপুত্র ১৬ কমলাকান্ত তস্যপুত্র ১৭ গোপীনাথ তস্যপুত্র ১৮ পঞ্চানন, তস্যপুত্র ১৯ চন্দ্রনাথ, বাকলা সমাজ লক্ষ্মণকাটিতে বাস করিতেন। তথা হইতে চন্দনী গ্রামে (যশোহর জেলা) ইহার সন্তানগণ বাস করিতেন। ॥৵০আনা ও ।৵০আনা দুইটী প্রবল সরিক, ৩০ ঘর জ্ঞাতি, এক গ্রামে বাস করিতেছেন। ॥৵০ আনাদের ক্রিয়া আদৌ রাঢ়ে নাই, ৵০আনীদের উভয়দিকে ক্রিয়া আছে; ।৵০আনীদের অবস্থা হীন বলিয়াই বাজুতে ক্রিয়া করিয়াছেন। ২০ শোভারাম মিত্র বাজুতে ইব্রাহিমপুরের ভদ্রদের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া কন্যা গ্রহণ করতঃ ইব্রাহিমপুর যান। তাহার পুত্র ২১রামশঙ্কর, তাহার পুত্র ২২কাশীনাথ, তাহার পুত্র আমি ২৩ গঙ্গাচরণ। চন্দনীর মিত্রদের সম্মান এবং কৌলীন্য দক্ষিণরাঢ়ীতেই অধিক এবং ।৵০ আনির সরিকগণ বঙ্গজের ক্রিয়াবাজে দক্ষিণরাঢ়ীয় ।৵০আনিদের কৌলীন্যের ন্যায় যথেষ্ট সম্মান। বাজুতে আমি একা আমার তিন পুরুষেই এক জন করিয়া চলিয়া আসিতেছে সুতরাং বাজুতে ক্রিয়াও বেশী নাই।

আমার পূর্ব্ব পুরুষ শোভারাম মিত্র যখন বাজুতে যান তখন দেশে কেবল বাড়ি ও যে সামান্য সম্পত্তি ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া যান না (পুনঃ চন্দনীতে যাবেন আশা ছিল) যেহেতু এক্ষণেও পুরাণ বস্তিতে বাটী রহিয়াছে। জঙ্গলে পরিপূর্ণ, জ্ঞাতিরা চন্দনা নদীর তীরে নূতন বাড়ি করিয়াছেন, অতি সুন্দর বস্তি।

রঘুনাথ মজুমদার বা দাস গোস্বামী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্রমে এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইতেও বাকী রহিল না। তিনি গোবিন্দের মুখে আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রঘুনাথের নিকট গিয়া বলিলেন,—

"কাঁহা বস্তু খাও সবে আমায় না দাও কেন।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণ।
আর গ্রাস লইতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
তব যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিলা।
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই।"

(চৈ, চ, অন্ত্য, ৬ পরি)।

ক্রমে এইরূপ কঠোর নিয়মে রঘুনাথ ১৬ বৎসর নীলাচলে অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দারুব্রহ্ম জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হইলেন। অচিরেই নীলাচল ও নবদ্বীপ অন্ধকার হইল। স্বরূপাদি মহাপ্রভুর প্রিয় অন্তরঙ্গগণ একে একে অন্তর্হিত হইলেন। স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে রঘুনাথ আর নীলাচলে শান্তি পাইলেন না। বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। চক্রবর্ত্তী নরহরি লিখিয়াছেন,—

"প্রভুর বিয়োগ স্বরূপের অদর্শন।
মহাদুঃখে রঘুনাথ গেলা বন্দাবন।"

(ভক্তিরত্নাকর, ৩ তরঙ্গ)।

রঘুনাথ এখন বৃন্দাবনে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া ভাবিলেন সব ফুরাইল। এখন আর এ নশ্বর দেহে প্রয়োজন কি? গোবর্দ্ধনের সমুন্নত শৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাঁহার সে মনস্কামনা সফল হইল না। দৈবে শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা তাঁহাকে মরিতে দিলেন না। নিজের সহোদরের ন্যায় নিকটে রাখিলেন।

রঘুনাথ রূপ ও সনাতনের ভালবাসায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন না। রাধাকুণ্ডের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে থাকিয়া তিনি প্রত্যহ লক্ষ হরি নাম (১) জপ করিতেন। বলা বাহুল্য তিনি যে সময় হরি নাম করিতেন; সে সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। কথিত আছে,—

"দিবারাত্র রঘুনাথ বৃক্ষতলে রহে।
কুটীর করিতে তার কভু ইচ্ছা নহে।
এক দিন সনাতন বৃন্দাবন হৈতে।
এথা আইলা শ্রীগোপাল ভট্টের বাসাতে।
মানস পাবন ঘাটে চলিলেন স্নানে।
দেখে এক ব্যাঘ্র জল পিয়ে সেইখানে।
রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া।
ব্যাঘ্র বনে গেলা তাঁর নিকট হইয়া।
কতক্ষণে রঘুনাথ চাহে চারিপানে।
দেখেন শ্রীসনাতন আইসেন স্নানে।
ভূমিতে পড়িয়া সনাতনে প্রণমিল।
সনাতন স্নেহাবেশে আলিঙ্গন কৈল।
রঘুনাথ প্রতি স্নেহে কহেন ধীরে ধীরে।
বৃক্ষতল হৈতে এবে রহিবে কুটীরে।

(১) "শ্রীরূপ করিল লক্ষ গ্রন্থের বর্ণন।
তথাপিও লক্ষ নাম করিত গ্রহণ।
দাস গোস্বামীর আছে লক্ষ প্রণাম।
এই মত নানা ভক্ত করে হরি নাম।"

(প্রেমবিলাস, ১৭ বি)।

জানাইয়া বিশেষ গোসাঞি গেলা স্নানে।
কুটীরের আরম্ভ হইল সেই দিনে।
অন্য হিত হেতু রঘুনাথ এই হৈতে।
রহিলেন কুটীরে গোসাঞির আজ্ঞামতে।

(ভক্তিরত্নাকর, ৫ তরঙ্গ)।

এইরূপে প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ করিয়া যে কিছু সময় অবশিষ্ট থাকিত; রঘুনাথ তাহাও আলস্যে বৃথা অপব্যয় করিতেন না। বিরলে বসিয়া অবকাশ মত সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিতেন। কথিত আছে 'স্তবমালা বা স্তবাবলী', 'মুক্তাচরিত' ও 'দানচরিত' নামক তিনখানি সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহার অমৃতময়ী লেখনী প্রসূত (২)।

'স্তবমালা বা স্তবাবলী' তাঁহার প্রথম উদ্যম। এই গ্রন্থখানি ২৯টী অত্যুপাদেয় স্তবের সমষ্টি এবং উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬১২টী শ্লোক আছে। প্রাচীন কায়স্থ মহাত্মাদিগকে নিরক্ষর বা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া যাহাদের ধারণা তাহাদের অবগতির জন্য আমরা ইহার স্তবাবলী হইতে নিম্নে কতিপয় পদ্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পদ্য কয়েকটী এই,—

"অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি নিপুণৈঃ
শ্রুতে গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরসফলাং ভক্তিলতিকাম্।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভু রতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতিপুনঃ॥" ৪

(চৈতন্যাষ্টকম্)।

"রসোল্লাসৈ স্তির্য্যগ্ গতিভিরভিতোবারিভিরলং
দৃশোঃ সিঞ্চল্লোকান্নরুণ জল যন্ত্রত্বমিতয়োঃ।
মুদাদন্তৈর্দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্পচলিতৈ
নর্টন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয়উদয়ন্মাং মদয়তি॥" ৩

(গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ)।

(২) "রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয়।
শ্রীদান চরিত মুক্তা চরিত মাধুর।
যাহার শ্রবণে মহা দুঃখ হয় দূর।"

তথাহি—

"রঘুনাথাভিধেয়স্ত তয়োমিত্রত্ব মানুষঃ।
স্তব মালা দান মুক্তা চরিতং কৃতি মুদিতম্॥"

(ভক্তিরত্নাকর, ১৩রঙ্গ)।

"অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা কিস্বজমতি সর্ব্বস্বহরণীঃ।
কথামুক্তি ব্যাঘ্রানশৃণুকিল সর্ব্বাত্মগিলণীঃ।
অপিত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতোব্যোম নয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতি মণিদৌত্বং ভজমনঃ॥" ৪

(মনঃ শিক্ষা)।

"পিক পটুরব বাদ্যে ভৃঙ্গ ঝঙ্কার গানৈঃ
স্ফুরদতুলকুড়ুঙ্গ ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গম্।
স্মর সদসি কৃতোদ্যন্নৃত্যতঃ শ্রান্তগাত্রং
ব্রজনব যুবযুগ্মং নর্ত্তকং বীজয়ানি॥" ২

(দাস গোস্বামিনঃ প্রার্থনা)।

"সপ্তাহং মুরজিৎ করাম্বুজ পরিভ্রাজৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি
প্রোদ্যদ্বস্তু বরাটকোপরিমিলন্মুগ্ধদ্বিরেফোঽপি যঃ।
পাথঃ ক্ষেপক শক্রনক্র মুখতঃ ক্রোড়ে ব্রজংদ্রাগপাৎ
কস্তং গোকুলবান্ধবং গিরিবরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥" ১

(গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকম্)।

নিজপতিভুজ দণ্ডচ্ছত্রভারং প্রপদ্য
প্রতিহত মদধৃষ্টোদ্দণ্ড দেবেন্দ্র গর্ব্ব।
অতুল প্রথুল শৈলশ্রেণিভূপাপ্রিয়ং মে
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধনত্বম্॥"১

(গোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকম্)।

"ব্রজভুবিমুরশক্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ
রসুলভ মপিতূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমংতম্।
জনয়তি হৃদিভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য
স্তুদতি সুরভি রাধাকুণ্ড মেবাশ্রয়োমে॥"

(রাধাকুণ্ডাষ্টকম্)

"দূতীভির্ব্বহু চাটুভিঃ সখিকুলেনালং বচোভঙ্গিভিঃ
পদান্তে পতনৈ ব্রজেন্দ্রতনয়েনাপিক্রুধালীগণৈঃ
রাধায়াঃ সখি শক্যতে দবয়িতুং যো নৈব মানোযয়া
ফুৎকৃত্যৈ বনিরস্যতে সুকৃতিনীং বংশীং সখীং তাং নুমঃ॥" ৪৯

(ব্রজবিলাসস্তবঃ)

"তব তনুবর গন্ধাসঙ্গিবাতেন চন্দ্রা
বলি করকৃত মল্লীকেলিতল্পাচ্ছলেন।
মধুরমুখি মুকুন্দং কুণ্ডতীরে মিলন্তং
মধুপ মিব কদাহং বীক্ষ্য দর্পং করিষ্যে॥" ৭৪

(বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ)।

"মধু মধুর নিশায়াং জ্যোতিরুদ্ভাসিতায়াং
সিত কুসুম সুবাসাঃ ক্লৃপ্ত কর্পূরভূষা।
সুবলসখমুপেতা দূতিকান্যস্তহস্তা
ক্ষণমপি মম রাধে নেত্র মানন্দয়ত্বম্॥" ১

(প্রেমপূরাভিধস্তোত্রম্)।

"কুঞ্জে কুঞ্জে পশুপবনিতা বাহিনীভিঃ সমন্তাৎ
স্বৈরং কৃষ্ণঃ কুসুম ধনুষো রাজ্য চর্চ্চাং করোতু।
এতৎ প্রার্থ্যং সখি মম যথাচিত্তহারী সধূর্ত্তো
বদ্ধং চেতস্ত্যজতি কিমুবা প্রাণ শেষং করোতি॥" ৪

(গ্রন্থকর্ত্তুঃ প্রার্থনা)।

"অনাদিঃ সাদির্ব্বা পটুরতি মৃদুর্ব্বা প্রতিপদ
প্রমীলৎ কারুণ্যঃ প্রগুণ করুণাহীন ইতি বা।
মহাবৈকুণ্ঠেশাধিক ইহ নরো বা ব্রজপতে
রয়ং সূনু র্গোষ্ঠে প্রতি জনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ॥" ৫

(স্বনিয়মদশকম্)।

"সরসিজ বরগর্ভা খর্ব্ব কান্তিঃ সমুদ্যৎ
তরুণিম ঘন সারা শ্লিষ্ট কৈশোর সীধুঃ।
দরবিকসিত হাসস্যন্দি বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকামাংকদানু॥" ৩

(শ্রীরাধিকাষ্টকম্)।

"জিতোন্মীলল্লীলোৎপল রুচিনিকান্ত্যোরসি হরে
নিকুঞ্জে নিদ্রানাং দ্যুতি গমিত গাঙ্গেয় গুরুতাম্।
কদা দৃষ্ট্বা রাধাং নভসি নব মেঘে স্থির তয়া
বলাদ্বিদ্যুল্লক্ষ্মীং মুহুরিহ দধে থূৎকৃতি মহম্॥" ১৬

(স্বসঙ্কল্প প্রকাশস্তোত্রম্)।

"অয়ে দন্তাঃ কুন্দাবলি করক বীজাদি রচনা-
দপি স্ফীতা গীতাঃ কুমুদ বনতোঽপি স্মিত লবঃ।
শ্রুতি দ্বন্দ্বং মঞ্জা ললিত গুণ পুঞ্জাদপি পুন
র্ল লাটোন্নলক্ষ্মীঃ শুভগ বক পুষ্পাদতিতরাম্॥" ১৩

(রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলিঃ)।

"ত্বত্তাগ্যাদিন্দু কান্তিবনমণিসদনং মণ্ডয়ন্তী সমন্তা
ন্ত্যাজত্যস্মিন্ বসন্তী হতাপি তিমিরং মধ্যরাত্রঞ্চবীতম্।
তূর্ণং তস্মাচ্চকোর ব্রজনিজ গগনাৎ সেবিতুংতাং পিপাসো
র্যাবৎস্বরোঽভিমনুদ্রুত মিহ উদিতস্বাং ন দূরাকরোতি॥"১৩

(প্রার্থনামৃতম্)।

কৃষ্ণাপাঙ্গতরঙ্গতুঙ্গততরানঙ্গাস্মুরঙ্গাং গিরাং
ভঙ্গ্যালঙ্গি মসঙ্গরে বিদধতীং ভঙ্গং মুতদ্রাঙ্গিনঃ।
ফুল্লৎস্মের সথা নিকায় নিহিত স্বাশীঃ সুধাস্বাদন-
লব্ধোত্থাদধুরোদ্ধুরাং ভজ মনোরাধামগাপাং রসৈঃ॥" ৩

(নবাষ্টকম্)

"ত্রিবলিললিত তুন্দ স্যন্দি নাভী হ্রদোত্থ-
তনুরুহ ততি সর্পী মত্র বিভ্রাণ উগ্রাম্।
যুবতি পতিভয়াখুগ্রাসনায়েব সত্বঃ
প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥

(গোপালরাজ স্তোত্রং

রুচির জঠোর পত্রে চিত্রনাভাতটোত্থং
তনুরুহততি নাম্নীং বল্লবীবৃন্দ ভুক্তো।
স্মর নৃপতি সমুদ্র স্বাক্ষরালীং দধানঃ।
স্ফুরতি মদনপূর্ব্বঃ কোঽপিগোপাল এষঃ॥১৪"

(মদনগোপালস্তোত্রম্)

"জয়তি শ্রীমতী কাচিৎ বৃন্দারণ্য বিহারিণী।
বিধাতুস্তরুণাসৃষ্টি-কৌশলশ্রীরিহোজ্জ্বলা॥ ২॥"

(বিশাখানন্দদস্তোত্রম্)।

"বলভিত্তুপলকান্তিদ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে
ঘুসৃণরসবিলাসৈঃ সুষ্ঠু গান্ধর্ব্বিকায়াঃ।
সমদননৃপশোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহ রাজ্যে
প্রণয়তু মমনেত্রাভীষ্ট পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ॥ ২॥"

(মুকুন্দাষ্টকম্)।

"যস্যাঃ কান্ততনূল্লসৎ পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈঃস্ফুরৎ
গোপীবৃন্দমুখারবিন্দ মধুতৎ প্রীত্যাধয়ন্নপ্যদঃ।
মুঞ্চন্ বর্ত্মানি বংভ্রমীতিমদতো গোবিন্দভৃঙ্গঃ সতাং
বৃন্দারণ্যবরেণ্যকল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে॥ ২॥"

(উৎকণ্ঠ দশকম্)।

"মদনরসবিঘূর্ণন্নেত্রপদ্মান্তনৃত্যৈঃ
পরিকলিত মুখেন্দু হ্রীবিনম্রংমিথোঽন্নৈঃ।
অপিচ মধুরবাচং শ্রোতু মাবর্দ্ধিতামাং
ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দ্বরত্নং দিদৃক্ষে॥ ৪॥

(নবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকম্)।

"কদাশুভ্রেতস্মিন্ পুলিন বলয়ে রাস মহসা
সুবর্ণাঙ্গী সজ্জেষ্বহমহমিকা-মত্ত-মতিষু।
হরৌ যাতে নীলোপলনিকষতাং জিত্বরগুণাৎ
গুণাদস্মান্ দিব্যদ্রবিণমিব রাধামদয়তি॥ ৫॥

(অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্)।

"দরবিকসিতপুষ্পৈর্ব্বাসিতান্তর্দিগন্তা
খগমধুপ নিনাদৈর্মোদিত প্রাণি জাতাঃ।
পরিত উপরিযস্যক্ষ্মারুহা ভান্তি তস্মিন্
সরসি ভবতু বাসো দান নির্ব্বর্ত্তনে নঃ॥ ৫॥

(দাননির্ব্বর্ত্তনকুণ্ডাষ্টকম্)।

"ব্রজপতিকৃতপর্ব্বানন্দিনন্দীশ্বরোত্থং
পরিষদি বসনান্তঃ স্মেরতাং রাধিকায়াঃ।
রচয়তিহরিরারাদৃগ্বিভঙ্গেন নস্যাং
রবিরিব কমলিন্যাঃ পুষ্পকান্তিং করেণ॥" ৫

(প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দ্দশকম্)

"দিতিজকুলনিতান্ত ধ্বান্তমশ্রান্ত মন্থন্
স্বজন জন চকোর প্রেম পীযূষ-বর্ষী।
করশিশিরিতরাধাকৈরবোৎফুল্লবল্লী
কুচকুসুমগুলুচ্ছঃ পাতুকৃষ্ণৌষধীশঃ ॥ ৬ ॥"

(অভীষ্ট সূচনম্)।

"মুক্তাচরিতম্" রঘুনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ। উহাতে ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মুক্তা বপন ও তাহা হইতে ফল পুষ্প সমন্বিত মুক্তা লতার উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয় সুললিত মধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। উহার আরম্ভ পদ্য কএকটী এই,—

[illegible]কোটরম্যায় স্ফুরদিন্দীবরাত্মনে।
জগন্মোহন লীলায় নমোগোপেন্দ্র সূনবে ॥ ১

ক্রয়বিক্রয় খেলাধ্বৌ মুক্তানাং মজ্জিতাত্মনোঃ।
মিথোজয়ার্থিনোর্ব্বন্দে রাধামাধবয়োর্যুগং ॥ ২

নিজামুজ ঝলিতাং ভক্তি সুধামর্পয়িতুংক্ষিতৌ।
উদিতং তং শচীগর্ত্ত ব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং শ্রয়ে ॥ ৩

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপিশচীপুত্রমত্রস্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজ মুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠ বাটীং।

রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোহস্মি ॥

হরিচরিতামৃত লহরীং বৃন্দাবিপিনাম্বুরাশিসম্ভূতাং।
রসবদ্বৃন্দারকগণ পরমানন্দায় সন্তনুমঃ ॥ ৫

(ক্রমশঃ)

শ্রীমধুসূদন রায়

স্বধর্ম্ম।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" গীতা ৩।৩৫।।

শাস্ত্রমুখে "স্বধর্ম্ম" শব্দটী সর্ব্বদা শ্রুতিগোচর হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার গণ্ডী কতদূর ব্যাপী তাহা প্রায়ই অনির্দ্দিষ্ট থাকিয়া যায়। বর্ত্তমানকালে এ বিষয়ের যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি।

যোগী বলেন "আত্মধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্মই প্রকৃত স্বধর্ম্ম।" আদর্শ দার্শনিক বলেন "যাহা মনপ্রাণ দেহ সমাজ সংসার উন্নত করিয়া আত্মার বিকাশের সাহায্য করে তাহাই মানবের স্বধর্ম্ম।" হিন্দু বলেন "হিন্দুর হিন্দুধর্ম্মই তাহার স্বধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম।" নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন "সবর্ণোচিত ও স্বাশ্রয়োচিত কর্ম্মই স্বধর্ম্ম।"

সংজ্ঞাগুলি একে একে আলোচনা করিলে মোটামুটি বুঝিতে পারি উদ্দেশ্য ও কর্ম্মক্ষেত্রের প্রকারভেদে স্বধর্ম্মের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। আমাদের শাস্ত্র অনন্তের শাস্ত্র অর্থও অনন্ত কিন্তু সকলের লক্ষ্য একই। সকলেই পরমার্থের সাধনে তৎপর। হিন্দু এক ভিন্ন দুয়ের উপাসক নন। সেই "অনন্তং আনন্দং ব্রহ্ম" হিন্দু জীবনের ধ্রুবতারা। শাস্ত্র মুখ্য ও গৌণভাবে স্বধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসাবে কোন কোন ভাবের উপর বিশেষ বেগ দান করিয়াছেন।

যোগী প্রাণ মন বুদ্ধি ও আত্মা এক সত্য বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার নাম মাত্র করিয়া আত্মকর্ম্ম বা প্রাণকর্ম্ম দ্বারা পরম বস্তুকে লাভ করাই মানবের স্বধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রাণায়ামাদি এই স্বধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্ম লাভের উপায়। যোগী ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম সমূহকে পরধর্ম্ম বলিয়া আখ্যা দান করেন। ইন্দ্রিয়ারাম হইলে মানব স্বর্গ রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্ত ও নরক রাজ্যের অধিবাসী হয়েন। মোহ বশতঃই মানবের এতাদৃশ পতন। বিবেক বৈরাগ্য ও দেহ মনের বাহ্য অভাব অভিযোগ শেষ হইলেই এবম্প্রকার স্বধর্ম্ম লাভের জন্য সাধক ব্যস্ত হন। বাহ্য জগতে আসক্ত মনের দ্বারা এ স্বধর্ম্ম পালন অসম্ভব। যে উচ্চ সাধক সংসার সমাজ দেহ ও মনের কোলাহল জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন—যিনি ইন্দ্রিয়ের সহিত যথারীতি যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন তিনিই এ প্রকার সূক্ষ্মস্বধর্ম্ম পালনের অধিকারী। ইহাই উচ্চ ও ব্যষ্টিগত স্বধর্ম্ম।

আদর্শ দার্শনিক স্থূল সূক্ষ্ম কোন রাজ্যই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। দেশ

গত সমাজগত দেহমন গত কোন প্রকার কর্ম্মই অবহেলনীয় নয়। দেশ সমাজ দেহ মানবের আবেষ্টনের মধ্যে মানব আত্মার প্রকাশ। যাহা দেহ মন সংসার সমাজ সর্ব্বোপরি আত্মার বিকাশের পরিপন্থী নয় তাহাই স্বধর্ম্ম। স্থূল সংসার সমাজ দেহ ও সূক্ষ্মমন যাহাতে সুসংযত বা সুনিয়ন্ত্রিত হয় তদনুচিত কর্ম্মই মানবের স্বধর্ম্ম। মানবের আত্মা প্রথমতঃ প্রবৃত্তিমার্গে 'অগ্রসর হইয়া পুনরায় নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া দেহ মন সংসার সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নিজের উৎপত্তি স্থানে প্রবেশ করে। প্রবৃত্তি মার্গে আত্মার ভোগ চলিতে থাকে এ সময় গ্রহণই তাহার ধর্ম্ম। কিছুকাল পরে যোগের সহিত ভোগ আরম্ভ হয়। সংসার ভোগ করিতে হইবে কিন্তু ভোগ্য বস্তুতে আসক্ত হইলে জীবনের আদর্শলাভ হইবে না। ইহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংঘর্ষ ইহাই মানবের প্রকৃত উন্নতি পথে অগ্রসর হইবার যুগ। মানবের আত্মবিকাশের সাহায্য হয় এই জন্য মানবাত্মা ভগবান কর্ত্তৃক সমাজ সংস্কার দেহ ও মনের আবেষ্টনের মধ্যে স্থাপিত। এই সকল আবেষ্টন ও প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও অবনতিতে আমাদিগেরও উন্নতি ও অবনতি; কারণ সমষ্টির জীবনেই ব্যষ্টির জীবন। এই জন্য দেশ সমাজ প্রভৃতি উন্নত হইলে আমাদের উন্নত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সংসার সমাজ দেহ ও মনের উন্নতির জন্য আমাদের কতকগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে তাহাই আমাদিগের স্বধর্ম্ম। আর এই সকল কর্ম্ম বা ধর্ম্ম পারস্পরিক। সমাজ ও সংস্কারের উন্নতিতে আমার সর্ব্ববিধ উন্নতি। আবার আমার দেহ মনের উন্নতিতে বা আত্মার বিকাশে সমাজ সংসারের উন্নতি। দেহ ধর্ম্ম বা স্বাস্থ্যরক্ষা ও তদুপযোগী খাদ্যাখাদ্য সংগ্রহ, মন ধর্ম্ম বা শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞান নীতি প্রভৃতির উন্নতি সমাজ শৃঙ্খলা ও সুসংহতি, দেশের সুচারু বিন্যাস সাধন করিয়া আত্মবিকাশে সহায়তা করাই মানবের স্বধর্ম্ম। দেশ সমাজ দেহ মন প্রভৃতি সকলই আত্ম বিকাশে বিভিন্ন যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রগুলি যাহাতে অপ্রতিহত গতি হইয়া আত্ম বিকাশের সহকারী হয় তাহার জন্য আমাদের যথাবিহিত কর্ত্তব্যপালনই আমাদের স্বধর্ম্ম। যে সকল কর্ম্ম জগৎকে ঋতমার্গে প্রধাবিত করে তাহাই আমার স্বধর্ম্ম।

আমরা হিন্দু—আমাদের কেন্দ্রশক্তি আধ্যাত্মিকতা। আমাদের ঋষি মুনিগণ অধ্যাত্ম রাজ্য আবিষ্কারের বিভিন্ন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। এই রাজ্য অধিকার করাই হিন্দু জাতির স্বধর্ম্ম। হিন্দু এই সাধনায় জীবনের প্রতি কার্য্য নিয়মিত করিয়াছেন। জগতের নশ্বর বস্তুর প্রতি তিনি আসক্ত হন নাই। আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশই হিন্দু জীবনের জাতি ধর্ম্ম। ইহাই তাহার জীবনাদর্শ। ঐ সাধনার ফলেই জগৎকে বিলাইয়া হিন্দু ঈশ্বর দত্ত কর্ম্ম

করিয়া আসিতেছেন। পৃথিবীতে কত মহাজাতি বর্ত্তমান কিন্তু সকলেরই জাতি-গত উদ্দেশ্য বা বিশেষত্ব এক নহে। কেহ বা দেনা পাওনার বিচারে, কেহ বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। তদ্রূপ হিন্দুর জাতিগত উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য নহে। হিন্দুর উদ্দেশ্য অধ্যাত্ম বিদ্যা। এ বিদ্যা অনুশীলনে ইহপরকালব্যাপী জীবন রহস্যের সমাধান সম্ভব। এ বিদ্যা সর্ব্ববন্ধন বিমুক্তির সাহায্য করিয়া থাকে। এ সাধনের অপর নাম পরমার্থ সাধন। এইহেতু হিন্দুর জাতিগত কর্ম্ম বড়ই দায়িত্ব পূর্ণ। বিধাতার ইচ্ছায় এই জাতিই জগতের নিকট অধ্যাত্ম শক্তি প্রকাশের ভার পাইয়াছেন। এ জাতির মধ্যে অবতার ও দেবলীলা সুপরিচিত। এই জাতিই ঈশ্বর দর্শন করিয়া অপরকে উহার অধিকারী করিয়াছেন। এতাদৃশ গুরু কর্ম্মক্ষয় বা দায় হইতে উদ্ধার পাওয়াই হিন্দুর জাতিধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম। এ জাতিধর্ম্ম পালন করিতে অতি কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। বিলাস প্রবল দেহগত বুদ্ধি মানবের পক্ষে এ সাধনা অসম্ভব। এ সাধনার অধিকারী করিবার জন্য বিষ্ণু "ব্যক্তিধর্ম্ম" উপদেশ দান করিয়াছেন।

ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয় সংযমঃ।
অহিংসা গুরু শুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণপূজনং।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥

ইহাই সর্ব্ব মানবের সাধারণ ধর্ম্ম। এগুলির বিকাশ পাইলেই বুঝিতে পারা যাইবে হিন্দু পরমার্থ সাধনে অগ্রসর হইতেছে। হিন্দুর জাতীয় চরিত্র কালের পরিবর্ত্তনে ও অবস্থার বৈগুণ্যে দিন দিন মলিন হইতে বসিয়াছে। হিন্দু যদি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয় আর এই জাতীয় চরিত্র ও অধ্যাত্ম বিদ্যার বিশেষত্বহীন হয় তাহা তাহার কখনই বরণীয় হইবে না। নিজের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি পরধর্ম্ম বা অন্যজাতীয় আদর্শ গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতা লাভ হইবে না। বর্ত্তমানে এ জাতির বিশেষত্ব নষ্ট হইতে বসিয়াছে। হিন্দু সাবধান হইবেন। অতীতের আদর্শ বজায় রাখিয়া যদি নূতন সত্যের সমাবেশ সম্ভব হয়. তাহাও হিন্দুর স্বধর্ম্ম। হিন্দু যে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যুগযুগান্তর জগতের গুরু হইয়াছেন, সে তপস্যা কি অবস্থার বিপর্য্যয়ে ত্যাগ করিবেন। বহু সাধ্য সাধনায় এ জীবনাদর্শ লাভ হইয়াছিল। হিন্দু ত্যাগ ও সংযম ব্রত শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। "ত্যাগেনৈকমমৃতত্বমাশু" এই ত্যাগ হিন্দুরই বিশেষত্ব। জগতে ধর্ম্মের অভাব হইলেই হিন্দুধর্ম্ম প্রচার দ্বারা তৃষিত আত্মার শান্তি বিধান করিয়াছে। এ ত্যাগ এ প্রচার হিন্দুর পরিত্যাজ্য নয়। যে জাতির যাহা স্বধর্ম্ম তাহাই পালন

করা উচিত। হিন্দু জাতির ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্মদান চিরপ্রসিদ্ধ ইহাই এ জাতি (race) জাতিধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম।

স্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম বা কর্ম্মই শাস্ত্রের মুখ্য স্বধর্ম্ম। বর্ণধর্ম্ম ব্যাপার লইয়া বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সমাজ আলোড়িত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণ। হিন্দু মহাজাতির race. অন্তর্বিভাগ। চারিবর্ণ colour divisions of colour–castes। চারিবর্ণে সত্ত্বাদিগুণভেদে ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণপ্রধান, ক্ষত্রিয় সত্ত্বগুণ প্রভাবিত রজগুণা, বৈশ্য তমবিলেপিত রজগুণ বিশিষ্ট, এবং শূদ্র ঘোর তমগুণ সম্পন্ন। এই গুণভেদবশতঃ ব্রাহ্মণাদির কর্ম্মবিভাগও শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৮।৪১, গীতা।

অতএব বর্ণধর্ম্মে গুণকর্ম্ম ধর্ম্ম বিদ্যমান।

ব্রাহ্মণ বর্ণের কর্ম্ম :—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জব মেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজং ॥ ১৮।৪২, মনু।
অধ্যাপনমধ্যায়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ১।৮৮, মনু।

ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম :—

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষং যুদ্ধে চাপ্য পলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্র কর্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪৩, গীতা।
প্রজানাম রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বিষয়েষ্ব প্রসক্তিং চ ক্ষত্রিয়স্য সমাদিশেৎ ॥ ৮৯, মনু।

বৈশ্যের কর্ম্ম :—

কৃষিগোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।
পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেব চ ॥ ৪৪ গীতা
বণিক্ বাথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥ ৯০, মনু।

শূদ্রের কর্ম্ম :—

পরিচর্য্যাত্মকম্ কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪, গীতা।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামন স্বয়য়ঃ ॥ মনু।

ব্রাহ্মণের কর্ম্মগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ করা যায়—কি প্রকার কঠোর ব্রাহ্মণের তপস্যা। যাহার যত উচ্চাঙ্গের গুণকর্ম্ম প্রকাশ তাহার স্বধর্ম্ম

ত্যাগ ও সংযম তত তীব্র। এই ত্যাগ ও সংযমের জন্যই ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছেন। মানব জাতির ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ব্যবস্থা এই ব্রাহ্মণই করিয়াছেন। ধর্ম্মরক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের জন্ম। হিন্দুর পরমার্থ চিন্তার প্রধান পুরোহিতই ব্রাহ্মণ। কালের ও অবস্থাচক্রের পরিবর্ত্তনে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছেন। সমাজের মস্তক হীনবল হইলে, ব্রহ্মতেজের অভাব হইলে সমাজ যে বিপথগামী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সমাজে বর্ণ-সাঙ্কর্য্য কর্ম্মসাঙ্কর্য্য প্রভৃতি নানা পাপ প্রবেশ করিয়াছে। স্ব স্ব বর্ণধর্ম্ম পালন করিলেই সমাজের ঐ দোষগুলি দূরীভূত হইতে পারে।

ক্ষত্রিয়—সমাজের বাহু ও মেরুদণ্ড। ব্রাহ্মণের পরই ইহার কর্ম্মের গুরুত্ব। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরের সহায়ক হইলেই জগচ্চক্র সুপথে পরিচালিত হয়।

"না ব্রহ্মক্ষত্র মৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে ॥"

ব্রাহ্মণ legislator, ক্ষত্রিয় executive officer। দেশের ও সমাজের নানাপ্রকার ক্ষত হইতে ত্রাণ করাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। অন্তঃ ও বহিঃ শত্রু হইতে সমাজ রক্ষা, শান্তি স্থাপন, সমাজে স্বধর্ম্ম পালনের যথাবিধি ব্যবস্থা করণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, দান, দেশরক্ষা প্রভৃতি গুণ সমাজের হিতার্থেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের conservation এবং ক্ষত্রিয়ের liberal conservation ও reform এই জগতের উন্নতির ক্রম। রক্ষিত বস্তু অন্যকে দান করা সম্ভবপর। ব্রাহ্মণের যত্নে এখনও ভারতের ধর্ম্ম বিদ্যমান। এই ধর্ম্ম গ্লানিযুগে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মদান, বিদ্যাদান, অর্থদান, অন্নদান ও প্রাণদান প্রয়োজন।

বৈশ্য কৃষিবাণিজ্যের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রজার জীবনসমস্যা সহজ করিবেন। অর্থহীন ব্যক্তি বা জাতি ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বহুদূরে অবস্থিত। বৈশ্য অর্থ উপায়ের নানা প্রকার পথ সৃষ্টি করিয়া দেশ ও সমাজকে স্বাস্থ্য সম্পন্ন করিবেন ইহাই তাহার স্বধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগে বৈশ্যবৃত্তির অভাবই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। জীবন সমস্যা ক্রমেই কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। যুগোপযোগী জগচ্চক্রের বিধান দ্বারা সংসার স্রোতের গতি বহমান রাখুন।

শূদ্র উচ্চ ত্রিবর্ণের সেবা করিয়া তাহার স্বধর্ম্ম পালন করুন। শূদ্র অসংযমী বর্ণ। ইহাকে প্রভুর আজ্ঞাবহ হইয়া চলিতে হইবে। ইহাতে তাহার উন্নতি সুনিশ্চিত। দুষ্ট শরীরের নানা প্রকার অঙ্গের ন্যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সমাজ শরীরের ভিন্ন অঙ্গ মাত্র।

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্য পদ্ভ্যাম্ শূদ্রো অজায়ত॥"
ঋক্, ১০।৯০।১২।

মানবসমাজকে কর্ম্মশাল বা স্বধর্ম্মপরায়ণ করিতে হইলে প্রত্যেক অঙ্গে
যথাযথ কর্ম্মপালনই তাহার স্বধর্ম্ম। কোন অঙ্গ তাহার কর্ম্ম বন্ধ করিলে অপর
পর অঙ্গ স্বধর্ম্ম পালনে অসমর্থ। গুণের উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতাই উচ্চ ও নি
বর্ণত্ব। শূদ্রবর্ণের ইহাতে দুঃখ বোধ করিবার কোন কারণ নাই। তাহার দুঃ
বা বিরক্তিতে জগচ্চক্রের গতিরোধ সম্ভাবনা। ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত স্থা
বর্ত্তমান জীবনে স্বধর্ম্ম পালন করিয়া উন্নত জীবনের জন্য প্রস্তুত হউন। নিম্ন
স্বধর্ম্মশীল হইলে,ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে শূদ্রের বৈশ্য,ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণবর্ণ প্রা
অবশ্যম্ভাবী। নিম্ন বর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রামকে সুসংযত করিতে না পারিলে উচ্চাঙ্গের স্ব
পালন অবস্তব। অতএব নিজকে হেয় বা ঘৃণিত জ্ঞান না করিয়া আত্মপ্রকাশে
সহায়ক সেবাপরায়ণতা শিক্ষা করিয়া উন্নতি পথে ক্রমে অগ্রসর হইলেই শূদ্রে
স্বধর্ম্ম রক্ষা পাইবে। নিজকে এই জীবনের যে কোন উচ্চ বর্ণের অন্তর্গত করি
চাহিলে তাহাকে ময়ূরপুচ্ছ শোভিত দাঁড়কাকের ন্যায় লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হই
হইবে। ঈশ্বরনিরূপিত স্বধর্ম্ম পালনে উদাসীন হইলে ঈশ্বরের কঠোর শাস
আসিয়া আরও দুঃখময় জীবন লাভ হইবে।

বর্ণধর্ম্মের আভাষ দিয়া এক্ষণে আশ্রমধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করা যাউ
আশ্রমধর্ম্মও চারি প্রকার—যথা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও ভিক্ষু
সন্ন্যাসাশ্রম। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মাণ
উপনয়ন গ্রহণ করিয়া দ্বিজ হন। দেহ, বাক ও মনের সংযমের জন্য ত্রিদণ্ডী
ধারণ করেন। গুরুগৃহে লৌকিক ও বৈদিক শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে রত হন। ব্র
চর্য্যের নিয়ম অনুসারে বীর্য্যরক্ষা ও অন্য ন্য নৈতিক শাসন অবলম্বন করিয়া কা
বৎসর যাপন করেন। গুরু মাণবকের মানসিক অবস্থা অবগত হইয়া তাঁ
বিবাহ করতঃ সংসার বা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে অনুমতি দান করেন। গৃহ
দায়িত্ব অত্যন্ত কঠোর। প্রতিদিন নৃযজ্ঞ বা নরসেবা, ভূতযজ্ঞ বা পশুপক্ষীর
দেবযজ্ঞ বা হোমাদিক্রিয়া, পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ তর্পণ এবং ঋষিযজ্ঞ বেদশাস্ত্রাদি
গৃহস্থ—বৃদ্ধ পিতামাতা গুরুজনের সেবা,স্ত্রী,পুত্র, কন্যা পালন, সমাজের নিরা
আশ্রয় দান,সমাজের অভাব পূরণ, রাজার প্রতি যথারীতি সম্মান, গুরুসেবা প্র
কর্ত্তব্য পালন করিবেন। পরে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সংসারের

অর্পণ করিয়া স্ত্রী উপযুক্ত হইলে তাঁহাকে লইয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। বানপ্রস্থী জনপদ ও নিবাড় অরণ্য ভিন্ন অন্য স্থলে আশ্রম করিয়া ধর্ম্মালোচনা করিবেন। শাস্ত্র ও নিজ জীবনে সংসারের অভিজ্ঞতালব্ধ সার সত্য সমাজের হিতার্থে প্রচার করিয়া মানব সমাজের ও নিজের উন্নতি বিধানে তৎপর হইবেন। সর্ব্বশেষে ভিক্ষু হইয়া যথাশাস্ত্র শিখা সূত্র রক্ষা বা ত্যাগ করিয়া গুরুপদেশ অনুসারে কেবল মাত্র ঈশ্বর সাধনায় দিনপাত করিবেন।

এই বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য সমাজের সকলে মিলিত হইয়া শক্তির তারতম্যে সমাজ শরীরের বিভিন্ন বিভাগে অবস্থিত থাকিয়া হিন্দুর পরমার্থ সাধনে নিযুক্ত থাকা। দেশ, সমাজ ও সংসার সকলই তাহার পূর্ণতার সাহায্যকারী। এইভাবে নিজের ও জগতের কর্ম্ম করিলে প্রতিযোগিতা না থাকিয়া সমাজ ধীরে ধীরে আপন জীবনের আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। বর্ণাশ্রমের মূলে হিন্দুর জন্মবাদ ও কর্ম্মবাদ। যে কোন বর্ণ তাহার বিধি নির্দ্দিষ্ট বর্ণোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম সম্পাদন করিলেই উন্নত দেহ মন বা অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। কাজেই হিন্দু কর্ম্ম গুণে যে কোন অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চশিখর আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। চতুর্ব্বর্ণ যেন চারিটী শ্রেণী। এক একটী শ্রেণীর পাঠ বা কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম শেষ করিলেই অপর উচ্চ শ্রেণীতে উন্নয়ন পরজন্মেই সম্ভব। এক জন্মেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণোচিত কর্ম্ম পালন করিলে হিন্দুর উন্নতি হয় না। হিন্দুর বর্ণ এক জীবনে পরিবর্ত্তন হয় না। বর্ণগুলিসত্য বা নিত্য পদার্থ। জন্মের দ্বারা কর্ম্মানুসারে যে কোন বর্ণের গণ্ডী ভেদ করিতে পারা যায়। এক এক বর্ণ হইতে ব্যবসার প্রকার ভেদে নানা প্রকার জাতির functional sub-division of a caste or community উদ্ভব হইয়া থাকে। জীবনোপায়ের ভিন্নতা বশতঃ এক বর্ণের অন্তর্গত কতকগুলি মানব ব্যবসানুকূল কতকগুলি বিশেষ গুণ অর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা এক বর্ণে ব্যবসা ভেদে পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবসাগত জাতিভেদ সৃষ্ট হয়। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণ এক বর্ণের অন্তর্গত হইলেও ব্যবসায়ের দ্বারা দৈবজ্ঞ ও অগ্রদানী ভিন্ন জাতি বলিয়াই জানা যায়। Military ক্ষত্রিয়ের সহিত civil ক্ষত্রিয়ের তুলনা হয় না ও উভয়ের দেহ মনের উন্নতি বা আত্মার বিকাশ সম্পূর্ণরূপে পৃথক। কর্ম্মই বিভিন্ন পরিবর্ত্তনের মূল। ব্যবসায় ভেদে functional sub-division of caste community। প্রত্যেক জাতির কর্ম্মভেদ জন্য তাহার জাতিগত সধর্ম্মও ভিন্ন।

বর্ত্তমান যুগে বঙ্গে চতুর্বর্ণস্থলে দুই বর্ণ (ব্রাহ্মণ ও শূদ্র) বিদ্যমান। কিন্তু ইহা

সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার। শরীর থাকিলে তাহার নানা প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নিশ্চয় বর্তমান থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ অভাব কল্পনা করিয়া বর্তমানে সমাজ শাসিত। এই প্রকার ব্যবস্থার প্রকৃত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ শূদ্রবর্ণের মধ্যে পতিত হইয়া অর্থাৎ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম (শূদ্রধর্ম্ম) গ্রহণ করায় সমাজ শরীরে বিষম অনর্থ আনয়ন করিয়াছে। উচ্চবর্ণ পরধর্ম্ম (শূদ্রধর্ম্ম) অবলম্বন করিয়া জগৎ চক্রের উন্নতির ব্যাঘাত সৃজন করিয়াছেন। এই জন্যই বঙ্গীয় সমাজ মৃত্যুমুখে পতিত। এ পতন হইতে উদ্ধার করিতে কেবল মাত্র ক্ষত্রিয় বর্ণই সক্ষম। যাঁহারা নিজকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিতে অগ্রসর তাঁহারা যেন মনে রাখেন সমাজের এই বিকলতা, এই মলিনতা, এই ঘোর শূদ্রত্ব এই অভাব অভিযোগ দূর করা এক মাত্র তাঁহারই স্বধর্ম্ম। হিন্দুরাজার অভাবে এই কার্য্য যথারীতি পালিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দু জানেন প্রত্যেক যুগের জন্য কর্ম্মশক্তির- কেন্দ্রও ভিন্ন। বর্তমান কলিযুগ, এইযুগে সজাতীয় সকলে এক মতানুবর্তন করিলে শক্তি পাইবেন। অতএব ক্ষত্রিয় সমাজ নিজেরা দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুর পরমার্থ সাধন পথের বিঘ্ন সমূহ দূর করিতে চেষ্টা করুন ইহাই তাহার বর্তমান যুগের স্বধর্ম্ম। ঘোর শূদ্রত্ব ত্যাগ করুন। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাহাফল হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ।

এইভাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নিজ নিজ বর্ণোচিত স্বধর্ম্ম পালন করিলে সকলের বিশেষতঃ জগতের বিশেষ উপকার আশা করা যায়। চতুরাশ্রম স্থলে বর্তমান যুগে গৃহস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম বিদ্যমান। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দেশ হইতে তিরোহিত হওয়ায় দ্বিজাতির যে দুর্দ্দশা হইয়াছে তহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। বর্তমান কালে বৈদিক যুগের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যথারীতি পালন অসম্ভব। অতএব যুগোপযোগী ঐ আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া আপদ্ধর্ম্ম পালন করাই বর্তমান কালের স্বধর্ম্ম পালন। চতুরাশ্রমের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া নূতন অবস্থার উপযুক্ত করিয়া নিজেকে রক্ষা করাই বর্তমান যুগের আশ্রমোচিত স্বধর্ম্ম পালন।

সর্ব্বপ্রকারের স্বধর্ম্ম কিছু কিছু আলোচিত হইল। আশাকরি যোগ্যতর ব্যক্তি ইহার জন্য লেখনী সঞ্চালন করিবেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মিত্র বর্ম্মা

বরপণ।

গত ফাল্গুন মাসের "ভারতীতে" শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় "বরপণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেন মহাশয়ের প্রবন্ধের সপক্ষে বিপক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে, যথাসাধ্য সংক্ষেপে আমার বক্তব্য বলিব।

সামাজিক সকল ব্যাপারেরই নানা দিক আছে, কিন্তু আমাদের দেশের সংস্কারক আখ্যাধারিগণ সাধারণতঃ এক দিকই দেখিয়া থাকেন, সেন মহাশয় যে বরপণ প্রথার একাধিক দিক দেখাইয়াছেন এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। "সমগ্র ভারত-কায়স্থ সভার" গত অধিবেশনে এবং "বঙ্গদেশের কায়স্থ- সভার" একাধিক বাৎসরিক অধিবেশনে আমি "কন্যাদায়" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছি। তাহাতে আমি তীব্রভাবে বরপণের প্রতিবাদ করিয়াছি কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটী কথা বলিয়াছি, সে কথাটীর সারমর্ম্ম এই যে ধনীলোকের কন্যাদায় নাই, তাঁহারা কন্যাদায় সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন উহা তাঁহাদের নিজের কথা নহে, সুতরাং প্রাণের কথাও নহে। যদি প্রকৃত পক্ষে উহা তাঁহাদের প্রাণের কথা হয়, তবে সে কথা যে একান্ত স্বার্থপ্রণোদিত তাহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত, যথা—হরিবাবুর জমীদারীর আয় বার্ষিক এক লক্ষ টাকা এবং তাঁহার চারি লক্ষ টাকার কাগজ আছে। মনে করুন তাঁহার একটী পুত্র ও ৩টী কন্যা, কন্যা ৩টী যদি পুত্র হইত তবে প্রত্যেকে পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের জমীদারী ও নগদ একলক্ষ টাকা পাইত, সুতরাং এক পুরুষেই হরিবাবুর বংশ ধনী শ্রেণী হইতে মধ্যবিদে অবতরণ করিত। কিন্তু তিনটী মেয়ে পার কর্ত্তে নগদ দশ হাজার ক'রে ত্রিশ হাজারের বেশী তাঁকে খরচ কর্ত্তে হবে না। এরূপ অবস্থায়ও যদি তিনি আপনাকে"কন্যা-দায়-গ্রস্ত" মনে করেন তবে তাঁর মনের ভাব এই যে তিনি মেয়ের জন্য কিছুই কর্‌বেন না। এরূপ হীনতা ও স্বার্থপরতার প্রশ্রয় দেওয়া সমাজের কখনও কর্ত্তব্য নয়। বস্তুতঃ হরিবাবুর মতন ব্যক্তিদিগের "কন্যাদায়" নাই, যদি কোন দায় থাকে তাহার নাম 'সন্তান দায়"। এরূপ দায়গ্রস্তের সঙ্গে মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। যাদের পৈত্রিক সম্পত্তি নাই, বেটাছেলের রোজকার ভিন্ন দিন চলে না, মেয়ে যদি ছেলে হ'তো তবে দুপয়সা ঘরে আস্‌তো, তেমন লোক যখন মেয়ের বিবাহের জন্য ঋণ কর্ত্তে কি ভিক্ষা কর্ত্তে বাধ্য হয় তখন তাকে অবশ্যই কন্যাদায়-গ্রস্ত বলা যায়। অন্যথা কন্যাদায় একটী কথার কথা। মেয়েকে অততুচ্ছ কল্লে চল্‌বে কেন? আমার এই কথা দ্বারা বোধ হয় আমি বরপণ লেখকের পক্ষ সমর্থন করিলাম, এখন আমি তাঁর প্রতিবাদ কর্ব্বো।

প্রবন্ধ লেখক তাঁহার স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি বিষয়কে সমাজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন এবং সেই গুলিকে ভিত্তি করিয়া আপনার যুক্তি-সৌধ নির্ম্মিত করিয়াছেন, ফলে সেই ভিত্তিহীন-ভিত্তি সহজেই বিচলিত হওয়ায় তাঁহার. প্রযত্ন-গঠিত যুক্তি-সৌধটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বীরেশ্বর সেন মহাশয় "বরপণ" সমর্থন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন "দেবদত্ত বিবাহ করা জীবনের কর্ত্তব্য মনে করেন না এবং স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহেন। কিন্তু কন্যার পিতা যজ্ঞদত্ত কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন, কন্যা তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক গুরুভার বস্তু। তিনি যাহা কষ্টদায়ক গুরুভার মনে করেন তাহা স্বীয় স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দেবদত্তের স্কন্ধে আরোপ করিতে চাহেন। এরূপ স্থলে যজ্ঞদত্ত টাকা দিতে বাধ্য কিনা তাহা সকলেই বলুন। রেলগাড়ী হইতে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ী পর্য্যন্ত আধ মিনিটের পথ ও যজ্ঞদত্ত নিজের গাঁটুরিটা বহন করিতে পারেন না বলিয়া তাহা বহন করাইবার জন্য দুই পয়সা দিয়া একজন মুটিয়া ভাড়া করেন অথচ সেই গাঁটুরী হইতে অনন্ত অধিক ভারী বস্তু চিরকাল আর একজনকে দিয়া বিনামূল্যে বহাইবেন এরূপ ইচ্ছা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে।"

লেখকের প্রথম কথা এই যে এদেশের কন্যার পিতা কন্যাকে "ভার" বোধ করে। ২য় কথা এই যে সেই "ভার" অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজে খালাস পাইতে চায়। এই দুই ঘটনা অবলম্বনে তাঁহার যুক্তি এই যে, পিতা যাহার ঘাড়ে আপনার বোঝা চাপাইয়াছে, তাহাকে মজুরী দিবেন না কেন? এবং যাহার ঘাড়ে বোঝা চাপান হইয়াছে সে যদি উপযুক্ত মজুরী গ্রহণ করে তাহাতে তাহার অপরাধ কি? এখানে টাকাপয়সার কথাই হইতেছে সুতরাং পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে পিতার "বোঝা" অর্থ কন্যার লালন পালনের ভার।

লেখকের এই দৃষ্টান্ত ও যুক্তি একেবারেই আমাদের ভাল লাগিল না। তিনি বাঙ্গালী হইয়া এরূপ লেখায় আমরা বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি। অন্নবস্ত্র দিতে হইবে বলিয়া কি বাঙ্গালী পিতা অবিবাহিতা কন্যাকে "ভার" বোধ করিয়া থাকেন? বাঙ্গালী পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যাদান করেন, কন্যাদানের পরে মায়ের চক্ষের জল বহুদিন শুকায় না। বিবাহিতা কন্যা যখন পুত্রকন্যা সঙ্গে লইয়া পিতৃগৃহে পদার্পণ করে তখন পিতৃগৃহে দুর্গোৎসবের আনন্দ উথলিয়া উঠে। বৎসরের মধ্যে কন্যা যদি ৬ মাস পিতৃগৃহে বাস করে তবু তাহার স্বামী-গৃহে যাওয়ার দিন যত

নিকটবর্ত্তী হয় বাঙ্গালী পিতামাতার প্রাণ ততই উৎকণ্ঠিত হইতে থাকে, কন্যাকে আনিবার জন্য তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর খোসামোদ কর্ত্তে হয়, অনেক সময় তাদের ঘুস দিতে হয়। আমরা সকলেই কন্যার পদার্পণে আমাদের গৃহ আনন্দপূর্ণ বোধ করি, আমি আমাদের আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে এমন কাকেও দেখি নাই, যে পিতা কন্যার আগমনে আনন্দ উৎফুল্ল না হয়! যাদের দুবেলা অন্ন জুটে না এমন সুদরিদ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যেও এমন হৃদয়হীন পিতামাতা নাই। কেউ কি কখনও শুনেছেন যে কোন পিতামাতা, কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে ইচ্ছা ক'রে কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে যায়? মেয়ের গাড়ী যখন আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ায়, তখন সারাটা বাড়ী আনন্দময় হয়ে উঠে, মা যখন বাড়ীতে পদার্পণ করেন তখন সত্য সত্যই "অযুত অযুত ফুল ফুটে তার পায় পায়" এই অবস্থাই সর্ব্বত্র, যদি ইহার অন্যথা কোথাও ঘটে সেটা নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। বস্তুতঃ পিতা, কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া যে কৃতার্থ হন, তাহার এই অর্থ নহে যে মেয়েটার জন্য যে খরচ পত্র হইত তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পিতা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং বরপণের ব্যাখ্যাও ইহা নহে যে আজীবন কন্যাকে খাওয়াইতে পরাইতে যে খরচ পড়িত তাহারই একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া জামাতাকে শ্বশুর নগদ কিছু ধরিয়া দিলেন। যদি পৃথিবীতে কোন জাতির মধ্যে এরূপ ভাব থাকে সেজাতি অন্ততঃ আমরা নই।

বীরেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন "যজ্ঞদত্ত (পিতা) যাহা কষ্টজনক গুরুভার মনে করেন তাহা স্বীয় স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দেবদত্তের (জামাতার) স্কন্ধে আরোপ করিতে চাহেন।" আবার জিজ্ঞাসা করি, যজ্ঞদত্ত কন্যার কোন্ ভার বহন করা কষ্টকর মনে করেন? বস্তুতঃ ভার বহনে অশক্ত হইয়া কন্যাদানের কথা কন্যাপক্ষ বরপক্ষ কাহারও মনেই কস্মিন্ কালে আইসে নাই, এটী লেখকের নিজস্ব কল্পনা। বরপক্ষ যে অর্থের দাবী করে তাহা কখনই এই জন্য নহে যে, তোমার কন্যাকে যে আমরা আজীবন খাওয়াইব পরাইব তাহার দাম দাও। সুতরাং লেখকের এই যুক্তি কন্যাপক্ষ বরপক্ষ কোনও পক্ষেরই অনুমোদিত নহে। হিন্দু পিতা যে জন্যে আপনাকে কন্যাদায়-গ্রস্ত মনে করেন তাহার সহিত ভরণ পোষণের কোন সম্পর্ক নাই, বয়স্থা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিলে ধর্ম্মে পতিত ও সমাজে নিন্দিত হইতে হয়, ইহার জন্যই "কন্যাদায়" এই দায় না থাকিলে ভাত কাপড়ের ভয়ে আনন্দপ্রতিমা কন্যাকে কেহ সহজে বিবাহ দিতে চাহিত না এবং এই দায় ঘুচিয়া গেলে কন্যা আজীবন পিত্রালয়ে থাকিলেও পিতা "ভারবোধ" করেন না, দায়গ্রস্ত মনে করাত

দূরের কথা। সুতরাং "বরপণ" লেখক বরপণের পক্ষে যে ন্যায়সঙ্গত নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব বৃথা হইয়াছে।

এটা সকলেই জানেন যে পশ্চিম বঙ্গে, যে বরের অবস্থা যত ভাল সে তত অধিক দরে বিক্রীত হয়। লক্ষ টাকা যাহার বার্ষিক আয় তাহার পুত্রবধূর ভরণ-পোষণের জন্য অপেক্ষাকৃত দরিদ্র বৈবাহিকের নিকট হ'তে অর্থগ্রহণ করা কোন্ প্রকারের নীতি বা ধর্ম্মসঙ্গত কথা? "ভারতীর" প্রবন্ধ লেখক একথার যে উত্তর দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত-সার এই যে,—পাই যদি তবে নেবনা কেন? ধন কি কাহারও অপ্রয়োজনীয় হয়? আমরা বলি যাহারা কুকার্য্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে তারা সকলেই এইরূপ কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কার্য্যটা কু-কার্য্য নয় দেখাবার জন্য তিনি যে ভারবহনের যুক্তি দিয়েছেন সেটা যে ঠিক কথা নয় তা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। অতি-কৃপণ পিতাও একথা কখন মনে ভাবে না যে বৌমাটার ভরণপোষণে যে খরচ পড়বে, তা আমার আদায় করা কর্ত্তব্য। দু'হাজার টাকা পণ পে'য়ে যে বৌ ঘরে নিয়ে গেল, পরের দিনই তাকে দশহাজার টাকার গয়না দিয়ে সাজায়, তার পরিচর্য্যার জন্য ২।৩টা দাসদাসী নিযুক্ত করে।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে বড়লোকের কন্যাদায় নাই, সুতরাং তারা যদি পরস্পরের রক্ত মাংস খায় আমাদের সে জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু এই পণ প্রথার মধ্য দিয়া জাতীয় চরিত্রে এমন একটা বিষ প্রবেশ করিয়াছে যাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

প্রবন্ধ লেখকের "দেবদত্ত বিবাহ করা জীবনের কর্ত্তব্য মনে করেন না, এবং স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহেন" কিন্তু যজ্ঞদত্ত কিছু টাকা দিতে চাহিলে তাহার কন্যা বিবাহ করিলেন। এস্থলে আমরা বলিব যে দেবদত্ত বাবুটী যতই শিক্ষিত হউন না কেন তিনি একটী নিরেট অপদার্থ। যিনি বিবাহ কর্ত্তব্য মনে করেন না কিন্তু টাকার লোভে বিবাহ করেন, তাহার পণ গ্রহণও যদি দোষনীয় না হয় তবেত জগতে দোষীর সংখ্যা অত্যল্প হইয়া পড়ে। সুতরাং লেখক যে দেবদত্তকে আদর্শ করিয়া পণপ্রথা সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে তাহার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি কি করিবেন? দেবদত্তকে যদি বিবাহলিপ্সু করেন তবে তাহার দৃষ্টান্ত দ্বারা পণ গ্রহণ প্রথা সমর্থন করিতে পারেন না। অথচ দেবদত্তকে যেরূপ দাঁড় করাইয়াছেন তাহাতে বেচারা সহজেই হীন হইয়া পড়িয়াছে। লেখক বলিতে চাহেন যে, যে লোকটার মোট বহিতে ইচ্ছা নাই তাহার ঘাড়ে যখন তুমি জোর করিয়া মোট চাপাইয়া দিয়াছ তখন সে যাহা মজুরী চাহিবে তুমি তাহা দিবে

কেন? আসল কথা কিন্তু তাহা নহে, বিবাহে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে টাকার প্রলোভনে ভুলাইয়া বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা সমাজে কদাচিৎ হইতে পারে, উহা প্রথা নহে। বিবাহের জন্য উভয় পক্ষই ইচ্ছুক থাকে।

লেখকের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এই যে, "এখনকার শিক্ষিত পুরুষ এরূপ মনে করেন না যে তাহার স্ত্রী দাস দাসীর মতন খাটিয়া কষ্ট পায়। বিবাহে হয়ত তাঁহার অনিচ্ছা নাই কিন্তু তাঁহার মনে বিবাহিত জীবন যাত্রার যে আদর্শ আছে তদনুরূপ অর্থ নাই বলিয়া তিনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহার অভিভাবকদিগের মতও সেইরূপ। ইহা জানিতে পারিয়া এক ধনী তাঁহাকে যৌতুক স্বরূপ অনেক টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি বিবাহ করিলেন ইত্যাদি।" সেন মহাশয় জিজ্ঞাস করিয়াছেন এরূপে যৌতুক গ্রহণে দোষ কি? আমাদের ১ম কথা এই যে অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গে এরূপ দৃষ্টান্তের স্থানাভাব।

সেন মহাশয় কি বলিতে পারেন যে এই বিশাল কলিকাতা সহরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য কিম্বা সুবর্ণ বণিকের মধ্যে কোন বড় লোক কোন একজন গরীবের ছেলেকে দু'চারি হাজার টাকা পণ দিয়া জামাতারূপে গ্রহণ করিয়াছে? আমার ত মনে হয় শত ঘর ধনীর মধ্যে এরূপ একটা দৃষ্টান্ত পাইবেন কিনা সন্দেহ। কলিকাতার ধনীলোকেরা ধনীলোকের ছেলেকেই পণ দিয়া বরণ করে। যাহার বাড়ীর মেয়েরা "দাস দাসীর মত খাটিয়া কষ্ট পায়" তাহার ছেলে ভাল পাশ করিলেও বড়লোকের জামাতা হইতে পারেনা। সুতরাং গরীবের ছেলে বিবাহ করিয়া বেশী টাকা পাইয়া সেই টাকায় স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, একথা অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গে খাটে না। আর যদি এমন অঘটন ঘটে তবু সেই ছেলেকে প্রশংসা করা যায় না। যে যুবক বিবাহ করিয়া টাকা পাইয়া বাবুগিরি করিতে চায়, যাহার মা বোন বাটনা বাটে, সে নিজে রোজগার করে তাদের অবস্থা উন্নত করার সাহস রাখে না বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বউকে বিবি সাজাতে চায়, এরূপ ছেলে একেবারেই আত্মসম্ভ্রমহীন এবং সত্য যদি সে টাকা পায় তবে পণ প্রথাই তার এইরূপ হীনত্বের প্রধান কারণ। আর এক কথা, ধরুন যেন এক গরীবের পাশ করা ছেলে বিবাহ করিয়া দুই হাজার টাকা (গরীবের ছেলের এতটা পাওয়ার আশা নাই) পণ পাইল, উহার সুদ ব্যাঙ্কের কি কাগজের হিসাবে মাসিক ৬৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা, ইহার দ্বারা কি তাহার স্ত্রীকে স্বচ্ছন্দে রাখার সুবিধা হইবে? যদি বলেন সেই টাকা দ্বারা সে ব্যবসায় করিয়া ধনী হইবে, সে কথার উত্তর এই যে শতকরা একটী ছেলেও তাহা করিতে পারে না ও করেনা, আর

এতটা সাহস ও উদ্যোগ যার থাকে সে এত হীনমনা হয় না যে বিবাহ করিয়া কিছু টাকা গ্রহণ করিবে।

সু-নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, পিতা মাতা যে আপন কন্যাটিকে দ কিম্বা দ্বাদশ বৎসর স্নেহের সহিত লালন পালন করিয়া তাঁহাদের প্রাণের ধ অর্পণ করিলেন, ঘরের রত্ন পরকে দিলেন, এই জন্যই বরের এবং বরপক্ষের চিরকা কন্যার পিতামাতার নিকট কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত, সেই সঙ্গে তোমাকে রাশিকৃ টাকা দিলেন না বলিয়া তোমার যে আপত্তি উহা একান্তই নীতি ও ধর্ম্মবিগর্হিত বিবাহরূপ মধুর সম্বন্ধকে যদি তুমি ব্যবসায়ের চক্ষে দেখিতে চাও তবু তোমা (বরের) কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কেননা কন্যা তোমার গৃহকার্য্য করিবে, সংসারে শৃঙ্খলা রাখিবে, তোমাকে সুখে রাখিবে এবং তোমার বংশ রক্ষার নিদানভূতা হইবে কন্যার ভরণ পোষণের বোঝা বহিতে তুমি যদি মজুরীর দাবী কর, তবে কন্ তোমার বাড়ীতে যে সকল কার্য্য করেন তাহার মজুরীটা হিসাব করিয়া শ্বশুরা দেওয়া কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ অসভ্য অবস্থায় এইরূপ লাভ লোকসানের একটা হিস ধরা হইত, তখন কন্যার পিতাই পণ পাইতেন বরপক্ষ পণ দিতে বাধ্য হইত, কি সমাজের উন্নত অবস্থায় এই সকল হীনতা ঘুচিয়া যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। প্রথায় সমাজের মধ্যে হীনতা প্রকাশ করে আর্থিক লাভালাভের দিকে তাকাই তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া কখনও কর্ত্তব্য নহে।

সাংসারিক স্বার্থের দিক দিয়া দেখিলে মানুষের সহোদর অপেক্ষা শত্রু অ কেহই নাই। সে গর্ভস্থ হইয়াই তোমাকে মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত করে, প্রসা পরে মায়ের কোল অধিকার করিয়া লয় এবং বড় হইয়া পৈত্রিক সম্পত্তির অ গ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তিকে শত্রুরূপে দেখাই কর্ত্তব্য কিন্তু মানুষ কি ছোট ভা টীকে শত্রু বলিয়া মনে করে? যদি কেহ করে সে ব্যক্তি একান্ত মনুষ্যত্বহী মানুষের যত কিছু মধুর সম্বন্ধ সমস্তই স্বার্থত্যাগের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়, মানুষ সকল কার্য্যই বণিগ্ বৃত্তি অবলম্বন করে তবে মনুষ্য সমাজ অতিশয় হীন বস্তু হ পড়ে। সংসারের যেটী সর্ব্বাপেক্ষা মধুর-সম্বন্ধ, সেই বিবাহ সম্বন্ধ যে কখ বণিকের দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়।

“বরপণ” প্রথা হইতে অনেক কুকার্য্য সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে সকলের বিশেষ বিবরণ এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিবার স্থান নাই। বরের ভা-গণ অর্থলোভে কুরূপা অথবা বিকলাঙ্গী পাত্রীকে সংসারনভিজ্ঞ গলায় গাঁথিয়া দিতে পারে, ইহা অপেক্ষা কু-কার্য্য জগতে আর কি হ

বিবাহ সম্বন্ধটা স্বার্থশূন্য না হইলে ইহা হইতে অনেক পাপের সৃষ্টি হইতে পারে এবং হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই।

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, “ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বিবাহে কন্যার সহিত অর্থযৌতুক দান একটী স্বতঃসিদ্ধ প্রথা, যে কন্যার অর্থ নাই বিবাহসুখ তাহার অদৃষ্টে সহজে ঘটে না।” আমরা বলি বস্ত্রালঙ্কারে সু-সজ্জিত করিয়া কন্যাদানের কথা আমাদের শাস্ত্রে আছে এবং সমাজেও উহা প্রচলিত আছে, কিন্তু যে সমাজে অর্থহীন কন্যার অদৃষ্টে বিবাহ সুখ সহজে ঘটে না সে সমাজ কোনও সমাজেরই অনুকরণীয় নহে এ বিষয় বিলাত আপিলের ফল জানিবার জন্য বোধ হয় কেহ ব্যস্ত হইবে না। বিলাতের যাহা মন্দ জিনিস তাহাও কি গ্রহণ করিতে হইবে?

কি জন্য এত অল্পদিনের মধ্যে “বরপণ” এরূপ প্রভাব বিস্তার করিল এবং কেনই বা পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে ইহার মূর্ত্তি ভীষণতর হইয়াছে সে সকল কথার মীমাংসা করা সহজ নহে। বরিশালের বাগপুর গ্রামের সিমলাই ব্রাহ্মণগণ অতি বিশুদ্ধ শ্রোত্রীয়, ২০ বৎসরের পরে এই গ্রামে গিয়া দেখিলাম প্রায় অর্দ্ধেক ভিটাতে ঘর নাই, বিবাহ করিতে না পারায় ইহাদের বংশলোপ হইতে চলিয়াছে, অনেক টাকা দিয়া এখনও ইহাদিগকে কন্যা কিনিতে হয়। এইরূপ অনেক বংশ কন্যাপণের দায়ে ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে? এখানে “ভার” বহনের যুক্তি খাটিতেছে না। পূর্ব্ব বাঙ্গালার কুলীন কায়স্থগণ এখনও পশ্চিম বাঙ্গালার কায়স্থের মতন বরপণের দায়ে প্রপীড়িত হন নাই সুতরাং ব্যাপারটী অতি জটীল, এক কথায় ইহার মীমাংসা হয় না। বাল্য বিবাহ তুলিয়া দিলেই যে “বরপণ” উঠিয়া যাইবে তাহার প্রমাণ নাই। ব্রাহ্ম সমাজে ও খৃষ্টান সমাজে বরপণের প্রভাব সামান্য নহে, লেখক নিজেই ইউরোপের কথা বলিয়াছেন বরপণের প্রভাবে বাল্য বিবাহ একেবারে যে উঠিয়া যাইবে তাহার বিশেষ কারণ নাই, গরীব লোকেরা অসুবিধায় পড়িয়া কন্যার বয়স বাড়াইতে বাধ্য হইতে পারে কিন্তু ধনী লোকদিগের উপর ইহা কার্য্যকারী হইবে না, তাঁহারা টাকার তোড়া হাতে করিয়া যখন তখন বর কিনিতে পারে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আমরা (পূর্ব্ববঙ্গের কুলীন কায়স্থগণ) বহুপুরুষ হইতে বরপণের দ্বারা বিশেষ লাভবান্ হইয়া আসিতেছি। আমরা “বর-পণ” পাইয়া থাকি কিন্তু আমাদিগকে “বরপণ” দিতে হয় না। ধনালোকেরা আমাদের পুত্র এবং কন্যা উভয়কেই যথেষ্ট অর্থ দিয়া জামাতা ও বধূরূপে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, আমাদের যুবকগণ অধিকাংশ শ্বশুরের অর্থে বিদ্যার্জ্জন

করিয়াছেন, বলিতে গেলে পণপ্রথাটী আমাদের একটী লাভজনক ব্যবসায়, এ
সকল জানিয়া শুনিয়াও আমি "বরপণ" প্রথার বিরোধী হইয়াছি, যে প্রথা জাতী
হৃদয়কে হীন করে, ব্যক্তিবিশেষের অথবা বংশবিশেষের পক্ষে লাভজনক হইলে
উহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির আলোচনা।

চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্যসাম্মিলনীর ষষ্ঠ অধিবেশনের প্রদর্শনীতে আমি যে সক প্রাচীন হস্তলিখিত তুলট কাগজের পুথি উপস্থাপিত করিয়াছিলাম তন্মধ্যে পরাগ মহাভারত ও ভবানীশঙ্কর দাসের জাগরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা করা আবশ্য এতদ্ব্যতীত প্রাচীন কুলজীতে যে পদ্য কবিতা পাইয়াছি তৎসম্বন্ধেও গুটিক কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ মহাভারতখানির কথাই বলিতেছি ;—এই পু খানার অবস্থাদৃষ্টে ইহাকে প্রায় দেড়শত বৎসরের পুরাতন হস্তলিপি বলিয়া মিত হয় ; কিন্তু পুথি রচনার সময় আরও বহু প্রাচীন। আমি ইহা হইতে নিম্নে সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা সাহিত্য সম্মিলনীতে সমাগত অনেক সাহিত্ দেখিয়াছেন। স্বয়ং সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, নায়ক সম্পাদক শ্রী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও বঙ্গদর্শন সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশবাবু প্রভৃতি বি সমক্ষে এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম। তাঁহারা মূল পুথিখানি লেখা প্র করিয়াছেন। মহাভারতখানির ৫৫ পাতায় লিখিত আছে,—

"শ্রীশ্রীহোচন সাহা পঞ্চ গৌড়নাথ।
ত্রিপুর দ্বারিকা সমর্পিল যাহাত।
সোনার পালকি দিল একশত ঘোড়া।
সানাই তোপর দিল লক্ষ্যকোটি কাড়া
শ্রীযুত পরাগল খান মহামতী।
দরিদ্র তরান করে অনাথের গতি।

কুতূহলে ভারতের পুছত কাহিনী।
কোন মতে পাণ্ডবে পাইল রাজধানী।"

পঞ্চ গৌড়াধিপতি হোসেন সাহা তাঁহার লস্কর বা সেনাপতি, পরাগল খাঁকে কেবল সোনার পালক, একশত ঘোড়া প্রভৃতি মূল্যবান ও গৌরবসূচক উপহার প্রদান করিয়াছিলেন এমন নহে, সম্রাট তাঁহাকে ত্রিপুরদ্বারিকাও সমর্পণ করিয়া ছিলেন, এই "ত্রিপুরদ্বারিকা" প্রদেশ কোথায় ? চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ ফেণী নদীর তীরবর্ত্তী সেই স্থানই "ত্রিপুরদ্বারিকা।" যাহা পরে দানীয় ব্যক্তির (পরাগলের) নামানুসারে "পরাগলপুর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, পরাগল খাঁ নিজে কোন মহাভারত রচনা করেন নাই, তিনি কবীন্দ্রপরমেশ্বরকে মহাভারত রচনা করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া কবীন্দ্রের মহাভারত সাধারণ্যে পরাগলী মহাভারত নামে অভিহিত হইয়াছে। কবীন্দ্র উক্ত পরাগল সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন। প্রদর্শিত মহাভারত খানির ৯০ পাতায় লিখিত আছে—

"রুদ্রবংশ রত্নাকর, তাতে জন্ম সুধাকর,
লস্কর পরাগল খান।
পয়ার প্রবন্ধ স্বরে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরে,
বিরচিত ভারত বাখান॥"

অর্থাৎ রুদ্রবংশরূপ রত্নাকরে পরাগলরূপ সুধাকরের জন্ম হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় পরাগল খান রুদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "রুদ্র" কায়স্থের একটী উপাধি। এই উপাধি অন্য কোন জাতিতে দৃষ্ট হয় না, চট্টগ্রামেও এক সময়ে রুদ্রবংশীয় কায়স্থগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এ বংশের ভরত রুদ্র রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অদ্যাপি চক্রশালায় রুদ্রবংশের বিস্তর কীর্ত্তিকলাপের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। পরাগল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না কিন্তু হিন্দুর পরম পবিত্র পঞ্চমবেদ মহাভারতের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার 'পরাগল' শব্দটী বর্ত্তমানে (বর্ত্তমানে বলি কেন ?— কথনো) কোন মুসলমান বা হিন্দুর নাম মধ্যে দৃষ্ট হয় না। উহা নাম না উপাধি তাহারও নিশ্চয়তা নাই, 'পরাগল' শব্দ মুসলমানভাব অপেক্ষা হিন্দুভাবই বেশী প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হয়। শব্দটী অনেকটা সংস্কৃত ভাবাপন্ন দেখায়। মহাভারতের কোন স্থলে পরাগল মুসলমান ছিলেন এমন কথাও নাই, কাজেই পরাগল হিন্দু ছিলেন না এই কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে

পারে না। একটী আশঙ্কা, পরাগলের শেষে খাঁন উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহাতে
পরাগলকে মুসলমান বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও এক
বিষম সমস্যা আছে, খাঁন্ ইহা পাঠানরাজ প্রদত্ত সম্মানসূচক উপাধি। হিন্দুগণকেও
এই খান উপাধি ভূষণে ভূষিত করার রীতি ছিল। এদেশেও পরৈকোড়ার
হিন্দু জমিদার বংশের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মধ্যে দুর্গাদাস খান্ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।
এই 'খান্' উপাধিধারী হিন্দুগণ নিতান্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। পরাগল খাঁনও
"কুতূহলে ভারতের পুছত কাহিনী।" তখনকার মুসলমানের, তথা হিন্দুধর্ম্ম পরি-
ত্যাগকারী convert মুসলমানের এই কুতূহল স্বাভাবিক কি ?

আরো একটা বিস্ময়ের কথা এই প্রদর্শনীর পুঁথির ১০১ পাতায় একটী
সংস্কৃতের অনুকরণে শ্লোক লিখিত হইয়াছে তাহা যথা দৃষ্ট তথা লিখিত হইল।
"দাতাকর্ণগুণান্বিতকৃতিমতিসঙ্গীতিবিদ্যাপতিনানাবাক্যবিলাসতিসিদ্ধান্তবাচস্পতি-
নিত্যংধর্ম্মসুমতিজিতেন্দ্রিয়তথিকর্ম্মশুভগতিখানশ্রীপরাগলসজীবতিক্ষত্রিয়সেনাপতিঃ।
সভাপর্ব্ব সাঙ্গ। শ্লোকটীতে অবশ্য সংস্কৃতব্যাকরণ ও ছন্দ রক্ষিত হয়
নাই, কিন্তু তাহা হইলেও কবির বক্তব্য বিষয়গুলি বড় সুন্দরভাবে ফুটিয়া
উঠিয়াছে। এই দাতাকর্ণ গুণান্বিত, সিদ্ধান্ত বাচস্পতি, জিতেন্দ্রিয়, নিত্য ধর্ম্ম
বিষয়ে আসক্তিযুক্ত খান শ্রীপরাগলকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় নাকি?
লস্কর না বলিয়া কবি তাঁহাকে এই স্থলে সেনাপতি বলিয়াছেন, খাঁন তাঁহার
রাজদত্ত উপাধি এইটুকু বুঝাইবার জন্য নামের পূর্ব্বে 'খান' শব্দ ব্যবহার করিয়া
ছেন, এইটা জাতিগত উপাধি নহে, এইক্ষণ দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে
জাতিতে হিন্দু, তাঁহার কৌলিক উপাধি "রুদ্র", তবেই কায়স্থবংশীয় ছিলেন
আবার কায়স্থগণ চিরকালই ক্ষত্রিয়। কবীন্দ্র যে সময়ে মহাভারত রচনা করেন
অর্থাৎ হোসেন সাহার শাসন সময়েও, রুদ্রবংশীয় কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত
হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ

ঔত্তম মনুর উপাখ্যান।

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে)

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

মহারাজধিরাজ সম্রাট ঔত্তম, বর্ত্তমান সৃষ্টি প্রপঞ্চের তৃতীয় মনু ছিলেন। প্রজাপতি সদৃশ সেই মহাপুরুষের মহনীয় চরিত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া অন্তরাত্মাকে ধন্য করিব মনে করিয়াছি। স্বধর্ম্মনিরত সাধু চরিত পাঠকপাঠিকাগণ মনোযোগ দিয়া এই পূত পৌরাণিক উপাখ্যান পাঠ করিবেন, এ আশা আমাদের আছে। যাহাতে আমরা এই উদ্যমে কৃতপ্রযত্ন হইতে পারি, তজ্জন্য প্রথমেই সর্ব্ববিঘ্নবিপত্তি-বিনাশন শ্রীমধুসূদন এবং অখিল বাগ্দেবতা শ্রীভারতীর চরণে প্রণিপাত করতঃ তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

মনু কাহাকে বলে তাহা পাঠকবর্গের অনেকেই অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। তথাচ, সাধারণের অবগতির নিমিত্ত সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতেছি। বর্ত্তমান সৃষ্টির পরমায়ু ব্রহ্মার এক দিবসকালমাত্র এই সৃষ্টি বর্ত্তমান থাকিয়া প্রলয়ে লীন হইবে। চতুর্দ্দশ জন মনু প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবেন তন্মধ্যে প্রথম ছয় জন মনুর রাজত্ব কাল শেষ হইয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি উত্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্ব কাল চলিতেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগে দেবতাদিগের এক যুগ হয়, এইরূপ এক-সপ্ততি দৈবযুগ এক এক মনুর রাজত্ব কাল। দৈবযুগের বর্ষসংখ্যা দৈব (১২০০০) দ্বাদশ সহস্র, তন্মধ্যে কলি (১২০০), দ্বাপর চতুর্বিংশ শত, (২৪০০) ত্রেতা ষট্-ত্রিংশ শত (৩,৬০০) এবং সত্যযুগ অষ্টচত্বারিংশ (৪,৮০০) দৈববর্ষে ঘটিত। প্রত্যেক যুগের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ এই গণনার ভিতর আছে। মনুষ্যদিগের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদিগের এক বৎসর হয় সুতরাং মনুষ্যদিগের (১২০০০ × ৩৬০ × ৭১ =) ৩০, ৩৭, ২০,০০০ ত্রিংশৎ কোটি ছয় নিযুত সাত লক্ষ দুই অযুত বৎসর এক এক মনুর রাজত্ব কাল।* এইরূপ (১৪) চতুর্দ্দশ জন মনুর পর তবে

* মনু সংহিতা গ্রন্থে লিখিত আছে যে দৈব একসহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয় সুতরাং ৪,৩২০০০ × ১০০০ = ৪৩২০০০০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার দিন হয়; আর উল্লিখিত চতুর্দ্দশ মনুর রাজত্ব কাল ৩০,৬৭,২০,০০০ × ১৪ = ৪,২৯,৪০,৮০,০০০ বৎসর হয় এবং ২,৫৯,২০,০০০ বৎসর কম পড়ে। কাজেই মনুদিগের রাজত্ব কাল এক সপ্ততি দৈবযুগের কিঞ্চিৎ অধিক কাল ধরিতে হয়।

ব্রহ্মার দিবাবসান বা প্রলয় হয়। প্রথম স্বায়ম্ভুব, দ্বিতীয় স্বারোচিষ, তৃতীয় ঔত্তম, চতুর্থ তামস, পঞ্চম রৈবত, ষষ্ঠ চাক্ষুষ, এই ছয় জনের রাজত্ব শেষ হইয়াছে। সপ্তম বৈবস্বত মনুর রাজত্বের এক তৃতীয়াংশও এখন গত হয় নাই। আর ভবিষ্য যুগে অষ্টম সাবর্ণি, নবম দক্ষ সাবর্ণ, দশম ব্রহ্ম সাবর্ণ, একাদশ ধর্ম্ম সাবর্ণ, দ্বাদশ রুদ্র সাবর্ণ, ত্রয়োদশ রৌচ্য এবং চতুর্দ্দশ ভৌত্য মনু রাজত্ব করিবেন। পুরাণে এই চতুর্দ্দশ জনের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দিষ্ট আছে যে মনু অসংখ্য। সৃষ্টি ও প্রলয়ের লীলা পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতেছে। মনুও একের পর অন্যে আসিতেছেন ও যাইতেছেন। আমাদের ঋষিদিগের মতে ধরিত্রীর বয়স নির্দ্ধারণ করিতে গেলে অবাক হইতে হয় এবং বাইবেলের মত নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, ভূতত্ত্ব-শাস্ত্র অভিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়গণের এই প্রশ্নটী বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, সন্দেহ নাই। পাঠক মহোদয়গণ ইচ্ছা করিলে যে কোন একখানি পঞ্জিকার সাহায্যে পৃথিবীর বর্ত্তমান বয়স (আর্য্য-ঋষিদিগের মতানুগত) অনায়াসেই বাহির করিতে পারিবেন। এই পর্য্যন্ত মন্বন্তর ও মনু সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি।

এমন হিন্দু কে আছেন, যিনি প্রাতঃস্মরণীয় রাজর্ষি প্রবর মহাত্মা ধ্রুবের নাম না জানেন? আধ্যাত্মিক রাজ্যে ধ্রুবের মত সম্মানভাজন কয়জন আছেন? মহাসাগর সদৃশ অপার আর্য্য-সাহিত্যেও ধ্রুবের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায়, ভগবানানুরক্তি এবং চরিত্র বলশালী ধর্ম্মবীরের তুলনা দুর্ল্লভ,—অপর জাতির সাহিত্যের ত কথাই নাই। অতি শৈশবে বিমাতার কঠোর বাক্য শ্রবণে ধ্রু[…] গৃহত্যাগ করতঃ কি অতুলনীয় অধ্যবসায় এবং একতান তপস্যার প্রভাবে ঐহি[…] এবং আমুষ্মিক উভয় লোকেই সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা ভার[…] সুপরিচিত। কথকের কথায়, যাত্রায়, থিয়েটারে, পুস্তকে, প্রবন্ধে, নানা উপায়ে এই আদর্শ পুরুষের মহিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ধ্রুবের সেই বিমাতা পতিপ্রেমরূপ অসামান্য সৌভাগ্যে গরবিনী মহারাণী সুরুচি দেবী যে অতুলনীয় পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া আপনাকে ধন্য এবং পৃথিবীকে পবিত্র করিয়াছিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনুবংশ তিলক, উত্তানপাদ তনয় মহারাজ রাজেশ্বর সেই উত্তম ভার[…] বাসীর নিকট সেরূপ পরিচিত নহেন। প্রখর রশ্মিমালী ভগবান্ বিভাবসু উদি[…] হইলে কোমল কিরণ শশাঙ্ককে লোক যেমন দেখিতে পায় না,—তপন তেজে সুধাকর যেরূপ নিষ্প্রভ হইয়া যান, তদ্রূপ মহারাজ রাজর্ষি সত্তম উত্তমও নি[…] বৈমাত্রেয় ধ্রুবের যশের তেজে নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া রহিয়াছেন। নতুবা উত্তমে[…]

মত উত্তম নরপতি ভারত ভিন্ন অন্যত্র দুর্ল্লভ। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"—'রাজা' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি ভারতেই সুবিদিত এবং ভারতেই সহস্র সহস্র প্রকৃত প্রজারঞ্জক নরপতির আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্য আমরা মহারাজ উত্তমের সেই প্রজা-রঞ্জন গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। গুণের পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী। মহারাজ উত্তমও তাই তৃতীয় মনু ঔত্তমের জনক বলিয়া সর্ব্বলোকে পূজা পাইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন।

পিতা উত্তানপাদ যথাকালে পুত্র উত্তমের করে সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরা পালনের ভার অর্পণ করিয়া নিজ বয়সোচিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেপর নূতন রাজা উত্তম এরূপ দক্ষতার সহিত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন যে প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে কেহই পুরাতন রাজার অভাব অনুভব করিতে পারিল না। মহারাজ উত্তম রূপে গুণে আদর্শ নরপতি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রতাপে শত্রুকুল নির্ম্মূল হইল এবং রাজ্যে দস্যু তস্করাদির উপদ্রব একেবারে শান্ত হইয়া গেল। সেই ধর্ম্মজ্ঞ এবং ধর্ম্মশীল নরপতি শত্রু মিত্রে সমদর্শী ছিলেন। দুষ্ট লোকে তাঁহাকে করাল কৃতান্তের ন্যায় ভীষণ এবং শিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সুধাকরের ন্যায় স্নিগ্ধ ও সৌম্য দেখিতে লাগিল। মহারাজ উত্তমের কীর্ত্তিকথা এইরূপে পৃথিবীব্যাপিনী হইলে নররাজ বভ্রু তাঁহার হস্তে তাঁহার ত্রিলোকললামভূতা বহু অপ্সরদর্পহারিণী বহুলা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ বিধানানুসারে সমর্পণ করিয়া সাতিশয় শান্তি এবং সুখানুভব করিলেন। তনয়াকে উপযুক্ত পাত্রসাৎ করিতে পারিলে জনক জননী যে সুখশান্তি লাভ করেন, ব্রহ্মাণ্ডে তাহার তুলনা দুর্ল্লভ। ফলতঃ ইন্দ্রের শচী, মদনের রতি, নারায়ণের শ্রী এবং মহেশ্বরের উমার ন্যায় রাজ্ঞী বহুলা নিজ পতি উত্তমের চিত্তের একমাত্র অধিশ্বরী হইলেন। যদিও সেই যুগে নৃপতিগণ সকলেই একাধিক দারপরিগ্রহ করিতেন, তথাচ উত্তম আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করিলেন না। শয়নে স্বপনে ও জাগরণে সর্ব্বদা বহুলা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিতেন—কি রাজসভায়, কি মন্ত্রণাগৃহে, কি উদ্যানভ্রমণে এমন কি মৃগয়াপ্রসঙ্গ অথবা [যু]দ্ধক্ষেত্রেও তিনি মহিষীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না। মহিষী ভিন্ন অন্য রমণীর কথা তিনি স্বপ্নেও মনে আনিতেন না। পৃথিবীর যে প্রদেশে যে সকল [দু]র্ল্লভ বসন, ভূষণ, মণিমুক্তা এবং অঙ্গরাগের উপকরণ পাওয়া যায়, রাজা সে সকল [স]যত্নে আহরণ পূর্ব্বক রাণীকে উপহার দিতেন। কোন সুমিষ্ট অথবা সুস্বাদ বস্তু [ভ]ক্ষণে রাজা তৃপ্তিবোধ করিলে রাণীকে তাহার অংশ না দিয়া থাকিতেন না। [কো]ন সুপেয় পান, সুসঙ্গীত শ্রবণ এমন কি কোন সুকাব্য অধ্যয়ন করিলেও তিনি

রাণীকে তাহার অংশ দিবার জন্য যত্ন করিতেন। অধিক কি রাজা বহুলাগ্ন জীবন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হায়! পার্থিব সকল সুখে বুঝি বিধাতার অভিশা আছে! কবি বলিয়াছেন,—

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা"

রাজা তাই এত করিয়াও রাণীর মন পান না। রাজার প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার, মাল্য গ পত্রপুষ্প সকলই রাণী অবজ্ঞার সহিত ফিরাইয়া দেন। রাজা কত সাধের প্রে সম্ভাষণ যেন তাঁহার কর্ণে দুঃসহ যাতনা উৎপাদন করে! রাজা আদর করি ফুলের মালা রাণীকে গলায় পরাইয়া দিলে রাণী যেন বৃশ্চিকদংশন অনুভব করি সে মালা ফেলিয়া দেন। রাজা অতি মধুর আসব পান করিতে দিলে রাণী যে কত কটু বা তিক্ত কোন তীব্র বিষ পান করিলেন এইরূপ যাতনা অনুভব কর বিষম ব্যাধিগ্রস্তার ন্যায় উঠিয়া যান! রাণীর এই বিষম দুর্ব্যবহারে কিন্তু রাজা হৃদয় আরও অধিকতর প্রেমপ্রবণ হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি প্রিয়তমা অনুগ্রহ লাভের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ভক্তসাধ তাহার অভীষ্ট দেবতার প্রীত্যর্থ যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করে, রাজাও তাঁহা হৃদয়দেবতার একটু কৃপাদৃষ্টির নিমিত্ত উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে বিবিধ প্রেমসাধনা করি লাগিলেন। কিন্তু

"মন্ত্র ন শুনই যেন বালভুজঙ্গ"

রাণীর চিত্ত কিছুতেই তাঁহার দিকে কিঞ্চিমাত্রও আকৃষ্ট হইল না, র রাজার এই প্রেমের উপাসনাকে তিনি অবমাননা বলিয়া মনে করিতে লাগিলে এইরূপে রাজা নিজের আগুনে নিজে তিল তিল করিয়া পুড়িতে লাগিলেন, তাঁহার মর্ম্মদাহ অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। পাষাণী রাণী তবু অচল, অট বিধাতা প্রকৃতই সেই নবনীত পুত্তলীর হৃদয় পাষাণ দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলে নচেৎ রাজার এত অনুরাগ বিফল হইবার ত কোন কারণই নাই। রা চিত্ত প্রকৃতই বিচিত্র সন্দেহ নাই। তিনি সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, সৎকুলোৎপ যুবতী। তিনি জানেন যে নারীর রূপ, গুণ, বেশ ও যৌবন সমস্তই পতির জ তিনি বাল্যকালেই লিখিয়াছেন,—

"ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখাজনঃ।
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥"

তিনি শিখিয়াছেন যে স্বামী দুঃশীল হউন, কুরূপ হউন, সর্ব্বপ্রকার গুণবর্জ্জিত হউন, যেমনই হউক না কেন, স্ত্রীর নিকট সর্ব্বদাই তিনি দেববৎ পূজ্য।

অপেক্ষা পূজ্যতর আর কেহই নাই ইহাই আর্য্যজাতির স্ত্রীশিক্ষার সার। রাণী বহুলা ত সকলই জানেন, তবে তিনি তাঁহার অমানুষ রূপগুণসম্পন্ন দেববৎ স্বামীর প্রতি প্রতিকূল কেন? তবে কি তাঁহার চিত্ত কোনরূপে দূষিত হইয়াছে? না তাহাও নহে। তাঁহার চিত্তে স্বপ্নেও কোন পর-পুরুষের ছায়া পতিত হয় নাই। রাজা প্রিয়তমা-পত্নীর এতাদৃশ ব্যবহারে নিতান্ত মর্ম্মাহত অবস্থায় সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, তথাচ স্ত্রীর প্রতি তাঁহার ভালবাসার কিছুমাত্রও লাঘব হইল না।

একদা বসন্তকালে রাজপ্রাসাদে মহোৎসব উপস্থিত হইল। নগরী এবং রথ্যাসমূহ নানাবিধ নয়নরঞ্জন পত্রপুষ্পমাল্যপতাকাদির দ্বারা শোভিত হইল এবং নাগরিকগণ পরিশ্রম পরিত্যাগ করতঃ হর্ষে নিমগ্ন হইল। উৎসবে যোগদানকরিবার নিমিত্ত সম্ভ্রান্ত প্রজাবর্গ, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ, সামন্তসমূহ এবং মিত্ররাজন্য-মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইলেন। নানাবিধ উপাদেয় পান ভোজনের পর সম্মানিত রাজ-অতিথিগণের চিত্তবিনোদনার্থ নৃত্যগীতের আয়োজন হইল। নানাবিধ সুরভি-কুসুমের মাল্যালংকৃত, গন্ধসারে সুবাসিত এবং শতশত সমুজ্জ্বল মহার্হ রত্নদীপালোকিত সভাস্থল দেবরাজ ইন্দ্রের সুধর্ম্মা নামক সভাকেও লজ্জা দিতে লাগিল। সেই সভায় উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকাপ্রমুখ সুরসুন্দরীগণ অপেক্ষাও অধিকতর সৌন্দর্য্যশালিনী এবং নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যানিপুণা মত্তকারিণী বরারোহা যুবতীবৃন্দের সমাগমে সকলেরই যেন চিত্র বিভ্রম জন্মিল। তথায় সুবর্ণ মাণিক্যাদি খচিত বিবিধ কারুকার্য্য ভূষিত সভার আস্তরণসমূহে সমাগত সভ্যবৃন্দের পরিচ্ছদ এবং উষ্ণীষের মণিমুক্তাদি রত্নভূষণে এবং নৃত্যশীলা সুরূপা যুবতীদিগের বিচিত্র বসন ভূষণে এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের লাস্যপটু লোল-লোচন-পরম্পরায় উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হওয়ায় তথায় ঔজ্জ্বল্য এবং আলোকের এক অপূর্ব্ব ঘটা ও ছটা পড়িয়া গেল। নানাবিধ কুসুমের সৌরভ, অঙ্গরাগের সৌরভ তদুপরি বিলাসিনী বালাদিগের শ্বাস-সৌরভে সভাতল যেন ঋতুরাজ পুষ্পাকরের অভিষেক মণ্ডপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রূপ, যৌবন, ধন, রস, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতি মনুষ্যচিত্তের উন্মাদক সকল সামগ্রী তথায় পূর্ণরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। দ্রষ্টৃগণ এবং শ্রোতৃবৃন্দ যেন তাঁহাদের অন্য সকল ইন্দ্রিয় হীন হইয়া কেবলমাত্র চক্ষু ও কর্ণমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেন। রাজা উত্তমও নিজ প্রিয়তমা বহুলা দেবীকে পার্শ্বে লইয়া সেই প্রমোদ সভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। সুখভোগের যথেষ্ট উপকরণ প্রস্তুত থাকাতেও কিন্তু সেই নৃপতির প্রেমবঞ্চিত মন কিছুতেই সুখ পাইল না। তখন তিনি সর্ব্ব-শোকদুঃখ-প্রশমন-কারিণী বিস্মৃতি দেবীর পরম প্রিয়সখী সুরাদেবীর আরাধনার

প্রবৃত্ত হইলেন। পরম সুস্বাদু অথচ মোহকর এই পানীয় পান করিয়া রাজা মু
হইয়া গেলেন। সকল সৌন্দর্য্যের সাররূপিণী বহুলার রূপরাশিতে তাঁহার বিভ্রা
মন নিমজ্জিত হইয়া গেল। তিনি সুস্বাদু সুরভি সুরা পরিপূরিত রত্নময় চষক হ
এই আদর লইয়া অতি আদরের সহিত প্রিয়তমার মুখে ধরিলেন। হায়! রাজ্ঞী
কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না,—তিনি নিতান্ত বিরক্তি
সহিত নিজের মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং রাজার হাত বলপূর্ব্বক সরাইয়া দিলেন
অনুরাগ এবং মদ উভয়ের বেগে সম্রাটের সেই ঈষল্লোল হস্ত হইতে বহুমূল্য পা
পাত্র পড়িয়া গেল। পানীয় সবটুকু রাজার পরিচ্ছদে পড়িল এবং পানপাত্র গড়াই
মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত কক্ষতলে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এইবার সে
অগাধ ধৈর্য্যশীল নরপালের ধৈর্য্যভঙ্গ হইয়া গেল! "কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে
এই শাস্ত্রবাক্য সত্য হইল। প্রত্যাখ্যাত কাম প্রকৃতই অতিমাত্র ক্রোধে পরিণ
হইল। আগ্নেয় পর্ব্বতের শিরোপরি যে প্রস্তর খণ্ড ছিল,—আজি তাহা সন্নি
গেল। স্থান ও কালবশে রাজার এবম্বিধ দশা হইল। একে উৎসবক্ষেত্রে
তাহাতে ভারতের সমস্ত রাজন্যমণ্ডলী উপস্থিত তিনি নিজেও মদোন্মত্ত,—সব
অবস্থাই আজ প্রতিকূল! অবমাননা, ক্ষোভ এবং রোষে রাজা মূর্চ্ছিতপ্র
হইলেন! কিঞ্চিৎ বিলম্বে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সমীপস্থ প্রধান প্রহরী
বলিলেন, "ভদ্র, তুমি আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্যপূর্ব্বক, এই অবমাননাকারি
দুষ্টাকে এখনই বিজনবনে রাখিয়া আইস;—যাও, দাঁড়াইয়া দেখিতেছ কি
আমার আজ্ঞার ঔচিত্য বা অনৌচিত্য বিচার করিতেছ না কি"? প্রহরী রাজ
এই আজ্ঞা পাইয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে, মনে মনে আপনার আশ্রিত সেবাবৃ
বার বার নিন্দা করিতে করিতে সেই মনস্বিনী রাজ্ঞীকে বহুমান পুরঃসর রাজো
এক শিবিকায় স্থাপিত করিয়া রাজ্যের উত্তর সীমাবস্থিত হিমারণ্যে বিস
করিয়া আসিলেন। সেই মহোৎসব সহসা ঘোরতর বিষাদে পরিণত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালি

হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস ও তৎপ্রতিকারের বিধান।

প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্মে বিষয় আশয়ে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের সংস্রব রাখিয়া চলিতেন, নিজে শাস্ত্র মানিতেন অপরকেও মানাইতেন। সাধারণ লোকদিগকে তদনুযায়ী পথে চালাইতেন। তাঁহারা শাস্ত্রের সীমা লঙ্ঘন করিয়া এক পদও এদিক ওদিক চলিতেন না। ধর্ম্মানুযায়ী দেহ রক্ষায় প্রবৃত্ত থাকিতেন। কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেও তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। এখন হিন্দু সমাজের আর সেই ধর্ম্মভাব নাই। সততা এবং নিঃস্বার্থ ভাব তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে অপসারিত হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা অন্নগত প্রাণ হইয়া ধর্ম্মচিন্তায় বিরত হইয়াছেন, শাস্ত্রালোচনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাই তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারা অধর্ম্মের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। শাস্ত্রার্থ অবগত নাই বলিয়া অনেক সময় সান্নাবস্থায়ও অখাদ্য কুখাদ্য ভোজনে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এরূপ খাদ্যে কখন কখন তাঁহাদের স্থূল শরীরের পোষণ হয় বটে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের উপাদানসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। জীবাত্মা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রাণের বল ও মনের একাগ্রতা কমিয়া আসিতেছে, এ সমুদয় কারণে তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযমে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, তাঁহারা ঘোরতর ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছেন। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনা দ্বারা তাহাদের দেহ একান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এখন আর তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবার শক্তি নাই। উচ্চ জাতীয় হিন্দুগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের আচরিত নিয়ম-পরতন্ত্রতা হারাইয়া এ সব অনিয়ম অত্যাচার সহ্য করিতে না পারায় সবংশে লয় প্রাপ্ত হইতেছেন। সাধারণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের চিরদিনই অনিয়ম চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের উহা এক প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা তাহারা অনাহার অনিদ্রা প্রভৃতির কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়াছে। সারা দিন পরিশ্রমে শীত বাত, হিম রৌদ্র ও ঝড় বৃষ্টি উপভোগ করিয়াছে। তাই তাহারা এক মুষ্টি অন্ন উদরস্থ করিতে পারিলেও কোন মতে প্রাণে বাঁচিয়া যাইতেছে। তাই তাহাদের অপেক্ষাকৃত বংশক্ষয় কম হইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেই বা কি হইবে? চিরদিনত আর অনিয়মে চলা যায় না? তাই অকাল মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা তাহাদেরও বংশ ক্ষয় হইতে চলিয়াছে।

অধিকতর ইন্দ্রিয় পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার অভাবেই এরূপ ঘটিতেছে।

সকলেরই ধর্ম্মময় জীবন গঠনের উপায় নির্দ্ধারণ করা উচিত। ব্রহ্মচর্য্য পালনে বা ইন্দ্রিয় সংযমে মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আধ্যাত্মিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের সামঞ্জস্য রাখিয়া আহার বিহারাদিতে যত্নবান হওয়া সঙ্গত। স্বধর্ম্ম প্রতি-পালনে সকলেরই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। নিয়ত সদাচার পালন করা কর্ত্তব্য। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি এবং ঐক্য বন্ধনে সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। সকলেরই জীবিকার্জ্জনের পথ প্রসরতর করিয়া লওয়া বিধেয়। স্বীয় স্বীয় বংশের গৌরব ও রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা উদ্দেশ্যে পুত্র কন্যার বিবাহে পণপ্রথা রহিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আর হিন্দুবংশ রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

উপসংহারে আমাদের নিবেদন এই—আলোচ্য বিষয় হইতে কখনও কখনও একটু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। প্রয়োজন বশতঃ আমাদিগকে অনেক বাহুল্য কথারও আলোচনা করিতে হইয়াছে। প্রতিকার উপলক্ষে সমাজ সংস্কারের কথা, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি বিশেষের কথা, চিকিৎসা প্রণালীর কথা, নানারূপ কথা বলিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান জাতির বাস তজ্জন্য দৃষ্টান্ত স্থলে মুসলমানকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। সুধী পাঠকগণ! আমাদের এ সমুদয় ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

সমালোচনা।

নীলাম্বরী —শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ, রচিত একখানা গল্পের বহি। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী, ১৭১ পৃষ্ঠা; সুন্দর এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত মূল্য (বাঁধাই) বার আনা মাত্র।

খগেন্দ্রবাবু সাহিত্য জগতে সুপরিচিত; অতএব বিশেষভাবে তাঁহার পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি আটটী বিচিত্র গল্পের সমাবেশে এই গ্রন্থ কলেবর সুসজ্জিত করিয়াছেন আমরা এই "ঠাকুরমার ঝুলীর" দিনে তাঁহার "নীলাম্বরী" পাঠ করিয়া চাটনির আস্বাদ উপভোগ করিয়াছি। খগেন্দ্র বাবুর রচনা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, যেন ভাবের সঙ্গে তানলয় রাখিয়া নৃত্য করিয়া ছুটিয়াছে। প্রথম গল্পের নায়িকা "নীলাম্বরী" লেখকের "কবিত্বময়ি কল্পনা" হইতে পারে সত্য, কিন্তু সংসারে আমরা অনেককে এইরূপ কুজ্ঝটিকার পশ্চাতে ধাইতে দেখিয়াছি। গল্পশেষে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তাহাদের চৈতন্য ফিরিতে পারে। "হতভাগা"।

"প্রত্যাবর্ত্তন" পড়িয়া সহানুভূতির অশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া উঠে! কিন্তু "ঘুমের পাহাড়" ও "বাঁশী চোর" গল্পদ্বয়ে লেখক একটী নূতন রচনা শিল্প-পদ্ধতির আভাস দিয়াছেন। গল্প লিখিতে যাইয়া আজকাল আমরা কোমর আঁটিয়া কল্পনা দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হই, অথচ অল্প আয়াসে গ্রাম্য প্রবাদগুলি সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিলে তদ্দ্বারা যেমন গৌড়জনের গলদেশও শোভিত করা যায়, সেইরূপ দেশের প্রতিও অবিচার করা হয় না। ইংরেজীতে এইরূপ অনেক আখ্যায়িকা আছে, কিন্তু আমাদের দেশে এই "ফ্যাসান," ক্রমে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে মাত্র আশা করি সাহিত্যিক দিগের করুণা দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইবে। যে কোন পাঠক যে "নীলাম্বরী পড়িয়া সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচলনের প্রার্থনা করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক—অর্থাৎ বঙ্গভাষায় পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক সচিত্র চরিতাভিধান। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত এবং বীরভূম হইতে গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই চরিতাভিধান খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। প্রতিখণ্ডে ডিমাই ৮ পেজী ৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা আছে। প্রতিখণ্ড মূল্য বার আনা। প্রথম খণ্ডের ১৩১১ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়, এ পর্য্যন্ত একাদশ খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে, একাদশ খণ্ডে ৪৪০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। হেতমপুরের সাহিত্যানুরাগী সুপ্রসিদ্ধ লোকান্তরিত রাজা মহিমারঞ্জন এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার বহন করিতেছিলেন। গ্রন্থকারের শারীরিক অসুস্থতা এবং নানাপ্রকার দৈবদুর্ঘটনার জন্য পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।

বর্ণানুক্রমে সাহিত্যসেবক গণের জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিদ্যাপতির জীবনী পর্য্যন্ত আমরা একাদশ খণ্ডের শেষভাগে দেখিতে পাই। এই গ্রন্থ শেষ হইতে আর বেশী দিন লাগিবে না। গ্রন্থখানি পূর্ণ হইলে বঙ্গভাষার একটী অমূল্যরত্ন রূপে বাঙ্গালী পাঠকের আদরের সামগ্রী হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের জীবনী সংগ্রহ করিবার এই প্রথম প্রয়াস এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি এই প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য হইয়াছে। শিবরতন বাবু যে বহু আয়াস ও কষ্ট স্বীকার করিয়া এই পুস্তকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং সেজন্য তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। ন্যায়রত্ন ও দীনেশবাবুর বাঙ্গালা গ্রন্থদ্বয়ে এবং রমেশবাবুর ইংরাজী গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু কোন গ্রন্থই সে বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই। রায় সাহেব গারাণবাবু ভিক্টোরিয়া যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে গিয়াও যে বিশেষ কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি বিশদ ইতিহাস লেখা অতীব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আশা করি মাতৃভাষা অনুরাগী কোন কৃতী ব্যক্তি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। শিবরতন বাবুর গ্রন্থ এই শ্রেণীর নহে। ইহাতে প্রায়স্থলেই সাহিত্য সেবকের জীবনী প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাবলীর সমালোচনা বা সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করা হয় নাই এবং তাহা বোধ হয় এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যও নহে। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাপতি প্রভৃতি দুই একজন সাহিত্য-সেবক সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে মাত্র। "সাহিত্য সেবক" ইতিহাস বা সমালোচনা না হইলেও

সাহিত্য-সেবিগণের পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গে সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কালে ইহা বিশে সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। শিবরতন বাবুর ভাষা প্রাঞ্জল, রচনাপ্রণালী সুন্দর, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান অনিন্দনীয় এবং মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ অতুলনীয়। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করুন এবং বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের মহৎ উপকার সাধন করুন।

২। **মায়াময়ী**—শ্রীঅমৃতলাল রায় চৌধুরী প্রণীত এবং শ্রীবিহারীলাল রায় কবিরত্ন বি, এ, কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত। মূল্য ছয় আনা কলেজ ষ্ট্রীট রায় কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী ৫ ফর্ম্মা। ৮৭ পৃষ্ঠা এণ্টিক কাগজে ছাপা।

এই কবিতাগ্রন্থখানি পাইয়া আমরা প্রীত হইলাম। ইহা নূতন ধরণের পুস্তক। বাঙ্গলা কবিতায় যেমন প্রেমিক প্রেমিকার হতাশ প্রণয় বিরহ, আলাপ প্রভৃতির ছড়াছড়ি থাকে ইহাতে তাহা নাই। কবি মানবের কৃত কার্য্যের ফল প্রদর্শন কল্পে পৃথিবী, নরক ও স্বর্গের চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই চিত্রাঙ্কণে কল্পনা তাঁহার সহচরী বলিয়া গ্রন্থে প্রকাশ। আমাদের মনে হয় শ্রীমদ্ ভাগবত অবলম্বন করিয়া তিনি নরক বর্ণনা করিয়াছেন। পাপের শাস্তি সম্বন্ধে ভাগবত হইতে এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভাবটা যে উক্ত মহাপুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস না করিয়া পারিনা। মিল্‌টন্ বা দান্তের নরক বর্ণনার সহিত ইহায় কোন সামঞ্জস্য নাই। যাহা হউক এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং সাধু ভাব লইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজন পাঠকও সংসারের অনিত্যতা, ধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি মানবের মহত্তর কর্ত্তব্যের বিষয় চিন্তা করিতে শিক্ষা করেন, তাহা হইলেই কবির শ্রম সার্থক হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

অনৃত বাদ ঃ—

বিগত চৈত্রমাসের সাহিত্য-সংহিতায় শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল লিখিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের প্রতিবাদ" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পড়া গেল। লেখক দুর্গাচন্দ্রকে সম্ভবতঃ পাঠকবর্গ চিনিতে পারিবেন। ইনি সেই জলপাইগুড়ির উকিল, যিনি ১৩১ বঙ্গাব্দে দার্জিলিং মেল ট্রেণে জনৈক সাহেবকে ভুজালি প্রহার করিয়া রাজদ্বারে আপনাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। তজ্জন্য রাজদণ্ডোপভোগ করার পর যিনি "ভাষাবিজ্ঞান" নামক এক অপূর্ব্ব ব্যাকরণ লিখিয়া পণ্ডিতগণকে

পুনরায় অভিনবভাবে বাণীসাধনার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, যিনি প্রামাণিক শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি ঐতিহাসিক সত্য উপেক্ষা করিয়া স্বীয় কল্পনা প্রভাবে "বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস" নামক পুস্তক লিখিয়া বাঙ্গলায় আরব্যোপন্যাসের সৃজন করিয়াছেন। সুতরাং এ হেন দুর্গাচন্দ্রকে পাঠক অবশ্যই চিনিতে পারিবেন।

এই বিখ্যাত সান্যাল মহাশয় প্রতিবাদের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন "প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তৎপ্রণীত 'বঙ্গেরজাতীয় ইতিহাস প্রথমখণ্ড' আমাকে উপহার দিয়াছেন। আমি তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে নগেন্দ্রবাবু জাতীয় ইতিহাস সংগ্রহ জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সুবিজ্ঞ উপদেষ্টা কর্ত্তৃক প্রণোদিত না হওয়ায় তাঁহার চেষ্টার সুফল না হইয়া কুফল হইয়াছে। তিনি কায়স্থ বলিয়া বেদ পাঠে ধর্ম্মতঃ অধিকারী নহেন। তজ্জন্য তিনি কোন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের নিকট বৈদিক বিদ্যায় শিক্ষিত হন নাই। * * * এনিমিত্ত তাঁহার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং অলীক সমালোচনা দ্বারা হিন্দু সমাজের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এজন্য আমি অতি সংক্ষেপে তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিতে বাধ্য হইলাম"। ইহা লিখিয়া উক্ত ব্রাহ্মণকাণ্ডের মুখবন্ধের ।/০ পৃষ্ঠাধৃত "দানসাগর" হইতে গৃহীত বচনের বিকৃতার্থের কথা বলিয়া ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইলেও সে যে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য করিতে পারে না, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তদনন্তর লিখিয়াছেন—অনেক কায়স্থ, কন্যা বিধবা হইলে তাহার আত্মীয়গণ ব্রাহ্মণের সেবাদাসী করিয়া দিত তাহাতে সেবাদাসীরা স্বজাতির মধ্যে কোনরূপ অপদস্থ হইত না ইহা আমরা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি। আবার এক স্থলে লিখিয়াছেন—নগেনবাবু যে সকল শাস্ত্রার্থ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল, যেমন আলোচ্য গ্রন্থের ১৩,১৪,১৫,১৬ পৃষ্ঠায় "ঐতরেয়ব্রাহ্মণ" হইতে বিশ্বন্তর ও শ্যাপর্ণ ব্রাহ্মণদের যে বাদানুবাদ পরীক্ষিৎ পুত্র জন্মেজয়ের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা প্রক্ষিপ্ত, যেহেতু জন্মেজয়ের বহু পূর্ব্বে 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণ' রচিত হয়। সুতরাং এমন কথা কুত্রাপিও নাই। আর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ও নাই—পরশুরাম প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা নির্ম্মূল করিয়াছেন, যাহারা আছে তাহারা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত ; এবম্বিধ—বহু প্রলাপ বকিয়া শেষে বলিয়াছেন—বৈদিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বসাধারণের সহিত তর্ক করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ এই জন্য তাহা হইতে বিরত হইলাম।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় কায়স্থ-সভার পুস্তকাগারে "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" (ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথমখণ্ড) এপর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই। সুতরাং তন্মধ্যে তিনি কি প্রকার ভাষার প্রয়োগ ও ভাব সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত ; এজন্য সান্যাল মহাশয়ের বিপ্রালাপের যথাযথভাবে

উত্তর দিতে পারিলাম না। ভরসা করি নগেন্দ্রবাবুই তাঁহার দান-প্রতিগ্রাহী সুধী
সান্ন্যালের সমুচিত উত্তরদানে আথান্বিত করিবেন।

প্রতিবাদকারী সান্ন্যালই যে প্রতিবাদ করিতে প্রলাপ বকিয়াছেন তা
আমরা (১) "বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলকীর্ত্তি
বিলাসনয়নঃ সারস্বতঃ ব্রহ্মণি।" বচনের সারস্বত শব্দের সুপণ্ডিত বারেন্দ্র ব্রা
অর্থ করাতেই বুঝিতে পারিয়াছি। (২) ক্ষত্রপেত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য করি
পারে না ইহাও যে নিতান্ত অদূরদর্শী কূপমণ্ডূকের আষাঢ়ের বাক্ বিন্যাস তাহা
বা কে অস্বীকার করিবে? ক্ষত্রিয়রথীতরবংশীয় ও অগ্নিবেশবংশীয় বৈদি
ব্রাহ্মণগণ যে বঙ্গের শত শত রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের গুরু ও পৌরহিত্যে
আছেন ইহা কে না জানে? কায়স্থ বিধবা ব্রাহ্মণের সেবাদাসী ছিল যে ব্যা
এরূপ কথা বলে তাহার যে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ নাই তাহা সুবিবেচক ব্যক্তি
বুঝিতে পারেন—কেননা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় সেবাদাসী জবলার পুত্র সত্যকা
ব্রাহ্মণ-সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছেন।

যাহাদের বচনার্থের বিরোধ মীমাংসার যোগ্যতা নাই তাহাদের মুখেই ঐতিহা
শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং শ্রুতিবাক্য প্রক্ষিপ্ত বলা শোভা পায়—তাই "ঐতরে
ব্রাহ্মণের "পারিক্ষিতস্য জন্মেজয়স্য বিকশ্যপে যজ্ঞে তৈ তে তত্র" শ্রুত্যাংশ প্রক্ষি
বলিতে সাহসী হইয়াছেন? কিন্তু ঐ জন্মেজয় যে ঐতরেয়ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বর্ষীয়ান্
পথব্রাহ্মণে "জন্মেজয়ং পারিক্ষিতং যাজয়াং চকার তেনেষ্ট্বা।" এবং গোপথব্রাহ্ম
তৃতীয় প্রপাঠকের ৫ম কণ্ডিকায় "জন্মেজয়ো হ বৈ পারীক্ষিতো মৃগয়াঞ্চরিষ্যন্"
রহিয়াছে তাহা বংশ-কীট-কল্প-জীব ব্যতীত আর কে অস্বীকার করিতে পা
বিবিধ পুরাণেই দৃষ্ট হয়—ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ণবেদব্যাসের নিকট
ঋক্-সংহিতা, বৈশম্পায়ণ যজুঃ-সংহিতা এবং জৈমিনি সাম-সংহিতা এবং
অথর্ব্ব-সংহিতা অধ্যয়ন করেন। পাঠক মনে রাখিবেন এই বৈশম্পায়নই পরী
পুত্র জন্মেজয়ের নিকট মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন। পৈল তাঁহারই স
তিনি নিজ শিষ্য ইন্দ্রপ্রমাত ও বাস্কলকে ঋক্-সংহিতা দুইভাবে বিভক্ত করিয়া অ
করান। ইন্দ্রপ্রমাত যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার একাংশ তিনি স্বীয় পু
অধ্যয়ন করান, তাহা হইতে মাণ্ডূকীওরস এবং ইতরা গর্ভজ মহীদাস অ
করিয়া ঐতরেয়-সংহিতা ও ঐতরেয়ব্রাহ্মণ প্রনয়ন করেন। মহারাজা জন্মে
সমসাময়িক পৈল হইতে ইতরানন্দন মহীদাস ৪র্থ অর্থাৎ প্রপৌত্র
আনুমানিক দুই শত বৎসরের পরের ঋষি; এমতাবস্থায় ঐতরেয়

জন্মেজয়ের নাম থাকায় যে ব্যক্তি উহা প্রক্ষিপ্ত বলে তাহকে নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিতে কে কুণ্ঠা বোধ করিবে? স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডে ৪২ অধ্যায়ে মহীদাসের উৎপত্তি এই ভাবে আছে—"অস্মিন্নেব মমস্থানে হারীতস্যান্বয়ে-হভবৎ ॥২৮ মাণ্ডূকিরিতি বিপ্রাগ্র্যো বেদবেদাঙ্গ পারগ ॥ তস্যাসীদিতরা নামভার্য্যা গুণৈর্যুতা, তস্যামুৎপন্নত সুত ঐতরেয় ইতি স্মৃতঃ॥" ৩০ সান্ন্যাল মহাশয় আর এক কথা বলিয়াছেন—বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় পরশুরামপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা বিনষ্ট করায় ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে এখনকার ক্ষত্রিয়, এই জন্যই উত্তরকালে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা কিন্তু পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, "ততো বিপ্রাঃ সুতাথিন্যাঃ ক্ষত্রিয়ানুপতস্থিরে, জাতয়ো জজ্ঞিরে তাসু।" * * * বিশেষতঃ "সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ * * অন্তর্তিতা বরুণো মিত্রঃ" ইত্যাদি ঋক্ও লোকলোচনের অন্তরালে নহে। তাই বলিতেছিলাম—নিজেদের বোঝা অন্যের স্কন্ধে অর্পণের জন্য এহেন অনৃতবাদের প্রয়োজন কি? আমাদের মনে হয় এইভাবে ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয়-ঔরস-সম্ভূত (মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত) সন্তানগণই উত্তর কালে ভূম্যাধিকারিত্যাদি ক্ষত্রিয়ের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের প্রতিবাদ করা উদ্দেশ্য নহে, তবে যাহা সত্য তাহাই সান্ন্যাল মহাশয়ের প্রবোধের জন্য দুই একটী কথায় বিরত করিলাম, তিনি যেন ইহাতে অসন্তুষ্ট না হন।

বিচিত্র বিস্মৃতি :—

যাহারা অন্যের ভ্রম প্রমাদ সন্ধান করিয়া আনন্দানুভব করে, ভাল বিষয় প্রায়শঃ তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে আইসে না। "আর্য্যকায়স্থ-প্রতিভা"র শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের ভাবও কথকটা এইরূপ। তিনি গত চৈত্র মাসের প্রতিভায় প্রথমেই লিখিয়াছেন—"১৩১৯ সনের আয় ৩৯৫৬।১৫ ব্যয় ৩৯৯৩।/০ অথচ মজুত তহবীল থাকিল ৩৭৫। ব্যয় বেশী হইয়া গেল তথাপি তহবীল?" কায়স্থ-সভার সম্পাদক মহাশয় যে বাষিক বিবরণী পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে কিন্তু আছে "গত বৎসর মজুত তহবীল সবে মাত্র ৩৭৫ টাকা ছিল। আলোচ্যবর্ষে মোট আদায় ৩৯৫৬।১৫ টাকা এবং ব্যয় ৩৯৯৩।/০ টাকা। এই খরচের মধ্যে ব্যাঙ্কে ৪৪৯৷৷/০ আছে।" পাঠকগণ দেখিয়া লউন সভার সম্পাদক মহাশয় কোথায় আলোচ্যবর্ষে ৩৭৫ তহবীল থাকিল বলিলেন। আর একস্থলে লিখিয়াছেন—"উপনয়নে কত ব্যয় হইয়াছে লিখিত নাই, আমাদের নিকট যে কয়জন মাণবক আসিয়াছিল, তাহারা ১নং রাজাবাগানে উপনীত হয়, কায়স্থ সভার দ্বারা একজনও হয় নাই।" সত্যের কি ভীষণ অপলাপ! উক্ত কার্য্য

বিবরণীর ৭ম পৃষ্ঠায় আয় ব্যয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার ব্যয়ে কলমে পঞ্চদশ পংক্তিটীতে কি উপনয়নের খরচ লিখিত হয় নাই? আমর জানি শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট গত বর্ষে ভাদ্রমাসে তিনি মাত্র ফরি পুরের অন্তঃপাতী ব্যাজিতপুরের শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ ঘোষ নামক একটী বালকবে পত্র লিখিয়া উপনয়নের জন্য পাঠাইয়াছিলেন এবং কায়স্থ-সভার ব্যয়ে যথাকাে উপনয়ন দিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই অল্পদিনেই তিনি একথা কেমন করি ভুলিলেন? ১নং রাজাবাগান জংসনরোডে ১৩১৯ সালে উপনয়ন হইয়াছে তাঁহার প্রতিভা হইতে কি সেই সকল উপনীত ব্যক্তিগণের নাম ও কোন্ তারিে উপনয়ন হইয়াছে তাহা দেখাইতে পারেন? ফলতঃ আমরা কিন্তু ১৩১৯ সাে ১নং রাজাবাগান্ জংসন্রোডে উপনয়ন হওয়ার সংবাদ প্রতিভা কিম্বা আনন্দবাজা পত্রিকায় সন্ধান করিয়া পাইলাম না।

অতঃপর চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন কালীবাবু কি বলিতে পারেন—চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের মূলধন হইতেই দুঃস্থ কায়স্থে সাহায্য করিয়া সেই ভাণ্ডারের অর্থ নিঃশেষ করাই সভার উদ্দেশ্য, না সংগৃহী অর্থের উৎপন্ন আয় হইতে দুঃস্থ কায়স্থকে সাহায্য করা সভার অভিপ্রায়? "ঐ ভাণ্ডারের যে কতিপয় বৃহৎ দান প্রতিশ্রুতি ছিল তাহা আদায়ের কি উপা করা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে বলিয়াছেন অর্থের সদ্ব্যবহার না দেখি লোকে দান করিতে ইচ্ছা করে না।" শ্রদ্ধাস্পদ সরকার মহাশয় প্রশ্ন জিজ্ঞা করিয়া কেন নিজেই তাহার উত্তর দিলেন পাঠকগণ তাহা সম্ভবতঃ জানেন না যেহেতু তাঁহার প্রতিশ্রুত ১০৲ টাকার মধ্যে ৮৲ টাকাই এপর্য্যন্ত বাকী আছে যাহা হউক আমরা জিজ্ঞাসা করি এই প্রতিশ্রুত টাকা আদায়ের তিনি কো উপায় করিয়া দিতে পারেন কিনা? এবং সভা হইতে যে অর্থের সদ্ব্যবহার না তাহা দেখাইয়া দিবেন কি?

প্রচার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"প্রচারকদিগের মুখ্যকার্য্য সভ্য সংগ্রহ করা। সুদূর পল্লীগ্রামে কোন প্রচারক, কায়স্থগণকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন তাহার বি এই রিপোর্টে নাই।" সভ্য সংগ্রহ না করিলে সভা কাহার বলে বল হইবে? প্রচার দ্বারা যদি সুদূর পল্লীগ্রাম প্রবুদ্ধই না হইবে, তবে অতি দূর চট্ট এবং তাহা হইতে দূরতর (সুবর্ণরেখা নদীর পরপারে) পটীয়া অঞ্চলে কি করি উপনয়ন বিস্তার হইল? আমরা আশা করি সরকার মহাশয় আমাদের কৈফিয়তে নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

তবে কি উপবীতীকায়স্থ ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্ত হইয়াছেন?

ইতিহাসে প্রসিদ্ধি আছে—ত্রিপুর রাজের সেনাপতি মুকুটরায় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম চট্টগ্রামে অবস্থান করিতেন, তৎপর সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া যশোহরের অন্তঃপাতী রায়বাঘানে স্বীয় বাহুবলে জমিদারী অর্জ্জন করেন এবং রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ও গ্রহবিপ্রের কন্যা বিবাহ করেন। এই মুকুটরায়ই কি নিম্নোদ্ধৃত পত্রের মোটুক রায়? ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মুকুটরায় ও নিম্নোধৃত পত্রের মোটুক রায় যদি অভিন্ন ব্যক্তি হয় তবে বলিতে হইবে সময়ে উপবীত কায়স্থও বিশুদ্ধ আচার-আবরণ প্রভাবে ব্রাহ্মণ-সমাজে ভুক্ত হইয়াছে।

(পত্র)

মহাত্মন্!

আপনার সুবিখ্যাত কায়স্থ-পত্রিকায় আমার এই ক্ষুদ্র তথ্যটী পত্রস্থ করিলে ভবদীয় মহৎ উদরতার নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব।

আমাদের কুলজী বা বংশাবলীর প্রথমেই দেখিতে পাই এই বংশের সর্ব্বপ্রথম পুরুষ মহারাজ পুরুষোত্তম ব্রহ্ম রায় ২৫০ আড়াই শত বরকন্দাজ সৈন্য সমভিব্যাহারে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া কামরূপ ও ত্রিপুরা অতিক্রম পূর্ব্বক চট্টলে চন্দ্রশেখরে উপনীত হন। একমাত্র কিম্বদন্তি বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে যে উক্ত পুরুষোত্তম রায়ের পিতা গৌড়াধিপতি মহারাজ নরেন্দ্র সিংহব্রহ্মযবন কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইলে তিনি আপন পুরোহিত ও পুরোজনসহ শ্রীশ্রী৺নবদ্বীপ ধামে উপস্থিত হন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ তথায় অতিবাহিত করেন।

পুরুষোত্তম রায়ের পৌত্র মোটুকরায় তদানীন্তন মগ শাসনাধীন চট্টগ্রামে আরাকান রাজ কর্ত্তৃক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কোন কারণ বশতঃ রাজ-সরকারের সহিত বিবাদ করিয়া আরাকান রাজ্যের শত্রুপক্ষীয় মুসলমানদিগের হস্তে রাজ্য সমর্পনপূর্ব্বক চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়া যান, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ রায় বাঙ্গলার তাৎকালিক নবাবের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া 'মজুৎদার' বা 'মজুমদার' উপাধি লাভ করেন। এবং তাঁহারই উত্তরাধিকারী কালীরায় বা কালাচাঁদ রায়চৌধুরী আরাকান রাজসরকারের 'গোসাঞি' উপাধির সহিত গৃহীত হন এবং বাসোপযোগী কয়েকখণ্ড ভূমি জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন; এইস্থান প্রাচীন কিয়দ্দূরে ... হইতে অধুনাতন 'কধুর' নামে পরিচিত। ঐ স্থান উক্ত কালীরায়ের বংশধর ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বাসভূমি। তদবধি এই বংশ "কালীগাই" আখ্যা প্রাপ্ত হয়, এই বংশীয় প্রাচীন ব্যক্তিদিগের নিকট অবগত হওয়া যায় যে উক্ত পুরুষোত্তম রায়ের বংশাবলা উত্তর

কালে নদীয়া, ত্রিপুরা প্রভৃতি বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতে ছিলেন, হায় এখন তাঁহারা হয়ত কালসাগরের ভীষণ প্রবাহে কোথাও ভাসিয়া গিয়া থাকিবে, না হয় অতীত গৌরবের স্মৃতিটুকু বুকে করিয়া কোন প্রান্তরে আত্মগোপন পূর্ব্বক নীরবে এই দীনের মত অশ্রু বিসর্জ্জন কতিতেছেন অথবা কোনও প্রান্তরকে এখনও আলোকিত করিতেছেন।

অধুনা উক্ত নরেন্দ্র সিংহ ব্রহ্ম কিম্বা তাঁহার বংশধরগণের অবতংস অন্য কুত্রাপি কেহ বসবাস করিতেছেন কিনা তাহা আপনার পত্রিকার পাঠক বৃন্দের মধ্যে কোন মহাত্মা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে বড়ই বাধিত হইব। ইতি—

জেটী আফিস্ ডবল্‌মুরিং, চট্টগ্রাম, নিবেদক
২৩।৪।১৪ শ্রীনূতনচন্দ্র বর্ম্মা।

প্রচার :—

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী নওপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার নাগবর্ম্মা মহাশ সভার সভ্য। বিগত ২৭শে চৈত্র তিনি নিজ ব্যয়ে উক্ত জেলার অন্তর্গত পীরগ গ্রামে গিয়া শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে এক সভা করিয়া কায়স্থ সভার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়াছেন। ইহাতে তথায় কয়েকজন সভার সভ্য ও এ জন পত্রিকার গ্রাহক হন। অন্যদিকে সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ত শীশচন্দ্র বর্ম্ম মজুমদা মহাশয় বীরভূম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে কএক স্থানে সভা করিয়া চারি সভার সভ্য করিয়াছেন এজন্য উভয়কেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিই।

উপনয়ন :—

১লা চৈত্র, ১৩১৯। ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেঘরিয়া নিবাসী যশস্বী দেওয় পরিবারের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযু হরচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদচন্দ্র রায়, শ্রীযু হরমোহন কর, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কর, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার কর, শ্রীযু কামাক্ষ্যাকুমার কর, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন কর, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার কর, শ্রীযু প্রসন্নকুমার দেব, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার দেব শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দেব এই ১৩জ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় লিখি ছেন—"ব্রাহ্মণগণ মধ্যে সামাজিক ঝগড়া অবশ্যই আছে, কিন্তু হিংসাপ্রণো কুসংস্কার আর নাই। এই উপনয়নে বাশাইল নিবাসী বাগ্মীপ্রবর পণ্ডিত শ্রীযু মদনমোহন বিদ্যানিধি, হাঁসড়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার বিদ্যাল

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় যথাশাস্ত্র বৈদিক বরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং স্ব গ্রামের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভবনাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত হরলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও সকল সামাজিক স্বজাতিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২৯শে চৈত্র, ১৩১৯। হুগলী জেলার অন্তর্গত পানিসেহোলা নিবাসী হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বিএ, ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার মিত্র বিএ, যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। সারদাবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা ষোড়শীবাবুর পরিবারে সকলেই এখন উপবীতী হইলেন। ইঁহা-দেরকুল-পুরোহিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য্য ও কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি উপস্থিত হইয়া কার্য্য করান।

৫ই বৈশাখ, ১৩২০। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাও নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিজ বাটীতে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

২৫শে বৈশাখ, ১৩২০। কলিকাতা ৮৩।১নং গ্রেষ্ট্রীট, কায়স্থ-সভার কেন্দ্রে, হাবড়া জেলার অন্তঃপাতী বায়ড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবপদ ঘোষ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

বিবাহ :—

(আন্তর্গণিক)

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩১৯। জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ জেলা। পাত্র—খুলনা জেলার অন্তর্গত কাঁঠাল গ্রাম নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসভার সভ্য শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বর্ম্মরায়, বি এ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বর্ম্মরায়। পাত্রী—জিয়াগঞ্জ নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ বর্ম্মমজুমদার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শৈবলিনী দেবী। নানা আপত্তি সত্ত্বেও বরপক্ষের আত্মীয় সামাজিক প্রধান প্রধান কুলীন মৌলিক কুড়িজন বরযাত্রী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১২ জন উপবীতী ছিলেন এবং বিবাহ অন্তে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রায় ২০০ সামাজিক কায়স্থপাকস্পর্শে এক পংক্তিতে আহার করিয়াছিলেন। ওদিকে জিয়াগঞ্জে একমাত্র টাকী-শ্রীপুর ব্যতীত কন্যাকর্ত্তার সমুদয় স্বশ্রেণী ও

প্রায় ১৫ জন উত্তররাঢ়ীয় এবং দাক্ষিণরাঢ়ীয় বিবাহ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং বরভোজনে এক পংক্তিতে আহার করিয়াছিলেন। বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় মধ্যে এই উভয়ই মৌলিক হইলেও সকলেরই সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছে।

ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ ঃ—

(দান সাগর)

১১ই বৈশাখ, ১৩২০। জেলা রংপুরের অন্তর্গত হরিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধে বগুড়া, রাজসাহী, কলিকাতা, বাকলা ও স্ব জেলাস্থ প্রসিদ্ধ অধ্যাপকবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং বাকলা ব্যতীত সকলস্থানের অধ্যাপকগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই তেরদিনের মধ্যে সরকার মহাশয়দ্বয় এই দান সাগর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ বিবিধ প্রকার তৈজসাদি দানপাত্র ও প্রচুর দক্ষিণা পাইয়া নানা দিক্‌দেশে তাঁহাদের যশোমুখরিত করিতেছেন।

২৪শে বৈশাখ ১৩২০। জেলা বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ বানরীপাড়ার বসন্তকুমার গুহঠাকুরতা বিশ্বাস মহাশয় গত বর্ষে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার লোকান্তর হওয়ায় তদীয় আত্মজ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার গুহ বর্ম্ম বিশ্বাস ত্রয়োদশাহেই আদ্যকৃত্য ও বৃষোৎসর্গ সম্পন্ন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

নবম অধিবেশন।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩১৯, রবিবার, সন্ধ্যা ৬॥০ টা,

৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

(উ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা (সভাপতি)।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মশাস্ত্রী।
(দ) „ গোপালচন্দ্র দে।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ বর্ম্মা গুহ রায়।
(দ) „ রায় বিনোদবিহারী বসু।
(ব) „ বিহারীলাল রায় বর্ম্মকবিরত্ন।
(দ) „ সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মপ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি।
(ব) „ কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেব বর্ম্মভাবসাগর।
(উ) „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা } সম্পাদকদ্বয়।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা }

কোন্নগর শাখাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অদ্যকার সভায় কোন অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভার কার্য্য সমর্থন করত পত্র লিখিয়াছেন।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত এবং মাঘ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

(ব) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত রায় বি এল্, উকীল, সাং সেরপুর টাউন্, ময়মনসিং জেলা।
(দ) „ কামিনীকুমার দাস, বি এল্, উকীল, সাং রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম জেলা।
(ব) „ কৈলাসচন্দ্র নাগ তালুকদার, সাং সেরপুর টাউন পোঃ, ময়মনসিং জেলা।

(ব) „ গোবিন্দনাথ রায়, জমিদার, সাং তিল্লি পোঃ, ঢাকা জেলা।
(দ) „ প্রসন্নকুমার সেন, উকীল, সাং পটিয়া পোঃ, চট্টগ্রাম জেলা।
(দ) „ প্রাণকৃষ্ণ বল, এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, সাং ব্যাণ্ডেলরোড, চট্টগ্রাম জেলা।
(ব) „ মহর্ষি ভুবনমোহন কর রায়, সাং দিনাজপুর।

প্রস্তাবক—দিনাজপুরের মহারাজাবাহাদুর (পত্রযোগে)।

(দ) শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ, বি এল্, উকীল, সাং দেওয়ানবাজার রোড, চট্টগ্রাম।
(দ) „ যামিনীকান্ত সেন, বি এল্, জমিদার, সাং হস্‌পিট্যাল রোড, ঐ
(ব) „ সারদাচরণ ঘোষ, এম্ এ, বি এল্, গভর্ণমেণ্ট উকীল, সাং ময়মনসিং।

উপরের লিখিত দশজনের মধ্যে নয়জন কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় সভার সভ্য করা জন্য প্রস্তাব করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। বর্ত্তমান বার্ষিক অধিবেশনের স্থান, দিন নির্ণয় ও প্রস্তাবাবলী নির্দ্ধারণ। সম্পাদক শ্রীশরৎকুমার মিত্র মহাশয় বীরভূমের জেলা জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সিউড়ী হইতে ইং ২৭।২।১৩ তারিখে তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন এবং ঐ তারিখেই সিউড়ীর কায়স্থ-সভার সম্পাদক যে তার বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন তাহা সভার সমক্ষে পড়িয়া জানাইলেন।

"SURI,
27th February, 1913.

LETTER)

My dear Saratkumar,

I shall be going to Calcutta for the Sivaratri holidays on the 6th and 7th March. We must settle something about the Kayastha Conference at Birbhum. I will look your father and yourself up. It appears that the North Bengal Literary Conference *will* take place during Easter. If the Maharaja of Dinajpore does not come, or does not stay, the function will be shorn of a great deal of its importance.

Yours sincerely,
B. C. MITRA."

(TELIGRAM)

"SECRETARY, BANGADESHEEYA KAYASTHA SABHA,
85, Grey Street, Calcutta.

Kindly postpone public announcement of anniversary at Birbhum pending president's arrival at Calcutta.

Secretary, Kayastha Sabha.
Suri, 27-2-13"

বীরভূমের জজ মিত্র মহাশয়ের পত্র শুনিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে বীরভূমের সদর টাউন সিউড়ী নগরীতে গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে একাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে, তবে ঠিক্ কোন্ কোন্ দিন হইবে তাহা বরদাবাবু কলিকাতা আসিলে সারদাবাবু ও সম্পাদকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন।

বার্ষিক অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় সমূহ নির্দ্ধারণ জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটী কমিটী গঠিত হইল। তাঁহারা আগামী রবিবার অপরাহ্ণ ৫টায় এই স্থানে সমবেত হইয়া প্রস্তাবাবলী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিবেন।

কমিটীর সভ্য :—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা (সহঃসভাপতি)।
(ব) „ বিহারীলাল রায় বর্ম্মা।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা }
(উ) „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা } সম্পাদকদ্বয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) সম্পাদক মহাশয় বলিলেন মফঃস্বলের মেম্বর কিম্বা পত্রিকার গ্রাহকদিগকে প্রাপ্ত টাকার বিল দেওয়ায় ডাকব্যয় ও ছাপার বৃথা খরচ বৃদ্ধি হইয়াছে, অতএব এতৎসম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিল দেওয়ার নিয়ম পরিবর্ত্তন আবশ্যক। উপস্থিত সভ্যগণ বলিলেন ১৩২০ সাল হইতে ডাকে প্রাপ্ত টাকা পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার করিলেই হইবে।

(খ) সম্পাদক মহাশয় নবদ্বীপ শ্রীধাম প্রচারণী সভার ১২ই ফাল্গুনের পত্রের মর্ম্ম সভায় প্রকাশ করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে চৈত্র সংখ্যায় কায়স্থ-পত্রিকায় বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন স্তম্ভে তাঁহাদের বিজ্ঞাপনটী একবারমাত্র প্রকাশ করা হউক।

(স্বাক্ষর)	(স্বাক্ষর)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।	শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সম্পাদক।	সহঃসভাপতি।
	২।১২।১৯

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

দশম অধিবেশন।

২রা চৈত্র, ১৩১৯, শনিবার, রাত্রি ৭॥০টা।

৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা, সহঃসভাপতি (সভাপতির আসনে)।
(দ) „ বিজয়লাল দত্ত।
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মা।
(বা) „ কৃষ্ণচরণ বর্ম্ম মজুমদার।
(ব) „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(দ) „ মন্মথমোহন বসু বর্ম্মা।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)।
(দ) „ রায় নীরোদকৃষ্ণ দত্ত (সাধারণ সভ্য)।

গত কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও **ফাল্গুন মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

(ব) শ্রীযুক্ত জগন্মোহন সরকার, সবজজ, হাং সাং চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী।

(বা) „ প্রাণকৃষ্ণ সরকার, সাং পতিসর পোঃ, রাজসাহী জেলা।
(বা) „ বরদাগোবিন্দ সিংহ, সাং মুরাদপুর পোঃ, লক্ষ্মণহাটী, রাজসাহী জেলা।

বারেন্দ্র কায়স্থদ্বয়কে সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের আলোচ্য প্রস্তাবাবলী যাহা নবম অধিবেশনের নির্ব্বাচিত কমিটী প্রণয়ন করিয়াছে সম্পাদক মহাশয় তাহা সভায় প্রদর্শন করিলে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে একাদশটী প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল :—

প্রথম প্রস্তাব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্বপ্রতিপাদক যে মন্তব্য গৃহীত হইয়া আসিতেছে এ সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন।

শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অশৌচাদি ক্ষত্রিয়বর্ণানুমোদিত আচার প্রতিপালনের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। কায়স্থমণ্ডলী এতদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য এই সভা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। এই সভা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত ও সকলের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচারী হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন।

তৃতীয় প্রস্তাব। বঙ্গের উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে কায়স্থ-সভা কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থ-সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। (ক) কায়স্থ-সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সহায়হীনা কায়স্থ বিধবার সাহায্য সঙ্কল্পে চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার স্থাপিত আছে। এই সভা তদ্‌ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থমাত্রেরই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের সাম্বৎসরিক পূজা, আগন্তুক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, সভায় শাস্ত্রীয়গ্রন্থ সংরক্ষণ ও কায়স্থ জাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ-যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার স্থান, আফিসের কার্য্যাদি এবং মাসিক অধিবেশনের স্থানের জন্য কলিকাতার কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের আবশ্যকতা এই সভা অনুভব করিয়া কায়স্থ সাধারণকে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। এই সভা কায়স্থমাত্রেরই উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। যাহাতে কায়স্থ-সমাজের মধ্যে উচ্চশিল্প, ব্যবসায় বিষয়ক শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি হয়, তজ্জন্য সকলকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সকলের নিকট যথাসাধ্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

সপ্তম প্রস্তাব। কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য সকল কায়স্থ-প্রধান স্থানে শাখা-সমিতির গঠন ও পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত প্রচার-সমিতির কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য এই সভা কায়স্থমাত্রকেই অনুরোধ করিতেছেন।

অষ্টম প্রস্তাব। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন।

নবম প্রস্তাব। কায়স্থ প্রতিনিধিবর্গ, গত বর্ষের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে ধন্যবাদ।

দশম প্রস্তাব। আগামী বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণ।

একাদশ প্রস্তাব। অভ্যর্থনা সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

তৃতীয় প্রস্তাব। বিবিধ (ক) সম্পাদক মহাশয় বলিলেন "সভার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বেতন আরও মাসিক ১৫৲ টাকা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়াছেন। বাস্তবিক ইনি যেভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া স্বজাতির জন্য মনের একাগ্রতা ও কার্য্যশক্তি, হৃদয়ের ভালবাসা নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে এ আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে আমি এই সভাকে অনুরোধ করি। এবার সভার যে দুইশত জন নূতন সভ্য হইয়াছেন তাহার প্রায় অর্দ্ধেক একমাত্র ইঁহারই যত্নে হইয়াছে।"

সম্পাদক মহাশয়ের এপর্য্যন্ত বলা হইলে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন—"সম্পাদক মহাশয়ের এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"আপাততঃ আর ১০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যাউক।"

অতঃপর ইহাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে আগামী বৈশাখ হইতে মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা হিসাবে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়কে বেতন দেওয়া হইবে।

(খ) বগুড়া জেলার অন্তর্গত মাদলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র দাস তাঁহার পুত্রদ্বয়ের পড়ার খরচের সাহায্য প্রার্থী হইয়া যে আবেদন পত্র পাঠাইয়াছেন তদ্বিরণ সভায় প্রকাশ করিলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন "আবেদনকারীকে জানান হউক যদি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে কলিকাতা রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন তবে তাহাকে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত আর্য্য-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করান যাইতে পারে। নতুবা সভার সেরূপ অর্থ সঙ্গতি নাই যে কাহাকে পড়ার খরচ সাহায্য করিতে সমর্থ হয়।"

(গ) শ্রীযুক্তা লাবণ্যবতী দাসীর সাহায্য প্রার্থনা পত্রের মর্ম্ম সভায় প্রকাশ করিলে উপস্থিত সকলে বলিলেন সভা হইতে সাহায্য করিবার কোন উপায় নাই তবে আবেদনকারিণীর শ্বশুর আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে সভার হইয়া আমরা কিছু কিছু দিতে পারি। ইহা আবেদনকারিণীকে জানান হউক।

(স্বাক্ষর)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
সম্পাদক

(স্বাক্ষর)
শ্রীবসন্তকুমার বসু।
সভাপতি
১৬।১।২০

শ্রীজয় গোপাল নন্দী-বর্ম্মা। সাং কেন্দুয়া ৩।৭।২০

কায়স্থ-পত্রিকা

আষাঢ়, ১৩২০। } নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

নিবেদন।

এস এস ভ্রাতৃগণ মিল পরস্পর
শুভক্ষণ শীঘ্র শীঘ্র উচিত সবার
বিলম্বেতে কার্য্য নষ্ট
শাস্ত্রের বচন স্পষ্ট
মিলনের শান্তিসুখ সুখ যে অপার
এস এস ভ্রাতৃগণ মিলি পরস্পর। ১

অতুল ভ্রাতার স্নেহ ভক্তি প্রীতি আর
ভুলিতে সে প্রেম সাধ্য আছে বা কাহার
ইথে কেন উপেক্ষিয়া
পরমুখ অপেক্ষিয়া
কর্ত্তব্য কি আর থাকা উচিত তোমার
এস এস ভ্রাতৃগণ মিল পরস্পর। ২

আহা! ভ্রাতৃ স্নেহকিবা স্বজাতীয় টান
একরক্তে জনমের সুন্দর প্রমাণ
দেখেছ স্বচক্ষে তাহা
অদ্ভুত মিলন যাহা
যে ভ্রাতৃগণ ত্যজি এথা অবস্থান
সে ভ্রাতার স্নেহ হৃদে নহে অবসান। ৩

দেশ দেশান্তর হতে প্রীতিপূর্ণ মনে
ভক্তি স্নেহ অনুরাগে ভ্রাতৃ সম্বোধনে
সবই প্রভেদ ভুলি
ভাই ভাই ভাই বলি
আনন্দে বিভোর হের স্বজাতীয়গণে
তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ দেখিলে নয়নে। ৪

চক্ষু কর্ণের কি ভ্রম ঘুচেনি এখন
বল কি তোমার আছে সন্দেহ কারণ
আর কেন উপেক্ষিয়া
ভ্রাতৃগণ নিরখিয়া
শাস্ত্র স্বজাতির সঙ্গে করনা মিলন
সংসার আবাসে এই সুখের কারণ। ৫

শূদ্র পরিচয় দেয় নীচ সেইজন
এহেন কায়স্থ ধর্ম্ম কখন এমন
হেঁট মুখে আর কেন
ঘুচাও জাতীয় মান
অপমান সহ্য অতি লজ্জার কারণ
এ হেন অশান্তি ভোগে কায কি পণ। ৬

দেখ পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলা কি গৌরবে
ধনে মানে গণ্যমান্য অতুল বিভবে
বিজয় পতাকা তুলি
তারা সবে গেলা চলি
পরিচিত লোক মাঝে অতুল প্রভাবে
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বলি তাই ঘোষে সবে। ৭

বিদ্যা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠগুণে কেনা গুণান্বিত,
জগত করিত লক্ষ্য যাদের সতত
সেই বংশে জনমিয়ে
থাক নীচ পদাশ্রয়ে
নীচ লোকে মন্দ ভাষে এই কি উচিত
ছি ছি ছি! এর চেয়ে কি আছে ঘৃণিত। ৮

তুলি স্বজাতির প্রেম নীচ সহবাস
এ অতি লজ্জার কথা লোক পরিহাস
সুন্দর জাতীয় রীতি
নীতিপূর্ণ খ্যাতি অতি
যে গুণ বাখানে ধরা যশের সুবাস
সেই যশকীর্ত্তি ছাড়ি করো না অযশ। ৯

পরস্পর দ্বেষ হিংসা কর পরিহার
জাতীয় উন্নতি পথে হও অগ্রসর
নীচ লোকে মন্দ কবে
তোমরা কি আর সবে
উপযুক্ত নহে এই নয় লোকাচার
ন্যায় দরশনের চক্ষে এই কি বিচার! ১০

ভেবে দেখ পূর্ব্বাপর মোদের করম
কেন বা এখন তার কর ব্যতিক্রম
বিষ হারাইয়ে ঢোঁড়া
পা থাকিতে হও খোঁড়া
অহঙ্কার যাহা সেটা মনের গরম
সকলেই ভাই ভাই জানিও ধরম। ১১

এস সব ভ্রাতৃগণ মিলি এক ঠাঁই
পরস্পর পরস্পরে যে দুঃখ জানাই
সবে ভিন্নভাব ত্যজি
ভাই ভাই স্নেহে মজি
ভ্রাতৃস্নেহে বশীভূত থাকিব সবাই
এর চেয়ে এ জগতে সুখ নাই ভাই। ১২

এস সবে ভ্রাতৃগণ স্নেহপূর্ণ মনে
জাতীয় অভাব দূর করি প্রাণপণে
পুরুষ ক্রমিক ধারা
মোদের সন্তান যারা
শিখাও সে রীতিনীতি সবে সযতনে
জগত পূরিবে যশে থাকিবে সম্মানে। ১৩

চিত্রগুপ্ত বংশজাত যদি নিজে ভাব
ক্ষত্রাচার ক্ষত্রধর্ম্ম তাহার গৌরব
ছাড় যত কদাচার
নীচ সহবাস আর
যশে পূর্ণ হবে ধরা জাতীয় স্বভাব
রবে না কখন আর কাহার অভাব। ১৪
কায়স্থের সদাচার লক্ষণ যে মত
যে জন কায়স্থ সেই তাহা অবগত
বিদ্যা যশ সহিষ্ণুতায়
সদাচার প্রতিষ্ঠায়
রাজভক্ত হয়ে থাক রাজ অনুগত
যে গুণে কায়স্থগণ ছিল যে বিখ্যাত। ১৫
এস সব ভ্রাতৃগণ মিলিয়া ত্বরায়
উদ্ধারি জাতীয় ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ যাহা হয়,
রাখি পূর্ব্ব যশ কীর্ত্তি
ছাড়িব কুরীতি নীতি
উচ্চ জন নীচদিকে কখন না যায়
এস সব ভ্রাতৃগণ বিলম্ব কি সয়। ১৬

শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ

গায়ত্রী দীক্ষা।

১

কর্ণে শুনি মন্ত্র শব্দ দীক্ষা সুধু নয়,
ক্রিয়া আছে তার সঙ্গে জানিহ নিশ্চয়।
আকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ করিলে বপন,
অভীষ্ট ফলের আশা করা অকারণ।

২

শরীরী উপেক্ষা করি শরীর-সর্ব্বস্ব,
ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাই, হারালে নিজস্ব!
সচেতনে কর সবে দেহের কর্ষণ,
দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় জ্যোতিঃ করহ দর্শন।

৩

'ধীমহি' মুখেতে বলি, হইবে কি ধ্যান,
না দেখিলে ধ্যান নাই জানে তা অজ্ঞান।
দীক্ষাকালে কয়জনে দেখেছ সে জ্যোতিঃ,
'তৎ সবিতু বরেণ্যং' অনুমান ইতি।

৪

অভিমানী বিপ্রসুত সত্য বল ভাই,
গায়ত্রীর অর্থ মত দীক্ষা কোথা পাই।
উন্মিলিত না হইলে ঊর্দ্ধেতে নয়ন,
বৃথা কেন বল হল এই উপনয়ন॥

৫

ভূর্ভুবঃ স্বর্গলোকে পরিব্যাপ্ত যিনি,
সেই জ্যোতির্ম্ময় বিভু, সর্ব্ব ঘটে তিনি।
মেদ বারি তেজ বায়ু আকাশে বিকাশ,
কিন্তু কেহ নাহি পারে করিতে প্রকাশ।

৬

রবি শশী গ্রহ আদি তারকা নিচয়,
যাঁর আলো ল'য়ে হৃদে, আলোকিত হয়।
সেই স্নিগ্ধ স্থির জ্যোতিঃ জীবের কারণ
দ্বিজগণ ধ্যানে তাঁরে করুন ধারণ।

৭

দ্বৈত হীন এক তিনি পরমা প্রকৃতি,
সাবিত্রী, গায়ত্রী, গীতা সন্ধ্যা দিবা রাতি।
অখণ্ড মণ্ডলাকারে সকলেতে স্থিতি,
গুরুদত্ত জ্ঞানচক্ষে দেখ তাঁরে নিতি।

৮

মন প্রাণ বুদ্ধি আদি চালিত যে বলে,
প্রাণায়াম জান সব যোগের কৌশলে।
এক হ'য়ে দুই তিনি প্রকৃতি পুরুষ,
সগুণ নির্গুণ তিনি দেখ ল'য়ে হুঁস।

৯

সেই নিত্য সত্য বস্তু করহ সন্ধান
পাইলে নিশ্চয়, তাঁরে হইবে প্রধান।
শৌর্য্য-বীর্য্যশালী হবে শান্তশিষ্ট বীর,
আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মরত প্রশান্ত সুধীর।

১০

গলে সূত্র ধরিলেই তাঁরে নাহি পাবে,
নাচাশয়ে নীচভাবে কেবা সেথা যাবে।
ছাগ গরু গলে রজ্জু দেখিবারে পাই,
ক্ষত্রিয়ত্ব ব্রাহ্মণত্ব তাতে কিছু নাই।

১১

ক্ষত্রিয়ের তেজ বৃদ্ধি সত্যের পালনে,
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব সত্যকে ধারণে।
স্বল্পমাত্র সত্যসেবি 'বৈশ্য' নাম ধরে,
সত্যহীন নীচ শূদ্র সত্যহীনে মরে।

১২

গুণের আদর সবে ভুলিলে যে দিন,
সেই দিন হ'তে সবে হইতেছ হীন।
'কুলীন ব্রাহ্মণ' পূজ্য চিরদিন রয়,
সত্যধরি গুণসেবি গুণী যদি হয়।

শ্রীবর্ম্মণঃ

নীতি বর্ত্তিকা।

(১)

যথা পুত্রো মনুষ্যাণাং সর্ব্বথা সুখদায়কঃ।
তথৈব সুখদং ক্ষেত্রং নানা শস্যফলপ্রদম্॥
পুত্র যথা মানবের সুখের নিদান,
ক্ষেত্রও তদ্রূপ নানাশস্য করে দান।

(২)

কৃতঘ্নপোষণং দুঃখং দুঃখঞ্চ পর সেবনম্।
কৃপণস্য সমং মৈত্রীং দুঃখঞ্চ ঋণ-যাতনম্॥
কৃতঘ্ন পুষিয়া বড় দুঃখ হয় মনে,
নিদারুণ দুঃখ সদা পরের সেবনে।
কৃপণের মিত্রতায় বড় দুঃখ হয়,
ঋণের যাতনা দুঃখ প্রাণে নাহি সয়।

(৩)

লৌহগৃহ নিবাসশ্চ বসতিঃ ক্রোধিনা সহ।
সঙ্গমঃ কুটিলৈঃ সার্দ্ধং মনঃ শান্তি বিনাশনম্॥
টিনের আলয় আর ক্রোধী সহবাস,
শঠের মিলনে মন শান্তির বিনাশ।

(৪)

ভক্ত্যাচ ভগবান্ বদ্ধঃ শক্ত্যা বদ্ধা বসুন্ধরা।
নব্যাঃ বদ্ধাঃ সুযুক্ত্যাচ কর্ম্ম বদ্ধো নরঃ সদা॥
ভক্তিযোগে ভগবান সদা বাধ্য রন্,
শক্তিযোগে বসুমতী বশীভূত হন্।
যুক্তিবলে নব্য দল নত অবিরত।
স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম বলে নর অনুগত।

(৫)

তৃণস্য তৃণ সংযোগাদ্ বলবৃদ্ধিঃ সুনিশ্চিতা।
লৌহ সূত্র সমাযোগ স্তম্ভৈব নাশ কারনম্॥
তুলভঙ্গ কলৌ কালে স্বজাতি প্রীতি বন্ধনম্।
বিভিন্ন জাতি সাঙ্কর্য্যং সর্ব্বেষাং দুঃখদং সদা॥

তৃণের সহিত তৃণ হইলে মিলন,
পরস্পর হয় বল বৃদ্ধির কারণ,
সংযোগ হইলে তৃণ লৌহসূত্র সনে,
নাশের কারণ সদা অসম-মিলনে।
কলিকালে সুদুর্ল্লভ স্বজাতি প্রণয়
সাঙ্কর্য্য দুঃখের হেতু জানিবে নিশ্চয় ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীভৈরবচন্দ্র হোম চৌধুরী।

বাঙ্গালার রাজবংশ।

মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় তিনটী পরাক্রান্ত রাজবংশ রাজত্ব করিয়া-ছিলেন ; প্রথমতঃ শূরবংশ, তৎপর পালবংশ এবং সর্ব্বশেষে সেনবংশ। ঐতিহাসিক যুগের বাঙ্গালার ইতিহাসের এই তিনটী রাজবংশের বিবরণই প্রধান বর্ণণীয় বিষয়। বস্তুতঃ যাঁহাদের প্রভাব এককালে সুদূর কাশ্মীর, গুজরাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, যাঁহারা প্রবল পরাক্রান্ত সমসাময়িক শত শত নৃপতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও বাঙ্গালার স্বাধীনতা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, যাঁহাদের ব্যবস্থা আজও বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে, তাঁহারাই যে বাঙ্গালার ইতিহাসের উজ্জ্বলরত্ন, বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরবের স্তম্ভ-স্বরূপ সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই সব রাজন্যবৃন্দ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে এবং আজও হইতেছে ; কিন্তু এই প্রকার আলোচনা দ্বারা তাঁহাদের জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, আজ আমরা তাহারই সার সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিব।

বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিয়া থাকেন কায়স্থগর্ণ রাজার জাতি—সমুৎপন্ন। তিনি যে ইতিহাসের প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া শুধু স্বজাতি বাৎসল্যে প্রণোদিত হইয়াই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন এইরূপ বিবেচনা করিবার কোনই কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত যতটুকু ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবুর উক্তির সপক্ষে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমরা অন্যান্য গ্রন্থকার হইতে এইরূপ দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে কায়স্থেতর জাতির লেখনী হইতেও নগেন্দ্রবাবুর উক্তির অনুকূল মত প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিণী" "আইন-ই-আকবরী" এবং "গৌড়ের ইতিহাস" (শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী কৃত) প্রভৃতি আমাদের আলোচ্য বিষয়।

শূরবংশের সর্ব্বপ্রধান নৃপতির নাম আদিশূর। এই আদিশূর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় ; কাহারও মতে আদিশূর নামে কোন রাজাই বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন নাই (গৌড় রাজমালা) ; আবার কাহারও মতে গৌড়েশ্বর জয়ন্তের নামান্তরই আদিশূর "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্ত সুতেন চ" কুলপঞ্জিকার এই উক্তি এই মত বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া থাকে। কেহ বলেন মহারাজ আদিশূরের সময়েই বঙ্গদেশে প্রথম পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ আগমন করেন (কুলগ্রন্থ সমূহ)। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও যে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমন হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কিন্তু আদিশূর কোন্ জাতীয় নৃপতি ছিলেন তাহা আজকাল একপ্রকার ঠিক হইয়া গিয়াছে। গৌড়ের ইতিহাসে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—"সম্ভবতঃ শূরবংশ কায়স্থ জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন।" (১ম খণ্ড ৮২ পৃঃ) কিন্তু কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায় যে, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে বঙ্গে আসিয়া গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা কল্যাণী দেবীকে বিবাহ করিয়া লইয়া যান। (রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গ, ৬৬ পৃঃ বঙ্গবাসী সংস্করণ)। মহারাজ জয়াপীড় কায়স্থ ছিলেন, অতএব তাঁহার বিবাহ ব্যাপারে আদিশূরকে কায়স্থ বলিয়াই অনুমিত হয়। বঙ্গদেশে শূর উপাধিধারী অনেক কায়স্থ আজও আপনা-দিগকে শূররাজগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই সব কারণে আমরা শূর বংশকে কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাতির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না। বস্তুতঃ বঙ্গের প্রথম রাজবংশ যে কায়স্থ ছিলেন তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এই শূরবংশীয় নৃপগণ কায়স্থ হইলেও ক্ষত্রিয়াচারী ছিলেন। অন্যান্য দেশের ক্ষত্রিয় রাজ পরিবারে তাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। আদিশূর নিজেই কাশী-রাজ দুহিতা চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পালবংশীয় রাজগণ প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে জাতি বিচার নাই, তাই পালরাজ গণের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলেও তাহাতে তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে পালরাজবংশ যে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চেদি, হৈহয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজবংশের সহিত তাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল :—

পালবংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্ম্মপাল দেব রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রন্না দেবীকে বিবাহ করেন (মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন, এবং কাঠী ও পৈঠন হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন)

চতুর্থ রাজা বিগ্রহ পালদেব হৈহয় বংশজাতা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন (নারায়ণ পাল দেবের তাম্রশাসন)

ষষ্ঠ নরপতি রাজ্য পালদেব রাষ্ট্রকূটরাজ তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করেন (মহীপাল দেবের তাম্রশাসন)

এইরূপে পালরাজগণের সঙ্গে রাষ্ট্রকূট, হৈহয়, ও লিচ্ছিবি রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল।

"গৌড়ের ইতিহাসে" রজনীবাবু একস্থানে লিখিয়াছেন, "পালবংশীয় দিগের আত্মীয় স্বজন পরে কায়স্থ জাতির অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় (১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ)। আমরাও এই মত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

সেন রাজগণ তাম্রশাসনে আপনাদিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু তথাপি তাঁহাদের জাতি লইয়া কম টানাটানি হয় নাই। সেনরাজগণ ব্রহ্মক্ষত্রিয় হউক কি আর যাহাই হউক, সর্ব্বশেষে যে তাঁহারা কায়স্থজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সেনবংশের অ পতনের কালে দনোজামাধব বা দনুজরায় সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র ছিলেন। ১২৮০ খৃঃ সুলতান বলবন ত্রিপুরাভিযান কালে এই দনুজরায় হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রায় ১৫ বৎসর পরে গৌড়ের সুলতান ফিরোজ শাহার পুত্র বাহাদুর শাহ সমগ্র মুসলমান শক্তির সাহায্যে দনুজরায়কে পরাজিত করেন। তখন অন্য দিক হইতে আরাকানের মগেরাও পূর্ব্ব বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিল। এই উভয় শক্তির নিকট দনুজরায় পরাজিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে যাইয়া একটী নুতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের অবসানে তদ্দৌহিত্র বসুবংশ চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া গৌড়ের ইতিহাসপ্রণেতা চক্রবর্ত্তী মহাশয়

লিখিয়াছেন—"এই জন্য সেনরাজগণ যে কায়স্থ জাতির সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়।" (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩৬ পৃঃ)। আমরা এই মত সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

পাঠকগণ এখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন যে শূর, পাল, ও সেন বংশ ত্রয় সর্ব্বশেষে কায়স্থ জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রবাবু ইতিহাসজ্ঞ, তাই তিনি সাহস করিয়া কায়স্থকে "রাজার জাতি" বলিতে পারেন। তাঁহার এই উক্তির মধ্যে যে প্রকৃত সত্য, নিহিত আছে তাহাতে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এইত গেল পাঠান শাসন কালের কথা। কিন্তু মোগল-রাজত্ব কালেও বাঙ্গালা এক প্রকার কায়স্থ রাজগণের শাসনাধীনে ছিল। যুক্তি তর্কের সহযোগে ইহার প্রতিকুল মত সপ্রমাণ করা বোধ হয় এখন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আকবরের সময়ে বাঙ্গালার বারভূঁয়াগণের মধ্যে ছয়জন কায়স্থ ছিলেন। সেই সময়ের বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইলে এই কায়স্থ রাজগণের কীর্ত্তি কাহিনীই একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় হইয়া থাকে। মুকুন্দরাম রায়, প্রতাপাদিত্য, কেদাররায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের ইতিহাস লইয়া বঙ্গভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, যাহা পড়িতে আজও বাঙ্গালীর হৃদয় গৌরবে পূর্ণ হইয়া উঠে; চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হয়। বাঙ্গালী এখন সেই কায়স্থ জাতিকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেছে। ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

লক্ষ্মণ সেন দেবের পরাজয়ের পর গৌড়ের সিংহাসন মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই শত শত বৎসর ব্যাপী রাজত্বের মধ্যে একমাত্র রাজা গণেশ কিছুকাল রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়; কেহ কেহ রাজা কংস ও গণেশকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু যদি এই দুইটী নাম এক ব্যক্তিরই দুইটী বিভিন্ন আখ্যা হয়, তবে রাজা গণেশকে কায়স্থ বলিয়া দাবী করিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। শৈশবে যখন রাজকৃষ্ণ বাবুর "বাঙ্গলার ইতিহাস" পাঠ করিতাম, তখন রাজাগণেশকে আমরা কায়স্থ বলিয়াই জানিতাম। তারপর "মুতাক্ষরীণ" পাঠেও আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। "তৎপর অদ্বৈত বাল্যলীল সূত্র" গ্রন্থ পাঠে অবগত হই ;—

"যশঃ প্রসূনে স্ফুটিতে নৃসিংহ নাম্না সদা মানুষ রাজকন্ত-
তদ্গন্ধ সন্দোপ বিমোহিতাত্মা রাজা গণেশ বহুশাস্ত্রদর্শীঃ।
কায়স্থ-বংশাত্র বরো গুণজ্ঞো লোকানুকম্পী বরধর্ম্মযুক্ত
দাতা সুধীর জন রঞ্জকস্ত শ্রীবিষ্ণু পদাব্জ যুগানুরক্তঃ॥"

এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ ১৩১৬ সনের বৈশাখ মাসেরকায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশি হইয়াছে। এখন কে বলিতে পারে রাজাগণেশ কায়স্থ ছিলেন কি না?

কোন ব্যক্তি বা বংশ একবার উন্নতির উচ্চতম সোপনে আরোহণ করিয়া হীন বল হইয়া পড়িলেও তাহার প্রভাব শীঘ্র বিলুপ্ত হয় না। কায়স্থগণ এত দীর্ঘ কাল রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া আজও তাহাদের নামের সঙ্গে সম্মানের চিহ্ন বিজড়িত রহিয়াছে। অনেকে আক্ষেপ করিয়া বলেন, আজ কাল অনেক ডোম, হাড়িও নিজেকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাতে কায়স্থের অবমানের বিষয় কিছুই নাই। নীচ জাতীয় লোকগণ নিজেদের সামাজিক অবস্থা বুঝিতে পারে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বা ভদ্র ও সভ্য বলিয়া পরিচিত হই-বার জন্য তাহারা স্বকীয় জাতি বর্ণ গোপন করিয়া কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত হইতে প্রয়া-পায়। তাহারা নিশ্চয়ই জানে যে একবার কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে লোকে আর দ্বিধা বোধ করিবেন না। তাই তাহা-দের এইরূপ আত্ম গোপন। ইহাতে কায়স্থ নামের শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ব্ব গৌরব সূচিত হইতেছে। আমাদের ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই, বরং একটু ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যেক কায়স্থই যে তাঁহার মহিমাময় পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশ্য প্রণ-হইবেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই!

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

ভ্রম প্রদর্শন।

রাজসাহী বৈষ্ণবসমিতির কোন এক অধিবেশনে "মহাত্মা গঙ্গাহরি না-গোস্বামী" ইতি শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পঠিত ও গত ভাদ্র সংখ্যা নব্য ভার-প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের লেখক স্থানীয় মোক্তার বাবু ব্রজসুন্দর সান্যা-মহাশয়। প্রবন্ধের ৬ষ্ঠ প্যারাগ্রাফটীতে যাহা লিখিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পর পৃষ্ঠায় নিবেদন করিবার পূর্ব্বে ঐ প্যারাগ্রাফটী অবিক-উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বঙ্গদেশের স্বাধীন হিন্দু নরপতি আদিশূর স্বরাজ্যের ব্রাহ্মণগণকে বৈদিক জ্ঞানশূন্য দেখিয়া, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া স্বীয় আরব্ধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের ৫ জন কায়স্থ ভৃত্যও বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, তদ্দেশবাসী স্বজাতীয় ব্রাহ্মণবর্গ তাহাদিগকে লইয়া একত্রে আহার বিহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আইসেন এবং রাজানুগ্রহে বসবাস করিতে থাকেন। কাল সহকারে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় বৈদ্যকুলতিলক মহারাজ বল্লালসেন তাঁহাদিগকে আপন রাজ্যের পাঁচ স্থানে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই ভাবে বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বঙ্গজ, মৈথিলি এবং উড়িয়া এই পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। যাঁহারা পদ্মা ও গঙ্গা নদীরমধ্য দেশে অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজীতে Delta বলে, সেই প্রদেশে বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে বঙ্গজ ব্রাহ্মণ বলিত। এই শ্রেণী পরিশেষে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীর অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গজ শ্রেণীর কোন ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু কায়স্থদের মধ্যে ঐরূপ শ্রেণী অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে।"

উদ্ধৃত অংশটুকুই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখক যে কি কারণে উদ্ধৃত অংশের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই; তবে ইহা বুঝিয়াছি যে, ঐ অংশটুকু না লিখিলে প্রবন্ধের গৌরবের হ্রাস হইত না, এবং তিনি অকারণে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ইহার অবতারণা করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন—সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন—ঐতিহাসিক সত্যের অবমাননা করিয়াছেন—বিরাট কায়স্থ জাতিকে অযথা আক্রমণ করিয়া স্বকীয় বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া সাধারণের নিকট উপহসিত হইয়াছেন। আর একটী দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি উদ্ধৃত অংশের ভিত্তি মূল দৃঢ় করিবার জন্য কোন শাস্ত্রীয় বা ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। আমরা প্রমাণ দ্বারা উদ্ধৃত অংশের অসারতা প্রতিপন্ন ও তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

লেখক বলিয়াছেন—"পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদের ৫ জন কায়স্থ ভৃত্যও বঙ্গে আগমন করেন।" এই উক্তি তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? যদি তিনি কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরা বলিব তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখা ব্যর্থ হইয়াছে অথবা যদি তিনি কোন ইতিহাস বা প্রামা-ণিক গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাহা হইলেও আমরা অনুরোধ করি, তিনি

বারান্তরে ঐ সকল প্রামাণিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করিবেন।

আমরা দেখিতে পাই, আদিশূর রাজার যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হওয়ায় তিনি দেশে সদাচারী সদ্ব্রাহ্মণ না পাইয়া কনোজরাজ বীরসিংহের নিকট পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন ক্ষত্রিয় চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন যথাঃ—

"যজ্ঞার্থং যাচতে বিপ্রান্ ক্ষত্রাদিংশ্চ নরাধিপ।
নচেদ্দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু॥"

(ধ্রুবানন্দ)

অর্থাৎ হে রাজন! আদিশূর রাজযজ্ঞের জন্য বিপ্র ও ক্ষত্রিয় চাহিতেছেন, আপনি তাঁহাদিগকে প্রেরণ করুন; অন্যথায় যুদ্ধ দান করুন—আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

আবার দেখিতে পাই :—

"বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিংসমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থং প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তাদ্বিজাঃদশ॥"

(মড়া ভট্টের কনোজ কারিকা)

অর্থাৎ বঙ্গেশ্বর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তজ্জন্য দশ জন উপযুক্ত দ্বিজ পাঠান হইল।

বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকার মতে, আদিশূর রাজার পত্নী চন্দ্রমুখীর ব্রত সম্পাদন জন্য ব্রাহ্মণগণের আগমন হয়। ইহাতে যজ্ঞের কোন কথাই লিখিত হয় নাই।

বৈদিক ব্রাহ্মণের কুলপঞ্জিকায় আছে, আদিশূর রাজার রাজপ্রাসাদে গৃধ্র পতিত হওয়ায়, দোষ ক্ষালনের জন্য শাকুনসত্রের আয়োজন হয় তন্নিমিত্ত কনোজ হইতে বেদাগ্নি সমন্বিত ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন। এই মতটি তাম্রশাসন ও শিলালিপি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গৌড়ের ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন।

ফল কথা রাজা আদিশূরের সময় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন ইহা স্থির নিশ্চয়। তবে কেহ কায়স্থকে দ্বিজ বলিয়াছেন কেহবা প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অমর কোষ ইত্যাদি প্রামাণিক অভিধানে "প্রধান" শব্দ "ক্ষত্রিয়" বোধক। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া আমরা তৎসম্বন্ধে বিরত রহিলাম।

লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের পাঁচ জন কায়স্থ ভৃত্য বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন।" আমরা উল্লিখিত প্রমাণে ভৃত্য আসার কোনই প্রমাণ পাই না! ক্ষত্রিয় ও দ্বিজ আসিবার-সংবাদই পাইতেছি। ধ্রুবানন্দের বচনে পাইতেছি যে, কনোজ রাজ বীরসিংহের নিকট আদিশূর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় চাহিয়াছিলেন অন্য কোন জাতীয় বা বর্ণীয় লোক চাহেন নাই। কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চয় যে, মহারাজ আদিশূরের নিকট কনোজ হইতে দশ জন দ্বিজ আসিয়াছিলেন। দশ জনের অধিক সংখ্যক লোক আসেন নাই ইহাও স্থির নিশ্চয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যই দ্বিজ নামে অভিহিত। বিশেষতঃ মহারাজ আদিশূর যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় চাহিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ আমরা পাইতেছি তখন কনোজ রাজ বীরসিংহ যে অন্য জাতিকে পাঠাইবেন তাহার কারণ মাত্র বিদ্যমান নাই তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই পাঠাইয়াছিলেন বিপক্ষ পক্ষ ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। শাস্ত্রানুসারে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত; তজ্জন্যই বীরসিংহ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পাঠাইয়াছিলেন। কায়স্থগণ ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যে ভৃত্য ভাবে আসিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ কোন গ্রন্থে নাই—অন্ততঃ আজ ১১।১২ বৎসরের কায়স্থান্দোলনের ফলে উহা আমাদের গোচরীভূত হয় নাই। ব্রজসুন্দর বাবু তাঁহার প্রবন্ধে কায়স্থকে ব্রাহ্মণগণের ভৃত্য বলিয়াছেন; কায়স্থের ভৃত্যত্বের প্রমাণাভাব বলিয়াই আমরা আজ জোর গলায় তাঁহার নিকট কায়স্থের ভৃত্যত্বের প্রমাণ জানিতে চাহিতেছি। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণগণের সঙ্গী কায়স্থগণ যে ভৃত্য ছিলেন না উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং রাজা আদিশূর যে, তাঁহাদিগকে সসম্মানে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যানে রাজসভায় আনয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আমরা দেবীবর ঘটক কারিকা ও মিশ্র কারিকায় দেখিতে পাই। তাহা এই :—

"গোযানাদাগতাঃ বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তকুল শ্রেষ্ঠ নরযানে গুহ সুধীঃ॥"

(দেবীবর)

"গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানা রোহিণা বিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ॥"

(মিশ্রকারিকা)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ গরুর গাড়ীতে, ঘোষ, বসু ও মিত্রজ অশ্বে, কুলশ্রেষ্ঠ দত্ত হাতীতে এবং গুহ পাল্কীতে আগমন করেন।

উল্লিখিত প্রমাণে দেখিতেছি কায়স্থগণ হাতী, ঘোড়া, পাল্কী আর ব্রাহ্মণে গরুর গাড়ীতে আসিয়াছিলেন। আমরা যখন দেখিতেছি মনিব ব্রাহ্মণগণ গরু গাড়ীতে আর সান্যাল মহাশয়ের তথা কথিত ভৃত্য কায়স্থগণ হাতী, ঘোড়া পাল্কীতে আসিলেন তখন সকলে বিশেষ বিবেচনা করুন ব্রাহ্মণেরা কেমন মনিব এবং কায়স্থেরা কেমন ভৃত্য! আমরা আজ দৃঢ়ভাবে বলিব যদি কায়স্থগণ ভৃত্য হইয়া আসিত তাহা হইলে হাতী, ঘোড়া পাল্কী তাহাদের যান নির্দ্দিষ্ট হইত না। বাস্তবিক পক্ষে কায়স্থগণ যদি ভৃত্য হইত তাহা হইলে তাহাদিগকে তামা সাজিতে সাজিতে কিম্বা নস্যের ডিবা লইয়া পদব্রজে আসিতে হইত। বিশে অনুগ্রহ হইলে মনিব ব্রাহ্মণগণের গাড়ীর চালকের নিকটে কষ্টে সৃষ্টে স্থান সঙ্কুলান করিয়া লইতে হইত। কিম্বা মনিব ব্রাহ্মণগয় বিশেষ কৃপা করিলে তাঁহাদে পোঁটলাপুঁটলিসহ ৫জন ভৃত্যের জন্য ১ কি ২খানা গরুর গাড়ীর বন্দোবস্ত হইত। রাজা আদিশূর যিনি ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন যাঁহার খরচে ও সাহায্যে ব্রাহ্মণগণকে আনা হইয়াছিল, তিনি বা তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ এরূপ সসম্মানে কায়স্থগণকে আনাইলেন কেন? মনিব ব্রাহ্মণেরা নিষিদ্ধ যান গরুর গাড়ীতে, আর গোলাম কায়স্থগণের হাতী, ঘোড়া, পাল্কীতে আগমন সম্ভব কিনা সান্যাল মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক নজীর দেখাইয়া দিলে না হয় বিশ্বাস করিতে পারি—নচেৎ নহে। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষাকল্পে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যে রাজা আদিশূর বিশুদ্ধভাবে ক্রিয়া করাইবার জন্য বঙ্গের পতিত ব্রাহ্মণগণকে পৌরহিত্যে না লই যুদ্ধ করত সাত সমুদ্র তের নদীর পার কনোজ হইতে বেদাগ্নিসমন্বিত ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন এবং বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি যাঁহার এতদূর ভক্তি ও বিশ্বাস সে রাজা মনিব ব্রাহ্মণকে ও ভৃত্য কায়স্থকে একাসনে বসিতে আসন দিলেন কেন পৃথক্ আসনের বন্দোবস্ত করেন নাই কেন? এবং কায়স্থগণকে ভিন্ন স্থা বসিবার আদেশ বা অনুরোধ দেখিতে পাই না কেন? সভ্য মহোদয়গণ এ সম্ব বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন।

আমরা দেখিতে পাই—কায়স্থগণ রাজসভায় আগমন করিলে, রাজা আদি সন্তুষ্ট হইয়া 'আপনারা বিপ্রভক্ত, আপনারা ধন্য' ইত্যাদি শিষ্ট বাক্যে কায়স্থগণ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্রাহ্মণের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হই তাঁহাদিগকে রাজা নিজ মুখে দীন বাক্যে অভ্যর্থনা করিলেন না কায়স্থগণকে করিলেন কেন? কায়স্থগণ প্রকৃত ভৃত্য হইলে রাজা অবশ্য অন্যরূপ কথা ব তেন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। সচরাচর নিমন্ত্রণ বাড়ীতে দেখা যা

যে সকল ভদ্রলোকের আগমনের আশা করা যায় নাই বা যাঁহারা বিশেষ সম্মানিত ও সমৃদ্ধিশালী তাঁহাদের আগমনেই গৃহস্বামী পূর্ব্বোক্তরূপ দীনবাক্যে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। কায়স্থগণ অতিশয় সম্মানী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী না হইলে গৌড়ের রাজা কায়স্থগণকে অভ্যর্থনা করিতে ব্যস্ত কেন? যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায়, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সেবার জন্যই তাহাদের সম্মান, তাহা হইলে গঙ্গাজল ফেলিয়া কূপোদকে আচমনের প্রয়োজন কি? শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সম্মুখে থাকিতে তাঁহাদের ভৃত্যগণের অভিবাদনের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। তৎপর তাহারা ভৃত্য হইলে আদিশূর তাহাদিগের বিপ্রভক্তি কি দেখিলেন পেটের দায়ে, স্ত্রী পুত্রাদি প্রতিপালন করিতে যখন তাহাদিগকে ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে তখন ভক্তিই বা কি অভক্তিই বা কি? মনিব দূরদেশে আসিতেছেন, তিনি আদেশ করিলে তাঁহার সহিত আসিতে হইবে ইহাতে বিপ্রভক্তি কি লক্ষিত হইল? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ভৃত্য হইলে বিপ্রভক্তি ততটা দেখা যায় না বটে কিন্তু যদি অতিশয় সম্মানিত ও সম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁহাকে বঙ্গদেশে সহজে আনিবার উপায় ছিল না এমন কোন ব্যক্তি ঐ সকল সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তির আতিশয্যে বা গুরু শিষ্য সম্বন্ধ থাকায় গুরুর সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিপ্রভক্তি পরিলক্ষিত হয় কিনা সান্যাল মহাশয় তাহা চিন্তা করিবার অবসর অনুসন্ধান করিবেন।

কারিকাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ রাজসভায় সমাগত হইলে তাৎকালিক প্রথানুসারে সভার ভাট কায়স্থগণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণগণের কোন পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ভাট মহাশয় ঘোষজ, বসুজ ও মিত্রজের প্রকৃত পরিচয় না দেওয়ায় তেজস্বী দত্তজ বলিয়াছিলেন "এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহস্মি তবালয়ে" অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে রক্ষার জন্যই তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছি। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। দত্তজের ঈদৃশ তেজব্যঞ্জক উক্তিকে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। আমরা সান্যাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি দত্তজের এই উক্তিই সমাগত কায়স্থগণের অভৃত্যত্বের অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে কি?

রাজা আদিশূরের সঙ্গে, ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাঠান লইয়া রাজা বীরসিংহের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহাদির পর সন্ধি সংস্থাপিত হইলে আদিশূর বীরসিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন কায়স্থগণ ব্রাহ্মণগণসহ তাঁহাদের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সশস্ত্র বঙ্গে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন কায়স্থগণের সশস্ত্র আসার

কোন প্রমাণ নাই। উত্তরে আমরা বলিব মিশ্রকারিকার পত্তিবেশ সমন্বিতা “দশ হইতেই উহা প্রমাণিত হইয়াছে। আন্দুলের রাজাকৃত কায়স্থ-কৌস্তভ, ধ্রুবানন্দ কারিকা, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকা এবং দেবীবর ঘটকের কারিকার প্রতি লক্ষ করিলে এবং কায়স্থগণ সসম্মানে হাতী, ঘোড়া পাল্কীতে আনীত হইয়াছিলেন এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, রাজা বীরসিংহ ব্রাহ্ম গণকে পথে রক্ষা করিবার জন্য, নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য এবং যজ্ঞ ও রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কায়স্থগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আদিশূর রাজা কায়স্থ গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন “ধন্যা যুয়ং” আপনারা ধন্য এই উক্তিই কায়স্থ গণকে অভৃত্যত্ব প্রদান করিতেছে।

তৎপর আদিশূরের রাজসভার ভাট মহাশয় ঘোষজ, বসুজ ও মিত্রজাদির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

মকরন্দ ঘোষের পরিচয় ঃ—

“সুকৃতালি কৃতাম্বর এষ কৃতী
ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি
দ্বিজ বন্দ্য কুলোদ্ভব ভট্টগতিঃ।
স চ ঘোষ কুলাম্বুজ ভানুরয়ং
প্রথিতেন্দু যশঃ সুরলোক বশঃ ;
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ
শরদিন্দু পয়োহম্বুধি কুন্দযশাঃ।”

অর্থাৎ সৎকার্য্যসমূহ যাহার বসনস্বরূপ, যিনি ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত জিতেন্দ্রিয়, বন্দ্য কুলোদ্ভব ভট্টের সহচর, কার্য্যকুশল এই সেই মকরন্দ ঘোষ শো পাইতেছেন। ইনি ঘোষবংশরূপ পদ্মের সূর্য্যস্বরূপ, যশে চন্দ্রের ন্যায় প্র দেবভক্ত, শরচ্চন্দ্রের কিম্বা কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শুভ্র যশস্বী, সর্ব্বদা উত্তম সুখসম্পন্ন জ্ঞানী।

দশরথ বসুর পরিচয়—

“বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তীনো বসু তুল্যা বসু বংশ সম্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতাগুণার্ণবৈর্নিয়তং তে জয়িনো ভবন্তু নঃ ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথম কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুল সাগরে ॥”

অর্থাৎ বসুর সদৃশ এবং প্রথিতনামা অশেষ গুণসম্পন্ন রাজচক্রবর্ত্তী বসু বংশের প্রথম কুলে এই দশরথ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি যশে সমস্ত বিজয়ীদিগকেও পরাস্ত করিয়াছেন ও বিভবে ও কুলরূপ সাগরে বিজয় লাভ করিয়াছেন।

কালিদাস মিত্রে পরিচয় ঃ—

“যশস্বিনাং যশোধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ
প্রমত্ত সত্ব মত্তহঃ শরৎ সুধাংসু বদ্‌যশঃ।
প্রতাপ তাপনোত্তপদ্দ্বিষালি যোষিদালিকো
বিভাতি মিত্র বংশ-সিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ।”

অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের আদরণীয়, যশস্বীদেরও কীর্ত্তিধর, উন্মত্তদিগের শাসক, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় কীর্ত্তিমান, প্রতাপে শত্রু রমণীদিগেরও সন্তাপদাতা মিত্রবংশ সাগরের চন্দ্রস্বরূপ এই সেই কালিদাস শোভা পাইতেছেন।

বিরাট গুহের পরিচয় ঃ—

“অয়ং গুহ কুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো মহান্।
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধপুণ্য পুঞ্জান্বিতঃ ॥”

অর্থাৎ ইনি মহান্ গুহ কুলোদ্ভব দশরথ নামে প্রসিদ্ধ, কুলরূপ পদ্মের মধুমক্ষিকার ন্যায় এবং বিবিধ পুণ্যসমূহ সমন্বিত। ভাট প্রদত্ত উল্লিখিত ৪ জনের পরিচয়ে দত্তজ সন্তুষ্ট না হইয়া নিজেই নিজের পরিচয় দিয়াছিলেন। তদ্ যথা ঃ—

পুরুষোত্তম দত্তের পরিচয় ঃ—

“অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রহণ্যঃ কৃতীঃ
সুদত্তকুলোসম্ভবো নিখিল শাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতু মিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভোঃ।”

অর্থাৎ হে রাজন্! আমি কুলভৃৎগণের অগ্রণী, পুরুষোত্তম, সুদত্তের কুলসম্ভূত নিখিল শাস্ত্র ও বিদ্যায় পারদর্শী, এই ব্রাহ্মণগণের সহিত তোমার রাজ্য দর্শনের নিমিত্ত আসিয়াছি।

উল্লিখিত পরিচয় গুলি শুনিলে কোন্ ব্যক্তি সাহস করিয়া কায়স্থকে ভৃত্য বলিতে পারে? এবং ঐরূপ গুণজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি কোন্ অভাবগ্রস্ত হইয়াই বা ভৃত্যত্ব করিতে আসিবেন? প্রথিতেন্দুযশঃ, মহান্, পুণ্যপুঞ্জান্বিত, বিরাট-পুরুষসম, গরীয়ান, সুতাপম, মহাবাহু, দ্বিজালিপালক ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, যশস্বী, সর্ব্বসাদর, শরৎসুধাংশুবদ্‌যশঃ, বৈষ্ণবপ্রধান, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, মহাকৃতি, মহামানী, কুলভৃদগ্রগণ্য, শাস্ত্রজ্ঞ, শস্ত্রজ্ঞ, সেনাধর, শৈববর প্রভৃতি বিশেষণ গুলি

দেখিলে এমন কোন্ মূঢ় আছে যে, কায়স্থকে ভৃত্য বলিতে পারে? আমরা আজ ব্রজ সুন্দর বাবুর নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা কায়স্থকে ভৃত্য প্রতিপন্ন করুন। ভাল, ব্রজসুন্দর বাবু! যাহারা রাজসভায় দ্বিজাদিপালক অভিধায় অভিহিত হয়, তাহারা ভৃত্য হইল কেমন করিয়া? যদি ভৃত্যই হয় তাহা হইলে এ দেশের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষেরা ভৃত্যের অন্নে পুষ্ট হইতেন ইহা স্বীকার করিতে ব্রজসুন্দর বাবু বাধ্য। কারণ তিনি নিজেই কায়স্থকে ভৃত্য বলিয়াছেন।

আমরা ব্রজসুন্দর বাবুর নিকট কায়স্থের অভৃত্যত্বের আর একটী প্রমাণ দিতেছি। কায়স্থ সম্বন্ধে ভবিষ্য পুরাণে আছে :—

"বৈষ্ণবা দানশীলশ্চ পিতৃযজ্ঞ পরায়ণাঃ।
সুধীয় সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কার বোধকাঃ।
পোষ্টারো নিজ বর্গানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ॥"

এই শ্লোকটী পাঠ করিলে অজ্ঞ এবং বিদ্বেষী ভিন্ন কেহই কায়স্থকে ভৃত্য বলিতে পারে না। যে ভৃত্য বৈষ্ণব হয়, দানশীল হয়, পিতৃযজ্ঞপরায়ণ হয়, সুধী হয়, সর্ব্বশাস্ত্র ও কাব্যালঙ্কার বোদ্ধা হয়, আত্মীয় স্বজনগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পুষ্টিদাতা অর্থাৎ প্রতিপালক, সে ভৃত্য যে কোন্ শাস্ত্র সম্মত ভৃত্য তাহা ব্রজসুন্দর বাবু মনে মনে বুঝিয়া দেখিবেন।

এ সম্বন্ধে আমাদের শেষ বক্তব্য যে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ কি উপলক্ষে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না। রাজসাহীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় তাঁহার 'সাগরিকা' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছে, ৭ম শতাব্দীতে অনেক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশ পার হইয়া শ্যামদেশে গিয়া বাস করেন। যে কারণে ব্রাহ্মণেরা শ্যামদেশে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন সেই কারণে যে ৮ম শতাব্দীতে বঙ্গ পার না হইয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ এ দেশে বাস করিবেন তাহার আশ্চর্য্য কি?

প্রবন্ধ লেখক বল্লালসেনকে বৈদ্য জাতীয় বলিয়া একটী মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন—ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়াছেন এবং স্বকীয় ঐতিহাসিক জ্ঞানের সংকীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতেছি।

রাজা বল্লালসেন একটি নহেন—দুইটি। ইহা বর্ত্তমানে ঐতিহাসিক সমাজে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কায়স্থ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব—কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রবর্ত্তক মহারাজ বল্লাল প্রায় ২৮১ বৎসর পর বৈদ্য বল্লালের আবির্ভাব।

কায়স্থ ক্ষত্রিয় মহারাজ বল্লাল শেষ জীবনে "দানসাগর" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন; উহাতে লিখিত আছে।

"নিখিল নৃপ চক্র তিলক শ্রীবল্লাল সেনদেবেন।
পূর্ণে নবশশী দশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ।"

অর্থাৎ ১০১৯ শকে বা ১১০৪ খৃঃঅব্দে "দানসাগর" গ্রন্থ রচিত হয়। বৈদ্য বল্লালের শিক্ষক গোপাল ভট্ট "বল্লালচরিত" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে লিখিত আছে :—

"বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালো নৃপ পুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লাল রচিতং শুভম্॥
গোপাল ভট্ট নাম্না চ তদ্রাজস্য শিক্ষকেন চ।
অস্য রাজ্ঞঃ প্রসাদার্থং সযত্নেনার্পিতং ময়া॥
অম্বরাজজমানৈ র্বসুর্ভির্বানৈরধিক শাকেষু॥"

"বল্লাল চরিত" ১৩০০ শকে অর্থাৎ ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে রচনা হয়। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, কায়স্থবল্লাল, বৈদ্যবল্লালের আনুমানিক ২৮১ বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুল বন্ধন সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দমিশ্রের গৌড়বংশাবলী হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম :—

"শিষ্টাচার পরিভ্রষ্টা বারেন্দ্রাবঙ্গরাঢ়কাং।
আর্য্যানার্য্যে তথা দৃষ্টৌ নৈব ভেদান্তিকশ্চন॥
তথা কুল ভেদং নাস্তি সর্ব্বে তুল্যা ইবাভবন্।
চকার ভূপো যত্নেন কুল শাস্ত্রঃ নিরূপণম্॥

*   *   *

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধাকুললক্ষণম্॥
নবগুণৈস্তসংযুক্তাঃ কুলীনোদেবতাস্বয়ম্।
মকরন্দদশরথৌ কালিদাসোবিরাটকঃ॥
এতেষাঞ্চ সুতাসর্ব্বে অভবন্ কুলীনাঃ বরাঃ॥
দত্তবংশসমুদ্ভূতো নারায়ণোমহাকৃতীঃ।
চকার স নৃপতিঃ তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধীনং॥"

অর্থাৎ বল্লাল নৃপতি বারেন্দ্র, বঙ্গজ ও রাঢ়ীয় সমাজের শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদের কুল বন্ধন করিলেন। তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে কে

আর্য্য কেই বা অনার্য্য তাহার পার্থক্য ছিল না। আচারাদি নব গুণসম্পন্ন কুলীন দেবতাস্বরূপ সম্মানভাজন হইলেন। মরকন্দ ঘোষাদি কুলীন হইলেন, পুরুষোত্তমের বংশধর নারায়ণ দত্ত তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বিনয় গুণের অভাব বশতঃ কুলীন হইতে পারিলেন না। এ পর্য্যন্ত যতগুলি শিলালিপি, আম্রশাসন, প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এই কুলবন্ধনকারী বল্লালসেন দেব ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন।

(১) রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত দেওপাড়া গ্রামে "পদ্ম সহর" নামক একটী পুরাতন পুষ্করিণীর তীরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মেটকাফ সাহেব যে প্রস্তর লিপি প্রাপ্ত হন, তাহা এক্ষণে কলিতালার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এই প্রস্তর লিপি সুকবি উমাপতির কর্ত্তৃক বিরচিত, বিজয়সেন নামক নরপতি কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রশস্তি। ইহা "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠি চূড়ামণি রাণক শূলপাণি কর্ত্তৃক খোদিত। ইহাতে সেনরাজ বংশের পরিচয় প্রকাশিত আছে এবং ইহার ৪র্থ শ্লোক হইতে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত বংশ বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা সমগ্র শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া কয়েকটীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি :—

"তস্মিন্ সেদান্ববায়ে প্রতিভটস্তভটশতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী
সব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদ্‌গীরন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোনশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তে স্বপ্সরোভির্দ্দশরথ তনয় স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধ গাথাঃ।" ৫

অর্থাৎ বল্লালসেন ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় ছিলেন।

(২) মহারাজ বল্লালসেন রচিত "দানসাগর" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে :—

"হেমন্তপরিপন্থিপঙ্কজসরঃ স্বর্গস্য নৈসর্গিকৈ-
রুদ্‌গীতঃ স্বগণৈরুদাত্ত মহিমা হেমন্ত সেনোঽজনি।
তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্ নরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্॥
দৈত্যোত্তাপভৃতামকালজলদঃ সর্ব্বোত্তরঃ ক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লাল নৃপস্ততোঽজনি গুণাবির্ভাব গর্ব্বেশ্বরঃ॥"

(৩) বল্লাল রচিত ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "অদ্ভুত সাগর" নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে লক্ষ্মণসেন যে নিজ পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই :—

"ভুবঃকাঞ্চী লীলা চতুর চতুরম্ভোষি লহরী
পরীতোর্ব্বী-ভর্ত্তাঽজনি বিজয়সেনঃ শশিকুলে।
যদাযৈরন্থাপি প্রতিভুজতেজঃ সহচরৈঃ
যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি পরিণদ্ধা ইব দিশঃ॥
শাকে খনবখেন্দ্বব্দ আরেভেঽদ্ভুত সাগরম্।
গৌড়েন্দ্র কুঞ্জরালানস্তম্ভ বাহুর্মহীপতিঃ॥

গ্রন্থেঽস্মিন্নসমাপ্ত এব তনয়ং সাম্রাজ্য রক্ষা মহা-
দীক্ষা পর্ব্বণি দীক্ষণাৎ নিজ কৃতে নিষ্পত্তিমভ্যর্থ্যসঃ।
নানাদান চিতাম্ব সঞ্চলততেঃ সূর্য্যাত্মজাসঙ্গমঃ
গঙ্গায়াং বিরচয্য নির্জ্জরপুরং ভার্য্যানুযাতো গতঃ॥
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরিতি শ্লাঘ্যো যত্নস্তোগতঃ।
নিষ্পন্নোঽদ্ভুতসাগরঃ কৃতি রসৌ বল্লাল ভূমী ভুজঃ॥"

লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন।

(৪) "পৌরাণাভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণিগণৈর্বীর সেনস্য বংশে
কর্ণাট ক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরেদোম সামন্তসেনঃ।
কৃত্বা নির্ব্বীর মুর্ব্বীতল মলিন তরান্তৃ প্যতা নাক নদ্যাং
নির্ণিক্তো যেন যুধ্যদ্‌রিপুরুধির কণাকীর্ণাধারঃ কৃপাণঃ॥
বীরানামধি দৈবতং রিপুচমূমারাঙ্কমল্লব্রতঃ
তস্মাৎ বিস্ময়নীয়শৌর্য্য মহিমা হেমন্তসেমোঽভবৎ।
অজনি বিজয়সেনস্তেজসাং রাশি রস্মাৎ
সমর বিশৃমরাণাং ভূভৃতামেকশেষঃ॥
দীক্ষিত পরম ব্রহ্মক্ষত্রিয় সুমেরু
ক্রীয়স্ব ধৃতমশেষ কেলি বিফলী কৃতক
লঙ্ক বিক্রমবশীকৃত কামরূপ
বনীমত্তনৈক চক্রবর্ত্তী গৌড়েশ্বর
পরমেশ্বর পরম নারসিংহ পরম-
ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ-
সেনদেব পাদা বিজয় নঃ সমুপাগতা-
শেষ রাজ রাজন্য" ইত্যাদিঃ---

বিশ্বরূপসেন দেবের তাম্রশাসন।

(৫) "অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া॥
খেলৎখড়্গলতাপমার্জ্জুনকৃত প্রত্যর্থিদর্পজ্বর-
স্তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্ত্তিরভবদ্বল্লালসেনোনৃপঃ।
ভোগীন্দ্রোঽপি ন জিহ্বগৈঃ পরিবৃত স্ত্রৈলোক্যরেখাদ্ভুত-
স্তস্মাল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরভূদ্ভূলোক কল্পদ্রুমঃ॥
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূবৈধব্য বদ্ধব্রতো
বিখ্যাত ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বরূপো নৃপঃ॥

হরিমিশ্র কারিকা।

(৬) "বিপ্রপালো হি বল্লালো রাজা বিজয়নন্দনঃ!
ব্রাহ্মণায় কুলস্থানং দত্তবান্‌ভুবিদুর্লভম্॥
তাম্রপত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহূনিচ।
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্ব্বং কলৌ বল্লালসেনকঃ॥
বল্লাল তনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূম্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোঽভূদনন্তরম্॥
প্রায়শ্চিত্তং ততকৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিগ্রহান
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড় রাজ্য বিহায়চ;
মতিঞ্চাপ্যকরোদ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।
নশক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদাপুনঃ॥
প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেন বংশাদনন্তরম্।
দনোজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥
এতৎ সভায়াং বহব আগতা ব্রাহ্মণানরাঃ।
নানাগুণ সমাযুক্তা দ্বাবিংশতি কুলোদ্ভবাঃ॥"

দেওপাড়ায় প্রাপ্ত মহারাজ বিজয়সেনের প্রশস্তি, মহারাজ বল্লালের দানসা গ্রন্থ ও অদ্ভুত সাগর গ্রন্থ প্রভৃতিতে এবং মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনদেবের তা শাসনে, তৎপুত্র বিজয়সেনের দুইখানি তাম্রশাসনে ও মহারাজ দনোজামাধ সভার কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের লিখিত পরিচয়ের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, মহা বল্লালসেন দেব ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহারাজ বিজয়সেনের শিলালিপিতে রহিয়াছে যে, পরাশর তনয় ব্যাসদেব বীরসেন প্রভৃতি যে সকল চন্দ্রবংশীয়

ক্ষত্রিয় দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণের কীর্ত্তি পুরাণে ঘোষিত করিয়াছেন সেই বীরসেনের বংশে একাঙ্গবীর সামন্তসেন, তৎপুত্র মারাঙ্কবীর হেমন্তসেন ও তৎপুত্র দ্বিগ্বিজয়ী মহারাজ বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনেও দেখা যাইতেছে, পৌরাণিকী কথায় যে বীরসেন গ্রথিত হইয়াছেন, তাঁহারই বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়গণের কুলশিরোমণি সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়সেনের শিলালিপিতেও কর্ণাটে সামন্তসেনের শৌর্য্য বীর্য্য বিঘোষিত হইয়াছে। এক্ষণে সভ্যমহোদয়গণ বিবেচনা করুন ব্রজসুন্দর বাবু মহারাজ বল্লালসেনকে বৈদ্য বলিয়া কিরূপ সত্য সংহার করিয়াছেন ও অনৈতিহাসিক বিষয়ের আলোচনা করতঃ প্রবন্ধের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আনয়ন করিয়াছেন।

যখন প্রামাণিক প্রাচীন কোন বৈদ্যকুলগ্রন্থে সেন রাজগণকে বৈদ্য বলিয়া লিখিত হয় নাই—যখন সেন রাজবংশের সমসাময়িক তাম্রশাসন, শিলালিপি ও অপর গ্রন্থসমূহে সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন,তখন ব্রজসুন্দর বাবু কোন্ প্রমাণে বল্লালসেনকে বৈদ্য বলিলেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। দুই একটা প্রমাণ দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। বিজয়সেনের শিলালিপি ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ রহিয়াছে যে, সেনরাজগণের পূর্ব্ব পুরুষ দাক্ষিণাত্য বীরসেন প্রভৃতির কথা ব্যাসের পুরাণেও আছে। ব্যাস রচিত স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধে লিখিত আছে:—

"সৌমিনীদেবতাভক্তঃ শাণ্ডিল্যাখ্য ঋষেঃকুলে।
মহারাজ ইতিখ্যাতঃ ততোঽভূৎ ভুবশঙ্করঃ॥
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী ততোঽপিচ॥"

দাক্ষিণাত্যে সৌমিনী দেবতাভক্ত শাণ্ডিল্য গোত্রে মহারাজ বলিয়া এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তদনন্তর ভুবনশঙ্কর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশে রাজ চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন নামে খ্যাত; তাঁহার বংশে বীরসেন, কান্তিমালী প্রভৃতির উদ্ভব। সহ্যাদ্রিখণ্ডের বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ গৌড়ের সেনরাজগণের পূর্ব্ব পুরুষ। বীরসেনের "বীর" শব্দ লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ সামন্তসেন "একাঙ্গবীর" এবং হেমন্তসেন "মারাঙ্করীর" উপাধি লইয়াছিলেন। সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষের "ভুবশঙ্কর" নাম পাইতেছি, ঐ নামটীও উপাধি বলিয়া বোধ হয়। ভুবশঙ্কর উপাধি নামের অনুকরণেই মহারাজ বিজয়সেন "বৃষভশঙ্কর", তৎপুত্র মহারাজ বল্লালসেন "নিঃশঙ্কশঙ্কর, তৎপুত্র

লক্ষ্মণসেন "মদনশঙ্কর," তৎপুত্র মহারাজ বিশ্বরূপ "বৃষভাঙ্কশঙ্কর" উপাধিতে অলঙ্কৃত ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় ভুবশঙ্করের ন্যায় তাঁহার বহু পুরুষ অধঃস্তন গৌড়ের সেন রাজবংশও ঐরূপ শঙ্কর উপাধি ব্যবহার করিতেন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন সহ্যাদ্রিখণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধ ৩৪ অধ্যায়, মহারাজ বিজয়সেনের শিলালিপির ৪র্থ শ্লোক এবং মাধাই নগরের আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ ৪র্থ শ্লোক একত্র আলোচনা করিলে গৌড়ের সেন রাজবংশকে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিবার আপত্তি মাত্র থাকে না। বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় "সেন" বংশের কোন কালে অস্তিত্ব ছিল না ও এখনও নাই সুতরাং সান্ন্যাল মহাশয় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মহারাজ বল্লালসেনকে বৈদ্য জাতীয় বলিয়াছেন কোন্ প্রমাণে বলে ?

আমরা দেখিতে পাই, দাক্ষিণাত্যের "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" নামক একটী সম্প্রদায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহারা সকলেই লিপিবৃত্তিক এবং কায়স্থ জাতির শাখারূপে গণ্য। গৌড়ের ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় সেন রাজবংশও এদেশীয় কায়স্থগণের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। হরিমিশ্রের কারিকা পাঠ করিলে কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না যে মহারাজ দনৌজামাধব গৌড়াধিপ বল্লালের অনন্তর বংশ-লক্ষ্মণসেনের পৌত্র—কেশবসেনের পুত্র। এই দনৌজামাধব কাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন ? বঙ্গজ কায়স্থ-কুলাচার্য্য দ্বিজ ঘটক কেশরী গুহ বসুর কন্যা দান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"সত্যেন কার্ণ্য ঘোষায় পশ্চাৎ ভীমগুহায়চ।
মহাদ্রাজ্ঞে দনুজায় মাধবায় বিশেষতঃ ॥"

অর্থাৎ পুরবসু কার্ণ্যঘোষকে, পরে ভীমগুহকে বিশেষতঃ মহারাজ দনুজমাধবকে কন্যা দান করিয়াছিলেন।

বঙ্গজ কায়স্থ কুলাচার্য্য দ্বিজ বাচস্পতিও তাঁহার "বঙ্গজকুলজী সারসংগ্রহ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"দনুজমাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপ পতি।
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্টিপতি ॥
গৌড় হইতে আনিলা কায়স্থ কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইলা স্থিতি ॥"

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের "মহাবংশ" হইতে জানা যায়, মহারাজ দনৌজামাধবের সভায় রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই চারি সমীকরণ হয়। এবং বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের কুলীন কায়স্থগণেরও ২য়, ও ৩য় বার সমীকরণ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে "দনুজমাধবীয় সমীকরণ কারিকা" নামক পুস্তকে লিখিত আছে :—

"শঙ্করো বনমালী চ পুরশ্চ রামঘোষকঃ।
গুহো রুদ্রশ্চ শাণ্ডিল চ কার্ণ্যপীতাম্বরাখ্যকৌ।
তথা শূলপাণিমিত্রঃ নবৈতে সমতাং গতাঃ। (২য় সমীকরণ)
চণ্ডেশ্বরশ্চ ভাণ্ডশ্চ ভীমশ্চ গুহকাস্ত্রয়ঃ।
বসু শাণ্ডিশ্চ ঘোষশ্চ বসুকোভাণ্ডিকস্তথা।
তপনস্তিন মিত্রশ্চ পঞ্চৈতে সমতাং গতাঃ।
নারায়ণশ্চ মধুকো পুপিভাস্কর এব চ।
দায়ুশ্চ ঘোষকশ্চৈব পঞ্চৈতে সমতাং গতাঃ ॥ (৩য় সমীকরণ)

এখন পাঠক মহোদয়গণ দেখুন ! গৌড়ের সেন রাজবংশ কায়স্থ কিনা—সেন রাজবংশ কায়স্থগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন কিনা—সেনরাজ-বংশীয় দনৌজামাধব বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের গোষ্ঠিপতি নিবন্ধন কায়স্থ কি না ? দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহের সভাসদ ইতিহাস প্রসিদ্ধ আবুল ফজল গৌড়ের সেন রাজগণকে কায়স্থ বলিয়াছেন কি না ? এই সকল ঐতিহাসিক প্রমাণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া ব্রজসুন্দর বাবু বল্লালসেনকে বৈদ্য বলিয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রবন্ধ গৌরব নষ্ট করিয়াছেন।

ব্রজ সুন্দরবাবু প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর তদ্দেশবাসী স্বজাতীয় ব্রাহ্মণবর্গ তাহাদিগকে লইয়া একত্রে আহার বিহার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আইসেন এবং রাজানুগ্রহে বসবাস করিতে থাকেন। কাল সহকারে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় বৈদ্যকুলতিলক মহারাজ বল্লালসেন তাঁহাদিগকে আপন রাজ্যের পাঁচ স্থানে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই ভাবে বারেন্দ্র, রাঢ়ী বঙ্গজ, মৈথিলি এবং ওড়িয়া এই পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়।" আমরা কিন্তু লেখক মহাশয়ের এই উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপিত করিতে পারিলাম না। কারণ এই উক্তিতে কোন রূপ ঐতিহাসিক সত্যের সংস্রব আছে বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মণেরা স্বদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোথায় বাস করিলেন তাহার প্রমাণ আদিশূরের প্রায় ২৫০ শত বৎসর পরে বল্লালের আবির্ভাব ; এই ২৫০ শত বৎসর

ব্রাহ্মণেরা কোথায় বাস করিলেন তাহা প্রদর্শন করা প্রয়োজন। আমরা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড, লালমোহনবিদ্যানিধিকৃত সম্বন্ধনির্ণয়, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতিতে দেখিতে পাই কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আদিশূর পঞ্চকোটী, কামকোটী, কঙ্কগ্রাম, হরিকোটী ও বটগ্রাম নামক পাঁচখানি গ্রাম পঞ্চ ব্রাহ্মণের বসতির জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। বৈদ্য বল্লালসেন যে ব্রাহ্মণ পঞ্চককে গ্রাম পঞ্চক দান করিয়াছিলেন আমরা এমন প্রমাণ কোথাও পাই নাই। আশা করি সান্যাল মহাশয় তাঁহার উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন।

ব্রজ সুন্দর বাবু বলিয়াছেন বৈদ্য কুলতিলক মহারাজ বল্লালসেন আদিশূরানীত ব্রাহ্মণগণকে আপন রাজ্যের পাঁচ স্থানে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই ভাবে বারেন্দ্র, রাঢ়ী, বঙ্গজ, মৈথিলি ও ওড়িয়া এই পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। আমরা বলি, ব্রজ সুন্দর বাবুর এই উক্তি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ কাশ্মীরের প্রামাণিক ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিনীর মতে দেখিতে পাই যে, যখন বঙ্গে পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আগমন হয় তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আদিশূরের রাজধানী ছিল। শ্রদ্ধের নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বিশ্বকোষে লিখিয়াছেন এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মালদহ জেলায় অবস্থিত এবং উহার বর্ত্তমান নাম পুঁরোবা। আবার আমরা এমন প্রমাণ কোথাও পাই নাই যে উড়িয়া কোন দিন কোন বঙ্গেশ্বরের শাসনাধীন ছিল। বাস না করিলে যখন উড়িয়া হইবার উপায় নাই এবং কোন গৌড়েশ্বরই কোন দিনই উড়িষ্যাকে করায়ত্ব করেন নাই তখন সান্যাল মহাশয়ের তথা কথিত বল্লাল বেচারী কেমন করিয়া অন্য রাজার অধিকারভুক্ত উড়িষ্যাকে দান করিলেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বহির্ভূত; সুতরাং সান্যাল মহাশয়ের নিকট উহা বুঝিতে চাই। সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণেতা লালমোহনবিদ্যানিধি মহাশয় বলেন রাজা আদিশূর ৫ জন ব্রাহ্মণকে পঞ্চকোটী (সিংহভূম), কামকোটী (বীরভূম), কঙ্কগ্রাম (বিষ্ণুপুর), হরিকোটী (মেদিনী পুর) এবং বটগ্রাম (বর্দ্ধমান) এই পাঁচটী জেলা দান করিয়াছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই উক্তি বিশ্বাস করিতে পারি না কেননা এ পর্য্যন্ত কোন গ্রন্থের জেলা দানের কথা লিখিত থাকা আমাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই। বরাবরই গ্রাম দানের কথাই শুনিতেছি ও পড়িতেছি সুতরাং এই জেলা দান প্রস্তাবও কল্পিত। আবার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে দেখিতে পাই রাজা আদিশূর পঞ্চ সাগ্নিককে রাঢ়দেশের পঞ্চনগরে বেদ ও ব্রাহ্মণ্য প্রচারের জন্য আবাস স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই মালদহের নিকট পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে কামকোটী, হরিকোটী প্রভৃতি গ্রাম পাঁচ খানিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এইরূপ লিখিত আছে। এখন সভ্য মহোদয়গণ বিবেচনা করুন কোন্ উক্তি বিশ্বাস যোগ্য, কোন্‌টী নহে। জাতীয় ইতিহাসের কথা বিশ্বাস করিলে সান্যাল মহাশয়ের উক্তির কোনই মূল্য থাকে না কারণ তিনি কিছু মাত্র প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া আনন্দে ঢেলা মারিয়াছেন। সান্যাল মহাশয় উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া বলিয়াছেন বল্লালসেনের সময় রাঢ়ী বারেন্দ্রাদি শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল। আমরা কিন্তু দেখিতে পাই যে, এই শ্রেণী বিভাগ বল্লালসেনের জন্মের বহুপূর্ব্বে বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিল। আবার মিথিলা বল্লালসেনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও কিন্তু মৈথিল ব্রাহ্মণগণ আদিশূর আনীত বংশের নহেন। ব্রজ সুন্দর বাবু আর একটী নূতন কথা শুনাইয়াছেন সেটী বঙ্গজ ব্রাহ্মণ কথা। কথাটী কোন দিনই কোন পুস্তকে পড়ি নাই বা কোন পুস্তকে দেখি নাই অথবা কোন ঐতিহাসিকের মুখে শুনি নাই। ফলতঃ বঙ্গজ ব্রাহ্মণ কোন কালে ছিল না। বঙ্গজ কায়স্থ দেখিয়া যদি সান্যাল মহাশয় বঙ্গজ ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকেন তবে তাহা ভুল। বল্লালসেনের সময় কায়স্থগণের শ্রেণী বিভাগ হয় নাই সুতরাং তখন বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থের অস্তিত্ব ছিল না। (১) আমরা বারেন্দ্র কুল-পঞ্জিকায় দেখিতে পাই :—

"বরেন্দ্রেতু তদা সার্দ্ধং ত্রিশতান্যগ্রজন্মানাং।
রাঢ়ায়াস্তু দ্বিজাশ্চার্দ্ধম্ সার্দ্ধান্তোধিশতানিচ ॥
বরেন্দ্রবাসী বিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশত দ্বিজাঃ।
বরেন্দ্রে রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচার পরায়ণাঃ ॥
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশ দ্বারেন্দ্রানাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্ঠির্ভোটে ষষ্ঠি রভঙ্গকে ॥
চত্বারিংশত্বুৎকলেচ মৌড়ঙ্গেহপি তথাঙ্গকাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা ॥"

(১) আমরা কায়স্থবিষয়ক প্রবন্ধ পাইলে ভাল হউক মন্দ হউক, নূতন হউক পুরাতন হউক, (যাহাকে চর্ব্বিত চর্ব্বণ বলে) তাহা সযত্নে প্রকাশ করিয়া থাকি। তদনুরোধে এই প্রবন্ধের উদ্ধৃত প্রমাণাবলী পূর্ব্বে কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও ঐ সকল প্রমাণ উপেক্ষা না করিয়া প্রকাশ করিলাম। কিন্তু সুযোগ্য লেখক মহোদয়গণের একটু দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করি, যাহাতে প্রবন্ধের গৌরব রক্ষা হয় প্রমাণগুলি সেই ভাবেই সন্নিবেশিত করিবেন, অবান্তর না হয় এবং পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক থাকে; অধিকন্তু আত্মহারা না হইতে হয়। রাধিকাবাবু অন্যের ভ্রমপ্রদর্শন করিতে গিয়া নিজেও যে তদ্দোষে দুষিত না হইয়াছেন এমন নহে। যেমন লিখিয়াছেন "বল্লালের সময় কায়স্থের শ্রেণী বিভাগ হয় নাই, তৎকালে, বঙ্গজ কায়স্থের অস্তিত্ব ছিল না" ইত্যাদি। কাঃ পঃ সং।

অর্থাৎ বল্লালসেন বরেন্দ্রে ৩৫০ এবং রাঢ়ে ৭৫০ ব্রাহ্মণ গণনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং বরেন্দ্রবাসী ৩৫০ ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে মগধদেশে ৫০ জন, ভোটদেশে ৬০ জন, রত্নঙ্গদেশে ৬০ জন, উৎকলে ৪০ জন মোড়ঙ্গদেশে ৪০ জন এই ২৫০ শত ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া অবশিষ্ট ১০০ ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্রদেশে রাখিয়াছিলেন।

গৌড়ের ইতিহাসে একটী প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে :—

"ভোটে যায় ষষ্ঠিজন মগধেতে ভাই।
উৎকলে পঞ্চাশ দরঙ্গে তত পাই॥
মথামোরঙ্গদেশে ত্রিশ মাত্র যায়।
নির্ব্বাসনের এই রীতি ভাটে কয়॥"

এই মতানুসারে ভোটে ৬০ জন, মগধে ৬০ জন, উৎকলে ৫০ জন, দরঙ্গে ৬০ জন, মথামোরঙ্গে ৩০ জন, এই ২৫০ জন ব্রাহ্মণের হিসাব পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও উপরোক্ত প্রমাণ দুইটীতে জানা যায়, বল্লালসেন (১) ভোটে (২) মগধে (৩) রভঙ্গে বা দরঙ্গে (আসাম) (৪) উৎকলে এবং (৫) মোড়ঙ্গে (তরাই) এই পাঁচ স্থানে ২৫০ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ঐ পঞ্চ দেশে প্রেরিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তিনি কোন মর্য্যাদা স্থাপিত বা শ্রেণী বিভাগ করেন নাই। তাঁহার সময়ে রাঢ়ী, বারেন্দ্র পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং সপ্তশতী এই পাঁচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণ ছিল না। মৈথিলি ব্রাহ্মণ তাঁহার অনেক পরে এদেশে আসিয়াছে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মাচৌধুরী।

তর্করত্ন স্মৃতিরত্ন সংবাদ।

গত ১৬ই বৈশাখ পাঁচথুপীর গ্রাম্যদেবতার প্রাঙ্গণে ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে জানিয়া শুনিয়া যে কায়স্থ বিদ্বেষ উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পাঁচথুপীর শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁহার উক্তির যে জবাব দিয়াছিলেন, কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকগণকে আমরা তাহা উপহার দিতেছি। তর্করত্ন মহাশয় কায়স্থের বিরুদ্ধে যতগুলি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন—নিম্নে এক একটী করিয়া উদ্ধার করত তাঁহার নামে, সেই সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উত্তর স্মৃতিরত্নের নামে প্রকাশ করা হইল। এই তর্করত্ন স্মৃতিরত্ন সংবাদে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্ভবতঃ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

১। তর্করত্ন—'কায়স্থ' শব্দ জাতিবাচক নহে, উহা লিপিকর বাচী অর্থাৎ যে লেখকের কার্য্য করে, তাহাকেই কায়স্থ বলে।

স্মৃতিরত্ন—'গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থোলেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যঃ স্যাৎ প্রতীহারস্তু পাদজঃ॥" শুক্রনীতি।

রাজা ব্রাহ্মণকে গ্রামের অধিপতি করিবেন, কায়স্থকে লেখক, বৈশ্যকে শুল্কগ্রাহী ও শূদ্রকে প্রাতিহার করিবেন। শুক্রনীতির এই প্রমাণে চারিটী কার্য্যে স্পষ্টতঃ তিনটী বর্ণের নামোল্লেখ আছে। দ্বিতীয় বর্ণের উল্লেখ স্থলে কায়স্থ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে কায়স্থ শব্দ ক্ষত্রিয়বাচী, লিপিকর বাচক নহে। লিপিকরবাচক কায়স্থশব্দ বলিলে "কায়স্থো লেখকস্তথা" এস্থলে 'লেখক' পদের উল্লেখ অনর্থক হয়।

২। তর্করত্ন—কায়স্থ পাঁচ প্রকার,—(ক) ব্রাহ্মণ হইতে এক প্রকার, (খ) ক্ষত্রিয় হইতে একপ্রকার, (গ) সঙ্করজাতি বাচক 'অম্বষ্ঠ' হইতে একপ্রকার, (ঘ) সঙ্করজাতিবাচক করণ হইতে একপ্রকার ও (ঙ) শূদ্র হইতে এক প্রকার।

স্মৃতিরত্ন—ব্রাহ্মণ হইতে কিরূপে কায়স্থের উৎপত্তি হইল তাহা প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা তর্করত্ন মহাশয় সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে ঐ মত অগ্রাহ্য। "কায়স্থ ক্ষত্রিয়" এই অংশ আমারও মতানুযায়ী।

'অম্বষ্ঠ' ও 'করণ' শব্দ এস্থলে সঙ্কর জাতিবাচক নহে। অম্বষ্ঠ কায়স্থ ও করণ-কায়স্থ শব্দের অর্থ অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভুত কায়স্থ ও করণকুলোদ্ভুত কায়স্থ। মহাত্মা ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তের দ্বাদশ সন্তান হইয়াছিল, ঐ দ্বাদশ সন্তানের অন্যতম অম্বষ্ঠ নামক সন্তানের বংশধরেরা নিজেকে অম্বষ্ঠ কুলোৎপন্ন জন্য "অম্বষ্ঠকায়স্থ" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ঐরূপ করণ নামক চিত্রগুপ্ত পুত্রের বংশধরেরা 'করণকায়স্থ' বলিয়া পরিচিত।

কায়স্থ শূদ্র ইহার কোন প্রমাণ তর্করত্ন মহাশয় দেখান নাই, অতএব ঐ মত অগ্রাহ্য।

৩। তর্করত্ন—যাহারা ক্ষত্রিয়কায়স্থ তাহারাও বহুদিন অনুপনীত হেতু শূদ্র হইয়াছে। ইহার প্রমাণ—

'স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।" মনু।

অর্থাৎ স্বকর্ম্মের ত্যাগেও ব্রাহ্মণাদিবর্ণেও বর্ণসঙ্কর ঘটিয়া থাকে। স্বকর্ম শব্দের বিবরণ নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত আছে—

'শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়াজাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণা দর্শনে ন চ॥' মনু।

অর্থাৎ পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভব বক্ষ্যমান ক্ষত্রিয়গণ উপনয়ণাদি সংস্কারাভাবে এবং যাজন, অধ্যয়ন নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। সঙ্গতি—যদিও এই শ্লোকের পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণের শূদ্রত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইলেও "পর্ব্বতোবহ্নিমান্ ধূমাৎ" পর্ব্বতে ধূম সন্দর্শন হেতু পর্ব্বতে যেরূপ বহ্নির অনুমান হইতেছে, অন্যত্র ঐরূপ ধূম দর্শন হইলে হেতু সাম্য থাকিলে তথায় বহ্নির অনুমান হইবে তদ্রূপ এখানেও পৌণ্ড্রকাদি দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয় জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়া লোপ অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারা... পরকে হেতু নির্দ্দেশ করায় যেখানে উপনয়নাদি সংস্কারের অভাব পরি... হইবে, সে স্থানে শূদ্রত্বের অনুমান করিতে হইবে। অতএব কায়স্থগণের বহুদি... হইতে উপনয়নাদি সংস্কারের অভাব হওয়ায় ইহারা শূদ্র।

স্মৃতিরত্ন—কায়স্থদিগের বহুদিন হইতে উপনয়ন সংস্কারাভাবহেতু যদি তর্করত্ন মহাশয় শূদ্র বলেন, তাহা হইলে বহুদিন হইতে নিত্যাগ্নিহোত্র প্রভৃতি বহুতর ক্রিয়াকলাপের লোপ হওয়ায় এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণও তর্করত্ন মহাশয়ের মতে শূদ্র।

মনুর সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার মহামান্য মেধাতিথি "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" এই শ্লোকের ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ক্রিয়ালোপো যত্র সংস্কার্য্যতয়া সম্বন্ধ্যতে তথোপনয়নাদিষু যত্র যা কর্ত্তব্য... যথা নিত্যাগ্নিহোত্রসন্ধ্যোপাসনাদি তাসাং লোপঃ, উভয়াসামপ্যনুষ্ঠানং; অতশ্চ... কেবলমুপনয়নসংস্কারাভাবেন জাতিভ্রংশঃ, অপি তু উপনীতানাং বিহি... ক্রিয়াত্যাগেনাপি।"

তথাহি বৃহৎ পরাসর—"অগ্নিকার্য্যাৎ পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনাবর্জ্জিতাঃ। বে... শ্চৈবা নধীয়োনাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাস্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ অগ্নিহোত্র বিহীন হইলেও সন্ধ্যা উপাসনাবর্জ্জিত ও বে... ধ্যয়ন রহিত হইলে শূদ্র হয়। এই "বৃহৎপরাসর" সংহিতার প্রমাণে ভাষ্যকারের উক্তির সাধক হইতেছে।

মেধাতিথি স্পষ্টই উপনীত দিগেরও অগ্নিহোত্রাদি বিহিত ক্রিয়াত্যাগ জাতিনাশক বলিয়াছেন।

এক্ষণে মেধাতিথির মতানুসারে তর্করত্ন মহাশয় যদি এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণবর্গকে এবং নিজেকেও শূদ্র বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে কায়স্থ শূদ্র বলায় আমার আপত্তি নাই।

বহুপুরুষপরম্পরায় অনুপনীত দ্বিজাতিও যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়নসংস্কারার্হ হইতে পারেন, ইহা আপস্তম্বসূত্র সমালোচনায় অবগত হওয়া যায়।

"যস্য পিতৃপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং, যস্য প্রপিতামহাদের্ণানুস্মর্য্যতে উপনয়ননং, তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং" ইতি মিতাক্ষরাধৃতাপস্তম্ববচনং॥ অত্রাপস্তম্ব বচনোপাতং—প্রপিতামহাদেরিত্যত্রাদি পদং প্রপিতামহাপেক্ষয়া অধস্তন পুরুষপরামিতি কেষাঞ্চিৎ ব্যাখানং ন সমীচীনম্, যতঃ উক্তাদিপদস্য ঊর্দ্ধতন পুরুষ পরত্বেনৈবানুস্মরণাভাব সম্ভবাৎ, অধস্তন পুরুষ পরত্বে অনুস্মরণ সম্ভবাশ্চ তথা সতি—"যস্য পিতৃপিতামহৌ অনুপনীতৌ" ইতি প্রাগুক্তোরিবাত্রাপি যস্য প্রপিতামহাদয়োঽনুপনীতা" ইত্যুক্তরেব যুক্তত্বাৎ॥

'প্রপিতামহাদি' এস্থলে 'আদি' পদের দ্বারা প্রপিতামহাপেক্ষা অধস্তন পুরুষ এইরূপ কেহ বলিয়া থাকেন তাহা সমীচীন নহে। যেহেতু উক্ত আদি পদের ঊর্দ্ধতন পুরুষ অর্থ গ্রহণ করিলেই অনুস্মরণাভাব সম্ভব হয়। অধস্তন পুরুষ অর্থ বলিতে হইলে অধস্তন পুরুষে অনুস্মরণের সম্ভব হয়। তাহা হইলে 'যস্যপিতৃপিতামহৌ' 'অনুপনীতৌ' এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ন্যায় এখানেও "যস্য প্রপিতামহাদয়ো অনুপনীতা" মুনির এইরূপ বলাই যুক্তি যুক্ত ছিল।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধমত প্রবল হইলে অধিকাংশ স্থানে চতুর্ব্বর্ণের বর্ণোচিত ক্রিয়াকলাপ লোপ হওয়ায় দ্বিজাতিগণ অনুপনীত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের প্রায় ১২০০ বৎসর পরে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধমতখণ্ডন পূর্ব্বক ভারতে হিন্দুমত স্থাপন করেন। তৎকালে পুনরায় দ্বিজাতিগণ উপনীত হইয়া বর্ণোচিত ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করেন, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এইক্ষণ আলোচ্য এই যে যাঁহারা এই ১২০০ বৎসর যাবৎ অনুপনীত ছিলেন, তাঁহারা বহুপুরুষ অনুপনীত। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যখন বহুপুরুষ যাবৎ অনুপনীতদের উপনয়ন দিয়াছিলেন, তখন বলিতে হইবে, যে তিনি "শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" এই মনুর বচনটী জানিতেন না অথবা জানিয়াও অবৈধভাবে উহাদের উপনয়ন দিয়াছিলেন। মহাত্মা শঙ্করা-

চার্য্য মনুর একটী বচন জানিতেন না বা তিনি জানিয়াও অবৈধ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন একথা বলা বাতুলের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৪। তর্করত্ন—বাহাত্তর ঘর কায়স্থ 'শূদ্র', প্রমাণ রাধাকান্ত দেবের অভিধান।

স্মৃতিরত্ন—৭২ ঘর কায়স্থেরাও পুরুষ পরম্পরায় চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচিত হওয়ায় তাহারা ক্ষত্রিয় ভিন্ন শূদ্র হইতে পারেন না। স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শব্দকল্পদ্রুমে তাহাদিগকে যে ঘটকের কারিকাবলে শূদ্র বলিয়াছেন ঐ ঘটক মহাশয় অতি অল্পদিনের লোক, এমন কি তিনি রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সময়েও জীবিত ছিলেন। আমরা ২৫০ আড়াই শত বৎসরের হস্তলিখিত এক খানি ঘটক কারিকা পুথি পাইয়াছি তাহাতে দেববংশের পরিচয় স্থলে লিখিত আছে "ক্ষত্রপ-কায়স্থদ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভবাঃ" অতএব কেবলমাত্র অপ্রাচীন শব্দকল্পদ্রুমের ঘটককারিকা দেখিয়া তাহাদিগের শূদ্রত্ব কীর্ত্তন অযুক্ত।

৫। তর্করত্ন—কায়স্থ শূদ্রের সহিত আদান প্রদান করিয়া শূদ্র হইয়াছে। প্রমাণ—

"ব্যভিচারেণ বর্ণানাং অবেদ্যাবেদনে নচ।
স্বকর্ম্মনাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণ সঙ্করাঃ॥" (মনু)।

ব্যাভিচার হেতু স্বগোত্রাদি অবিবাহ্যা বিবাহ এবং উপনয়নাদি ত্যাগ ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়া থাকে।

স্মৃতিরত্ন—কায়স্থেরা এদেশে ৬৭৭ শকে আসিয়াছেন। তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহাদিগের বংশাবলী ও পরস্পর আদান প্রদান বিবরণ ঘটকের নিকট রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। উহাতে কায়স্থদিগের স্বজাতির মধ্যেই আদান প্রদানের পরিচয় পাওয়া যায়, শূদ্রের সহিত আদান প্রদানের উল্লেখ কোথাও নাই। আমি দেখাইলাম যে কায়স্থের শূদ্রের সহিত আদান প্রদান নাই, এইক্ষণ তর্করত্ন মহাশয়কে দেখাইতে হইবে যে, কোথায় অন্য জাতির সহিত কায়স্থের আদান প্রদান হইয়াছে? এবং তাহা কায়স্থ সমাজে গ্রাহ্য হইয়াছে। বিশেষরূপে প্রমাণ প্রয়োগসহ দেখাইতে না পারিলে তাহাও এইমত অগ্রাহ্য।

৬। তর্করত্ন—বর্ণসঙ্কর প্রস্তাবে মনু ক্ষত্রিয় ব্রাত্য হইতে ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। কায়স্থ ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় হইলে তাহারা এই প্রমাণে সঙ্কর জাতি—

"ঝল্ল মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবি রেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খস দ্রবিড় এবচ॥" (মনু)।

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবী, নট, করণ, খস এবং দ্রবিড় এই সপ্তবিধ জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। জাতি জাত্যাশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে অতএব ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হইয়া ঝল্লত্বাদি কিরূপে হইবে? এই আশঙ্কার উত্তর আপস্তম্ব সূত্রের সহিত মনু বচনের এক বাক্যতা করিয়া চতুর্থ পুরুষ হইতে উৎপন্ন পুত্র জন্মকালেই ঝল্লজাতি হইয়া উৎপন্ন হইবে, তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতিত্ব থাকিবে না।

স্মৃতিরত্ন—"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যানিচ্ছিবি রেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ॥"

এই শ্লোকের টীকায় মহা প্রমাণিক কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—

"একস্য চৈতানি দেশভেদ প্রসিদ্ধানি নামানি।"

একই ব্যক্তি দেশ বিশেষে এই সকল পৃথক্ পৃথক্ নাম বিশেষে অভিহিত। কুল্লূকভট্টের উপরোক্ত টীকা পরিদর্শনে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতি শব্দ সংজ্ঞাবাচক, জাতিবাচক নহে। তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অনুদিত বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত কুল্লূকভট্ট কৃত টীকাসহ মনু সংহিতায় উক্ত শ্লোকের বঙ্গানুবাদে লিখিত আছে যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে জাত পুত্রগণ ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতি যে সংজ্ঞাবাচক; একথা তর্করত্ন মহাশয় নিজে স্বীকার করিয়াছেন। এইক্ষণ তাঁহার বর্ত্তমান উক্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের উক্তির বিরোধ হইতেছে। সবর্ণা স্ত্রীতে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক উৎপন্ন ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতি শব্দ পৃথক্ জাতিবাচক হইলে "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।" অর্থাৎ সবর্ণ পুরুষ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তানই সজাতি। এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের সহিত মনুর বচনের বিরোধ হইয়া পড়ে। অতএব এই উভয় বচনের এক বাক্যতা করিয়া ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতি শব্দগুলিকে সংজ্ঞাবাচক বলিতে হইবে। এই কারণেই কুল্লূকভট্টও উক্ত শব্দগুলিকে সংজ্ঞাবাচক বলিয়াছেন।

এই সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতি শব্দগুলির সংজ্ঞাবাচকত্ব সিদ্ধান্ত হওয়ায় তর্করত্ন মহাশয়ের উল্লিখিত ৬ষ্ঠ উক্তিটী খণ্ডিত হইল।

৭। তর্করত্ন—পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে ব্রাত্য হইতে ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতির উৎপত্তি উল্লিখিত হওয়ায় ঐ ঝল্ল, মল্ল জাতিতে যদি ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এক পুরুষে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ঝল্লত্ব প্রভৃতি উভয়ই থাকিতে পারে না।

বিবৃতি—তবে বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ হইলেন কিরূপে? এই আশঙ্কায় শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—আয়ুর্ব্বেদ মতে দ্বাদশ বর্ষান্তর দেহের পরি-

বর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বিশ্বামিত্র এক একবারে ১০০০০ হাজার বৎসর করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। অতএব তপোবলে তাঁহার ক্ষত্রিয় দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়া নবীন দেহে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি বলা যায় বিশ্বামিত্রের যেরূপ তপোবলে দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কায়স্থদিগেরও প্রায়শ্চিত্ত বলে দেহ পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা হইলে কয়েক কাহন কড়ি উৎসর্গে অথবা কোন স্নান বিশেষ মাত্রে সঙ্গে সঙ্গে ২।১ মিনিট মধ্যে দেহ পরিবর্ত্তন অনুভব বিরুদ্ধ।

স্মৃতিরত্ন—বংশপরিচয় প্রসিদ্ধিমূলক, জাতিপরিচয় ক্রিয়ামূলক, প্রসিদ্ধমূলক নহে। জাতির পরিচয় যদি প্রসিদ্ধমূলক বলা যায়, তাহা হইলে রামকান্ত বন্দ্যোর পুত্র মিঃ কালভান্ বোনার্জ্জিও (বন্দ্যোপাধ্যায়) ব্রাহ্মণবংশজাত প্রসিদ্ধ থাকায় তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে হয়। তাহা যখন বলা হয় না, তখন বুঝিতে হইবে জাতির পরিচয় প্রসিদ্ধমূলক নহে। জাতির পরিচয় ক্রিয়ামূলক যেমন পাঁচটী ভদ্রলোক একস্থলে সমবেত থাকিলে তাঁহাদের পরস্পর জাতির পরিচয় গ্রহণ করিতে হইলে নাম গোত্রাদির উল্লেখাদি ক্রিয়া সাহায্যে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, ইত্যাদি প্রকারে জাতির জ্ঞান হয়। এতাবৎ প্রমাণ দ্বারা প্রসিদ্ধ জাতির পরিচায়ক নহে, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। অতএব কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রসিদ্ধি শূদ্র জাতির প্রতিকারণ হইতে পারে না।

৮। তর্করত্ন—কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহারা যেরূপ নিজেকে 'ক্ষত্রিয়' বলিতে যাইতেছেন ঐরূপ বহু পুরুষ হইতে 'শূদ্র' বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকাতেও তাঁহাদিগকে 'শূদ্র' বলিতে হইবে। চৈতন্যচরিতামৃতে কায়স্থদিগকে 'শূদ্র' বলিয়াছে, শব্দকল্পদ্রুমে 'শূদ্র' বলিয়াছে, উহারা নিজেরা 'শূদ্র' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এবং জন সাধারণেও এখন কায়স্থদিগকে 'শূদ্র' বলিয়া জানে, অতএব কায়স্থ 'শূদ্র'।

স্মৃতিরত্ন—তর্করত্ন মহাশয়ের মতে কায়স্থদিগকে মহাজনেরা 'শূদ্র' বলিয়া উল্লেখ করায় উঁহারা শূদ্র। এই মহাজন কে? তাঁহার প্রমাণে চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকর্ত্তা ও শব্দকল্পদ্রুম প্রণেতার নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা কায়স্থকে 'শূদ্র' বলিয়া কীর্ত্তিন করায় কায়স্থগণ শূদ্র।

তর্করত্ন মহাশয়ের প্রশংসিত মহাজনগনের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতকারের কথাটী যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার এই কথায় একটু সংশয় হইতেছে, যেহেতু অনেক বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ১৩১২ সনের বঙ্গবাসীতে গৌড়ের মন্ত্রী কেশব বসু সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি

ঐ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উক্ত বসু মহাশয়কে ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা বৈদ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় নিজেও স্থান বিশেষে আপনাকে 'শূদ্র' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বৈদ্য জাতি শূদ্র, ইহা এক্ষণে সমাজে কেহই স্বীকার করে না। তাঁহারা 'অম্বষ্ঠ' বলিয়াই পরিচিত। অতএব বুঝিতে হইবে এই গ্রন্থে যে স্থলে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াছেন ঐ 'শূদ্র' শব্দটী সে স্থলে জাতিবাচক নহে, উহা মাহাত্ম্য সূচক নিজের সুনীচতা জ্ঞাপক বা বোধক। ভক্ত বৈষ্ণবগণ—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানীনা মানদেয়ং কীর্ত্তনীয়া সদাহরিঃ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তির অনুসারে সর্ব্বদা পরিচালিত হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত মহাসাধু বৈষ্ণবগণকে চণ্ডালের নিকটও "আমি আপনার দাস" বলিয়া পরিচয় দিতে দেখা যায়।

শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থকে 'শূদ্র' বলিয়া উল্লিখিত করিলেও দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইয়া কায়স্থ 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়, শব্দকল্পদ্রুমের অগ্নিপুরাণ ও আচার-নির্ণয় তন্ত্রের প্রমাণগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া প্রমাণান্তরের দ্বারা কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুমে গৃহীত কায়স্থের শূদ্রত্বজ্ঞাপক অগ্নিপুরাণের বচনগুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা বঙ্গবাসীর প্রকাশিত এবং তর্করত্ন মহাশয়ের সমূল অনুদিত ও সম্পাদিত অগ্নিপুরাণে পরীগৃহিত না হওয়ায় তাহা প্রমাণ হইতেছে।

কায়স্থের স্বীয় জাতির পরিচয় স্থলে কখনও 'শূদ্র' বলিয়া পরিচয় দেন নাই বা দেন না। প্রাচীনকাল হইতে দলিল পত্রাদিতে জাতি স্থলে 'কায়স্থ' এইরূপই লিখিয়া আসিতেছেন। শূদ্র কখনও লিখেন নাই, বিপ্রভক্ত কায়স্থগণ বহু দিন অনুপনীত থাকায় কুলপুরোহিতগণ তাঁহাদিগকে আংশিক শূদ্রাচারী দেখিয়া বৈধ ক্রিয়াদিতে নামের অন্তে 'দাস' শব্দের যোজনা করিয়াছেন। 'দাস' শব্দের যোজনা করিয়া থাকিলেও তাহা ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা বলিয়া বৈধ কর্ম্মাদিতেই ঐরূপ মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সামাজিক পরিচয়ে কখনও ইঁহারা আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন নাই। পূর্ব্ব হইতে কোন কোন বিজ্ঞ কায়স্থগণ মধ্যে মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক পুরোহিতগণেয় ভ্রান্তি দূর করিয়াছেন।

৯। তর্করত্ন—কায়স্থ মাসাশৌচ পালন ও নামের অন্তে 'দাস' শব্দ প্রয়োগ

করিয়া ক্রিয়াকলাপ করায় শূদ্র হইয়াছেন। মাসাশৌচে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিলে ত্রয়োদশ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধের স্থানে একত্রিশ দিনে অবিহিত কালে আদ্যশ্রাদ্ধ করায় ঐ আদ্যশ্রাদ্ধ অসিদ্ধ। প্রেত শ্রাদ্ধের নিয়ম পূর্ব্বক্রিয়া অশুদ্ধ হইলে পরবর্ত্তী যথাকালে কৃত হইলেও তাহা অসিদ্ধ হইবে। অতএব আদ্যশ্রাদ্ধ অসিদ্ধ হওয়ায় সপিণ্ডকরণান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রাদ্ধই অসিদ্ধ। সপিণ্ডকরণ না হইলে প্রেতত্বের পরিহার না হওয়ায় দেহাশুদ্ধি থাকিয়া যায়। দেহাশুদ্ধি অবস্থা বিবাহাদি করিলে ঐ বিবাহাদি অসিদ্ধ। অতএব ঐরূপ বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীতে জাত সন্তানাদি চণ্ডাল তুল্য। এক্ষণ কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিতে হইলে প্রকারান্তরে তাঁহারা চণ্ডাল হইয়া পড়েন।

স্মৃতিরত্ন—মাসাশৌচমাত্র শূদ্রত্বের জ্ঞাপক হইতে পারে না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ নগরের বাহিরে অবস্থিত থাকিয়া এক মাস অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে—

'শৌচংনিবর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্র পুরাদ্বহিঃ'

এই প্রমাণ দ্বারা পাণ্ডবদিগের এক মাস অশৌচ প্রমাণিত হইয়াছে, অতএব এক মাস অশৌচ দেখিয়াই কায়স্থদিগকে শূদ্র বলা যাইতে পারে না। অশৌচ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্নরূপে পালিত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সকল বর্ণই দশ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকে। তর্করত্ন মহাশয় কি—

'শুদ্ধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন'

ইত্যাদি মনু বচন বলে দাক্ষিণাত্যদিগের দশ দিন অশৌচ দেখিয়া সকলকেই ব্রাহ্মণ বলিতে চান?

নামের অন্তে 'দাস' শব্দ প্রয়োগ করায় ক্রিয়ার অঙ্গহানি ঘটেমাত্র, পরন্তু প্রধান ক্রিয়া অসিদ্ধ হয় না। ইহার প্রমাণ—

"প্রধানস্যাক্রিয়োযত্র সাঙ্গং তৎক্রিয়তে পুনঃ।
তদঙ্গস্যাক্রিয়ায়াস্তু না বৃত্তি র্নচ তৎক্রিয়া॥"

ছন্দোগ পরিশিষ্ট।

যদি প্রধান ক্রিয়া না করিয়া অঙ্গ মাত্রের অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে ঐ প্রধান ক্রিয়া অঙ্গের সহিত পুনরায় করিতে হয়। অঙ্গ মাত্রের অনুষ্ঠান না করিয়া মাত্র প্রধান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে প্রধান ক্রিয়া সিদ্ধ হইবে, পুনরায় অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না।

অতএব নামের অন্তে 'বর্ম্মা'র পরিবর্ত্তে 'দাস' শব্দের প্রয়োগ করায় অঙ্গ মাত্রেরই হানি হইয়াছে কিন্তু প্রধান ক্রিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে বাচস্পতি মিশ্র ও শূলপাণি প্রভৃতির মত প্রচলিত ছিল। রঘুনন্দন স্থানে স্থানে বাচস্পতি মিশ্র ও শূলপাণিকে দূষিয়াছেন। যেমন কেহ পঞ্চমী তিথিতে মরিলে তাহার মাস গণনায় বাচস্পতি মিশ্রের মতে পঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, রঘুনন্দনের মতে ষষ্ঠী হইতেই মাস গণনারম্ভ করিতে হইবে, এই দুই মতের ব্যবস্থার পার্থক্য। যাহার মৃত তিথি পঞ্চমী তাহার মাসের সমাপ্তি চতুর্থীতে হইবে। ষষ্ঠ মাসের পূর্ব্বতিথি কর্ত্তব্য ষান্মাসিক শ্রাদ্ধ তাহা হইলে তৃতীয়া তিথিতে হইবে। এই মত খণ্ডন করিয়া রঘুনন্দন দেখাইয়াছেন ঐ স্থলে ষান্মাসিক শ্রাদ্ধ তৃতীয়ায় না হইয়া চতুর্থীতে হওয়া উচিত। এক্ষণে বাচস্পতি মিশ্রের মতাবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে যাঁহারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়াছেন তাহাদের ষান্মাসিক শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ হওয়ায় তৎপরবর্ত্তী সপিণ্ডিকরণ শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত অসিদ্ধ এবং সপিণ্ড অশুদ্ধ হইলে দেহাশুদ্ধি থাকিয়া যায় দেহাশুদ্ধি অবস্থায় বিবাহ করিলে তাহা অসিদ্ধ হওয়ায় তজ্জাত সন্তান চণ্ডাল তুল্য এইভাবে দেশের সমস্ত হিন্দুই তর্করত্ন মহাশয়ের মতে চণ্ডাল হইয়া যায়। কিন্তু আমি বলি ইহার সমাধান মনু—"একোদ্বৌ রাত্রয়া বাপি যদ্ব্রূয়ু র্ধর্ম্ম পাঠকাঃ।—সধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়॥" সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ একজন পণ্ডিত কিম্বা তদপেক্ষা অল্পজ্ঞ দুই জন পণ্ডিত অথবা তদপেক্ষা অল্পজ্ঞ তিন বা বহু পণ্ডিত যাহা বলিবেন তাহাই ধর্ম্ম বলিতে হইবে। এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দোষ খণ্ডন করিয়াছেন অতএব মনু বচনের দ্বারা স্পষ্টই অবগত হওয়া যাইতেছে অশেষ শাস্ত্রবিদ্ বাচস্পতি মিশ্রের মতে তৎকালে যাঁহারা কর্ম্ম করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। এবং রঘুনন্দনের মতে যাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের সে কার্য্যও সিদ্ধ হইতেছে।

উক্ত প্রকার মনু বচন না থাকিলে বহু বিত্ত ও আয়াসসাধ্য কর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি হইত না, কারণ আজ রঘুনন্দনের মতে যে কার্য্য করিতেছি কল্য অপর কোন মহাপণ্ডিত ঐ মতকে যদি খণ্ডন করিয়া দেন তবে সমস্ত ক্রিয়া পণ্ড হইল। আবার ঐ নব্য পণ্ডিতের মত যদি আচরণ করি তবে তাহার মত খণ্ডিত হইলে সমস্ত ব্যয় ও আয়াস পণ্ড হইবে এই বিবেচনায় কাহারও কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইত না। অতএব কর্ম্মের আনুষ্ঠান লক্ষণ অপ্রামাণ্যাপত্তি দোষ হয়। সুতরাং পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মতাবলম্বন করিয়া যে কার্য্য করা হইয়াছে পরবর্ত্তী পণ্ডিতবর্গ তাহা খণ্ডন করিলেও পূর্ব্ব ক্রিয়া অসিদ্ধ হইবে না। অতএব কায়স্থ দিগের উপনয়ন হীনাবস্থায় পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে বাহ্য শূদ্রের ন্যায় দেখিয়া যে মাসাশৌচের ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন, ঐ মত অবলম্বন করিয়া মাসাশৌচ ব্যবহার করিয়া ক্রিয়া করিলেও তাহাদের তত্তৎ ক্রিয়া সিদ্ধ হইয়াছে।

১০। তর্করত্ন—রঘুনন্দন দেশ প্রচলিত মতেরই অনুবাদ করিয়াছেন অতএব আমরা বর্ত্তমানে যেরূপ আচার ব্যবহার করিতেছি পূর্ব্বেও দেশমধ্যে এইরূপ প্রচলিত ছিল। বাচস্পতি মিশ্র মিথিলা দেশায় পণ্ডিত। মিথিলা ভিন্ন দেশ অতএব তাঁহার মতে আমাদের দেশের কোন লোকেই কার্য্য করিত না। আমাদের দেশে একটী স্বতন্ত্র মত ছিল রঘুনন্দন সেই মতকেই প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দৃঢ় করিয়াছেন।

স্মৃতিরত্ন—তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—"রঘুনন্দন দেশ প্রচলিত মতেরই অনুবাদ করিয়াছেন। এক্ষণে তর্করত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি "দেশে যে মত প্রচলিত ছিল, তাহা কোন গ্রন্থ বিশেষের মত অথবা কোন পণ্ডিত বিশেষের মৌখিক মত? যদি গ্রন্থ বিশেষের মত হয়, তাহা হইলে সেই গ্রন্থখানির নাম কি? পণ্ডিত বিশেষের মৌখিক মত হইলে সেই পণ্ডিতের বা নাম কি?"

এখন যেমন বঙ্গদেশের মধ্যে নবদ্বীপই পাণ্ডিত্য-গৌরবে শীর্ষস্থানীয় এবং নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাই বঙ্গদেশে সর্ব্বমান্য। পূর্ব্বে মিথিলাই ঐরূপ ছিল। অতএব তৎকালে মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের মতই বঙ্গদেশে সর্ব্বমান্য ছিল। এখনও অনেকে পূর্ব্ব স্মৃতি রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব বাচস্পতি মিশ্রের মতই যে বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইল।

আর এক কথা রঘুনন্দনের লিখিত ব্যবস্থারই যে নানাবিধ মতভেদ আছে (নবদ্বীপের মত, বিক্রমপুরের মত ইত্যাদি) তর্করত্ন মহাশয় ইহার কি করিবেন? একমতাবলম্বীরা অপর মতকে দুষ্ট বলিয়া থাকেন। অপণ্ডিত গৃহস্থগণ এরূপ স্থলে কাহার মতে কার্য্য করিবে? ইহার মীমাংসা তর্করত্ন মহাশয় কি করিবেন? আজ যাহার মতে কার্য্য করিতে বলিলেন, কিছুদিন পরে উক্ত মতটী যদি নিঃসংশয়িতভাবে দুষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কার্য্যকর্ত্তার সমস্ত ক্রিয়া কলাপ পণ্ড হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইয়া পড়ে।

১১। তর্করত্ন—কুড়ি পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে আন্দোলন ছিল না।

স্মৃতিরত্ন—১২৫৩ সালে আন্দুলনিবাসী রাজা রাজনারায়ণ ভট্টপল্লীর প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠবংশীয় অশূদ্রযাজী ও অশূদ্র প্রতিগ্রাহী বহু ব্রাহ্মণের গুরু মহামহোপাধ্যায় ব্রহ্মঠাকুর প্রভৃতি ৩৯ জন পণ্ডিত দ্বারা বঙ্গের ৪ শ্রেণীর কায়স্থই ক্ষত্রিয় ও কলুষ

অনুপনীত হইলেও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তান্তর উপনীত হইতে পারিবেন, এই ব্যবস্থা লইয়াছিলেন।

এই ব্যবস্থাবলে তৎকালে যাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন অদ্যাপি জীবিত আছেন। এমন কি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পিতা গোপীমোহন দেব বাহাদুর ১২১২সালে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, ১২৫৪ সালে দেওয়ান কাশীনাথ বসু প্রকাশিত "কায়স্থ-ধর্ম্ম-বিচার" গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রসিদ্ধি ছিল না, তর্করত্ন মহাশয়ের এই উক্তি অগ্রাহ্য।

১১। তর্করত্ন—"শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্তু হিতৈষিণঃ॥"
(বৃ, পরাশর সংহিতা)

শুচী, বিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, মুদ্রাকরান্বিত, হিতৈষী, লেখক, কায়স্থ-বিপ্রগণকে লেখক নিযুক্ত করিবেন।

এই প্রমাণে ব্রাহ্মণকেও লেখক বলায় কায়স্থ শব্দ লিপিকরবাচী বলিতে হইবে উহা জাতিবাচক নহে। পূর্ব্বে লিপিকরকার্য্য সকল দ্বিজাতিই করিত। লিপিকরের সংজ্ঞাই "কায়স্থ" অতএব কায়স্থ শব্দ লিপিকরবাচী।

স্মৃতিরত্ন—'শুচীন প্রজ্ঞাংশ্চ' এই বচনে 'লেখকানপি'স্থলে'অপি'শব্দ প্রয়োগ থাকায় প্রথমার্দ্ধে ১টী বিধি ও ২য়ার্দ্ধে আর একটী বিধি বলিতে হইবে। অর্থাৎ শুচী, প্রাজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে মুদ্রাকরান্বিত করিয়া নিযুক্ত করিবে ও লেখ্যকৃৎ ব্যক্তি হিতৈষী কায়স্থকে লেখকরূপে নিযুক্ত করিবে। এইরূপ দুইটী বাক্য। "কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ" ইত্যাদি বচনে কায়স্থমাত্রেরই লিখন ব্যবসা উল্লিখিত হইয়াছে। যদি "শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ" ইত্যাদি বচনটীকে একবাক্য মনে করিয়া ব্রাহ্মণের লেখকত্ব উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে "কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ" ইত্যাদি বচনের সহিত বিরোধ হয়। ঐ বিরোধ পরিহারার্থ 'শুচীন প্রজ্ঞান্' এই বচনটী পূর্ব্বোক্তরূপে বাক্যদ্বয়ে বিভক্ত বলিতে হইবে। তাহা হইলে লিপিকরের সংজ্ঞা কায়স্থ এরূপ না হইয়া কায়স্থ জাতিই লিপিকর এইরূপ প্রমাণিত হয়।

১২। তর্করত্ন—অম্বষ্ঠ ও করণ চিত্রগুপ্তের পুত্র ইহার বিশেষ প্রমাণ না দেখাইলে বিশ্বাস করিতে পারি না। চিত্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশর্ম্মার কন্যা ইরাবতীকে বিবাহ করায় চিত্রগুপ্ত ক্ষত্রিয় হইলেও তজ্জাত পুত্রগণ প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর।

স্মৃতিরত্ন—পূর্ব্বযুগে ক্ষত্রিয়ের বিপ্রকন্যার পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল না

অতএব বিপ্রকন্যায় গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাতপুত্র ক্ষত্রিয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। যযাতির দুই স্ত্রী—দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানী ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা এবং শর্ম্মিষ্ঠা ক্ষত্রিয় কন্যা। দেবযানীর গর্ভে যযাতির ঔরসজাত পুত্র যদু ক্ষত্রিয়। ঐ যাদব বংশকে যেমন সকলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ কন্যা ইরাবতীর গর্ভে চিত্রগুপ্তের ঔরসে গর্ভজাত পুত্র কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, বর্ণসঙ্কর নহে।

১৩। তর্করত্ন—(ক) দুইটী হেতুর নির্দ্দেশ থাকিলে পরবর্ত্তী হেতুকে প্রবল বলিয়া গণ্য করিতে হয়। 'শনৈকস্তু' ইত্যাদি মনুর বচনে দুইটী হেতু উল্লিখিত হইয়াছে—তন্মধ্যে প্রথম হেতু "ক্রিয়ালোপাৎ", দ্বিতীয় 'ব্রাহ্মণাদর্শনেন'। ব্রাহ্মণাদর্শনেন ইহার অর্থ 'বেদাদর্শনেন'। অতএব কায়স্থদিগের বেদলোপ হওয়ায় তাহারা শূদ্র। ব্রাহ্মণদিগের নিত্যাগ্নিহোত্রাদি লোপ হইলেও বেদলোপ হয় নাই বলিয়া তাঁহাদিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটে নাই।

(খ) "যস্য তু প্রপিতামহাদের্ণানুস্মর্য্যত উপনয়নং" এস্থলে মুনির ঊর্দ্ধতন পুরুষ গ্রহণ করা অভিপ্রেত হইলে "নানুস্মর্য্যতে" এইরূপ না লিখিয়া 'নানুপনয়নং' এইরূপ লিখিতেন। 'নানুস্মর্য্যতে' লেখায় বুঝিতে হইবে, যাহার পিতা পিতামহ পর্য্যন্তের উপনয়ন হয় নাই, স্বয়ংও যথাকালে অনুপনীত অথচ প্রপিতামহের উপনয়ন হইয়াছে কি না স্মরণ নাই, এরূপ স্থলে বাস্তবিক প্রপিতামহের উপনয়ন হইলেও স্মরণাভাব হেতু প্রপৌত্রকে দ্বাদশ বার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত করত উপনীত হইতে পারে। অতএব 'প্রপিতামহাদি' স্থলে 'আদি' পদে অধস্তন পুরুষই মুনির অভিপ্রেত।

গাগাভট্ট প্রভৃতি শিবাজীর আমলে বহুপুরুষ অনুপনীত কায়স্থের উপনয়ন সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা "শনৈকস্তু ত্রিয়ালোপাৎ" ইত্যাদি মনুবচন-বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য।

(গ) বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণের লোপ হয় নাই। তাহার প্রমাণ অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থে "অমুক ব্রাহ্মণ বলিতেছেন" এইরূপ লিখিত আছে। যদি ব্রাহ্মণ লোপ হইত, তাহা হইলে কখনই এরূপ লিখিত হইত না। তৎকালে অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ হইয়া বর্ণোচিত ক্রিয়াকলাপ ত্যাগ করায় তাঁহারা আর পূর্ব্ববৎ কালে পুনরুপনীত না হইতে পারিয়া ব্রাহ্মণসমাজ হইতে পৃথককৃত হন। বৌদ্ধ যুগের ঐ ব্রাত্য ব্রাহ্মণগণের ছায়ামাত্র বর্ত্তমান সময়ে 'যুগী' জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

স্মৃতিরত্ন—তর্করত্ন মহাশয় "ব্রাহ্মণাদর্শনেন" ইহার 'বেদাদর্শনেন' এইরূপ

যে অর্থ করিয়াছেন, ঐরূপ অর্থ মনুরভাষ্য ও টীকাকারের অসম্মত বলিয়া অগ্রাহ্য। উহার ভাষ্য টীকা সঙ্গত প্রকৃত অর্থ এই—যাজন, অধ্যাপন ও প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অদর্শন; তর্করত্ন মহাশয় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন "ক্রিয়ালোপাৎ" ও "ব্রাহ্মণাদর্শনেন" এই উভয় হেতুর মধ্যে পরবর্ত্তী হেতুই প্রবল। তাহা হইলে কায়স্থদিগের যাজনাদি কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণের অদর্শন না হওয়ায় তাহাদিগের শূদ্রত্ব ঘটে নাই।

"যস্য তু প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং" এস্থলে যদি আদি পদের দ্বারা তর্করত্ন মহাশয়ের মতে অধস্তন পুরুষ গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে প্রপিতামহের ঊর্দ্ধতন পুরুষ পর্য্যন্ত অনুপনীত থাকিলে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহার উল্লেখ না থাকায় আপস্তম্বের ন্যূনতাপত্তি দোষ হয়। এবং পিতা পিতামহ অনুপনীত থাকিলে সম্বৎসর ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে, উহার পর এক পুরুষমাত্র অধিক প্রপিতামহের উপনয়নাভাবে দ্বাদশ বার্ষিক ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত বলিলে অত্যন্ত বিষম শিষ্ট দোষ হয়। 'আদি' পদে উর্দ্ধতন পুরুষ গ্রহণ করিলে ঐ দোষ হয় না এবং প্রপিতামহের উর্দ্ধতন পুরুষ পর্য্যন্ত অনুপনীত থাকিলে যে পাপ হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ উল্লেখ না থাকায় সমস্ত পাপই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নষ্ট হইবে, এইরূপ চিরসিদ্ধান্তের ব্যাঘাত ঘটে।

পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে—"শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাৎ" এই বচনে পরবর্ত্তী হেতুই প্রবল এবং তন্মধ্যে 'ব্রাহ্মণাদর্শনেন' ইহার অর্থ যাজনাত্থর্থ ব্রাহ্মণা দর্শনেন। অতএব গাগাভট্ট যে বহু পুরুষ অনুপনীত কায়স্থের উপনয়ন বিধান করিয়াছেন, তাহা মনু বিরুদ্ধ হয় নাই।

বৌদ্ধযুগে ভারতের বহুস্থান হইতেই ব্রাহ্মণাদির বর্ণোচিত ক্রিয়াকলাপ লোপ হইয়াছিল, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। কোন বৌদ্ধ গ্রন্থকার অমুক ব্রাহ্মণ এই কথা বলেন যাহা লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই—ব্রাহ্মণের বর্ণোচিত ক্রিয়াকলাপ লোপ হইলেও 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞা লোপ হয় নাই এবং ঐ ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের সহিত আদান প্রদান আহার ব্যবহার করেন নাই এখনও ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাচীন হিন্দুরাজ্য নেপালে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ক্ষত্রিয় বর্ত্তমান আছে। ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বৌদ্ধদিগের বর্ণোচিত ক্রিয়াকলাপ লুপ্ত হইলেও তাঁহারা বর্ণ বা জাতিবাচক সংজ্ঞা পরিত্যাগ করেন নাই।

যুগী জাতি যদি বৌদ্ধ ব্রাহ্মণের ছায়া হইত, তাহা হইলে তাহাদের সমাধি প্রথা থাকিত না? এবং যোগী শব্দের অপভ্রংশ ঘুগী না হইয়া বৌদ্ধ বোধক

ভিক্ষু বা তীর্থঙ্কর কোনও নাম হইত। বৌদ্ধদের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করা প্রথাই প্রচলিত; সমাধি প্রথা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব যুগীরা পূর্ব্ব-কালীন বৌদ্ধব্রাহ্মণ নহে। উহারা যে কি তৎসম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে—

কোনও এক তত্ত্বজ্ঞানি পরমহংস কয়েকটী যোগশিক্ষার্থী শিষ্য লইয়া কোনও স্থানে গমন করিতেছিলেন, ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় আহারের ইচ্ছায় পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উপস্থিত হইয়া আহারার্থ প্রার্থনা করিলেন। ঐ গৃহস্বামী মুসলমান, সে দিন তাহার বাটীতে একটী ভোজনোৎসব ছিল, তাহারা তখন ফরাসের উপর খাবার সাজাইতে ছিল, পরমহংসকে আহারার্থী দেখিয়া এবং হিন্দু সন্ন্যাসী মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করিলে মুসলমানত্ব প্রাপ্ত হইবে, বিবেচনায় তাহাকে বলিল "ইহার মধ্যে আপনার অভিরুচিমত যে কোনও পাত্র গ্রহণ করুন, তখন পরমহংসদেব একটী পাত্র লইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্যগণও গুরুর অনুকরণ মত প্রত্যেক এক এক পাত্র লইয়া আহার করিতে লাগিলেন, আহারান্তে পরমহংস দেব উক্ত মুসলমান বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিকবর্ত্তী পথিপার্শ্বস্থ একটী কর্ম্মকার দোকানে বিশ্রামার্থ উপস্থিত হইলেন। তখন কর্ম্মকারেরা অগ্নিতে লৌহ-গোলক সকল উত্তপ্ত করিতেছিল। পরমহংসদেব বসিয়াই অগ্নির ভিতর হইতে রক্তবর্ণ কয়েক খণ্ড লৌহ গোলক হাত দিয়া তুলিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেগুলি উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। আরও কয়েকটী গোলক হাতে করিয়া শিষ্যদের নিকট রাখিয়া বলিলেন, তোমরাও অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলে, ইহার কিছু ভক্ষণ করত জঠর জ্বালা নিবারণ কর। শিষ্যবর্গও গুরুজীর কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। তাহারা বিস্ময়ে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে করিতে যেই একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে, ইত্যবসরে পরমহংসদেব অন্তর্হিত হইলেন। পরে তাহারা গুরুজীকে না দেখিতে পাইয়া আরও বিস্মিত হইল। কর্ম্মকারেরাও তখন বিস্মিত। তাহারা ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে শিষ্যবর্গ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিল। এই ঘটনা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় মুসলমানের অন্ন গ্রহণ হেতু উক্ত শিষ্যবর্গ আর নিজ সমাজে মিশিতে পারিলেন না। একে হিন্দু সন্তান, তাহার উপর বহুদিন যোগাভ্যাস করিয়াছলেন সুতরাং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণেও প্রবৃত্তি হইল না। তখন তাহারা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বহির্ভূত হইয়া পৃথক্‌ভাবে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের বংশধরেরা যোগাচারী ছিল বলিয়া যোগী শব্দের অপভ্রংশ অবান্তর জাতি "যুগী" রূপে পরিণত হইল।

১৪ তর্করত্ন—স্মৃতিরত্ন মহাশয় বোধ হয় অবগত নহেন, নাম শব্দে জাতি, ব্যক্তি প্রভৃতিবাচক। নাম শব্দের জাতি ব্যক্তি প্রভৃতি বাচকতা 'শব্দশক্তি-প্রবেশিকায়' লিখিত আছে। অতএব কুল্লূকভট্ট যে "একস্য চৈতানি নামানি" লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ এক জাতির এতগুলি নাম। অতএব ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতি শব্দ জাতি বোধক হইল।

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাষু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।"

এই যাজ্ঞবল্ক্য বচন দ্বারা সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ হইতে উৎপন্ন পুত্রকেই সজাতি বলা যায় না। তাহা হইলে "দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে। অবাবটঃ স উচ্যতে।" মনুর ১০ম অধ্যায়ের টীকায় কুল্লূকভট্ট লিখিত এই দেবল বচনে সম্পষ্টই বোধ হইতেছে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র অবাবট জাতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে, সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান মাত্রেই সজাতি নহে।

স্মৃতিরত্ন—তর্করত্ন মহাশয়ের মতে "একস্য চৈতানি নামানি" এই কুল্লূক-ভট্টের টীকায় যে নাম শব্দ আছে, উহা যদি জাতিবাচক হয়, তাহা হইলে জাতি শব্দকে 'একস্য' পদের বিশেষ্য করিতে হয়, কিন্তু জাতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ সুতরাং উহার বিশেষণ "একস্য" না হইয়া 'একস্যাঃ' হয়। তাঁহারই স্বীকৃত নাম শব্দের জাতি, ব্যক্তি প্রভৃতি বাচকত্ব স্বীকার করত এস্থলে ব্যক্তি বাচকত্বার্থ গ্রহণ করিলে 'একস্য জনস্য' এইরূপ অর্থ সজাতি হয়। "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাষু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ" এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের সহিত সমানার্থতা রক্ষা করিতে হইলে নাম শব্দের ব্যক্তি বাচকতার্থ গ্রহণ তরিতে হয় অন্যথা বিরোধ হইয়া পড়ে। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য বচনের সহিত একার্থতা করিয়া এস্থলে নাম শব্দের ব্যক্তিবাচকত্বই গ্রহণীয়।

কুল্লূকভট্ট মনুর টীকায় "দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াঃ প্রজায়তে।" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে "পত্নীষ্বক্ষত যোনিষু ইত্যাদি বচনে 'পত্নী' পদের উপাদান হেতু সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীতে উৎন্নপ পুত্রই সজাতি হইবে এবং যাজ্ঞবল্ক্যও "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাষু" ইত্যাদি বচনের শেষে "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ-স্মৃতঃ" এইরূপ লেখায় সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রই স্বজাতি। "দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা" ইত্যাদি দেবল বচনে যে অবাবট জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা "পত্নীষ্বক্ষত যোনিষু" ইত্যাদি মনুবচন 'সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাষু' ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া সবর্ণ উপপতি কর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্রই 'অবাবট' নামে অভিহিত। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র কখনই ভিন্ন জাতি হইতে পারে না। অতএব কায়স্থ জাতি বহুপুরুষ হইতে ব্রাত্য হইলেও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হয় নাই।

ভিক্ষু বা তীর্থঙ্কর কোনও নাম হইত; বৌদ্ধদের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করা প্রথাই প্রচলিত; সমাধি প্রথা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব যুগীরা পূর্ব্ব-কালীন বৌদ্ধব্রাহ্মণ নহে। উহারা যে কি তৎসম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে—

কোনও এক তত্ত্বজ্ঞানি পরমহংস কয়েকটী যোগশিক্ষার্থী শিষ্য লইয়া কোনও স্থানে গমন করিতেছিলেন, ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় আহারের ইচ্ছায় পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উপস্থিত হইয়া আহারার্থ প্রার্থনা করিলেন। ঐ গৃহস্বামী মুসলমান, সে দিন তাহার বাটীতে একটী ভোজনোৎসব ছিল, তাহারা তখন ফরাসের উপর খাবার সাজাইতে ছিল, পরমহংসকে আহারার্থী দেখিয়া এবং হিন্দু সন্ন্যাসী মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করিলে মুসলমানত্ব প্রাপ্ত হইবে, বিবেচনায় তাহাকে বলিল "ইহার মধ্যে আপনার অভিরুচিমত যে কোনও পাত্র গ্রহণ করুন, তখন পরমহংসদেব একটী পাত্র লইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্যগণও গুরুর অনুকরণ মত প্রত্যেক এক এক পাত্র লইয়া আহার করিতে লাগিলেন, আহারান্তে পরমহংস দেব উক্ত মুসলমান বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিকবর্ত্তী পথিপার্শ্বস্থ একটী কর্ম্মকার দোকানে বিশ্রামার্থ উপস্থিত হইলেন। তখন কর্ম্মকারেরা অগ্নিতে লৌহ-গোলক সকল উত্তপ্ত করিতেছিল। পরমহংসদেব বসিয়াই অগ্নির ভিতর হইতে রক্তবর্ণ কয়েক খণ্ড লৌহ গোলক হাত দিয়া তুলিয়া মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেগুলি উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। আরও কয়েকটী গোলক হাতে করিয়া শিষ্যদের নিকট রাখিয়া বলিলেন, তোমরাও অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলে, ইহার কিছু ভক্ষণ করত জঠর জ্বালা নিবারণ কর। শিষ্যবর্গত গুরুজীর কাণ্ড দেখিয়া অবাক্। তাহারা বিস্ময়ে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে করিতে যেই একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে, ইত্যবসরে পরমহংসদেব অন্তর্হিত হইলেন। পরে তাহারা গুরুজীকে না দেখিতে পাইয়া আরও বিস্মিত হইল। কর্ম্মকারেরাও তখন বিস্মিত। তাহারা ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে শিষ্যবর্গ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিল। এই ঘটনা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় মুসলমানের অন্ন গ্রহণ হেতু উক্ত শিষ্যবর্গ আর নিজ সমাজে মিশিতে পারিলেন না। একে হিন্দু সন্তান, তাহার উপর বহুদিন যোগাভ্যাস করিয়াছলেন সুতরাং মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণেও প্রবৃত্তি হইল না। তখন তাহারা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বহির্ভূত হইয়া পৃথক্‌ভাবে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের বংশধরেরা যোগাচারী ছিল বলিয়া যোগী শব্দের অপভ্রংশ অবান্তর জাতি "যুগী" রূপে পরিণত হইল।

১৪ তর্করত্ন—স্মৃতিরত্ন মহাশয় বোধ হয় অবগত নহেন, নাম শব্দে জাতি,

ব্যক্তি প্রভৃতিবাচক। নাম শব্দের জাতি ব্যক্তি প্রভৃতি বাচকতা 'শব্দশক্তি-প্রবেশিকায়' লিখিত আছে। অতএব কুল্লূকভট্ট যে "একস্য চৈতানি নামানি" লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ এক জাতির এতগুলি নাম। অতএব ঝল্ল, মল্ল প্রভৃতি শব্দ জাতি বোধক হইল।

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাষু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।"

এই যাজ্ঞবল্ক্য বচন দ্বারা সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ হইতে উৎপন্ন পুত্রকেই সজাতি বলা যায় না। তাহা হইলে "দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে। অবাবটঃ স উচ্যতে।" মনুর ১০ম অধ্যায়ের টীকায় কুল্লূকভট্ট লিখিত এই দেবল বচনে সম্পষ্টই বোধ হইতেছে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র অবাবট জাতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে, সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান মাত্রেই সজাতি নহে।

স্মৃতিরত্ন—তর্করত্ন মহাশয়ের মতে "একস্য চৈতানি নামানি" এই কুল্লূক-ভট্টের টীকায় যে নাম শব্দ আছে, উহা যদি জাতিবাচক হয়, তাহা হইলে জাতি শব্দকে 'একস্য' পদের বিশেষ্য করিতে হয়, কিন্তু জাতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ সুতরাং উহার বিশেষণ "একস্য" না হইয়া 'একস্যাঃ' হয়। তাঁহারই স্বীকৃত নাম শব্দের জাতি, ব্যক্তি প্রভৃতি বাচকত্ব স্বীকার করত এস্থলে ব্যক্তি বাচকত্বার্থ গ্রহণ করিলে 'একস্য জনস্য' এইরূপ অর্থ সজাতি হয়। "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাষু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ" এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের সহিত সমানার্থতা রক্ষা করিতে হইলে নাম শব্দের ব্যক্তি বাচকতার্থ গ্রহণ তরিতে হয় অন্যথা বিরোধ হইয়া পড়ে। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য বচনের সহিত একার্থতা করিয়া এস্থলে নাম শব্দের ব্যক্তিবাচকত্বই গ্রহণীয়।

কুল্লূকভট্ট মনুর টীকায় "দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াঃ প্রজায়তে।" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে "পত্নীষক্ষত যোনিষু ইত্যাদি বচনে 'পত্নী' পদের উপাদান হেতু সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীতে উৎন্নপ পুত্রই সজাতি হইবে এবং যাজ্ঞবল্ক্যও "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাষু" ইত্যাদি বচনের শেষে "বিন্নাস্বেষ বিধিঃ-স্মৃতঃ" এইরূপ লেখায় সবর্ণা বিবাহিতা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রই স্বজাতি। "দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা" ইত্যাদি দেবল বচনে যে অবাবট জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা "পত্নীষক্ষত যোনিষু" ইত্যাদি মনুবচন 'সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাষু' ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া সবর্ণ উপপতি কর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্রই 'অবাবট' নামে অভিহিত। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র কখনই ভিন্ন জাতি হইতে পারে না। অতএব কায়স্থ জাতি বহুপুরুষ হইতে ব্রাত্য হইলেও তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নষ্ট হয় নাই।

১৫। তর্করত্ন—স্মৃতিরত্ন মহাশয় "মাসমাত্রং পুরাদ্বহিঃ" এই বচনের অর্থ বোধ হয়, সম্যক্ অবগত নহেন, আমি ইহার যথার্থ সঙ্গতি করিতেছি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ১৮ দিন হইয়াছিল; তাহার পর ১২ দিন অশৌচ পালন করিলেই এক মাস পূর্ণ হয়। অতএব মাসমাত্র অশৌচের কথা লেখা থাকিলেও ফলতঃ ১২ দিন অশৌচেরই জ্ঞাপক হইতেছে। অথবা 'মাসমাত্রং' ইহার অর্থ "মাসঃ মাত্রা পরিমাণং যস্য তৎ মাসমাত্রং মাস সংখ্যক দিন মিত্যর্থঃ।" যেমন একে চন্দ্র, দু'য়ে পক্ষ, তিনে নেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ মাস এইরূপ সংখ্যা গণনা করা হয়। অতএব মাস শব্দ দ্বাদশ সংখ্যাবাচী। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরাও দ্বাদশ সংখ্যা স্থলে মাস শব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্মৃতিরত্ন—তর্করত্ন মহাশয় ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত, ইঁহার স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা নাই, অতএব ইনি পাণ্ডবদিগের ১৮ দিন যুদ্ধের পর ১২ দিন অশৌচ গ্রহণ দেখাইয়া এক মাস পূর্ণ করিয়াছেন। হিন্দুর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন যে মৃত্যু দিবস হইতেই অশৌচ দিবস গণনা করা হয়, তাহা হইলে অষ্টাদশ দিবস হইতে ১২ দিন ঊনত্রিংশ দিনে শেষ হয়, মাস পূর্ণ হয় না।

ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ পূর্ণাশৌচ শাস্ত্রসিদ্ধ। প্রথম মৃত জ্ঞাতি অশৌচের একাদশ দিবসাভ্যন্তরে যত জ্ঞাতির মৃত্যু হইবে, তজ্জনিত অশৌচ পূর্ব্বাশৌচের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রথম হইতে দ্বাদশ দিনেই শেষ হইবে। তৎপর দ্বাদশ দিনে কোনও জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে উক্ত প্রথমাশৌচের ২ দিন বৃদ্ধি হইবে এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ দিবসে যে সকল জ্ঞাতির মৃত্যু হইবে, সেই অশৌচও উক্ত চতুর্দ্দশ দিবসে শেষ হইবে। তৎপর পঞ্চদশ দিবসে কোনও জ্ঞাতির মৃত্যু হইলে তাহাতে একটী পূর্ণাশৌচ হয়। ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ দিবসে যে সকল জ্ঞাতির মৃত্যু হয়, সেই অশৌচও ঐ দ্বিতীয় পূর্ণাশৌচান্তে নিবৃত্ত হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ক্রমাগত অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত জ্ঞাতি মরণ হইয়াছিল, ঐ মরণে এইরূপ অশৌচ সঙ্কর কল্পনা করিয়া পাণ্ডবদের প্রথম দিনে মৃত জ্ঞাতির পূর্ণাশৌচ দ্বাদশ দিনে এবং দ্বাদশ দিনে মৃত জ্ঞাতির অশৌচ তৎপর দুই দিন বৃদ্ধি করিয়া প্রথম হইতে চতুর্দ্দশ দিনে শেষ হয়, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ দিনে মৃত জ্ঞাতির অশৌচ ও দ্বাদশ দিনে মৃত জ্ঞাতির অশৌচ পুনরায় নূতন পূর্ণাশৌচে পরিণত হইয়া প্রথম হইতে ষড়্‌বিংশ দিনে এবং ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ দিবসে মৃত জ্ঞাতির অশৌচ ও উক্ত পঞ্চদশ দিবসীয় মৃত জ্ঞাতির নূতন পূর্ণাশৌচান্তে অর্থাৎ ষড়্‌বিংশ দিবসে শেষ হইবে। দ্বাদশাহ অশৌচ রক্ষা করিয়া কোনরূপেই পাণ্ডবদিগের এক "মাস মাত্রং" পদের স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে পারা যায় না।

'মাসমাত্রং' শব্দে 'দ্বাদশ দিন' এই অর্থ করিলে ৪টী দোষ দেখা যায়—

১ম। 'মাসমাত্রং' এই পদে বহুব্রীহি সমাস আশ্রয় করিলে পদটী বিশেষণ হওয়ায় বিশেষ্য 'দিনং' এই পদের অধ্যাহার কল্পনা করিতে হয়।

২য়। বহুব্রীহি সমাসে উর্ভয় পদেই লক্ষণাস্বীকার করিতে হয়।

৩য়। সরল ভাষায় লেখক ব্যাসদেব 'দ্বাদশদিনং' স্থলে ছন্দোভঙ্গ ভয়ে কষ্টকল্পনীয়ার্থক 'মাসমাত্রং' এই পদ লেখায় তাঁহার রচনা বিষয়ে ন্যূনতাপত্তি হইতে পারে।

৪র্থ। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহামহোপাধ্যায় নীলকণ্ঠ 'মাসবাত্রং' এই পদের "মাসঃ মাত্রা যস্য" এইরূপ অর্থ করেন নাই! মাসা এব মাসমাত্রং' এই অর্থ করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষ চতুষ্টয়েরই পরিহার হয়। সুতরাং এই অর্থই সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য।

১৬ তর্করত্ন—রাজা রাজনারায়ণের উপনয়ন গ্রহণ অপ্রসিদ্ধ। (তর্করত্ন মহাশয় স্বীয় উক্তির পোষকতা করিবার জন্য সভাস্থ জনৈক কায়স্থের উপনয়নের বিরুদ্ধমতাবলম্বী বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, রাজা রাজনারায়ণের উপনয়নের কথা পূর্ব্বে জানিতাম না) তর্করত্ন মহাশয় কায়স্থ উপনয়নের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কায়স্থগণের উক্তিতে রাজার উপনয়ন বৃত্তান্ত অপ্রসিদ্ধ স্থির করিলেন।

স্মৃতিরত্ন—রাজা রাজনারায়ণ কর্ত্তৃক গৃহীত কায়স্থের উপনয়ন ব্যবস্থাদি অপ্রসিদ্ধ নহে। তিনি তৎকালে "কায়স্থ-কৌস্তুভ" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ এখনও সুধী সমাজে সর্ব্বজন বিদিত।*

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

---

* আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে এই পর্যন্ত বিচার হইলে তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন এখন বেলা অধিক হইয়াছে, আহারান্তে পুনরায় আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু তাহা আর হয় নাই। যাঁহারা তর্করত্ন মহাশয়কে পাঁচথুপিতে লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা তর্করত্ন মহাশয়কে দৈনিক ৫০্ টাকা ও পাথেয় দিবেন কথা ছিল; কিন্তু আহ্বানকারিগণ বিচারের ভাব বুঝিয়া আর অগ্রসর না হওয়ায় বিচার ঐ পর্যন্ত হইয়াই স্থগিত হইয়াছে। কাঃ পঃ সঃ।

বারেন্দ্র কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামপালদেবের রাজত্বের বিবর "রামচরিত" নামক সংস্কৃত কাব্যে লিখিত আছে। ইহার কবি বরেন্দ্রবাসী সন্ধ্যা-কর নন্দী।• দুঃখের বিষয় এই যে পালবংশীয়গণের রাজত্বাবসান ও বরেন্দ্রে বৌদ্ধ শাসনের অধঃপতনের সঙ্গে পূর্ব্বতন বাঙ্গালী জাতির গৌরব প্রচারক গ্রন্থ সকল দূরীকৃত বা অনাদৃত হইয়াছে। একদা বরেন্দ্রদেশে যে জাতি গৌরব সম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী ছিলেন—যাহাদিগের বাহুবল বুদ্ধিকৌশল ও লিপিচাতুর্য্যের পরিচায়ক বরেন্দ্রদেশের নানাস্থানে বিদ্যমান আছে তাহার স্মৃতিচিহ্ন বা জনশ্রুতি না থাকিলে তাহাকে উপকথা বলিয়াই অনেকে বিদ্রূপ করিতেন।

কবি সন্ধ্যাকর বিরচিত কাব্য "রামচরিত" * বাঙ্গালাদেশে ছিলনা। পণ্ডিত চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় কর্তৃক আসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ের জন্য নেপাল হইতে একখণ্ড গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় গবেষণাপূর্ণ ইংরেজী ভূমিকাসহ "রামচরিত" কাব্য মুদ্রিত করিয়া বরেন্দ্রদেশের ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও কবির কাব্য-গৌরব প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগের অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেছেন। "রামচরিতের" ন্যায় কত গ্রন্থ যে বরেন্দ্রদেশ হইতে নেপাল ও চীন প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন বৌদ্ধতত্ত্ব পিপাসুব্যক্তিগণ কর্তৃক দেশান্তরে নীত হইয়াছে তাহার উদ্ধার করিতে পারিলে বাঙ্গালার অনেক ঐতিহাসিক রহস্য প্রকাশ হইতে পারিবে। আশা করি, শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ প্রাচীনগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দেশের কলঙ্ক অপনোদন করিবেন।

শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজি ভূমিকায় ৭৭০ খৃঃ অব্দ হইতে ১ ১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাজা রামপালদেবের পুত্র মদনপালদেবের রাজত্ব কালের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বরেন্দ্র পালবংশীয় রাজন্যবর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহজে বোধগম্য হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে "রামচরিত" কাব্য সুপ্রসিদ্ধ রাঘব পাণ্ডবীয়ের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। ইহার অর্থ একভাবে গ্রহণ করিলে রামায়ণের ঘটনাবলী উপলব্ধি হইবে। অন্যভাবে অর্থগ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা রাজা রামপালদেবের রাজত্বের ঘটনা যেমন ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই

* Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol 111, pp 1-56: "Ramcharit" by Sandhyakara Nandi. Edited by Mahamahopadhaya Haraprosad Sastri, M. A. Price Rs 2. Two only.

অবগত আছেন, হিন্দুমাত্রেই তাহাকে নিত্যগাথা করিয়াছেন কিন্তু "রামচরিত" সম্বন্ধে তদ্রূপ হয় নাই। বরেন্দ্র ক্ষুদ্রদেশ। আবার, রামপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কাজেই রামপালের রাজত্বের ঘটনাবলী হিন্দুগণ নিত্যগাথা করিতে পারেন নাই। রাজা রামপালদেবের সান্ধিবিগ্রহিকের পুত্র সন্ধ্যাকর আপনাকে কবি বাল্মীকির সহিত ও রামপালকে "রামের" সহিত তুলনা করিয়াছেন।

মুদ্রিত "রামপালচরিত" শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। লিপিকারক "শীলচন্দ্র" সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া গ্রন্থে অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে টীকার সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থের সমস্ত অংশ সহজবোধ্য নহে। "রামচরিতের" ১ম ও ২য় অধ্যায়ের টীকা থাকায় তাহা কতকাংশ সহজবোধ্য হইয়াছে। কিন্তু যে অংশের টীকা নাই তাহার অর্থ পরিগ্রহ করা কঠিন হইলেও শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণের উদ্যমে ভবিষ্যতে তাঁহা অবোধ্য থাকিবে এরূপ আশা করা যায় না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কবি সন্ধ্যাকরনন্দীর জাতি বিষয়ে ২।১টী কথা লিখিত হইবে। এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একমত না হইতে পারিয়া দুঃখিত হইলাম। শুনিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের টীকার জন্য অনুসন্ধানে আছেন। যাহাতে ভবিষ্যতে অন্য টীকা সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃতার্থ প্রকাশ হয় তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের সুবিধার জন্য নিম্নে "রামচরিতের" কবি প্রশস্তির সম্পূর্ণাংশ উদ্ধৃত করা হইল ;—

কবি প্রশস্তিঃ।

বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥
তত্র বিদিতে বিদ্যোতিনি নন্দীরত্ন সন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধিগুর্ণৌঘস্য॥
তস্য তনয়ো মতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণী রনর্ঘগুণঃ।
সান্ধি-শ্রীপদাসক্ত বিত ভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ॥
নন্দীকুল-কুমুদকানন পূর্ণেন্দুর্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানান্দী॥
কাব্যকলাকুলনিলয়ো গুণমণিমেরুমণীষিণামীশঃ।
সীমা সাহিত্যবিদামশেষভাষা-বিশারদঃ স কবিঃ॥

স্তোকৈস্তোষিতলোকৈঃ শ্লোকৈরশ্লেষণশ্লেষৈঃ।
ঘটনাপরিস্ফুটরসৈঃ গম্ভীরোদারভারতীসারৈঃ॥
কলিসীম্নিধর্ম্মরাজঃ কৃতানুপম তদ্যুগম্ বিভূষয়তঃ।
ভর্ত্তুঃ সমস্তজগতামভিনবনারায়ণাবতারস্ত॥
রামস্তেদং চরিতং রুচির [মর] চি রচনা বিরিঞ্চিরতিচিত্রং।
অনবদ্যশব্দবিদ্যাকোবিদ বৃন্দারকোঽবাদীৎ॥
রামস্যাস্তামাস্থিরমাজলমাজ্জ্বলনমাপবনমাসপণং।
কীর্ত্তিঃ সন্ধ্যাকর কবি সূক্তি সুধা সিন্ধুরাজমণিরাজিরিয়ং॥
গৌরীহিতাস্ত মুক্তাবলিরথিগুণরূপজাত্যলঙ্কারাসৌ।
প্রিয় দৃষ্টিরথা [ধা] ধানকলা ভঙ্গিরীশকণ্ঠৈকগতিঃ॥
অবদানম্ রঘুপরিবৃঢ় গৌড়াধিপরামদেবয়োরেতৎ॥
কলিযুগ রামায়ণমিহ কবিরপি কলিকাল বাল্মীকিঃ॥
সা পুনরত্র খলোন্মাদ ভূততত্ত্বাবতং খলীকার।
অখলস্তেঽপি বিলসিতম্ সাধুত্বস্তৈব কিমিহকরবাম্॥
সোঽস্ত খলোযদনুগমে বিগুণেন পরাকৃত প্রবন্ধানাং।
বহুলীকৃতে হিতফলঃ সঞ্চারোলোকধান্যতোদৃষ্টঃ॥
অবরঞ্জিকীর্ষত্যুচ্চৈর্দোষাশয়েন যো ভান্তং।
উপরিকলানীধিমন্ধঃ সাক্ষাদেশ্বমেবমলিনয়তি॥
ক্বাপি ক্বাপ্যাস্মার্ভিজড়মগুরগ এবং পঙ্কমতিশক্যা।
গুণনিবহনিবিড়বঙ্কান্ধাগুপ্তাসাং পৌ রসশ্রবন্তীয়ং॥
রসনাগরসাচ নিরগাৎ পদগত্যা চিত্রপাঠ বঙ্কেব।
তামুদ্ধত্তুমিতস্তে শতশঃ স্বয়মাসতে সন্তঃ॥
এত সত এব বা হৃদয়াদ্ যে সারস্বতমবন্ত্যেনং।
শূরাঃ স্মরাদপি সুধাং যত্র রসনা পূতেন সিঞ্চন্তি॥
শুচিরুচিরবিক্রমকলাময়মিদমুদিতং গবামধিপতেরত।
শব্দগুণভূষণাদ্ভূতমুত্তং তসয়তেগিরিশায়নমঃ॥
যোঽয়ং গদিতোনাগস্কন্ধক্ষিতিভৃন্ময়াবিদিতগোসারঃ॥
পরমবিলাসিনমেনং হরিমিব হরিকেতনং কথমিব স্তৌত্র॥
সারস্বতং কিমপি তজ্জ্যোতি রূপান্ধং বুধাযদ্ভ্যাসমৃতাং কিমিবোদ্ধ
দ্বৈতং চিতি কিমচ কিমচ কামভিনতে ভাবাঃ॥

ইতি সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিতং রামচরিত নাম কাব্যং সমাপ্তম॥
যথা দৃষ্টেত্যাদি শ্রীশীলচন্দ্রস্ত।

উদ্ধৃত "কবিপ্রশস্তি" পাঠে কবি সন্ধ্যাকরের জাতি সম্বন্ধে স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া লিখিয়াছেন যে, রামপাল সাম্রাজ্য বরেন্দ্রদেশের অন্তর্গত বসতি স্থানের নামানুসারে সন্ধ্যাকর বংশের উপাধিকরণ অর্থাৎ "নন্দ" হইতে "নন্দন" ও তৎপর নন্দী হইয়াছে।*

কবিপ্রশস্তি মধ্যে "শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ" লিখিত আছে। "বটু" শব্দের আভিধানিক অর্থ "মাণবকঃ" "ব্রহ্মচারী" ও বৃক্ষবিশেষ। এস্থলে 'বটু' অর্থে ব্রাহ্মণ বালক হইতেছে না। "শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধ-বসুধা-শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণি কুলস্থান পুণ্যভূঃ" 'বৃহদ্বটু' এর বিশেষণ হওয়ায় ও পরবর্ত্তী শ্লোকে "তত্রবিদিতে" ইত্যাদি লেখা হেতু "বৃহদ্বটু" শব্দে গ্রামের নাম ভিন্ন অন্য অর্থ প্রকাশ হয় না। সুতরাং ঐ "বটু" শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতি বুঝা গেল না।

বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণ মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে "নন্দী" পদবীবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিদৃষ্ট হয় না। "গৌড়েব্রাহ্মণ" ধৃত গাঞি মালার মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রের "নন্দনবাসী" গাঞি ও ভরদ্বাজ গোত্রের "নন্দী গ্রামী" গাঞি থাকিবার কথা লিখিত আছে। এই সকল "গাঞির" উৎপত্তি সময় পাল রাজগণের রাজত্ব কালের পূর্ব্বে কি পরে তাহা মীমাংসা করা কঠিন কথা। পঞ্চ গোত্রীয় বিপ্রপঞ্চকের বংশধরগণের গাঞি মালা ঘটকগণ রক্ষা করিয়াছেন। "পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই ইহা ছাড়া বামণ নাই" ইহা সংকীর্ণ কথা। "নন্দনবাসী" ও "নন্দীগ্রাম" পৃথক স্থান বাচক। রাজসাহী জেলার পশ্চিম বরেন্দ্রের মধ্যে নন্দনবাসী গ্রাম ও পূর্ব্ব বরেন্দ্রের মধ্যে নন্দীগ্রামে থানা আছে। "নন্দন" শব্দ হ্রাস হইয়া "নন্দী" শব্দে পরিণত হওয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বসতি গ্রামের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। নন্দীগ্রাম বরেন্দ্র ও

*The author belonged to a very respectable family of Varendra Brahmanas, who derived their name from their residence in the Varenda country, I. E. North Bengal, the scene of the struggles of Ramapala for empire. The residential village from which Sandhayakara's family derived their cognomen is Nanda, perhaps a contraction of Nandana. The family is wellknown. His grand father was Pinaka Nandi and his father Prajapaty Nandi. The author was not only a poet, but a linguist. As Ramapala was Rama, so the poet calls himself Kalikala Valmiki. pp 1-2.

রাঢ়ের কতিপয় জেলার মধ্যে বর্ত্তমান আছে। তৎসমস্তই বিখ্যাত প্রাচীন জনপদ বটে।

মনুর সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূকভট্ট আত্মপরিচয়ে "নন্দনবাসী" লিখিয়াছেন। "গৌড়েব্রাহ্মণ" ধৃতবচনে "গৌড়ে নন্দনবাসী নাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্রাং কুলে" এবং বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রকাশিত গ্রন্থে "বারেন্দ্র নন্দনবাসীয় ভট্ট দিবাকরাত্মজ" লিখিত হইয়াছে। "গৌড়ে নন্দনবাসী" বারেন্দ্র নন্দনবাসীর লিপি কারক কর্ত্তৃ পৃথক হওয়াই সম্ভব। কুল্লূক "নন্দনবাসীয়" প্রয়োগের পরেও "ভট্ট" শব্দ দ্বারা স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এযাবৎ কাল যে সকল "তাম্রশাসন" প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতেও ব্রাহ্মণ রচয়িতাগণের প্রসিদ্ধ ঋষিকুলের গোত্র ও ভট্টাদি শব্দ থাকাই দৃষ্ট হয়।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যত্নে সঙ্কলিত "গৌড়বিবরণ" সম্পাদক প্রবীন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "গৌড়রাজমালার" উপক্র মণিকা ভাগে লিখিয়াছেন বরেন্দ্র নিবাসী রাজকবি সন্ধ্যাকরনন্দী এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া "রামচরিত" কাব্য লিখিয়াছেন। মৈত্র মহাশয় কবিকে "বরেন্দ্র নিবাসী" মাত্র বলিতেছেন। কবি যে বারেন্দ্রব্রাহ্মণ একথা তিনি বলিলেন না। সুবিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় "গৌড়রাজমালার" লেখক। চন্দ্র মহাশয় লিখিয়াছেন "রামচরিত রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্রীমণ্ডলে শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দী পাল নরপালগণের সান্ধি [বিগ্রহিক] বা সন্ধি এবং যুদ্ধ বিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন।" ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ের ই রাজি তরজমা নহে। "শ্রীপৌণ্ড্র বর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধ" ব্রাহ্মণ বংশ দ্বারা অভিনব শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বুঝা যাইতেছে। মৈত্র মহাশয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ; তিনি কবির জাতি সম্বন্ধে নীরব থাকিলেন ক অপ্রাসাঙ্গিক বোধ করিলেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই যাহাই হউক, চন্দ্র মহাশয় "শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ লিখিয়াছেন" কবি প্রশস্তি পাঠ করিলে পাঠকগণও বিচার করিবেন। একমাত্র 'বটু' শব্দে "ব মাণবকো ভিক্ষাস্ত্যাগ্রাস মাত্রকং" "বটুবর্ণাব্রহ্মচারী" "বালকো মানবো বা কিশোরো বটু রিত্যপি" ইত্যাদি বচন নিষ্পন্ন ব্রাহ্মণ বোধক অর্থ এস্থলে হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে।

কবি সন্ধ্যাকর ব্রাহ্মণ হইলে সুদীর্ঘ পরিচয়ের কোলাহলে বিশেষণ ভূয়া বিপ্রত্ব অঙ্কিত করিতেন। যিনি বাসস্থান "বটু" শব্দকে নানা বিশেষণে ভূষি

করিয়াছেন তিনি স্বীয় বর্ণ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন জন্য ঋষিকুলের কোন পরিচয় প্রদান করিলেন না তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কবি স্বকীয় জাতি বিষয়ক পরিচয় প্রদান করেন নাই এরূপ অনুমান করা যায় না।

কবি স্বীয় পিতামহ পিনাকনন্দীর নামের পরেও পিতা প্রজাপতি নন্দীর নামের পূর্ব্বে "করণ্যানামগ্রণী" শব্দ যোজনা করিয়াছেন। "করণ্যা" শব্দ 'করণ' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'করণ' শব্দের অর্থ দ্ব্যার্থঘটিত। অমর কোষের 'করণ' বর্ণ সঙ্কর। মনূক্ত 'করণ' ক্ষত্রিয় সন্তান। মনুতে "ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যা নিচ্ছিবিরেবচ। নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥" দৃষ্ট হয়। রভসকোষে করণ ও কায়স্থকে একই বলা হইয়াছে। উত্তররাঢ়ীয়গণ আপনাদিগকে "শ্রীকরণ" বলেন। সুতরাং 'করণ' শব্দ কায়স্থ সমাজ হইতে বিলোপ হইয়াছে তাহাও অনুমান যোগ্য নহে। অতএবকবি সন্ধ্যাকর এই 'করণ্য' শব্দ দ্বারা স্বীয় জাতি প্রকাশ করিয়াছেন ইহা বলা ন্যায় সিদ্ধ হইতেছে।

ঐ 'করণ্য' পরিচয় ভিন্ন কবি আপনার পিতার বিশেষণে 'সান্ধি' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'করণ্য' শব্দ কোন স্থলে প্রয়োগ না হইয়া যদি কেবল 'সান্ধি' শব্দ লিখিত হইত তাহা হইলেও আমরা কবিকে কায়স্থ জাতিই অনুমান করিতে পারিতাম। সান্ধিবিগ্রহিক পদে ২।১ স্থলে বিপ্রজাতি নিয়োজিত হইলেও অধিকাংশ স্থলে কায়স্থ জাতির নিয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে রজঃ ও তমো গুণীর কার্য্য ব্রাহ্মণ করিতেন না। অধিকাংশ স্থলে কায়স্থ জাতি নিয়োগ হেতু ঐ পদ মসিজীবি ক্ষত্রিয়ের জন্যই নির্দ্দিষ্ট থাকা বুঝিয়া লওয়া সঙ্গত। এ বিষয়ে প্রনিধান করিলেও 'সন্ধি' শব্দ প্রয়োগ হেতু কবিকে কায়স্থ জাতির অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করা যাইত।

পালবংশীয় নৃপতিবর্গ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তাঁহাদিগের শাসন কালে বরেন্দ্রদেশে সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট সমাদর ছিল। তৎকালে দেশের সাধুসজ্জনেরা সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার করিতেন। রাজাগণের তাম্রাশাসন ও ভট্টগুরুবের রচিত শ্লোকমালা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষাই তদানীন্তন রাজদরবারে ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ব্যবহৃত থাকাতেই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রীত্বপদে নিয়োজিত থাকিতেন। অসীজীবি ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যরক্ষা করিতেন। মসিজীবি ক্ষত্রিয় বা কায়স্থগণ সচীব হইতে আরম্ভ করিয়া সাম্রাজ্যের লিখন পঠনাদি মসী ব্যবসায়ে নিরত ছিলেন। মসিজীবীগণের মধ্যে প্রধান রাজপদে নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে সংস্কৃত ভাষার আইনের সূত্রাদি সম্যক্ উপলব্ধি করা আবশ্যক হইত। সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য নাটকাদি

ও ধর্ম্মসূত্রের এবং ব্যবহার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া রাজার চিত্তবিনোদন করিতেন। প্রতি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতে সংস্কৃত অধ্যাপনার স্থান যথেষ্টই ছিল। সুতরাং অতীত সময়ে কায়স্থগণের মধ্যে প্রতিভাশালী যুবকগণ সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেন তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আধুনিক সময়ে অনেকের ধারণা ব্রাহ্মণেতর কায়স্থ জাতির মধ্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা আদৌ ছিল না। তজ্জন্যই যে কোন সংস্কৃত গ্রন্থ হউক তাহার রচয়িতা আত্ম পরিচয়ে ব্রাহ্মণবোধক ঋষিকুলের গোত্রাদির উল্লেখ না করিলেও কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার রচনার জন্য তাহাকে ব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য করা হইতেছে।

ব্রাহ্মণগণ ঐ প্রকার পরিচয় সম্পন্ন সংস্কৃত লেখকগণকে ব্রাহ্মণ বলিতেন। এখন বৈদ্যজাতির মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ঐ প্রকার পরিচয়ের জন্য তাহাদিগকে বৈদ্যজাতির অন্তর্গত প্রমাণে যত্নশীল হইয়াছেন। এই শ্রেণীর বৈদ্য লেখকগণের উক্তি শ্রুতযোগ্য নহে। বৈদ্যগণ একবার বৈশ্যত্ব লাভের জন্য উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের স্বজাতিগণের কেহ ব্রাহ্মণ হইবার প্রয়াস পাইতেছেন যিনি জাতিভেদ মানেন না, তিনিও অগ্রণী হইতেছেন। যাহা হউক, সন্ধ্যাকরনন্দীর 'করণ্য' শব্দ প্রয়োগ হেতু 'করণের' সন্দেহ দূরীকৃত হইয়াছে। কবির পিতা "সান্ধি" ছিলেন। সন্ধ্যাকরের প্রকৃত পক্ষে বর্ণসঙ্কর করণ আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী হইলে তাহার পরিচয় প্রদানে ক্ষান্ত থাকিতেন না।

কবি সন্ধ্যাকর যে কায়স্থ জাতির অন্তর্গত তাহা বিশিষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তিনি বরেন্দ্রদেশবাসী, তাঁহার কুলস্থানকে "বরেন্দ্রী মণ্ডল চূড়ামণি" বলিয়াছেন। জাত্যাংশে তাঁহার কুলস্থান গৌরবের পরিচায়ক ছিল। কাল মাহাত্ম্যে সেই কুলস্থান বিলুপ্ত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় বরেন্দ্রে প্রভাবশালী নন্দীবংশের বিলোপ সাধন হয় নাই। বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ-গঠনকারী ভৃগুনন্দী রাজা বল্লালসেনের মন্ত্রীত্ব কার্য্যে নিয়োগ থাকা সময়ে কুলবন্ধন হেতু বল্লালসেনের সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি বারেন্দ্রপঠী সংস্থাপন করেন। "রামচরিতের" রাজা রামপালের পুত্রের সময় সন্ধ্যাকর নন্দী গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার প্রায় সার্দ্ধশত বৎসর পর রাজা বল্লালের সময় ধরিলে সন্ধ্যাকরের পর তাঁহার বংশের অধঃস্তন ২।৩ পুরুষ হওয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

কবি সন্ধ্যাকর স্বীয় বাসস্থানকে "বৃহদ্বটু' বলিয়াছেন। 'বৃহৎ' শব্দ 'বটু' শব্দের বিশেষণ হইলে 'বটু' অর্থে একটী গ্রাম হইতেছে। ইহাই পরিণামে "বটগ্রাম"

শব্দে পরিণত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন বটে। কায়স্থ কুলগ্রন্থের মধ্যে 'বটগ্রাম' প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। এই বটগ্রাম নিবাসী কোলঞ্চাগত পুরুষোত্তম দত্তের বংশীয় নারায়ণ দত্ত রাজা কর্ত্তৃক নিয়োজিত ছিলেন। একদা "বটগ্রাম" কায়স্থ প্রতিভার স্থান ছিল তাহাই প্রমাণ হইতেছে। এই বটগ্রাম কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

ভৃগুর বংশীয়েরা আপনাদিগকে 'গ্রামের' নন্দী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। সেই গ্রাম 'বটগ্রাম' কি 'নন্দীগ্রাম' তাহার আলোচনা এস্থলে বাহুল্য হইবে। কবি সন্ধ্যাকর 'বটুকে' 'শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধঃ' বলিয়াছেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন শব্দ এ পর্য্যন্ত "ভূক্তি" অর্থে প্রয়োগ হওয়া দৃষ্ট হয়। ভূক্তি বলিলে তদধীন যে কোন দূরবর্ত্তী স্থান বুঝা যাইবে। কিন্তু "পুরঃ" শব্দে সেরূপ অর্থ প্রকাশ করে না। রাজধানী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ও দেবদেবীর আশনের চতুর্দ্দিকস্থ নির্দ্দিষ্ট স্থান 'পুর' বা 'পুরী' শব্দে অভিহিত হয়। সুতরাং এই 'বটু' পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানীর নিকটবর্ত্তী থাকাই অনুমান হয়। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান ঠিক নির্ণিত না হইলে এই 'বটুর' অবস্থান নির্দ্দেশ করা কঠিন হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ বর্ম্মমজুমদার।

সমালোচনা।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য বিবরণী। রাজসাহীর অন্তঃপাতী কড়চমারিয়ার বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত রাজকুমার বর্ম্মসরকার মহাশয় বিগত ১৩০৮ সালে যে একটী দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় নিজ বাটীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার ১৩০৮ সাল হইতে ১৩১৬ পর্য্যন্ত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। চিকিৎসালয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথি দুই প্রকার চিকিৎসা হইয়া থাকে। বিবরণীর লিখিত নয় বৎসরের হিসাবে দৃষ্ট হইল চিকিৎসালয়ে মোট১৯৮৮৪ জন রোগী উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৭১৪০ জন আরোগ্য হইয়াছে। জমিদার মহাশয়ের মোট ৫২২৫।৵৭॥ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এবম্বিধ সদনুষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় কায়স্থ জমিদারবর্গের জন্য ভগবানের নিকট সতত মঙ্গল প্রার্থনা করি।

মাহিষ্য-বান্ধব। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২ ফর্ম্মা অর্থাৎ ৩২ পৃষ্ঠা প্রতিমাসে থাকে। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকামাত্র।

মাহিষ্য-বান্ধব মাহিষ্যদিগের মাসিক পত্রিকা। মাহিষ্য-বান্ধব জাতীয় পত্রিকা হইলেও ধর্ম্ম, কৃষি, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ও থাকে। এই পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু কয়েক মাস যাবৎ 'মাসিককৃত্যমঞ্জরী' বেশ সুন্দর ভাবে অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতেছে। আমরা এরূপ পত্রিকা দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব কামনা করি।

সুনীতি-শতকম্। শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরিণা বিরচিতম্। ডিমাই ১২ পেঞ্জী অর্থাৎ ৩৬ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকার কোন মূল্য নির্দ্দেশ করেন নাই। ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী কিশোরগঞ্জে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

'সুনীতি-শতকম্' সংস্কৃত ভাষায় নীতিগ্রন্থ। ভাষা সরল এবং উপদেশগুলি মাধুর্য্যপূর্ণ। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের শিক্ষার্থ ব্যবহারোপযোগী। ভৈরববাবু কায়স্থ; তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য প্রত্যেক কায়স্থ লাইব্রেরীকে এক একখানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'দর্শক':—

কিয়দ্দিবস হইল বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ হইতে সাপ্তাহিক "হিন্দু পেট্রিয়ট" ও 'দর্শক' নামে সমাচারপত্রযুগল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ঐ পত্রদ্বয় ও উহাদের অনুচরগণ নানা ভাবে নানা স্থানে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিতেছে। 'H u Patriot' লিখিয়াছে যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা তাহার প্রধানতম উদ্দেশ্য বৈবাহিকব্যয় সঙ্কুলনে অসমর্থ হইয়া এক্ষনে উপবীত ধারণের ধুম ধামে আবদ্ধ হইয়াছে ও সেই জন্য উক্ত সভা ভগ্ন হইয়া উহার স্থানে বৈবাহিক ব্যয় সঙ্কুলানকারীগণ দ্বারা এক নূতন সভা স্থাপিত হউক। ইত্যাদি। ইহার পর 'পাপের পরিণাম' নামে এক গল্পাংশ গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের 'দর্শকে' প্রকাশ করিয়া দেখান হইয়াছে যে কায়স্থের মধ্যে যাহারা উচ্ছৃঙ্খল সুরাপায়ী তাহারাই যজ্ঞউপবীত গ্রহণ করিতেছে; পৈতাওয়ালার বাটীর শ্রাদ্ধাদিতে কোন সৎ ব্রাহ্মণ গমন করেন না; যত সব ভণ্ড ধূর্ত্ত বিদ্যাদিগ্‌গজ অর্থলোভী ব্রাহ্মণই যাইয়া থাকে ইত্যাদি। অতঃপর শ্রীনবীনকৃষ্ণ দে নাম স্বাক্ষরিত এক প্রেরিত পত্রও গত ২০শে জ্যৈষ্ঠের 'বিশ্বদূত' নামক সংবাদ পত্রে প্রেরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতেও ঐ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া পত্র প্রেরক মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—'শুনিলাম কন্যাদায়গ্রস্তদিগের অর্থ সাহয্যের আবেদন

সভা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন, সভার গচ্ছিত অর্থ অনেক রহিয়াছে, তবে এরূপ আবেদন প্রত্যাখ্যানের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না, আরও শুনিলাম কলিকাতার চিত্রগুপ্তমন্দিরের জন্য সভা অর্থ প্রার্থনা করিতেছেন। চিত্রগুপ্ত মন্দির নির্ম্মাণে কি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ নিবারিত হইবে? কায়স্থ-সভায় দুইদল আছেন। একদল উপবীত ধারণের পক্ষপাতী, অন্যদল উপবীত গ্রহণের বিরোধী। বিরোধীর সংখ্যাই অধিক বোধ হইতেছে। আমরা বলি উপবীত গ্রহণের পক্ষপাতীগণ কায়স্থ-সভা নামে স্বতন্ত্র সভা স্থাপিত করুন, নতুবা অনর্থক আন্তরিক মনোবিবাদে দেশের কল্যাণ হইবে না। কায়স্থ-সভার গচ্ছিত অর্থ উভয় দলে সমানরূপে বিভাগ হইলেও হইতে পারে" ইত্যাদি। শূদ্রত্বে অভিভূত এই সকল কায়স্থগণের কথার উত্তর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন বুঝি না। কি উদ্দেশ্য লইয়া কায়স্থ-সভার উৎপত্তি যাহারা জানে না, বরপণের প্রশ্রয় দিতে যাহারা সমুৎসুক বা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, যাহারা সম্পূর্ণরূপে শূদ্রত্বে নিমজ্জিত তাহারাই সভার সংগৃহীত অর্থের ভাগ লইয়া পৃথক্ সভা করিতে ব্যস্ত! কি সুন্দর বিবেচনা ও ব্যবহার, যে এবম্বিধ ভাষা প্রয়োগে কিছুমাত্র সঙ্কোচিত হইল না! অবশ্য স্বীকার্য্য তাহারা জাতিগত দোষানুরূপই কার্য্য করিতেছে। সভা-সমিতি, ইত্যাদির দশা এইরূপই এদেশে হইয়া থাকে। কোন একটা স্থায়ী সমিতিতে যোগ দিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা না করিয়া আমরা তাহা ভাঙ্গিতে জানি। যাহা হউক ভগবান চিত্রগুপ্তের নিকট প্রার্থনা ঐ সকল শূদ্রত্বে অভিভূত কায়স্থগণের সুমতি প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণভেদ বিধ্বংসক মণ্ডলী:—

সম্প্রতি গয়ার শ্রীযুক্ত ভীমসেন শর্ম্মাপ্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এক সভা করিয়া সমগ্র ভারতীয় ব্রাহ্মণগণকে একত্র হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সভা সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ-সম্মিলনকে অনুকরণ করিয়াই হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। সভাপতি মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় ব্রাহ্মণদিগকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের পক্ষে অবশ্য কল্যাণকর হইবে।

খুলনা কায়স্থ সম্মিলনী:—

বিগত ৪ঠা জ্যেষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় খুলনা সহরে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ মণ্ডলীর এক সম্মিলনী-সভা হইয়াছিল। ৬। ৭ শত কায়স্থ ও অন্যান্য লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উপস্থিত কায়স্থ মহোদয়গণের মধ্যে নিম্ন-

লিখিত ব্যক্তিদিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যথা—রায় অমৃতলাল রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মথুরালাল নাগ, রায় সাহেব বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার, শ্রীচারুচন্দ্র নাগ, শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীজনার্দ্দন ঘোষ, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুন্সী, শ্রীপ্রসন্নকুমার মিত্র, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅম্বিকাচরণ ঘোষ, শ্রীকুমদানাথ রায়, শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ, শ্রীসতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদলাল মজুমদার, শ্রীকনককান্তি রায় চৌধুরী, শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনীলমাধব সরকার, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার, শ্রীললিতমোহন দত্ত চৌধুরী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীরাজেন্দ্রলাল ঘোষ, শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত চৌধুরী, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরামনাথ ঘোষ, শ্রীসীতানাথ ঘোষ, শ্রীহীরালাল ঘোষ, শ্রীদ্বিজদাস ঘোষ, শ্রীইন্দুভূষণ মজুমদার প্রভৃতি। নবদ্বীপের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা, কায়স্থ সভার প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বর্ম্মমজুমদার প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণ ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক সভার উদ্দেশ্য বর্ণনার পর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি পদে মনোনীত হন। সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহার এক স্থানে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলেন—

"মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণের অনতিপুর্ব্বে নবদ্বীপে মুসলমান-বিপ্লব উপস্থিত হয়, এই সময়ে এ স্থানের অনেক অধিবাসী বঙ্গের নানা স্থানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রজ এক দেববংশের কুলগ্রন্থ অল্পদিন হইল আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কুলগ্রন্থখানি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন পুথি দৃষ্টে ১৬২২ শকে নকল করা হয়। এই কুল গ্রন্থের ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকে কার্ণসোনার দেববংশের পরিচয় প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"কর্ণ সৈন্য এতে দেবাঃ খ্যাতিবন্তো মহীতলে।
শাণ্ডিল্যগোত্রমেতেষাং জগতী পরিবিদিতম্॥
হরিদ্বারাদাগতাস্তে স্থিতিবন্তো মগধেষু।
ক্ষত্রপ-কায়স্থাঃ দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ॥"

এই কুলগ্রন্থের প্রমাণে চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও কায়স্থ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভব দ্বিজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। উক্ত দেববংশ এক্ষণে পূর্ব্ব ময়মনসিংহে পুস্পগ্রামে বাস করিতেছেন। কুলগ্রন্থখানি তাঁহাদের বংশ পরম্পরায় শ্রাদ্ধকালে পাঠ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।"

এই বংশীয় জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সভাস্থলে এই পুথিখানি উপস্থাপিত করা হয়।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে নিম্ন লিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

প্রথম প্রস্তাব। এই সভা খুলনা সহরে একটী 'কায়স্থ-সম্মিলনী' গঠন করা স্থির করিলেন। উহা "খুলনা-কায়স্থ সম্মিলনী" নামে অভিহিত হইবে। প্রত্যেক কায়স্থ সন্তানই ইচ্ছা করিলে এই সম্মিলনীর সভ্য হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। (ক) কায়স্থ সন্তানগণের হৃদয়ে স্বজাতীয় ভাব, স্বজাতি প্রীতি, স্বজাতীয় প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্রেক করিয়া এই জাতিকে এবং তদ্দ্বারা সমস্ত হিন্দুসমাজকে উন্নতির সোপানে আরূঢ় করা। (খ) কায়স্থ জাতির স্বভাবগত বিশিষ্ট গুণাবলীর উৎকর্ষসাধন ও উহাদিগের জাতীয় চরিত্র গঠন। (গ) হিন্দু সমাজে কায়স্থ জাতির স্থান ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ও তাহা রক্ষা ও প্রতিপালনের চেষ্টা। (ঘ) কায়স্থগণের জাতীয় আচার ব্যবহারে দেশ কাল পাত্র ভেদে আবশ্যকমতে যথাসম্ভব সংস্কার। (ঙ) কায়স্থ জাতির সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষা। (চ) এই জাতির মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও একতা স্থাপন।

তৃতীয় প্রস্তাব। ২য় প্রস্তাবের উল্লিখিত সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থে সম্মিলনী নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন।

(ক) কায়স্থগণ যে মূলতঃ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত এবং হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব তাহা প্রত্যেক কায়স্থ সন্তানের হৃদয়ে সম্যক্ প্রতীতি জন্মাইয়া উহা জাগরুক রাখার জন্য মধ্যে মধ্যে আলোচনা সভার অধিবেশন হইবে। (খ) ক্ষত্রিয় বংশ-সম্ভূত কায়স্থ সন্তানগণের হৃদয়ে স্বজাতীয় গৌরব পুনরুদ্রেক করিবার নিমিত্ত তাহাদের স্বভাবগত বিশিষ্ট গুণাবলীর আলোচনা ও অনুশীলনকল্পে একটি পুরাবৃত্ত ও অন্যান্য উপযুক্ত গ্রন্থ সম্বলিত পুস্তকাগার, পাঠাগার ও সম্মিলনস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে। (গ) কায়স্থ বালকগণের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। (ঘ) কায়স্থ বালিকা ও মহিলাগণের মধ্যে হিন্দু আদর্শে শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। (ঙ) নিঃসহায় ও দরিদ্র কায়স্থ বালকগণের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করা হইবে। (চ) দুঃস্থ ও নিঃসহায়

কায়স্থ পরিবারকে আবশ্যকমত সাহায্য করা হইবে। (ছ) বিবাহে পণপ্রথা নিবারণকল্পে অবস্থানুসারে উপায় ও চেষ্টা করা হইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব। - বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে আহার, ব্যবহার ও বিবাহাদি বিষয়ে সম্মিলন হওয়া এই সভা উচিত বিবেচনা করেন এবং 'খুলনা-কায়স্থ-সম্মিলনী' তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পঞ্চম প্রস্তাব। এই সভা কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠান বিশেষতঃ উপবীত গ্রহণ আবশ্যক বোধ ও তাহা অনুমোদন করেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। হিন্দু সমাজের উন্নতিকল্পে এই সভা হিন্দু সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য জাতির সহিত বর্ত্তমানে আর্য্যধর্ম্ম সংরক্ষণে ও শিক্ষা বিষয়ে সহযোগিতা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করেন।

সপ্তম প্রস্তাব। বিবাহে পণপ্রথা ধর্ম্মশাস্ত্র ও আর্য্য-সমাজের প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া এই সভা ঐ প্রথা অন্তরেরর সহিত ঘৃণা করেন এবং সম্মিলনীর সভ্যগণকে ঐরূপ পণগ্রহণ পরিত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে বলিয়া স্থির করিলেন।

অষ্টম প্রস্তাব। এই সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহার্থে প্রত্যেকের অবস্থানুসারে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে এবং সম্মিলনীর যাবতীয় কার্য্যের ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থে একটি 'ধন-ভাণ্ডার' স্থাপিত হইবে।

নবম প্রস্তাব। এই সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সাধারণ সম্মিলনীর সভ্য হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হইল। সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া এবং আবশ্যক মতে নিয়মাদি প্রণয়ন ও পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

চতুর্থ প্রস্তাব সমর্থন সময়ে প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এবং পঞ্চম প্রস্তাব সমর্থনের সময় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। আরও জানিতে পারিলাম এই সমিতি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে প্রস্তাবের মধ্যে কিছু দৃষ্ট হইতেছে না।

উপনয়ন ঃ—

২৫শে মাঘ, ১৩১৯। নদিয়া জেলার অন্তর্গত নদিয়ারপাড়া নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত শশধর নাগ ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল নাগ নিজ বাটীতে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

৫ই, চৈত্র ১৩১৯। কোচবিহার ইউনিয়ন প্রেসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কুঞ্জসুন্দর সেন, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন নিজ বাসায় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

২৯শে বৈশাখ, ১৩২০। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী রাজবাটীর সন্নিকট গ্রামসমূহে নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ সাং দয়ালনগর; শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস, প্রসন্নকুমার দাস, বিপিনচন্দ্র দাস, শশীভূষণ দাস, শরচ্চন্দ্র ঘোষ, জানকীনাথ চন্দ্র, সতীশচন্দ্র চন্দ্র, বাণীকান্ত বিশ্বাস; সাং জয়নারায়ণপুর, শ্রীযুক্ত রতিকান্ত মিত্রঃ সাং গঙ্গাপ্রসঙ্গপুর। এতদ্ব্যতীত আরও ৮ জন উপনীত হইয়াছেন সংবাদদাতা তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

৩১শে বৈশাখ, ১৩২০। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী রাজবাটীর নিকটে নিম্নলিখিত বঙ্গজ কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন গ্রহণ করেন ঃ—কামালদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শিকদার, পঞ্চানন সরকার, গোবিন্দচন্দ্র শিকদার, দুর্গাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাস, রাজকুমার দাস, পূর্ণচন্দ্র সরকার, হরচন্দ্র বিশ্বাস, সাং মহাদেবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দাস, কেদারনাথ দাস, কুঞ্জবিহারী বসু, ত্রৈলোক্যনাথ বসু, লালনচন্দ্র ভৌমিক, মহেশচন্দ্র সিংহ, নাওডুবি নিবাসী শ্রীযুক্ত আত্মানাথ বিশ্বাস, কেদারনাথ বিশ্বাস, মহেশচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, দয়ালনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শিকদার, রামচন্দ্র শিকদার, ভুবনমোহন সরকার, জয়নারায়ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস, ত্রৈলোক্যনাথ শিকদার, পূর্ণচন্দ্র দাস এবং বরাট নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত। মোট ২৬জন।

২৮শে বৈশাখ, ১৩২০। ময়মনসিংহ নগরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত বিক্রমপুর নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনীত হইয়াছেন ঃ—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম, বিএল, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র বসু, দেবেন্দ্রনাথ সোম, সুধাংশুকুমার মজুমদার, ভূপেন্দ্রকুমার পাল, যতীন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, শিশিরকুমার রায় এবং পরেশনাথ রায় এই ৯ জন।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। রাজসাহীর অন্তঃপাতী গোবিন্দনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে কিশোরী বাবু স্বয়ং এবং শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বসু উপনীত হইয়াছেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২০। ঢাকা, তাঁতিবাজার হইতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল মহাশয় লিখিয়াছেন গত ফাল্গুন মাসে বিক্রমপুরের চারিগাঁয় ৩২ জন উপনীত

হইয়াছিলেন। বাশাইলের বিদ্যানিধি মহাশয়ের যত্নে পুনরায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ভৌমিক, যোগেন্দ্র বসু, গণেন্দ্রচন্দ্র বসু, বিধুভূষণ ভৌমিক, শ্যামাকান্ত ভৌমিক, ও জ্ঞানতোষ ভৌমিক এই ছয়জন উপনীত হইয়াছেন।

বিবাহ :—

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই :—

৮ই বৈশাখ, ১৩২০ কান্দী জীবধরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত সিংহের পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল সিংহের সহিত পাঁচথুপী নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ হাজরার কন্যা।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২০। ভাগলপুর মহিয়ানা নিবাসী শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষের পুত্রের সহিত গোপখাঁদি নিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুনারায়ণ সিংহের কন্যা।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২০। ভাগলপুরের মহিয়ানা নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষের সহিত বীরভূম হবিশারা নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহের কন্যা।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২০। বহড়ান নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল দাসের পুত্রের সহিত কান্দী নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সিংহের কন্যা।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২০। বীরভূম লক্ষ্মীবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সিংহের পুত্রের সহিত পুরুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষের কন্যা।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২০। পাঁচঘড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সিংহের পুত্রের সহিত জজান নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কন্যা।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২০। জজান নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষের পুত্রের সহিত পাঁচঘরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সিংহের কন্যা।

বৈশাখ মাসে উপরের লিখিত সাতটী বিবাহের পাত্র পাত্রী উভয়েই উত্তররাঢ়ীয়।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পাত্র—ঢাকা জেলা সুয়াপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয়ের পুত্র প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার। পাত্রী—জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ জ্যো মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কমলবাসিনী। উভয়ই বঙ্গজ কায়স্থ।

১০ই, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০। এৎমামপুর, জেলা নদীয়া। পাত্র—ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র দেববর্ম্মা। পাত্রী—উক্ত এৎমামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা। এই বিবাহে ক্ষত্রিয় পদ্ধতি অনুসারে কুশণ্ডিকাদি কার্য্য হইয়াছিল। বিবাহান্তে উভয় পক্ষ কায়স্থ সভার ভাণ্ডারে ৭৲টাকা প্রদান করিয়াছেন আমরা আশা করি বিবাহে

ব্যয় বাহুল্য না করিয়া এই বিবাহের ন্যায় কিছু কিছু অর্থ কায়স্থগণের জাতীয় ভাণ্ডারে প্রদান করা কর্ত্তব্য। উভয়ই সভার সভ্য ও দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীভুক্ত।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। কোচবিহার। পাত্র—জেলা পাবনার অধীন দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ মিত্র মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র মজুমদার। পাত্রী—ময়মনসিংহের অধীন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রায়, বি এল, কন্যা শ্রীমতী সরোজবাসিনীর সহিত। উভয়ই বঙ্গজ। রাজেন্দ্রবাবুও কায়স্থ সভার জাতীয় ভাণ্ডারে ৪৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজের নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা শুনা যায় :—

১২ই বৈশাখ, ১৩২০। কান্দী রসোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাসুন্দর ঘোষের পুত্রের সহিত আটকুলা নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল সিংহের কন্যা।

১২ই বৈশাখ, ১৩২০। জেমুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম সিংহের ভ্রাতার সহিত রায়পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষের কন্যা।

১২ই বৈশাখ, ১৩২০। জেমুয়া নিবাসী ৺গুরুপ্রসন্ন সিংহের পুত্রের সহিত পাচথুপী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিকের কন্যার।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২০। কান্দী জীবধরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহের পুত্রের সহিত রসোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধা সুন্দর ঘোষের কন্যা।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২০। কান্দী জীবধরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র সিংহের পুত্রের সহিত নন্দীবাণেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীরমণ ঘোষের কন্যা।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২০। বর্দ্ধমান জেলা রাঁউদী সিবাসী শ্রীযুক্ত বলরামচন্দ্র সিংহের কন্যার সহিত টগরা নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঘোষের পুত্র।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২০। ভাগলপুর যুগসহ নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহের পুত্রের সহিত দিনাজপুরের শ্রীযুক্তশশীভূষণ ঘোষের কন্যা।

শ্রাদ্ধ :—

২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে উকিল শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বর্ম্ম-সরকার মহাশয় তাঁহার পিতার আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ সভায় ও ভোজে প্রায় দুই শত ব্রাহ্মণ উপবীতী, অনুপবীতি কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২০। নাটোরের উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী বর্ম্মা, বি এল, মহাশয় তদীয় পত্নীর স্বর্গার্থ ত্রয়োদশাহে চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন;

কলিকাতা, রামপুরবোয়ালিয়া ও বগুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে অধ্যাপক বৃন্দ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পাত্র পাত্রীর সন্ধান :—

১। গুহ বংশীয়। সুশ্রী, বয়স আন্দাজ ৪০, দেখিতে ৩০।৩২ মনে হয়। কন্দ, নিজের জমিদারীর আয় বাৎসরিক ৬০০০, নগদ ৩০০০০ হইতে ৪০,০০০ আছে। কলিকাতার নিকটেই মফঃস্বলে থাকেন। প্রথম স্ত্রী মৃত, ২পুত্র ও ১কন্যা আছে। দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে বিনা চুক্তিতে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

২। বসু বংশীয়। সুশ্রী, বয়স আন্দাজ ৪০, দেখিতে ৩০ মনে হয়। দক্ষিণরাঢ়ী। পশ্চিমে ওকালতি করেন। ওকালতির রোজগার মাসিক অন্ততঃ ৫০০। নিজ বাড়ী আছে। প্রথম স্ত্রী মৃত। ১ কন্যা মাত্র আছে। দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ সমাজে বিনাচুক্তিতে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

৩। ঘোষ বংশীয়। বয়স আন্দাজ ৪০। উত্তররাঢ়ী কলিকাতার নিকট মফঃস্বলে থাকেন। সামান্য নগদ টাকা ও provident fundএর টাকা আছে। মাহিয়ানা ৯০৲। প্রথম স্ত্রী অনেক দিন মৃত। সন্তানাদি নাই। অন্য শ্রেণীতে বিনা পণে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

৪। বসু বংশীয়। অল্প বয়স। দক্ষিণরাঢ়ীয়। পশ্চিমে ওকালতী করেন। আয় মাসিক প্রায় ৫০০৲। প্রথম স্ত্রী মৃত, সন্তান নাই। শিক্ষিতা ও দেখিতে ভাল ও বড় কন্যা চাই। যে শ্রেণীতে হউক।

৫। দক্ষিণরাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্র কোণার পালিত বংশীয়া একটী পাত্রীর নিমিত্ত একজন শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, মধ্যবিত্ত অবস্থার পাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পিতা উপনীত কি অনুপনীত এবং চারিশ্রেণীর যে কোন শ্রেণীতে বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। পাত্রের পিতা অথবা অভিভাবকদিগের মতানুযায়ী বিবাহ প্রাচীনমতে অথবা ক্ষত্রিয়াচারে হইতে পারিবে। কন্যার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপ এবং ইংরাজী ভাষায় সামান্যরূপ শিক্ষিতা; গৃহকার্য্যে দক্ষা। কন্যা সুন্দরী এবং অবয়ব সুগঠিত।

কায়স্থ-পত্রিকা

শ্রাবণ, ১৩২০। } নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনস্বী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র, বি এল্, মহোদয় এই সুপ্রাচীন শাসনখানির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া প্রকাশ করায় আমাদিগকে নিতান্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পুরাবিদ্ মৈত্র মহাশয় বিগত চৈত্র সংখ্যায় গৌড়কবি কলিকালবাল্মিকী সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লিখিয়াছিলেন—যাহারা বাঙ্গালার কায়স্থগণকে শূদ্রাদি আখ্যায় অভিহিত করিতে চাহেন তাহাদের চক্ষুকর্ণের বিরোধ মীমাংসার জন্য বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগৃহীত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন আমরা শীঘ্রই প্রকাশ করিব। কার্য্যতঃ করিয়াছেনও তাহাই। বৈশাখের সাহিত্যে সেই শাসনখানির সুবিস্তৃত সমালোচনা করিয়া জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সটীক অনুবাদ এবং আলোকচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

এই তাম্রশাসন লইয়া দেশ মধ্যে নানাস্থানে নানাজনে নানাভাষায় বাদ নিন্দা ও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন—এখন আর তাম্রশাসনের ঐতিহাসিক মূল্য রহিল না, যেখানে সেখানেই শাসন আবিষ্কৃত হইতেছে; কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত যে কয়েকখানি শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার যে কোনরূপ ঐতিহাসিক মূল্য আছে আমরা এমন কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কৈবর্ত্তগণও আপনাদিগকে মাহিষ্য প্রতিপন্ন

করিতে গিয়া আঙ্গিনার ভিতর মাটী খনন করিতে তাহাদের অনুকূল তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছে; আর সুশিক্ষিত কায়স্থ জাতির ভাগ্যে তাহা দুর্লভ হইবে ইহা মনে করাই অসঙ্গত। "আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষকে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ মনে করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ যদি ক্ষত্রিয় হইতেন তাহা হইলে চন্দ্র সূর্য্যাদি কোন কুলের কিম্বা কায়স্থ হইলে চিত্রগুপ্তের কুলসম্ভূত বলিয়া যথাস্থানে বর্ণনা থাকিত এবং তাঁহার মাতামহকুলেরও গৌরবাদি উল্লেখ থাকিত। এই সমস্ত সমালোচনা করিয়া বুঝা যায় ঈশ্বরঘোষ সেই গোপকুলনন্দন সোম ঘোষের পুত্র অজয় নদের তীরবর্ত্তী ঢেক্করীরাজ ইছাই ঘোষ। বস্তুতঃ ইছাই ঘোষের পরাক্রম ও রাজ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে ধর্ম্মমঙ্গলেও দৃষ্ট হয়। শাসনে যে ৩৫ সম্বৎ উৎকীর্ণ আছে তাহা বিক্রম সম্বৎ মনে না করিয়া গুপ্ত সম্বৎ ধরিয়া লইলে অবিসংবাদে ঈশ্বরঘোষ ও ইছাইঘোষ এক অভিন্ন ব্যক্তি হইয়া পড়িবে।

এই সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে আমাদের বক্তব্য এই যে, একতম উদীয়মান সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদক কোনও শিলালিপি কি তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, সেই জন্যই কি গরীয়ান্ কায়স্থ জাতিসম্বন্ধীয় আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে কৈবর্ত্তগণের প্রাপ্ত ঐতিহাসিক মূল্যবিহীন তাম্রশাসনের সহিত তুলিত হইবে? ইতিবিদ্‌দিগের অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন পূজনীয় মৈত্র মহাশয় গত বৈশাখের সাহিত্যে স্পষ্টই লিখিয়াছেন "এই শাসনখানিতে দিনাজপুরের অন্তঃপাতী মালদুয়ার রাজ সম্পত্তির সম্পর্ক থাকায় ঐ রাজসম্পত্তি যখন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুরের অধীনে যায় তৎকালে উহা তালিকা ভুক্ত হইয়াছিল। এই সুপ্রাচীন শাসনখানি জীর্ণ ও ভগ্ন দশা দেখিয়া বহুপূর্ব্বে ত্রিহুত নিবাসী পণ্ডিত বাচ্চা ঝা দ্বারা মৈথিল অক্ষরে নকল করিয়া রাখা হইয়াছে। মালদুয়ার রাজবংশের বর্ত্তমান অধিকারী কুমার শ্রীযুক্ত ছত্রনাথ ও শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী, বি এ, মহাশয়দ্বয় বহু ঐতিহাসিক রহস্য পূর্ণতথ্যের উদ্ধার সাধনের সহায়তাকল্পেই লিপিখানি বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিকে প্রদান করিয়াছেন" সুতরাং এবম্প্রকার তাম্রশাসনের প্রতি সন্দিহান হওয়া নিতান্ত অসূয়াপরবশ অল্পজ্ঞ জনেই শোভা পায় সাধু সমাজের পক্ষে উহা নিতান্ত অশোভনীয়। সাধারণের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য অর্দ্ধ উৎকীর্ণ শাসনলিপি এই প্রবন্ধে গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়া দিলাম।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষকে গোপরাজ ইছাই ঘোষ পরিকল্পনা করাও নিতান্ত অনভিজ্ঞোচিত কার্য্য হয়। শাসনের প্রথম শ্লোকে স্পষ্টই আছে শ্রীধূর্ত্ত ঘোষ

পিতা রাঢ়দেশের অধীশ্বর ছিলেন। আর ইছাই ঘোষের পিতা সোম ঘোষ, রাজা কর্ণসেনের রাজকর দিতে না পারিয়া বিষয়চ্যুত হইয়াছিল। তৎপর ইছাই ঘোষ কর্ণসেনকে সপুত্র নিহত করিয়া তৎপ্রদেশে রাজা হইয়াছিল। ইছাই ঘোষ সামান্য এক পুরুষের রাজা এবং ঈশ্বর ঘোষ রাজচক্রবর্ত্তী পুরুষ পুরুষানুক্রমিক রাজা। ইঁহার পিতা ধবল ঘোষ, পিতামহ বালঘোষ, প্রপিতামহ ধূর্ত্তঘোষ এবং বৃদ্ধপ্রপিতা-মহ রাঢ়াধিপ; সকলেই রাজা। সুতরাং ঈশ্বর ঘোষ ও ইছাই ঘোষকে এক ব্যক্তি কল্পনা করা কোনও রূপে সুষ্ঠ নহে।

ঈশ্বরঘোষ ক্ষত্রিয় হইলে চন্দ্র কি সূর্য্যবংশের এবং কায়স্থ হইলে চিত্রগুপ্ত বংশের পরিচয় দিতেন তাহার এমন কোন কথা নাই। পালবংশের যতগুলি শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে একখানি তাম্রশাসন ব্যতীত অন্য কোনখানিতেই মূলবংশের পরিচয় দৃষ্ট হয় না। অতএব ঈশ্বর ঘোষ যখন গোপকুল হইতে পৃথক প্রমাণিত হইলেন তখন প্রত্যক্ষের সহিত অতীতের সমন্বয় করিয়া কায়স্থ প্রতিপন্ন করা অন্যায় হইবে না।

উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে ভগবান শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া দান করিবার কথা আছে, তাহাতে দানকর্ত্তাকে শৈব বলিয়া অনুমিত হয়; বঙ্গীয় কায়স্থগণের কুল-কারিকায় মকরন্দ ঘোষের পরিচয়েও আছে 'সঃ সৌকালীন গোত্র শৈবএব' ফলতঃ এই ধর্ম্মমতের অবচ্ছিন্নতার দ্বারাও বঙ্গীয় গরীয়ান্‌কায়স্থ ঘোষবংশের সঙ্গে মহা-মাণ্ডলিক ঘোষ বংশের একত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু এস্থানে একটী কথার মীমাংসা করিয়া রাখা ভাল—ঈশ্বর ঘোষ যদি কায়স্থ হন তবে সাক্ষীদিগের মধ্যে মহাকায়স্থের উল্লেখ থাকায় রাজবংশের নিজ জাতিত্বই উপপন্ন হয়। বাস্তবিক তাহা নহে, মহাকায়স্থের 'কায়স্থ' পদটী যদি জাতিবাচক করা যায় তবে মহাকায়স্থ অর্থে অন্য কোনরূপ কায়স্থই হইবে, যেমন মহাব্রাহ্মণ বলিতে অগ্রদানী ব্রাহ্মণকে বুঝায়। ফলতঃ কোন কার্য্যে পরিলক্ষিত সম্প্রদায় বোধক শব্দের পূর্ব্বে 'মহা' পদের প্রয়োগ থাকায় শ্রেষ্ঠ লেখকই নির্দ্দেশ করিতেছে।

ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ যে এক অভিন্নজাতি তাহা শাস্ত্রবিদ্ মনস্বি জনমাত্রেই স্বীকার করিবেন এবং আমরাও তাহা বহু বার বহু প্রবন্ধে, গ্রন্থে ও বক্তৃতায় অবিসংবাদ রূপে প্রমাণ করিয়াছি। সুতরাং আমরা মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষকে ক্ষত্রিয়বর্ণ এবং কায়স্থ জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। মনু সংহিতার দশম অধ্যায়ে যে ক্ষত্রিয় করণ, ব্রাত্যদোষদুষ্ট বলিয়া বিবৃত হইয়াছে সেই করণই এই বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি। পূর্ব্বকালে সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাভাব বশতঃ আপনাদিগকে 'করণ' বলিয়া পরিচয় দিতেন তাহাও দেখা যায়। এসম্বন্ধে

আমরা প্রথমে দেখিতে পাই 'রামচরিত' নামক মহাকাব্যের কবি কলিকালবাল্মীকি সন্ধ্যাকরনন্দী স্বীয় পিতা প্রজাপতি নন্দীকে 'করণ্যানামগ্রণী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।* তৎপর—ভাগলপুরের উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বিজ্ঞ প্রকাশিত উত্তররাঢ়ীয় সিংহবংশাবলীতে দেখাযায় রাজা লক্ষ্মীধরসিংহ 'করণশ্রে এই অভিধায় অভিনন্দিত হইয়াছেন।

"তস্মাৎ লক্ষ্মীধরোজজ্ঞে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীধরোপমঃ।
গুণাধারোঽপি সংক্ষুদ্ধা কৃতোঽধ্যান্তে বিড়ম্বিতঃ॥
ধীর সদসি বিখ্যাতঃ করণানাং গুরু স্থিতি।"

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের জাতি যে সুধু তর্কের সাহায্যে নির্দ্ধারণ করি হইবে এমনও নহে ঐ যে "সকরণ-ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকম্ মানয়তিবোধয়তি সমাজ্ঞা চ।" বাক্যাংশ রহিয়াছে উহা দ্বারাই রাজার জাতি পরিস্ফুট হইয়াছে। কেন রাজা ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেছেন অথচ ব্রাহ্মণগণের সহিত করণগণের সম্ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন। এই দান সময়ে ভৃত্যামাত্যদিগের প্রত্যে পদবী উল্লেখ করিয়া তাহারা যে রাজপাদোপজীবী তাহা বলিয়া তৎপর 'ভট' দিগের কথা শেষ করিয়া 'করণ' ও ব্রাহ্মণের সম্মান করিতে ইহাদ্বারা করণগণকে রাজার স্বজাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পার করণগণ যদি তাঁহার স্বজাতি না হইত তবে আর তাঁহার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সম্মান প্রদর্শনের কি প্রয়োজন ছিল? করণগণ যে এক সময়ে ক্ষত্রিয় ছিলেন খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনেও দৃষ্ট হয়—"সকরণাম্প্রতিবাসিনঃ করংশ্চব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকং যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।" শাসনে নারায়ণ পারেল নামের শেষে বর্ম্মন্ শব্দ তৃতীয়াযুক্ত আছে। পালবংশ চৈদ্যবংশে ও হৈহয় বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং গোপাল তাম্রশাসনে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয়ও দৃষ্ট হয়। সুতরাং তৎকর্ত্তৃক ব্রাহ্ম সহিত সমান সম্মান প্রাপ্ত করণগণ যে ক্ষত্রিয় তাহা অবিসংবাদী। বঙ্গ করণ, নিচ্ছিবি প্রভৃতির কি কারণে ব্রাহ্মণ অদর্শন হইয়া ব্রাত্যতা ঘটি তদ্বিস্তার মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে দেখা যায়,—সগর বশিষ্ঠের মহারাজা যজাতির পুত্র যদুর অধস্তন পরাজিত হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতির বং ব্রাহ্মণ অদর্শন নিমিত্ত ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব এখন বলি

* মৈত্র মহাশয় পাণিনির ৪।৩।৪৮ সূত্রানুসারে 'করণ' পদটী সাধিয়া বলিতেছেন 'করণ' সাধু অর্থেই অর্থাৎ ক্ষত্রিয় অর্থে করণ প্রয়োগ করিয়াছেন।

যায় মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ যাদব করণবংশে সূর্য্যধ্বজ শাখার ক্ষত্রিয়। কেননা অন্যত্র বঙ্গীয় ঘোষ বংশকে সূর্য্যধ্বজ বংশজ বলা হইয়াছে। অতএব উভয়ের এক-বাক্যতা সাধনার্থ যদুবংশীয় সূর্য্যধ্বজশাখী ক্ষত্রিয় নির্দ্দেশ করাই সমীচীন।

উৎকীর্ণ সম্বৎ গুপ্ত সম্বৎ বুঝিয়া লইবার কোন কারণ নাই। এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত কোন শিলাফলক কি কোন তাম্রশাসনের অব্দকে গুপ্ত সম্বৎ ধরা হয় নাই। সম্বৎ সম্বন্ধে পূজনীয় মৈত্র মহাশয়ের সহিতও একমতহইতে পারিলাম না। মৈত্র মহাশয় লিখিয়াছেন উৎকীর্ণ লিপিদৃষ্টে ৩৫ সম্বতের লিপি মনে হয় না। এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য—এতদ্দেশে দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ঐ প্রকার দেবাক্ষর গুলি, নৃসিংহাকারে বঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা হইলে পাল ভূপতি গণের উৎকীর্ণ বঙ্গীয় লিপির প্রাচীনত্বই দৃঢ় করিবে। লিপির আরম্ভে ওঙ্কার বিজ্ঞাপক চিহ্ন উৎকীর্ণ আছে, তাহা দ্বারাও উক্ত লিপির সুপ্রাচীনত্ব বিজ্ঞান করিতেছে; এপর্য্যন্ত এদেশে যে সমস্ত শিলা ও তাম্রলেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় ওঁ শিবায়নমঃ না হয় ওঁ বুদ্ধায়নমঃ ইত্যাদি ভাবে নামযুক্তই আছে; কোন খানিতে ওঁ কিম্বা ওঁ স্বস্তি এইরূপ নাই। ওঁ অথবা ওঁ স্বস্তি প্রবন্ধারম্ভে থাকায় লিপির সুপ্রাচীনত্বই প্রতিপন্ন করিতেছে। আর এক কথা গুপ্ত-সম্বৎ এদেশে কখনও প্রচার হয় নাই, পশ্চিম ভারতেই তাহার বিস্তার হইয়াছিল। এদেশে বিক্রম সম্বৎই পূর্ব্বাপর হইতে প্রচলিত আছে। তাই নব্য ন্যায়ের "সম্ভবতি দৃষ্টপরিকল্পনায়ামদৃষ্ট পরিকল্পনস্যান্যায্যত্বং" উপদেশটী অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমানকালে প্রচলিত বিক্রম-সম্বৎকেই উৎকীর্ণ সম্বৎ স্থিরসিদ্ধান্ত করা সমীচীন মনে করি। কোন কোন কায়স্থকুলগ্রন্থেও দেখাযায় কনোজাগত পঞ্চ কায়স্থ বিক্রমাব্দের দ্বিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। আবার মৈত্র মহোদয়ই আদিশূরের রাজত্বকাল এবং বংশপরিচয় এ পর্য্যন্ত যথার্থরূপে সংগৃহীত হয় নাই তাহাও গৌড়লেখমালায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং আলোচ্য শাসনের সম্বৎ বিক্রম-সম্বৎ বলিয়া গ্রহণ করাই সুসঙ্গত হইতেছে। এবং "চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌমো নৃপোঽন্যঃ মণ্ডলেশ্বরঃ" ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ মহামাণ্ডলিক, এখন চিন্তার বিষয় এই যে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, রাষ্ট্র-বল-দুর্গ-সম্পন্ন সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যোপজীবী পরিবৃত এক জন প্রধান মহামাণ্ডলিকের এবং সেই রাজকুলের স্মৃতির সর্ব্বপ্রকার উদ্বোধক সহস্র বর্ষকাল মধ্যেই বঙ্গ হইতে বিধৌত হইয়া গেল? এরূপ অবস্থায় ঐ রাজচক্রবর্ত্তী ঘোষ বংশটীকে কালের অধিক অন্ধকারে ফেলিতে চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

প্রশস্তি।

শ্রীপরাক্রমমূলস্থ।*

নি

ওঁ স্বস্তি।

বভূব রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মাতিগ্মাংশু-চণ্ডো নৃপবংশকেতুঃ।
শ্রীধূর্ত্তঘোষো নিশিতাসিধারানির্ব্বাপিতারিব্রজ-গর্ব্বলেশঃ ॥ ১
আসীত্ততোপি সমর-ব্যবসায়সারবিস্ফূর্জ্জিতাসি-কুলিশ-ক্ষত-বৈরিবর্গঃ।
শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কুলাব্জজাতমার্ত্তণ্ড-মণ্ডলমিব প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥ ২
তস্যাভবদ্ধবলঘোষ ইতি প্রচণ্ড দণ্ডঃ সুতো জগতি গীত-মহাপ্রতাপঃ।
যেনেহ যোধ-তিমিরৈকদিবাকরেণ বজ্রায়িতং প্রবল-বৈরি কুলাচলেষু ॥ ৩
ভবানীবাপরা মূর্ত্ত্যা সীতেব চ পতিব্রতা।
সদ্ভাবা নাম তস্যাভূদ্ ভার্য্যা পদ্মেব শার্ঙ্গিণঃ ॥ ৪
তস্যা ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ সপ্তাংশুধামা জয়ত্যেকো-
দুর্দ্ধর-সাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা জিতেন্দ্রদ্যুতিঃ। †

যাঁহার শাণিত অসিধারা প্রভাবে সমস্ত অরিকুলের গর্ব্ব বিন্দুমাত্রও ছিলনা সেই রাজকুল বৈজয়ন্তী সূর্য্যতুল্য প্রচণ্ড প্রতাপ ধূর্ত্ত ঘোষ রাঢ়াধিপতি হইতে জন্মগ্রহণ করেন।১

সমর ব্যবসায়প্রিয় বালঘোষ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল, যাঁহার প্রদীপ্ত অসির বজ্র প্রহারে বৈরাকুল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তিনি ঘোষ-কুল-পদ্মবনে মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলের ন্যায় পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।২

তাঁহার পুত্র প্রচণ্ডশাসন ধবলঘোষ পৃথিবীতে মহাপ্রতাপ বলিয়া বিশ্রুত হইয়া যোদ্ধৃকুল-অন্ধকারে সূর্য্য স্বরূপ প্রদীপ্ত ছিলেন। তিনি প্রবল শত্রুগণ কুলপর্ব্বত শ্রেণীতে বজ্রতুল্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেন।৩

সীতার ন্যায় পতিব্রতা বিষ্ণুর লক্ষ্মীসদৃশী মূর্ত্তিমতা গৌরীতুল্যা সদ্ভাবা নামে তাঁহার ভার্য্যা ছিল।৪

* উদারচেতা পূজ্যপাদ মৈত্র মহাশয় বলেন "শ্রীপরাক্রম মূলস্থ" শব্দটীর দক্ষিণপার্শ্বে ছত্র চিহ্ন ক্ষোদিত আছে। তাহা মহামাণ্ডলিকের পরাক্রমের মূল।" আমরা বলি ঐ বচনটীর নিম্নে যে 'ন' শব্দটা উৎকীর্ণ আছে উহা দ্বারা তাঁহার সার্ব্বভৌমত্ব ঘোষণা করিতেছে, অর্থাৎ ঐ ছত্র নিম্নেই অন্য ন্য মাণ্ডলিক, ভুক্তিপতি, বিষয়পতি প্রভৃতি আশ্রয় লইয়াছেন।

† ভক্তিভাজন মৈত্র মহাশয় যে পাঠপ্রদর্শন করাইয়াছেন তাহার প্রায়শঃই মূলানুগত বোধ হইল, কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত আলোক চিত্রের "কান্ত্যাজিতেন্দ্রদ্যুতিঃ"র ইন্দ্রস্থলে আমরা বিশেষ প্রনিধান করিয়া দেখিয়া ইন্দুপাঠ পাইলাম। কবিজুষ্ট 'ইন্দুভা' 'শশাঙ্ককান্তি' প্রভৃতি প্রয়োগের প্রতিশব্দ ত্যাগ করিয়া একটী অপূর্ব্ব দুষ্ট 'ইন্দ্রপ্রভা' শব্দ পাঠ থাকা যেন কেমন বোধ হয়।

যস্য প্রোর্জ্জিত-শৌর্য নির্জ্জিত-রিপোঃ প্রৌঢ়-প্রতাপশ্রুতেরাস্ত-
বাষ্পজলপ্রণালমলিনং শত্রুস্ত্রিয়ো বিভ্রতি ॥ ৫

স খলু ঢেক্করীতঃ। মহামাণ্ডলিকঃ শ্রীমদীশ্বরঘোষঃ কুশলী. পিপোল্ল-মণ্ডলান্তঃ-পাতি-গাল্লিটিপ্যাকবিষয়-সম্ভোগ-দিগ্ঘা সোদিকাগ্রামে সমুপগতাশেষ-রাজ। রাজন্যক। রাজ্ঞী। রাণক। রাজপুত্র-কুমারামাত্য। মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাপ্রতীহার-মহাকরণাধ্যক্ষ-মহামুদ্রাধিকৃত-মহাআক্ষপটলিক-মহাসর্ব্বাধিকৃত-মহা-সেনাপতি-মহাপাদমূলিক-মহাভোগপতি-মহাতন্ত্রাধিকৃত-মহাব্যূহপতি-মহাদণ্ডনায়ক মহাকায়স্থ-মহাবলাকোষ্ঠিক-মহাবলাধিকরণিক-মহাসামন্ত-মহাকটকঠক্কুর-অঙ্গিকর-ণিক-দাণ্ডপানিক-কোট্টপতি-হট্টপতি-ভুক্তিপতি-বিষয়পতি-ঐন্দ্বিতাসনিক-অন্তঃপ্রতী-হার-দণ্ডপাল-খণ্ডপাল-দুঃসাধ্যসাধনিক-চৌরোদ্ধরণিক-উপরিক-তদানিযুক্তক-আভ্য-ন্তরিক-বাসাগারিক-খড়্গগ্রাহ-শিরোরক্ষিক-বৃদ্ধধানুষ্ক-একসরক-খোলদূত-গমাগমিক-লেখ………………‡ ষণিক-পানীয়াগারিক-সান্তকিকর্ম্মকর-গৌল্মিক-গৌল্মিক-

সেই ভার্য্যার গর্ভে এই সূর্য্য-বিজয়ি-তেজঃ-সম্পন্ন-দুর্জ্জয়-সাহস, ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। আর কি বলিব তিনি কান্তিপ্রভায় (ইন্দুদ্যুতি) চন্দ্রকান্তিকে জয় করিয়াছিলেন। সেই প্রবৃদ্ধ শৌর্য্যনির্জ্জিত-রিপুর প্রবল-প্রতাপ শ্রবণ করিয়া শত্রু রমণীগণ বাষ্পজল মলিন-বদন-মণ্ডল ধারণ করিতেন।৫

"সখলু ঢেক্করীতঃ। মহামাণ্ডলিক:"—ঢেক্করীসামন্তচক্রের মহামাণ্ডলিক (বহুমণ্ডলের অধিপতি) শ্রীযুক্ত ঈশ্বর ঘোষ সর্ব্বথা সুস্থ শরীরে "পিপোল্ল" মণ্ডলের (প্রদেশের) অন্তর্গত "গাল্লিটিপ্যাক" জনপদের মধ্যবর্ত্তী "দিগ্ঘা সোদিকা গ্রামে উপস্থিত,—অনেক রাজা, ক্ষত্রিয়, রাজ্ঞী, প্রধান ভূম্যাধিকারী যুবরাজ, রাজপুত্র, রাজমন্ত্রী, সন্ধিবিগ্রহাধ্যক্ষ প্রধানরাজপুররক্ষক, প্রধানধর্ম্মাধ্যক্ষ, রাজমুদ্রা (নামাঙ্কিত মোহর ইত্যাদি) রক্ষক, প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম পরিদর্শক, প্রধানসেনাপতি, "প্রধানরক্ষী, রাজভোগ্যবস্তরক্ষক, মহাতন্ত্রের" অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র সমস্তের অধ্যক্ষ, সমরসচিব, প্রধান শাসনকর্ত্তা, প্রধান লেখক, রক্ষিত সৈন্যের প্রধান অধিনায়ক, সামরিক বিভাগের প্রধান বিচারপতি, প্রধান সামন্ত, রাজাজ্ঞা প্রচারক, দণ্ডধারী, প্রধান থানাদার, দুর্গাধ্যক্ষ, বন্দরাধ্যক্ষ, বিভাগীয় কর্ত্তা, পরগণাদার, ইন্ধোৎক্ষেপক, অন্তঃপুর রক্ষক, দণ্ডপালক, মোদক, দুঃসাধ্য সাধক, গুপ্তচর, "উপরিক" "তদানিযুক্তক" "আভ্যন্তরিক" "বাসাগরিক"

‡ বিন্দু চিহ্নিত স্থানগুলি মূলতাম্রলিপির ভগ্নাংশে থাকায় পণ্ডিত বাচস্পতি কি মৈত্র মহাশয় পাঠ উদ্ধার করিতে না পারিয়া ঐরূপ চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছেন।

হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক-গো-মহিষ্যজাবিকবড়বাধ্যক্ষাদি-সকল-রাজপাদোপজীবিনো হন্যাংশ্চ চাটভটজাতীয়ান্ সকরণ-ব্রাহ্মণমাননাপূর্ব্বকম্ মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ বিদিতমতমস্তু ভবতাং গ্রামোয়ং চতুঃসীমাপর্য্যন্তঃ স্বসম্ভোগসমেতঃ সজলস্থলঃ সোদ্দেশঃ সগর্ত্তোষরঃ সাম্রমধুকঃ সগোকুলঃ সশাদ্বল-বিটপলতান্বিতঃ সহট্ট-পট্ট সতরু×জকল্যভাব্য দ্বারিকাদি সমস্তক্ষিতিঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়ঃ আচটভটপ্রবেশঃ অকিঞ্চিৎকরপ্রগ্রাহ্য আচন্দ্রার্কতারকক্ষিতি-সমকালং যাবৎ।.........বিন (নি) র্গতায় ভট্ট শ্রীবাসুদেবপুত্রায় ভট্টশ্রীনিব্বোকশর্ম্মণে ভার্গবসগোত্রায় যমদগ্নি-ঔর্ব্ব্য-আপ্নুবান্-প্রবরায় আপ্নুবান্-ঔর্ব্ব্যযামদগ্ন-চ্যবন-ভা......যজুর্ব্বেদা আধ্যায়িনে মার্গসংক্রান্তৌ জটোদায়াং স্নাত্বা তিলদর্ভপবিত্র-পূর্ব্বকং ভগবন্তং শঙ্করভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে তাম্র-শাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।

তন্মপ্রভৃতির রক্ষক খড়্গাধারী দেহরক্ষক, "বৃদ্ধধানুষ্ক," 'একসরক', "খোলদূত", হরকরা, পানীয় জলরক্ষক, "সান্তকিকর্ম্মকর" "গৌল্মিক," "গৌষ্কিক" হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র এবং নৌবলের অধ্যক্ষ, গো, মহিষ, অজা, মেষ, ঘোটক প্রভৃতির রক্ষক, ইত্যাদি সকল রাজপাদোপজীবি (রাজানুগ্রহে জীবিকা নির্ব্বাহক) ব্যক্তিগণকে এবং অন্যান্য চাট, ভট, জাতীয় সকলকে,—করণগণের সহিত ব্রাহ্মণগণকে সম্মান পূর্ব্বক সম্মান করিতেছেন, জানাইতেছেন এবং সম্যক্‌রূপে আদেশ করিতেছেন ;—

আপনারা অবগত হউন—চারিদিকের সীমা নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত এই গ্রামখানি নিজের স্বত্বের সহিত সজল স্থল বিভিন্ন প্রদেশের সহিত উষর (অনুর্ব্বর পতিত) ওখাত স্থানের সহিত আম্রাদি বৃক্ষ ও সঞ্চিত মধুচক্র সহিত গোষ্ঠ ও শাদ্বলের সহিত (ঘাসের জমির সহিত) বন্যগাছ ও লতার সহিত, হাট ও পথ, তরু, জলক্য দ্বারিকাদি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি অর্থাৎ সর্ব্বসমেত এই গ্রামখানি,—সকল প্রকার উপদ্রবশূন্য দুর্বৃত্ত লোক কি রাজপ্রহরী-সৈন্য প্রভৃতির প্রবেশাধিকার শূন্য নগর পাল দ্বারা বন্ধী হইবার ভয়শূন্য এই গ্রাম খানি,—চন্দ্র সূর্য্য তারকার সহিত পৃথিবী যতকাল থাকিবে তাবৎকালের জন্য, শ্রীবাসুদেব ভট্টের পুত্র ভার্গবের সমান গোত্র যমদগ্নি, ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, আপ্নুবান প্রবর যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নকারী ভট্টশ্রী নিব্বোক শর্ম্মাকে মার্গ সংক্রান্তি দিনে জটোদয়া নদীতে স্নান করিয়া কুশ ত্রিপত্র তিল জল গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবান শঙ্কর দেবকে উদ্দেশ করিয়া মাতা পিতার এবং নিজের পুণ্য যশোবৃদ্ধি কামনায় তাম্রফলকে অনুশাসন লিখিয়া আমার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল।

অতঃ প্রতিপালনে মহাফলদর্শনাৎ অপহরণে মহানরকপতন-ভয়াৎ সর্ব্বৈরেব দানমিদমনুমন্তব্যং প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ী ভূয় যথাদীয়মান-করাদি-সমস্ত-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি।

ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুসং (শং) সি-নঃ শ্লোকাঃ :—

বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং ॥ ১
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥ ২
সর্ব্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলং।
হাটক-ক্ষিতি-গৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলং ॥ ৩
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তাচ তান্যেব নরকং বসেৎ ॥ ৪

আমার এই সঙ্কল্পিত নিয়ম প্রতিপালনে মহাফল, লঙ্ঘনে মহান নরক ভয় মনে করিয়া সকলেই এই দান অনুমোদন করিবেন ইহার প্রতিবাসীগণ ও কৃষকগণ সকলেই এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া দীয়মান কর ইত্যাদি সমস্ত অবগত হইয়া ইহাঁকে প্রদান করিবে ইতি।

এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম সূচক অনেক শ্লোক আছে :—

সগর প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তীগণ অনেকেই ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন সে সমস্ত ভূমি যখন যে রাজার অধিকারভুক্ত হইবে তিনিই সেই দান জন্য ফল—অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির যে সেই পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার দত্ত সত্ব স্থিরতর রাখা হইবে তজ্জন্য ফল—প্রাপ্ত হইবেন।১

ভূমি দান করা পুণ্যকর্ম্ম ভূমিদান প্রতিগ্রহ করাও পুণ্য কর্ম্ম (অতএব) ভূমি দাতা প্রতিগৃহীতা উভয়ই স্বর্গগামী হন।২

সকল দানের ফলেরই মাত্র এক জন্ম ভোগ হয়। স্বর্ণ, ভূমি এবং গৌরী দানের ফলের সপ্তজন্ম ব্যাপী ভোগ হয়।৩

ভূমিদান কর্ত্তা ষষ্ঠিসহস্রবর্ষকাল স্বর্গলোকে সুখভোগ করেন (পক্ষান্তরে) সেই দান কার্য্যে যে বিঘ্ন জন্মায় এবং সেই বিঘ্ন কার্য্য যে অনুমোদন করে তাহারা তত্তকাল (৬০ সহস্র বর্ষ) নরকে বাস করে।৪

গামেকাং সুবর্ণমেকং ভূমেরপ্যেকমঙ্গলং ।§
হরন্নরক মায়াতি যাবদাহূতি-সংপ্লবং ¶ ৫
অন্যদত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির।
মহীংমহীভূজাং শ্রেষ্ঠ দানচ্ছ্রেয়োঽনুপালং ॥ ৬
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেদ্বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং ক্রিমি র্ভূতা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ ৭
বাপীকূপ-সহস্রেণ অশ্বমেধ-শতেন চ।
গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি ॥ ৮
সর্ব্বানেতান্ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্র (ন্দ্রা) ন্।
ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থয়েত্যেষ রামঃ।
সামান্যোঽয়ং ধর্ম্মসেতু র্নৃপানাং কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রমেণ॥৯

একটী গো একতোলাস্বর্ণ ভূমির এক অঙ্গুলি মাত্র অপহরণ করিলে (যাবদাভূত ইত্যস্য ছান্দসত্বাৎ ভকারস্যহকারঃ "যাবদাহূত সংপ্লবং" ভূতসংপ্লি পর্য্যন্তং) প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকভোগ করিতে হয়। ৫

হে মহিপাল কুলশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণকে অন্যদত্ত মহী (ভূসম্পত্তি) যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ভোগ করিতে দেও দান হইতে সেই দান অনুপালন করা অধিক মঙ্গল জনক।৬

নিজের দত্ত কিম্বা অপরের দত্ত ভূমি যে অপহরণ করে সেই সকল ব্যক্তি পিতৃগণের সহিত বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া নরকভোগ করিতে থাকে।৭

সহস্র দীঘি পুষ্করণী খনন, শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন এবং কোটি সংখ্যা গোদান করিয়াও ভূমি অপহরণের পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।৮

ভবিষ্যৎ কালবর্ত্তী এই সমস্ত রাজচক্রবর্ত্তীগণকে এই রাম, বারম্বার প্রার্থনা করিতেছে। রাজগণের এই সামান্য ধর্ম্মসেতু চিরকাল ক্রমিক সকলেই পালন করিবেন।৯

§ শাসনখানির ভাষার কোন বিশেষত্ব নাই, গদ্যাংশের কোনরূপে কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিয়াছে। লিপিকর প্রমাদ বহুস্থলে। 'অঙ্গলং' পাঠ না হইয়া বোধ হয় 'অঙ্গুলং' পাঠ হইবে।

¶ "যাবদাহূতি-সংপ্লবং" পাঠ না হইয়া "যাবদাহূত-সংপ্লবং" পাঠ হওয়া উচিত ছিল। অনেক পৌরাণিক বচনে "যাবদাহূত-সংপ্লবং" "যাবদাহূত-নারকা" পাঠ এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ছান্দসাত্বাৎ ভকারস্য হকারঃ" তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ আহূত = আভূত সুতরাং আহূতি পদটী ভ্রামক।

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয় মনুচিন্ত্য মনুষ্য-জীবিতঞ্চ।
সকলমিদ মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা॥ ১০
ইতি সম্বৎ ৩৫ মার্গ দিনে।

মনুষ্যগণ শ্রী এবং মানব জীবন অনুস্মরণ করিয়া অর্থাৎ ইহার লোলত্ব চিন্তা করিয়া এবং উপরোক্ত উক্তি গুলি অবগত হইয়া কখনও পরের কীর্ত্তি লোপ করিবেন না।১০

ইতি সম্বৎ ৩৫ অগ্রহায়ণ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা।

মহাভারতের মহাবাক্য।

কাব্যাংশে মহাভারত অতুলনীয় গ্রন্থ, কিন্তু এই কথা বলিলেই মহাভারত সম্বন্ধে সকল কথা বলা হয় না। একটা চলিত কথা আছে, ভারতে নেইক যা ভারতে নেইক তা। এ কথা কাব্য সম্বন্ধীয় নয়। যাহা মহাভারতে নাই তাহা ভারতবর্ষে নাই ইহার অর্থ এই যে সকল জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষার কথাই মহাভারতে আছে। যিনি একটু মনোযোগ পূর্ব্বক এই মহাকাব্য পাঠ করিবেন তিনিই এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কি মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে, কি সমাজ ও সংসারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে, কি রাজনীতি ও রাষ্ট্র বিষয়ে, কি গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে, সকল বিষয়েই এরূপ গভীর জ্ঞানের ও শিক্ষার কথা জগতের আর কোন গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসীম অভিজ্ঞতা হইতে এই বিচিত্র গম্ভীর শিক্ষা আহরিত হইয়াছে তাহা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়। ঋষিরা যখন মহাগ্রন্থসমূহ রচনা করেন তখন আর কোন গ্রন্থই রচিত হয় নাই। তাহার পর কত নূতন কথা আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের তুল্য গ্রন্থ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। রামায়ণ মহাভারতের মত কাব্য, দর্শনের মত তত্ত্ববিদ্যা, মনুর ন্যায় সমাজতত্ত্ব, পাণিনীর ন্যায় ব্যাকরণ আর কোন দেশে আছে? এই সকল গ্রন্থের রচয়িতাগণ কি পাঠ করিতেন? ধ্যানে তাঁহারা অন্তর্জগতের সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইতেন, বহুদর্শিতায় বহির্জগতের সমস্ত জানিতে পারিতেন। তাঁহাদের তুল্য মহাক্ষমতাশালী, একাগ্রচিত্ত, জ্ঞানে

তন্ময় মহাপুরুষগণ জগতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং সেই জন্য তাঁহাদের তুল্য আর কেহ কীর্ত্তিও রাখিয়া যাইতে পারে নাই। কার্লাইল বলিয়াছেন যে পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তিগণ পুস্তকাদি রচিত হইবার পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সকল দেশে, সকল জাতিতেই আদি গ্রন্থসমূহই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সেই সকল গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে যে মহাপুরুষগণ বিদ্যমান ছিলেন না এমন কথা কে বলিতে পারে?

মহাভারত বার বার পাঠ করিতে করিতে অনেকবার আমার মনে হইয়াছে যে ঐ মহাগ্রন্থে যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা নানাস্থানে বিকীর্ণ আছে সেগুলি সঞ্চয় করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে একটী মহামূল্য শিক্ষা গ্রন্থ হয়। সেই সকল বাক্য মহাবাক্য। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী উদ্ধৃত করিতেছি। ভবিষ্যতে আরও এরূপ মহাবাক্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

১। যে বাক্‌সায়ক বদন হইতে বিনির্গত হয়, যদ্দ্বারা লোক সকল আহত হইলে দিবারাত্র শোক করিয়া থাকে, যাহা মানবের মর্ম্ম ভিন্ন অন্য স্থান স্পর্শ করে না, পণ্ডিতগণ অন্যের প্রতি কদাচ তাহা নিক্ষেপ করেন না। উদ্যোগপর্ব্ব।

সায়কবিদ্ধ বা পরশুছিন্ন অরণ্য পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু দুর্ব্বাক্যসায়কে বিক্ষত ব্যক্তি কিছুতেই আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। উদ্যোগপর্ব্ব।

অতি কঠোর বাক্য পুরুষের মর্ম্ম, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে, অতএব ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কদাচ অতি কর্কশ ও মর্ম্মচ্ছেদী বাক্য ব্যবহার করিবেন না। উদ্যোগপর্ব্ব, প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়।

যে মর্ম্মোপঘাতী অতি পরুষ বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, সেই লক্ষ্মীহীন মানবের মুখমণ্ডলে সকল লোকের অমঙ্গল বা মৃত্যু নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। উদ্যোগপর্ব্ব, প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়।

এই কথার যথার্থতা স্মরণ করিয়া যদি লোকে দুর্ব্বাক্য বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করে ত জগতে অনেক মনের ও হৃদয়ের ক্লেশ নিবারিত হয়। যে মুখে কাহাকেও উপহাস করে বা লিখিয়া কাহাকেও বিদ্রূপ করে সে আপনাকে রসিক শব্দ ও ভাষাকুশলী মনে করে কিন্তু বাস্তবিক হয়ত সে বিবেকশূন্য দুর্ম্মুখ মাত্র। মানুষ যমযন্ত্রণাও ভুলিয়া যায় কিন্তু মর্ম্মভেদী দুর্ব্বাক্যের স্মৃতি যে কখন ভুলিতে পারে না সে কথা দুর্ম্মুখেরা ভাবিয়া দেখে না।

২। শিক্ষিত ছাত্রগণ আচার্য্যের প্রতি, বিবাহিত ব্যক্তিগণ মাতার প্রতি, কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণ প্রয়োজনের প্রতি পারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নৌকার প্রতি ও আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসকের প্রতি, অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। উদ্যোগপর্ব্ব।

৩। যেমন প্রস্তর হইতে কাঞ্চন সকল সঙ্কলিত হয়, সেইরূপ উন্মত্তদিগের প্রলাপ ও বালকদিগের জল্পনা হইতে সার গ্রহণ করিবে। উদ্যোগপর্ব্ব।

সেক্সপীয়রেও এই রকম কথা আছে —

And this our life ... ...
Finds tongues in trees, books in the running brooks,
Sermons in stones, and good in every thing—As You Like It.

৪। পণ্ডিতেরা জীর্ণ অন্ন, গতযৌবন ভার্য্যা, সমর বিজয়ী বীর ও পারদর্শী তপস্বীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। উদ্যোগপর্ব্ব।

৫। অধম ব্যক্তিরা জীবিকা না থাকিলেই ভীত হয়, মধ্যম লোকেরা মৃত্যু হইতে ভীত হন, এবং উত্তম পুরুষেরা অপমান হইতে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া থাকেন। উদ্যোগপর্ব্ব।

৬। হিংসা অসাধুগণের বল, দণ্ডবিধান রাজার বল, শুশ্রূষা স্ত্রীর বল এবং ক্ষমা গুণবানের বল। উদ্যোগপর্ব্ব।

৭। যিনি অর্থরাশির অধীশ্বর হইয়াও ইন্দ্রিয়গণের অনাশ্বর হইয়া থাকেন, তিনি অবশ্যই ঐশ্বর্য্য হইতে পরিচ্যুত হন।

উদ্যোগপর্ব্ব, প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়।

৮। যিনি আপনার দোষ আপনিই জানিতে পারিয়া লজ্জিত হন তিনি সর্ব্বলোকের গুরু। উদ্যোগপর্ব্ব, প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়।

৯। জরা যেমন রমণীয় রূপ বিনষ্ট করে অবিনয় হইতে সেইরূপ শ্রীবিনষ্ট হয়। উদ্যোগপর্ব্ব, প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়।

১০। ধর্ম্ম সত্য দ্বারা, বিদ্যা অভ্যাস দ্বারা, রূপ অঙ্গমার্জ্জনা দ্বারা রক্ষণীয় হয়। উদ্যোগপর্ব্ব, প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ঔত্তম মনুর উপাখ্যান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কঠোর রাজাজ্ঞা যথারীতি প্রতিপালিত হইল। স্বামীকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া রাজ্ঞী বহুলা আদৌ দুঃখিতা হইলেন না। তাঁহাকে যে আর রাজার নয়ন-পথে পড়িতে হইবে না এই ভাবিয়া তিনি বরঞ্চ আনন্দিতই হইলেন। এদিকে সম্রাট্ উত্তম নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা মহিষীকে পরিত্যাগ করিয়া অনির্ব্বচনীয় বিরহদুঃখে দুঃখিত হইয়া নিতান্ত কষ্টেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সম্রাট এক পত্নীব্রতধারী পরমধার্ম্মিক এবং প্রেমিক আদর্শ স্বামী ছিলেন,—সুতরাং দয়িতা বিরহাগ্নিতে প্রতিনিয়ত সন্তপ্ত হইয়াও অন্য কোন ললনাকে নিজ-হৃদয়ে স্থান দান করতঃ সে আগুন নিবাইবার সংকল্প মনেও আনিতে পারিলেন না। সাধারণ মানুষে মনে করে যে, রাজপদ পৃথিবীতে সর্ব্ব সুখের আকর,—এবং রাজা মরুভূমিতে বাস করিয়াও অমরের ন্যায় সুখী, কিন্তু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অবগত আছেন যে, রাজার অবস্থা নিতান্তই বড় দুঃখময়। দরিদ্রের বন্ধু আছে, নিজ প্রিয় পরিজন আছে, দুই একজন আত্মীয় ও আছে, কিন্তু রাজার কেহই নাই। নিজের পুত্রও রাজার নিকট কালসর্প তুল্য ভয়াবহ। স্বার্থান্বেষী নীচ তোষামোদকারীর দল সর্ব্বদাই রাজাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতবন্ধু তাহাদিগের মধ্যেও একজনও নাই। কি কথা বলিলে রাজা সন্তুষ্ট হইবেন, সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রাজপ্রসাদ বিতরণ করিবেন, স্তাবকেরা তাই লইয়াই সচেষ্ট থাকে; কাজেই মনের কথা বলিবার, হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রাণের দাবদাহের শান্তি করিবার মত সুহৃদ কোথায়? প্রজাপালক, স্বধর্ম্ম পরায়ণ রাজা উত্তম নিজের মনের দুঃখ মনেই রাখিয়া প্রাণপণে নিজ কঠোর দায়িত্বসংকুল কর্ত্তব্যসাধন করিতে লাগিলেন। তিনি অগ্নিগর্ভ অথচ বাহিরে শীতল প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরির ন্যায় নিভে মর্ম্মস্থানের প্রতি স্তরে স্তরে দগ্ধ হইয়াও তাঁহার আশ্রিত প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ সাধনার নিমিত্ত আপনাকে নিয়োগ করিলেন। কেহই বুঝিতে পারিল না যে সম্রাট কি দারুণ বিষাক্ত শল্য হৃদয়ে ধারণ করিয়াও হাস্যমুখে কর্ত্তব্য পরিপালন করিতেছেন। তবে মহিষীর বিরহে রাজপুরী উৎসব হীনা, হর্ষহীনা, মলিনা ও দীনা এক প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা-নায়িকার ন্যায় শোকাকুল শ্রীহীন আকার ধারণ করিয়া থাকিল।

একদা পুণ্যময় মহারাজ রাজরাজেশ্বর উত্তম সভামধ্যে সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে অপরিচিত দরিদ্রবেশী

এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় প্রবেশ করতঃ দক্ষিণ হস্তোত্তলন পূর্ব্বক নিতান্ত দীন-বচনে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ আমি অতিশয় ক্লেশ পাইয়া আপনার শরণাপন্ন হইতেছি,—আমার নিবেদন মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন; আমি জানি, একমাত্র ধর্ম্মশীল রাজাই মনুষ্যগণের ইহলৌকিক ক্লেশ নিবারণ করিতে সক্ষম। রাজন্, আমি ভার্য্যাসহ রাত্রিকালে নিরুদ্বেগে নিজ গৃহমধ্যে নিদ্রিত ছিলাম, কোন দুর্বৃত্ত গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন না করিয়াই আমার সহধর্ম্মিণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে আপনি আমার পত্নীকে আনিয়া দিন।" রাজা বলিলেন, "দ্বিজবর, আপনার ভার্য্যাকে কে হরণ করিয়াছে, কোথায় রাখিয়াছে, তাহার কোন সংবাদই আপনি যখন অবগত নহেন, তখন আমি কাহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইব? আর কেমন করিয়াই বা আমি তাঁহার উদ্ধার সাধন করিব?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "হে নরপতে,—আমার গৃহদ্বার উত্তমরূপে পিহিত ছিল এবং আমিও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম; এরূপ অবস্থায় কে আমার ব্রাহ্মণীকে লইয়া গেল তাহা আমি বলিতে পারি না বটে, কিন্তু আপনি তাহা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তাহার কারণ এই যে, আপনি ভূপালক সম্রাট, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়াই, আপনি আমাদের বহু শ্রমার্জ্জিত ধর্ম্মের ষষ্ঠভাগ বেতন স্বরূপে গ্রহণ করেন। আপনি রক্ষক আছেন এই বিশ্বাসেই নরগণ নিজ নিজ গৃহে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যায়। আপনি অবশ্যই আমায় ভার্য্যাকে আনিয়া দিবেন,—নচেৎ আপনার ধর্ম্মের হানি ঘটিবে। ভগবান্ স্বায়ম্ভব মনুর পৌত্র, পরম ধার্ম্মিক মহারাজ উত্তম ব্রাহ্মণের এই ন্যায়ানুগত বচন শ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্রও বিরক্ত না হইয়া বলিলেন,—"আমি ত' আপনার পত্নীকে দেখিনাই আপনি কৃপা করিয়া তাহার আকৃতি, বয়স ও স্বভাব এই সমুদায় বিশেষ করিয়া বলুন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, আমার ব্রাহ্মণীটী তালগাছের মত অতিশয় দীর্ঘাঙ্গী, তাঁহার বাহুযুগ নিতান্তই কৃশ ও হ্রস্ব, চক্ষুর্দ্বয় কঠোর, প্রথম বয়স অনেক দিন হইতে চলিয়া গিয়াছে, তিনি অত্যন্ত কর্কশভাষিণী, নিতান্তই কুরূপ, তাঁহার মুখ কৃশ, স্বভাব বড়ই রুক্ষ, দেখিতে বড়ই কদাকার;—আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছিনা;—প্রকৃতই আমার ভার্য্যার রূপগুণ এই প্রকার আমি সত্য বলিতেছি, সন্দেহ করিবেন না।" (১)

(১) পাঠক পাঠিকারাও সন্দেহ করিতে পারেন যে আমরা এই সুরূপা এবং সুশীলা ব্রাহ্মণীটীর নিন্দা করিতেছি, তাই ঋষিবাক্য যথাযথ তুলিয়া দিলাম।

কঠোর নেত্রা সাত্যুচ্চা হ্রস্ববাহু কৃশাননাঃ।
বিরূপরূপা ভূপাল ন নিন্দামি তথৈবতাম্॥

রাজা এই অপরূপ রূপ বর্ণনা শুনিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনার তাদৃশী কুরূপা এবং কুলক্ষণা ভার্য্যায় প্রয়োজন কি? আজ্ঞা করুন, আমি এক সুন্দরী তরুণী, সুস্বভাবা এবং সুলক্ষণা ভার্য্যা দিই। শুভলক্ষণা নারীই সুখের এবং সৌভাগ্যের হেতু আর আপনার ব্রাহ্মণীর ন্যায় কুলক্ষণা স্ত্রী হইতে কেবল দুঃখমাত্র লাভ হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্য এবং সংস্বভাব সকল সুলক্ষণের মূলস্বরূপ;—এজন্য কুরূপা এবং দুঃশীলা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দৈবকর্ত্তৃক আপনি এরূপ দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য আপনার আনন্দ করাই ত উচিত" ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "হে ধর্ম্মাগ্রে নরপাল, আপনি এ কি ধর্ম্মবিগর্হিত কথা বলিতেছেন? আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে ভার্য্যা সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়া, ইহা যে সে শাস্ত্রের কথা নহে, শ্রুতির আদেশ। দেখুন, ভার্য্যাকে রক্ষা করিলে সন্তান সন্ততি রক্ষিত হয়। হে নরেশ্বর, আত্মাই পুত্ররূপে ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সন্তান সন্ততি যে রক্ষা করিবে আত্মই রক্ষিত হইয়া থাকেন। অতএব সেই ভার্য্যাকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আরও দেখুন, ভার্য্যাকে রক্ষা না করিলে অচিরে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। যে হতভাগ্যের ক্ষেত্রে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়, তাহার পূর্ব্ব পিতৃগণ স্বর্গ হইতে অধঃপাতিত হয়। ভার্য্যাবিহীন হইয়া এক্ষণে আমাকে প্রত্যহই ধর্ম্মহীন হইতে হইবে; এরূপে নিত্য ক্রিয়ার বিলোপে আমার পাতিত্য অনিবার্য্য। হে নরনাথ, সেই ভার্য্যার গর্ভে আমার যে সন্ততি হইবে, সেই আপনাকে করস্বরূপ পুণ্যের ষড়্‌ভাগ প্রদান করিবে। প্রভো,—তাই বলিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমার সেই অপহৃতা পত্নীকে আনিয়া দিন,—আপনিই আমাদিগের আশ্রয় এবং রক্ষাকর্ত্তা।"

ব্রাহ্মণের এই বক্তৃতা শ্রবণে মহারাজ উত্তম কিয়ৎকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সারথি রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সর্ব্বোপকরণ সম্বলিত সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত এক মহারথ সুসজ্জ করিয়া আনয়ন করিলে মহারাজ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক অপহৃতা ব্রাহ্মণ পত্নীর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। বায়ুতুল্য বেগবান ঘোটক-বাহিত সেই স্বর্ণময় স্যন্দন মনের ন্যায় গতিতে ধাবিত হইতে লাগিল এবং অচিরেই এক রমণীয় তাপসাশ্রমে উপস্থিত হইল। সম্রাট রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং কুশাসনে উপবিষ্ট জ্বলদগ্নি সদৃশ মহাতেজপুঞ্জ এক মহর্ষিকে দেখিতে পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মুনিবর স্বীয় আশ্রমে রাজ-অতিথির আগমন দেখিয়াই সত্বরে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং অতি সম্মানের সহিত সম্রাটের স্বাগত প্রশ্ন করিয়া নিকটস্থ এক শিষ্যকে শীঘ্রই অর্ঘ্য আনয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। শিষ্য গুরুবাক্য শ্রবণে অতি মৃদুস্বরে ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই ভূপতিকে অর্ঘ্য প্রদান করা উচিত কি না, ইহা বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন,—আপনার আজ্ঞা আমি এখনই পালন করিতেছি।" আত্মতত্ত্বে পরম পণ্ডিত মুনিবর ক্ষণেকের মধ্যেই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কেবলমাত্র সম্ভাষণ ও আসন প্রদান দ্বারা রাজার সম্মান রক্ষা করিলেন। তদনন্তর তিনি বলিলেন,—রাজন্ আপনি উত্তানপাদ নৃপতির পুত্র উত্তম, ইহা আমি জানি। এক্ষণে এখানে আসিবার কারণ কি বলুন। রাজা নিবেদন করিলেন, "মুনিশ্রেষ্ঠ, কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তি এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে, আমি সেই ব্রাহ্মণীর অনুসন্ধানের নিমিত্তই আসিয়াছি। হে ভগবন্, এক্ষণে একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি,—'অভ্যাগত ব্যক্তি অনুকম্পার পাত্র' এই শিষ্টাচার বিবেচনা করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।" ঋষি বলিলেন "হে অবনীপতে—আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, বলুন,—যদি বলা উচিত হয়, নিশ্চয়ই আমি অকপটে সেই প্রশ্নের উত্তর দিব।" রাজা তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনিবর,—আপনার গৃহে আমি আগমন করিলে, প্রথম দর্শন মাত্রেই আপনি আমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পরে আবার তাহা কি নিমিত্ত নিবর্ত্তিত হইল তাহাই জানিতে আমার বাসনা হইয়াছে।" ঋষি বলিলেন, "হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ; আপনাকে প্রথমে দেখিয়াই ঔৎসুক্য বশতঃ অর্ঘ্য প্রদানে আজ্ঞা করিয়াছিলাম কিন্তু তদ্দণ্ডেই আমার এই শ্রীমান্ শিষ্য আমাকে প্রতিবোধিত করিল; আমার এই শিষ্য আমার প্রসাদে ঠিক আমারই মত ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই ত্রিকালের ঘটনা অবগত আছেন। তজ্জন্য এই শিষ্য 'বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন' এইটুকু বলায় আমিও সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলাম এবং তদ্ধেতুই যথারীতি অনুসারে আপনাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে পারিলাম না। আপনি পরম পবিত্র স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তন্নিবন্ধন আপনি অর্ঘ্যযোগ্য বটে, কিন্তু আমরা কোন মতেই আপনাকে অর্ঘ্যের শ্রেষ্ঠ পাত্র বিবেচনা করিতে পারি না।" বিস্ময়ে আপ্লুত

বাচি ভূপাল পরুষ ন সৌম্যা সা চ শীলতঃ।
ইত্যাখ্যাতা ময়া ভার্য্যা সাকারা দুর্নিরীক্ষণা॥
মনাগতীতং ভূপাল তস্যাশ্চ প্রথমং বয়ঃ।
তাদৃগ্‌রূপা হিমে ভার্য্যা সত্য মেতন্ময়োদিতম্॥"

হইয়া রাজা বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ, জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহার জন্য আমি মহাশয়ের গৃহে নূতন অভ্যাগত অতিথি হইয়া অর্ঘ্য পাইবার উপযুক্ত হইলাম না ?" ঋষি কহিলেন—"মহারাজ, আপনি আপনার ধর্ম্মপত্নীকে কাননে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন ? আপনি নিশ্চিত জানিবেন আপনি সেই পত্নীর সহিত নিখিল ধর্ম্মকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেখুন সামান্য অশৌচ নিবন্ধন যাহার বার্ষিকী ক্রিয়াহানি হয়, সেই ব্যক্তি তদ্ধেতু জন সমাজে অস্পৃশ্য ও হেয় হইয়া থাকে,—আর ভার্য্যাবিহীন হইয়া আপনার সমস্ত নিত্যকর্ম্মের হানি হইতেছে,—ইহাতে আপনারে ... দেওয়া উচিত কি না তাহা আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন। নরনাথ, ... যেরূপ চরিত্রেরই হউক না কেন পত্নীর যেরূপ সর্ব্বদা পতির অনুবর্ত্তিনী ... উচিত, তদ্রূপ ভার্য্যা দুঃশালা হইলেও তাহাকে ভরণ পোষণ করা পতির কর্ত্তব্য। আপনার কথিত ব্রাহ্মণের যে পত্নী অপহৃত হইয়াছে, আপনি জানিবেন যে সে তাহার পতির প্রতি কখনও বিন্দুমাত্রও স্নেহ করিত না, তথাচ ... ধর্ম্মহানি ভয়েই ব্রাহ্মণ তাহার জন্য এত ব্যাকুল। মহীপাল,—ধর্ম্ম ... বিচ্যুত লোককে আপনিই স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবার কর্ত্তা,—কিন্তু স্বয়ং আপনি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে কাহার সাধ্য যে আপনাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে পারিবে ?" ঋষির মুখে এই কথা শুনিয়া মহারাজ উত্তম নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং বারবার স্বীয় অপরাধ স্বীকার করতঃ মহর্ষির নিকট বিপ্রপত্নীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জগতের সমস্ত অবস্থাই প্রত্যক্ষবৎ অবগত ছিলেন, তাই রাজাকে বলিলেন "অত্রি রাক্ষসের পুত্র বলাক নামক রাক্ষস এই ব্রাহ্মণীকে অপহরণ করিয়াছে,—আপনি অদ্যই তাঁহাকে উৎলাবেত বনে দেখিতে পাইবেন। আপনি সত্বরে এস্থান হইতে প্রস্থিত হইয়া শীঘ্রই সেই ব্রাহ্মণকে তদীয় ... সহিত মিলিত করিয়া দিন,—দেখিবেন যেন ব্রাহ্মণকে আপনার ন্যায় ... পাপভাগী হইতে না হয়।"

নরোত্তম মহারাজ উত্তম ঋষির বাক্য শ্রবণে করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজ রথে আরোহণ করিলেন এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যে মহর্ষি কথিত উৎলাবেত নামক অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র দেখিতে পাইলেন যে ব্রাহ্মণের বর্ণিত এক কুরূপা রমণী ঐ অরণ্যে বসিয়া একটী ... ভক্ষণ করিতেছেন। রাজা সেই বিকটাকারা নারীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভদ্রে, আপনি কেমন করিয়া এই বনে আসিলেন ? সত্য বলুন দেখি, ...

... পুত্র সুশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নী কি না।" ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন, "... বাসী অতিরাত্র নামক ব্রাহ্মণ আমার পিতা আর আপনি যে বিশাল তনয়ের কথা কহিতেছেন, আমি তাঁহারই ভার্য্যা। আমি নিজগৃহে নিদ্রিত ছিলাম, বলাক নামে এক দুষ্ট রাক্ষস কি কৌশলে আমাকে লইয়া আসিয়াছে, আমি আমার ..., ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গের বিরহে বড় ক্লেশ পাইতেছি ;—যে পাপিষ্ঠ আমাকে এত যন্ত্রণা ও কষ্ট দিতেছে, সে ভস্মশেষ হউক। সেই আমাকে এই ... হিংস্র স্বভাব শ্বাপদ-জন্তু-সমাকুল ভয়ানক বনে আনিয়া রাখিয়াছে, সে আমাকে খায়ও না,—অথবা আমার প্রতি অন্য কোনরূপ অত্যাচার ও করে না ; জানিনা দুরাত্মার কি উদ্দেশ্য।" রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ কন্যে,—আপনার ... আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন ;—সেই রাক্ষস আপনাকে এখানে রাখিয়া কোথায় গিয়াছে, তাহা কি আমাকে বলিতে পারেন ?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "সেই নিশাচর এই কাননের কোন এক প্রান্তে আছে, যদি আপনার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার না হয়, বনে প্রবেশ করিলেই তাহার সাক্ষাৎ পাইবেন।" ব্রাহ্মণ ... এই কথা বলিয়া পথ প্রদর্শন করিলে, রাজা সেই বনের মধ্যে এক বিশাল ...তলে পরিবার পরিবেষ্টিত রাক্ষসকে সুখোপবিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। সেই রাক্ষস রাজাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা বারম্বার ভূমি স্পর্শ করিতে করিতে তাঁহার পদ প্রান্তে সমুপস্থিত হইল এবং নিতান্ত সম্ভ্রম ও বিনয়ের সহিত বলিতে লাগিল, "অহো! আমার আজ কি শুভদিন,—আমার আজ কি সৌভাগ্য, আমার প্রতি মহারাজের মহা অনুগ্রহ যে তিনি এ অধমের গৃহে আগমন করিয়াছেন। আমি আপনার রাজ্যে বাস করি,—আমি আপনার একজন সামান্য প্রজা ও আজ্ঞাবহ দাস ; বলুন আমি কি আদেশ প্রতিপালন করিব ? আপনি আমার প্রভু,—এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, এই আসনে উপবেশন করুন, আপনি অকুণ্ঠিতচিত্তে আমার প্রতি যে কোন আজ্ঞাপ্রদান করুন।"

রাজা নিশাচরের এইরূপ অচিন্তিতপূর্ব সমাদরে ও সৎকারে প্রীত হইয়া বলিলেন "রাক্ষস, তুমি যথোচিত অতিথি সৎকার করিয়াছ এক্ষণে বল দেখি তুমি ব্রাহ্মণ বধুকে কেন অরণ্যে আনায়ন করিয়াছ ?—তোমার ত অনেক রূপবতী ভার্য্যা রহিয়াছে দেখিতেছি,—এবং ব্রাহ্মণী অন্দৌ সুরূপা নহেন, সুতরাং তোমার যে কোন অপবিত্র অভিলাষ আছে, তাহা ত বোধ হয় না ; —আর ভোজনের নিমিত্ত আনিয়াছ তাহা ও ত সম্ভব নহে ; তবে বল দেখি তোমার উদ্দেশ্য কি ?"

রাক্ষস বলিল, "মহারাজ,— আমরা ত নরমাংসভুক্ রাক্ষস নহি,—তাহারা শূদ্র জাতি ;—আর অপ্সরোগর্ব্বহারিণী রাক্ষসী ভার্য্যা আমার অনেক আছে,- সামান্যা মানুষীতেই বা আমার অভিলাষ হইবে কেন ? আমরা মাংস কেন ফল মূলও খাই না।" রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি তোমরা মাংস এবং ফলমূল ভোজন কর না, তবে তোমাদের খাদ্য কি ? তোমাদের দেহে পুষ্টি এবং লাবণ্য ত' যথেষ্ট দেখিতেছি,—তোমরা কি খাইয়া এমন বল সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া থাক ?" রাক্ষস উত্তর করিল, "হে মহাত্মন্, আমরা মা নারীর কর্ম্মফল এবং স্বভাব ভোজন করিয়া জীবিত থাকি। আমরা যে ব্যক্তির ক্ষমা ভোজন করি সে ব্যক্তি ক্রোধন হয়- আর আমরা যাহার দুষ্ট স্বভাব ভ করি, তখন সে গুণবান হয়। মানুষ ও মানুষীর এই প্রকার গুণকর্ম্ম খাইয়াই আমরা এইরূপ বল পুষ্টি এবং তেজ লাভ করিয়া থাকি।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাক্ষস,—তুমি এই ব্রাহ্মণীকে ভোজনও করিবে না, ইহাকে অভিলাষও কর না, তবে উহার গৃহ হইতে সুপ্তাবস্থায় হরণ করি আনিলে কেন, আমাকে তাহা বল।"

রাক্ষস বলিলেন,—"রাজন্, এই ব্রাহ্মণ কন্যার স্বামী অতিশয় মন্ত্রবিৎ ব্রা তিনি সর্ব্বত্র সকল যজ্ঞে গমন পূর্ব্বক 'রক্ষোঘ্ন' মন্ত্রসকল পাঠ করতঃ আ দিগের আহারের পথ বন্ধ করিয়া দেন। তাহার মন্ত্রে আমরা এতই উদ্ব হইয়া উঠি যে আমাদের আর আহারের সামর্থ্যই থাকে না। এই বিষম বি পতিত হইয়া, আমাদিগের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়াই আমি ব্রাহ্মণীকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। আমি অবগত আছি যে ভার্য্যাকে করিলেই স্বামীর চিত্তের বৈকল্য বা উদ্বেগ জন্মিয়া থাকে। পত্নী ব্যতীত পুরুষ যজ্ঞকার্য্য করিতে অক্ষম হয়, কাজেই উহার ধর্ম্মহানি হয়। ভার্য্যা বি ব্রাহ্মণ উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, আর আমরা নি সকল মনুষ্যের স্বভাব ভোজন করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছি।" রা এবম্বিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা ভাবিলেন, এই রাক্ষস ও ভার্য্যাবিরহী দিগের ধর্ম্মহানি এবং চিত্ত চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহারই করিলেন। তাপসাশ্রয়ের ঋষিও তাহার নিন্দা করিয়াছিলেন। পত্নীর রাজা এইবার নিদারুণ অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। যাহা হউক, মনোভাব মনে রাখিয়া তিনি রাক্ষসকে আজ্ঞা করিলেন "তুমি আমার প্র আজ্ঞাবহ দাস বলিয়া স্বীকার করিলে, অতএব তোমাকে অনুরোধ করিতে

তুমি সত্বরে এই দ্বিজ কন্যার দুশ্চরিত্রতা ভক্ষণ করিয়া ফেল ;—তাহা হইলেই তিনি সুশীলা হইবেন। তাহার পর তুমি তাঁহার স্বামীর নিকট তাঁহাকে রাখিয়া আইস।" আজ্ঞামাত্রই রাক্ষস নিজ অদ্ভুত মায়ার বলে ব্রাহ্মণীর অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া তাহার দুঃস্বভাব ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণীও তৎক্ষণাৎ নিতান্ত সৌম্য-স্বভাবা এবং প্রিয়দর্শনা হইয়া উঠিলেন। তাহার স্বভাব এমন মধুর হইয়া উঠিল যে তিনি বারংবার স্বীয় স্বামীর প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন, এবং এমন কি অপহরণকর্ত্তা রাক্ষসের দোষ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্তও তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস রাজাজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক বলিল "প্রভো, আপনার আদেশে এখনই ইহাকে পতিগৃহে রাখিয়া আসিতেছি, আর আমাকে কি করিতে হইবে তাহাই আজ্ঞা করুন।" রাজা বলিলেন, "হে নিশাচর তুমি যাহা করিলে তাহাতেই আমার যাবতীয় প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে। আর একটী কথা এই যে আবশ্যক হইলে তোমায় আমি স্মরণ করিব, তুমি সে সময়ে আমাকে দেখা দিও।" রাক্ষস "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই বিশুদ্ধস্বভাবা ব্রাহ্মণ ভার্য্যাকে নিতান্ত সমাদরের সহিত পতিগৃহে রাখিয়া আসিল এবং ব্রাহ্মণও রাজার অনুগ্রহে স্বীয় ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হইয়া মহাসুখে ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের যথারীতি সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণীর কদর্য্য স্বভাব আর নাই, তিনি এখন প্রিয়দর্শনা, মধুরভাষিণী এবং পতিপ্রাণা হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ ধন্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণীরও নারীজন্ম সফল হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী অখিলচন্দ্র পালিত।

আত্মকথা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কায়স্থ বিদ্বেষানল চতুর্দ্দিকে প্রধূমিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সভার কার্য্যকরী শক্তি যতই বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইতেছিল বিদ্বেষী বৃন্দের বিদ্বেষভাব ততই বর্দ্ধিতায়তন হইতেছিল। কায়স্থ সভার সুযোগ্য সভ্যগণ যখন সমবেত চেষ্টায় স্থিরীকৃত করিলেন যে, কায়স্থগণ যখন ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তখন তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করা

কর্ত্তব্য ; এবং সভার আদেশ ও নির্দ্দেশানুযায়ী যখন বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের কায়স্থগণ ২।৪ টি করিয়া উপবীত সংস্কার গ্রহণ করিতে লাগিলেন সেই সময় বিদ্বেষানল অধিকতর বেগে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার প্রভাবে যে কত কায়স্থ উৎপীড়িত লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। আজ শুনিলাম রামের বাড়ীর পূজা পণ্ড করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কাল শুনিলাম পুরোহিতের অভাবে শ্যামের বাড়ীর ষষ্ঠী পূজা বন্ধ হইয়াছে; পরশ্ব শুনিলাম যত্ন বাবুর পুত্রের বিবাহে নামান্তে দেব দেবী শব্দ উচ্চারণ না করিবার জন্য পুরোহিত মহাশয় গুরু ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। ঘোষ মহাশয় বলিলেন তাঁহার বাড়ীর নিমন্ত্রণ কোন ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন নাই, বসু মহাশয় লিখিলেন দেশে পুরোহিত না পাওয়ায় স্থানান্তর হইতে পুরোহিত আনাইয়া কার্য্য করিতে তাঁহাকে ব্যয় বহুলতায় পড়িতে হইয়াছে। আবার চাকি মহাশয় সংবাদ দিলেন তাঁহার কুলপুরোহিত দ্বাদশাহে অশৌচান্ত করাইতে নারাজ। এক দল ব্রাহ্মণ বলেন কায়স্থেরা উপবীত লইবার অনধিকারী—আর একদল বলেন শাস্ত্রে ইঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ আছে—অন্য দল বিকট চীৎকার করিয়া দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া বলিতেছেন—কায়স্থেরা উপবীত লয় লউক কিন্তু অশৌচ পালন এক-মাস করিলে তাহার বাড়ী পদার্পণ করিব—নচেৎ নহে। বর্ত্তমানে দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থে এইরূপ দলাদলি ঠেলাঠেলি চলিতেছে। ফলতঃ ব্রাহ্মণগণ কায়স্থের কার্য্যে অন্তরায় উপস্থিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন! কেন করিতেছেন—জানি না, তবে অনুমান হয় অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ।

একজন চাহেন জাতীয় উন্নতি করিতে—অন্যজন চাহেন সেই উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত করিতে, একজন অগ্রসর হইতেছেন শাস্ত্রীয় প্রমাণে নির্ভর করিয়া অন্যজন অকারণে কূট তর্ক তুলিয়া নানারূপ বিঘ্ন জন্মাইতে সচেষ্ট ; হায়! হায়!! ইহাই এখন দেশের অবস্থা। এইরূপ লঘুত্বতেই এখন ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যবসিত! যে দারুণ বিদ্বেষানল আজ কাল হিন্দু সমাজের উদার ও উন্নত বক্ষে দাউ দাউ প্রজ্বলিত, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন যে অনলের সূত্রপাত কে করিয়াছে? সে অনলে ইন্ধন কে দিতেছে? যে ব্রাহ্মণ কায়স্থে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থে এখন দা কুমড়া সম্বন্ধ। তুমি ব্রাহ্মণ, বলিবে—কায়স্থ তুমি উপবীত লইয়া অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছ ; আমি কায়স্থ বলিব অশাস্ত্রীয় কার্য্য করি নাই—পরন্তু শাস্ত্র প্রমাণই আমাদের সার সম্বল। ব্রাহ্মণের উপদেশ—আদেশ-নির্দ্দেশ ভিন্ন কায়স্থ কোন ধর্ম্মকার্য্যে কোন দিনই অগ্রসর হন নাই বর্ত্তমান আন্দোলনেও হইতেছেন না। তাঁহারা প্রত্যেক কার্য্যে ; এমন কি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন, করিতেছেন এবং করিবেন। ভো ব্রাহ্মণ! তবে কেন অকারণে দেশে অশান্তির তুমুল তুফান তুলিয়া কায়স্থের সহিত তোমার পূর্ব্বসম্বন্ধ বিস্মৃত হইতেছ? কেন পরস্পর হিংসা ও দ্বেষের মাত্রা বর্দ্ধিত করিতেছ? কায়স্থ উপবীত লইয়া তোমার অধিকার কাড়িয়া লইতে চাহে নাই—কায়স্থ উপবীত লইয়া তোমার মর্য্যাদা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে নাই বরং তাহাদের উপবীত গ্রহণে তোমার সম্ভ্রম বর্দ্ধিতই হইতেছে। তবে এত আক্রোশ এত দলাদলি এত হিংসা কেন প্রভো!

যদি বুঝিতাম তাহারা গায়ের জোরে পৈতা লইতে প্রবৃত্ত হইতেছে—যদি বুঝিতাম কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পাঁতি না লইয়া অগ্রসর হইতেছে, যদি বুঝিতাম চিত্রগুপ্ত সন্তান কায়স্থগণ নিজেরাই শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করতঃ প্রমাণ-অমৃত গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাচারের দাসত্বে আত্মা নিয়োজিত করিয়া ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করিতেছে তাহা হইলে না হয় বুঝিতাম—রাগের কারণ বা হিংসার কারণ উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু তাহাত নহে; কায়স্থগণ প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে তাহা পণ্ডিতগণের নিকট প্রাপ্ত পাঁতির বলে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০ হাজার কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানে কি তাঁহারা নিজেরা পৌরোহিত্য করিয়াছেন? কোথাও না ; প্রত্যেক উপনয়ন কার্য্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। তবে এত রাগ-বিদ্বেষ কেন মহাশয়! কায়স্থগণ এ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৩ শত পণ্ডিত প্রধানের মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই মতানুযায়ী কার্য্যই করিতেছেন, তাহার অন্যথা করেন নাই।

যদি এই সকল পণ্ডিতের পাঁতি স্বার্থ বিজড়িত অশাস্ত্রীয় হয় এবং কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণের পক্ষে অননুকূল হয় তবে প্রকাশ্যে অগ্রসর না হইয়া ঘরের কোণে বসিয়া উহার অশাস্ত্রীয়ত্ব ব্যাখ্যায় নিয়োজিত কেন? কায়স্থেরা যখন লুকাইয়া ছাপাইয়া অপ্রকাশ্য ভাবে কোন কার্য্য করিতেছে না তখন, যদি তোমার সমাজের মঙ্গল কামনার সদিচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে তবে অগ্রসর হও তাহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিয়া সৎপথে আনিবার চেষ্টা কর। ঐ দেখ ১৩০৯ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত কায়স্থসভার কার্য্যবিবরণীতে যাবতীয় প্রমাণ প্রয়োগসহ পাঁতি প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু বলিতে বড়ই লজ্জা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কোন বিরুদ্ধ পণ্ডিতই ঐ পাঁতির অযৌক্তিকতা বা অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য প্রকাশ্যে

সাহসী হইলেন না কেবল পরোক্ষে নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত করিতেছেন।" ইহাই কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাজ? ইহাই কি হিন্দুর সমাজ পরিচালকের কর্ত্তব্য! যদি ভুল হইয়া থাকে ভুল দেখাইয়া দেও—শাস্ত্রসম্মত না হইয়া থাকে প্রমাণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেও। এ পর্য্যন্ত আমাদের ভ্রম নিরসনের কোন চেষ্টা করিলেনা আমাদের সংগৃহীত প্রমাণের প্রতিবাদ করিলেনা কেবল ফাঁকা কথায় কায়স্থের কার্য্য নষ্ট করিবার জন্য পণ্ডশ্রম করিয়া উপহাসাস্পদ হইতেছ। বলিহারি বুদ্ধি বটে!

তোমরা আমাদের সংগৃহীত পাঁতির প্রতিবাদ প্রকাশ করিলে আমরা দুইটীকে সমালোচনার তুলাদণ্ডে ফেলিয়া তুলনা করিয়া দেখিতাম কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, কোনটী গৃহীতব্য কোন্‌টী নহে, কিন্তু তোমরা আমাদের সে অবসর, সে সুযোগ দিলে কৈ! কেবল কথায় চিঁড়া ভিজিবেনা—ফাঁকা আওয়াজে কেহ কর্ণপাত করিবেনা—চাই শাস্ত্রীয় প্রমাণ! যদি স্বীকৃত হও তবে এখনও এস, এখনও আমাদের ভ্রম বা আমাদের উপনয়ন গ্রহণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ ইহা দেখাইতে সচেষ্ট হও নতুবা তোমার মুখের কথায় কায়স্থেরা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইবেনা।

কায়স্থেরা পৈতা লইবার অনধিকারী এইরূপ পাঁতি লিখিয়া অনেক গুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম বঙ্গবাসীতে প্রকাশ করিয়াছিলে, কিন্তু তাহাতে শাস্ত্রীয় প্রমাণের নাম গন্ধ ও ছিলনা—ছিল কেবল মত। বলি বিনা প্রমানের এই মত মানিবে কে? শুনিবে কে? আবার পণ্ডিতদের নামের মধ্যে যে কতকগুলি জাল নাম ও (অর্থাৎ মাথা নাই যার মাথা ব্যাথা তার) সংযোজিত করিয়াছিলে তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িল। বলি এত বড় একটা বিরাট জাতিকে কি এই রূপে প্রতিনিবৃত্ত করা সম্ভব!

উপনয়ন গ্রহণের অধিকারিত্ব ও অনধিকারিত্ব সম্বন্ধে বিচার করিবার বা করাইবার চেষ্টায় কোন দিনই কায়স্থগণের অভাব হয় নাই। কলিকাতা, ঢাকা, ফরিদপুর, নদীয়া রংপুর প্রভৃতি স্থানে কায়স্থগণ স্বপক্ষ বিপক্ষ পণ্ডিত লইয়া বিচার সভা করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় কোন বিরুদ্ধ পণ্ডিতই বিচার সভায় উপস্থিত হইতে স্বীকার করেন নাই। ইহা কি আমাদের দোষ! সে দিনও রংপুরের বিচারসভায় মধ্যস্থের আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বনামখ্যাত মহামহোপাধ্যায় যে একদেশ দর্শিতা, কায়স্থ বিদ্বেষ এবং শাস্ত্রজ্ঞান হীনতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা কুড়িগ্রামের মহামহোপাধ্যায় চতুস্তীর্থ মহোদয় দেখাইয়া দিতে ত্রুটী করেন নাই। সুতরাং আমরা আর কি বলিব।

'তৎপর যখন তোমরা দেখিতেছ যে আমরা বিনা প্রমাণে কার্য্যারম্ভ করি নাই তখন আমাদের ধোপা নাপিত বন্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া—আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইবে না বলিয়া ভয় না দেখাইয়া, পাঁতি দাতা' পণ্ডিতদের সঙ্গে তোমাদের বুঝিয়া পড়িয়া লওয়া কর্ত্তব্য ছিল। আমাদের পৈতা লওয়া যদি দোষের হয়—অশাস্ত্রীয় হয় তবে আমাদের পক্ষীয় পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কর—তাঁহাদের ভ্রম প্রদর্শন কর তাঁহাদের যুক্তি তর্ক দ্বারা হটাও তবে আমাদের বিরুদ্ধাচারী হইলে শোভমান হইত, এখনও হয়!

কায়স্থ কোন দিনই ব্রাহ্মণদ্বেষী নহেন—কায়স্থ কোন দিনই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে প্রয়াস পান নাই; তিনি চাহেন স্বকীয় বর্ণানুমোদিত আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতে ও ভিন্ন প্রদেশস্থ দায়াদগণের ন্যায় সংস্কার গ্রহণ করিতে। ইহাতে ব্রাহ্মণের ক্ষতি কি? বরং লাভই দেখিতে পাই। আর ব্রাহ্মণের শত অন্তরায় সত্বেও যে প্রতিমাসে শত শত কায়স্থ পৈতা লইতেছেন ইহাতে বিরুদ্ধবাদীগণের সম্ভ্রম বাড়িতেছে না কমিতেছে! আমাদের বিশ্বাস ব্রাহ্মণগণ আমাদের কার্য্য পণ্ড করিবার জন্য যতই অগ্রসর হইবেন তাঁহাদের সম্ভ্রম ততই তিরোহিত হইবে; ইহা জগতের নিয়ম। সুতরাং আমরা অনুরোধ করি, অতঃপর ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ-বিদ্বেষের পরিচয় না দিয়া তাঁহাদের কার্য্যের পোষকতা করুন—সমাজ আশ্বস্ত ও শান্ত হউক।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মচৌধুরী।

বর্ত্তমান বিবাহ সমস্যা।

আমরা ভারতীয় আর্য্য সন্তান। আমাদের বিরাট সাধারণ জাতীয় ধর্ম্মনীতি ও সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিবার সুবন্দোবস্ত করণের জন্য কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া স্মরণাতীত কালের পূর্ব্ব হইতে আমরা "ব্রাহ্মণ," "কায়স্থ," বৈদ্য" "তাম্বুলিক" প্রভৃতি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমাজের অধীনে বাস করিতেছি। আমরা হিন্দু সমাজের যে শাখায় বাস করি, তাহার নাম "কায়স্থ-সমাজ"। কায়স্থ-সমাজ আমাদিগকে তাঁহার বিশাল কক্ষের এক প্রান্তে স্থান দান করিয়াছেন, অতএব আমাদের আশ্রয়দাতা

কায়স্থ সমাজের নিকট আমরা নানাবিধ বিষয়ে ঋণী ও কৃতজ্ঞতাপাশে আব
আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, সমাজ সংরক্ষণকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করা। সামাজি
ব্যাধি দুরীকরণার্থ শুশ্রূষাপরায়ণ হওয়া প্রত্যেক সামাজিকের পক্ষেই সাম
নিয়ম ও বিশেষ কর্ত্তব্য। যদিও আমার মত অনভিজ্ঞ জনের কোনপ্র
সামাজিক সমস্যার সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনার ক্ষমতা নাই তথাপি প্রাণ কাঁদিয়া উ
মন বুঝে না বলিয়াই কর্ত্তব্যের দায়ে ও স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া,
গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারি না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বিবাহ বিভ্রাটের কথা। সমাজ র
রাখিতে হইলে এই বিষয়টাই সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিতে হইবে। বিবাহ বি
অভাব সকল মোচন করিতে না পারিলে কাহারও অব্যাহতি নাই। আ
পরস্পর এমনভাবে সম্বন্ধ বিজড়িত যে যতদিন আমরা সঙ্গরহিত হইয়া বাণপ্র
আশ্রমান্তর গ্রহণ না করিব, ততদিন একজনের পাপপুণ্যে, লাভালাভে
বিপদ সম্পদে আমরা সকলেই আংশিক ফলভোগ করিতে বাধ্য। এই বি
সংস্কার বর্ণধর্ম্মসমন্বিত গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। হিন্দুর ধর্ম্ম
বিবাহ সংস্কার সম্পাদন কালে পূর্ব্বেকার মত বরকর্ত্তার সহিত কন্যাকর্ত্তার
মুখে কোলাকুলি, তাঁহাদের উভয়ের প্রেমপূর্ণ মধুর হাস্যরসাত্মক আনন্দম
দেখিতে পাওয়ার পরিবর্ত্তে, আজকাল শুধু অর্থমূলক গোলযোগের কথাই
শুনিতে পাইয়া থাকি; ইহা কি আমাদের অবনতির বিষয় নহে। বরপণ প্র
এমনও ঘটিতেছে যে, কন্যাকর্ত্তার শ্রেষ্ঠত্বের যথার্থ দাবী যথেষ্ট থাকিলেও
সেই সময়-সুলভহীনতা-ব্যঞ্জক-কালিমা প্রতিফলিত বদনে করুণ রসের
হইতেই অনেকস্থলে দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। সামজাতি
উভয়পক্ষের সমতাব্যঞ্জক হাস্যরসের পরিবর্ত্তে কন্যাকর্ত্তার হীনতাব্যঞ্জক ক
ও বরকর্ত্তার আত্মম্ভরিতাপূর্ণ বীরত্বব্যঞ্জক রুদ্র ও বীররস উদ্ভাসিত হইতে
উপস্থিত সভাস্থ ব্যক্তিগণের চিন্তা ও হৃৎকম্প আরম্ভ হয় না কি? বরপ
পক্ষের এই অযথা দাবী ও অহঙ্কারের একমাত্র কারণ। এই পণরূপা পি
কবল হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়, অনেক সময় দেখা যায়, পদস্থ সামাজি
গণ উচ্চতর সম্বন্ধ ত দূরের কথা, সমানে সমানেও কার্য্য করিতে সক্ষম হই
না। এমন কি নীচগামী হইয়াও অনেক সময় অব্যাহতি না পাইয়া, মাল
কাঁদিয়াই কষ্টের লাঘব করিতেছেন। বরকর্ত্তার 'কন্যা বা পৌত্রীদের বিবা
তাঁহাকেও কি ঐ ভীষণ পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য দর্শনে মূর্চ্ছিত হইতে হয়

কোন কোন পণপ্রত্যাশী প্রবঞ্চক বুঝাইয়া থাকেন যে পাত্রী অপেক্ষা
পাত্রসংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত বরপণ থাকিবেই থাকিবে, ইহা আর নিবারণের
উপায় নাই। আমরা কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও এ মীমাংসার সত্যতা উপলব্ধি
করিতে পারি নাই। আমাদের সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর যে জনসংখ্যা গ্রহণ
করেন, তাহা হইতেও জানিতে পারা যায় যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা
কম নহে সাধারণতঃ বরং কিঞ্চিদধিকই। আমরাও একটা সাধারণ যুক্তি দ্বারা
দেখাইতে পারি, যদি পাত্রী অপেক্ষা পাত্র সংখ্যা কমই হইবে তবে কতকাংশ
কন্যাকে চিরদিনের জন্য অনূঢ়াবস্থায় থাকিতে হইত। যদি বলেন একজন
পুরুষের একাধিক বিবাহ হয় কিন্তু কোন কন্যারই তাহা হয় না, তবে কন্যা
কমতী নয় কেন? আমরা তদুত্তরে স্পষ্টই বুঝাইতে পারি যে সেরূপ পাত্র
বিরল নহে, বাছাই কিয়দংশ মাত্র। অনেক পুরুষকেও ত অবিবাহিতাবস্থায়
কাল কাটাইতে হয় এবং তাহা দ্বারাই পাত্র কন্যার সংখ্যার সামঞ্জস্য বেশ জানা
যায়। বরং মেয়েগুলির যে প্রকারেই হউক প্রায় ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই বিবাহ
হইয়া যায়, কিন্তু হীনাবস্থাপ্রাপ্ত পাত্রগণের কথা দূরে থাকুক, কটাকটা গোঁপযুক্ত
গলিত যৌবন শিক্ষিতাভিমানী, অভিজাতবংশীয় বা ধনকুবেরের সকল রকমেরই
অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ঐরূপ বয়ঃপ্রাপ্তা সুন্দরী হইতে
কানা, খোঁড়া, রাজা পর্য্যন্ত দরিদ্র বংশায়া, কোন প্রকার কন্যাই এত বিবাহ সঙ্কট
থাকা সত্ত্বেও অবিবাহিতাবস্থায় থাকিতে অদ্যাপি আমরা দেখি নাই। ইত্যাদি
নানাকারণে আমরা ঐ অমূলক আপত্তি খণ্ডন করিতে পারি। এমন
কি পূর্ব্বকথিত সাক্ষাৎ প্রমাণবলে বরং বুঝা যায় যে, কন্যারই মোটামুটি অভাব
হইয়াছে, পাত্র ত যথেষ্ট।

এখনও কন্যাগুলি পূর্ব্ববৎ অল্প বয়সেই যথার্থ ব্রাহ্মবিবাহ বিধানে সাদরে
গৃহীত হয়, যদি কন্যার অভিভাবকেরা পাত্র নির্ব্বাচন বিষয়ে, বিষম কোলাহল-
পূর্ণ সদর রাস্তা ছাড়িয়া, শান্তিবিরাজিত মফঃস্বলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ও কতি-
ভ্রমসংস্কার ছাড়িয়া ভিন্ন গোত্রীয় চরিত্রবান্ সদ্বংশজাত যে কোন কায়স্থ-
সন্তানকে কন্যাদান করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন। তাহা হইলে কৌলীন্যাভি-
মানী বা ধনীর নিরেট মূর্খ জঘন্যাচারী সন্তান ও ইউনিভার্সিটির উপাধিপ্রাপ্ত
হইয়াও যাহারা চিন্তাশক্তিহীন পশুস্বভাব; তাঁহাদিগকে যথাক্রমে আভিজাত্য;
ও বিদ্যার টোপ্ ফেলিয়া হননেচ্ছু পাষণ্ডের ন্যায় স্থিরলক্ষ্যে স্বজাতির
বহুশ্রমলব্ধ অর্থ শোষণের চিন্তায় সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া

যৌবনের অতীত দশায় উপস্থিত আমরা দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু হায়! সে স্থদিন কি আবার আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে? আবার কি আমরা শান্তিময়ী পত্নীকে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিব—কেনা বেচা ভুলিয়া বিধাতার জীবন্ত সহায়তা করিবার—সেই পিতৃঋণ পরিশোধার্থ বিবাহ সংস্কারের পবিত্র ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব? প্রার্থনা করি এই অধঃপতিত জাতির প্রতি সদয় হইয়া ভগবান সুমতি প্রদান করুন।

ধিক্ তাঁর I. A., B. A. উপাধিতে, যদি তিনি বিবিধ সদ্‌গুণে বঞ্চিত থাকেন—যদি তাঁর বিদ্যা অবিদ্যার আকর লোভাদি দোষে সমাচ্ছন্ন থাকে। আমাদের সনাতন শাস্ত্রে "বিদ্যা" শব্দ শুধু বর্ণ বিন্যাস বা ভাষারচনাদি সাম গুণগ্রামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিতে কথিত হয় না। "অবিদ্যা" শব্দের বিপরীতার্থ বোধক "বিদ্যা" শব্দ অসুর স্বভাবের বিপরীত 'সুর বা দে স্বভাব ব্যক্তির গুণবিশেষের অভিব্যক্তি মাত্র। ধিক্ তাঁর আভিজাত্যে, যদি কেহ দান বিনয়াদি মহদ্‌গুণের আদর্শ পুরুষ হইবার অনধিকারী হইয়া, তদ্বিপরীত প্রতিগ্রহলালসা ও দম্ভাদি নানা দোষে দুষ্ট হন। ধিক্ তাঁর ধন সম্পদে, যদি সে ধনে দরিদ্রের সাহায্য না হয়; ধনী যদি স্বীয় অর্থ সাহায্য গরীব স্বজাতি কন্যাদায়ে মুক্ত করার পরিবর্ত্তে উপরন্ত তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নিজস্ব করি অভিপ্রায়ে নিজ পুত্রের বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। যে বংশ মর্য্যাদা, যে গৌরব, ধনকুবেরের ঋণী আসামীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন সামিয়িক যে দম্ভ শুধু অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হইয়া অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিগণের সংসারেও হয় সে বংশ, সে বিদ্যা ও সে ধন গৌরবের ওজন ও জ্যোতিঃ একরূপ ও ক্ষণস্থায়ী তাহা চিন্তাশীলগণ জানেন। কন্যার বিবাহে আজকাল যাইতেছে একমাত্র সম্বল চাই—"টাকা," ইহাই ত দেখি চলিত রীতি। ইহার কুফলে হীনপদস্থ ব্যক্তিগণ ধনবান হইলে কন্যার বিবাহ দ্বারা এবং পুত্র হইলে পুত্রের বিবাহে কিছু না লইয়া বিবাহ দিয়া, অপেক্ষাকৃত উচ্চ সম্বন্ধ করিবার অবাধ সুযোগ পাইতেছে। ফলে সমাজের বিশুদ্ধিত্ব নষ্ট হইয়া সংস্রব ঘটিতেছে না কি?

এই ত গেল কন্যা পক্ষের কাহিনী। এক্ষণে পাত্র পক্ষের অবস্থা লোচনা করা আবশ্যক। কালের ঘূর্ণায়মাণ চক্রে কিছুই স্থির থাকিতে না! এমন একদিন ছিল, যখন কৌলীন্যের নবশক্তি-বিরাজিত ব্রাহ্মণ আসন্ন মৃত্যু বৃদ্ধের করে সুকোমলাঙ্গী দ্বাদশবর্ষীয়া কিশোরী কন্যাকে সমর্পণ

লোকে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত—একজন পুরুষ, ৩৬৫টী বিবাহ করিয়া অন্ততঃ দৈনিক ৫৲ টাকা আয়ের সংস্থান করিতে পারিত। পক্ষান্তরে শ্রোত্রীয় বেচারীদের বিবাহ অভাবে অনেকেরই বংশলোপ হইয়া গিয়াছে। এখন কিন্তু দেখা যাইতেছে, অধিকারী প্রভৃতির ঘরেও বড় বড় কুলীনগণ নিঃসঙ্কোচে সালঙ্কারা কন্যার বিবাহ দিতেছেন। কায়স্থ সমাজেও 'আদ্যরস' প্রভৃতি কুলক্রিয়ার প্রলোভনে অনেকে কুমারী কন্যাকে জরাগ্রস্তের করে সমর্পণ করত, কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণা দর্শনে চিরঅনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছে, এমন কি এখনও উহার কুফল সামান্য মাত্রায় লক্ষিত হয়। ব্যবসায়ী কুলীনের মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ অনেক ব্যক্তি কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পুত্রগণকে অর্থাভাব বশতঃ লেখাপড়া শিখাইতে না পারায়, সমাজে মূর্খের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে অযোগ্য ব্যক্তির অথবা সম্মানাধিক্য বশতঃ তাঁহাদের চরিত্রহীনতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহারও শিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এইরূপে মূর্খতা ও চরিত্রহীনতা দোষে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষারই আদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, যদিও অযোগ্য ব্যক্তির অথবা সম্মান হ্রাস হইয়া গুণেরই আদর হইতেছে; তথাপি তাহার ফলেই সমাজের যে বিশেষ অভাব মোচন হইয়াছে তাহা নহে। এই শিক্ষিতনামা নূতন সম্প্রদায়েও বিবাহবিষয়ে ব্যবসার ভাব উকি দিতেছে। উকি কেন, এখন বেশ মাথা তুলিয়া ব্যবসা চালাইতেছে। যেমন অর্থপ্রত্যাশী মূর্খ কুলীন-সন্তানগণ, অর্থলাভের আশা এখন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন; তদ্রূপ; বিদ্বান্‌গণও যদি ঐ পিশাচবৃত্তি ত্যাগ না করেন তাহাহইলে তাঁহাদিগকেও ঘৃণা সহকারে; পাত্র নির্ব্বাচনকালে ত্যাগ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত।

আমরা বলি, বর নির্ব্বাচনকালে বরের যে গুণত্রয়, অর্থাৎ বংশমর্য্যাদা, অর্থ ও বিদ্যা দেখা আবশ্যক; তাহার মধ্যে শুধু যে কোন একটীর প্রতি যাঁহারা একান্ত ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া অন্য গুলিকে একেবারে তাচ্ছিল্য করেন তাঁহারা প্রায়ই ঠকিয়া থাকেন। ঐ গুণত্রয়েরই সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রধানতঃ পাত্রের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বরনির্ব্বাচন করিলেই ভাল হয়। এদিকে ঐ গুণত্রয়কে সমানভাবে আকর্ষণের ফলে কোন একটীরই মর্য্যাদা অযথাভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সমাজে অনিষ্ট সাধিত হইতে পারিবে না।

মনে রাখিবেন ঘাত প্রতিঘাতের ফল অবশ্যই ফলে। এক সময়ে কন্যাপণ খুব প্রবল হইয়াছিল, তাই এখন ঠিক তার বিপরীত হইয়াছে; আর একটু

মাত্রাধিক্য হইলেই যে আবার বিপরীতাভিমুখী হইবেনা, তাহা কে বলিতে পারে। অত্যন্ত নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত কন্যাপক্ষ বাধ্য হইয়া শীঘ্রই যে কোনপ্রকার স্বাবলম্বন করিবেই করিবে এবং তাহার ফলে হয়ত একেবারে উণ্টাপাণ্টা হইতেও পারে। কিন্তু বাস্তবিক বিবাহে পণ কথাটাই মন্দ, দুইটাই যে অনিষ্টকর ও ধর্ম্মনাশক তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যাহাতে কোন একদিক অপেক্ষাকৃত বেশী না ঝুঁকিতে পারে; তাহার সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে কোন রূপেই অব্যাহতি নাই। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! স্বার্থে জলাঞ্জলি না দিলে—ত্যাগস্বীকার করিতে না পারিলে কেহই কখনও বড় হইতে পারেন নাই। বিবাহ একটী ধর্ম্ম সংস্কার; ইহা ব্যবসার হেতু নহে। প্রাকৃতিক এমনই নিয়ম যে যাঁহারা এই বিবাহ সম্বন্ধে যত অধিক অর্থলাভের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেরা তত অধিক দায়গ্রস্ত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখুন, কুলীন ব্রাহ্মণগণের বিবাহ ব্যবসার ফলে—কৌলীন্যে তাঁহাদের অযথা গোঁড়ামী জন্মান হেতু সম্ভ্রান্ত কুলীনগণ শ্রোত্রীয়ে কন্যাদান করিতে পারিতেন না অথবা সমমর্য্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তির দাবী পূরণ করিয়াও বিবাহ দিতে পারিতেন না বলিয়া অনেক কন্যাকে অনূঢ়াবস্থায়কাল কাটাইতে হইয়াছে। এইরূপ যাঁহারা করেন তাঁহারাই নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েন। তেমনি আমাদের এই বরপণ প্রথা যে বরপণগৃহিতাগণকে কত বিপন্ন করিতেছে ও করিবে তদ্বিষয়ে বিজ্ঞগণ চিন্তা করত এ সকল বিষয়ের জটিল সমস্যার সরল মীমাংসা করিয়া দিয়া সমাজের উপকার সাধন করুণ।

শ্রীহরিহর ঘোষ বর্ম্মা।

আশীর্ব্বাদ।

(গল্প)

(১)

প্রকাশপুর অতি প্রাচীন ভদ্রপল্লী। অধুনা কিছুদিন হইতে 'বাবু' শব্দটী প্রকাশপুর গ্রামে "যোগরূঢ়" হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র 'বাবু' বলিলে তিনকড়ি বাবুকে বুঝিতে হয়। তিনকড়ি চৌধুরী বড় যে সে লোক নহেন। তিনি প্রকাশপুরের পরলোকগত জমীদার ভগবান সিংহের ত্যক্ত সম্পত্তির হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। স্বর্গীয় সিংহ মহাশয়ের জীবদ্দশায় তিনকড়ি সদর নায়েব ছিলেন। সিংহ মহাশয় মৃত্যুকালে উইল দ্বারা একমাত্র মাতৃহীনা, অনূঢ়া কন্যা সুষমাকে স্বীয় বিপুল বৈভবের সম্পূর্ণ স্বত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। তিনকড়ি সেই উইলের একজেকিউটার ও সুষমার বিষয় সম্পত্তির বর্ত্তমান ম্যানেজার। সুষমা দেবীর বিবাহ কাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। বিবাহের পর সুষমার-স্বামী তিনকড়ির স্থান অধিকার করিবেন। এইরূপ উইলের মর্ম্ম।

তিনকড়ির বিষয়-বুদ্ধি শানিত ক্ষুর ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ। যাহাতে সুষমার বিবাহান্তে বর্ত্তমান উচ্চপদ হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়, চৌধুরী মহাশয় সে উপায় উদ্ভাবিত করিতে ভুলেন নাই। পুত্র ভুবনাথের সহিত সুষমার বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন। যিনি বরকর্ত্তা, তিনিই আবার কন্যাকর্ত্তা। সুতরাং লোকে জানে, এ বিবাহ একরূপ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে! এতদিন বিবাহ হইয়া যাইত, কেবল সুষমার ইচ্ছানুসারে বিলম্ব ঘটিতেছে। সুষমা বলিয়া থাকেন,—"আমি কচি খুকীটি নই, আমার বিয়ে আমার যে দিন ইচ্ছা সেই দিনে হবে।" সুষমা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা।

পঞ্চদশী সুষমা যখন কেশপাশ এলাইয়া দিয়া, দ্বিতলের বারান্দায় রেলিং ধরিয়া সম্মুখে পূর্ণতোয়া ভাগীরথীর প্রতি স্থিরনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত,—আর ভবনাথ যখন তেড়ি কাটিয়া, এসেন্স মাখিয়া ফুলবাবুটি সাজিয়া ভাদ্রের ভরা ভাগীরথীর কূলে দাঁড়াইয়া আকুল নয়নে সুষমাকে দেখিত,—তখন ভবনাথের মনে হইত, পঞ্চদশ বর্ষেই বুঝি রমণী-সৌন্দর্য্যের ভরা ভাদর - দেখিলে লোভ হয়, আবার ভয় হয়—

তিনকড়ি সচরাচর কর্ম্মস্থান প্রকাশপুরেই অবস্থান করেন। মাঝে মাঝে ভুবনগ্রামে নিজগৃহে আসিয়া দুই এক দিন থাকেন, আবার চলিয়া যান। একদা তিনকড়ি ভুবনগ্রামে আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া, দুই চারি জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত, বিদ্রোহী প্রজার শাসন-বিষয়ে আপনার অসাধারণ দক্ষতার ইতিহাস ব্যক্ত করিতেছিলেন,—এমন সময়ে কতিপয় প্রতিবেশী কায়স্থ আসিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া বলিল,—"এবার আপনাকে উপবীত নিতে হবে।"

এখন যাহারা আসিয়া এই প্রকার অনুরোধ জানাইল, তাহাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে, তিনকড়ির আজন্ম শত্রু। মন্মথ দত্তের তিন কুলে একমাত্র মাতা ভিন্ন আর কেহই নাই। রমণীমণ্ডলে মন্মথের কুঞ্চিত কেশ, সুঠাম চিবুক এবং চিক্কন বর্ণের বহু সুখ্যাতি প্রচারিত ছিল। কিন্তু আজিও মন্মথের মন কিম্বা চরিত্র কোন রমণীর গুপ্ত অথবা ব্যক্ত প্রভাবে প্রভাবিত হয় নাই—এইরূপ

প্রবাদ। মন্মথ হইতে কাহারও কোন দিন কোন অপকার ঘটিয়াছে—এমন কেহ বলিতে পারে না।

কিন্তু তবু মন্মথ জন্মাবধি তিনকড়ির শত্রু। প্রথমতঃ মন্মথ ভবনাথের মাস-তুতো ভাই, সুতরাং তিনকড়ির স্বর্গীয় শ্বশুরের সম্পত্তি মন্মথ তুল্যাংশে বিভাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধেক বাহির করিয়া লইয়াছে। সম্পত্তি এমন বেশী কিছু ছিল না, কয়েক বিঘা ফসলের জমি ও ফলের বাগান মাত্র। কিন্তু তাহাই বা কেন ষোল আনা তিনকড়ির ভাগে থাকিল না! দ্বিতীয়তঃ সকলেই তিনকড়িকে 'বাবু' 'বাবু' বলে; আর নগণ্য ব্যাক্তি মন্মথ কিনা সম্পর্ক ধরিয়া "মেসো ম'শয়" বলিয়া ডাকে। কি বে-আদ্‌বি! তৃতীয়তঃ তিনকড়ির গ্রামান্থায় কোন কথায় কেহ কখন প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় না, আর মন্মথ কিনা সময়ে, অসময়ে কথার উপর কথা বলিতে আসে! এত স্পর্দ্ধা! আজিকার অনুরোধকারিগণের মধ্যেও এই মন্মথই মুখপাত্র। তাই তিনকড়ি উপবীত গ্রহণের প্রস্তাব শুনিয়া ভ্রূবিস্ফারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কেন বল দেখি?"

মন্মথ বলিল,—"কেন, তা কি এতাদন পরে আপনাকে বুঝাতে হবে? দেশ জুড়ে চারদিকে সকল কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করে উন্নত হচ্ছে, আর শূদ্রাচারের পাঁকে পড়ে পচতে থাকব—সেটা কি বুদ্ধিমানের কায, না কায়স্থ বুদ্ধির পরিচয়?"

তিনকড়ি। তা হ'লে তোমরা পৈতা না নিয়ে—আমাকে নিতে বলছ কেন?

মন্মথ। আমরাও নেব। তবে ধনে, মানে, বয়সে এদেশের কায়স্থসমাজে আপনি আগে পৈতা নিলে সহজে ক্ষত্রিয়াচার সমাজব্যাপী হবে।

তি। তাতে আমার লাভটা কি?

ম। লাভ? আপনিও ত সমাজের একাংশ। যে কার্য্যে সমাজের উন্নতি সে কার্য্যে আপনারও উন্নতি।

তি। আমাকে সোজা কথায় বুঝিয়ে দাও। আজ আমি পৈতা নিলে কাল আমার আয় দুপয়সা বাড়বে কি?

ম। এটা মুদিখানার হিসাব। মুদিখানার হিসাবে কোন বড় কাজ হয় না। কায়স্থের উপনয়ন একটা বড় কাজ।

তি। আমি লম্বাচোড়া কথা বুঝি না। তোমরা যদি আমাকে সূক্ষ্ম হিসাব করে বুঝিয়ে দিতে পার যে, পৈতা নিলে আমার লাভ আছে—আমার আয়ের অঙ্ক বাড়বে, তা হ'লে আমি পৈতা নিতে রাজি। নৈলে আমি যেমন আছি তাই আমার ভাল।

ম। আপনাকে আমি তর্কে পরাস্ত করে উপনয়নে প্রবৃত্তি দিতে পারব, সে ভরসা আমার নাই। তবে এইমাত্র বলতে পারি যে, দেশের অনেক আদর্শ-আদর্শ-চরিত্র লোক—অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করেছেন; আর অনেক বড় বড় শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁদের কণ্ঠে স্বহস্তে যজ্ঞোপবীত তুলে দিয়েছেন।

তিনকড়ি হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন,—"এরা সব আহাম্মক।"

মন্মথের একটু রাগ হইল। মন্মথ বলিতে যাইতেছিল,—"আপনার মত মোদক বুদ্ধিতে এরা আহাম্মক বটে।" কিন্তু পরক্ষণে তিনকড়ি বাবুর সম্মান রাখিতে মন্মথ সে কথা সম্বরণ করিল।

এ সম্বন্ধে সেখানে আর কোন কথা হইল না।

(২)

তিনকড়ি প্রকাশপুরে আসিয়া নিয়ত ভুবনগ্রামের সংবাদ লইতে লাগিলেন। এদেশে কায়স্থগণের মধ্যে কোন হুজুক ছিল না। কেবল দুষ্ট মন্মথ খাল কাটিয়া জল আনিয়া দেশ ভাসাইতে বসিয়াছে। আবার এ জন্য আহাম্মক লোকে মন্মথের প্রশংসা করে! এখন যাহাতে মন্মথের দর্প চূর্ণ হয়, তাহাই তিনকড়ির উদ্দেশ্য।

এদিকে মন্মথ কতিপয় কায়স্থের সহিত মিলিয়া ভুবনগ্রামে একটি উপনয়ন কেন্দ্র-স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটী শুভদিন অবধারিত হইল। সেই দিনে কে কে উপবীত গ্রহণ করিবে, তাহাও একরূপ নিশ্চিত হইল।

তখন বহুরূপী ঠাকুরের বক্তৃতার বহর ছুটিয়া গেল। বহুরূপী ঠাকুরের আসল নামটি কি, তাহা আমরা অদ্যাপি নিরূপিত করিতে পারি নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। কাহারও তিনি 'দাদা-ঠাকুর', কাহারও 'ভায়াঠাকুর', কাহারও 'খুড়া ঠাকুর', আবার কাহারও 'মামা-ঠাকুর' এমন কি একজনের 'জামাই ঠাকুর'। এই সকল বিবিধ ঠাকুরত্বের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক এক নেশাখোর নেশার ঝোঁকে একদিন তাঁহাকে "বহুরূপা ঠাকুর" বলিয়া ফেলিয়াছিল। তদবধি তিনি বহুরূপী ঠাকুর নামেই খ্যাত হইয়াছেন।

সংপ্রতি কায়স্থগণের দ্বিজাচার গ্রহণের উৎসাহ দেখিয়া বহুরূপী ঠাকুরের কিঞ্চিৎ গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল। বহুরূপী ঠাকুর প্রথমে ভক্তিশাস্ত্র নিঙাড়িয়া

বহুতর্কের উদ্ভাবন পূর্ব্বক কায়স্থ পুরুষগণকে বুঝাইয়া উপনয়নে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে বিফলকাম হইয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রে ডুব দিয়াছিলেন, এবং কায়স্থ মহিলাগণকে বুঝাইতে গিয়াছিলেন যে, উপবীত গ্রহণ করিলে অদূর ভবিষ্যতে ঘোর অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এখন স্মৃতিশাস্ত্র বগলে করিয়া আসরে নামিয়াছেন। জনকত নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণ পড়সীকে যোটাইয়া বহুরূপীঠাকুর এক "ব্রাহ্মণ-সমিতি" খাড়া করিয়াছেন, এবং বক্তৃতা দিয়া বলিতেছেন,—"ভো ভো ব্রাহ্মণ সকল! স্মৃতিশাস্ত্র আমার ঘরে বাঁধা। বিশেষতঃ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের দৌহিত্র বংশের সহিত আমার শ্বশুর-কুলের সম্বন্ধ আছে। অতএব তোমরা আমার বচন বেদবাক্যবোধে শ্রবণ কর। সাবধান— তোমরা কেহ কদাচ কায়স্থোপনয়নে যোগ দিও না।"

একদিন বহুরূপী ঠাকুর মন্মথকে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন—"বাপু হে, তোমরা পৈতা নেবার জন্যে কোমর বেঁধেছ; কিন্তু তিনকড়ি বাবু ত কৈ পৈতা নিতে চান না।"

মন্মথ। তিনকড়ি বাবু নিতে চান না বলে পৈতার গৌরব কমে যাবে না। বরং তিনকড়ি বাবু পৈতা নিতে চাইলে তাঁর গৌরব বাড়ত।

বহুরূপী। তা তিনি পৈতা নিবেন না।

ম। তিনিও নিবেন না, আর তাঁর উত্তর সাধক আপনারাও দিবেন না। সুতরাং তিনিও শূদ্র হ'য়েই থাকবেন, আর আপনারাও চিরকাল শূদ্র-প্রতিগ্রাহী থেকে যাবেন।

ব। কথাটা সেইরকমই দাঁড়াচ্ছে বটে; কিন্তু তার আর উপায় নাই হাসলে কেন বাপু?

ম। বিষ্ঠা-কীট এক রকম প্রাণী আছে, জানেন?

ব। জানি।

ম। তারা বিষ্ঠা-কুণ্ডেই থাকতে ভালবাসে। বাসে কিনা?

ব। বাসে।

ম। এই প্রাণিগুলিকে যদি কেউ বিষ্ঠা-কুণ্ড হ'তে তুলে ক্ষীরভাণ্ডে ছেড়ে দিতে চায়, তবে তারা মহাবিপদে পড়ে। যার বিষ্ঠাকুণ্ডে আমোদ, ক্ষীরভাণ্ডে তার সুখ হবে কেন?

ব। তা কি করে' বলা যায়? বিষ্ঠা-কীটের অবস্থা আমরা কেমন করে বুঝব?

ম। ঠিক বুঝবেন—বিষ্ঠাকীটের অবস্থা আপনারা ঠিক বুঝবেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই পৃথিবীতে ক্ষীরভোজীও দুর্লভ নয়। আমাদের গ্রামেও ক্ষীর-ভোজী ব্রাহ্মণ-কায়স্থের অভাব নাই।

বহুরূপী ঠাকুর মনে মনে মন্মথকে উৎসন্ন হইবার ব্যবস্থা দিয়া, প্রকাশ্যে কহিলেন,—"বুঝলেম। ক্ষীরভোজী কায়স্থ ত তোমরা, যারা পৈতা নিতে যাচ্ছ? কিন্তু ক্ষীরভোজী ব্রাহ্মণটি কে?"

ম। আমাদের শিরোমণি মহাশয়।

ব। (সবিস্ময়ে) তার মানে কি?

ম। মানে এই যে শিরোমণি মহাশয় আমাদের ক্ষত্রিয়োচিত সকল কার্য্যে পৌরোহিত্য করতে সম্মত হয়েছেন। আগামী উপনয়নকেন্দ্রে তিনি আমাদের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করবেন।

বহুরূপীঠাকুরের মাথায় যেন বাজ পড়িল। তিনি রুদ্ধশ্বাসে শিরোমণির গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। শিরোমণি মহাশয় ছাত্রকে উপনিষৎ পড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে বহুরূপীঠাকুর আসিয়া বলিলেন,—"ভায়া! এটা কি রকম হ'ল?"

শিরোমণি। কোন্‌টা?

ব। তুমি নাকি কায়স্থদের পৈতা দিবে?

শি। দিব।

ব। তারপর?

শি। তারপর কি?

ব। তের দিনে তাদের শ্রাদ্ধ করবে?

শি। করব।

ব। ছেলে হ'লে একুশ দিনে ষষ্ঠীপূজা করবে?

শি। করব।

ব। আর তাদের বাড়ীতে ফলাহার করবে?

শি। তাও করব—যদিও ফলাহার বিষয়ে আমরা আপনাদের মত পতিত-পাবন নই।

ব। তুমি বুঝতে পারছ—এতে তোমার নিজের অনিষ্ট আছে?

শিরোমণি হাসিয়া বলিলেন,—"না—সেটা এখনও বুঝতে পারি নি। কিন্তু অনিষ্ট থাকলেও এ কার্য্য আমি করব।

ব। তুমি কি পাগল?

শিরোমণি মহাশয় সদর্পে উত্তর দিলেন,—"পাগল কি না, সে বিচার অন্যে করবে। আমি ব্রাহ্মণ, যাজন আমার কর্ম্ম। ক্ষত্রিয় যদি এসে আমাকে পৌরহিত্যে বরণ করে, সে বরণ গ্রহণ করাই আমার কর্ম্ম।"

ব। এঃ—তুমি নিশ্চয় পাগল হয়েছ। ছাত্রটি এতক্ষণ কথা কহে নাই, এইবার বলিল,—"ম'শয়, আমি ত দেখতে পাচ্ছি, আপনিই পাগল হয়েছেন। ইনি কত বড় কর্ম্মী, তা বুঝতে পাচ্ছেন না; আবার বলছেন—"

শিরোমণি মহাশয় ছাত্রকে বাধা দিয়া বল্লেন,—"পাঠে মন দাও।"

এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিলেন।

বহুরূপীঠাকুর বেগতিক দেখিয়া ভাব্‌তে ভাব্‌তে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। অনেক ভাবনার পর স্থির হইল যে, একবার সকল বিষয় তিনকড়ির গোচর করা আবশ্যক—বিশেষতঃ বিষ্ঠা-কীটের বিবরণটি।' অতএব পরদিন প্রাতে একবার সাড়ে তিন ক্রোশ পথ ভাঙ্গিয়া প্রকাশপুরে না গেলে আর উপায় নাই। তখন বহুরূপী ঠাকুর পাঁচ জায়গায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—"সুষমা আমারে পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিয়া ডাকিয়া পাঠাইতেছে, সুতরাং একবার প্রকাশপুরে না গেলে আর চলে না।" কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, সুষমা কস্মিন্ কালে বহুরূপী ঠাকুরকে চিনিত না।

(৩)

দ্বিতলে-জাহ্নবী-তরঙ্গানীল-সেবিত, সুসজ্জিত-বিরাম-কক্ষটি সুষমার বড় আদরের সামগ্রী। কারণ এটি তার স্বর্গীয় পিতার প্রিয় বস্তু। বৃহৎ কক্ষ, সম্মুখে বারান্দা; কক্ষের ভিত্তি চিত্রিত; মেঝে সুন্দর মাদুরে ঢাকা; তাহার উপরে কত গদি-আঁটা চেয়ার, কৌচ, শ্বেতপাথরের টেবিল—সমুদয় যথাবৎ সুবিন্যস্ত। এই কক্ষে সচরাচর সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। সুষমা অনেক সময়ে এখানে নির্জ্জনে পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করে।

এই বিরাম কক্ষের পার্শ্বে আর একটি ছোট ঘর আছে, তাহা অধুনা তিনকড়ি বাবুর 'খাসকামরা' হইয়াছে। তিনকড়ি তথায় বসিয়া—কখন বিশ্রাম করেন, কখন কাছারি করেন। খাসকামরার সম্মুখেই নিম্নতলে যাইবার সোপানাবলী। সাধারণ কর্ম্মচারিবর্গ নিম্নতলে বসিয়া কাজকর্ম্ম করে, বিশেষ প্রয়োজনে তিনকড়ির কাছে আসিয়া উপদেশ লইয়া যায়। সুষমা অনেক সময়ে বিরাম কক্ষে থাকিয়া নীরবে তিনকড়ির কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করেন। বিরামকক্ষ ও খাসকামরার মধ্যবর্ত্তী দ্বার কখন মুক্ত থাকে, কখন বা রুদ্ধ থাকে।

একদিন সুষমা রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে একটা কথোপকথন শুনিয়া কিছু কৌতূহলান্বিত হইলেন। তখন সেই কথোপকথনে আর একটু অভিনিবেশ প্রদান করিলেন। তিনকড়ি বাবু বলিতেছিলেন,—"শিরোমণি মহাশয়, বুঝে দেখুন। গ্রামের সব ব্রাহ্মণ একদিকে, আর আপনি একা একদিকে। কায়স্থের পৈতা দিয়া কি শেষে আপনি একঘরে হবেন?"

এই কথা শুনিয়া যে ব্যক্তি উত্তর করিল, তাহাকে সহজেই সুষমা শিরোমণি মহাশয় বলিয়া বুঝিলেন। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—"একঘরে'ও যদি হ'তে হয়, তবু আমার পশ্চাৎপদ হবার উপায় নাই।"

তি। কেন?

শি। আমি যখন ব্রাহ্মণ, তখন ক্ষত্রিয়ের যাজন আমার স্বধর্ম্ম। আমি স্বধর্ম্মত্যাগী হ'তে পারিনে। তার উপরে যে কার্য্য করতে আমি একবার স্বীকৃত হয়েছি, এখন তাতে অসম্মত হ'লে আমাকে মিথ্যাবাদী হ'তে হবে।

তিনকড়ি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মলে ফেলবে কে, শিরোমণি! মলে ফেলবে কে?"

শি। না হয় কেউ ফেলবে না।

তিনকড়ি বিকট মুখভঙ্গি করিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"বাড়ীর উঠানে শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে যে।"

শি। কি সাধ্য আপনার শেয়াল কুকুরে যে আমাকে ছিঁড়ে খায়! আমি শেয়ালকুকুরের ভক্ষ্য নই, অস্ত্রের ছেদ্য নই, সলিলের ক্লেদ্য নই—বা জমীদারের শাস্য নই। আমি অমর, অক্ষয়, সর্ব্বশক্তিমান বিভু।

এই তেজোময় বাক্য শুনিয়া তিনকড়ি বাবু এতটুকু হইয়া গেলেন! ক্ষণেক পরে বলিলেন,—"যত অনর্থের মূল কেবল মন্মথ। মন্মথটা নিজেও মজবে, আপনাদেরও মজাবে;"

শি। মন্মথের মত কর্ম্মবীর যুবকেরাই শূদ্রত্বের অন্ধকার বিনষ্ট করে' কায়স্থ-জাতকে ক্ষত্রিয়ত্বের আলোকে পুনরালোকিত করবে।

তি। যদি আলো জ্বালতে গিয়ে না পুড়ে' মরে—হাঃ হাঃ হাঃ!

শি। এখন বোধ হয় আমি বিদায় হ'তে পারি?

তি। আসুন।

ইহার পর সুষমা আর শিরোমণি মহাশয়ের কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন না। সুষমা ভাবিতে লাগিলেন,—"শিরোমণি কে? মন্মথই বা কে? চৌধুরী মহাশয়ই

বা কায়স্থোপনয়নের এত বিরোধী কেন? ক্ষণেক পরে তিনকড়ি কাহারে বলিলেন,—"ভুবনগাঁয়ের গোমস্তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও দেকি।"

সুষমার মনে হইতে লাগিল, এই গোমস্তাকে ডাকিবার সহিত শিরোমণি মন্মথ ব্যাপারের কিছু সম্বন্ধ আছে। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া তিনকড়িকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে ডেকেছেন?"

তি। দেখ কালাচাঁদ, ভুবনগাঁয়ের দুজন প্রজা বিদ্রোহী হয়েছে।

কালাচাঁদ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে?"

তি। মন্মথ দত্ত, আর চন্দ্রচূড় শিরোমণি।

প। আজ্ঞে—

তি। পরে জানতে পারবে। এখন তাদের কিছু খাজনা বাকী আছে কি?

কা। তা আছে বোধ হয়।

তি। সেটা আর আদায় করবার দরকার নেই। অন্ততঃ টাকার কোন রসিদ যেন দেওয়া না হয়।

কা। যে আজ্ঞে।

সুষমা সকল কথাই শুনিলেন।

পরদিন ভবনাথের সহিত সুষমার সাক্ষাৎ হইল। সুষমা ও ভবনাথের বিবাহ প্রায় ঠিক—কেবল একমাত্র সুষমার শিথিলতায় বিবাহে বিলম্ব ঘটিতেছে। এ বিলম্ব তিনকড়ির মনঃপুত নহে। তাই তিনকড়ি নিয়ত পুত্রটিকে সাজাইয়া গুছাইয়া, সুগন্ধ মাখাইয়া সুষমার সম্মুখে আনিয়া ধরেন; উদ্দেশ্য—সুষমার হৃদয়ে একটুকু পূর্ব্বরাগ জাগাইয়া তোলা। ভবনাথের এ বিষয়ে যত্নচেষ্টায় ত্রুটি নাই। কিন্তু সুষমার ভাব কেহ বুঝিতে পারে না। সুষমা সুবেশধারিনী হইয়া ভবনাথের সহিত সহাস্যবদনে কথা কহেন বটে—কিন্তু সে কথার মধ্যে কিছুমাত্র প্রণয়গন্ধ থাকে না; সুষমা বিস্ফারিতনেত্রে ভবনাথের প্রতি চাহিয়া দেখেন বটে—কিন্তু সে চাহনিতে অপাঙ্গদৃষ্টির কোন লক্ষণ থাকে না।

ভবনাথের দেখা পাইয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাদের গ্রামের শিরোমণি মহাশয় কাল এসেছিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

ভবনাথ। হয়েছিল।

সুষমা। তিনি কি প্রয়োজনে এসেছিলেন? ভবনাথ সুষমার সহিত কথোপকথনের একটা সুযোগ পাইয়া মনে মনে প্রীত হইলেন। বলিলেন,—"বাবা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

সু। কেন?

ভ। আমাদের গ্রামে একটা দলাদলি হয়েছে, সেইটা মিটাবার জন্যে।

সু। কিসের দলাদলি?

ভ। কায়স্থোপনয়নের। জনকত কায়স্থ উপবীত নিতে প্রস্তুত হয়েছে, আর শিরোমণি মহাশয় তাদের উপনয়ন দিতে সম্মত আছেন। এই নিয়ে গ্রামে একটা দলাদলির সম্ভাবনা দাঁড়িয়েছে।

সু। এ উপনয়নের ঢেউ এদেশে কে তুলেছে?

ভ। মন্মথদত্ত।

'মন্মথদত্ত'—নামটা পূর্ব্বদিন হইতে সুষমার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল। ভবনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া সুষমা একে একে মন্মথের সকল পরিচয় লইলেন। মন্মথ কে, তাহার আর কে আছে, সে কি করে—ইত্যাদি সকল কথা সুষমা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন।

(৪)

এই সকল ঘটনার কিয়ৎকাল পরে অকস্মাৎ একদিন সুষমা দেখিলেন, বারান্দার কোনে একখানা কাগজ পড়িয়া আছে—তার শেষ ভাগে লিখিত রহিয়াছে 'মন্মথ দত্ত'; সুষমা কৌতূহলের বশীভূত হইয়া, কাগজখানা তুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন। দেখিলেন—একখানা পত্র, লেখক মন্মথ দত্ত। পত্রে মুক্তার ন্যায় সুস্পষ্ট লিখিত আছে—

"শ্রীচরণকমলেষু—

"আপনি এই অভাজনের বিরুদ্ধে আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি না। আপনি এই দীনহীন পথের কাঙ্গালকে—বহুরূপীঠাকুরের ভাষায়—মোকদ্দমায় ফতুর করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে জন্য কৃপাভিক্ষা করিতে আপনার নিকটে উপস্থিত হইতেছি না। আমার অদৃষ্ট-লিপি যদি আপনি মুছিয়া লিখিতে পারেন, চেষ্টা করুন।

শিরোমণি মহাশয়ের সম্বন্ধে দুটি কথা বলিব। দুর্ভাগ্য এই যে, আপনার করায়ত্ত জমীদারীর মধ্যে তাঁহার একটু ভূসম্পত্তি আছে। তাহাই ব্রাহ্মণের প্রধান জীবনোপায়। কিন্তু এই আদর্শ ব্রাহ্মণ আমাদের উপনয়ন দিতে প্রস্তুত, তাই সেই জায়গাটুকুর জন্য আপনি মিছামিছি বেশী জমা ধরিয়া বাকী খাজনার দাবীতে নালিস দায়ের করিয়াছেন। আপনি শুনিয়া নিশ্চয় দুঃখিত হইবেন যে,

ইহাতে শিরোমণি মহাশয় ভয়ে সংকল্পচ্যুত হন নাই। তিনি পূর্ব্ববৎ অটল। কি আমি তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া অন্যরূপ স্থির করিয়াছি। আমি দেখিতেছি আদালতের বিচারে জয়ী হইলেও তিনি ঘটনার রাজ্যে শাস্ত্র জয়ী হইতে পারিবে না। নিম্ন আদালতের পরে ক্রমশঃ উচ্চতর আদালতের পথ খোলা আছে। তাহা ব্যতীত এই খাজনার মামলায় পশ্চাতে স্বত্বের মোকদ্দমা গলা বাড়াইয়া বসিয়া আছে—তাহা আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি। আরও যাহা যাহা আছে, তাহার কথা না-ই বা তুলিলাম। এই সকল চিন্তা করিয়া, আমি আপনাকে জানাইতেছি, শিরোমণি মহাশয়কে পুরোহিত পদে বরণ করিবার মনোরথ আমরা ত্যাগ করিয়াছি। আমরা অন্য স্থান হইতে সদ্‌ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিব। শিরোমণি মহাশয়কে আর আমাদের দ্বিজাচার গ্রহণে সংশ্রবে রাখিলাম না।

"অতএব আপনি শিরোমণি মহাশয়ের প্রতি যে শানিত শর নিক্ষেপ করিয়াছেন, এখন নির্ভয়ে তাহার প্রত্যাহার করিতে পারেন। আশা করি অকৃতাপরাধে কাহারও প্রতি উৎপীড়ন করিবেন না। জগদীশ্বর সদয় হইয়া আপনার হস্তে যে উচ্চ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার গর্হিত পরিচালনায় মন দিলে, সেই জগদীশ্বরই আবার রুষ্ট হইয়া সে ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে পারেন—এ কথা মনে রাখিবেন। ইতি প্রণত শ্রীমন্মথ দত্ত।"

সুষমা সহজেই বুঝিলেন যে, এই পত্র তিনকড়ির উদ্দেশে লিখিত হইয়াছিল এবং তিনকড়ি পাঠের পর পত্রখানি হয় ফেলিয়া দিয়াছেন, নয় হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হৌক সুষমা একটা কি মনে করিয়া সে পত্র নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন।

অনন্তর ভবনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কথাপ্রসঙ্গে সুষমা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের গ্রামে যে কায়স্থদের উপনয়নের উদ্যোগ হচ্ছিল, তার কি হ'ল?"

ভবনাথ বলিলেন,—"কয়েকজনে উপবীত নিয়েছে—সংবাদ পেয়েছি!"

সু। কৈ—আপনারা ত উপবীত নিলেন না?"

ভ: আমরা হুজুকবাজ নই। বাবা ঠিক কথাই বলেন—পৈতা নি আমাদের আয়ের অঙ্কও বাড়বে না, ব্যয়ের অঙ্কও কমবে না।

সু। আপনাদের আত্মীয়ের মধ্যে কেউ পৈতা নিয়েছে?

ভ। আমার মাসতুতো ভাই মন্মথ নিয়েছে।

সুষমার নয়নে পলক পড়িল, অধরে একটু দন্তের আঘাত লাগিল। ভবনা দিকে মন দিবার অবসর ছিল না। ক্ষণেক পরে সুষমা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেই শিরোমণি মহাশয় পৈতা দিলেন?"

ভ। না—কায়স্থেরা কলকেতা হ'তে অন্য ব্রাহ্মণ এনেছিল।

সুষমা কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমত সময়ে অদূরে তিনকড়িকে আসিতে দেখিয়া, ভবনাথ উঠিয়া গেলেন। পিতার চ'কের উপরে ভাবী পত্নীর সহিত সম্ভাষণ ভবনাথের হিসাবে কিছু কর্কশ ব্যাপার। যাহারা ভবনাথের বুদ্ধি একটু স্থূল বলিয়া নিন্দা করিত, তাহারা ভবনাথের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইত না।

(৫)

মধুমতী সুষমার পুরাতন দাসী। কিন্তু পুরাতন হইলেও বয়সে প্রবীণা নহে। মধুমতী সুচতুরা ও সুরসিকা, অথচ নির্ম্মল চরিত্রা।

সুষমা অন্তঃপুরের নিভৃতকক্ষে মধুমতীর সহিত বহুক্ষণ গোপনে পরামর্শ করিলেন। তারপর চতুর্ভুজ পাঁড়ে দ্বারওয়ানের ডাক পড়িল। পাঁড়েজি বাড়ীতে চাকুরী করিয়া বুড়া হইয়াছে। সুষমাকে বাল্যকালে সে কোলে করিয়াছে। সুতরাং তাহার কাছে অন্তঃপুর অবারিতদ্বার।

চতুর্ভুজ পাঁড়েকে সুষমা বলিল,—"দেখ পাঁড়ে, তোমাকে একবার মধুমতীর সঙ্গে যেতে হবে।"

পাঁড়ে বলিল,—"জরুর মায়ি!"

সু। আর মধুমতী যা করতে বলে, তাই করবে। খরচের জন্য এই কয়টি টাকা রাখ।

এই বলিয়া সুষমা কিছু টাকা পাঁড়ের হাতে গুঁজিয়া দিয়া, চঞ্চলনয়নে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মধুমতী পাঁড়েকে মৃদুস্বরে কিছু বলিল। তখন পাঁড়ে হৃষ্টান্তঃকরণে মধুমতীর সহিত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, প্রথমে আপনার পাগড়ি, যষ্ঠি ও চূণহাটি সংগ্রহ করিল; তারপর খৈনি টিপিতে টিপিতে নদীকূলে আসিয়া উপনীত হইল। সেথায় এক নৌকা ভাড়া করিয়া উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলে, নাবিকগণ নৌকা খুলিয়া দিল।

পরদিন দিবা দ্বিপ্রহরে সেই নৌকাখানি আবার আসিয়া সেই ঘাটে লাগিল। দ্বারবানসহ মধুমতী নৌকা হইতে অবতরণ করিল। কিন্তু তাহাদের পশ্চাৎ আরও এক ব্যক্তি নামিল। সে আর কেহ নহে, মন্মথ।

মধুমতী মন্মথকে বলিল,—"আমার সঙ্গে আসুন।"

এই বলিয়া মধুমতী আগে আগে চলিল। সম্মুখে সিংহবাড়ীর দ্বিতল অট্টালিকা। উভয়ে নিম্নতলের অলিন্দে আসিলে, মধুমতী একখানি চেয়ারে মন্মথকে বসিতে বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। অবিলম্বে মধুমতী সস্মিতমুখে ফিরিয়া আসিয়া, মন্মথকে বলিল,—"আসুন।"

মন্মথ মধুমতীর প্রদর্শিত পথে উপরে চলিলেন। সোপানাবলীর শিরোভাগে বারান্দার প্রান্তদেশে আসিয়া মধুমতী বলিল,—"এগিয়ে যান।"

এই বলিয়া মধুমতী হাস্যময়ী হইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

আকাশে ভাঙা ভাঙা মেঘ ছিল; বড় বাদল গিয়াছে—এখন শীতল বায়ু বহিতেছিল। ভাগীরথী বক্ষে বীচিমালা কাঁপিয়া কাঁপিয়া দুলিতেছিল। নূতন তরুপল্লবের মাঝে পাখী সকলের মিশ্রকাকলী ধ্বনিত হইতেছিল। বুড়া শীত যুবক বসন্তকে পৃথিবীর অধিকার ছাড়িয়া দিতেছিল। মন্মথ ধীরপদে অগ্রসর হইলেন।

নিমেষমধ্যে মুক্তদ্বারপথে সুষমার সুসজ্জিত বিরামকক্ষ মন্মথের নয়নগোচর হইল। মন্মথ মনে মনে কক্ষ স্বামিনীর পরিকল্পনায় ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

অকস্মাৎ কক্ষদ্বারে এক বালিকামূর্ত্তি দেখা দিল। মন্মথের মনে হইল, বুঝি কোন গোয়াড়ীর কারিকরের তৈয়ারি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মৃণ্ময়ী পুত্তলিকা চালিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পরক্ষণে আবার সে পুত্তলিকা বাগ্‌যুক্তা হইয়া উঠিল। মধুরস্বরে মন্মথকে বলিল,—"ভিতরে আসুন।"

মন্মথ বুঝিলেন, এই বালিকাই সুষমা। সুষমা মন্মথকে গৃহের মধ্যে আনিয়া এক সোফার উপরে বসাইলেন। নিজেও পৃথগাসনে বসিলেন। উভয়েরই হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল।

সুষমা বলিলেন,—"আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিলেম।"

ম। কষ্ট কিছুই নয়। কিন্তু কোন্ কাজের জন্যে আপনি আমাকে ডেকেছেন, তা আমি এখনও জানতে পারি নি।

সু। দেখুন দেখি—এই চিঠিখানা কি আপনি লিখেছিলেন?

এই বলিয়া সুষমা একখানি পত্র মন্মথের হাতে দিলেন। এই পত্রই সুষমা একদিন কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন।

ম। (পত্র দেখিয়া) আমিই লিখেছিলেম।

সু। কাকে লিখেছিলেন?

ম। তিনকড়ি বাবুকে।

সু। পত্রে লিখিত বিষয়ের কোন প্রতীকার হয়েছে কি?

ম। কিছুমাত্র না।

সু। আপনার আর শিরোমণি মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে সকল মোকদ্দমা হয়েছিল, সেগুলি এখন কি অবস্থায় আছে?

ম। মোকদ্দমায় জবাব পড়েছে, এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই।

সু। আপনাদের প্রতি বড় অন্যায় আচরণ হয়েছে। এই অন্যায়ের কি সংশোধন হ'তে পারে, সেই বিষয়ের যুক্তির জন্যে আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনা হয়েছে। উপনয়ন ব্যাপারে আপনি যেমন ক্ষত্রিয় শক্তির পরিচয় দিয়ে বিজয়ী হয়েছেন—

এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের দ্বারে 'কটাশ—খট্—ঝন্' করিয়া কবাট মোচনের শব্দ হইল। তারপর গৃহমধ্যে মনুষ্যের পদশব্দ শুনা গেল। দুই কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বার খোলা ছিল। অচিরাৎ তিনকড়ির বিপুল বপু সুষমা ও মন্মথের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

এদিকে তিনকড়ি আপনার খাসকামরায় প্রবেশ করিয়াই পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে কথোপকথনের শব্দ পাইলেন। চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। নিকটে একখানা বেঞ্চ ছিল, তাহার উপরে তিনকড়ি বসিয়া পড়িলেন। দুরাত্মা মন্মথ—পাষণ্ড মন্মথ সুষমার খাসবালাখানার মধ্যে সুষমার সমীপে আসীন—সুষমার সহিত আলাপনে নিবিষ্ট! আর মন্মথের কি লোভনীয় কান্তি! তিনকড়ি বাবু প্রকাশ্যে বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

তিনকড়ির মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, সুষমা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়া গেলেন। মন্মথ পূর্ব্বেই বিরক্ত হইয়াছিলেন, সুষমা চলিয়া গেলে মনোমধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মন্মথকে অধিকক্ষণ সে অবস্থায় থাকিতে হইল না। অচিরাৎ একজন পরিচারিকা আসিয়া মন্মথকে ডাকিয়া নিয়া গেল। তিনকড়ি মন্মথকে অন্তঃপুরের অভিমুখে যাইতে দেখিয়া যুগপৎ ক্রোধে, ক্ষোভে ও ভয়ে উন্মত্তবৎ হইলেন। তিনকড়ির মনে হইল, তাঁহার অর্থকরী পদমর্য্যাদা টলমল করিতেছে, তার ভবনাথ ঘটনার স্রোতে উল্‌টিপাল্‌টি খাইয়া ভাসিয়া যাইতেছে।

এদিকে মন্মথ পরিচারিকার অনুগামী হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুষমা মন্মথকে চেয়ারে বসাইয়া আপনি পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। বিষাদময়-স্বরে বলিলেন—"দেখুন, আপনাদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রতীকার কেমন করে হতে পারে' আমি কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছি নে। চৌধুরী মহাশয় কোন

অনুরোধ শুনবেন না। কর্ম্মচারীরাও আমার কথা মানবে না, কারণ বৈষয়িক ব্যাপারে আমি এখনও কেউ নই।"

মন্মথ কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তিনকড়ির গর্জ্জনে উভয়ে চমকিত হইলেন। তিনকড়ি কক্ষমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"সুষমা! একি এ!"

সুষমা স্থিরভাবে কহিলেন,—"কি হয়েছে?"

তিনকড়ি আরক্তনয়ন হইয়া বলিলেন,—"তুমি ভদ্রঘরের কন্যা। আর বাদে কাল তোমার বিবাহ হবে তোমার এ কি ব্যবহার? অজানা অচেনা যুবা পুরুষকে অন্দরের মধ্যে এনে, স্বচ্ছন্দে বসে, তার সঙ্গে আলাপ—"

সুষমা বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুষমার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, নয়নে ভ্রূবিলাস প্রকটিত হইল চূর্ণকুন্তল দুলিতে লাগিল। সুষমা উন্নতশিরে সগর্ব্বে কহিলেন,—"আমার কার্য্যে বিচারে আপনার কিছুমাত্র অধিকার নাই।"

তি। তুমি জান—আমি তোমার অভিভাবক—

সু। বৈষয়িক ব্যাপারে,— পারিবারিক বিষয়ে নয়। আমার অন্দরের মধ্যে এসে এমনভাবে প্রভুত্ব প্রকাশে আপনার অধিকার নাই। আপনি এখন বাহিরে গেলে আমি সুখী হই।

তি। কি—এতদূর! তোমার বিবাহের পর তোমায়-আমায় কি সম্বন্ধ —সে কথা কি মনে আছে?

সু। বিলক্ষণ মনে আছে। কোন শূদ্র পরিবারে সুষমা দেবীর বিবাহ হবে না, জানবেন।

তি। তাই নাকি! আচ্ছা দেখা যাবে। এই বলিয়া তিনকড়ি গুমরাইতে গুমরাইতে, যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে অপসৃত হইলেন।

(৬)

হঠাৎ মধুমতীর হাসি ও রসিকতার ফোয়ারা খুলিয়া গেল। তাহার উপর একটি সুকুমার কর্ম্মের ভার পড়িয়াছিল। সে কর্ম্ম আর কিছু নহে পরি- সুষমার নিদেশক্রমে বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া স্বয়ং-বরকর্ত্তা মন্মথের নিকটে গমন। বলা বাহুল্য, মধুমতীকে বড় বেশী কষ্ট পাইতে হইলনা। মন্মথ প্রথম দর্শনে সুষমার রূপের উপাসক হইয়াছিলেন। অল্প পরিচয়েই তাহার গুণেও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মন্মথের ধমনীতে যেন সহসা তড়িৎপ্রবাহবৎ কি এক প্রবাহ বহিতেছিল। বিবাহ-প্রস্তাবে মন্মথ দেখিলেন—মেঘ চাহিতে জল উপস্থিত।

বিবাহ ঠিক হইয়া গেলে মন্মথের মাতা ও শিরোমণি মহাশয়কে লইতে ভুবন-গ্রামে লোক আসিল। ক্ষত্রিয়াচারে বিবাহ হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে সুষমার জ্ঞাতিগণ উপবীত গ্রহণ করিবে। বহুরূপীঠাকুর অনেক সহিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। তিনি মনের দুঃখে দেশত্যাগী হইয়া কাশীবাসে চলিলেন। যাইবার সময়ে সঙ্গোপনে একটি প্রতিবেশিনীকে সঙ্গে লইলেন।

বড় সমারোহে সুষমার বিবাহ হইল। তিনকড়িবাবু বিবাহে বাধা দিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বারবান পাঁড়েজী সদলবলে তিনকড়ির বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া, তৈল-রঞ্জিত-বংশদণ্ড-স্কন্ধে সুষমার সহায় হইল। আর পুরাতন কর্ম্মচারীরাও সুষমার পক্ষে ছিল। তাই আর তিনকড়ি কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বিবাহ-রাত্রিতে বাসরঘরে বড় ঘটা হইল। প্রকাশপুরের যেখানে যত রূপ, যৌবন, বসন, আভরণ,হাস্য, রহস্য, রসভাষ ছিল,—সব আসিয়া সেই বাসরঘরে একত্র হইল। সে জটিল ব্যাপারের বর্ণনা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে একটা ঘটনার উল্লেখ না করিলে চলে না। অনেক রাত্রিতে যখন সেই উজ্জ্বল বাসর ঘরের আরও উজ্জ্বল জনতা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইল—যখন সকল প্রকার বচনের চাতুরী, চাহনির মাধুরী অন্তর্হিত হইল, সেই সময়ে এক দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—"ভবনাথ বাবু আশীর্ব্বাদ করতে আসতে চান।"

ভবনাথ আসিয়া দেখিলেন, তখনও বরবেশী মন্মথের পার্শ্বে বধূবেশে সুষমা বসিয়া আছে। ভবনাথ গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"সুষমা! এ বিবহে আমাকে দূরে রাখিবার তোমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তুমি মিছামিছি দ্বারোয়ানদের হুকুম দিয়েছিলে যে আমাকে ভিতরে আসতে না দেয়।"

সুষমা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"এ হুকুম ত আপনার সম্বন্ধে নয়, কেবল আপনার পিতার সম্বন্ধেই দেওয়া হইয়াছিল।"

ভ। তারা নির্ব্বোধ লোক, এতটা বোঝে নি। কিন্তু তোমার বিবাহে আমাকে বরং নিমন্ত্রণ করাই তোমার উচিত ছিল। তুমি যাতে সুখী হবে, সে বিবাহ চক্ষে দেখলে আমার আনন্দ হ'ত।

ভবনাথের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। মন্মথ সবিস্ময়ে বলিলেন,—"একি, ভাই ভবনাথ! এতদূর—তা তুমি কেন পূর্ব্বে আমায় বল নাই?"

ভ। তুমি জান না, মন্মথ! সুষমার সুখের পথ উন্মুক্ত দেখে হৃদয়ে আমার কত আহ্লাদ হ'য়েছিল, তা তোমায়—কি বলব! সুষমা, আমি আজ বিনা

নিমন্ত্রণেই তোমাদের দুজনকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি। আশীর্ব্বাদে আমার অধিকার আছে—আমি মন্মথ অপেক্ষা দুই চারি দিনের বড়। হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করি—তোমাদের দাম্পত্য জীবন মধুময় হোক।

এই বলিয়া ভবনাথ নবদম্পতীর শিরে দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিলেন। উভয়ে শির নত করিয়া ভবনাথকে প্রণাম করিল। কিন্তু মস্তক তুলিয়া দেখে,—ভবনাথ আর সেখানে নাই।

পরদিন কেহই ভবনাথকে দেখিতে পাইল না। খুঁজিয়া আর ভবনাথকে পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, আবার বৎসর গেল,—কিন্তু ভবনাথ আর ফিরিল না।

* * * * *

এই ঘটনার কতিপয় বর্ষ পরে একদিন কাশীবাসী বহুরূপীঠাকুর দশাশ্বমেধ ঘাটে এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসীর কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র, শিরে কেশভার, নয়নে দ্যুতিঃ, অঙ্গে দীপ্তি বহুরূপীঠাকুর সন্ন্যাসীর সম্মুখীন হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—"ভবনাথ না ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"গুরুর কৃপায় এ দীনকে লোকে নৈরাশ্যানন্দ স্বামী বলে' থাকে।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী আপনার গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দেববর্ম্মমজুমদার।

তন্ত্রে ব্রাহ্মণ।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে তন্ত্র পবিত্রতায়, প্রামাণিকতায় ও সারবত্তায় বেদতুল্য। বহুপ্রকার তন্ত্রশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে মহানির্ব্বাণতন্ত্র অতিশ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। জগজ্জননী ভগবতী শ্রীসদাশিবের নিকট সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, এবং কলিকালের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে। অদ্য আমরা কলিকাল সম্বন্ধে নিম্নে কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম। আমাদের শাস্ত্র প্রণেতাগণ যে ভূত, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কালত্রয়ের বিবরণ দৈবশক্তি বলে দিব্যচক্ষে সন্দর্শন চিত্রিত করিতে সক্ষম ছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় হয় না। কোন্ কালের মহানির্ব্বাণতন্ত্র তাহাতে কলির লোকের, এবং কলির ব্রাহ্মণের বিবরণ যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

আমরা এই পত্রিকায় স্থানপ্রাপ্ত হইলে কলিকাল সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ক্রমে প্রকাশ করিব। অদ্য তন্ত্রের কথাই বলিব।

"আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্ম বিলোপিনি।
দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্ট কর্ম্ম প্রবর্ত্তকে ॥৩৬
নবেদাঃ প্রভবস্তত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ।
নানেতিহাস যুক্তানাং নানামার্গ প্রদর্শিনাম্ ॥৩৭
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো।
তদালোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্ম বহির্ম্মুখাঃ ॥৩৮
উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্ম রতাঃ সদা।
কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরাঃ দুর্ম্মুখাঃ শঠাঃ ॥৩৯
স্বল্পায়ুর্ম্মন্দমতয়ো রোগশোক সমাকুলাঃ।
নিঃশ্রীকা নির্ব্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণা ॥৪০
নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ।
পরনিন্দা পরদ্রোহ পরীবাদপরাঃ খলাঃ ॥৪১
পরস্ত্রী হরণে পাপাঃ শঙ্কাভয় বিবর্জ্জিতাঃ।
নির্দ্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চির রোগিণঃ ॥৪২
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দন বর্জ্জিতাঃ।
অযাজ্যযাজকা লুব্ধা দুর্ব্বৃত্তাঃ পাপ কারিণঃ ॥৪৩
অসত্য ভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্পঞ্চকাঃ।
কন্যাবিক্রয়িণো ব্রাত্যাস্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ ॥৪৪
লোক প্রতারণার্থায় জপপূজা পরায়ণাঃ।
পাষণ্ডঃ পতিতম্মন্যাঃশ্রদ্ধাভক্তি বিবর্জ্জিতাঃ ॥৪৫
কদাহারাঃ কদাচারাঃ ধৃতকাঃ শূদ্রসেবকাঃ।
শূদ্রান্নঃ ভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতি কামুকাঃ ॥৪৬
দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচ জাতিষু।
ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবল সূত্রধারণম্ ॥৪৭
নৈব পানাদি নিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ বিবেচনম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহা নিরন্তরম্ ॥৪৮
সৎ কথালাপমাত্রঞ্চ নতেষাং মনসি ক্বচিৎ।

* * *

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১ম উল্লাস।

নিমন্ত্রণেই তোমাদের দুজনকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি। আশীর্ব্বাদে আমার অধিকার আছে—আমি মন্মথ অপেক্ষা দুই চারি দিনের বড়। হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করি—তোমাদের দাম্পত্য জীবন মধুময় হোক।

এই বলিয়া ভবনাথ নবদম্পতীর শিরে দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিলেন। উভয়ে শির নত করিয়া ভবনাথকে প্রণাম করিল। কিন্তু মস্তক তুলিয়া দেখে,—ভবনাথ আর সেখানে নাই।

পরদিন কেহই ভবনাথকে দেখিতে পাইল না। খুঁজিয়া আর ভবনাথকে পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, আবার বৎসর গেল,—কিন্তু ভবনাথ আর ফিরিল না।

* * * * *

এই ঘটনার কতিপয় বর্ষ পরে একদিন কাশীবাসী বহুরূপীঠাকুর দশাশ্বমেধ ঘাটে এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসীর কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র, শিরে কেশভার, নয়নে দ্যুতিঃ, অঙ্গে দীপ্তি বহুরূপীঠাকুর সন্ন্যাসীর সম্মুখীন হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—"ভবনাথ না?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"গুরুর কৃপায় এ দীনকে লোকে নৈরাশ্যানন্দ স্বামী বলে' থাকে।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী আপনার গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দেববর্ম্মমজুমদার।

তন্ত্রে ব্রাহ্মণ।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে তন্ত্র পবিত্রতায়, প্রামাণিকতায় ও সারবত্তায় বেদ-তুল্য। বহুপ্রকার তন্ত্রশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে মহানির্ব্বাণতন্ত্র অতিশ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। জগজ্জননী ভগবতী শ্রীসদাশিবের নিকট সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, এবং কলিকালের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে লিখিত আছে। অদ্য আমরা কলিকাল সম্বন্ধে নিম্নে কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম। আমাদের শাস্ত্র প্রণেতাগণ যে ভূত, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কালত্রয়ের বিবরণ দৈবশক্তি বলে দিব্যচক্ষে সন্দর্শন চিত্রিত করিতে সক্ষম ছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় হয় না। কোন্ কালের মহানির্ব্বাণতন্ত্র তাহাতে কলির লোকের, এবং কলির ব্রাহ্মণের বিবরণ যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

আমরা এই পত্রিকায় স্থানপ্রাপ্ত হইলে কলিকাল সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ক্রমে প্রকাশ করিব। অদ্য তন্ত্রের কথাই বলিব।

"আয়াতে পাপিনি কলৌ সর্ব্বধর্ম্ম বিলোপিনি।
দুরাচারে দুষ্প্রপঞ্চে দুষ্ট কর্ম্ম প্রবর্ত্তকে ॥৩৬
নবেদাঃ প্রভবস্তত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ।
নানেতিহাস যুক্তানাং নানামার্গ প্রদর্শিনাম্ ॥৩৭
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবিতা বিভো।
তদালোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্ম বহির্ম্মুখাঃ ॥৩৮
উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্ম রতাঃ সদা।
কামুকা লোলুপাঃ ক্রুরা নিষ্ঠুরাঃ দুর্ম্মুখাঃ শঠাঃ ॥৩৯
স্বল্পায়ুর্ম্মন্দমতয়ো রোগশোক সমাকুলাঃ।
নিঃশ্রীকা নির্ব্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণা ॥৪০
নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ।
পরনিন্দা পরদ্রোহ পরীবাদপরাঃ খলাঃ ॥৪১
পরস্ত্রী হরণে পাপাঃ শঙ্কাভয় বিবর্জ্জিতাঃ।
নির্দ্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চির রোগিণঃ ॥৪২
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দন বর্জ্জিতাঃ।
অযাজ্যযাজকা লুব্ধা দুর্বৃত্তাঃ পাপ কারিণঃ ॥৪৩
অসভ্য ভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্পঞ্চকাঃ।
কন্যাবিক্রয়িণো ব্রাত্যাস্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ ॥৪৪
লোক প্রতারণার্থায় জপপূজা পরায়ণাঃ।
পাষণ্ডঃ পতিতম্মন্যাঃশ্রদ্ধাভক্তি বিবর্জ্জিতাঃ ॥৪৫
কদাহারাঃ কদাচারাঃ ধৃতকাঃ শূদ্রসেবকাঃ।
শূদ্রান্নঃ ভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতি কামুকাঃ ॥৪৬
দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচ জাতিষু।
ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবল সূত্রধারণম্ ॥৪৭
নৈব পানাদি নিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ বিবেচনম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সদা নিন্দা সাধুদ্রোহা নিরন্তরম্ ॥৪৮
সৎ কথালাপমাত্রঞ্চ নতেষাং মনসি কচিৎ।
* * *

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ১ম উল্লাস"।

অনুবাদ।

সর্ব্বধর্ম্মবিলোপী দুষ্টকর্ম্ম প্রবর্ত্তক দুরাচার প্রপঞ্চক কলির অধিকার। এই কালে বেদপ্রভাব খর্ব্বীভূত হইবে। স্মৃতিও বিস্মৃতি সাগরে মগ্নপ্রায়। এ সময়ে নানাপ্রকার ইতিহাসপূর্ণ, নানা পথপ্রদর্শক পুরাণাদির নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ থাকিবে না; সুতরাং সকলেই ধর্ম্মকর্ম্মে বিমুখ হইয়া উঠিবে। কলির জীবগণ উচ্ছৃঙ্খল, মদোন্মত্ত, সর্ব্বদা পাপলিপ্ত, কামুক অর্থলোলুপ, ক্রূর, নিষ্ঠুর, অপ্রিয়-ভাষী ও শঠ হইয়া উঠিবে। এই কালের লোকেরা অল্পায়ু, মন্দমতি, রোগ-শোক সমাচ্ছন্ন, শ্রীহীন, বলহীন, নীচ ও নীচকার্য্য পরায়ণ হইবে। এইকালে সকলে নীচ সংসর্গেরত পরস্বাপহারী, পরনিন্দা, পরদ্রোহ ও পরগ্লানিতে তৎপর এবং খল হইয়া উঠিবে। পরস্ত্রী হরণে পাপাশঙ্কা বা ভয় করিবে না। ইহারা মলিন, নির্ধন, দীন ও চিররুগ্ন, হইয়া কালাতিপাত করিবে।

ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি বিরহিত হইয়া শূদ্রের ন্যায় আচারবান হইবে। তাহারা লোভের বশীভূত হইয়া অযাজ্যযাজন করিবে, এবং দুর্ব্বৃত্ত হইয়া পাপা-নুষ্ঠানে রত থাকিবে। ইহারা মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক ও দুষ্ট, প্রবঞ্চক হইয়া উঠিবে। কন্যাবিক্রয়ে রত ও তপোব্রত ভ্রষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিবে। কলিযুগের ব্রাহ্মণেরা লোক প্রতারণার উদ্দেশ্যে জপ ও পূজাপরায়ণ হইবে, কিন্তু অন্তরে ইহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি কিছুই থাকিবে না। ইহারা ঘোর পাষণ্ড ও পতিতের ন্যায় কার্য্য করিয়াও আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিবে। ইহাদের আহার কদর্য্য ও আচার জঘন্য হইবে। ইহারা শূদ্রের পরিচারক হইয়া শূদ্রান্ন গ্রহণ করিবে এবং শূদ্র স্ত্রীগমনে লোলুপ হইয়া উঠিবে। অধিক কি ইহারা অর্থ-লোভে নীচজাতীয়া কন্যাকে আপনার পত্নীনিয়োগ করিবে। ইহারা কেবল চিহ্নের জন্য গলদেশে সূত্র মাত্র রাখিবে। ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার কিম্বা পানাদির নিয়ম ইহাদের থাকিবে না। ইহারা নিয়ত ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্লানি ও সাধুদিগের অনিষ্টাচরণ করিতে থাকিবে। ইহাদের অন্তরে সৎকথার আলাপ কখনও স্থান প্রাপ্ত হইবে না।

তন্ত্রে ব্রাহ্মণের পরিচয় আমরা এই পর্য্যন্ত দিয়াই নিরস্ত হইতে ইচ্ছা করি। আগম শাস্ত্র ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি যাদৃশী আক্রমণ করিয়াছেন তাহাতে আর তাঁহাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট শাস্ত্র বাক্যের ঐক্য সংস্থাপন ইচ্ছা রাখি না; সুতরাং এই স্থলেই বিদায় লইলাম।

শ্রীমদনমোহন গুহ।

সমালোচনা।

কবিতা প্রসূন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত। ডিমাই ১২ পেজী ১ফর্ম্মা অর্থাৎ ১০৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র।

যোগেন্দ্র বাবুর কবিত্ব শক্তি যথেষ্ট তাহা আমরা বহুদিন হইতেই সম্যকরূপে জ্ঞাত আছি। এই পুস্তিকা খানিতেও তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি এই গ্রন্থে সরল ভাষায় যেরূপে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বস্তুতই প্রশংসনীয়। 'কবিতা প্রসূনে' বহুবিধ কবিতা রচিত হইয়াছে কিন্তু কোন কবিতাতেই শব্দ যোজনায় অসঙ্গতি দৃষ্ট হইল না। আমরা আশা করি বঙ্গীয় পাঠ্যনির্ব্বাচন সমিতি এই পুস্তিকাখানি বিদ্যালয়ের পাঠরূপে গ্রহণ করিয়া কবির উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী। জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বাহারু গ্রামস্থ "শ্যামসুন্দর পাঠাগারের" প্রথম বার্ষিক কার্য্য বিবরণী একখণ্ড আমরা পাইয়াছি। পাঠাগারটী উৎসাহশীল যুবকগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; আমরা বিবরণী পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম যে এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহা সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পাঠাগারে প্রথম বর্ষের প্রায় ৬০০ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। এবং ২৯ খানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে আসিয়া থাকে। সভ্যগণের পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। দেশের যুবকগণ যদি বাজে কাজে সময় নষ্ট না করিয়া "শ্যামসুন্দর পাঠাগারের" দৃষ্টান্তানুযায়ী নিজেদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার প্রসার বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পায় তবে দেশের প্রকৃত উপকার হইতে পারে। আমরা এই পাঠাগারের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

"বীরভূমবাসী" ঃ—

জেলা বীরভূমের রামপুরহাট উপবিভাগ হইতে "বীরভূমবাসী" নামধেয় যে সংবাদ পত্রখানি কিছুদিন হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঐ কাগজের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে পড়িয়াছিলাম—"বীরভূমবাসী যাহা ন্যায়মার্জ্জিত সত্য তাহাই প্রকাশ করিবে এবং যাহা অন্যের গ্লানিজনক তাহা প্রকাশ করিতে পারিবে না।" কিন্তু নবীন সম্পাদক মহাশয় দুইসপ্তাহ অতীত না হইতেই পূর্ব্বের সত্য ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহে কায়স্থজাতির গ্লানিজনক প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কেহ তাহার প্রতিবাদ করিল না ফলে সাহস বাড়িল, তাই গত ১লা জ্যৈষ্ঠের 'বীরভূম-বাসী' পত্রে পাঁচথুপীর "শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর" অধ্যাপক কলিকাতা ২নং মীর্জ্জাপুর নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্নের মাননাশকর শ্রীহীরালাল অধিকারী নাম স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রকাশিত করিলেন। ঐ পত্রে লিখিত হয় যে উক্ত পণ্ডিত মহাশয় পাঁচথুপীর কোন যবন-ঔরস এবং ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত কুমারের ব্রাহ্মণোচিত উপনয়ন ব্যবস্থা দেন। এই মিথ্যা অপবাদে পণ্ডিত মহাশয়ের যশঃ ও সামাজিক প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ায় পুলিস কোর্টের খ্যাতনামা

উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কীজের এজলাসে তিনি এক অভিযোগ করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর, আসামী 'বীরভূম-বাসী'র সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায়, মুদ্রাকর ও প্রকাশক সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং লেখক কাঁসারীলাল অধিকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৫০০, ৫০১ এবং ৫০২ ধারা মতে কেন তাহারা অভিযুক্ত হইবে না। আগামী ২২শে জুলাই তাহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত আসামীগণের প্রতি বিজ্ঞাপন করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকের সম্বর্দ্ধনা ঃ—

রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গীয়-কায়স্থজাতির লুপ্ত গৌরব উদ্ধার কামনায় শ্রম স্বীকার করত ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিতেছেন। "সাহিত্য" পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটী উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং আরও প্রকাশিত হইবে। তজ্জন্য স্থানীয় কায়স্থ-সভার উদ্যোগে রাজসাহী সাধারণ পুস্তকালয়ে মৈত্রেয় মহাশয়কে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। সহরের যাবতীয় কায়স্থ এবং শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী, বি এল্ শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী, জমিদার, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য, বি এল্, শ্রীযুক্ত রামতারণ মুখোপাধ্যায়, বি এল্, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায়, বি এল্, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মৈত্র, বি এল্, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ সভাস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সভাস্থলে অক্ষয়বাবুকে সুন্দর পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হয় এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বর্ম্মরায় মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "গৌড়কবি সন্ধ্যাকরনন্দী" ও বৈশাখ সংখ্যার "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ" প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করিয়া অক্ষয় বাবুর জ্ঞান ও নিরপেক্ষ গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অতঃপর পূজনীয় ভবানীবাবু ও সভাপতি মহাশয়দ্বয় অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্তৃক ভবিষ্যতে যাহাতে কায়স্থ বিদ্বেষ উপ্ত না হয় তদ্বিষয়ে একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। অক্ষয়বাবুও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় কায়স্থের পূর্ব্ব গৌরব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাগুলি বড়ই উপাদেয় ও সময়োচিত হইয়াছিল। বক্তৃগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে সেন্সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুরের মত ঃ—

কায়স্থমাত্রেরই বড়ই আনন্দের কথা যে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় লোকসংখ্যা নিরাকরণের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় বলিয়াছিলেন,—

"It is almost superfluous to add that notwithstanding the theoretical views held as to their origin and position, the Kayasthas undoubtedly rank high in the social scale.......All European writers have borne testimony to their excellence and success in many walks of life and there is not the slightest doubt that even before the commencement of the British power many Kayathas occupied high positions and enjoyed the confidence of their rulers."

অর্থাৎ—"কায়স্থগণের উৎপত্তি ও সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে যতই কাল্পনিক মত থাকুক না কেন, সমাজ-ক্ষেত্রে তাহারা যে অতি উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সকল পাশ্চাত্য লেখকগণের পুস্তক পাঠেই অবগত হওয়া যায় যে কায়স্থগণ জীবিকা নির্ব্বাহের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিয়া অনেক স্থলেই উন্নত ও সুদক্ষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব বদ্ধমূল হওয়ার পূর্ব্বে কায়স্থগণ যে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজপুরুষগণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

আবার সে দিন যুক্ত প্রদেশের ছোটলাট সাহেব প্রয়োগের কায়স্থ পাঠশালা দেখিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"Truth and fidelity have been the chief characteristics of the proverbial creature of their clan."

অর্থাৎ—"রাজভক্তি এবং সততা কায়স্থ জাতির সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব।" যাহারা কায়স্থ জাতিকে ধূর্ত্ত ও পরপীড়ক প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিতে সর্ব্বদা তৎপর তাহারা কায়স্থগণের এই রাজকীয় প্রশংসার কি উত্তর করিবেন?

চট্টগ্রাম ক্ষত্রিয় কায়স্থ-সভা ঃ—

চট্টগ্রামের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহবর্ম্মা, বি এল মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

প্রিয় উপেন্দ্রবাবু, আপনার স্বজাতি বাৎসল্য এবং জ্বলন্ত উৎসাহকে আদর্শ করিয়া আপনার উপদেশানুসারে গত ২৭শে মাঘ আমি ও আমার জনৈক জ্ঞাতি ক্ষত্রিয়োচিত শুভ সাবিত্রী গ্রহণ

করিয়াছি। অতঃপর গত ৩১শে জ্যেষ্ঠ আমার অপর জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র গুহ এবং ৮ই আষাঢ় তারিখে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র সিংহ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য কায়স্থগণও যাহাতে শীঘ্র উপবীত গ্রহণ করেন তন্নিমিত্ত বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আমার চন্দনপুরাস্থ ভবনে এক সভা হইয়া "চট্টগ্রাম ক্ষত্রিয় কায়স্থ-সভা" নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সভার আলোচিত বিষয় তিনটী ও কার্য্যকরী সভার কর্ম্মচারী বৃন্দের নাম কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।"

১ম প্রস্তাব—হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী কায়স্থগণ যে প্রকৃত ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত, অস্মদ্দেশীয় কায়স্থগণ কোন বিশেষ কারণে অনেক বৎসর যাবৎ সাবিত্রী গ্রহণ করেন নাই। সাবিত্রীবর্জ্জিত অবস্থায় যাবতীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়োচিত আচার এবং ক্রিয়াদি সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইয়া স্বধর্ম্মোচিত কার্য্যাদি করিতেছেন না বিধায় এই সভা সাবিত্রী গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন এবং এতদ্দেশীয় সমস্ত কায়স্থ মহোদয়গণকে সাবিত্রী গ্রহনের জন্য সবিনয় আহ্বান ও অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ বর্ম্মা।
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা গেল।

২য় প্রস্তাব—অসমর্থ ক্ষত্রিয় কায়স্থগণকে পৈতা উপলক্ষে সাহায্যার্থ চট্টগ্রাম 'ক্ষত্রিয়-কায়স্থ ভাণ্ডার' নামক একটা ভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন বিধায় অদ্যই ঐ ভাণ্ডারের সূচনা হইল। এই সভায় সভ্যগণ স্বকীয় সামর্থ্যানুযায়ী বার্ষিক (ঊর্দ্ধসংখ্যা মঃ) ৩ তিন টাকা করিয়া এই ভাণ্ডারে জমা দিবেন ও অপর ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ হইতে এতদুপলক্ষে অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্য যত্নপর হইবেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত বর্ম্মা।
অনুমোদক—শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বিশ্বাস।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা গেল।

৩য় প্রস্তাব—অত্র ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-সভার শাখা-সমিতি প্রত্যেক গ্রামে স্থাপন করার জন্য চট্টগ্রামস্থ ক্ষত্রিয় কায়স্থগণকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বল।
সমর্থক—শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা গেল।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কর্ম্মচারীবৃন্দ :—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, বি এল্।

সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত বর্ম্মা (গবর্ণমেণ্ট পেন্সনার) সাং ডেঙ্গাপাড় ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চৌধুরী, বি এল্, সাং ধলঘাট।

সহযোগী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার দাস, বি এল্, সাং ধলঘাট, শ্রীযুক্ত [illegible] দত্ত, সাং ছনহরা; শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস, সাং ভাটিখাইন ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, সাং কোকদণ্ডী।

সহকারী সম্পাদকগণ শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বিশ্বাস, সাং কেলাসহর ও শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্র মজুমদার, সাং আমিরাবাদ।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বর্ম্মা বিশ্বাস, সাং গেরলা।

সহকারী কোষাধ্যক্ষগণ—শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ বল, সাং ধোরলা; শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহ সাং পাটনাকোঠা; শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র ঘোষ, সাং পাটনাকোঠা। প্রসন্নকুমার দত্ত, সাং কোকদণ্ডী। [illegible] দত্ত, সাং কোকদণ্ডী; শ্রীযুক্ত জগবন্ধু গুহ বর্ম্মা, সাং চক্রশাল; শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র গুহ বর্ম্মা, সাং চক্রশাল।

ধৈর্য্য বার্দ্ধক্যের ভূষণ :—

বৃদ্ধ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় আমাদের সহিত আগামী সংখ্যায় ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইবেন বলিয়া রোষভরে তাঁহার আষাঢ়ের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বিরাট কায়স্থ-সম্মিলনের হিসাব নিকাষের জন্য কায়স্থ-সভার প্রতি তাঁহার আক্রোশ কেন? পুরাতন কাগজ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন এ সভা তাহা হইতে কত অন্তর। আমরা জানি যৌবনে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের বৈকল্য ঘটে, বার্দ্ধক্যে লোকে সদাশিবভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় বৃদ্ধ সম্পাদক মহাশয়ে তাহার নিতান্ত অভাব। বিগত চৈত্র মাসে তাঁহার পত্রিকায়—সুদূর পল্লীতে কায়স্থ-সভার প্রচারক কাহাকে যে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল তাহা তিনি অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে আমরা তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছি। এই সংখ্যায়ও চট্টগ্রামের উকিল মহিমবাবুর পত্রখানি মুদ্রিত করিলাম, দেখিয়া বোধ হয় আত্মভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

উপনয়ন:—

২১শে বৈশাখ, ১৩২০। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বাঁশিলা নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ হোড় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কেন্দ্রাচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন পাটুল নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ও জলধর মজুমদার, ঠাকুরলক্ষ্মীকোল নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত এবং কেন্দ্রপতি উক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রীসূত্র প্রদান করিয়াছেন।

২৮শে বৈশাখ, ১৩২০। কোন্নগর শাখা কায়স্থ-সভার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে মন্দিরপাড়া কালীবাড়ীর কেন্দ্রে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। জেলা খুলনার অন্তর্গত উৎকুল নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু নিজ বাটীতে যথাশাস্ত্র উপবীতী হইয়াছেন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। সোমেশপুর শাখা কায়স্থ-সম্মিলনীর সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী হিজিলাকর নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিশ্বাস, কুঞ্জলাল বিশ্বাস, মুকুন্দলাল বিশ্বাস, মাখনলাল বিশ্বাস, জানকীনাথ বিশ্বাস, রসময় বিশ্বাস, গৌরগোপাল বিশ্বাস, নিত্যানন্দ বিশ্বাস, শ্যামাচরণ দাস ও কমলপদ সরকার এবং হালিমপুর নিবাসী নীরেন্দ্রনাথ

বিশ্বাস ও হেমন্তকুমার নন্দী এই ১২জন যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য সারদাপ্রসাদ বাচস্পতি, ও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, হোতা দীননাথ মজুমদার ও সদস্য শরচ্চন্দ্র মজুমদার ইঁহারা সকলেই অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী পাঁচথুপীর কেন্দ্রে, পাঁচথুপী নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি,এ,(সব্ ডিপুটী কালেক্টর্, কলিকাতা), শশাঙ্কভূষণ সিংহ ও হৃষীকেশ সিংহ এবং বীরভূম জেলার বানিওর সাকিনের শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ঘোষ হাজরা ও ঐ জেলার পাইকপাড়া সাকিনের বহুবল্লভ সিংহ এই ৬ জন যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

৩১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। চট্টগ্রাম, দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র গুহ নিজ বাটীতে উপনীত হইয়াছেন।

২রা আষাঢ়, ১৩২০। ফরিদপুরের অন্তর্গত শৈলডুবীর বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুহ বস্ম রায়, বি এল্, ঢেউথালির শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার, ইশিবপুরের শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বসু, গোপালপুরের ব্রজেন্দ্রলাল ঘোষ ও মণীন্দ্রলাল ঘোষের সহিত নিজবাটীর কেন্দ্রে উপনীত হইয়াছেন।

৪ঠা আষাঢ় ১৩২০। জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী জজান কেন্দ্রে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ঘোষ, নরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং তাঁহার দুইপুত্র ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও কামিনীমোহন ঘোষ এই ৬জন যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

৮ই আষাঢ় ১৩২০। চট্টগ্রাম জজ কোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ, বি এল্, মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে পাট্নীকোটা নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ নবীনচন্দ্র সিংহ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১৫ই আষাঢ়, ১৩২০। জেলা খুলনার অন্তর্গত উৎকুল নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত হরষিতচন্দ্র দেব, প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয়দ্বয় নিজ বাটীতে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

২২শে আষাঢ়, ১৩২০। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন তত্রত্য 'গোপালনগর কেন্দ্রে' আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় বরিশাল উজিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকুমার ঘোষ, মালখানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, ব্রাহ্মণগাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত বিভুকুমার গুহ এবং বজ্রযোগিনী নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল গুহ, ধীরেন্দ্রলাল গুহ, বীরেন্দ্রলাল গুহ, রবীন্দ্রলাল গুহ ও রোহিণীকুমার বসু এই ৮জন বঙ্গজ কায়স্থকে যথাশাস্ত্রে উপনীত করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত কায়স্থ সভার [illegible]ন্দ্রাচার্য্য পণ্ডিত কালীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত কর্ত্তৃক শোভাবাজার রাজপরিবারের কয়েক জন উপনীত হইয়াছেন।

বিবাহ ঃ—

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। ১১২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। পাত্র—ফরিদপুর জেলার বিলভরা নিবাসী শ্রীমান্ প্রকাশচন্দ্র সেন বর্ম্মা। পাত্রী—ঐ জেলার ঢেউখালি নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবকুমার সরকারের প্রথমা কন্যা। উভয়েই বঙ্গজ ও উপবীতী।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। কলিকাতা। পাত্র—ভাগলপুরের ৺রমণীমোহন সিংহের পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্রমোহন সিংহ। পাত্রী—দিনাজপুরের ৺সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা। উভয়েই উত্তররাঢ়ী।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। পাত্র—মুর্শিদাবাদ জেলার কালমেঘা নিবাসী ৺সারদা-প্রসাদ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণপদ মিত্র। পাত্রী—ঐ জেলার তাঁতিবিড়োল নিবাসী ৺উপেন্দ্রনাথ ঘোষ চোধুরীর প্রথমা কন্যা। উভয়েই উত্তররাঢ়ীয়।

২৮শে আষাঢ়, ১৩২০। কলিকাতা ভবানীপুর; পাত্র—বলরামপুরের খাজাঞ্জী শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ভগবতীচরণ বসু। পাত্রী—স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের কন্যা শ্রীমতী রমারতী দাসীর। উভয়েই বঙ্গজ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথাশুনা যায়:—

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। পাত্র—শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায়ের পুত্র। পাত্রী—কলিকাতা কাঁশারীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহের কন্যা। উভয়েই উত্তর রাঢ়ী।

২৮শে আষাঢ়, ১৩২০। পাত্র পোতাজিয়া নিবাসী ৺রামচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র রায়। পাত্রী—ঘড়িয়ালডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বর্ম্মরায় চৌধুরীর দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী। উভয়েই বারেন্দ্র কায়স্থ।

এই বিবাহের পূর্ব্বে শরৎ বাবু পাত্রকে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন এবং তাহাতে তাঁহারা স্বীকৃত হইয়া, বিবাহের ২ দিন পূর্ব্বে উপনয়ন লইতে অমত করেন।

বিবাহ বার্ত্তায় কতিপয় প্রতিবাদ ঃ—

আষাঢ় সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় বিবাহের দেনা পাওনার যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে দুইটী বিবাহের প্রতিবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ সেই সকল প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে সমর্থ না হইয়া প্রতিবাদ কারীগণের স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম—

বর্ত্তমান বর্ষের কায়স্থ-পত্রিকার ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত লক্ষ্মীবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সিংহের পুত্রের বিবাহে দেনা পাওনার কথা না শুনার প্রতিবাদ করিয়া সভার জনৈক সভ্য লিখিয়াছেন —"অম্বিকাবাবু কায়স্থ সভার সভ্য হইয়াও কন্যাকর্ত্তা আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের নিকট ৪০০৲ টাকার অলঙ্কার, চেন, ঘড়ি ও নগদ ২৫১৲ টাকা বরপণ লইয়াও তৃপ্ত হন নাই।"

১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের বিবাহে দেনা পাওনার কথায় দুর্গাদাসবাবু ও তদ্বৈবাহিক জেলা বুন্দেলসহরের অন্তর্গত অনুপ-সহরস্থিত শ্রীযুক্ত বলরামচন্দ্র সিংহ দুইজনই লিখিয়াছেন—"দেনা পাওনার কথা মিথ্যা।" বলরামবাবু আরও লিখিয়াছেন—"এই প্রকার মিথ্যা অপবাদ প্রকাশিত হওয়ায় দুর্গাদাস বাবু ও আমাকে বিনা কারণে সমাজে নিন্দনীয় ও অপদস্থ হইতে হইয়াছে।"

সংবাদদাতাগণ মিথ্যা সংবাদ দেওয়ায় আমরা নিরতিশয় দুঃখিত।

(ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ)

১লা আষাঢ়, ১৩২০। প্রয়াগের ৺গোঁসাইদাস সেন বর্ম্মার আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশ দিনে সম্পন্ন হইয়াছে।

কাণপুর হইতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—এই শ্রাদ্ধে শ্রীযুক্ত হারালাল ভট্টাচার্য্য পুরোহিত ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত অন্নদা-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় বাঙ্গালা ও কনৌজ ব্রাহ্মণ ফলাহার ও কাঁচা ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন এবং বহুবাঙ্গালী ও লালা কায়স্থ নিয়মভঙ্গের দিন এক পংক্তিতে আহার করিয়াছিলেন।

পাত্র পাত্রীর সন্ধান ঃ—

১। বারেন্দ্র কায়স্থ নন্দী বংশীয় পাত্র—ওকালতী করিতেছেন প্রথম পক্ষের ১০।১১ মাসের একটী পুত্র আছে বয়ঃক্রম ৩৫।৩৬ যোত্রভদ্র যথেষ্ট। কলিকাতা যে কোন শ্রেণীতে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।

২। বারেন্দ্র কায়স্থ, একুশ বৎসর বয়স, এম্ এ পাশ, হৃষ্টপুষ্ট একটী পাত্রের জন্য একটী সুন্দরী শিক্ষিতা দক্ষিণরাঢ়ীয় পাত্রীর প্রয়োজন; অন্য শ্রেণীতে কিম্বা বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তির কন্যাগ্রহণ করিতেও আপত্তি নাই। পাত্রের বিস্তারিত বিবরণ রাজসাহী পোঃ ঘোড়ামারা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মঘোষ চৌধুরীর নিকট পত্র লিখিলে জানা যাইবে।

৩। দক্ষিণরাঢ়ীয় গুহ বংশীয় কোন উকিলের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটী সুন্দরী কন্যা আছে। পাত্রী এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন, সংস্কৃতও ভালরূপ লিখিতে পড়িতে পারেন; সংগীত শাস্ত্রেও পারদর্শিতা আছে। পাত্র দক্ষিণরাঢ়ীয় হইলেই ভাল হয়, অন্য শ্রেণীতেও আপত্তি নাই।

ভ্রম সংশোধন ঃ—

গত আষাঢ় সংখ্যা কায়স্থ পত্রিকার ১২৫ পৃষ্ঠার ফুটনোটে সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় যে ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন উহা আমার লিখিবার ভুল। "বল্লালের সময় কায়স্থের শ্রেণী বিভাগ হয় নাই, তৎকালে বঙ্গজ কায়স্থের অস্তিত্ব ছিল না" ইহা না হইয়া "বল্লালের সময় ব্রাহ্মণগণের ঐরূপ শ্রেণী বিভাগ হয় নাই সুতরাং তখন বঙ্গজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব ছিল না" এইরূপ হইবে। কায়স্থ পত্রিকার পাঠক মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া ভুলটী সংশোধিত করিয়া লইবেন।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বর্ম্মা ঘোষ চৌধুরী।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

প্রথম অধিবেশন।

২১শে বৈশাখ, ১৩২০, রবিবার, সন্ধ্যা ৭॥ টা।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

(ব) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা (সভাপতি)।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মশাস্ত্রী।
(উ) „ যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
(উ) „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ।
(দ) „ বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(দ) „ বসন্তকুমার বর্ম্মসরকার।
(ব) „ বিহারীলাল বর্ম্মরায়, কবিরত্ন।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(উ) „ রাধাকান্ত বর্ম্মরায়।
(দ) „ গোপালচন্দ্র দে।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, (সাং পানিশেহোলা, হুগলী), শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, (সাং ভবানীপুর, কলিকাতা) এবং শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু, (সাং মৃজাপুর, কলিকাতা) অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণী পঠিত ও চৈত্র মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়-গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন।

(ব) শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ বসু, ৩৪নং গোবিন্দ ঘোষের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।

(দ) „ উপেন্দ্রকুমার মিত্র, বি এ, সাং ৫৯ নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।

(বা) „ কামিনীকুমার সরকার, সাং শাঁখাহাতী, চিলমারী, রংপুর।
(ব) „ কালীচরণ দাস, সাং চাড়াবাড়ী, বিন্নাফৈড়, ময়মনসিংহ।
(ব) „ কুঞ্জবিহারী ঘোষ, জমানবীশ পরগণার কাছারী, সাং উলিপুর, রংপুর।
(দ) „ কুমুদনাথ সেন, জরিপ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সাং উলিপুর, রংপুর।
(ব) „ গাঙ্গাগোবিন্দ গুহ, সাং কালুখালি, হারোয়া, ফরিদপুর।
(ব) „ গিরীন্দ্রলাল বসু, জেনারল্ মার্চেণ্ট, সাং নবাবগঞ্জ, রংপুর।
(উ) „ প্যারীমোহন ঘোষ, সাং সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ।
(দ) „ ব্রজগোপাল বিশ্বাস, পুলিস অফিস্, সাং চিলমারী, রংপুর।
(উ) „ ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সাং গজধারা, বীরভূম।
(উ) „ মধুসূদন ঘোষ, সাং জীবধরপাড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বর্ম্মরায়।

(উ) „ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সাং মাহাতা, বর্দ্ধমান।
(ব) „ শশীভূষণ নেউগী, সাং লক্ষ্মীপুর কাছারী, কামারপাড়া, রংপুর।
(ব) „ শ্যামাপ্রসন্ন মজুমদার, জমিদার, সাং কাঁইচাল, ফরিদপুর।
(বা) „ শ্রীশচন্দ্র রায় ভৈষজ্যতত্ত্বাম্বুধি (কবিরাজ), সাং অষ্টমনিষা, পাবনা।
(ব) „ সতীশচন্দ্র রায় টেপাবড়তরফ, টেপামধুপুর, রংপুর।
(দ) „ সুরেশ্বর হালদার, ঘুর্ণি, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
(উ) „ হরচন্দ্র দাস, সাং বলতৈড়, দিনাজপুর।
(ব) „ ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত, সাং দত্ত কোং, তাড়িবাজার, চট্টগ্রাম।

যেখানে প্রস্তাবকের নাম নাই, সেখানে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রীর প্রস্তাব বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যু সংবাদে সমিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই শোক প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সভার সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

৺পার্ব্বতীকুমার মিত্র, সাং কুমারটুলী, কলিকাতা।
„ হরকুমার সরকার, সাং ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ হরনাথ রায়, সাং টাঙ্গাইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভ্যশ্রেণী হইতে নামকর্ত্তন।

সভার নিম্নলিখিত সভ্যগণ ১৩১৯ সালের বাকী চাঁদার জন্য এই বৎসরের কায়স্থ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা যথারীতি ভ্যালুপেয়েবল্ ডাকে পাঠানহয় তাহা লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় কিম্বা অন্যরূপে বাকী চাঁদা না দেওয়ায় এবং উপর্য্যুপরি বাকী চাঁদার জন্য পত্র লিখিয়া যাহাদের কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই, তাহদের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্যের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইল :—

১। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বসু, সাং ঢেউখালি, সদরপুর, ফরিদপুর।
২। „ অরুণকুমার বসু, ডেপুটীকালেক্টর, পুরী।
৩। „ কুঞ্জবিহারী রায়, সাং বন্দীপুর, হুগলী, হাং সাং কলিকাতা।
৪। „ গোকুলচন্দ্র সরকার, সাং জামসেরপুর, নদীয়া।
৫। „ জগদীশচন্দ্র বসু, উকীল, সাং টাকী, হাংসাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
৬। „ দ্বিজদাস ঘোষ, সাং সাতবেড়িয়া, পিলজঙ্গ, খুলনা।
৭। „ ধরণীধর ভৌমিক, পুলিস সব্ ইনস্পেক্টর, সাং গাইবান্ধা, রংপুর।
৮। „ বনওয়ারীলাল মজুমদার, সাং চৌয়া, মুর্শিদাবাদ।
৯। „ বৈদ্যনাথ বসু, অধ্যাপক, মুঙ্গের কলেজ।
১০। „ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং বসাকুষ্ঠিয়া, জানিপুর, নদীয়া।
১১। „ শরচ্চন্দ্র সিংহ, সাং কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
১২। „ শশীকুমার ঘোষ দস্তিদার, সাং ।৶০ আনির রাজধানী, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।
১৩। „ শ্রীশচন্দ্র দত্ত, সেট্‌ল্‌মেণ্ট্ অফিসার, হাং সাং হুগলী।

চতুর্থ প্রস্তাব। গত বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবাবলী কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়।

১। উপনয়ন। গত বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশনে

(ব) শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ বসু, ৩৪নং গোবিন্দ ঘোষের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।

(দ) „ উপেন্দ্রকুমার মিত্র, বি এ, সাং ৫৯ নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।

(বা) „ কামিনীকুমার সরকার, সাং শাঁখাহাতী, চিলমারী, রংপুর।
(ব) „ কালীচরণ দাস, সাং চাড়াবাড়ী, বিন্নাফৈড়, ময়মনসিংহ।
(ব) „ কুঞ্জবিহারী ঘোষ, জমানবীশ পরগণার কাছারী, সাং উলিপুর, রংপুর।
(দ) „ কুমুদনাথ সেন, জরিপ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সাং উলিপুর, রংপুর।
(ব) „ গাঙ্গাগোবিন্দ গুহ, সাং কালুখালি, হারোয়া, ফরিদপুর।
(ব) „ গিরীন্দ্রলাল বসু, জেনারল্ মার্চ্চেণ্ট, সাং নবাবগঞ্জ, রংপুর।
(উ) „ প্যারীমোহন ঘোষ, সাং সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ।
(দ) „ ব্রজগোপাল বিশ্বাস, পুলিস অফিস্, সাং চিলমারী, রংপুর।
(উ) „ ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সাং গজধারা, বীরভূম।
(উ) „ মধুসূদন ঘোষ, সাং জীবধরপাড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বর্ম্মরায়।

(উ) „ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সাং মাহাতা, বর্দ্ধমান।
(ব) „ শশীভূষণ নেউগী, সাং লক্ষ্মীপুর কাছারী, কামারপাড়া, রংপুর।
(ব) „ শ্যামাপ্রসন্ন মজুমদার, জমিদার, সাং কাঁইচাল, ফরিদপুর।
(বা) „ শ্রীশচন্দ্র রায় ভৈষজ্যতত্ত্বাম্বুধি (কবিরাজ), সাং অষ্টমনিষা, পাবনা।
(ব) „ সতীশচন্দ্র রায় টেপাবড়তরফ, টেপামধুপুর, রংপুর।
(দ) „ সুরেশ্বর হালদার, ঘুর্ণি, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
(উ) „ হরচন্দ্র দাস, সাং বলতৈড়, দিনাজপুর।
(ব) „ ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত, সাং দত্ত কোং, তাড়িবাজার, চট্টগ্রাম।

যেখানে প্রস্তাবকের নাম নাই, সেখানে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রীর প্র[স্তাব] বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যু সংবাদে সমিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই [শোক] প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে মৃতের শোকসন্তপ্ত প[রিবার]কে সভার সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

৺পার্ব্বতীকুমার মিত্র, সাং কুমারটুলী, কলিকাতা।
„ হরকুমার সরকার, সাং ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ হরনাথ রায়, সাং টাঙ্গাইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভ্যশ্রেণী হইতে নামকর্ত্তন। সভার নিম্নলিখিত সভ্যগণ ১৩১৯ সালের বাকী চাঁদার জন্য এই বৎসরের কায়স্থ-পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা যথারীতি ভ্যালুপেয়েবল্ ডাকে পাঠানহয় তাহা লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় কিম্বা অন্যরূপে বাকী চাঁদা না দেওয়ায় এবং উপর্য্যুপরি বাকী চাঁদার জন্য পত্র লিখিয়া যাহাদের কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই, তাহদের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইল :—

১। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বসু, সাং ঢেউখালি, সদরপুর, ফরিদপুর।
২। „ অরুণকুমার বসু, ডেপুটীকালেক্টর, পুরী।
৩। „ কুঞ্জবিহারী রায়, সাং বন্দীপুর, হুগলী, হাং সাং কলিকাতা।
৪। „ গোকুলচন্দ্র সরকার, সাং জামসেরপুর, নদীয়া।
৫। „ জগদীশচন্দ্র বসু, উকীল, সাং টাকী, হাংসাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
৬। „ দ্বিজদাস ঘোষ, সাং সাতবেড়িয়া, পিলজঙ্গ, খুলনা।
৭। „ ধরণীধর ভৌমিক, পুলিস সব্ ইনস্পেক্টর, সাং গাইবান্ধা, রংপুর।
৮। „ বনওয়ারীলাল মজুমদার, সাং চৌয়া, মুর্শিদাবাদ।
৯। „ বৈদ্যনাথ বসু, অধ্যাপক, মুঙ্গের কলেজ।
১০। „ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং বসাকুষ্ঠিয়া, জানিপুর, নদীয়া।
১১। „ শরচ্চন্দ্র সিংহ, সাং কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
১২। „ শশীকুমার ঘোষ দস্তিদার, সাং ।৶০ আনির রাজধানী, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।
১৩। „ শ্রীশচন্দ্র দত্ত, সেট্‌ল্‌মেণ্ট্ অফিসার, হাং সাং হুগলী।

চতুর্থ প্রস্তাব। গত বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবাবলী কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়।

১ম, উপনয়ন। গত বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশনে

(ব) শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ বসু, ৩৪নং গোবিন্দ ঘোষের লেন্, ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রস্তাবক— শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।

(দ) „ উপেন্দ্রকুমার মিত্র, বি এ, সাং ৫৯ নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা।

(বা) „ কামিনীকুমার সরকার, সাং শাঁখাহাতী, চিলমারী, রংপুর।
(ব) „ কালীচরণ দাস, সাং চাড়াবাড়ী, বিন্নাফৈড়, ময়মনসিংহ।
(ব) „ কুঞ্জবিহারী ঘোষ, জমানবীশ পরগণার কাছারী, সাং উলিপুর, রংপুর।
(দ) „ কুমুদনাথ সেন, জরিপ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সাং উলিপুর, রংপুর।
(ব) „ গাঙ্গাগোবিন্দ গুহ, সাং কালুখালি, হারোয়া, ফরিদপুর।
(ব) „ গিরীন্দ্রলাল বসু, জেনারল্ মার্চ্চেণ্ট, সাং নবাবগঞ্জ, রংপুর।
(উ) „ প্যারীমোহন ঘোষ, সাং সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ।
(দ) „ ব্রজগোপাল বিশ্বাস, পুলিস অফিস্, সাং চিলমারী, রংপুর।
(উ) „ ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সাং গজধারা, বীরভূম।
(উ) „ মধুসূদন ঘোষ, সাং জীবধরপাড়া, কান্দি, মুর্শিদাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বর্ম্মরায়।

(উ) „ যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সাং মাহাতা, বর্দ্ধমান।
(ব) „ শশীভূষণ নেউগী, সাং লক্ষ্মীপুর কাছারী, কামারপাড়া, রংপুর।
(ব) „ শ্যামাপ্রসন্ন মজুমদার, জমিদার, সাং কাঁইচাল, ফরিদপুর।
(বা) „ শ্রীশচন্দ্র রায় ভৈষজ্যতত্ত্বাম্বুধি (কবিরাজ), সাং অষ্টমনিষা, পাবনা।
(ব) „ সতীশচন্দ্র রায় টেপাবড়তরফ, টেপামধুপুর, রংপুর।
(দ) „ সুরেশ্বর হালদার, ঘুর্ণি, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
(উ) „ হরচন্দ্র দাস, সাং বলতৈড়, দিনাজপুর।
(ব) „ ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত, সাং দত্ত কোং, তাড়িবাজার, চট্টগ্রাম।

যেখানে প্রস্তাবকের নাম নাই, সেখানে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রীর প্রস্তাব বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

নিম্নলিখিত সভ্যগণের মৃত্যু সংবাদে সমিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই শোক প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সভার সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

৺পার্ব্বতীকুমার মিত্র, সাং কুমারটুলী, কলিকাতা।
„ হরকুমার সরকার, সাং ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„ হরনাথ রায়, সাং টাঙ্গাইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভ্যশ্রেণী হইতে নামকর্ত্তন।

সভার নিম্নলিখিত সভ্যগণ ১৩১৯ সালের বাকী চাঁদার জন্য এই বৎসরের কায়স্থ-পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা যথারীতি ভ্যালুপেয়েব্ল্ ডাকে পাঠানহয় তাহা লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় কিম্বা অন্যরূপে বাকী চাঁদা না দেওয়ায় এবং উপর্য্যুপরি বাকী চাঁদার জন্য পত্র লিখিয়া যাহাদের কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই, তাহদের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্যের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইল :—

১। শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার বসু, সাং ঢেউখালি, সদরপুর, ফরিদপুর।
২। „ অরুণকুমার বসু, ডেপুটীকালেক্টর, পুরী।
৩। „ কুঞ্জবিহারী রায়, সাং বন্দীপুর, হুগলী, হাং সাং কলিকাতা।
৪। „ গোকুলচন্দ্র সরকার, সাং জামসেরপুর, নদীয়া।
৫। „ জগদীশচন্দ্র বসু, উকীল, সাং টাকী, হাংসাং ভবানীপুর, কলিকাতা।
৬। „ দ্বিজদাস ঘোষ, সাং সাতবেড়িয়া, পিলজঙ্গ, খুলনা।
৭। „ ধরণীধর ভৌমিক, পুলিস সব্ ইনস্পেক্টর, সাং গাইবান্ধা, রংপুর।
৮। „ বনওয়ারীলাল মজুমদার, সাং চৌয়া, মুর্শিদাবাদ।
৯। „ বৈদ্যনাথ বসু, অধ্যাপক, মুঙ্গের কলেজ।
১০। „ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং বসাকুষ্টিয়া, জানিপুর, নদীয়া।
১১। „ শরচ্চন্দ্র সিংহ, সাং কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
১২। „ শশীকুমার ঘোষ দস্তিদার, সাং।৴০ আনির রাজধানী, সন্তোষ, ময়মনসিংহ।
১৩। „ শ্রীশচন্দ্র দত্ত, সেট্ল্‌মেণ্ট্ অফিসার, হাং সাং হুগলী।

চতুর্থ প্রস্তাব। গত বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবাবলী কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়।

১ম, উপনয়ন। গত বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশনে

এই বিষয় যাহা স্থির করা হয় তাহা নানা কারণে কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় পুনরায় স্থির হইল যে শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

২য়, সমগ্র ভারতীয় কায়স্থের একীকরণ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল এই বিষয়ে নূতন আর কিছু করিবার আবশ্যকতা নাই। পুনরায় এলাহাবাদে যখন ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলন হইবে তখন সভা হইতে প্রতিনিধি পাঠান হইবে।

৩য় ও ৪র্থ, বিবাহ ব্যয় ও আন্তর্গণিক বিবাহ। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে এই দুই বিষয়ে নূতন কিছু করিবার আবশ্যকতা নাই। রসিকবাবুর প্রস্তাবানুযায়ী সরকারি কর্ম্মচারীদের যে সাহায্য ভাণ্ডার (provident fund) হইতে কন্যাদায়গ্রস্তদের টাকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তদ্বিষয়ে এই সভা কি করিবেন বিবেচনা করিবার জন্য কয়জন সভ্যকে গত বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রথমাধিবেশনে ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদিগকেই এ বৎসর পুনরায় ভার দেওয়া হইল এবং আরও স্থির হইল যে, তাঁহাদের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত শীঘ্র করিয়া দিতে অনুরোধ করা হউক।

৫ম, চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে গত বার্ষিক অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরকার মহাশয়ের প্রস্তাবানুযায়ী প্রত্যেক কায়স্থপ্রধান স্থানে এক বা ততোধিক সভার সভ্যকে অর্থ সংগ্রহের ভার দেওয়া হউক, সম্পাদকদ্বয়কে এই বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে কোন্ কোন্ স্থানে কাহাকে কাহাকে ভার দেওয়া যায় তাহার তালিকা দিতে অনুরোধ করা হউক।

৬ষ্ঠ, শিক্ষা এই বিষয়ে গত বৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পঞ্চম অধিবেশনে যাহা স্থির করা হয় তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা করা হউক। যাঁহাদের এ বিষয় বিবেচনার জন্য দেওয়া হইয়াছিল তাঁহাদের উপরেই এ বৎসর ভার দেওয়া থাকুক।

(৭) প্রচার সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে এবৎসরও যথারীতি পূর্ব্ববৎ বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচারক পাঠাইতে হইবে।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) খুলনা জেলার চন্দনী মহল "সারস্বত লাইব্রেরী"র সম্পাদক মহাশয়ের ১৯১৩।২৮শে মার্চ্চের এবং কলিকাতা ১৩নং হরলাল দাসের গলি "জোড়াবাগান ক্লবে"র অবৈতনিক সম্পাদকের ১৯১৩। ২৬শে এপ্রিলের পত্র পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত উভয় লাইব্রেরীতে বর্ত্তমান বর্ষের কায়স্থ-পত্রিকা বিনামূল্যে ও ডাকব্যয় না লইয়া দেওয়া

হউক। ইহাতে যদি সভার ৮।১০জন সভ্যবৃদ্ধি হয় তবে আগামী বর্ষে দেওয়া যাইবে।

(খ) সভার সভ্য ফৈজাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ রায় মহাশয়ের ২০ শে মার্চ্চ তারিখের পত্র পঠিত হইল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র মহাশয়ের কথামত সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে কাশী বাবুকে জানান হউক "চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে" এপর্য্যন্ত এত অল্প টাকা সংগ্রহ হইয়াছে যে এখন তাহার আসল বা সুদ খরচ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এবং এদেশের ২।১ জন যাঁহারা দরিদ্র কায়স্থ বালকদের সাহায্য করিতেছেন বা করিতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহারা বাঙ্গালী ছাড়া অপরকে সম্প্রতি সাহায্য করিতে অসমর্থ, কারণ বাঙ্গালী অনেক উপযুক্ত সাহায্য প্রার্থীই সাহায্য পাইতেছে না।

(স্বাক্ষর)	(স্বাক্ষর)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।	শ্রীবসন্তকুমার বসু।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।	সভাপতি।
সম্পাদকদ্বয়।	৩১।২।২০

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, শনিবার, সন্ধ্যা ৭॥টা।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(ব) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা (সভাপতি)।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(দ) „ বসন্তকুমার বর্ম্মসরকার।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মশাস্ত্রী।
(উ) „ রাধাকান্ত ঘোষ বর্ম্মরায়।
(ব) „ বিহারীলাল বর্ম্মরায় কবিরত্ন।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা (সাং কোন্নগর, হুগলী) এবং শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র (সাং পানিশেহোলা, হুগলী) অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত এবং **বৈশাখ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব** প্রদর্শিত হইলে, উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। হিসাব গ্রহণ ও অনুমোদনকালে শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বাবুর প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে ব্যাঙ্কে যে টাকা দেওয়া হয় তাহা খরচের মধ্যে না লিখিয়া মজুত তহবীলের মধ্যে 'জিম্বা অমুক ব্যাঙ্ক' লিখিতে হইবে।

প্রথম প্রস্তাব। রাজসম্মানে আনন্দ প্রকাশ। সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, 'সি আই ই' উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং এই আনন্দবার্ত্তা তাঁহাকে প্রেরণ করা স্থির হইল :

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যনির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(ব) শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ রায়, সাং কোচবিহার।
(দ) „ কেদারনাথ বসু, সাং ৬নং ডিহিইটিলি রোড, কলিকাতা।
(ব) „ জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ, এল্ সি ই, সাং ৪৮।১ লিউইস্ রোড, রেঙ্গুন।

(ব) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ হোড়, ডাক্তার সাং বাঁশিলা, পাটুল, রাজসাহী।
(উ) „ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সাং পাইকপাড়া, নলহাটি, বীরভূম।
(দ) „ নীলকমল দাস, অবসর প্রাপ্ত সবরেজিষ্ট্রার, আন্দরকিল্লা মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, চট্টগ্রাম।
(দ) „ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ, সাং কাণপুর।
(ব) „ পূর্ণচন্দ্র গুহ, জমিদার, সাং বজ্রযোগিনী, ঢাকা।
(ব) „ বিনোদবিহারী রায়চৌধুরী, সাং কালীতলা, রাজগঞ্জ, দিনাজপুর।
(বা) „ বিহারীলাল সরকার, সাং সমাজ, শীতলাই, পাবনা।
(বা) „ রজনীকান্ত সরকার, ডাক্তার, সাং শীতলাই, পাবনা।
(উ) „ রমণীরঞ্জন ঘোষ, সাং জগধারী, নলহাটী, বীরভূম।
(বা) „ রমেশচন্দ্র রায়, জমিদার সাং অষ্টমনিষা, পাবনা।
(উ) „ রামজীবন ঘোষ, সাং ঘাসিপাড়া, দিনাজপুর।
(ব) „ সারদাকুমার দত্ত, সাং লাকসাম, ত্রিপুরা।
(ব) „ হরিপ্রসাদ মিত্র, সাং ভায়ার কাছারী, টেপা মধুপুর, রংপুর।

সম্পাদক মহাশয় সভ্যপদপ্রার্থীদিগের নামের তালিকা পাঠ করিয়া বলিলেন, এই তালিকায় পঠিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে কাণপুর শাখা-সভার সভাপতিরূপে থাকিয়া শেষ ৫।৭ বৎসর তথাকার সভার ব্যয় নিজেই বহন করিতেছিলেন, অধুনা নানা কারণে আর তিনি শাখা-সভার ব্যয় বহনে অসমর্থ হওয়ায় উক্ত সভা উঠিয়া গিয়াছে। তিনি নিজে এখন সভার সভ্য থাকিতে ইচ্ছা করিয়া এ বৎসরের চাঁদার টাকা পাঠাইয়াছেন, কিন্তু প্রবেশিকার টাকা পাঠান নাই। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল পার্ব্বতীবাবুকে প্রবেশিকা রেহাই দেওয়া হউক

তৃতীয় প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহকারীগণের নাম অদ্যকার সভায় প্রস্তাব করিবার ভার সম্পাদক মহাশয়দ্বয়ের উপর ছিল, কিন্তু তাঁহার নিজের এবং সেরেস্তার কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ললিতকুমার মিত্রের অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহারা পারিতেছেন না জানাইলেন। স্থির হইল যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আগামী অধিবেশনে নাম দিলেই হইবে।

(খ) শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে এবিষয় নির্ব্বাচিত শাখা-সমিতি কয়েকবার একত্র আলোচনা করিয়াছেন, এখন আরও ২।৩টি

অধিবেশনের আবশ্যক। স্থির হইল যে শ্রাবণ মাসের মধ্যে নির্ব্বাচিত সমিতির এতদ্বিষয় আলোচনা শেষ হওয়া সম্ভব, অতএব সেই মাসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে এই বিষয় যথা কর্ত্তব্য করা যাইবে।

(গ) নিম্নলিখিত কায়স্থ বালকদের শিক্ষার্থ সাহায্য প্রার্থনা পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল যে এই সভার কোন সভ্যের বিশেষ পরিচিত ও অভাবগ্রস্ত বালকেরই শিক্ষার্থ সাহায্য করা যাইতে পারে, নতুবা নহে। বিশেষতঃ দেখিতে হইবে আবেদনকারীর, শিক্ষার জন্য কিরূপ যত্ন আছে এবং বৈষয়িক ও সামাজিক অবস্থাই বা কিরূপ ইত্যাদি এই সকল বিষয় সভার কোন বিশিষ্ট সভ্যের বিশেষ পত্র না পাইলে সেই আবেদন আর ভবিষ্যতে আলোচিত হইবে না :—

১। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দাস, সাং চাড়াবাড়ী, বিন্নাফৈড়, ময়মনসিংহ।

২। " মনোরঞ্জন সেন, সাং বগুবিল, আলমডাঙ্গা, নদীয়া।

দ্বিতীয় প্রার্থীর পত্র উপস্থিত করিলে জনৈক বিশিষ্ট সভ্য বলিলেন—"বগু-বিলের সেন পরিবারের কাহারও এমন দুরবস্থা নহে যে শিক্ষার্থ অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ সভার মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি যাহারা ঔদাসীন্য প্রকাশ করে তাহাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য নহে, এই সভার যাঁহারা আনুকুল্য প্রার্থী হইবেন, তাঁহাদিগকে সভার উদ্দেশ্য—১ম ক্ষত্রিয়াচার বিহিত উপনয়ন গ্রহণ,—২য় তদনুগত শিক্ষা প্রচলনে যত্ন,—৩য় আন্তর্গণিক বিবাহ,—৪র্থ বিবাহে পণপ্রথার প্রতিসংহার করিতে মনোযোগী হইতে হইবে, নতুবা তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করা কর্ত্তব্য নহে।"

(স্বাক্ষর)	(স্বাক্ষর)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।	শ্রীবসন্তকুমার বসু।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।	সভাপতি
সম্পাদকদ্বয়	২৭।৩।২০

কায়স্থ-পত্রিকা

ভাদ্র, ১৩২০। } নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

কায়স্থ সুলেখকগণের নিকট নিবেদন।

কায়স্থ-পত্রিকা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার মুখপত্র এবং কায়স্থ-সভা বঙ্গদেশের চারিশ্রেণীর কায়স্থের প্রতিনিধি। শুনিতে পাই, এই বঙ্গদেশে কায়স্থের সংখ্যা দশ লক্ষেরও অধিক, আর প্রতিভা, বিদ্যাবত্তায় এবং সামাজিক শক্তিতে এই জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও বঙ্গদেশীয় আর কোনও জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে। ইংরাজি শিক্ষার শুভ ফল এই কায়স্থ জাতির মধ্যে যেমন ফলিয়াছে, তেমন আর কোন জাতির মধ্যেই নহে। যে দিকে দেখি, সর্ব্বত্রই কায়স্থের জয়জয়কার। কাব্যে শ্রীমধুসূদন এখনও অতুলনীয় রহিয়াছেন! সাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দীনবন্ধু মিত্র, টেকচাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কালী প্রসন্ন ঘোষ,—কত নাম করিব? ধর্ম্মজগতে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্র-নাথ দত্ত) সমগ্র পৃথিবীর পূজ্য; বিজ্ঞানশাস্ত্রে জগদীশ এবং প্রফুল্লচন্দ্রের তুলনা কোথায়? দর্শনে ডাঃ প্রসন্নকুমার, হীরেন্দ্রনাথ, নানাবিধ ভাষাজ্ঞানে হরিনাথ এবং অমূল্যচরণ, প্রত্নতত্ত্বে রাজেন্দ্রলাল এবং নগেন্দ্রনাথ, ব্যবহার শাস্ত্রে ঘোষ, বসু, পালিত, মিত্র, সিংহ প্রভৃতির নাম পৃথিবী পরিচিত। প্রাচীন হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রে শাস্ত্রী সরকারের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের মধ্যেও নিতান্ত বিরল। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও ঘোষ, বসু, সিংহ, সর্ব্বাধিকারী এবং সরকারে

যশ জগদ্ব্যাপ্ত। সুকুমার চিত্র শিল্পেও কায়স্থের কীর্ত্তিদিগন্তব্যাপিনী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির সর্ব্বোচ্চ শিখরে কায়স্থের জয়পতাকা উড়িতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা সহরে কায়স্থ ব্যারিষ্টার, কায়স্থ উকীল এবং কায়স্থ ডাক্তারেরই পশার ও প্রতিপত্তি অধিক।

আর অনর্থক পুঁথি বাড়াইয়া কাজ কি? কায়স্থের প্রতিভা অন্ততঃ বঙ্গদেশে যে সর্ব্বতোভাবে নিজ প্রাধান্য স্থাপিত করিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। তবে আমাদের এই জাতীয় মহাসভার মুখপত্রের এরূপ অবস্থা কেন? রাজপুত্রের এরূপ ভিক্ষুকের বেশ কেন? যদি চ সম্পাদক মহাশয় এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শাস্ত্রী মহোদয়ের যত্নে পত্রিকাখানি মাসের পর মাস নিয়মিত ভাবে বাহির হইতেছে বটে, কিন্তু কি লইয়া বাহির হইতেছে? কলিকাতা হইতে প্রায় দুইশতাধিক মাসিক পত্র বাহির হয় বলিয়া বোধ হয়,—কিন্তু কায়স্থ পত্রিকার মত প্রবন্ধদারিদ্র্য আর কাহারও বুঝি নাই। "গোযানেনাগতা বিপ্রাঃ" শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া গেল। নিতান্ত রাবিশ ধরণের পদ্য রচনাও বাহির হইতেছে। উচ্চদরের একটী প্রবন্ধ তিনমাসের মধ্যেও বাহির হয় না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ফলতঃ "কায়স্থ-পত্রিকা" উপযুক্ত প্রবন্ধের অভাবে সুখপাঠ্য হইতেছে না।

বড় দুঃখেই আমরা এই দৈন্যের বিষয় লিখিতেছি। কায়স্থ-পত্রিকা আমাদের নিজের জিনিষ। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি যতটুকু, ততটুকু, আমরা ইহার সেবায় বিনিয়োগ করিতেছি। কিন্তু আমরা অধন্য, অযোগ্য—আমাদের মত কাষ্ঠ-বিড়ালের দ্বারা এই সাগর বন্ধন সম্ভব নহে। বঙ্গ-ভারতীর কৃতিপুত্রগণ চেষ্টা না করিলে আমাদের উপায় নাই। একবার সম্পাদক মহাশয় এই প্রবন্ধ দারিদ্র্যের জন্য কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে একটী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, মনে পড়ে: তাহার পর,—সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কি করা হইয়াছে, তাহা আমরা জানিনা। আমরা এই মাত্র জানি যে, দেশে কায়স্থ সুলেখকের বা সুপণ্ডিতের অভাব নাই। যে কোনও একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকার লেখকগণের তালিকা দেখুন, প্রায় অর্দ্ধেক আমাদের স্বজাতির লেখকে পূর্ণ। নানাবিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত সুলেখকগণ এই জাতীয় পত্রিকার প্রতি কৃপণ কেন, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। ব্যবসায়ের বা সখের খাতিরে যে সকল পত্র প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে লেখকের তাদৃশ অভাব হয় না, অথচ আমাদের জাতির উন্নতিবিধানকল্পে স্থাপিত এবং প্রচারিত পত্রিকার লেখকের অভাব হয় কেন? সম্পাদক মহাশয় এই কর্ম্মে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমাদের অপেক্ষা তিনি এই রোগের নিদান বুঝিতে অধিকতর পটু, সন্দেহ নাই। নিদান বুঝিয়া চিকিৎসা করিলেই রোগ অন্তর্হিত হইবে সন্দেহ নাই।

"কায়স্থ-পত্রিকার" এইরূপ প্রবন্ধদারিদ্র্য নিতান্ত লজ্জার বিষয়। অধুনা আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য নিবাসী চৈত্রগুপ্ত এবং চান্দ্রসেনী অনেক কায়স্থ-সন্তান বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের সহিত মিলিত হইবার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। কায়স্থ-সভা এবং ইহার সর্ব্বস্বস্বরূপ রাজর্ষিতুল্য পুণ্যাত্মা শ্রীযুক্ত মিত্রজ মহাশয়ের প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলেই যে এই শুভ পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহাও সকলে অবগত আছেন। সেইজন্য যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশস্থ কায়স্থ মহোদয়গণের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের এই পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই পত্রিকা পাঠ করিয়া কি মনে করেন? তাঁহারা ভাবেন যে এই কায়স্থ-সভার ও তাহার মুখপত্রের প্রতি দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত কায়স্থ সন্তানেরই প্রেম নাই। যদি প্রকৃতভাবে এই সভা এবং তাহার মুখপত্রের প্রতি শিক্ষিত কায়স্থ-সাধারণের প্রেম থাকিত, তাহা হইলে,—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, জীবনী প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে নূতন নূতন সারগর্ভ শিক্ষাপ্রদ এবং কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধসমূহ মাসের পর মাস প্রকাশিত হইয়া এই পত্রিকাকে দেশের সর্ব্বপ্রধান পত্রে পরিণত করিত; এবং তাহা হইলে বঙ্গীয় কায়স্থ লেখক-বর্গের প্রতিভাজ্যোতিঃ নিজ জন্মভূমির এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ স্বজাতীয় লোকদিগেরও হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে সক্ষম হইত। তাহার পরিবর্ত্তে আমাদের জাতীয় পত্রিকা নগণ্য এক কবিরাজী ঔষধের মূল্য তালিকার আকারে, অকিঞ্চিৎকর, পৃষ্ঠপোষিত এক ঘেয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ গর্ভে লইয়া বাহির হইয়া আমাদের অকর্ম্মণ্যতার কথা এবং জাতীয় প্রেমের অভাবের কথা মাসের পর মাস নিজ শক্তি শালিনীর নির্ব্বাক ভাষায় চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতেছে।

ভাল কথা এমন কি ভাল গান ও পুনঃ পুনঃ ভাল লাগে না। কায়স্থদিগের কোলাঞ্চ বা কনৌজ হইতে বঙ্গে আগমনের কথা, রাজসভায় সম্মানলাভ প্রভৃতি কথা ভাল কথা সন্দেহ নাই,—কিন্তু উহা নিতান্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কায়স্থ-পত্রিকার লেখকগণের নিকট আমরা মৌলিক অনুসন্ধান, নূতন সংবাদ, তাজা কথা কিছু কিছু চাই। স্মরণাতীত সময় হইতে মোগল আক্রমণের প্রাক্-কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ প্রকৃতপক্ষে কায়স্থ রাজন্যবর্গের শাসনাধীনে ছিল বলিয়া জানা যায়;—সেই সকল রাজবংশের ইতিহাসই আমাদের জাতীয় ইতিহাস;—

বিশেষজ্ঞ কোনও পণ্ডিত কায়স্থ পত্রিকার পাঠকদিগকে সেই ইতিহাসের কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ...ন্দ মহাশয় কায়স্থ বিক্রমাদিত্য আদিশূরকে তাঁহার সংকলিত "রাজমালা" হইতে নির্ম্মমভাবে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন;—কোনও পণ্ডিত তাহার প্রতিবাদ করুন না কেন? আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ বারভূঁইয়ার অন্তর্গত কায়স্থ ভৌমিক বীর পুঙ্গবদিগের জীবনী ও বংশেতিহাস এই পত্রিকায় আলোচিত হউক। বঙ্গদেশের কায়স্থ ভূম্যধিকারী, সচিব, বীর, কবি, সাহিত্যিক মহাত্মাদিগের জীবনী আমাদের এই প্রিয় পত্রিকায় প্রচারিত হউক। কায়স্থ-ধার্ম্মিক পুরুষ দিগের স্থাপিত বিগ্রহ-প্রসাদগুলির ইতিবৃত্ত ইহাতে সংগৃহীত এবং রক্ষিত হউক। প্রাচীন কায়স্থ কবিদিগের লিখিত অপ্রকাশিত পুস্তকের বিবরণ ইহাতে বাহির হউক। দেশের প্রাকৃতিক বা ঋতু পরিবর্ত্তনের ইতিহাস ইহাতে আলোচিত হউক। সংক্ষেপতঃ বর্ত্তমান কালের কায়স্থ-পণ্ডিতদিগের কৃত কার্য্যের (Activity সকল দিক, যথাযথরূপে আমাদের এই সমাজ-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হউক। সমগ্র বঙ্গদেশে কেবলমাত্র দুইখানি মাসিকপত্র প্রধানতঃ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ পণ্ডিত ও লেখকদিগের প্রতিভার পরিচয় প্রদান জন্য স্থাপিত আছে, লেখকগণের কৃপা হইলে, স্বসমাজ এবং স্বজাতির গৌরব সম্বন্ধে হইলে, এসকল অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। আমরা আশা করি, তাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বিলাতের কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতের একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাস সংকলিত হইতেছে। উহা দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত হইবে এবং বঙ্গদেশের ইতিহাস উহার দুইখণ্ড অধিকার করিবে। সুখের সংবাদ সন্দেহ নাই। অধিকতর সুখের কথা এই যে বঙ্গের ইতিহাস লিখিবার ভার বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের স্বজাতীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা কৃপা করিয়া এই ইতিহাস সংকলন সম্বন্ধে যথোচিত সাহায্য করুন। বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল আক্রমণ কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে কায়স্থ জাতির অভ্যুদয় কাল। মগধের শুঙ্গবংশ হইতে গৌড়ের সেনবংশ পর্য্যন্ত যতগুলি বংশ এদেশে স্বাধীন ভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন, সকলগুলিই কায়স্থ বংশ। সেনবংশের প্রতিপত্তি লোপের পরেও বঙ্গদেশ অর্দ্ধস্বাধীন কায়স্থ ভৌমিক বা ভূম্যধিকারীগণের শাসনাধীন ছিল। মোগল সম্রাট্ আকবরের সময়েই এই স্বাধীনতা সম্যক্ লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক কায়স্থ জাতির অভ্যুদয় ও পতন বঙ্গদেশের ইতিহাসের এক অতি বিস্ময়কর এবং নিতান্ত আবশ্যক ঘটনা। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ের ন্যায় ইহা শতাব্দীকালমাত্র ব্যাপী নহে; এই শত শত শতাব্দীর কায়স্থেতিহাসের অনুসন্ধান এবং অনুশীলন অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার, সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাসমুদ্র দেখিয়া ভীত হইলে রামচন্দ্র সীতার উদ্ধার করিতে পারিতেন না, এবং আমাদের রাজপুরুষগণও সমস্ত পৃথিবীতে রাজ্যস্থাপন করিতে পারিতেন না। To do greatly, one must dare greatly." যে মহাপুরুষ এই অসাধ্য সাধন করিতে পারিবেন, নশ্বর জগতে অবিনশ্বর অমরত্ব তাঁহারই প্রাপ্য।

পরিশেষে, বঙ্গদেশীয় সমুদায় কৃতী সুলেখকদিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে তাঁহারা বৎসরে অন্ততঃ দুইটি করিয়াও প্রবন্ধ "কায়স্থ-পত্রিকা"কে ভিক্ষা দিয়া উহাকে নিজ নামের যোগ্য করুন, কিমধিকমিতি—

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

—— ——

সমাজপতি।

১৭৭৩ সনে রেগুলেটিং এক্‌ট্‌ পাশ হইলে ওয়ারিণ হেষ্টিংস্‌ বঙ্গদেশের গবর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন। তখন এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতের ইংরাজাধিকারে সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতা কাহার হস্তে? গবর্ণর ভাবিলেন তিনিই সকলের বড়, তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্যগণ ভাবিলেন তাঁহারাই সকলের প্রভু, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ন্যায়াধীশ সার ইলাইজা ইম্পা মনে করিলেন ক্ষমতায় ও প্রভুত্বে ইংরাজাধিকৃত ভারতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই সন্দিগ্ধ-নেতৃত্বের ফলে বঙ্গের অবস্থা তখন শোচনীয় হইয়াছিল; কর্ণধার হীন তরীর ন্যায় কলিকাতায় ইংরাজের উদীয়মান শাসন প্রণালী টলটলায়মান হইয়াছিল; 'অরাজকে জনপদে' বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইয়াছিল। যতদিন না ধর্ম্মাধিকরণের বিচারশক্তি, মন্ত্রিসভার চিন্তাশক্তি ও গবর্ণর জেনারেলের শাসন-শক্তির যথাযোগ্যসীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ততদিন এই বিপ্লব, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার নিবৃত্তি হয় নাই।

আমাদের হিন্দুসমাজে আজকাল বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। এই সমাজ বিপ্লবের মূলানুসন্ধান করিতে আমাদিগকে বহুদূর যাইতে হইবে না। যেদিন হইতে আমাদের সমাজে নেতার অভাব হইয়াছে, সেই দিন হইতেই হিন্দুসমাজের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। শাসন ও সংরক্ষণ করিবার উপযুক্ত নেতা না থাকিলে, পরিচালকের অভাব হইলে বিপ্লবও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজ শাসন আমাদিগকে সামাজিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে। সেই স্বাধীনতা ক্রমে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হইয়াছে। সামাজিক স্বাধীনতার অপব্যবহার হইলে দণ্ডবিধান করিবে কে? দণ্ডের ভয় না থাকিলে, সংযত করিবার শাসন শক্তি না থাকিলে আমরা পদে পদে স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করি। স্বেচ্ছাচার, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, স্ব স্ব প্রধানতা, নিয়ম লঙ্ঘন ও নীতিতে উপেক্ষা যে বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছে, তাহার প্রতিবিধান সহজে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ত্তমান সামাজিক বিপ্লব ও উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের দেখা আবশ্যক হিন্দুসমাজের নেতৃপদে এখন কে কে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইহারা আপন আপন কর্ত্তব্য যথাসম্ভব প্রতিপালন করিতেছেন কিনা। তাঁহাদের পথে কি কি অন্তরায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইংরাজ ও মুসলমান শাসনের পূর্ব্বে ইহারাই হিন্দুসমাজের পরিচালকছিলেন, না অপর কেহ? তাঁহাদের স্থানচ্যুত হইবার কারণ কি? বর্ত্তমান অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা সমন্বয়ে কি উপায়ে হিন্দু সমাজে পুনরায় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে?

আমরা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে হিন্দুসমাজের কোন নিয়ন্তা, পরিচালক ও নেতা নাই। সামাজিক কুপ্রথা সকলের উচ্ছেদ করিয়া দুর্নীতি ও আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়া যথাবিধি সময়োপযোগী ভাবে সমগ্র হিন্দু সমাজকে পরিচালিত করিবার শক্তি কাহারও নাই। ধর্ম্মবিধি, সমাজবিধি, দেশাচার, লোকাচার আপন ভাবে যেখানে যতটুকু প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিয়াছে, সেখানে সমাজ ততটুকুই আপনাপনি শাসিত হইতেছে। জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, দেশভেদ আমাদের বিশাল-কলেবর হিন্দু সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিষম অনৈক্য ও অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে। এই অনৈক্যের ভিতরে ঐক্য, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিবার শক্তি কাহার আছে? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক, বৈদ্য, নবশাখ, শূদ্র প্রভৃতি হিন্দু সমাজের শাখা ও উপশাখা সকল আপন আপন

গণ্ডীর অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্র সৃষ্টি করিয়া আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়াছে। এই সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতির অন্তর্গত উপজাতি, উপসম্প্রদায়, উপশাখা ও দেশগত পার্থক্য এত অধিক যে হিমাচলের ন্যায় একতাসূত্রে গ্রথিত, সুদৃঢ় হিন্দুসমাজ এখন আকর্ষণ বিহীন অসম্বদ্ধ সাহারার বালুকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে সমাজ বৌদ্ধ ও যবন বিপ্লবের বিষম বাত্যা হেলায় বহন করিয়াছিল, তাহা এখন বালকের ফুৎকারে উড়িয়া যাইতেছে।

কোন জাতি বিশেষের হস্তেও অপর জাতির শাসন ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে আপন সমাজ শাসন করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতি সকলের উপর তাঁহার প্রভুত্ব নাই। ব্রাহ্মণ বলিতে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, অগ্রদানী, আচার্য্য, ভাট ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ, নমঃশূদ্রের ব্রাহ্মণ, মুচির ব্রাহ্মণ, ডোমের ব্রাহ্মণ, হাড়ির ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ উপজাতি বুঝায়। ইঁহাদিগেরই বা কে কাহার সমাজ শাসন করিবার অধিকার দাবী করিতে পারেন? এক ব্রাহ্মণ-সমাজ অপর ব্রাহ্মণ-সমাজের বিধি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রবর্ত্তিত পথে ধাবিত হয়। একদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজ দেশান্তরবাসী সেই জাতীয় ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে রীতিনীতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ব্রাহ্মণেতর জাতি সকল শ্রাদ্ধ শান্তির সময় পুরোহিতের উপদেশানুসারে কতক পরিমাণে চালিত হইলেও সামাজিক বিষয়ে ব্রাহ্মণের আনুগত্য স্বীকার করে না। অপর জাতির উপর ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকার কেবল এক পৌরহিত্য বিষয়। অপর জাতির বিবাহে, কুলমর্য্যাদায়, পানভোজনে, লোক-লৌকিকতায়, সমাজ-সামাজিকতায় ব্রাহ্মণ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। বহু-দিনের পরিচয় ও আত্মীয়তার খাতিরে পুরোহিতের পরামর্শ অনেক সামাজিক ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তিবিশেষের আত্মীয়তামূলক অধিকার দ্বারা ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকার সূচিত হয় না। ঐরূপ ক্ষেত্রে গ্রামবাসী অনেক বর্ষীয়ান্ ইতর জাতির পরামর্শও সাদরে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া ইহা মনে করা বাতুলতা যে সেই সকল ইতর জাতিই হিন্দু সমাজের নেতা। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত হিন্দুসমাজের পূজাপার্ব্বণ প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং শ্রাদ্ধবিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ইহা হইতে আমরা এরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না যে ব্রাহ্মণই হিন্দুসমাজের পরিচালক ও নেতা। ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের চালকত্ব স্বীকার করা অন্যায় ও অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই কর্ম্মফলের দেশে ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না

যে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম্ম সাধনের জন্য নিজেই দায়ী, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে মাত্র ব্রাহ্মণের কর্ত্তৃত্ব বিদ্যমান। আধ্যাত্মিক সাধন মার্গে ব্রাহ্মণ যেমন সহায় ও পথপ্রদর্শক—অন্যজাতিও সেইরূপ। বৈষ্ণবধর্ম্মে বহু কায়স্থ ও বৈদ্য ধর্ম্মগুরুর পদে আসীন রহিয়াছেন। সে যাহা হউক, পুরোহিত ও ধর্ম্মগুরু আমাদের জীবনের সহায় মাত্র—সমাজের নেতা ও চালক নহেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে অনেক স্থলে পুরোহিত না হইলে আদৌ চলেনা। কিন্তু বলিতে সঙ্কুচিত হই যে বিবাহাদি উৎসবে পুরোহিত যেরূপ অপরিহার্য্য, নরসুন্দর এবং রজক ও তদ্রূপ অপরিহার্য্য। উপনয়নাদি সামাজিক ব্যাপারে বাস্তকার, মালাকার, রজক, নরসুন্দর, কাহারও অধিকার কম নহে। এইরূপ পরস্পরের সাহায্যের উপর সমাজভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই সমাজের নেতৃত্ব দাবী করিলে উদর ও হস্ত পদাদির কলহে শরীরের যে অবস্থা হইয়া ছিল, হিন্দু সমাজের দশাও তাহাই হইবে। ব্রাহ্মণ, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি সমাজ-সেবক জাতিসকল একত্র মিলিত হইয়া সেবাকার্য্য হইতে বিরত হইলে কাহাকে ও সহজেই সমাজচ্যুত করিতে পারেন। সমাজের চালক ও নেতৃশক্তির অভাবে ইহারা সকলে মিলিয়া কতক পরিমাণে সমাজ রক্ষা করিতে পারেন। মুসলমান যুগে এইরূপে ব্রাহ্মণগণ বহুস্থানে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগণ হিন্দু সমাজের চালক ও নেতা নহেন। প্রকৃত নেতা যিনিই হউন, এখন তাঁহার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ও উপজাতি,সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় স্বাধীনভাবে যথাসাধ্য আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিতেছে। নবযুগের নবমন্ত্র ব্যক্তিগতস্বাধীনতা সে চেষ্টার এক বিষম পরিপন্থী। জাতি সকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঈর্ষাও হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার পথে এক মহা অন্তরায়। সকল জাতিই আত্মরক্ষায় সন্তুষ্ট না হইয়া আত্মোন্নতিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে। তাহার পরিণাম এই দাঁড়াইয়াছে যে সকল জাতিখণ্ডের সমাবেশে ও সমবেত শক্তিতে হিন্দুসমাজের দৃঢ়দুর্গ সুগঠিত হইয়াছিল, তাহারা এখন বিশ্লিষ্ট ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া পুরাতন হিন্দু সমাজকে জীর্ণ ও ভূমিসাৎ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ব্রাহ্মণ গুরু, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকার; তথাপি ব্রাহ্মণকে সামাজিক নেতৃত্বের আসন দিতে ইতস্ততঃ করিতেছি কেন? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে চাই যে ব্রাহ্মণ স্বয়ং স্বেচ্ছায় সমাজশাসন পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে দিন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পৌরহিত্যকে জীবনব্রত করিয়াছিলেন, যে

দিন ব্রাহ্মণ আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ধর্ম্মনেতার পদ লাভ করিয়াছিলেন, যে দিন ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে ব্রাহ্মণ—সর্ব্বজাতির নমস্য, বরণীয়, পূজনীয় ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মবিদ্, ত্রিকালজ্ঞ, লোকহিতরত ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মর্ষি,দেবর্ষি, মহর্ষি ব্রাহ্মণ সংসারের কলরব হইতে দূরে অপসৃত হইয়া সমাজের নেতৃত্ব, শাসন ও পরিচালন ভার পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। কতকটা অযোগ্যতা হেতুও বটে, কতকটা অনিচ্ছা বশতঃও বটে, ব্রাহ্মণ সমাজপতিত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অযোগ্যতা দ্বারা আমরা ইহাই বলিতে চাই যে সাধন প্রণালী, প্রকৃতি, লক্ষ্য, জীবন ও শিক্ষা ব্রাহ্মণের এমন ভাবে গঠিত যে এ সকল মণ্ডলগিরি ও শাসন ক্ষমতা তাঁহার মোটেই শোভা পায় না। দেশের বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত বিধি সংগ্রহ করিয়া তাহার সংস্কৃত সংস্করণ প্রকাশ করা ব্রাহ্মণের কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু বিধিসংগ্রহকার কিম্বা বিধিপ্রণেতা নব বিধানের প্রবর্ত্তক বা সমাজশাসক হইতে পারেন না। বিচারাধিকরণের উচ্চতম ন্যায়াধীশ সুবিচারক হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার বিচার ফল প্রয়োগ করিতে হইলে শাসন শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ নববিধি প্রণয়ন করিয়া জনসমাজের শাসন ও পরিচালন কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন, কিন্তু মাননীয় সদস্যবর্গ যদি মনে করেন যে তাঁহারাই দেশের প্রকৃত শাসক, তাহা হইলে তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইবেন না কি?

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাজাই আমাদের সমাজ শাসক ছিলেন। সামাজিক মর্য্যাদা প্রদান করিতে, সামাজিক নিয়ম ভঙ্গের অপরাধের দণ্ড প্রদান করিতে রাজার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। হিন্দু রাজত্বের সময়ে রাজা ব্রাহ্মণ প্রণীত বিধি দ্বারা পরিচালিত হইতেন। এখনও মহীশূর, বরদা, কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যে রাজাই সমাজপতি। তথায় সকল সমাজের হিন্দুই সামাজিক বিষয়ে রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য। সামাজিক তর্কের মীমাংসা রাজদরবারে, সমাজ শৃঙ্খলার বিধান রাজ বিধিতে, সমাজ পরিচালন রাজহস্তে। পালকোট, জসপুর, বিশ্রামগড়, সুরগুজা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজশক্তির কেন্দ্রেও ক্ষত্রিয়-রাজাই সমাজশাসক। শূদ্রতপস্বীকেও দণ্ড দিবার ভার ব্রাহ্মণের হস্তে ছিল না, রঘুরাজ শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে ছিল। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে কৌলীন্য ও শৃঙ্খলা বিধান করিবার ভার বল্লালসেনের হস্তে ছিল, সমাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের হস্তে ছিল না। ব্রাহ্মণকে সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করিতে, ব্রাহ্মণের সামাজিক পদমর্য্যাদা ও কৌলীন্যের বিধান করিতে কায়স্থরাজ বল্লালসেনই সমর্থ ছিলেন। বঙ্গে কায়স্থ

চিরদিনই ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিয়া আছেন। অথবা বঙ্গের ক্ষত্রিয়গণ চির
দিনই কায়স্থ নামে পরিচিত। পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুত, কায়স্থ, ক্ষত্রী প্রভৃতি
জাতিগণ ক্ষত্রিয়ের শাখা বলিয়া পরিচিত। কায়স্থ রাজগণ বঙ্গদেশে সমাজধর্ম
পালন ও সকল জাতির স্ব স্ব অধিকার রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; কায়স্থরাজার
আদেশে বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির কুলমর্য্যাদা নির্ণীত হইয়াছিল,
কায়স্থ রাজার আদেশেই বৈশ্য সুবর্ণ বণিক ও সাধুকার (সাহা) গণ অনাচরণী
জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের সাধ্য হয় নাই সে দণ্ড বিধির
বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিতে পারে। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর ক্ষত্রিয় রাজগণ ভারতে
হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজপুত ক্ষত্রিয়গণের সাহায্যে কুমারিল ও
শঙ্কর বৌদ্ধপ্রভাবের নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিত্ররাজগণ ও
রাজপুত যোদ্ধা সকল না থাকিলেও কুমারিলের প্রতাপ শঙ্করের বাণী সা
কল্লোলের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া যাইত। মুসলমান শাসনকালেও ক্ষ
অধীনরাজ ও জমীদারগণ হিন্দুসমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের যুক্তিবল
ক্ষত্রিয়ের শাসনবল, ব্রাহ্মণের বিধি ও ক্ষত্রিয়ের শক্তি উভয়ে উভয়ের অনুপূর
রূপে হিন্দুত্বে সমাজ ও ধর্ম্ম এতকাল রক্ষা করিয়াছে। বঙ্গে বৌদ্ধযুগাবসা
হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘোষণা করিতে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বুদ্ধি
শক্তি—মস্তিষ্ক ও বাহুরূপে কায়া ছায়ার ন্যায় আগমন করিলেন। কর্ম্মকাণ্ড
ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে হিন্দুত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহার দাসানুদাস
ক্ষত্রিয়বীর কায়স্থ জমীদারগণ কায়মনোবাক্যে হিন্দুত্বের ধ্বজা সযত্নে গ্রামে গ্রা
পল্লীতে পল্লীতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কায়স্থ বৌদ্ধপ্রভাবে ও মুসল
শাসনে স্বধর্ম্ম ভুলিয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া সমাজ নেতৃত্ব পরিহার করিয়া হিন্দুত্বের
সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ শতচেষ্টা করিয়াও তখন সমাজ
করিতে পারেন নাই। আবার যখন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হ
হিন্দুত্বের মান রক্ষা করিতে আগুয়ান হইয়াছিলেন, তখনই ব্রাহ্মণের বিজয়
চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইয়াছিল।

মদগর্ব্বিত মোহান্ধ ব্রাহ্মণ কুক্ষণে পরশুরাম সাজিয়া ক্ষত্রিয় শক্তি স্ব
গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার পরিণাম কি, পুরাণপাঠক অব
আছেন। অরাজকতায় দেশ উৎসন্ন হইল, রাক্ষসের অত্যাচারে মুনিঋষিদি
আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ক্ষত্রিয়কুমার বালক রামচন্দ্রকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে
সে অবিমৃষ্যকারিতার জন্য জীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিতে হইয়া

…ব্রাহ্মণ সমাজ কায়স্থকে নিগৃহীত করিয়া ক্ষাত্রশক্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে
…য়াছিলেন। সে পাপে সমাজে বিপ্লববন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। সপ্তদশ
…মান অশ্বারোহী বঙ্গ বিজয় করিয়া বাঙ্গালীর মুখে চির-কলঙ্ক-কালিমা লেপন
…রিয়া দিয়াছিল। কায়স্থ ‘দাসত্ব’ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ব্রাহ্মণের অপযশ কাহিনী
…না করিয়াছিল। ব্রাহ্মণের সে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে।
…সমাজ বিপ্লববহ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। বঙ্গে ব্রাহ্মণের অদূরদর্শিতায়
…ধর্ম্মের মূল শিথিল হইয়া বহু উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, গ্রামে সমাজবন্ধন
…হইয়াছে। নগরে উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছচারিতার অবাধ স্রোত প্রবাহিত
…তেছে, উপজাতি সকল ব্রাহ্মণ্যের অধিকার দাবী করিতেছে।

…ইংরাজাধিকারে কায়স্থের রাজকার্য্যে একাধিপত্য নাই। শিক্ষা বিস্তারের
…সঙ্গে আব্রাহ্মণ সকল জাতিই আপন আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম ও ব্যবসায় ত্যাগ
…কায়স্থধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লালায়িত। কায়স্থগণও অনেকে অসি ও মসী
…করিয়া অগত্যা চিকিৎসা ও বাণিজ্যের দ্বারা উদরান্ন সংস্থান করিতে
…হইয়াছেন। সমাজপতি কায়স্থের পতনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের পতন
…ছে। এতকাল ব্রাহ্মণগণ বেদ রক্ষা করিতেছিলেন, বৈদ্যগণ চিকিৎসা শাস্ত্র
…করিতেছিলেন, আর ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ সমাজ রক্ষা করিতেছিলেন। এখন
…কলহে প্রবৃত্ত হইয়া হেষ্টিংস্, ফ্রান্সিস্ ও ইলাইজে ইম্পির ন্যায় সকলেই
…ছেন, আমিই বড়, আমিই সমাজপতি।’ পুনরায় যদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও
…একযোগে সমাজ রক্ষায় যত্নশীল না হন, পুনরায় যদি কায়স্থের সমাজপতিত্বে
…ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও সহযোগী সাজিয়া সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোযোগী না হন,
…সামাজিক-বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ
…ভস্মীভূত হইয়া সোণার বাঙ্গলা শ্মশানে পরিণত হইবে। নিরপেক্ষ
…শাসনে সমাজে এত ক্ষতি হইতে পারে না, আন্তর্জাতিক কলহ, দ্বেষ,
…বৈর ও পরস্পর পরস্পরকে উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা দ্বারা যত ক্ষতি হইতেছে।
…কি বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণের বুঝিতে বিলম্ব আছে যে সমাজে তাঁহারা বেদবিদ্
…ব্যবস্থাকার, শাস্ত্র প্রণেতা ও ন্যায়াধীশ, কিন্তু কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ চিরকালই
…হিন্দু-সমাজের **সমাজপতি**।

শ্রীরসিকলাল রায়।

বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ

ও

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের কর্ত্তব্য।

ভূপৃষ্ঠ যেমন স্তরে স্তরে, সৃষ্ট হিন্দুসমাজও সেইরূপ স্তরে স্তরে সংগঠিত। এই সুবিস্তৃত হিন্দু-সমাজের এক বিশিষ্ট স্তরই কায়স্থ জাতি। তদন্তর্গত ক... দেশীয় কায়স্থ-সমাজই ভারতীয় আর্য্যজাতির প্রদীপ্ত প্রতিভার বিলসনস্থল— কায়স্থ-কুল-তিলক প্রতাপাদিত্য, মুকুন্দরামরায়, চাঁদ ও কেদার রায়ের বীর্য্য প্রদর্শনাঙ্গন—কাশীরাম ও মধুসূদন দত্তের কবিত্ব—সরোজ-সরোবর—স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেন, পাল, ভোজবংশাবলীর রঙ্গভূমি। কায়স্থের জাতীয় হৃদয়ে যে আশার একটী অপূর্ব্ব কানন ফুটিয়াছিল সে আশার কানন এক্ষণে শোকের ভয়ঙ্কর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এ জাতি এক্ষ... কঙ্কালময়ী ও গৌরবচ্যুতা। যে জটিল গ্রন্থিদ্বারা এই জাতির উন্নতি-চক্র সংরুদ্ধ তাহা কাটিলে চলিবেনা। ইহাকে ধীরে ধীরে খুলিতে হইবে। উন্নতি... স্রোত বদ্ধ হওয়ায় যে সকল শৈবাল দাম জন্মিয়াছে তাহা উঠাইয়া ফেলি... হইবে। শৈবাল দাম ও পঙ্করাশি উঠাইয়া ফেলিলেই সংরুদ্ধ জাতীয় তরঙ্গি... আবার সাগরাভিমুখিনী হইবে। আবার এই চিতাভস্ম হইতে অগ্নিস্ফুলি... সকল দেখা যাইবে। প্রধূমিত প্রতিভা-বহ্নি আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে... অদৃষ্টচক্র আবার উর্দ্ধনেমি হইবে।

সত্যবটে এক সময়ে এই বিরাট কায়স্থ জাতি সহস্রাধিক বৎসর সমগ্র ভারত... বর্ষের অর্দ্ধাংশ পরিমিত ভূমিখণ্ডে স্বাধীনভাবে এবং দুর্দ্দান্ত প্রতাপে শাসনদ... পরিচালনা করিয়া অন্যান্য ভারতীয় জাতির সুখ দুঃখের নিয়ন্তা ছিলেন—ইহা অভ্রান্ত সত্য যে, যে সময়ে আর্য্যসন্তানগণ যবনের পদদলিত হইতেছিল এ... যে সময়ে চন্দ্র-সূর্য্য-বংশে কতিপয় নিস্তেজ নক্ষত্র স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছি... এবং যে সময়ে ভারতবর্ষ পূর্ব্বতন গৌরবভ্রষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে ঘোর তিমির... কলঙ্কসাগরে ডুবিতেছিল সে সময়েও এই বঙ্গদেশে বঙ্গীয় কায়স্থের ... ভেরীর গভীর নিনাদ জলদ গম্ভীরস্বরে বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত হইতে... এবং মহাসাগরের মহাতরঙ্গের ন্যায় শত্রুহৃদয়ে প্রতিঘাত করিয়াছিল কিন্তু... দিন আর নাই। সে স্পর্দ্ধা সে ক্ষমতা সে প্রতিভা যেন চিরতরে কালসাগরে... কুক্ষিগত হইয়াছে। যদি কেহ ভীম গুণান্বিত ভাবের সমাবেশস্থলে মাধু...

কোমল সৌন্দর্য্য অথবা বিশালসাগরের ভয়াবহ দৃশ্যের বিনিময়ে প্রভাত কমলের অঙ্গবিলাস কিম্বা পর্ব্বতবিদারক তূর্য্যনিনাদের স্থলে কোমল বীণা-ধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি বঙ্গীয় কায়স্থজাতি সমীপে সমাগত হউন। অদৃষ্টচক্রের বিষম বিবর্ত্তন দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া আরও দেখিবেন যে, এ জাতির জীবাত্মা গিয়াছে কেবল দেহ পড়িয়া আছে—সত্য গিয়াছে সত্যের আবরণমাত্র রহিয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান সময়ে রাজ সেবায় অন্যান্য জাতি হস্তক্ষেপ করায় পর-পরিতুষ্টির বিনিময়ে ধনাগমে সফল মনোরথ হইতে না পারিয়া জীবিকা নির্ব্বাহে সমূহ কষ্টভোগ করিতে এই কায়স্থ জাতিই যেন বিধাতাকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ সুশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আশানুরূপ ফলোদয় না হওয়ায় এ জাতি দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। জাতীয় কপোলে যে বিষাদ-কালিমা পড়িয়াছে তাহা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতেছে। অর্থাভাব বশতঃই রাজার জাতি ঘৃণিত দাস-দাসীরূপে পরিণত হইয়া কত নীচ জাতির পাদুকাঘাত সহ্য করিয়া জঠরজ্বালার নিবৃত্তি করিতেছে। বর্ত্তমানকালে অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলন ব্যতীত জীবিকার্জ্জনের গত্যন্তর নাই। এমতাবস্থায় অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় কিন্তু তাহা ব্যয় সাপেক্ষ। সে ব্যয় বহন করিবার শক্তি কায়স্থ সমাজের অনেকেরই নাই; সুতরাং ভবিষ্য বংশধর-গণ কি প্রণালীতে যে সংসারক্ষেত্রে জীবনধারণে সমর্থ হইবে এই চিন্তাই মুখ্য চিন্তা এবং এই লক্ষ্যই মুখ্য লক্ষ্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এখন হইতেই নেতৃবৃন্দ অভিলষিত বিষয়ের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হউন নতুবা ক্ষুধাতুরের সম্মুখে খাদ্য ও পিপাসার শুষ্ককণ্ঠ ব্যক্তির নিকট যথাসময় জল প্রদান না করিলে যে বিষম দুর্দ্দশা ঘটে বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিরও তাহাই ঘটিবে। সৌভাগ্য-চন্দ্রমা অভাব-রাহুগ্রস্ত হইয়া কায়স্থ জাতিকে অনন্ত তিমিরে ডুবাইয়া দিবে। প্রতিভা-সূর্য্য আর উদিত হইবেনা। যে তামসী নিশি আসিবে তাহা আর পোহাইবে না। রত্নরাজি কালসাগরের অতলজলে ডুবিয়া যাইবে, আর কখনই উঠিতে সমর্থ হইবে না।

প্রায় সমস্ত দেশেরই উন্নতি-সৌধ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা ও ক্ষমতার অটলভিত্তির উপরেই সংস্থাপিত হইয়াছে। অতীত ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ফরাসি-বিপ্লবে নেপোলিয়ান, আমেরিকার স্বাধীনতা লাভে ওয়াসিংটন, ইটালীর পুনরুত্থানে গ্যারিবল্ডী নিদানীভূত হইয়া অনন্তকাল

ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা ও প্রতিভার অসীম ক্ষমতা বিজ্ঞাপিত করিবে। সাধারণ সাংসারিক জীবনে ও ব্যক্তিবিশেষের যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা পরিবার বিশেষ সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হইতে দেখা যায়। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দ্বারা কান্দীর রাজপরিবার, কান্তমুদির দ্বারা কাশীমবাজারের রাজবংশ এবং নবকৃষ্ণ দেব দ্বারা দক্ষিণরাঢ়ীয় গোষ্ঠিপতি শোভাবাজারের রাজন্যবর্গ—এইরূপে শত সহস্র ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা শত সহস্র পরিবার উন্নতি-সোপানে অধিরূঢ়, সম্মান-পদবীতে সমারূঢ়, গৌরব প্রভায় উদ্ভাসিত পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় কায়স্থের দারিদ্র-দুঃখ নিরাকরণ জন্য এবং দরিদ্র কায়স্থ সন্তানগণের সুশিক্ষা সমাধান নিমিত্ত আমরা অসঙ্কোচে প্রথিতনামা ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ কায়স্থ কুলীনকুল সমুদ্ভূত ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়ের নিকট যথেষ্ট প্রত্যাশা করিতে পারি। বর্ত্তমান সময়ে এ দুঃস্থ কায়স্থ সমাজের ভেলা স্বরূপে তিনিই এ জাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ। মহাত্মা ঘোষ ব্যবহারশাস্ত্র-জ্ঞানের মহিমায় রাজোচিত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, তদ্দ্বারা দরিদ্র কায়স্থসন্তানের সুশিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা করিলে, একদিকে যেমন হৃদয়-মাহাত্ম্য ও স্বজাতি হিতৈষণা, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শনের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেদীপ্যমান রাখিয়া, ইহকালে অশেষ যশ এবং পরকালে অনন্তস্বর্গ লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। সাগর না হইলে স্রোতস্বিনী সকলকে কে আর নিজাভিমুখিনী করিতে পারে? সমুদ্র ব্যতীত রত্নরাজি কোথায় মিলিতে পারে?

বিচারশক্তি ও ব্যবহার-শাস্ত্র-জ্ঞান চিত্রগুপ্ত বংশধরগণের স্বভাবসিদ্ধ পৈতৃক স্বত্ব সুতরাং তৎসমুদায়ে মহাত্মা ডাক্তার ঘোষের অধিকার স্বাভাবিক। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা কি চিত্রগুপ্ত বংশধর ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবপর হইত! পূর্ব্বপুরুষের সাধনার বলে, সমগ্র কায়স্থ জাতির বহু পুণ্যের ফলেই এহেন মহাপুরুষ বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন! সুতরাং সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি সমাজ-তরুর সুপক্ক ফলভোগ করিবে না কেন? অথবা সমাজতরু তাঁহার জল সিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইতে পারিবে না কেন? যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ একদিন অসংখ্য মানবমণ্ডলীকে সুশীতল ছায়াদানে স্নিগ্ধ করিত আজ সে গলিতপত্র ও শুষ্কদেহ কিন্তু সেই বটবৃক্ষের বীজ বিশেষ যদি প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া দিগন্তপ্রসারী শাখাবিশিষ্ট হয়, তবে কি তাহার শাখা বাহুদ্বয় বিশাখ ও বিশুষ্ক মূল বৃক্ষকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণের প্রখর জ্বালা হইতে রক্ষা করা দোষাবহ?

ডাক্তার ঘোষ মহোদয়ের ধর্ম্মমত যাহাই হউক, তিনি মকরন্দ ঘোষের বংশধর স্বরূপে এবং কুলীন কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ও গৌরবান্বিত হইতে চাহেন না—এরূপ হইতেই পারে না। অতএব উপস্থিত সঙ্কটকালে দরিদ্র কায়স্থ সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা সংস্থাপনে, পতনোন্মুখ হতভাগ্য কায়স্থজাতিকে রক্ষা করিয়া, অবসন্ন ও মৃতপ্রায় স্বজাতির স্নায়ুমণ্ডলীতে নববল সংযোজনা করিয়া সহৃদয়তা ও জাতীয়তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সংস্থাপনে, ইহকালে অপার আনন্দ ও পরকালে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হইতে ইচ্ছুক হইবেন না, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাতঃস্মরণীয় বেহারী-কায়স্থ-কুল-তিলক মহাত্মা মুন্সী কালীপ্রসাদ নিঃসন্তান এবং বহুধন সম্পদের অধিকারী ছিলেন। শুনিয়াছি অবস্থায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে দত্তকপুত্র গ্রহণে অনুরোধ করায় উক্ত মহাত্মা তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন "তুমি একপুত্র রাখিতে চাও; তুমি কি শত সহস্র পুত্র দেখিতে পাইতেছ না"? অবশ্য শত সহস্র দরিদ্র কায়স্থ সন্তানগণকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলিয়াছিলেন; বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত পিতার ন্যায় শত সহস্র দরিদ্র কায়স্থ সন্তানের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার কথার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। নিষ্ঠুর কালকীট বহুদিন হইল তদীয় জীবন-তন্তু ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে বটে কিন্তু যুগের পর যুগ আসিবে তথাপি জাতীয় হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত তাঁহার সূক্ষ্ম কীর্ত্তিময়ী মূর্ত্তি সজীব থাকিয়া চিরকাল কালের সর্ব্বনাশিনী শক্তির সহিত স্পর্দ্ধা করিতে থাকিবে। এবং সে গৌরব-মুকুট, সে দেব-দুর্ল্লভ শিরস্ত্রাণ অনন্তকাল সেই মহাপুরুষেরই শিরোভূষণ স্বরূপে দেদীপ্যমান থাকিবে।

যাহা বেহারে ঘটিয়াছে তাহা কি বঙ্গে ঘটিতে পারে না? মুন্সী কালীপ্রসাদে যাহা সম্ভবপর তাহা কি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষে সম্ভাবিত নহে? আশা জাতীয় জীবন সঞ্চারের মহামন্ত্র, সুতরাং আশা পরিত্যাগ করিব কেন?

স্বজাতির প্রতি সমবেদনা স্বাভাবিক বৃত্তি। এই স্বভাব নিয়োজিত বিষয়ে দোষারোপ অন্যায় ও অবৈধ। তাহা হইলে অনেকস্থলে বিধাতাকেই দোষী করিতে হয়। কারণ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে এই পৃথিবী অদূরের অই বায়ু-হিল্লোল, অনতিদূরের-ঐ মেঘমণ্ডল এবং বহুদূরস্থ অই সূর্য্য চন্দ্র—এ সমুদায়েরই এক সৃষ্টিকর্ত্তা; কিন্তু এ ভূভাগের সর্ব্বত্র সমভাবে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু-হিল্লোল এবং মেঘমণ্ডল দর্শনীয় নহে—কোথাও কম কোথাও বেশী। সুতরাং তজ্জন্য বিধাতাকে পক্ষপাতী বলা কি যুক্তি সঙ্গত? যদি তাহা না হয় তবে কায়স্থকুল সমুদ্ভূত

কুলীন ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বজাতির দুঃখ-নিরাকরণ মানসে সুশিক্ষা বিধানার্থ যদি তাঁহার ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন তবে তাহাও পক্ষপাতিত্বে দোষণীয় নহে। বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বে এই বঙ্গদেশেও মহাত্মা মো-হশেন কেবল মুসলমান বালকদিগের সুশিক্ষা ব্যপদেশে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গবর্ণমেণ্ট হস্তে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত কুলীন মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও দুইলক্ষ টাকা কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেবায় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের পদাঙ্কানুসরণে ডাক্তার ঘোষ মহোদয়ের এইরূপ দানও পক্ষপাতদোষে দূষিত হইতে পারেনা।

রক্তমাংসবিশিষ্ট মানুষ মানবীয় ধর্ম্ম তাহার জ্ঞাতি ও স্বজাতির প্রতি অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা একটু বেশী অনুরাগ না দেখাইয়া থাকিতে পারে না। এই স্বভাবনিয়োজিত অনুরাগে অথবা আকর্ষণ বা সঙ্কর্ষণ শক্তির প্রবল তাড়নায় ডাক্তার ঘোষ মহাশয় কেবল কায়স্থ সম্প্রদায়ের প্রতি বেশী সহানুভূতি প্রদর্শনে ধর্ম্মতঃ এবং ন্যায়তঃ বাধ্যও বটে।

স্বদেশ স্বর্গরাজ্যে পরিণত হউক, স্বজাতি রাজোচিত সৌভাগ্য সম্ভোগ করুক ইহাই প্রকৃত মহাপুরুষের অন্তস্তলস্থিত অবশ্যম্ভাবী বাসনা—এ আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণে যিনি নশ্বর শরীর গলাইয়া স্বজাতি যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে পারেন তিনিই ধন্য—তিনিই নরলোকে দেবতা। যিনি পরদুঃখকাতর, কেবল নিজের স্বর্গনরক লইয়া ব্যস্ত নহেন এহেন মহাপুরুষ কখনও ধন পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিতে পারেন না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে—বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দেশে—রঘু-বলি-অধ্যুষিত প্রদেশে অর্থ দানের জন্য—পর-দুঃখ-বিমোচন নিমিত্ত—সদনুষ্ঠান জন্য। সুতরাং মহাত্মা ডাক্তার ঘোষ মহোদয় তাঁহার জ্ঞাতি ও স্বজাতির দুঃখ বিমোচনে মুক্তহস্ত হইতে কখনই উদাসীন হইতে পারিবেন না। দুশ্চিন্তার অনন্ত প্রবাহে স্বজাতির হৃদয় আলোড়িত হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রতিভা ও কার্য্যকরী শক্তি আশঙ্কা ও অভাবের প্রবল তাড়নায় অবনত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এ সময়ে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কায়স্থ-সমাজ সঞ্জীবিত হইতে দণ্ডায়মান। আশা করি সমাজের এ ন্যায়ানুমোদিত প্রার্থনা তাঁহার নিকট অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল ও নিরর্থক হইবে না! গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে তরঙ্গিণী জল-শূন্য হইয়া তরঙ্গ-রঙ্গে প্রধাবিতা হইতে অক্ষম হয় বটে কিন্তু বর্ষাগমে গিরিবক্ষে জলোৎসে শক্তি সংগ্রহ করিয়া জলধারায় পরিপুষ্টা হইয়া পুনরায় জল প্রবাহে তীরভূমি উদ্বেলিত করিয়া সাগরাভিমুখিনী হইয়া থাকে। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজও

দারিদ্র্য-দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া তাহার উন্নতি স্রোতে ভাটা পড়িয়াছে কিন্তু মহাত্মা ঘোষ মহাশয়ের অর্থ সাহায্য পাইলে এই প্রতিভা পূরিত কায়স্থ সমাজও জানা-…নে পুনরায় উন্নতি-মন্দাকিনী তরতর বেগে প্রবাহিত করাইতে সমর্থ হইতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে মহানুভব ডাক্তার ঘোষের অনুগ্রহ দৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক।

কেহ মনে না করেন যে আমি সাম্প্রদায়িক কালিমায় কলুষিত হইয়া অথবা পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি ভাবের প্ররোচনায় স্বনামধন্য মহানুভব ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়কে তাঁহার ধন-ভাণ্ডারের দ্বার কেবল কায়স্থ জাতির জন্যই উন্মুক্ত করিতে প্রার্থনা করিতেছি। সে ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। যে ভিত্তির উপর মহাত্মা ঘোষের জীবন-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সহসা দারিদ্র্য-ঝটিকায় ভূতলশায়িনী হইবে বলিয়াই আমার এ করুণ ক্রন্দন। এ কপোলে গভীর বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু বিদ্বেষ লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই—নেত্রদ্বয় নানা দুশ্চিন্তার আবেগে অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা বিকাশ পায় নাই।

ওই দেখুন নীলাকাশেই নির্ম্মল চন্দ্রমা ধীরে ধীরে আপনার সুশীতল কিরণ-জাল বিস্তার পূর্ব্বক দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে—তারকা স্তবক ধীরে ধীরে আকাশতলেই ফুটিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্বশোভা বিস্তার করিতেছে, এবং প্রকৃতি-দেবী কমনীয়ভাবে মোহিত হইয়া কেবল সমগ্র জগৎকেই ধীরে ধীরে স্বীয় জীবন্তভাবে অণুপ্রাণিত করিতেছে সুতরাং মহাত্মা ঘোষ মহোদয়ই বা কেন স্বীয় জাতীয়াকাশে ধন-বিকীরণে উদ্ভাসিত করিতে বিরত হইবেন?

উপসংহারে আমার ইহাই প্রার্থনা যে বিধাতা যে, মহাশক্তি দ্বারা মহাত্মা কর্ণকে প্রাণাধিক পুত্র সমর্পণে, মহাপ্রাণ শিবিকে স্বীয় দেহার্পণে, মহর্ষি দধীচিকে অস্থি প্রদানে নিয়োজিত করিয়াছিলেন সেই বিধাতা সেই মহাশক্তি দ্বারা মহানুভব ডাক্তার রাসবিহারীর হৃদয় ফলকে সেইভাবে অণুপ্রাণিত করিয়া দুঃস্থ কায়স্থ সন্তানগণের দুঃখ নিরাকরণে নিযুক্ত করুন এবং তাঁহার দয়াল নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

সেখ শুভোদয়া।

বঙ্গদেশে কোন্ সময়ে মুসলমানগণের শুভ উদয় বা আগমন হইয়াছিল এই গ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানা অতিপ্রাচীন, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের সারাংশ এই যে মকতুমসহজালালউদ্দিনতবরেজ নামক কোন মুসলমান ফকীর লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্ব কালে গৌড়ে আগমন করেন। মহারাজ যে দিন গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা করিতে ছিলেন, তিনি দেখিলেন জলের উপর দিয়া এক 'কৃষ্ণাম্বর' পরিহিত ব্যক্তি হাঁটিয়া চলিয়া আসিতেছে। তৎপরে উভয়ের পরিচয় হইল, ফকির গৌড়ে বাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার ধর্ম্মভাবে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ তাহাকে ভূমিদান করেন।

ঐতিহাসিকতাঃ—সেখ শুভোদয়া গ্রন্থে কতটা ঐতিহাসিক বিবরণ আছে তাহা আমরা বলিতে অক্ষম। গৌড়ের ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে, "জালাল উদ্দিন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে গৌড়ে আগমন করেন লক্ষ্মণসেন, তাঁহার ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার সমাদর করেন। রাজ-সভায় পণ্ডিতদের নিকটও তিনি সমাদৃত হন; লক্ষ্মণসেনই তাহাকে মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিবার জন্য পাণ্ডুয়ায় ভূমিদান করেন। আমরা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দিহান।" রজনী বাবুর এইরূপ সন্দিহান হইবার কারণ থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু ইহাতে যে একটুকুও ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নাই এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। অন্ততঃ এই পুস্তক পাঠ করিলে এক অতীতযুগের বাঙ্গালার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণের যে আভাস পাওয়া যাইবে তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।—আমরা পাঠকগণের উপর সুবিচারের ভার অর্পন করিলাম।

গ্রন্থপ্রাপ্তির বিবরণ ঃ—"সেখ শুভোদয়া" পাণ্ডুয়ার এক মস্‌জিদে যত্নের সহিত রক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছিল। ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় ইহা জানিতে পারিলে সেই মস্‌জিদ্ হইতে এই পুস্তকখানা বাহির করিয়া আনেন, এবং ১২.. সনের ফাল্গুনের সাহিত্যপত্রিকায় এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ বাহির করেন। ... চেষ্টায় আমরা শুভোদয়ার এক খানা নকল হস্তগত করিতে পারিয়াছি, আজ তাহাই পাঠকগণের কৌতুহল চরিতার্থের জন্য প্রকাশিত হইল।

মন্তব্য—"সাত নকলে" যেমন "আসল খাস্তা" হয় এই পুস্তকের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। হলায়ুধ মিশ্রের ভাষার সঙ্গে ইহার ভাষার ঐক্য ...

আছে, আর আমাদের নকলীকৃত পুঁথিতে এত ভুল দৃষ্ট হয় যে তাহা প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে বিব্রত করিতে আমরা সঙ্গত মনে করি না। এইজন্য আমরা শুদ্ধ পাঠই প্রকাশ করিলাম; আশা করি ইহাতে কাহারও আপত্তি হইবে না। তবে, পাঠকগণ মনে রাখিবেন, "সেখ শুভোদয়া" একখানা কাব্য গ্রন্থ, ইহার রচনায় নয়টী রসই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে; "মেঘদূতের" পাঠকগণও স্থানে স্থানে এই পুস্তক পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব সন্তুষ্ট হইয়া সেখকে ভূমিদান করেন। সহ-জালালের পরিত্যক্ত সম্পত্তি এখন "বাইশ হাজারী" বলিয়া কথিত হয়। পাঠকগণ মনে রাখিবেন এই পুস্তকের সঙ্গে একটী বিশাল সম্পত্তির সম্বন্ধ আছে। অতএব ইহা একখানা দানপত্ররূপেও গৃহীত হইতে পারে। কোন কালে বোধ হয় এই পুস্তক দ্বারা উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পাঠকগণ কাব্য ও ইতিহাস এই উভয়বিধ ভাবেই ইহা পাঠ করিতে পারেন।

গ্রন্থারম্ভঃ।

শ্রীগুরবে নমঃ।

(১)

গঙ্গাতীরে মহাত্মা নৃপবর তিলকো লক্ষ্মণঃ ক্ষৌণীপালো, জিষ্ণুর্লেখ-প্রকটিত-মহিমাদর্শয়ন্‌জাহ্নবীঞ্চ। আয়াতঃ পশ্চিমান্তাদ্দিশিদৃশিদদৃশে শাসয়ন্ পূজ্যমানং ক্রূতে কস্ত্বং কথন্ত্বং পুনরপিনৃপতিং সন্নিধানা দ্বভাষে॥

(ততোরাজামনসাবিচিন্ত্য)

প্রণম্য শিরসাদেবীং গঙ্গা গঙ্গেতি কীর্ত্তনাৎ।
অপশ্যৎ পশ্চিমায়ান্তং জলোপরিচ পার্থিবঃ॥
কৃষ্ণাম্বরধরঃ শূরঃ শিরোবেষ্টনতৎপরঃ।
শাঘ্রাচ্ছিঘ্রতরং বীক্ষন্নায়াতি নৃপসন্নিধৌ॥

বঙ্গানুবাদ—একদা গঙ্গাতীরে বসিয়া জিষ্ণু (জয়শীল লেখপ্রকটিতমহিমা) স্বর্গ রাজ্যাধিপতির তুল্য মহিমান্বিত নৃপকুলতিলক ভূপতি মহাত্মা লক্ষ্মণসেন, গঙ্গাকে দেখিলেন যে, পশ্চিম প্রান্ত হইতে আসিয়া কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত ... কোন এক ব্যক্তি উষ্ণিষ বন্ধন করিতে করিতে পশ্চিম দিকে থাকিয়াই দূর হইতে ভয়ার্ত্ত ব্যক্তিগণকে শাসন বাক্য বলিতে বলিতে অতি দ্রুত গতিতে নিকটে আসিয়া রাজাকে পুনর্ব্বার বলিল কে তুমি? কেন এখানে আসিয়াছ? তখন লক্ষ্মণসেন, বিস্ময় চিত্তে গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া অবনত মস্তকে গঙ্গা দেবীকে

নমস্কার করিয়া পশ্চিমদিক হইতে আগত জলের উপরিভাগে (সেক আখ্যাধারী) ঐ ব্যক্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজানং পৃষ্টবান্ সেকঃ কস্য পুত্রোভবানিতি। কথমেত ন্নভাষেত্বং ব্রবীম্যেত্বং পুনঃ পুনঃ ॥ বিজ্ঞায় সকলং তস্য বিমৃষ্যচ নৃপাত্মজঃ। সক্রোধশ্চ প্রাহ সেকং রাজা, বচনমব্রবীৎ। ১

বঙ্গানুবাদ—সেক রাজাকে বলিল—এ কি রকম আপনি কাহার পুত্র আমি বারম্বার এইরূপ বলিতেছি আপনি কথাই কহিতেছেন না ?

রাজপুত্র (লক্ষ্মণসেন) তাহার ব্যাপার বুঝিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কথা আরম্ভ করিয়া ক্রোধের সহিত সেককে বলিলেন ।১

রাজোবাচ—অত্যদ্ভুতং কর্ম্ম ময়ৈবদৃষ্টং জলাৎ সমুত্থোঽপ্যবিপদ্যমানঃ।
তপপ্রভাবোপচয়ৈর্ব্বিভাতি কস্ত্বং হি পৃচ্ছেন্নিতি মে বিতর্কঃ ॥
জলাৎ বিভ্রময়তে যস্ত, কৃষ্ণাম্বর ধরোঽপিচ।
কথ মেতন্ন গায়েত ত্বাংজানামিনৃপাত্মজ ॥
জানাসিচেৎ মমাখ্যানং শ্রদ্দধামি তবোক্তিষু।

যতশ্চ।

উদীরিতার্থঃ পশুনাপি বুধ্যতে। বুধ্যন্তে ইমেব চ নাগাঃ। কথ মেতৎ?
অনুক্ত মপ্যূহতি পণ্ডিতোজনঃ, পরেঙ্গিত জ্ঞান ফলাহি বুদ্ধয়ঃ ॥

নোচেদ্বা।

বিজ্ঞায় পরিঞ্চ নারীং ছিন্নমূর্দ্ধাং পুন জীবেৎ সর্ব্বং মায়া প্রবর্ত্ততে ॥
ইত্যুদীরিত সকলং বিজানতোরাজ্ঞঃ চিদি ফল কামঃ সেকঃ স্বপানি মুদ্ধৃত্য প্রহসিত বদনঃ শনৈঃ শনৈঃ রুপগম্য নৃপংবভাষে ।২

রাজা স্বগত বলিতে লাগিলেন ! আমি ইহার লোক বিস্ময়কর কর্ম্ম দেখিলাম জলের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া কোনরূপ বিপন্ন হয় নাই ইহা তপস্যার প্রভাব বলিয়াই বোধ হইতেছে। (কিন্তু) আমাকে "কে তুমি' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে কেন ? ইহাই মনে আলোচনার বিষয়।

যে ব্যক্তি ঐরূপ কালোরঙ্গের সুন্দর কাপড় পরিধান করিয়া জলের উপর বিচরণ করিতেছে সে কেন বলিতে পারে না যে "রাজপুত্র তোমাকে আমি জানি।" যাহা হউক যদি আমার বৃত্তান্ত বলিতে পারে তবেই ইহার কথার উপরে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়। যেহেতু স্পষ্ট করিয়া কথা বলিলে পশুতেও

বুঝিতে পারে। ওই (আমার নিকটে দণ্ডায়মান) হস্তীগুলিতেও বুঝিতে পারে। সে কিরূপে ? (একথা বলিলে প্রাচীন বাক্য দেখ) পণ্ডিতগণ অপ্রকাশিত বিষয়ও উহ্য করিয়া বুঝিয়া থাকেন পরের মনের ভাব বুঝিতে পারাই বিবিধ বিদ্যার ফল। অথবা মায়ার প্রভাবে যেরূপ দেখাযায় ছিন্নমস্তকোপরি রমণীগুলি পুনর্ব্বার বাঁচিয়া উঠে তাহাই হইবে। এইরূপ উপরোক্ত বিষয় গুলি স্বগত সমালোচনতৎপর রাজার চিত্তে বিশ্বাসোৎপাদন কামনায় 'সেক' হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া সহাস্যবদনে ধীরে ধীরে রাজার নিকট আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল ॥২

ঈষজ্জহাস সেকোঽপি শরন্মেঘ সমধ্বনিঃ।
বাসিতেব দিশঃ সর্ব্বা বসন্তে সুরভির্যথা ॥
যত্তুক্তংতে ত্বয়া স্মাকং সেন বংশ সমুদ্ভবঃ।
লক্ষ্মণোভুবিখ্যাতো বিগীয়তে নৃপোজনৈঃ ॥
ত্বাং বিভেসি নরপতে শস্ত্রপাণিং প্রদৃশ্য চ।
ত্বদৈ্ববা দাগতোঽহঞ্চ পুনঃ কিম্বা বদিষ্যসি ॥

ততো রাজা সক্রোধঃ পুনঃ সেক মাহচ অস্মাকং—লোকৈর্ব্বিগীয়তে রাজা ? ত্বমপি কথমেতন্নগীয়তে ? অগ্রে দণ্ডছত্রাদিকং প্রবর্ত্ততে পৃথিব্যাঃ শাসিতাঽহং যস্মৈ প্রমাদোদীয়তে তৎপ্রাপস্যতে, যে, ন বিপ্রিয়ন্তে তে, ন ম্রিয়ন্তে। ত্বমপিচ অস্মান্ রাজা কথং ন ব্রূসে সর্ব্বলক্ষণোপেতোঽহং। পুন স্তমাহচ সেকঃ শৃনু, অহং ত্বাং নজানামি ; যদ্যপি নীচৈরপি পুরষ্ক্রিয়সে তদা ত্বমপি রাজা ব্রূয়সে কিঞ্চ ত্বমপি ব্রবীষি পৃথিব্যাঃ শাসিতা অহং ঃ ৩

শারদীয় মেঘ সদৃশ কণ্ঠস্বর সেক একটু একটু হাসিতে লাগিলেন, তাহার অঙ্গ সৌরভে বসন্ত কালের ন্যায় চতুর্দ্দিক গন্ধামোদিত হইল। (বলিতে লাগিলেন) হে সেনবংশাবতংস! আপনি আমাকে আপনার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন,—'লক্ষ্মণসেন পৃথিবীতে বিখ্যাত রাজা' একথা লোকে বলে সত্য,হে নরনাথ তোমাকে শস্ত্রপাণি দেখিলে ভয় করি, আমি দুর্দ্দৈববশতঃ এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, আবার কি বলিবে ?

রাজা একটু ক্রোধের সহিত সেককে বলিলেন, আমাকে লোকে রাজা বলে তুমি কেন রাজা বল না ?

দণ্ডছত্রাদি রাজচিহ্ন সকল সম্মুখে রহিয়াছে, পৃথিবীর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছি, যাহার প্রতি যে দণ্ডাদেশ প্রদান করিতেছি, সে তাহাই ভোগ করি-

তেছে, যাহারা বিদ্রোহাচরণ করিতেছে না তাহাদের দণ্ড হইতেছে না, তবে তুমি সমস্ত রাজলক্ষণ-সম্পন্ন-আমাকে রাজা বলিতেছনা কেন? সেক পুনর্ব্বার রাজাকে বলিল, শ্রবণ করুন—আমি আপনাকে জানি না। যদি উচ্চ নীচ সকল জীবগণই তোমার রাজাজ্ঞার সম্মান করে তবে তোমাকে রাজা বলিতে পারি এবং তুমিও বলিতে পার যে, তুমিই পৃথিবীর শাসন কর্ত্তা ॥৩

অস্মিন্ সময়ে কশ্চিদ্বকোঽপি গঙ্গাতীরে গঠীমৎস্য মপি চঞ্চ্বা বিধৃত্য স্থিরমনাঃ বতিষ্ঠতে তমপি রাজানং দর্শয়ামাস। শৃণু রাজন্! ত্বমপি ব্রবীষি "পৃথিব্যাঃ শাসিতাঽহং" বকং ব্রূহি মীনং ত্যজতু, ততোরাজা, বকস্তীর্য্যগ্ যোনিঃ জ্ঞানহীনঃ কথমেতদ স্মাকং বচসা ত্যক্ষতি, তবশক্তি র্বিদ্যতে ব্রূহি তব বচসাত্যজতু। ততঃ সেকঃ পশ্য রাজন্ মৎপ্রভাবং। বকোদর্শন মাত্রেণ গঠীমীনং ত্যক্ত্বা পলায়িতঃ। ততোরাজা মনসাচিন্তয়ামাস, রক্ষমাং (ইষ্টদেবতাং দুর্গাং চিন্তয়ামাস,) পরমেশ্বরি! কাল স্বরূপোভূত্বা সেকোঽপি মমাগ্রে সমায়াতঃ অদ্যাহং্নি জীবামি? বিভেমিচ।

ততো রাজা শান্ত পূর্ব্বং তথ্যোক্তিষু প্রশ্রয়া দুর্দ্দিতং সর্ব্বং সেকং ব্রূতে পুনঃ পুনঃ। ক্ষন্ত মর্হসি তৎ সর্ব্বং প্রসাদো দীয়তা মিতি॥ যতশ্চ।

যথা শিশু র্মাতুরঙ্কে চন্দ্রং জিজ্ঞাসতে সদা।
নতস্যৈ সপতে চন্দ্রো নাপি ক্রুদ্ধঃ কদাচন ॥৪

বঙ্গানুবাদ—এই সময়ে গঙ্গাতীরে একটী বকপক্ষী চঞ্চুদ্বারা একটী ছোট মৎস্য ধরিয়া স্থিরভাবে বসিয়াছিল (সেক) ঐ পক্ষীটী রাজাকে দেখাইয়া বলিল— রাজন্! আপনি বলিতেছেন আপনি পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা এখন ঐ বকপক্ষীটিকে বলুন তাহার চঞ্চুধৃত মৎস্য ত্যাগ করুক।

তারপর রাজা বলিলেন বক পক্ষী-জাতি, জ্ঞান শূন্য সে কেন আমার কথায় মৎস্য ত্যাগ করিবে, যদি তোমার শক্তি থাকে তবে বল তোমার কথায় বক মৎস্য ত্যাগ করুক। তৎপরে সেক বলিল রাজন্! তবে আমার প্রভাব দেখ। পরে বক (সেকের) দৃষ্টি মাত্রেই মৎস্যটী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

তদনন্তর রাজা মনে মনে ইষ্ট দেবতা দুর্গাকে স্মরণ করিয়া স্বগত বলিতে লাগিলেন,—পরমেশ্বরি, আমাকে রক্ষা কর, এই সেক যম স্বরূপ হইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, আজ কি আমি বাঁচিব? (আমার) বড় ভয় হইতেছে। তদন্তর রাজা স্থির হইয়া সেককে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, আপনার কথাতে প্রশ্রয় পাইয়াই ঐ সকল কথা বলিয়াছি আমাকে ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন হউন,—যেরূপ শিশু সন্তান মাতার ক্রোড়ে থাকিয়া চন্দ্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে

থাকে কিন্তু তাহাতে কখন মাতা ক্রুদ্ধ হন না চন্দ্রও অভিশাপ দেন না ॥ ৪

ততঃ সেকঃ।

নমেক্রোধো নচোৎসাহো বচসা নৃপনন্দন।
আত্মেচ্ছয়াচ ক্রিয়তাং যথেষ্টং গম্যতামিতি ॥

ততো রাজা প্রহৃষ্টো ভূত্বা সেক মব্রবীৎ, প্রাগগ্রং গম্যতাং ভদ্র! যদি দয়া হি বিদ্যতে। ততো রাজা সহ গম্যমানে পথি মন্ত্রী (উমাপতিধরঃ) সেকমপশ্যৎ। ততো রাজানমবোচন্মন্ত্রী। অকার্য্যং তে কৃতং রাজন্নতেন সহ গম্যতাং। কৃষ্ণাম্বরধরো বেশো দৃশ্যতে যবনা কৃতিঃ॥ ততো মন্ত্রিণ মাহ রাজা। কিং বৃথা ভাষসে! মূঢ় প্রভূতত্বং নজানাতি।

দুর্ব্বেশ বেশ মাস্থায় সাক্ষা দিন্দ্র ইহাগতঃ॥

ততো রাজা সর্ব্ব বৃত্তান্ত মন্ত্রিণং কথিতবান্, তচ্ছ্রুত্বং মন্ত্রিণাভি নন্দ্যতে শৃণু রাজন্! দুর্জনেন সহ আলাপয়িতুং ন যুক্তায়তে, সর্ব্বাং মায়াং কৃত্বা সমাগতঃ যথেষ্টং গচ্ছতু। রাজা মন্ত্রিণাসহ আলাপং কুর্ব্বন্নেব তিষ্ঠতে ॥৫

বঙ্গানুবাদ—তদনন্তর সেক বলিল, রাজপুত্র কোন কথা দ্বারা, আমার ক্রোধ হয় না উৎসাহও হয় না, স্বাধীনভাবে যাহা হয় বল যথা ইচ্ছা গমন কর।

তদনন্তর রাজা বিনীতভাবে সেককে বলিল, ভদ্র! যদি দয়া হয় তবে অগ্রে গমন করুন। তদনন্তর রাজা ও সেক যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মন্ত্রী সেককে দেখিয়া রাজাকে বলিতে লাগিল। মহারাজ! আপনি অকার্য্য করিয়াছেন ইহাকে কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত যবনের ন্যায় দেখা যাইতেছে, আপনি ইহার সহিত গমন করিবেন না।

রাজা মন্ত্রিকে বলিলেন মূর্খ! অনর্থক কি বলিতেছ, নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ ব্যক্তির প্রকৃতভাব অর্থাৎ দৈব শক্তিশালীর সামর্থ্য না জানিয়া কেন বৃথা বাক্য-ব্যয় করিতেছ? সাক্ষাৎ ইন্দ্রদেব দুর্জনের বেশ ধারণ করিয়া আমার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

তদনন্তর রাজা মন্ত্রীকে পুর্ব্ববৃত্তান্ত সকল বলিলেন। কিন্তু মন্ত্রী তাহা অনুমোদন না করিয়া বলিলেন মহারাজ! শ্রবণ করুন, দুর্জনের সহিত আলাপ করাও যুক্তিযুক্ত নয় এ সমস্ত মায়া করিয়া আসিয়াছে যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাউক। রাজা মন্ত্রীর সহিত দাঁড়াইয়া এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন ।৫

সেকোঽপি পথি গচ্ছন্ গঙ্গানটবধূ বিদ্যুৎপ্রভা নাম, তয়া সহ পথি সমাগতাং কঞ্চুকং পরিধায় স্বর্ণ কলসং কটিমাস্থায় সমায়াতি তামপি দৃষ্ট্বা তা মব্রবীৎ সেকঃ।

"নিবর্ত্তস্বাবলে পাপে শূন্য কুম্ভ কটিস্থিতে।
আত্মনো ভদ্রতা মিচ্ছেৎ গচ্ছ পাপে পুনর্গৃহং ॥

ইতি বচন মাকর্ণ্য সা বিদ্যুৎপ্রভা মনসা চিন্তয়ামাস অয়ং সেকো বিদেশাৎ সমায়াতঃ, বচসা মাং বিগর্হয়ামাস মামপি ন জানাতি। ততঃ সা সমক্ষং গত্ব সেক মাহচ মমাননং পশ্য, যদি ক্রোধসেন তদা অন্যোত্তরং প্রদাপয়ামি, ততোঽপি সেকঃ যথেচ্ছয়া ব্রূহি ততঃ সাঽপি :

অন্যোত্তরং প্রবক্ষ্যামি যক্তোক্তং বিবিধানিচ।
বটূত্তরং নবক্তব্যং দরিদ্রায় নৃপায় চ ॥

পুনস্তা মাহ চ সেকঃ যথেচ্ছয়া ব্রূহি ততো বিচিন্ত্য মনসা বিদ্যুৎপ্রভা তস্য সন্নিধানং গত্বা তমব্রবীৎ, শৃণু বৈদেশিক অস্মাকং সমক্ষং বচসা প্রতিপাদিতঃ পাপা, শূন্যকুম্ভ কটিস্থিতা হেতুনা কিং তদুচ্যতাং। পুনস্তামব্রবীৎসেকঃ, শৃণু ধাত্রাসৃষ্টঃ পুণ্যেন পুমানিতি সকল পাপানি স্ত্রিয়ামিতি। তবহেতোর্ব্রাহ্মণোঽপি বাণপ্রস্থীভূয়ঃ বনায় গতবান্, অপি সেকো দুর্ব্বেশোঽপি গ্রামান্তরে দেবসদনে তিষ্ঠতি। কস্যচিৎ কটাক্ষং দর্শয়সে কস্যচিৎস্তন যুগং দর্শয়সে তেন হেতুনা ভবিত্রী পাপা নান্যথেতি। বিজ্ঞায় সা প্রহসিতবদনা সেক সমীপং গত্বা কঞ্চুলিকাং প্রসার্য্য কুচৌ দ্বৌসেকায়দর্শয়ামাস। ৬।৭

বঙ্গানুবাদ—এদিকে সেখ পথ অতিক্রম করিতেছেন পথিমধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা নাম্নী গঙ্গা নটের স্ত্রীর সহিত তাহার দেখা হইল। বিদ্যুৎপ্রভা কঞ্চুক (প্রাবরণ, স্যামিজ) পরিধান করিয়া স্বর্ণকলসী কক্ষে লইয়া আসিতেছে দেখিয়া সেক তাহাকে বলিল :—

"অবলে! পাপীয়সি! শূন্য কুম্ভ লইয়া আসিতেছ ঐখানে দাড়াও পাপে! যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে ঘরে ফিরিয়া যাও!

বিদ্যুৎপ্রভা ঐ কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এই ব্যক্তি সেক বিদেশ হইতে আসিয়াছে আমাকে দুর্ব্বাক্য বলিতেছে আমার সহিত কখনও ইহার পরিচয় নাই" অনন্তর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেককে বলিল "আমার মুখের দিকে চাও" যদি ক্রুদ্ধ না হও তবে তোমার কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারি। সেক বলিল যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার।

বিদ্যুৎপ্রভা বলিল আমি ইহার উপযুক্ত বিবিধ প্রত্যুত্তর বলিতেছি কিন্তু দরিদ্রকে এবং রাজাকে কটুত্তর অর্থাৎ দুর্ব্বাক্য জড়িত প্রত্যুত্তর দিতে নাই।

পুনর্ব্বার সেক তাহাকে বলিল—যাহা ইচ্ছা হয় বল। বিদ্যুৎপ্রভা চিন্তা করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"বৈদেশিক! তবে শুন, তুমি আমার সমক্ষেই কেবল বাক্য দ্বারাই আমাকে পাপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে, শূন্য—কুম্ভ কক্ষে আছে তাহাতে কি হইল? তবে কেন ঐরূপ বলিলে তাহার কারণ বল।" পুনর্ব্বার সেক তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিল—তবে শ্রবণ কর, বিধাতা কর্ত্তৃক পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছে, স্ত্রীজাতি সকল পাপ লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। দেখ, তোমাদের জন্য ব্রাহ্মণজাতিও বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনে গিয়াছে, দুর্ব্বেশ সেকও গ্রামান্তরে যাইয়া দেবালয়ে অবস্থিতি করিয়াছে। কাহাকে স্তনযুগল, কাহাকে নেত্রপ্রান্ত দেখাইতেছ, এই সকল কারণেই পাপিষ্ঠা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি, অন্য কোন কারণ নাই! বিদ্যুৎপ্রভা এই কথা শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে সেকের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া গাত্রাবরণ কঞ্চুলিকা অপসারিত করিয়া সেককে স্তনদ্বয় দেখাইলেন। ৬।৭

অমৃত স্রাবিনীং পশ্য কিং বৃথাভাষসে ত্বং 'শূন্য কুম্ভ কটিস্থিতে'। "অমৃত স্রাবিনী নামা পশ্যভারেন ভারিতা।"

"অমৃত স্রাবিনী কথং? জনাঃ ত্রিদসাঃ সর্ব্বে বিদন্তি, বালো যুবা বৃদ্ধশ্চ। বালোঽপি মাতুরঙ্কে স্থিত্বা স্তনং বিধৃত্য পিবতি, পুনর্যুবাচ সর্ব্বথা মনসা বাচা চিন্তুতি স্রক্ চন্দনাদিকং। যদ্যপি নিস্তেজো ভবিষ্যতি তদাস্তন দর্শনাৎ ক্ষ, তে, ত, তি নান্যথেতি। বৃদ্ধাঃ অপি অস্মাকং ত্যাজাঃ নতু বৃদ্ধো মাং ত্যজতি। কথ মেতৎ, দৃশ্যতে যতঃ,—

চন্দ্রেনাম্ হিমার্ত্তানাং ঘর্ম্মার্ত্তানাং রবাবিব।
মনোনরমতেস্ত্রীণাং জরাজীর্ণেন্দ্রিয়ে পতৌ ॥

পুনস্তনযুগং দর্শয়ামাস কেশান্ প্রসার্য্যে কেশ মেকং সমানীয় স্তনয়োর্মধ্যে প্রবেষ্টুং ন শক্যতে শূন্যকুম্ভেতি কথং? পীনো * * নঃ।

পাপা অস্মাকং প্রতিপাদিতং। যতশ্চ "সিংহাৎ সিংহঃ সমাযাতঃ মৃগান্ মৃগঃ সমুদ্ভবঃ। পাপাৎ পাপঃ সমাযাতঃ কিং ন পাপো ভবানিতি" ॥ ত্রিভুবনে বিশ্বাৎ স্ত্রীজয়তি। ত্বমপি ব্রবীষি পাপা, ত্বমপি পাপঃ পাপাৎ সম্ভবসি। তস্মাৎ পাপস্য ঘটকস্ত্বং কথমেত দস্মাকং প্রতি পাদযসে? পাপা বিজ্ঞায়সে? সেকোঽপি, বাচাটেস্বং' মৌন মাস্থায় স্থিতঃ। সা পুনরুক্তবতী বদসি কথং ন পুনরস্মাকং বিভেষি? যতশ্চ :—

অরণ্যং সারঙ্গৈ বিজন গিরিগর্ভশ্চ হরিভিঃ,
দিগন্তং মাতঙ্গৈর্জলনিধি সরোজৈরনুচিতং।
স্ত্রিয়াশ্চক্ষুর্মধ্যে স্তন মুখদৃশাং স্থান মুচিতং।
সতাং মানে ম্লানে মরণ মথবা দূর শরণং ॥

পুনরুক্তবতী সা বদসি কথং ন? পুনস্তামাহ সেকঃ। শৃণু, যদ্যপি বিষ্ঠায়াং পঙ্কস্তোমং সমাক্ষিপতি তৎকণাগাত্রে সংলগ্নোভবতীতি। পুনর্ব্বিবদতে সা অস্মাকং পুরীষ স্থানী কৃতোসি?

পুরীষায় পঙ্কস্তোমং ক্ষিপতি ভবান্ ক্ষিপ্তকপালোবা এতয়োর্মধ্যেভবানেকোঽপি স্যাৎ? মহাজনোঽপি দৃষ্ট্বা পথিত্যক্ত্বা যাতি।

এতস্মিন্ সময়ে স রাজা পঞ্চ মন্ত্রিণাসহ সমায়াতি। তান্ দৃষ্ট্বা বিদ্যুৎপ্রভা সেকং প্রণম্য অন্তর্ধানং কৃতবতীব ॥ ৮।৯

বঙ্গানুবাদ—তুমি বৃথা কেন বলিতেছ শূন্য কুম্ভ ধারণ করিয়াছি এই দেখ পয়োভার স্ফীত অমৃতস্রাবি কুম্ভযুগল রহিয়াছে, কি মনুষ্য, কি দেবতা, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই জানে যে ইহা অমৃতস্রাবী। বালক মাতার ক্রোড়ে থাকিয়া স্তনধারণ পূর্ব্বক দুগ্ধপান করিতে থাকে, দেখ যুবা কি বাচনিক কি মানসিক সর্ব্ব প্রকারেই স্রক্ চন্দনাদির সম্পর্ক রাখে, নিস্তেজ হইলেও তরুণী স্তনমণ্ডল দর্শনে.........হয় অন্য কোনরূপে হয় না। কিন্তু বৃদ্ধগণও আমাদিগকে ত্যাগ করিতে পারে না; কিন্তু আমরা বৃদ্ধকে সেরূপ প্রীতির চক্ষে দেখি না। কেন এরূপ? একথা যদি বল তবে এ সম্বন্ধে মহাজনের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ দেখ।

"শীতার্ত্ত ব্যক্তির যেরূপ চন্দ্রেতে, উত্তপ্ত শরীরীর যেরূপ সূর্য্যেতে, স্ত্রীজাতি সেইরূপ বার্দ্ধক্য বিকলিতাঙ্গ পুরুষেতে চিত্ত অনুরক্ত হয় না।"

বিদ্যুৎপ্রভা পুনর্ব্বার স্তনযুগল দর্শন করাইয়া কেশগুচ্ছ প্রসারণ পূর্ব্বক এক গাছি কেশ আনিয়া দেখাইলেন যে, স্তনযুগলের এরূপ নিবিরতা ও পীনতা যে তন্নিবন্ধন কেশমাত্রও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়না অতএব একুম্ভ শূন্য কিরূপে হইতে পারে?

(অনন্তর বিদ্যুৎ প্রভার বাক্ চাতুর্য্য অন্য পথ অবলম্বন করিল) তুমি আমাদিগকে পাপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে সত্য কিন্তু সিংহ হইতে সিংহ উৎপন্ন হয়, মৃগ হইতে মৃগ উৎপন্ন হয়, পাপ হইতে পাপ জন্মে; তবে তুমি কেন পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে না? ত্রিভুবনে জানুক স্ত্রীজাতিরই সর্ব্বত্র জয়। এখন তুমি যদি আমাকে বল 'পাপা' আমিও বলি তুমি পাপ, পাপ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ

পাপের ঘটক, তবে কেন তুমি স্ত্রীজাতিকে পাপ বলিয়া প্রতিপন্ন কর? সেক দেখিল এ স্ত্রীলোকটা অতীব বাচাল (বহুভাষিণী) পরে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। বিদ্যুৎপ্রভা পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন "কেন কথা বলিতেছ না, আমাকে ভয় করিতেছ?

(আমার কথা শুন) যে হেতু, নিবিড় অরণ্য মৃগ ময়ুর প্রভৃতি দ্বারা, নির্জ্জন সুন্দর গিরি গহ্বর সিংহগণ কর্ত্তৃক, দিগন্তস্থান মাতঙ্গগণ দ্বারা, দুর্গম্য জলনিধি পদ্ম পুষ্প দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়া অনুচিত হইয়াছে; স্ত্রী মূর্ত্তির স্তনমুখ দৃষ্ট হইলে তাহার স্থান চক্ষুর মধ্যে পর্য্যন্ত হওয়াই উচিত এবং সম্মান সম্পন্ন ব্যক্তির মান হানি হইলে মরণ অথবা দূর দেশ আশ্রয় করাই উচিত হয়।

বিদ্যুৎপ্রভা পুনর্ব্বার বলিলেন—নির্ব্বাক রহিলে কেন? সেক পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভকরিলেন, তবে শ্রবণ কর যদি পুরীষের মধ্যে পঙ্কস্তোম নিক্ষেপ করা যায় তবে তাহার কণা আসিয়া নিজের শরীর সংলগ্ন হয়। বিদ্যুৎপ্রভা পুনর্ব্বার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন —আমাদিগকে পুরীষস্থানীয় করিতেছেন আপনি পুরীষে পঙ্কের ঢিল নিক্ষেপ করেন অথবা আপনি নিক্ষিপ্ত পুরীষাধার এতদুভয়ের মধ্যে একটী আপনি অবশ্য হইবেন, মহাজনগণ পথে ইহা দেখিয়া চলিয়া যায়।

এই সময়ে পাঁচজন মন্ত্রীর সহিত মহারাজ লক্ষ্মণসেন আসিতেছেন দেখিয়া বিদ্যুৎপ্রভা সেককে প্রণাম করিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

ততোরাজা, গম্যতাং ভো মহাবুদ্ধে! তমব্রবীৎ সেকঃ শৃণু রাজন্ ত্বমপি নিজ প্রাসাদং গচ্ছ ময়া অত্রৈব স্থাতব্যং নগরীং গচ্ছামি ন, তব নগরী গম্য মানেন ময়া পূর্ণ কলসো দৃষ্টঃ অবিরা নগরী বিনঙ্ক্ষ্যতীতি চিরং বস্তব্যং ন। পুনর্ব্বিবদ তে রাজা—অত্রৈব ব্যাঘ্র ভয়ং মহৎ অপি স্থাতুংনযুক্তায়তে পুন স্তমাহচ সেকঃ—কর্ত্তৃ ব্যতিরিক্তাৎ কোঽস্মান্ হন্তুং শক্নোতি? ততোমন্ত্রী তপস্বিনা অত্যন্ত নিষ্ঠা কর্ত্তব্যা ত্বমপি নিজ প্রাসাদং গচ্ছ সেকস্য অন্ন পানাদিকঞ্চ ময়া কর্ত্তব্যং। রাজনি গতে গতি মন্ত্রী মনসা চিন্তয়ামাস অকার্য্যং সমুপস্থিতং কো বা কস্মাৎ সমায়াতঃ দক্ষিণ হস্তেন করবালধৃত আস্তে সব্যেন আশা লগুড় ইতি কিঞ্চ অত্রাগত্য? যাবনিকং কর্ত্তুং সমাযাতঃ পুনঃ পুমান্ বিশেষঃ সাক্ষা দিন্দ্রঃ সমাযাতঃ।

(ইষ্ট দেবতাং সংস্মৃত্য) অদ্যাহং বিষাশনং দত্বা পারলৌকিকং গাময়িষ্যামি ইতি। মনসা বিচিন্ত্য ত্বমাহ মন্ত্রী ভোমহাবুদ্ধে! ভোজনার্থং সমাজ্ঞাপয় রাজা সমাজ্ঞাপিত মস্মাকং, পুনস্ত মাহচ সেকঃ কথ মেতদ্রাজ বচনং প্রথমং খণ্ডিতব্যং কিঞ্চাধুনা স্বয়ং পাকং সমানীয় অত্র পরি পাচ্যতাং মমাগ্রে, ততোমন্ত্রিণা তৎকৃতং। গুপ্তেন

শৃঙ্গিণীবিষং সমানীয় ব্যঞ্জনায় প্রদাপয়ামাস, ততোঽন্নে সিদ্ধে যবনান্নং জ্ঞাত্বা সেক সন্নিধৌ কেনাপি ন নীয়তে।

'জ্ঞানা' নামা রজক পুত্রোঽপিদ্যূত কারেণ মাতৃবস্ত্র বন্ধকং দত্বা ভ্রমতি সোঽপি শ্রুত্বা মন্ত্রিণ মাহচ ভো মন্ত্রিন্! 'নীতি' কিং প্রদাপয়সি, ত মাহচ মন্ত্রী ত্বমপি পাপক্ষযে কিং? সোঽপি ব্রূতে যদি পূরাণ মেকং কপর্দ্দকং প্রাপ্নোমি তদানয়ামি ততো মন্ত্রী বাঢ় মিত্যেব দাতব্যং প্রণীয়তাং। ততঃ সেকোঽপি জাতি ধর্ম্মং কুর্ব্বন্ তিষ্ঠতে "নমাজ" ইতি খ্যাতশ্চ, তংশব্দ মাকাশ পর্য্যন্ত মচ্ছোষীৎ ততো হাহা শব্দোঽভূৎ। তদাজনাঃ পৃথক্ পৃথক্ বিবদন্তে,—কেচিৎ বিবদতে মেঘোগর্জ্জতি, কেচিৎ বিবদতে পতিতোবৃক্ষঃ, কেচিৎ বিবদতে গঙ্গায়াং তরণিঃ পতিতা।

তদনন্তরং ভুক্তবান সেকঃ ভুক্তাচ সেকঃ তিন্তিড়ীং সমাদায় অভক্ষয়ং। ১০।১১।১২।

বঙ্গানুবাদ—তদনন্তর রাজা বলিলেন মহাবুদ্ধে! আপনি চলুন, সেক বলিল মহারাজ! তুমি রাজভবনে গমন কর আমি এই স্থানেই থাকিব অন্য নগর মধ্যে গমন করিব না। তোমার রাজধনীর উদ্দেশে গমন করিতে আরম্ভ করিয়া শূন্য কলসী দেখিয়াছি অবিরা (রাজশূন্যা) নগরী বিনষ্ট হইবে আমি অনেক দিন এখানে বাস করিব না। রাজা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন এই স্থানে অত্যন্ত ব্যাঘ্রভীতি এখানে থাকা যুক্ত হয় না, সেক বলিল কর্ত্তা ভিন্ন কে আমাকে বধ করিতে পারে? মন্ত্রী বলিলেন তপস্বী জনের অতীব নিষ্ঠাবান হইতে হয়। আপনি প্রাসাদে গমন করুন। সেকের অন্নপানাদি আমি যোগাড় করিয়া দিতেছি। রাজার গমনের পর মন্ত্রী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন দুষ্কর কার্য্য ক্ষেত্র সম্মুখে উপস্থিত কে কোথা হইতে আসিল, দক্ষিণ হস্তে অসি বাম হস্তে আশাদণ্ড এখানে কেন আসিয়াছে? (বোধ হয়) যবন ধর্ম্মে দিক্ষিত করিবার জন্যই আসিয়াছে কিন্তু এ মহাপুরুষ সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া আজ আমি ইহাকে বিষ প্রয়োগে লোকান্তরে পাঠাইব, ইত্যাদি নানারূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্রী সেককে বলিল হে মহানুভব! আপনার ভোজনের বিষয় আজ্ঞা করুন, মহারাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, সেক বলিল প্রথমেই আমি রাজার বাক্য কিরূপে লঙ্ঘন করিব? কিন্তু এখন নূতন সমস্ত দ্রব্যজাত আনিয়া এই স্থানে আমার সম্মুখে পাক করাইতে হইবে, মন্ত্রী তাহাই করিলেন। অতি সঙ্গোপনে শৃঙ্গিবিষ আনিয়া ব্যঞ্জন মধ্যে দেওয়াইলেন। পাক সম্পন্ন হইলে পর যবনান্ন জানিয়া কেহই সেকের নিকটে লইয়া যাইতে চাহিল না।

এই সময়ে জ্ঞানা নামক এক রজক পুত্র দ্যূত ক্রীড়ায় তাহার মাতার বস্ত্র বন্ধক দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এই কথা শুনিয়া মন্ত্রীর নিকটে আসিয়া বলিল মন্ত্রী মহাশয়! পারিশ্রমিক কি দিবেন বলুন আমি পারিব, মন্ত্রী বলিলেন তুমি কি পাচকের কার্য্য কর? জ্ঞানা বলিল যদি একপণ কড়ি পাই তবে পারিব। মন্ত্রী বলিলেন হাঁ তাহাই দিব নীয়ে যাও। তদনন্তর সেক জাতীয়ধর্ম্ম নবাজ পড়িতে উঠিলেন সেই শব্দ আকাশ মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল সকলে শুনিতে লাগিল সর্ব্বত্র হা হা শব্দ উত্থিত হইল।

সেই সময় সকলে ভিন্ন ভিন্নরূপ বাদপ্রতিবাদ করিতে লাগিল—কেহ বলিতেছে মেঘ ডাকিতেছে, কেহ বলিতেছে বড় গাছ পড়িয়াছে, কেহ বা বলিতেছে গঙ্গায় একখানা বড় নৌকা ডুবিয়াছে।

অনন্তর সেক ভোজন করিল, ভোজন করিয়া তেতুল খাইতে লাগিল ১০।১১।১২

অত্রান্তরে হলায়ুধ মিশ্র সমেতেন রাজনি সমায়াতে মন্ত্রী রাজান মবাদীৎ পশ্য রাজন্! দরিদ্রস্য স্বভাবগুণং। কথমেং। 'দৃশ্যতে ভুক্তান্তরে তিন্তিড়িং ভক্ষতে, যস্মাঽপি কর্পূরাদিভির্যুক্ত তাম্বুলানি সমানীয় দাতু মপেক্ষতে তৎ ত্যক্ত্বাচ। দরিদ্র দাত্রিং শদ্বর্ষেণ দরিদ্র স্বভাবং ন ত্যজতি, ইত্যুক্তং।

সেকোঽপি বিজ্ঞায় রাজান মবাদীৎ, রাজন্! অভিবাদ্যহং প্রবক্ষ্যামি ময়াঽপি ত্বদান্নং বিষসমেতং প্রভক্ষিতং মুখং তিক্তায়তে তেন হেতুনা তিন্তিড়ি প্রভক্ষ্যামি নান্যথেতি। তদুক্তং শ্রুত্বা করাল বদনং কৃত্বা মন্ত্রিণ মপশ্যৎ। ততো মন্ত্রী রাজান মবাদীৎ, রাজন্! ভোজন বিশেষং সেকোঽপি নজানীতে ষড্রসমিতি, পশ্চাৎ তিক্ত ভক্ষণং তেন হেতুনা মুখং তিক্তায়তে নান্যতেতি'। ততো বিজ্ঞায় সেকোঽবদৎ 'যত্তদ্ভবিষ্যতীতি'।

তদ্বিজ্ঞায় হলায়ুধ মিশ্রঃ সক্রোধঃ মন্ত্রিণ মাহচ, বদীত ভো পাপবুদ্ধে! মন্ত্রিন্! ঈদৃশং কর্ম্ম নদৃষ্টং নশ্রুতমিতি? কথ মেতৎ দৃশ্যতে গৃহাগতে সমায়াতে শত্রুর্মিত্রোবা বিষ ভোজনং দীয়তে?

যদ্যপি যাবনিকং কর্ত্তু সমায়াতঃ তদারক্ষিতু ন শক্তঃ। "দৈবেন ক্রিয়তে যস্তু নান্যথেতি কদাচন" পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্যস্য সভায়াং আকাশাৎ পত্রং পতিতং তত্রাস্তে,—চতুর্বিংশোত্তরে শাকে সহস্রেক শতাধিকে, বেহার পাটনাৎ পূর্ব্বং তুরস্ক সমুপাগতঃ॥ (১১২৪) *

* হলায়ুধ মিশ্রের এই সকল উক্তির ভঙ্গীতে বোধ হয় এই অখ্যায়িকার যতটুকু সত্য তাহা ১১২৪শ শকে ঘটিয়াছিল। এই গ্রন্থখানিতে প্রতিপন্ন হয় যে ১১২৪শকে লক্ষ্মণসেনের পতনের সূত্র

অয় মপি পুরুষ বিশেষঃ আজানুলম্বিত বাহু র্বিজিত পঞ্চেন্দ্রিয়ঃ পুনঃ সর্ব্ব লক্ষণোপেতঃ। কো মহাপাতকী ইত্যুত্তরং নমন্যতে তথাচোক্তং,—

যদভাবি নতদ্ভাবি ভাবিচেন্ন তদন্যথা।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহিশয়নং হরেঃ॥

১৩।১৪।

ততোরাজা সেক মবোচৎ ভো মহাবুদ্ধে! রাত্রিঃ সমাযাতি ব্যাঘ্রাদ্‌ভয় মত্রাত্তে স্থাতুমত্র নযুক্তায়তে,ততোরাজান মবোচৎ সেকঃ, রাজন্! ভবতাং শাস্ত্রে অশ্রৌষীৎ,

আয়ু কর্ম্মচ বিত্তঞ্চ বিদ্যানিধন মেবচ।
পঞ্চৈতান্যপিসৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যাপি দেহিনঃ॥

পুন 'র্ব্বাক্ সিদ্ধোঽসিকিং? ত্বমপি নিজ প্রাসাদং গচ্ছ মায়াত্রৈব স্থাতব্য নান্যথেতি। গতে রাজনি সেকোঽপি জানা নামতেন চারণ্যে অবতিষ্ঠত ইতি। হলাযুধ মিশ্র কৃতৌ "সেকশুভদয়াং" সেকে সমায়াতে প্রথম রাজ্য দর্শন নাম প্রথম পরিচ্ছেদঃ॥১

বঙ্গানুবাদ—এই সময়ে হলাযুধ মিশ্রের সহিত রাজা লক্ষ্মণসেন উপস্থিত হইলে রাজমন্ত্রী বলিলেন "রাজন্ একবার দরিদ্রের স্বভাব সুলভ আচরণ দর্শন করুন। রাজা বলিলেন কি দেখিব? মন্ত্রী, আমি কর্পূরাদিযুক্ত তাম্বুল আনিয়া উহাকে দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি তাহা ত্যাগ করিয়া ভোজনান্তর তেতুল খাইতেছে সত্যই বলা হয় যে, দরিদ্র ৩২শ বৎসরেও তাহার দরিদ্র স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না।

সেক ঐ কথোপকথনের অভিপ্রায় এবং মন্ত্রীর আচরিত ব্যাপার বুঝিয়া রাজাকে বলিতে লাগিল, রাজন্ আমি অভিবাদন (সেলাম) করিয়া যথার্থ বলিতেছি আমি তোমার বিষ মিশ্রিত অন্ন খাইয়াছি বলিয়া মুখের তিক্ততা দূর করিবার জন্য কতগুলি তেতুল খাইতেছি অন্য কোনও কারণ নাই। রাজা এই কথা শুনিয়া ক্রোধ বিকুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গি করিয়া রোষ কষায়িত নয়নে মন্ত্রীর প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিলে মন্ত্রী বলিল মহারাজ! এই সেক ভোজনের ষট্‌ রস জানে না, ভোজনান্তে তিক্তরস খাইয়াছে বলিয়া ইহার মুখ তিক্তাক্ত হইয়াছে অন্য কোনও কারণ নাই। সেক বলিল, যাহা হয় তাহাই হউক।

পাত হয় এবং হলায়ুধ মিশ্রই তাহার সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। কিন্তু "কৃত্যকৌমদী" ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি গ্রন্থের কর্ত্তা হলায়ুধের যে এইরূপ সংস্কৃত লেখা আর এইরূপ বুদ্ধির বিভ্রম তাহা কোন রূপেই বিশ্বাস হয় না॥

হলায়ুধ মিশ্র এই কথা শুনিয়া অতীব কোপ কর্কশ বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে পাপ বুদ্ধি মন্ত্রিন্! বল দেখি এইরূপ কর্ম্ম কেহ কখন দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে যে, অতিথি শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে বিষ ভোজন দ্বারা অতিথি সৎকার করা হইয়াছে?

যদি এই ব্যক্তি যাবনিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে আসিয়া থাকে তবে কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেনা।

"দৈবেন ক্রিয়তে যস্তু নান্যথেতি কদাচন" অদৃষ্টে যাহা ঘটায় তাহা অখণ্ডনীয়।

ইতিপূর্ব্বে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় আকাশ হইতে একটী পত্র পড়িয়াছিল তাহাতে লেখা থাকে যে, (চতুর্ব্বিংশোত্তরে শকে সহস্রৈক শতাধিকে, বেহার পাটনাৎ পূর্ব্বং তুরস্ক সমুপাগতঃ) চতুর্ব্বিংশতি উত্তরবর্ত্তী এক শতাধিক সহস্র বৎসর পরিমিত শকাব্দে অর্থাৎ ১১২৪শ শকে বেহার প্রদেশের পাটনার পূর্ব্ব-দেশে তুরস্ক জাতি আসিয়াছে বলিয়া স্থির করিয়া রাখ।

আরও দেখ এই ব্যক্তিও সাধারণ মনুষ্য নয়, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন। (আমাদের কৃত্যকৌমুদী কর্ত্তা, ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বের সর্ব্বস্ব মিশ্র হলায়ুধ মহাশয় ভক্তির আবেগে) আরও বলিলেন "এরূপ মহাপাতকী কে আছে যে, আমার এই কথায় অবিশ্বাস করিবে?

দেখ মহাজনের উক্তি যাহা না হইবার তাহা হইবে না, যাহা হইবে তাহার অন্যথা হইবে না। নচেৎ বিশ্বের ঈশ্বর সদাশিব বস্ত্রশূন্য কেন? গোলকাধিপতি লক্ষ্মীপতির অনন্তশয্যা কেন?

অনন্তর রাজা সেককে বলিলেন এখানে বাঘের ভয় আছে রাত্রে থাকা উচিত হয় না। সেক বলিল রাজন্ আপনাদের শাস্ত্রেই শুনিয়াছি, মনুষ্য মাত্রেরই গর্ভস্থ দশায় আয়ুঃ, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা এবং মৃত্যুর সৃষ্টি হয়, তবে ভয় কি? তুমি ত বাক্ সিদ্ধ নহ যে যাহা বলিবে তাহাই হইবে। তুমি নিজের প্রাসাদে গমন কর। আমি এই স্থানেই থাকিব। রাজা চলিয়া গেলে পর সেক সেই জানা খোপাকে লইয়া অরণ্য মধ্যেই রাত্রিতে অবস্থান করিল।

হলায়ুধ মিশ্র কৃত "সেক শুভোদয়া" গ্রন্থের রাজদর্শন নামক প্রথম পরিচ্ছেদ॥১

সেকস্য চরিতং সম্যক্ শ্রূয়তে জন সংসদি।
বিঘ্নাস্তত্র ন গচ্ছন্তি নাপি চৌরভয়ানি চ॥

যে স্থানে এই সেক চরিত মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করে সে স্থানে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না এবং চোরের ভয় থাকে না।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।
শ্রীহরিদাস পালিত।

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব।

শাস্ত্রানুসারে হিন্দুগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই চারি জাতি ব্যতীত আর যত জাতি আছে, সমস্তই বর্ণশঙ্কর।

মনু লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি এবং শূদ্র এক জাতি, এই চারি বর্ণ এতদ্ব্যতিত পঞ্চম বর্ণ নাই।” সুতরাং—কায়স্থ এক স্বতন্ত্র বর্ণ নহে।

ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে—

ব্রহ্মা বলিলেন—

“মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ।”

“তুমি আমার শরীর অর্থাৎ কায়স্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, এ নিমিত্ত সংসারে তুমি কায়স্থ নামে খ্যাত হইলে।” এ স্থলে পাওয়া গেল কায়া হইতে উৎপন্ন হওয়ায় “কায়স্থ” নাম হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদে লিখিত আছে—

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥১০।৯০।১২

অর্থাৎ “ব্রাহ্মণ ইঁহার (বিরাট পুরুষের) মুখ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল; বৈশ্য তাঁহার উরু হইল। দুই চরণ হইতে শূদ্র জন্মিল।”

ইহার মধ্যে কায়স্থের কোন কথা নাই। মনুও লিখিয়াছেন পঞ্চমবর্ণ নাই, অথচ ভবিষ্য পুরাণে লিখিত হইয়াছে, কায়া হইতে উদ্ভূত হওয়ায় কায়স্থ নাম হইয়াছে। ইহার কারণ কি? কায়স্থ শব্দের অর্থ কায়েষু তিষ্ঠতি অর্থাৎ কায়ের অঙ্গে যিনি থাকেন, তিনি কায়স্থ। সুতরাং কায়া হইতে উৎপন্ন হওয়া হইল না—যিনি কায়ে থাকেন তিনিই “কায়স্থ” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। কায়ে কে থাকে! অঙ্গ ও কায়া এক কথা। নারদ সংহিতায় লিখিত আছে—

“রাজা সৎপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণক লেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নিরুদক মষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ॥” ১।১৪

“প্রাড়্‌বিবাক, সভ্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, সুবর্ণ, অগ্নি ও জল এই আটটি রাজার অঙ্গ।”

ইহার মধ্যে লেখক রাজার ৫ হাত দূরে বসিবেন। যথা—

“পঞ্চহস্তং বসেয়ুর্ব্বৈ মন্ত্রিণো লেখকাঃ সদা॥”

শুক্রনীতি ২ অধ্যায়।

অর্থাৎ “মন্ত্রিগণ ও লেখকগণ রাজার পাঁচ হাত দূরে বসিবেন।” সুতরাং লেখক রাজার নিকটেই বসিবার আসন পায়, তৎপরে অন্যান্য সকলে। গণক ও লেখক এইরূপে রাজার অঙ্গস্থ বলিয়া ইহাদের নাম ‘কায়স্থ’। অন্য বিভাগের লেখক, লেখক নামেই কথিত। যথা—

সেনানীর্লেখকশ্চৈতে শতং প্রত্যধিপা ইমে।
সাহস্রিকস্তু সংযোজ্যস্তথা চাযুতিকো মহান্॥

শুক্রনীতি, ২ অধ্যায়।

অর্থাৎ “শত সৈন্যের উপর এক একজন সেনানী ও লেখক (clerk) থাকিবে। এইরূপ প্রত্যেক সহস্র ও অযুত সংখ্যক সৈন্যের উপর এক এক মহা-সেনানীও মহালেখক (head-clerk) থাকিবে।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এখন আমরা যে শ্রেণীর কর্ম্মচারীকে পেস্কার বলিয়া থাকি, এই শ্রেণীর লেখককেই তখন ‘কায়স্থ’ বলিত। ইঁহারা হাকিমের নিকটে থাকেন সুতরাং তাঁহারা অঙ্গস্থ বা কায়স্থ। এখন যেমন যেখানে লাট সেখানেই প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, তখনও তদ্রূপ জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, মহাকায়স্থ ছিল। এখন যেমন যেখানে জজ সেখানেই পেস্কার, যেখানে মাজিষ্ট্রেট সেখানেই পেস্কার, যেখানে হাকিম সেখানেই পেস্কার, তখনও তদ্রূপ যে লেখক পেস্কার থাকিতেন, তিনি ‘কায়স্থ’ নামে কথিত হইতেন। যাঁহারা পেস্কার নহেন কেরাণী, তাঁহারা প্রধান লেখক, লেখক ইত্যাদি নামে কথিত হইতেন।

নবম খৃষ্ট শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ পালবংশীয় দ্বিতীয় রাজা ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে ‘জ্যেষ্ঠকায়স্থ’ এবং মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে ‘মহাকায়স্থ’ পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নবাবিষ্কৃত সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনে ‘কায়স্থ’ পদের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।

সিংহলের অন্তর্গত পুলস্তিপুর নামক স্থানে সিংহলাধিপ পরাক্রম বাহুর ধ্বংসা-বশিষ্ট দরবার গৃহের স্তম্ভে ১০৭২ শক বা ১১৫০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে রাজার পরেই কায়স্থের আসন, তৎপরে প্রধান, তৎপরে সেনাপতির, তৎপরে যুবরাজ ইত্যাদি। পণ্ডিত, মাণ্ডলিক ইত্যাদির পদ দূরে অবস্থিত। দরবার গৃহে যেখানে কায়স্থ বসিতেন, তথায় এইরূপ সিংহলী ভাষায় শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

“সিংহাসনয়ে বইদইহুন কাল এ পোত বরণ আইতুলু বূ কায়স্থয়ণ্ট স্থানয়ায়ি।”

অর্থাৎ “সিংহাসনে রাজা বসিলে ঐ কালে পুস্তকাধারের মধ্যে কায়স্থের স্থান এই।

অতএব ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'কায়স্থ' শব্দ পদের নাম ছিল জানা যাইতেছে।

১১৬৪ সম্বৎ বা ১১০৪ খৃষ্টাব্দের উৎকীর্ণ গোয়ালিয়ার শিলালিপিতেও কায়স্থ পদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৩৪৫ সম্বৎ বা ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ অজয়গড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে "স কোঽপি কায়স্থতয়া প্রতীতো" অর্থাৎ 'ঐ ব্যক্তি জনৈক কায়স্থরূপে বিদিত ছিলেন।' এবং "কায়স্থ বাস্তব্যান্তে প্রতোলিকান্বিত জয়পুর দুর্গাধিপ ঠক্কুর সুধৌসুত সংসুহৃদ্রুকেনৈতৎ লিখিতং।" অর্থাৎ "জয়পুর দুর্গাধিপতি ঠক্কুর সুধৌসুত সংসুহৃদ্ প্রতোলিক বাস্তব্য বংশীয় কায়স্থ কর্ত্তৃক ইহা লিখিত।" এইরূপ উক্তি আছে। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে এ পর্য্যন্ত 'কায়স্থ' পদের নামই ছিল। পৃথক জাতিতে পরিণত হয় নাই।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে প্রাড়্বিবাক, সভ্যগণ, গণক ও লেখক রাজার অঙ্গ বা কায়স্থ ছিলেন। এই হইতেই 'কায়স্থ' পদের নাম হইয়াছে। তাই বিষ্ণু সংহিতায় লিখিত আছে "রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থ কৃতং তদধ্যক্ষ কর চিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।' অর্থাৎ "রাজ সভায় রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত এবং উক্ত সভার অধ্যক্ষ কর চিহ্নিত যে লেখ্য তাহাই রাজ সাক্ষিক।"

"রাজাগ্রহারশাসনেক কায়স্থ হস্ত লিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি" অর্থাৎ "রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির শাসন যাহা কোন কায়স্থের হস্ত লিখিত তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য।"

এখানে কায়স্থ অর্থে কায়স্থ পদাভিষিক্ত ব্যক্তি বুঝিতে হইবে।

বৃহৎ পরাশর সংহিতায় লিখিত আছে—

"শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানাপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যু হিতৈষিণঃ" ॥

অর্থাৎ "শুদ্ধাচারী, বিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও করমুদ্রা অঙ্কিত করিবার ক্ষমতাযুক্ত ব্রাহ্মণকে এবং হিতাকাঙ্ক্ষী কায়স্থ লেখককে লিখিবার জন্য নিযুক্ত করিবে।' এখানে কায়স্থ বলিলেই হয়, লেখক বলিবার উদ্দেশ্য কি?*

শূলপানি কৃত দীপ কলিকা টিকায় লিখিত আছে—

"কায়স্থঃ গণকা লেখকাশ্চ" অর্থাৎ কায়স্থশব্দে গণক ও লেখক উভয়কে বুঝায়। তাই কায়স্থ লেখক লিখিতে হয়। গণকও লেখকে প্রভেদ কি?

* ঐতিহাসিকের নিকট লোকে নূতন তথ্যাবিষ্কারই দেখিবার অভিলাষ করে। পুরাণ শাস্ত্র বচন, মীমাংসক শাস্ত্রজ্ঞের দ্বারা সমালোচনা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এস্থলে 'লেখক' ও 'কায়স্থ' দুইটী পদ একস্থলে সমাবেশ থাকায় 'কায়স্থ' পদটী জাতির বিজ্ঞাপন করিতেছে। কাঃ পঃ

শুক্রনীতিমতে—

গণকো গণয়েদর্থং লিখেন্নায্যঞ্চ লেখকঃ।

অর্থাৎ "গণক অর্থ গণিবে, লেখক ন্যায্য লিখিবে। ইহারা উভয়েই বিদ্বান হওয়া আবশ্যক।

শুক্র নীতির অন্যত্র লিখিত আছে—

"শব্দাভিধান তত্ত্বজ্ঞৌ গণনা কুশলৌশুচী।
নানা লিপিজ্ঞৌ কর্ত্তব্যৌ রাজ্ঞা গণক লেখকৌ ॥"

শব্দাভিধান তত্ত্বজ্ঞ গণণাকুশল, অর্থাৎ অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ, পবিত্র, নানালিপিজ্ঞ এইরূপ রাজার গণক ও লেখক হওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল প্রমাণে বুঝা গেল যে পদের নাম "কায়স্থ'। এক্ষণে দেখা যাউক চারি জাতির কোন্ জাতি হইতে কায়স্থ পদে লোক নিযুক্ত করা হইত? শুক্রনীতিতে লিখিত আছে—

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্ক গ্রাহীতু বৈশ্য হি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ ॥

অর্থাৎ "গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ লেখক, শুল্ক গ্রহণকারী অর্থাৎ তহশীলদার বৈশ্য এবং প্রতীহারের পদে শূদ্র নিযুক্ত হইবে।" এখানে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে, সুতরাং বুঝা গেল ইঁহারা চারিজাতির তিন জাতি, কিন্তু লেখক কোন্ জাতি?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে—

বিপ্রেক লিপিকর্ত্তা চ ভক্ষ্য দাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃ কুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিগ্ ভবেৎ ॥

জন্মখণ্ড ৮৫।১২৯

অর্থাৎ "বিপ্র লিপিকর্ত্তা হইলে ও অন্নদাতার ধন হরণ করিলে একশত বর্ষ অন্ধকার নরককুণ্ডে বাস করিয়া স্বর্ণবণিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।' অতএব ব্রাহ্মণ লেখক কায়স্থপদ গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং যে লিখিতে পারে সেই যেমন লেখক পদবাচ্য হইতে পারে, এখানে সে লেখক বুঝিতে হইবে না। এখানে একটু বিশেষত্ব আছে; এই বিশেষত্বটুকু শ্রেণীবাচক বলা যাইতে পারে। যথা,

যজুর্ব্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিত আছে

"যে পথাম্পথি চক্ষস ঐলবৃদা আয়ুর্যুধঃ।"

অর্থাৎ "ঐলবৃৎ মসীজীবি ক্ষত্রিয় ও অসীজীবি ক্ষত্রিয় রক্ষক স্বরূপে সমস্ত পথে বিরাজিত আছেন।

বৃহৎ ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে —

"অসিনাং রক্ষণং রাজ্যং মস্যাদি স্থাপনায় চ।
উভৌ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ ময়া কিল॥"

অর্থাৎ "অসি দ্বারা রাজ্য রক্ষিত হয়, মসী দ্বারা স্থাপিত হয়। উভয়ই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বলিয়া জগতে বিখ্যাত।" অতএব জানা যাইতেছে ক্ষত্রিয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, প্রথম অসিজীবী বা যোদ্ধা, দ্বিতীয় মসীজীবী বা লেখক। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে শুক্রনীতির উক্ত শ্লোকে যদি কায়স্থ পদে ক্ষত্রিয়কে নিযুক্ত করিবার কথা থাকিত, তাহা হইলে ঠিক হইত না, কারণ অসিজীবী যোদ্ধা ক্ষত্রিয়, তাহা বুঝা যাইত না, এই জন্যই "লেখক" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহাতে সহজেই বুঝা যাইতেছে 'কায়স্থ' পদে লেখক শ্রেণীর ক্ষত্রিয় নিযুক্ত করাই উক্ত বাক্যের অভিপ্রায়। সুতরাং এখন আমরা উক্ত শ্লোকে ব্রাহ্মণ লেখক ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিই পাইলাম।

অতএব প্রথমে "কায়স্থ" শব্দ যে পদের নাম ছিল, তাহাতে যে লেখক শ্রেণীর ক্ষত্রিয় নিযুক্ত হইতেন, এবং উক্ত কায়স্থের বংশেয় নাম যে (৬০০ খৃষ্টাব্দে) রাজতরঙ্গিনীতে এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে কায়স্থ বংশ বলিয়া শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ কায়স্থ বংশই কায়স্থ পদে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য বলিয়া গণ্য ছিল। মনু সংহিতায় লিখিত আছে

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরাল্লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্তচাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥৭।৫৪

অর্থাৎ "পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারা, বেদাদি ধর্ম্মশস্ত্রে পারদর্শী এবং যাঁহারা স্বয়ং শূর ও যুদ্ধ বিদ্যায় সুনিপুণ, সৎকুলোদ্ভব এবং পরীক্ষিত এরূপ সাত আটটী মন্ত্রী প্রত্যেক রাজার থাকা আবশ্যক।" মন্ত্রিদিগের ন্যায় কায়স্থপদেও পুরুষানুক্রমে লেখক ও গণক নিযুক্ত হইতেন।

যদি কেহ বলেন বংশ বলিলেই জাতি বুঝায়। একথা ঠিক নহে, কারণ বঙ্গে মজুমদার বংশ, চৌধুরীর বংশ, খাসনবিশ বংশ, সিকদার বংশ এবং মহারাষ্ট্রে চিট্‌নবিশ বংশ ইত্যাদি পদবাচক ব্যক্তির বংশ ভিন্ন জাতি বুঝায় না। চাটুয্যে বংশ, মুখুয্যে বংশ, ভাদুড়ী বংশ, মৈত্র বংশ, ইত্যাদি শব্দে জাতি বুঝায় না, ঘোষ বংশ, বসুবংশ, মিত্রবংশ, প্রভৃতি বলিলে জাতি বুঝায় না। অতএব চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত 'কায়স্থ' শব্দ বংশ অর্থে ব্যবহৃত হইলেও জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

স্মৃতিকর্ত্তা রঘুনন্দন তাঁহার স্মৃতিতত্ত্বের কোন স্থানেই 'কায়স্থ' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের লোক। এই সময়ও কায়স্থ-শব্দ জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, তাই তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট কল্পনা করিয়া "সচ্ছূদ্র" নাম লিখিতে হইয়াছে। কলিতে ক্ষত্রিয় নাই বলিয়া তিনি ক্ষত্রিয় জাতিকে সচ্ছুদ্র নামে উল্লেখ করিরাছেন। যদি সে সময় 'কায়স্থ' শব্দ জাতি বাচক হইত, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই "কায়স্থ" শব্দ ব্যবহার করিতেন। অতএব তখনও বঙ্গে "কায়স্থ" শব্দ জাতি বাচক হয় নাই। বঙ্গের বাহিরে সুদূর মহারাষ্ট্রে তখন গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। শিবাজী ১৬২৭ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। এই সময় মহারাষ্ট্রে কায়স্থগণ কায়স্থ জাতিতে পরিনত হইয়াছিলেন।

শিবজীর চিটনীস্ (chief secretary) বালাজীআবজী কুলাচার অনুসারে পুত্রের উপনয়নের আয়োজন করিলেন দেখিয়া, ব্রাহ্মণ মন্ত্রী মোরপন্থ বলিলেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই, সুতরাং তিনি উপনয়ন দিতে পারেন না। শিবাজী শুনিয়া কাশীর পণ্ডিত গাগাভট্টকে আনাইলেন। তাঁহার ব্যবস্থামত শিবাজী প্রৌঢ় বয়সে দুই সন্তানের পিতা হইয়া উপনয়ন সম্পন্ন হইলেন। তৎপরে আবাজীর পুত্রেরও উপনয়ন হইয়া গেল। এখানে দেখা যাইতেছে আবাজীর বংশে উপনয়ন প্রথা প্রচলিত ছিল, শিবাজির বংশের ছিল না। কেননা দুই পুত্রের জন্ম হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার উপনয়ন হইয়াছিল না। অথচ তিনি উদয়পুরের প্রসিদ্ধ রাণার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত ধর্ম্ম যুদ্ধকার্য্য, যিনি যুদ্ধ না করিতেন তিনি লেখক হইতেন, তাঁহার বংশ যথাক্রমে লেখকের কার্য্যই করিতেন। লোকে কায়স্থ বংশ নামেই তাঁহার বংশের উল্লেখ করিত।

ক্ষত্রিয় ও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় উভয়ের মধ্যে হইতেই লেখক, "কায়স্থ" পদে নিযুক্ত হইতেন। এইজন্যই অসিজীবী শ্রেণীতে ক্ষত্রিয়, ব্রাত্যক্ষত্রিয় উভয়ই দেখা যায়। ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন সংস্কার না হইলেই তাহাকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিত। যথা মনু বলিয়াছেন—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তুযান্।
তান্ সাবিত্রী পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥১০।২০

অর্থাৎ "দ্বিজাতি কর্ত্তৃক পরিণীতা সবর্ণা গর্ভ সম্ভূত তনয় উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে ব্রাত্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতির মধ্যেই ব্রাত্য সম্প্রদায় ছিল, যথা "ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ," "রাজন্যাদ্ ব্রাত্যাৎ," "বৈশ্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ" (১০।২১,২২,২৩ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহা জানা যায়। অতএব উপ নয়ন না হইলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব্রাত্য নামে অভিহিত হইতেন কিন্তু জাতিচ্যুত হইতেন না নিন্দনীয় হইতেন মাত্র। কারণ জাতিচ্যুত হইলে ব্রাত্য ব্রাহ্মণ, ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, ব্রাত্য বৈশ্য ইত্যাদি শব্দ থাকিত না! ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং স্বভাবতঃই নিন্দনীয়" (মহা-দ্রোণ১৪৩অধ্যায়)। ইহাতে বেশ বুঝা গেল—অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় এবং কৃষ্ণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কিন্তু তাহা বলিয়া কৃষ্ণ বা অন্ধক বংশ লেখকের কার্য্য করেন নাই, যুদ্ধই তাঁহাদের ব্যবসা ছিল। ক্ষত্রিয়দিগের সহিত তাঁহারা অচল থাকিবারও কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ক্ষত্রিয়, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, উপনীত, অনুপনীত, সকলেই এক সমাজভুক্ত ছিলেন। পরস্পর বিবাহ পর্য্যন্ত চলিত। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার মাতা কুন্তী অন্ধক বংশের কন্যা ছিলেন। ক্ষত্রিয় ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় এই উভয় শ্রেণী হইতেই মসীজীবী শ্রেণী বাহির হইয়াছে, এই জন্যই কায়স্থ বংশমধ্যে উপনীত ও অনুপনীত এই উভয় প্রকারই দেখা যায়।

গাগাভট্ট কৃত কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক বিখ্যাত ব্যবস্থাও আছে। তিনি ব্যবস্থা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, কায়স্থগণের সংস্কারাদি যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইবার জন্য "কায়স্থ প্রদীপ" নামে একখানি পদ্ধতি সম্পাদন করেন, এই পদ্ধতি অনুসারে মহারাষ্ট্র কায়স্থ সমাজের সংস্কার আদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

শিবাজীর মুখ্যপ্রধান (prime minister) মোরপন্থ ক্ষত্রিয় রাজার মন্ত্রী হইয়াও যখন কলিতে ক্ষত্রিয় নাই বলিতে সাহস করিয়াছেন, তখন এই সময় প্রকৃত ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কেবল যুদ্ধ ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় ছিল না। কায়স্থ বংশই সর্ব্বত্র রাজত্ব করিতেন, অতএব সমস্ত কায়স্থই ক্ষত্রিয়বর্ণ। সুদূর পশ্চিমে মহারাষ্ট্র প্রদেশে যখন এইরূপে কায়স্থ এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইতে ছিল! মধ্যদেশ হইতে আগত বঙ্গদেশের কায়স্থগণ তখন "সচ্ছূদ্র" নামেই সন্তুষ্ট ছিলেন। সুদূর কাশ্মীর হইতে বিহার পর্য্যন্ত কায়স্থগণ যখন নিজকে ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই পশ্চিমা বাতাস তাঁহাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তখন প্রবাহিত হইয়া ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন করে নাই, তাই তাঁহাদিগকে এখন বেগ পাইতে হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা ক্ষত্রিয়বর্ণ ভুক্ত। যিনি ইতিহাস আলোচনা করিবেন, তিনিই তাহা স্বীকার করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদিন

বঙ্গের কায়স্থগণ স্বীয় স্থান নির্ণয় করিয়া লন নাই, তাই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে তাঁহারা স্বীয় স্থান বুঝিয়া লইতেছেন। বঙ্গের ব্রাহ্মণ দিগকেও তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যোগ্য পাত্রকে তাহার যোগ্য স্থানে বসিতে দিতে আপত্তি কি? তাঁহারা ব্রাহ্মণের নিম্নেই নিজের প্রকৃত স্থান চাহিতেছেন, তাহা অবশ্যই পাইতে পারেন। তাঁহারা পঞ্চমবর্ণ নহেন দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়। তাঁহারা ভৃত্য নহেন, রাজন্য।*

শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্ম রায়।

——

কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি নির্ণয়ে কুলগ্রন্থ।

বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গত চৈত্র সংখ্যায় 'সাহিত্য' পত্রিকায় "গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী" প্রবন্ধে প্রাচীন রহস্য উন্মেষণকল্পে নিরপেক্ষ পন্থাবলম্বনের পরিচয় প্রদান করিয়া কায়স্থগণের, কায়স্থগণের কেন সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনা পূর্ব্বক সার সত্য গ্রহণ করিতে হইলে ন্যায়পথে বিচরণ করাই প্রয়োজন। মৈত্রেয় মহাশয়, কবিকে বরেন্দ্রবাসী দৃষ্টে ও নন্দী ঔপাধিক কায়স্থবংশ বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে প্রভাবশালী বলিয়া এবং "করণ্য" শব্দের বিশদার্থ গ্রহণে ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা পূর্ব্বক সন্ধ্যাকর বারেন্দ্র কায়স্থরূপে প্রতিভাত হওয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কায়স্থকুল শাস্ত্র তাঁহার ঐ উক্তি সমর্থন করিবে আশায় বঙ্গজ কুলাচার্য্যকারিকার বিষয় উল্লেখ করত আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

* রাজসাহীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব" লেখক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী শর্ম্ম রায় মহাশয়ের এই প্রবন্ধটী, রাজসাহী কায়স্থ সমিতির গত ১১ই শ্রাবণ তারিখের অধিবেশনে পঠিত হয়। শুনিতে পাই তাঁহার "পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব" এক অপূর্ব্ব ও অতীব আদরের জিনিষ। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ঐ পুস্তক ৩৬ খান ও আসাম গবর্ণমেণ্ট ৮ খান ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিয়াছেন। বিনোদবাবু কায়স্থহিতৈষী সুতরাং তাহার একখণ্ড পুস্তক তিনি কায়স্থ-পত্রিকায় সমালোচনার্থ পাঠাইলে সভার সহস্রাধিক সভ্যের দৃষ্টি তাহাতে পড়িবে।

কাঃ পঃ সঃ।

“বরেন্দ্রমণ্ডলে যে নন্দীবংশ অদ্যাপি সুপরিচিত তাহা বারেন্দ্র কায়স্থবংশ। সন্ধ্যাকর সেই বংশের পূর্ব্বপুরুষ হইলে কুলশাস্ত্রের কিছু অগতি হইবার কথা। কুলশাস্ত্রে মনুসংহিতোক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণজাত করণ শব্দের উল্লেখ নাই। নানার্থকোষে করণ যে বর্ণসঙ্কর ও করণ যে কায়স্থ নামে অভিহিত তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে যাহাদের কথা লিখিত আছে তাহার পঞ্চশূদ্র বলিয়াই উল্লিখিত, আদিশূর সশূদ্র ব্রাহ্মণ প্রেরণের কথা লেখেন, বীরসিংহ ‘দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদি ভৃত্যান্’ প্রেরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গজ কুলাচার্য্য কারিকার মতে ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পুত্র হীম জ… পুত্র প্রদীপ। তাঁহার পুত্রের নাম লিপিকারক কায়স্থ, কায়স্থের তিন পুত্র। তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, বিচিত্র নাগলোকে ও চিত্রসেন পৃথিবীতে। চিত্রসেনে… সাত পুত্র যথা—বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ ও মৃত্যুঞ্জয়। করণ হইতে নাগ, নাথ, দাস ও মৃত্যুঞ্জয় হইতে দেব, সেন, পালিত ও সিংহ উৎপন্ন হই… ছেন। যাঁহারা দ্বাদশ শুদ্ধবংশ তাঁহারা ‘বসু ঘোষ গুহো মিত্র দত্তো নাগ… নাথকঃ।’ দাস দেব স্তথা সেনঃ পালিত সিংহ এবচ॥ এতে দ্বাদশ নাম… প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধ বংশজাঃ। ইহার সহিত মনুসংহিতোক্ত কোষ গ্রন্থের মিল নাই। ইহা এক পৃথক্ শাস্ত্র; বাঙ্গলা দেশেই ইহার জন্মস্থান। বাঙ্গলার ইতিহাসে… অধঃপতন যুগই ইহার জন্মকাল। ইহার প্রভাবে বাঙ্গালীর পুরাতন সমাজে… তথ্যালোচনার পথ ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়াছিল। কুলশাস্ত্রপন্থীগণের বাদানুবাদে তাহা বিলক্ষণ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং সন্ধ্যাকরের নন্দীবংশই বর্ত্তমান নন্দীবং… কি না তাহার আলোচনা করা কঠিন হইয়াছে।”

আমরা এ সম্বন্ধে দু’একটী কথা বলিব। আমাদিগের কথাগুলি প্রতিবাদচ্ছলে নহে, আলোচনামাত্র।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ঋষিগণের শাসন বাক্য। ঋষিবংশীয় ব্রাহ্মণগণ ভূদেব… নানাশাস্ত্র নানাভাবে ব্যখ্যা করিয়াছেন, হয়ত এক শাস্ত্রের সহিত শাস্ত্রান্তরের ম… শাস্ত্রের এক বচনের সহিত বচনান্তরের সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহা… মূলে নানাকারণ বিদ্যমান আছে। কুলগ্রন্থ সকলের মধ্যে ঘটকগণের শ… “আজগবী” কথাও লিপিকারকগণের “কলমকুশির” জন্য পরস্পর বি… কথার সমাবেশ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা প্র… আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় সামঞ্জস্যভাব গ্রহণ পূর্ব্বক সত্যান্বেষণে অনেক… অগ্রসর নহেন।

বাঙ্গলার হিন্দুগণ মধ্যে নানাজাতীয় লোক বিদ্যমান আছেন। সেই সকল লোকের কুলেতিহাসও থাকা পরিলক্ষিত হয়। সেই সকল কুলেতিহাস আলোচনা করিলেও সেন রাজাগণের ও কায়স্থগণের বর্ণ নির্ণয়ে কোন গোলযোগ হয় না। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সংগৃহীত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সাউ ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় জাতির বহু কুলগ্রন্থে আদিশূর ও সেন রাজগণের পরিচয়ে “অম্বষ্ঠ” ও “করণ” শব্দ প্রয়োগ হওয়া দৃষ্ট হইতেছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাসের রাজন্যকাণ্ড প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তাহা প্রকাশিত হইলে কেবল জাতিগত বা শ্রেণীগত কথা নহে, বাঙ্গলার ইতিহাসেরও অনেক উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

মনুসংহিতোক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণজাত ‘করণ’ শব্দ বঙ্গজ কুলগ্রন্থে উল্লেখ না থাকিলেও তাহা কুলগ্রন্থে নাই একথা বলা যায় না। বহু কুলগ্রন্থে বল্লালসেনের জাতির স্থলে ‘করণ’ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। রাণাঘাট নিবাসী ঘটক ৺সাতকড়ি বিদ্যারত্নের গ্রন্থে বল্লালসেন ‘করণ’ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।

“গতে শাকে পক্ষাম্বুধি খকমিতে করণ কুলে
শ্রিয়া বল্লাল নামা অজনি বিজয়াৎ ব্রহ্মজনুসা॥”

এই ১০৭২ শককে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কৌলীন্য মর্য্যাদার সময় অনুমান করেন।

শিলালিপি, তাম্রশাসন দ্বারা আদিশূর রাজার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। বহুকাল গত জনশ্রুতি ও কুলগ্রন্থ আদিশূর রাজার অস্তিত্ব ও তাঁহার জাতি প্রমাণ করিতেছে। শিলালিপি প্রভৃতির ন্যায় “দলিলী” প্রমাণ সর্ব্বত্রই লব্ধ হইবে, তাহার আশা করা যায় না। বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন প্রভৃতির জাতি বিষয়ক প্রমাণ শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তৎসমুদয়ে সেনবংশীয়গণ কর্ণাট ক্ষত্রিয়রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন।

পরশুরাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করায় ক্ষত্রিয়ের এককালীন ধ্বংস বুঝা যায় না। মহানন্দী হইতে অসিজীবি ক্ষত্রিয়জাতির তিরোধানও স্বীকার করা যায় না। ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা মসিজীবি ক্ষত্রিয়, কায়স্থকুলের বিনাশও প্রমাণ হয় না। মনু বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ ‘করণ’ শব্দে অভিহিত। যে সকল ক্ষত্রিয়গণ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডে অপারগ হইয়া ব্রতধর্ম্মে নিরস্ত থাকিতেন তাঁহারাই ব্রাত্য হইতেন। ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুইটী বিভিন্ন মত যে সময়ে প্রচলিত ছিল, সে সময়েও বৌদ্ধগণের দৃষ্টান্তে

হিন্দুগণের মধ্যে যজ্ঞাধিকারী ব্যক্তিগণ সাবিত্রী ত্যাগ করা হেতু ব্রাত্যত্ব লাভ করিতেন। বাঙ্গলার পালবংশীয় রাজন্যবর্গের সমসাময়িক বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মধ্যেও বৌদ্ধাচার প্রভাবে ব্রাত্যত্ব ঘটিয়াছিল। শূর ও সেনবংশীয় রাজগণ যজ্ঞাদি কার্য্য করিতেন, ব্রাহ্মণ আনয়নাদি প্রসঙ্গই তাহা প্রমাণ করিতেছে। তন্নিবন্ধন যাগ-যজ্ঞাদির বাহুল্যতা কায়স্থ জাতি মধ্যে বর্ত্তমান সময়ও যথেষ্ট প্রচলিত আছে।

ঘটকগণের গ্রন্থোক্ত 'করণ শব্দের সহিত মনুক্ত সবর্ণজাত করণ শব্দের সামাঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির আবিষ্ক্রিয়ার পূর্ব্বে কেহ কেহ ঘটকগণের গ্রন্থোক্ত "করণ" শব্দকে অন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এইক্ষণে উক্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি বিশিষ্ট প্রমাণে সেন রাজগণের জাতি বিষয়ে কেহই সন্দিহান হইতে পারিতেছেন না। শিলালিপি প্রভৃতিতে সেনরাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ সকল শ্লোকের রচয়িতাও ঋষিবংশীয় তদানীন্তন প্রধান ব্রাহ্মণগণ ছিলেন। শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন কাব্যাদির 'করণ' কিম্বা 'ক্ষত্রিয়' শব্দ ঘটক লিখিত 'করণ' শব্দের সহিত বিচারকরিয়া সেনরাজগণ মনুসংহিতোক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণজাত করণরূপে গ্রহণ যোগ্য তাহাই মনে হয়।

বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকায় পঞ্চ কায়স্থ শূদ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন।*

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কারিকার বর্ণনা অন্যরূপ। আদিশূরানীত কায়স্থ পঞ্চকের কয়েক ঘর দক্ষিণরাঢ়ে ও কয়েক ঘর বঙ্গজের কুলীন হইয়াছেন। এই কৌলীন্য বল্লালসেনের সময়ে সৃষ্টি হয়। বল্লালের সমকাল হইতে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কারিকাগুলি লিখিত হইতে আরম্ভ হয়, ইহাই অনুমান করা যায়। উত্তররাঢ়ীয় কারিকা আদিশূরের সময়ের কথাই প্রকাশ করিতেছে। উত্তররাঢ়ীয় কারিকায় লিখিত আছে—

"বিপ্রপঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চ হয়।
ত্রিপঞ্চকে উপনিত আদিশূরের সভায়॥"

এখানে বিপ্রপঞ্চকের পরেই "করণ" পঞ্চক হইতেছেন। ভৃত্য পঞ্চক পৃথক।† এই উক্তি পরস্পর সামঞ্জস্য জনক। এই করণগণই গজাশ্বে শিবিকায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই প্রভাব ঘটকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটকগণের বর্ণনার সহিত ভৃত্য শূদ্রের কোনরূপ সামঞ্জস্য হয় না। উত্তররাঢ়ীয় কারিকার করণ শব্দের সহিত রাশিকৃত ঘটক কারিকার লিখিত সেনরাজগণের জাতির পরিচায়ক করণ শব্দ তুলনা করিলেও করণ শব্দ দ্বারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণজাতকরণ ও কায়স্থ একার্থেই প্রতিপন্ন হয়। করণের 'কায়স্থ' অর্থও এস্থলে সমীচীন হইতেছে।

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের প্রাচীন কুলগ্রন্থে কাশিরামদাসের আদি ঢাকুরীতে কায়স্থ পঞ্চক করণ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যদুনন্দন কৃত সংক্ষিপ্ত ঢাকুরে তাহাদিগকে কায়স্থ বলা হইয়াছে। করণ ও কায়স্থ প্রার্থক্য না থাকায় যদুনন্দন ঐ কায়স্থ শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন।

কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব্বনিবাসি কায়স্থগণ যাঁহারা একদা 'গৌড় কায়স্থ' নামে ভারতের নানাস্থানে পরিচিত ও মর্য্যাদালাভ করিয়াছিলেন।

---

* সুপ্রাচীন কাল হইতেই ক্ষত্রিয়দ্বেষি ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাদের পোষ্টা রাজন্যগণকে কোন কোন স্থলে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। এসম্বন্ধে আমরা প্রথমতঃ শতপথ ব্রাহ্মণের (১৪।৪।২।২৫) দেখিতে পাই পূষণাখ্য সূর্য্যকে ঋষিব্যাখ্যা করিতেছেন—"স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ।" অর্থাৎ তিনি শূদ্রের বর্ণ সৃজন করিয়াছিলেন। এই পূষাই শূদ্রবর্ণ কেননা পূষা পৃথিবীকে এবং এই যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয় পোষণ করিয়া থাকেন।" ফলতঃ শ্রুতির ভাব এই যে যে পৃথিবী পোষণ করিবে সেই শূদ্র নামের যোগ্য।

অতঃপর ছান্দোগ্যোপনিষদের ৪।২।৩ শ্রুতিতে দেখা যায় রৈক্কমুনি ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ চৈত্ররথ বংশীয় পৌত্রায়ণ রাজর্ষি জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আবার জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখা যায় যে, যে মহাক্ষত্রিয় বংশ হইতে বহু সংখ্যক পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উদ্ভুত হইয়াছেন, সেই বংশের গোত্র পুরুষ চন্দ্রাত্মজ বুধকে শূদ্রজাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাই বলিয়া কি প্রাগুক্ত বংশত্রয় কেহ ক্ষত্রিয় জাতি না বলিয়া শূদ্র জাতি বলিয়া বুঝে? অতএব বঙ্গজ ঘটক কারিকায় 'কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়ম্' পদ সন্নিবেশিত থাকায়ও বঙ্গীয় কায়স্থগণকে শূদ্রজাতি পরিকল্পনা করা যায় না। যেহেতু মহারাজা আদিশূর তৎপূর্ব্বেই মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলেন "কাসন্তে কাণ্যপীশাঃ ক্রতুকৃতি কুশলাঃ কাপিশূদ্রাঃ কুলীনাঃ?" এতদুত্তরে মন্ত্রী ঐ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েরই অবস্থিতির কথায় বলিয়াছিলেন "পাত্রস্তেষামবোচৎ পরিচয় মখিলং ভূপবাক্যাৎ—দ্বিজান্তে কোলাঞ্চস্থাঃ" এই বচন যোজনা করিয়া 'তে' সর্ব্বনামদ্বারা রাজার কথিত শূদ্রকেও দ্বিজাতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শূদ্র যে দ্বিজাতি নহে তাহা শাস্ত্রতঃ লোকতঃ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। সুতরাং এই শূদ্রকেও পৃথিবী পালনকারী রাজন্যজাতি বুঝিতে হইবে এবং ঘটকপ্রবর আচার্য্যচূড়ামণির "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতৌ ব্রাহ্মণ শূদ্রত্রবচ" বচনের মান রক্ষা হইবে।

কাঃ পঃ সঃ।

† ভৃত্যের কথা বঙ্গজ কারিকায়ও আছে—

"নৃপাজ্ঞাঞ্চলব্ধা সদারাদি ভৃত্যাঃ
মহাযোগিন স্তে বভূবঃ সশূদ্রাঃ।"

কাঃ পঃ সঃ।

এবং এদেশেও যাহাদিগের মধ্যে প্রভাবশালী জনগণ জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার রাজশক্তি পরিচালনের সাহায্য করিয়াছিলেন. বল্লালসেনের কুলমর্য্যাদা বিধান সময়ে তাঁহারা নগণ্য হইলেন। তখন সামাজিক ও অসামাজিক কায়স্থগণের এই দুইটী থাক হইল। আদিশূরের সময় হইতে বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত সমাগত কায়স্থগণ উপনিবেশী গণ্য হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যেই বাসস্থানভেদে শ্রেণী বিভাগ হইল এবং তাঁহারাই সামাজিক কায়স্থ হইলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঘটকগণ এই উপনিবেশী কায়স্থগণের উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বঙ্গ ও বারেন্দ্রে বসতি হেতু তত্তৎদেশের নামানুসারে তাঁহারা পরিচিত ও দেশভেদে তাঁহাদিগের কুলভেদ হইল এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে সকল শ্রেণীতে ঐরূপ দ্বাদশ শুদ্ধ বংশের যে সকল লোক আছেন তাঁহারা পদ্ধতি কারক। ঐ পদ্ধতিকারক ভিন্ন শুদ্ধ বংশজ লোক বিদ্যমান আছেন।

ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে আদিশূরের পরে বরেন্দ্রে পুনরায় বৌদ্ধপ্রভাব ঘটিয়াছিল। এই প্রভাব বল্লালসেনের রাজত্বের প্রথমকাল পর্য্যন্ত ছিল। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কতক লোক বৌদ্ধাচারে জড়িত ছিলেন। বৌদ্ধাচারী ব্যক্তিগণের বংশ পরিণামে বৈদিকাচার নিরত রাজার প্রভাবে রাজপ্রসাদ লাভের জন্য অনেকেই বৈদিকাচারের অনুগমন করেন। সমাজে যে সকল লোক বৌদ্ধাচারী হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের কথা কুলগ্রন্থে উল্লেখ নাই। কোন কোন কুলগ্রন্থে আদিশূরানীত বিপ্র ও কায়স্থ পঞ্চকের কয়েকপুরুষের নাম না লিখিয়া আকাই বাঁকাই সাকাই ইত্যাদি রূপে লিখিত আছে। ইহা স্মৃতিশক্তি বিলোপ জন্য হইয়াছে অথবা যে সকল ব্যক্তি এদেশের বৌদ্ধাচারে জড়িত ছিলেন তাঁহাদিগের নাম ঘটকগণ লিপিবদ্ধ না করিয়া আকাই বাকাই সাকাই লিখিলেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে শেষোক্ত কারণই অনুমান হয়।

বরেন্দ্রে যে সকল প্রাচান দেবতা অদ্যাপিও জনসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছেন তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সময়ের দেবদেবী। বৌদ্ধ দেবদেবীকে পরিণামে হিন্দু দেবদেবীরূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। বৌদ্ধ দেবতা সমূহ এককালীন বিনষ্ট করিলে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তন করা কঠিন হইত। তজ্জন্যই বৌদ্ধ তান্ত্রিকদিগের দেবদেবীকে হিন্দুর দেবদেবীরূপে পূজা করা হয়; এই সকল পূজা পার্ব্বণে হিন্দু ও বৌদ্ধমতাবলম্বী একসঙ্গে যোগদান করিয়া দেশের শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন।

'জেলা পাবনার অধীন নিমগাছী নামক স্থান বিরাটের দক্ষিণ গোগৃহ বলিয়া জনসাধারণ অবগত আছেন; ভীমের কীচক বধের স্থান ও অর্জ্জুনের অস্ত্র রাখিবার শমীবৃক্ষ এবং অন্যান্য অনেক প্রবাদ ঐ স্থানে শ্রুত হওয়া যায়। অন্যূন ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐস্থানে যাইয়া 'জয়সাগর' নামক বৃহৎ দিঘী ও মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত অট্টালিকার কিয়দংশ ও একটী বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, কয়েকখানি প্রস্তরাদি দৃষ্ট করিয়াছিলাম। একখানি প্রস্তরে বৌদ্ধ সময়ের মূর্ত্তি খোদিত থাকা মনে হইতেছে। যাহাই হউক ঐ স্থানের অদূরে চৈত্রহাটী নামক স্থানে যে মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে তাহা বৌদ্ধযুগের শক্তিমূর্ত্তি কথিত আছে ঐ মূর্ত্তি সুরথ রাজার স্থাপিত। উহার সেবা এইক্ষণ ধরাইলের জমিদারগণের তত্ত্বাধীনে আছে। রাজসাহী জেলার থালতার মূর্ত্তিটী বস্ত্রাবৃত থাকেন। উক্ত উভয় স্থানের পূজার ও অন্যান্য নানা স্থানের পূজার মন্ত্রাদি ও ক্রিয়াকলাপের শাস্ত্র পৃথক্। দেবীর ভোগের জন্য মৎস্য মাংস নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু থালতার সেবায় মৎস্য মাংস এইক্ষণ তাড়াশের রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে; ঐ সকল সেবার অদ্ভুত নিয়ম। শীতকালে শেষ রাত্রিতে খিচড়ী ভোগ হয়।

কবি সন্ধ্যাকর 'রামচরিত' কাব্যে স্বীয় বংশের যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গিরিশাখ্য শিবকে নমস্কার করিয়াছেন * কিন্তু গ্রন্থারম্ভের উপরে "ওঁ ঘনায় নম শুদ্ধ" এই শব্দ সংযোজিত থাকায় কেহ কেহ কবিকে বৌদ্ধ বলিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। গ্রন্থ সংগ্রাহক মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন কাব্যের লিপিলেখক শীল চন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন। আমরা বলি—কবি গোড়া হিন্দুই ছিলেন, তবে কাব্যের প্রারম্ভে যে "ওঁ ঘনায় নম শুদ্ধঃ" পদ আছে, তাহা হয় শীলচন্দ্রের নতুবা টীকাকারের লিখিত প্রণাম। কারণ সুপ্রাচীন বেদ, ব্রাহ্মণ উপনিষদাদির প্রারম্ভেও টীকাকারগণ ও নকলকারিগণ আপনাপন উপাস্য দেবতাদের প্রণাম করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভের প্রণাম দৃষ্টে লেখকের কৌলিক ধর্ম্ম উপলব্ধি করা কঠিন, যেহেতু প্রত্যক্ষে দেখা যায় সনাতন বর্ণাশ্রম কুলে থাকিয়া অনেক যুবক যৌবনে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" পত্র ও গ্রন্থাদিতে লিখিয়া থাকেন; অথচ সেই সকল যুবক আদৌ ব্রাহ্ম নহে।

আদিশূর রাজার শূদ্রের প্রয়োজন আদৌ উপলব্ধি হয় না। এদেশ তীর্থস্থান নহে। সুতরাং "স শূদ্রান্" বা সদারাদি ভৃত্যান্" কথাই বা কি জন্য? বাঙ্গালা

* "শুচিরুচিরবিক্রমকমলাময়মিদমুদতং গবামধিপতেরত।
শব্দগুণ ভূষণাদ্ভুতমুত্তং তসয়তে গিরিশায়নাম॥" (লেখক)

দেশে যে যজ্ঞ কার্য্য ব্রাহ্মণগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেতর জাতি মধ্যে সে যজ্ঞ দর্শন পূর্ব্বক তাহা শাস্ত্র সম্মত ও কান্যকুব্জের ন্যায় রাজোচিত ভাবে হইতেছে কি না তাহা বিচারের যোগ্য লোক এদেশে অবশ্যই ছিল না। এবিষয় চিন্তা করিলে যজ্ঞ পরিদর্শন জন্য রাজার স্বজাতীয় আভিজাত্যগণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। ঘটকগণের গ্রন্থে বিদ্বেষমূলক ও অসামঞ্জস্য ভাবের কথা লিখিত আছে। তাহা সামঞ্জস্য পূর্ব্বক অসার কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐতিহাসিকগণ ন্যায় সিদ্ধ কথাই গ্রহণ করিবেন।

সত্যকথা প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমরাই অনেক অসত্য কথার প্রশ্রয় দিতেছি। পঞ্চবিপ্রের কান্যকুব্জে পরিণীতা স্ত্রীর সন্তান রাঢ়ীয়গণ ও এদেশে পরিণীতা স্ত্রীর সন্তান বারেন্দ্রগণ কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট সন্ধানে জানিতে পারিয়া কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে ভ্রম জন্মান অসম্ভব নহে। দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ এইরূপ ভ্রমের ইয়ত্তা নাই।*

উত্তররাঢ়ীয় কারিকায়, কায়স্থ পঞ্চকের ভৃত্যত্বের কথা নাই। যাঁহারা "করণ" বলিয়া বর্ণিত তাঁহারা রাজার জাতি হইতেছেন। এই "করণগণেরই গজাবে শিবিকায় আগমনের কথা ও তাঁহাদিগের প্রভাবের বর্ণনাদি বাহুল্য রূপেই ঘটক

* সম্বন্ধ নির্ণয় ও গৌড়ে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পুস্তকের ভ্রমাত্মক মত অনেক দিনের। জলপাইগুড়ির উকীল সান্ন্যাল মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে যে ইতিহাস লিখিতেছেন তাহাতে শিলালিপি ও তাম্রশাসনের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় সাহিত্য পুস্তকের ১ম ভাগে "রামপালে আদিশূরের প্রবন্ধের ফুটনোটে নানা তাম্রশাসনের কথা উল্লেখ করিয়াও আদিশূরের জাতির বিষয় উল্লেখ করেন নাই। নূতন নিম্ন পাঠ প্রণেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, এম্ এ: বি এল্, মহাশয় "রামপালে গজারি বৃক্ষ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "বাঙ্গালা দেশে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা ইহাদিগেরই (আদিশূর নীত পঞ্চবিপ্রের সন্তান।" যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের গুরুস্থানীয় বা বিশাল বৈদিক সমাজে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নহেন ইহাই বা বৈদিক ব্রাহ্মণ বালক বালিকা কিরূপে শিক্ষা করিবে? ঐতিহাসিক পাঠ ১ম ভাগ শ্রীযুত কাজি ইমদাদুল-হক বিএ প্রণীত। ইনিও লিখিয়াছেন আদিশূর বৈদ্য ছিলেন। তিনি যে ৫জন ব্রাহ্মণ ও ৫জন কায়স্থ আনয়ন করেন। বাঙ্গালার যাবদীয় শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ সেই ৫জনের সন্তান॥ উত্তররাঢ়ী ও বারেন্দ্র মধ্যে সেই ৫জন কায়স্থ সন্তান নাই। দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজের কুলীন মধ্যে অন্যান্য কায়স্থ আছেন তাহাই বা কি প্রকার? শেষোক্ত পুস্তক চতুষ্টয় বোধ হয় রাজসাহী ও ঢাকা বিভাগের অনুমোদিত স্কুল পাঠ্য পুস্তক।

গ্রন্থে উক্ত আছে। বারেন্দ্র কায়স্থের ঠাকুরেও ভৃত্যত্বের কথা নাই। ঠাকুরের মতে বারেন্দ্র কায়স্থ বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ বল্লালী মর্য্যাদা গ্রহণ করেন নাই। ঠাকুরের আর একটী উক্তি বল্লালসেন "কাহাকে কুলীনপদ দিয়া বাড়াইল, কাহার কুলীনপদ কাড়িয়া লইল।" তারপর বল্লালের হীনজাতীয়া একটী স্ত্রীলোক আনয়নের কলঙ্ক রটনা আছে। এই সকল কারণে মনে হয় যে দক্ষিণরাঢ় ও বঙ্গের কায়স্থকুল চূড়ামণিগণ কৌলীন্য লাভের জন্যই ব্রাহ্মণগণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধ হেতু একদা বৌদ্ধমত প্রবল হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা সেই প্রভাবশালী কায়স্থ জাতিকে রাজানুকূলে আনয়নের যত্নে ও কায়স্থ জাতির বিপ্রভক্তি বশতঃ তাঁহাদিগের ভৃত্যত্ব স্বীকারে ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সন্তুষ্টিহেতু রাজসভায় যে সকল ব্রাহ্মণ যে যে কায়স্থের স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন তাহারাই কুলীনপদ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাই ভাবিবার কথা হইতেছে। এইক্ষণ আমরা যে সকল কুলগ্রন্থে দেখিতে পাই তাহা রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচলনের পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত। সেই সময়ে লিখিত কুলগ্রন্থে ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলাকুল বিচারের উপায়ান্তরে না থাকায় কতিপয় ব্যক্তি কুল পুরুষানুক্রমিক করত মেল ও পটীবদ্ধ করেন। এই সময়ে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য সমাজপতি ও গোষ্ঠিপতি প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়াছিল। সামাজিক ব্যক্তিগণ কুলরক্ষার জন্য এতই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন যে কুলজ্ঞগণ "তিলের গোঁজা, খোজা ও রোজা" প্রভৃতি নানা তর্কে কুলরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কুলরক্ষার প্রয়াসের সহিত কায়স্থগণের "করণ" শব্দ বিলোপ হইয়া "শূদ্র" শব্দ সংযোগ হওয়া অসম্ভব নহে। ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রেই যখন শূদ্রধর্ম্মা হইলেন, তখন সকলেই শূদ্র জাতি রূপে কল্পনা হওয়া বিচিত্র নহে। কায়স্থ জাতির বিপ্রভক্তি পরিণামে ভৃত্য ও শূদ্ররূপে পরিণত হইয়াছে কি না তাহা ঐতিহাসিক রহস্যজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন। আমরা 'করণ' শব্দ দ্বারা কায়স্থ জাতি নির্ণয় যে সকল ঘটককারিকার কথা উল্লেখ করিলাম তাহার সহিত রামচরিতের বর্ণিত কবি প্রশস্তির 'করণ্য' শব্দের ঐক্যতা সাধনা করিলে কুলগ্রন্থোক্ত করণ পদের অর্থীভূত কায়স্থ জাতির অন্তর্গত সন্ধ্যাকর নন্দী হইতেছেন তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। ঐতিহাসিক মৈত্র মহাশয় 'করণ্য' শব্দ শিষ্টার্থে গ্রহণ করায় তাঁহার সহিত কুলশাস্ত্রের সামঞ্জস্য হইবে।

কুলগ্রন্থ হইতে আমরা যে অনেক ঐতিহ্য বিষয় লাভ করিতে পারি তাহাতে সন্দেহ নাই। যে দেশে একমাত্র রাজশক্তির বিকাশ ছিল, ব্রাহ্মণগণ ভেদ

নীতিবিশারদ বলিয়া বৌদ্ধ নরপালগণও যাহাদিগকে মন্ত্রিত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন, সে দেশের সামাজিক আন্দোলনে নানাজনের মস্তিষ্ক পরিচালিত হইত; তবে কথা হইতেছে সে সময়ে দেশে অন্ন সংস্থান ছিল; এখন দেশ নিরন্ন হইতে বসিয়াছে। সামাজিক দলাদলী ঢলাঢলির আনন্দ রস আর তেমন ভাল লাগিতেছে না।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা।

একটী কথা।

শাস্ত্রোক্ত প্রামাণিক বিধানানুসারে বঙ্গীয় কায়স্থ সন্তানগণের বৈদিকাচার যাহা, কায়স্থগণ এ দেশে আসিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া এতদ্দেশে পরিচালন জন্য এক্ষণে অধিকাংশ কায়স্থসন্তান সম্মিলিত হইয়া সভা সমিতিতে ইহা সকলেরই কর্ত্তব্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয় কোনও বর্ণাশ্রমীর ইহাতে কোনও অনিষ্ট, ক্ষতি বা কোনও আপত্তির কারণ হইতে পারে না। যদি ইহাঁরা শাস্ত্র নিরূপিত স্বধর্ম্মাচার অবলম্বনে সংস্কৃত হইয়া উন্নতি লাভ করেন, তবে ইহাঁদিগের এই উদ্দেশ্যটি অতি মহৎ, ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি কে না স্বীকার করিবেন? এইরূপে ইহাঁরা উন্নত হইলে তদ্দর্শনে বোধ হয় অপরাপর ব্যক্তিরও স্বধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারিবে। কায়স্থ চিত্রগুপ্ত-বংশজাত ক্ষত্রিয়বর্ণ, ক্ষত্রোচিত আচার ও ধর্ম্ম ইহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। কতক-গুলি কায়স্থ কেবল এ দেশে আসিয়া উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাত্য বলিয়া গণ্য, ইঁহারা যে প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনঃ উপবীত গ্রহণে সমর্থ, ইহা স্বদেশস্থ বিদেশস্থ গণ্যমান্য শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়া বহুদিন তাহাদিগকে ব্যবস্থা দিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে বহুদিন হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক কায়স্থ সন্তান উপবীত গ্রহণে সংস্কৃত হইয়াছেন। কিন্তু অনেকে আজকাল করিয়া বৃথা কালপেক্ষ করিতেছেন, অনেকে বলিতেছেন,— পার্শ্ববর্ত্তী সমাজ উপবীত গ্রহণে বাধা দিতেছেন, অনেকে বলিতেছেন অধিকাংশ ব্যক্তি সংস্কৃত হইলে তিনিও সংস্কৃত হইবেন, কেহবা আত্মীয় স্বজনের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত্যভাবে বসিয়া আছেন। এই প্রকার

পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে উপবীত গ্রহণে বৃথা আপত্তির উত্থাপন হওয়াতে পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষা দ্বারা কাল বিলম্বের কারণ ঘটিতেছে। এই প্রকার আপত্তির ও কাল বিলম্বের জন্য ভবিষ্যত ও বর্ত্তমানে কায়স্থগণের অনিষ্টের সম্ভাবনা হইতেছে ইহা কি তাঁহারা একবার ভবিবেন না? উদাসীন ভ্রাতৃগণের উদ্যম, উৎসাহ ও যত্নাভাব যে অপর জাতিগণের মধ্যে একটা আন্দোলনের কারণ, তাহা কি ইঁাহারা মনে করিবেন না! সকলেই এক্ষণে মনে করিতেছে ইঁাহারা জাতীয় সদাচার ও ধর্ম্ম সংস্কারে অসমর্থ এবং ইহাদিগের এরূপ চেষ্টা করাও অনর্থক।

উপনয়নেপ্সু কায়স্থগণ উপরোক্ত কারণে যে অন্যের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইবেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন বা তাহার যত্ন বা চেষ্টার অভাব হয় তবে রহস্যনিপুন ব্যক্তিগণে কে না তাহাকে উপহাস করিবে? ন্যায্যান্যায্যের প্রতি কে লক্ষ্য করিবে? সচরাচর যাজক ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই এইরূপ আন্দোলনের বেগ অতি প্রবল, তাঁহারা এ দেশের কায়স্থগণকে ভীরু, অক্ষম ও চিরকাল তাহাদের দাসত্বে বদ্ধ থাকা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিতেছেন, বঙ্গীয় কায়স্থগণের আর দাসত্ব মোচনের অন্য কোন উপায় নাই, ইদানীং ইঁহারা যদি উন্নত হন তবে দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন হইবে,তাহাতে তাহাদের উপস্থিত সম্মানের ও অভীষ্ট লাভের হানি ও ক্ষমতা লোপ হইবে। মনুষ্য কি স্বার্থপর? তাহারা আপন স্বার্থের অনিষ্ট সম্ভাবনার আশঙ্কা করিয়া কায়স্থের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নানা আপত্তিকর বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছেন। যাহাতে কায়স্থ-সমাজ উন্নতি লাভ না করিতে পারে তজ্জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিছুতেই মনের বেগ আর সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। তাহাদিগকে কি দোষ দিব? স্বার্থপর মনুষ্যের ইহাই প্রকৃতি ও তাহার কার্য্য। যদি কায়স্থ সন্তানগণ সকলেই মন্তব্য বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইতেন তবে ইহাদিগের বিরুদ্ধে কোনও বর্ণাশ্রমী কেহ কখন কোনও কথা কহিতে সাহসী হইত না। ইহা কেবল কায়স্থগণের ঔদাস্যের ফল।

উদাসীন ভ্রাতৃগণ বলুন দেখি, আপনারা জাতিধর্ম্মের সংস্কার করিতে ইচ্ছুক আছেন কি না? কিম্বা বংশ-পরম্পরা অসংস্কৃত হইয়া থাকিতে ইচ্ছুক আছেন? যদি আপনাদিগের জাতীয় অনুরাগ থাকে, জাতিগত ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাসনা থাকে, তবে শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া যত্ন সহকারে স্বজাতীয় ধর্ম্ম সংস্কারে অগ্রসর হউন এবং জাতীয় মঙ্গল কামনায় ব্রত

থাকুন। এক্ষণে নানা দেশবাসী উচ্চহৃদয় শত সহস্রাধিক ব্যক্তিগণ ঘোর কলঙ্কিত ও শূদ্রাচার পরিহার করিয়া সংস্কার গ্রহণ ও জাতীয় মঙ্গল সাধনের জন্য ব্যাগ্র; সকলেই প্রাণপাত করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায়াবলম্বনে, বিভিন্ন দেশবাসী সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহায়তায় নানা স্থানে সভা সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক জাতীয় উন্নতি কামনায় কালাতিপাত করিতেছেন, তদ্দৃষ্টে উদাসীন ভ্রাতৃগণের আর এ বিষয়ে উপেক্ষা করা কোন মতেই সঙ্গত বা কর্ত্তব্য নহে। কায়স্থ-ধর্ম্ম-প্রদর্শক ব্যক্তিগণের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে, তাঁহারা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী-বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন কায়স্থ, গুণালঙ্কৃত, অপর সাধারণ অপেক্ষা কোন মতেই ন্যূন বলিতে পারিব না। তাহাদিগের চেষ্টা ও যত্ন দেখিয়া কি উদাসীন ব্যক্তিগণের স্বধর্ম্মোচিত কর্ম্ম প্রবৃত্তি ও উন্নতির আশা বলবতী হইবে না? চিরদিন কি ঘোর তামসীর ক্রোড়ে নিদ্রিত থাকিবেন? ইহাদিগের অনুদ্যমের ফলেই কেবল একটা গোল-যোগ পাইতেছে। যদি ইহারা এইরূপ কালক্ষেপ করিয়া বসিয়া থাকেন, জাতি-ধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা না করেন, তাহার পরিণামও অতি বিষম। কালক্রমে উহাদের সহিত সংস্কৃত কায়স্থগণের জাতিগত পার্থক্য ভাবের লক্ষণ সমুদয় প্রকাশ পাইবে। বহুদিন ধরিয়া পরস্পর যে ভ্রাতৃভাব ছিল তাহাও ক্রমশঃ ছিন্ন হইয়া পড়িবে। যদি ইহারা মনে করিতে পারেন, এতকাল যে ভাবে তাঁহারা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত, ভবিষ্যতে সে ভাবের অভাব বা অন্যথা ঘটিবে না। কিন্তু তাহা তাঁহাদিগের মনে করা কদাচ সমীচীন নহে। ইহা সকলেরই অনায়াস বোধগম্য—ভয়ানক কালের স্রোতে কিছুই স্থির থাকিতে পারে না; সকলই ধ্বংশপ্রাপ্ত হইতেছে এবং দিন দিন জগতের ভাব ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। দেখুন এই ভারতবর্ষের পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের রাজত্ব ছিল, এখন তাহা নাই, কায়স্থ রাজা আদিশূরও জাতি-ধর্ম্ম-সমাজ সংস্কারক বল্লালসেন কালের কবলে কবলিত হইয়াছেন, দিন দিন দেশের নিয়ম আচার ব্যবহার নূতনভাব ধারণ করিতেছে। এখন আবার ইংরাজ-রাজ-প্রবর্ত্তিত বিধি ব্যবস্থাও সকলে সাদরে অনুকরণ করিতেছে এবং তৎসঙ্গে প্রাচীন সংস্কার সকল নষ্ট হইতেছে; যাহা এক্ষণে আছে তাহাও ক্রমশঃ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। এই ইংরাজ রাজত্বে দূরবর্ত্তী স্থানও নিতান্ত নিকট মনে হয়। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দেশে অবস্থিতি ছিলেন তদ্দেশবাসী ভ্রাতৃগণ অনায়াসে এ দেশে গমনাগমন করিতেছেন, তাহাদিগের সদাচার আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহারাও আমাদিগের অসদাচার ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন এবং নিন্দা করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের বিষয় আর কি!

কায়স্থ সন্তানগণের উন্নতি অধোগতির অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকাল লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ! স্বজাতীয়গণের সহিত অনৈক্যতা বিষম অনর্থোৎপত্তি ও অধোগতির মূল, একতাই একমাত্র উন্নতির সোপান, সত্বর সকলে একতাবলম্বনে জাতি-সমাজ-ধর্ম্ম-সংস্কার করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাব সংরক্ষণে সুখে কাল যাপন করুন। যদি সেই চিত্রগুপ্তদেবকে আপনাদিগের আদিপুরুষ মনে করিয়া কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতে হয়, তবে ক্ষত্রিয়-কায়স্থের আচার ও ধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারা জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। নিষ্কলঙ্ক কায়স্থ-কুলের সেই উজ্জ্বল প্রভা ঘোর কালিমায় আচ্ছাদিত করিয়া জাতি ধর্ম্মের গৌরব নষ্ট করিবেন না। অনর্থক ভ্রাতৃবিরোধ সংঘটন করিয়া জাতীয় গৌরবের মূলোৎ-পাটন করিবেন না। স্বধর্ম্মে উদাশীন হইলে সেই জাতীয় গৌরব রক্ষা পাইবে না, বরং লোক-সমাজে নিন্দনীয় ও ঘৃণিত হইতে হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির জন্য গীতার, দ্বিতীর অধ্যায়ের ৩২,৩৩, ও ৩৪ শ্লোকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। কায়স্থগণের স্বধর্ম্ম কি তাহা প্রায় সকল কায়স্থই অবগত আছেন। কায়স্থের বিদ্যা-বিনয়-সদাচার ও মহা মহা কীর্ত্তিসমুদয় ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই গীত হইয়া থাকে। এক্ষণে কায়স্থ সন্তানগণ পুনরায় তাহার উন্নতি করিতে পারেন। জাতীয় ধর্ম্ম লক্ষণগুলি যাহাতে রাখিতে পারেন, সকলে যত্ন-পূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। তদ্‌ভিন্ন উন্নতি লাভের আশা নাই।

বর্ত্তমানে এতদ্দেশে অনেক কায়স্থ সন্তানের অর্থাভাব প্রযুক্ত উপযুক্ত শিক্ষার অভাব হইয়া জাতীয় অধোগতির কারণ হইয়াছে; এই শ্রেণীর কায়স্থগণ সামান্য উদরান্নের সংস্থান জন্য কেহ কৃষি কেহ ব্যবসায়ী হইয়া কালাতিপাত করিতেছে তাহারা উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে শাস্ত্রোক্ত বিধানসমূহ অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন কেবল ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরিচালিত। ঐ ব্রাহ্মণগণও তদ্রূপ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন; ব্রাহ্মণ-গণ তাহাদিগকে যে উপদেশ দিয়া থাকেন তাঁহারা তাহাই সর্ব্ব প্রযত্নে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণগণকে পরম দেবতা বলিয়া মনে করিয়া থাকে সুতরাং তাহাদের অসম্মতিতে তথা কথিত কায়স্থগণের কোন কার্য্যেরই ক্ষমতা নাই। এরূপস্থলে, এই শ্রেণীর কায়স্থগণ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কোনও বাধা প্রাপ্ত হইলে তদ্‌-বিষয় অতিক্রম করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ সকল ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট উপদেশ ও ব্যবস্থাদি গ্রহণে তদ্দ্বারা জাতিধর্ম্ম সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবেন নতুবা জাতীয় উন্নতিকল্পে কালক্ষেপ করিলে কোন মতেই উন্নত হইতে পারিবেন না।

শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ।

নীতি বর্ত্তিকা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

স্থিতং মেধ্যা মমেধ্যং বা রত্নং রত্নং স দৈবহি।
নগরে কাননে বাপি গুণবান্ গুণবান্ সদা॥
ভাল কিম্বা মন্দ স্থানে রত্ন যদি রয়,
রত্ন সে যে রত্ন সদা অন্যথা না হয়।
নগরে বা মহারণ্যে রহে গুণবান্,
আপনার গুণে সদা পায় সে সম্মান।

(৮)

স্ব সামর্থ্যং স্বভাবঞ্চ স্বকর্ম্ম নিয়তং সুধীঃ।
সাবধানং পরীক্ষেত্ বিঘ্ন বিনাশ-কারণম্॥
আপনার কর্ম্ম, শক্তি, চরিত্র আপন,
বিপদে পরীক্ষা করে সদা জ্ঞানিজন।

(৯)

কিং সুখং জীবিতে লোকে ধন-রত্ন-সমন্বিতে।
চঞ্চলং হি সুখং যস্মাদ্ বিদ্যুদ্ বিস্ফুরণং যথা॥
ধনে রত্নে এ জীবনে কিবা সুখ হয়,
চঞ্চল বিদ্যুৎসম এ সুখনিচয়।

(১০)

ধন্যাস্তে যে ন পশ্যন্তি দারিদ্র্যং বন্ধুনাশনন্।
গৃহদাহং বিরোধঞ্চ সোদরৈঃ স্বজনৈঃ সহ॥
ধন্য তারা, যারা নাহি করে দরশন,
দরিদ্রতা নিদারুণ প্রিয়ের নিধন;
গৃহদাহ বিসম্বাদ,
সোদরে স্বজনেবাদ,
এ সব মৃত্যুর ন্যায় দুঃখের কারণ।

(১১)

দুর্ল্লভঃ সত্য বাক্ ভৃত্যো দুর্ল্লভো যৌবনে শুচিঃ।
দুর্ল্লভা মধুরাবাণী বাল-ভৃত্যাদিকং প্রতি॥

ভৃত্য সত্যবাদী, শুচি মানব যৌবনে,
বালভৃত্যে মিষ্টবাক্য দুর্ল্লভ ভুবনে।

(১২)

দুর্গন্ধং দূষিতান্নঞ্চ দুশ্চিন্তা দৈন্য মেব চ।
দুর্নীতি র্বা হি দৌর্ব্বল্যং দকারাঃ ষড় বিদূষকাঃ॥
দুর্গন্ধ, দূষিত অন্ন, দুশ্চিন্তা দীনতা,
দুর্নীতি দৌর্ব্বল্যে ঘটে সদাই হীনতা।

(১৩)

দুহিতা দেবতা দাতা দুগ্ধঞ্চ দ্রবিণং দধি।
দমো দয়াচ দাক্ষিণ্যং দকারাঃ প্রাণপোষকাঃ॥
দুহিতা দেবতা দাতা দধিদুগ্ধ ধন,
দম দয়া সরলতা সুখের কারণ।

(১৪)

পশোরপি নরো দুষ্টো নানা পাপৈঃ সমন্বিতৈঃ।
মিথ্যা চৌর্য্যঞ্চ শাঠ্যঞ্চ যথেচ্ছং দার সেবনম্॥
পশু হ'তে বহুপাপে পাপীনরগণ,
করে না শ্বাপদগণ
হেন পাপ-আচরণ,
মিথ্যা, চৌর্য্য, শাঠ্য আর অকাল-গমন।

(১৫)

মৎস্যানাং রিপবোমৎস্যাঃ পশূন্যাং পশবস্তথা।
তথৈবহি মনুষ্যস্য মনুষ্যঃ পরমোরিপুঃ॥
মৎস্যে মৎস্য নাশে যথা পশু পশুগণে,
তেমতি মানব সদা নাশে অন্য জনে।

(১৬)

ভাষানষ্টাপশব্দেন জাতিঃ পরকুলাশ্রয়াৎ।
মতির্নষ্টা কদাচারা চ্চাপল্যেন কুলাঙ্গনা॥
অপশব্দে ভাষা জাতি নষ্ট পরকুলে,
মতি নষ্ট কদাচারে রমণী চাঞ্চল্যে।

(১৭)

সর্ব্বেষাং জন্মভূমিশ্চ প্রাণ পোষণ-কারিণী।
সর্ব্বসিদ্ধি প্রদাদেবী কল্পলতা স্বরূপিণী।
জন্মভূমি সব হ'তে জীবন তোষিণী,
সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী কল্পলতা স্বরূপিণী।

(১৮)

জন্মভূমি মেঃ পরিভ্রষ্টঃ সদ্বৃক্ষোঽপি ন জীবতি।
নরস্তস্যাঃ পরিত্যক্তঃ কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরম্॥
সদ্বৃক্ষও জন্মভূমি ছেড়ে নাহি বাঁচে।
কি আশ্চর্য্য নর তার নাহি থাকে কাছে॥

(১৯)

কুমার্গেণ ন গন্তব্য মশ্রাব্যং কুৎসিতং বচঃ।
পঠিতব্যং ন কুগ্রন্থং বরমধ্যয়নং ন চ॥
কুপথে গমন কিম্বা কুবাক্য শ্রবণ,
কুগ্রন্থ পঠন,
ক'রনা কথন,
সেও ভাল যদি নাহি কর অধ্যয়ন।

(২০)

দুগ্ধোনষ্টঃ সুরা যোগাৎ শাস্ত্রং মূর্খ-নিষেবণৈঃ।
গৃহো নষ্টো বিরোধেন চাজ্ঞানাজ্জীবনং বতু॥
সুরা যোগে দুগ্ধনষ্ট শাস্ত্র মূর্খ সনে।
বিবাদে নিকৃষ্ট গৃহ জীবনে অজ্ঞানে।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীভৈরবচন্দ্র হোমচৌধুরী

* মৎ প্রণীত "সুনীতি-শতকম্" গ্রন্থখানি "কায়স্থ পত্রিকা"'র প্রত্যেক গ্রাহককে বিনা... বিতরিত হইবে। গ্রহণেচ্ছু তাহার ঠিকানাসহ ১০ টিকিট দিলেই এক একখানি পুস্তক পাইবে... আমার ঠিকানা—"কিশোরগঞ্জ" 'আর্য্যগৌরব' সম্পাদক।

সমালোচনা।

Social Problem. By Maharaj Kumar Sailendra Krishna Deb.

বিগত ৭ই এপ্রিল্ তারিখে কলিকাতা ওভরটুন্ হলে Hindu Marriage Reform League এর সভা হয়। সেই সভায় মহারাজকুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব সভাপতি ছিলেন। তিনি ইংরাজিতে যে অভিভাষণ করেন তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজকুমার এই অভিভাষণে নানা স্থান হইতে নানা কথা উদ্ধার করিয়া মনুর বচন প্রমাণিত করিয়াছেন যে, যে সমাজে স্ত্রীজাতির সম্মান হয় সেই সমাজের প্রতি দেবতারাও প্রসন্ন হন। বেদ, মনুস্মৃতি ও আধুনিক গ্রন্থাদি হইতে মহারাজকুমার যে সকল কথা সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অধ্যয়নের প্রগাঢ়রূপ ও শাস্ত্রানুরাগ উত্তমরূপে প্রতীয়মান হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রামপাল চরিত ঃ—

এই প্রাচীন কাব্যখানি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, মহাশয় প্রকাশ করিয়া যেমন এক দিকে অনেক লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়াছেন, অন্য দিকে তেমন কাহারো কাহারো বৃথা লেখনী পরিচালনেরও সুযোগ দিয়াছেন। ১৩১৯ জানুয়ারী সংখ্যা "ঢাকা-রিভিউ" পত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় লিখিত 'রামপাল-চরিত কাব্য এবং পাল রাজবংশ' একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রাবণ সংখ্যা মাহিষ্য-সমাজ' তাহা বক্ষে লইয়া লোক সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রবন্ধ পড়িয়া বুঝিতে পারা গেল লেখক কষ্ট কল্পনার বলে অনেক অবান্তর কথা বলিয়াছেন। প্রথমে কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে বৌদ্ধ বলিয়াছেন, কিন্তু কবি যে তাহার উপাস্য দেবতা ভগবান্ শিবকে স্বীয় বংশ প্রশস্তির মধ্যে 'ওঁ গিরিশায় নম' বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন, তৎপ্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। তাহেরপুরের রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরকে নন্দনবাসী দিবাকর জগদ্গুরুর পুত্র কুল্লূকভট্টের বংশের নেতা বলিয়াছেন, কিন্তু রাজা বাহাদুর উদয়নাচার্য্য ভাদুরীর বংশধর। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় পালরাজবংশকে 'হীন ক্ষত্রিয়' বলায় লেখক মাহিষ্য জাতি প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত হইয়া সমুদ্রকুল ও সমুদ্র গোত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকারান্তরে নৌকর্ম্মপোজীবী প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

'রামপাল চরিত' কাব্যের ভূমিকা লেখক মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় এবং লেখক রায় মহাশয় উভয়েই কমৌলি হইতে আবিস্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোকটীর প্রতি প্রণিধান করেন নাই, তাহা হইলে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় পালরাজবংশকে 'হানক্ষত্রিয়' বলিতে পারিতেন না এবং স্বজাতিপ্রেমিক রায় মহাশয়ও স্বার্থের মোহে অন্ধকার দেখিতেন না। প্রিয় পাঠক! ঐ শাসনের দ্বিতীয় শ্লোকটী তবে পড়ুন ও বুঝুন :—

"এতস্য দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্য জাতবান্ পূর্ব্বং।

বিগ্রহপাল নৃপতিঃ সর্ব্বকারাদ্ধি সংসিদ্ধঃ ॥"

অর্থাৎ সেই বিশ্বপতির দক্ষিণনেত্ররূপী সূর্য্যদেবের বংশে পুরাকালে সকলগুণগরিষ্ঠ বিগ্রহপাল নামক নৃপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যেমন সমুদ্র-বংশের কথায় পাঠক হাস্যরস উপভোগ করিবেন, তেমন সমুদ্র গোত্রের কথায়ও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কেননা দিনাজপুরের সুপ্রসিদ্ধ গড়ুর স্তম্ভ লিপির প্রথম শ্লোকেই ধর্ম্মপালকে শাণ্ডিল গোত্রাপত্যরূপে বর্ণনা আছে, তাহা কি লেখক একবারও দেখিবার অবসর পান নাই।

"ধর্ম্মঃ শাণ্ডিল্য বংশেহভূদ্বীরদেব স্তদন্বয়ে।

পাঞ্চালোনাম তদ্গোত্রে গর্গ-তস্মাদজায়ত ॥"

অর্থাৎ শাণ্ডিল্য গোত্রে ধর্ম্মপাল নামক রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন অন্যে বীরদেব, তদন্বয়ে পাঞ্চাল এবং তাহা হইতে গর্গ জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রবন্ধের এবম্বিধ হাস্যরসাত্মক ঐতিহাসিক গবেষণার সমালোচনা করিয়া পাঠকবর্গকে বিড়ম্বিত করিতে ইচ্ছা করি না. শুধু দুরাকাঙ্ক্ষাটা বুঝিয়া লইবেন।

"The Sacred City of Hindus"

and

Rev. M. A. Sherring, M. A., L. L. B. :—

1 *The Kayasthas of Rajputana.*

"Some members of them were the sacred chord.".

"The Kayasthas are accountants and revenue officers over villages and districts. They hold estate free from revenue, and have been hereditary *kanungoes* from the time of the Mogul emperors".

2. "The habits and customs of the *Suraj Dhwaj Kayasthas* are in many respects like those of Brahmans. Indeed they presume to call themselves Brahmans. They are numerous in Delhi, where a division of the city is called by their name".

"It is said that *this tribe* (*Kayastha*) was the first among the Hindu races of India to acquire a knowledge of the Persian language under the Mahomedan emperors".

'*In point of education, intelligence and enterprise, this caste* (*Kayastha*) *occupies* deservedly a high position. A large number of Govt. officials in Indian courts of law, and of vakils, or baristers, belong to it; and in fact it supplies writers and accountants to all classes of the community, official and non-official. Thus it comes to pass that the influence and importance of the *Kayasthas* are felt in every direction, and are hardly equalled in proportion to their numbers by any other caste, *not exeepting even the Brahmanical.*

যাহারা মহামতি হার্ব্বার্ট রিজ্‌লীর পক্ষপাতীত্ব মূলক জাতীয় সমীকরণে ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহারা তাঁহার স্বদেশবাসী রেভারেণ্ট এম্ এ শেরিং, এম্ এ, এল্ এল্ বি,—যিনি এক সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ও বঙ্গীয় আসিয়াটিক সমিতির লেখক-সভ্য ছিলেন—তিনি তাঁহার 'হিন্দুর জাতীয় নগরী' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন একবার দেখুন :—

১। রাজপুতনার কায়স্থ—ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পবিত্রোপবীত গ্রহণ করেন।

কায়স্থগণ পল্লীগ্রাম ও জেলার তহশীলদার এবং রাজস্ব কর্ম্মচারী, তাহাদের অনেক নিষ্কর সম্পত্তি আছে। এবং অনেকে মোগল রাজত্বের সময় হইতে বংশানুক্রমে কানোন্‌গোর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

২ সূর্য্যধ্বজ কায়স্থদিগের আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়। বস্তুতঃ তাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করেন। দিল্লীতে ইঁহাদিগের সংখ্যা অনেক অধিক। এবং ঐ নগরীর একটী পল্লী তাঁহাদেরই নামে অভিহিত।

এরূপ কথিত আছে যে মোগল সম্রাটদিগের সময়ে কায়স্থগণই প্রথম পারশী ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

তাহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, উদ্যমশীলতায় সমাজের উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভারতবর্ষের আইন আদালতসমূহের অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারী, উকীল ও ব্যারিষ্টার এই শ্রেণীর অন্তর্গতঃ। কায়স্থ কেরাণী, এ্যাকাউণ্টট্যাণ্ট, ও সদাগর আফিস পূর্ণ করিয়াছে। কায়স্থের ক্ষমতা ও শক্তি সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। তুলনায় কোন জাতিই এমন কি ব্রাহ্মণও তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

ব্রাহ্মণ-সমাজে পঞ্চানন ঃ—

ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কান্দিতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসের ‘ব্রাহ্মণ-সমাজ’ পত্রে তাহার সারাংশ প্রকাশিত হই-য়াছে। প্রবন্ধের প্রথমেই বক্তা বলিয়াছেন—“যে কার্য্যের ফলে সমাজে বৈ... কলহ ও অশান্তি উপস্থিত হয় আমি সে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না।” কিন্তু আমরা দেখিতে পাই তর্করত্ন মহাশয়ের লেখনী হইতে প্রায়শঃই অপ্রতিহত জিগীষা, হিংসা ও দ্বেষের কালিমার স্রোতই সর্ব্বত্র বহিতে থাকে, উপযুক্ত প্রতিঘাত পাই-লেই current ফিরিয়া যায়।

পাঠক! ঐ প্রবন্ধের উত্তরাংশে ‘পাচথুপীর বিচার’ প্রবন্ধে দেখুন “পাচথুপী কায়স্থ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিতীর্থ” এই বাক্যের ‘কায়স্থ চতুঃষ্পাঠী’, কথাটা কি, মধ্যপদলোপী সমাস? বরাহনগর, কাশীপুর এবং কলি-কাতার কায়স্থগণের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত টোলগুলিকেও বোধ হয় ঐ আখ্যা দিতে অবশ্যই প্রস্তুত আছেন? এরূপ সমাসের বলে লেখক তর্করত্ন মহা-শয়কে ও ভাটপাড়াতর্কপঞ্চানন ও বঙ্গবাসীতর্কপঞ্চানন বলিতে পারা যায়।

আষাঢ় মাসের ‘ব্রাহ্মণ-সমাজ’ পত্রে “রাজা রামমোহন রায়ের শাস্ত্রবিশ্বাস” মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক ঐ পত্রিকার “বিধি নিষেধের উপযোগিতা” প্রবন্ধের ... ধরিয়া সমালোচনাচ্ছলে লেখক তর্করত্ন মহাশয় “পরিভব ক্লেশোপশান্তিঃ ... নিজে খানিক্টা উপভোগ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে ও মহাজন বাক্যে অতিভক্তিমান পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় অতিবিশ্বাসী অনেক মহাপুরুষ কোন সময়ে “শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপা দথ মাহিষ্য জাতয়ঃ কলৌ শূদ্রত্ব মাপন্না যথাক্ষত্রা যথাবিশঃ।” “যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব” “কলৌ ক্ষত্রিয় বৈশ্যৌ নস্তঃ” এই স্মার্ত্ত বচনের উপর ও কুলদীপিকাধৃত ... বচনের উপর অতি বিশ্বাসে অনন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া এই কলিযুগে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই শূদ্র বলিতে একটু এদিক ওদিক অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি করেন নাই। বিশ্বাস অবিশ্বাসের মূলে অবশ্য কিছু আছে। যাহা হউক সম্প্রতি এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিলাম না। ভবিষ্যতে উপরোক্ত প্রবন্ধের বিদ্বেষমূলক বক্রোক্তির বিশ্লেষণ করিয়া বিশ্বাস ভক্তির পরিচয় দিব। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া যিনি সমাজের পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন তাহার সর্ব্বপ্রথমে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি রিপুগুলিকে জয় করা চাই, সুতরাং কথা আরম্ভ হইলেই যে একটা বিজীগিষা জন্মে তাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, সংক্ষেপে সুধীর হইয়া সর্ব্বথা ন্যায়পথে থাকা উচিত, এবারে এই পর্য্যন্ত।

তবে একটী কথা এইবারই বলা ভাল—“এখন সূত্রধারী কায়স্থগণ যে শূদ্রকে অস্পৃশ্য বলিয়া হেয় করিতেছেন, যাঁহাদের অনুকরণে ইতর জাতিরাও শূদ্রত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে অভিলাষী”——ইত্যাদি যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা কি কায়স্থগণের অনুকরণে না সর্ব্বভুক্ স্বজাতির অনুকম্পায় হইতেছে? ফলতঃ অগ্রে নিজের দোষগুলি পরিহার করুন।

কায়স্থের পৌরোহিত্য ঃ—

সুপ্রসিদ্ধ ‘পরিচারক’ ও ‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’ “কায়স্থের পৌরহিত্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন নিমিত্ত ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় তদুপলক্ষ করিয়া ‘কাশীপুর নিবাসী’ লিখিতেছেন—“ইহাতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়া সমাজ নষ্ট পাইবে, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ। ব্রাহ্মণ অমান্য ও অগ্রাহ্য করার সূত্রপাত হইতেছে, আমরা আশা করি সমাজ সংস্কারক কায়স্থ-সভার পরিচারকমণ্ডলী চতুর্দ্দিক বিবেচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ রক্ষারই যত্ন করিবেন।” যদিও পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ উপবীতি কায়স্থগণের প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতেও কায়স্থ-সভা বিচলিত হন নাই—ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয়েরই আপনাপন গৌরব রক্ষার জন্য যত্ন করিতেছেন। পৌরোহিত্য কর্ম্মে পারদর্শিতা দেখান যে শুধু কার্য্য করা এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া পুরোহিতের কার্য্যটী বুঝিয়া লওয়াই ভাল। এ সম্বন্ধে রাণাঘাটের ‘বার্ত্তাবহ’ ভয় ব্যাকুলিত হইয়া বাতুলের ন্যায় যে ব্যাজস্তুতি করিয়াছেন তদ্ভাষা বিবৃতি করিয়া আর পাঠক-বর্গের শান্তির ব্যাঘাত করিব না।

উপনয়নঃ—

১৪ আষাঢ়, ১৩২০। ফরিদপুর জেলার রঘুনন্দন কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার ও জিতেন্দ্রনাথ সরকার, বারেন্দ্র কায়স্থদ্বয়, সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর যত্নে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

৩রা শ্রাবণ, ১৩২০। রাজসাহী গোবিন্দনগর কেন্দ্রে বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ পাল মহাশয় যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

৮ই শ্রাবণ, ১৩২০। রাজসাহী জেলার পাটুল গ্রামের কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দেব, সুরেন্দ্রনাথ দেব, মাধবচন্দ্র দাস, আসন্দচন্দ্র সেন, বৈদ্যনাথ দত্ত, রাজকুমার মজুমদার, ললিতমোহন দেব, সতীশচন্দ্র দেব, প্যারীমোহন দাম ও মহেশচন্দ্র পাইন; বাঁশিলা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু; সেনভোগ লক্ষ্মীকুল নিবাসী কিশোরীমোহন দাম, সতীশচন্দ্র চাকী, ভিক্ষুনাথ দেব ও চন্দ্রনাথ দেব; ঠাকুরলক্ষ্মীকোল নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ দত্ত ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত; পিপরুল নিবাসী শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার সরকার, গোবিন্দ্র চন্দ্র সরকার ও গোকলানাথ দেব এই ২১ জন বারেন্দ্র কায়স্থকে সাবিত্রী প্রদান করিয়াছেন।

৯ই শ্রাবণ, ১৩২০। চট্টগ্রাম সাধনপুর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চৌধুরী, নিশিন্দ্রচৌধুরী ও সুরেশচন্দ্র নন্দী এই তিন জন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

বিবাহ ঃ—

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই ঃ—

২৮শে আষাঢ়, ১৩২০। হাবাসপুর, ফরিদপুর জেলা। পাত্র—ফরিদপুর জেলার বাগ্‌তুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মৌলিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র মৌলিক বর্ম্মা। পাত্রী—হাবাসপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কুণ্ডু-দুহিতা শ্রীমতী সুষমাবালার।

১৮ই শ্রাবণ, ১৩২০। কলিকাতা। পাত্র—বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মনমোহন সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ খগেন্দ্রমোহন সরকার—পাত্রী—কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা ভাবসাগর মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দেবী। উভয়েই বঙ্গজ।

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনা পাওনার কথা শুনা যায় ঃ—

২রা আষাঢ়, ১৩২০। ঢাকা। পাত্র—ফরিদপুরের ওলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী পাত্রী—বজ্রযোগিনী নাহাপাড়ার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা।

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩১০। যশোহর। পাত্র—যশোহর, কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রথম পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী। পাত্রী—তথাকার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

তৃতীয় অধিবেশন।

২৯শে আষাঢ়, ১৩২০, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

(ব) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা (সভাপতি)।
(দ) „ গোপালচন্দ্র দে।
(দ) „ যোগীন্দ্রনাথ সরকার বর্ম্মা, সাং গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর।
(দ) „ বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(উ) „ রাধাকান্ত রায় বর্ম্মা।
(দ) „ বসন্তকুমার বর্ম্মা সরকার।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা রায়।
(দ) „ মহেন্দ্রলাল মিত্র।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা, (সাং পানিসেহোলা, হুগলী জেলা) এবং শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা, (হাং সাং ভবানীপুর) অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

এই সময় সভার আয়-ব্যয়-পরীক্ষক রাধাকান্ত বাবু বলিলেন যে—"মাসে মাসে যখন হিসাবের খাতা পরীক্ষা করা হয় তখন ডাক খরচের বিশেষ বৃত্তান্ত ও voucher দেখিতে পারিলে ভাল হয়" আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারের টাকা সাধারণ হিসাবের খাতায় জমা নাই কেন?"

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন —"ডাক খরচের voucher ও বিশেষ বৃত্তান্ত ডাক বহি ও রসিদের file দেখিলেই পাইবেন, উক্ত বহি লইয়া গিয়াই প্রতিমাসে হিসাব বুঝান সম্ভবপর নহে, তাহাতে ডাকের কার্য্যের অত্যন্ত অসুবিধা ও বিলম্ব হইবে।" কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে আসিয়াই দেখিবার ব্যবস্থা হইল।

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—সভার পূর্ব্বতন নিয়ম অনুসারে সভার সাধারণ তহবীল হইতে 'চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার' পৃথক রাখিবার কথা, তাই পৃথক আছে। উক্ত ভাণ্ডারে যখন যাহা আদায় হইয়াছে, তাহা কায়স্থ-পত্রিকায় যথা-সময় প্রকাশ করা গিয়াছে। অতএব তাহার সহিত রসিদের counterfoil মিল করিয়া দেখিতে পারেন।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন ঃ—

(ব) শ্রীযুক্ত অভয়চরণ রায়, সাং ২৮।২ পুলিশ হস্‌পিটাল্ রোড, ইটালি, কলিকাতা।

(ব) „ নীলকান্ত গুহ রায়, মেক্‌লিগঞ্জ, কোচবিহার।

(ব) „ মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, জমিদার, ব্রাহ্মণগাঁও, ঢাকা।

(উ) „ মুরারীরঞ্জন সিংহ, সাং ৮৮নং গিরীগোবিন্দ মন্দির, বৃন্দাবন।

(ব) „ রজনীকান্ত পাল, সাং একডুয়ারিয়া, ঢাকা।

(বা) „ রাজামোহন নাগ বিশ্বাস, সাং বক্তারপুর, পোঃ কালীগঞ্জ, ঢাকা।

(বা) „ ললিতমোহন দেব, সাং পাটুল, রাজসাহী।

(উ) „ বাসন্তীচরণ সিংহ, এম এ, বি এল্ উকীল, মজঃফরপুর।

(ব) „ শশীভূষণ অধিকারী, সাং রামনগর, পোঃ কানাইপুর, ফরিদপুর।

(ব) „ সুরেন্দ্রনাথ বসু, মেক্‌লিগঞ্জ, কোচবিহার।

(ব) „ হরিশচন্দ্র গুহ, সাং মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার।

(ব) „ হরেন্দ্রকুমার চন্দ্র, সাং পলাশ ঘোড়াশাল, ঢাকা।

এই দ্বাদশ জন সভ্যের মধ্যে একাদশ জন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী এবং বাসন্তীবাবুকে শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় পত্রের দ্বারা প্রস্তাব করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার সভ্য নড়াইলের বিজনবিহারী রায় (সাং কাশীপুর, কলিকাতা) মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই শোক প্রকাশ করিলেন। সর্ব্ব-

সম্মতিক্রমে স্থির হইল মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সভার সমবেদনা জানাইয়া তাঁহার সম্পত্তির executer শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে পত্র লেখা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে যে কারণে গত বারে সংগ্রহকারীদের নাম দিতে পারেন নাই এবারও সেই কারণে পারিলেন না। স্থির হইল যে আগামী অধিবেশনে নাম দিলেই হইবে।

(খ) চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থ ব্যাঙ্কে দেওয়া। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ই যে ভাবে সাধারণ তহবীলের টাকা Thacker Spink & Co. নিকট জমা দিয়াছিলেন এ ভাণ্ডারের টাকাও সেইভাবে ঐ ব্যাঙ্কে fixed deposit করিবেন। কিন্তু এখন জমা না দিয়া পূজার সময় দেওয়া হইবে। কারণ এখন সকল ব্যাঙ্কেই সুদ কম দিতেছে।

(গ) সভ্য শ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন। সভার এবৎসরের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রথম অধিবেশনে যে কারণে কয়েক জন সভ্যের নাম সভ্যের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে সেই কারণে নিম্নলিখিত সভ্য বৃন্দের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাদ দেওয়া হইল ঃ—

১। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত বর্ম্মা, সাং সাগরকান্দি, পাবনা।

২। „ প্রিয়নাথ ঘোষ, সাং উত্তরদিঘি, খুলনা।

৩। „ প্রিয়নাথ ঘোষ, সাং ভুগিলহাট, খুলনা।

৪। „ সীতানাথ মজুমদার, কবিরাজ, সাং উত্তরদিঘি, খুলনা।

(ঘ) শিক্ষার্থ সাহায্য বিষয়। সভার পরম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বর্ম্মা সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বর্ম্মা সরকার, বি এ, কলিকাতা থাকিয়া এম্ এ ও বি এল্ পড়ার সাহায্যার্থ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের যে পত্র আনিয়াছেন তাহা সভায় পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে ছাত্র পড়াইবার জন্য গতবর্ষে যেরূপ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবকে অনুরোধ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল, এই ছাত্রটিকে পড়াইবার জন্যও সেইরূপ সভার আজীবনসভ্য রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরকে সভা হইতে অনুরোধ করা হউক, যেহেতু রাজর্ষি বাহাদুর শিক্ষা বিষয়ে মুক্তহস্ত।

(ঙ) কলিকাতা নিবাসী কন্যাদায়গ্রস্ত শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষের সাহায্য প্রার্থনা পত্র পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির পূর্ব্বাধিবেশনানুযায়ী এই অধিবেশনেও সদস্যেরা বিবাহার্থ অর্থ সাহায্য করিয়া বরপণপ্রথারূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন। উপরন্তু প্রার্থনাকারী সভার কোন সভ্যের পত্র দেন নাই, বিশেষতঃ নিজেও সভার সভ্য নহে, এজন্য প্রার্থনা পত্র পরিত্যক্ত হইল।

(চ) সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা মহাশয় আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'তর্করত্ন স্মৃতিরত্ন সংবাদ' প্রবন্ধটী পুস্তকাগারে ছাপাইয়া বিনামূল্যে কিম্বা স্বল্পমূল্যে বিতরণের প্রস্তাব করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রে তর্করত্ন যথন লিখিয়াছেন বারান্তরে বিচারের বিস্তারিত বিবরণ লিখিবেন, তখন দেখিয়া যথা কর্ত্তব্য করা যাইবে।

(স্বাক্ষর)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদকদ্বয়।

(স্বাক্ষর)
শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সভাপতি।
২৫।৪।২০

কায়স্থ-পত্রিকা

আশ্বিন, ১৩২০। নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আগমনী।

বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং
কন্যাভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্।
হস্তৈশ্চক্রধরালিখেটবিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জ্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে॥

আবার বঙ্গে মা আসিলেন। শ্রাবণের ধারা, ভাদ্রের বন্যা, নিশার আঁধার, শোকের অশ্রু, নিরাশার দীর্ঘশ্বাস, অভাবের কষাঘাত, রোগের আর্ত্তনাদ পশ্চাতে ফেলিয়া শরতের জ্যোৎস্না, হেমন্তের ধান্য, উষার আলোক, মিলনের হাসি, আশার ভাতি, স্বাস্থ্যের কান্তি, সৌভাগ্যের সুখ সম্মুখে করিয়া মা আসিতেছেন। আলস্য, জড়তা, নিশ্চেষ্টতা ও দুর্ব্বলতা বিদূরিত করিয়া তামসিকতার মোহনিদ্রার ক্রোড় হইতে চেতনা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে, মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করিতে সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়কারিণী জগদ্ধাত্রী বিশ্বেশ্বরী সিংহ বাহনে আগমন করিতেছেন। পাপী, তাপী, দুঃখী, আর্ত্ত, পতিত সন্তানের ধূলি ধূসরিত মলিন দেহ স্নেহনীরে ধৌত করিয়া বদনের অশ্রু অঞ্চলে মুছাইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া আদর করিতে, কোমল

করস্পর্শে সন্তপ্ত সন্তানের দগ্ধপ্রাণ শীতল করিতে মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী আসিতেছেন। কিরীট-গৌরব-ছটায় দশদিক পূর্ণ করিয়া দশ হস্তে বর, অভয়, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, প্রহরণ দণ্ড শাসন লইয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের চিরসম্মিলন নয়নত্রয় লইয়া ঊর্দ্ধে চৈতন্যরূপী সনাতন শিব ও চরণ তলে উগ্রবীর্য্য অসুরদমন সিংহ লইয়া, বামে ও দক্ষিণে শ্রীসমৃদ্ধি ও জ্ঞানবিদ্যা মহিমা লইয়া শক্তিসাধন দেবসেনাপতি ও কর্ম্ম-সাধন সিদ্ধিদাতা গজানন লইয়া, অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা লইয়া, নূতন সাজে নূতন ভাবে, নূতন শক্তি জাগাইতে দীনহীন গৃহশূন্য বঙ্গবাসীর প্রাঙ্গণে রাজরাজেশ্বরী বেশে দাঁড়াইতে উজ্জ্বল-মহিম-মণ্ডিতা মা আসিতেছেন। জননীর আগমনে জরাদেহে যৌবনের জোয়ার আসিবে, মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হইবে, শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইবে, মরুস্থলে শত শতদল বিকশিত হইবে, সুপ্ত জাতির লুপ্তস্মৃতি নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইবে, বঙ্গের অঙ্গ নবরাগে রঞ্জিত হইবে। সে মিলনে—জননীর ক্রোড়ে সন্তানের, শক্তির সহিত চেতনার, অদৃষ্টের সহিত পুরুষকারের, মহামায়ার সহিত মহাবিদ্যার অপূর্ব্ব মিলনে—জননী ধন্যা হইবেন, আমরা ধন্য হইব, আর ধন্য হইবে যাহারা দেখিবে তাহারা। তখন কলহ যাইবে, মিলন আসিবে; হিংসা যাইবে, প্রেম আসিবে; বিরাগ যাইবে, অনুরাগ আসিবে; স্বার্থ ও আত্মম্ভরিতা যাইবে, ত্যাগ ও পরার্থপরতা আসিবে; জড়তা ও আলস্য যাইবে, উৎসাহ ও উদ্যম আসিবে; দৈন্য ও দুর্দ্দশা যাইবে, সুখ ও শ্রীবৃদ্ধি আসিবে; পশুত্ব ঘুচিয়া মনুষ্যত্ব জাগিবে, তমোভাব বিদূরিত হইয়া রজোভাবের উদয় হইবে; উজ্জ্বলে মধুরে, শান্তি-রৌদ্র-ভয়ানকে আনন্দময়ী জননী ধনধান্যপূর্ণ ধরাতলে আনন্দ বিতরণ করিয়া হাসিবেন, আমরাও হাসিব, আর হাসিবে ঐ বিশ্বজগৎ। তাই আজ প্রকৃতির চারিদিকে সাজ সাজ ডাক পড়িয়াছে; স্থাবর জঙ্গম জননীর চরণ-কমলস্পর্শে স্পন্দিত হইবার আশায় উৎফুল্ল হইয়াছে, প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে সে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে, সমাজতরুর প্রতি পল্লবে সে কম্পনের প্রতিকম্পন অনুভূত হইতেছে।

মা ছিলেন, মা আছেন, মা থাকিবেন। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্"। ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়া মা জগদ্ধাত্রী। দেবতা ও অসুর, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, শুভ ও অশুভ নিখিল চরাচর বিশ্ব মহামায়ার কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার অঙ্কেই লীন হইয়াছে। লীলাময়ী মা উজ্জ্বল প্রভায় চৈতন্যময় পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ভুবনেশ্বরীরূপে বিরাজ করিতেছেন। আমরা তাঁহারই শক্তিতে তাঁহারই উপাদানে তাঁহারই প্রসাদে, তাঁহারই চরণতলে ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহারই গৌরব

বাড়াইতেছি, আমরা তাঁহারই তাপ, তাঁহারই শৈত্য, তাঁহারই জ্যোতিঃ, তাঁহারই বায়ু, তাঁহারই সলিল, তাঁহারই আহার, তাঁহারই মায়া, তাঁহারই দয়া, তাঁহারই স্নেহ, তাঁহারই রোষ, তাঁহারই অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সেবা করিয়া অনন্ত সাগরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছি। মাতৃময় সংসারে মাতৃশিশু আমরা মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে মাতৃরূপে মুগ্ধ ও আত্মহারা। জননীর নিদ্রায় আমাদের নিদ্রা, জননীর জাগরণে আমাদের জাগরণ, জননীর নিশ্বাসে আমাদের প্রাণ, জননীর শক্তিতে আমাদের বল। এমন জননী যিনি ওতপ্রোত ভাবে আমাদের অন্তরে বাহিরে সদা সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছেন, তিনি আবার নূতন করিয়া আসিবেন কি? আমাদের মঙ্গলের জন্য আবিলসরোবরে নির্ম্মল উৎসের ন্যায় মা আমাদের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগাইয়া যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া আমার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া জ্ঞানাঞ্জন শলাকাদ্বারা আমাদের চক্ষুদান করিবেন—

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ-মাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

আমরা চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারি না, এবার জননী বন্যায় ভাসিয়া শিশুর ন্যায় উভয় হস্তে মাতার অঞ্চল আকড়াইয়া ধরিয়া কহিব—

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

মধুকৈটভ নামক ঘোর অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে আর্ত্তকে অভয় দিতে যোগনিদ্রারূপিণী মা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী ভগবতী বিশ্বেশ্বরী নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন—

বিবোধনার্থায় হরে র্হরিনেত্র কৃতালয়াম্।

মহামায়ার মোহিনীশক্তিতে অভিভূত হইয়া ব্রহ্মা যুক্তকরে স্তব করিয়াছিলেন—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।

*　　*　　*

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা।

*　　*　　*

পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে। ইত্যাদি।

সে স্তবে তুষ্ট হইয়া জগজ্জননী মহাবল পরাক্রান্ত অসুরদ্বয়ের তেজঃ সংহরণ করিয়া তাহাদিগকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী হরির বধ্য করিয়াছিলেন। ভক্তের পরিত্রাণ অভক্তের অপমান করিতে করুণাময়ী জননীর সেই এক অপূর্ব্ব মায়াময় রূপ আমরা দর্শন করিয়াছি। এবারও কি মা সেই মূর্ত্তিতে আসিতেছেন ?

পুরাকালে মহাবীর্য্য অত্যাচারী মহিষাসুরের তাড়নায় দেবগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপদবারণ মধুসূদনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সে অবিচার ও অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া রোষে ও ক্ষোভে নারায়ণের নয়নে অনল জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার তেজঃ দেবগণের দেহনির্গত তেজের সহিত মিলিত হইয়া পর্ব্বত প্রমাণ তেজঃ পুঞ্জে পরিণত হইল।

অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্ত দিগন্তরম্।

মহিষাসুর বধহেতু নিদ্রাময়ী জননী দিক্‌দিগন্তর উদ্ভাসিত করিয়া তেজোময় কলেবর ধারণ করিলেন। প্রকৃতি মন্থন করিয়া শক্তিরূপিণী দেবীর উদ্ভব হইল। সকল দেবতার অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নারীরূপিণী সুরেশ্বরা মহাযুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খল অসুরদিগকে নিপাত করিয়া দেবগণকে অভয় দান করিলেন, মহাবিপ্লব ও অত্যাচারের হস্ত হইতে ভক্তগণকে উদ্ধার করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বিস্ময়ে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে 'প্রসীদ, প্রসীদ' বলিয়া মহিষমর্দ্দিনীর স্তুতি করিতে লাগিলেন—

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা জননী কি এবার সেই বেশে বঙ্গবাসীর পূজাগ্রহণ করিতে আসিতেছেন ?

আর একবার কামরূপী শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক বলগর্ব্বে গর্ব্বিত অসুরদ্বয় ত্রৈলোক্যের আধিপত্য ও যজ্ঞভাগ সকল হরণ করিয়াছিল। বিপন্ন হৃত সর্ব্বস্ব দেবগণ বিষ্ণুমায়াদেবী অপরাজিতার শরণাপন্ন হইয়া কাতরকণ্ঠে স্তব করিতে লাগিলেন—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।

* * *

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

* * *

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। ইত্যাদি।

পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে বিনির্গত অতি সুমনোহরা দেবী কালিকা কৌশিকী চণ্ড-মুণ্ড-শুম্ভ-নিশুম্ভ-রক্তবীজাদি দৈত্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন, তাঁহার ভ্রুকুটীকুঞ্চিত ললাট হইতে বিনিষ্ক্রান্তা কালী করালবদনা এবং দেহ হইতে নিঃসৃতা চণ্ডিকা সে যুদ্ধে যোগদান করিলেন! দেবতাদিগের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি মহামায়ার মহাশক্তির সহায় হইলেন। রণরঙ্গিণী কাত্যায়নী অসুরবধ করিয়া নরমুণ্ড গলে দোলাইয়া শোণিত-সাগরে থেই থেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবগণ আনন্দিত হইলেন, গন্ধর্ব্বগণ মনোহর গান করিলেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিলেন, সুবাতাস প্রবাহিত হইল, অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, দিবাকর উজ্জ্বলকিরণদাম বিকীর্ণ করিলেন, চতুর্দ্দিকে শান্তিধ্বনি নিনাদিত হইল। অখিলজগৎ সমকণ্ঠে গাহিল—

প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।

* *

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

ইত্যাদি—

দেবী প্রসন্না হইয়া 'মাভৈঃ মাভৈঃ' রবে দেবগণকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

এবার কি মা বরাভয়প্রদায়িনী রণরঙ্গিণী সংহারিণী মূর্ত্তিতে দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন ও মহামারী লইয়া বঙ্গভূমে আসিতেছেন ? কোলাবিধ্বংসি অনার্য্যদিগকর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া রাজা সুরথ এবং দুর্ব্বৃত্ত দারাপুত্র কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত বৈশ্য

মেধস মুনির মুখে দেবীর বারতা শুনিয়া নদীপুলীনে জননীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া স্বদেহশোণিত বলিদান দিয়া ভক্তি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দেবী পরিতুষ্টা হইয়া আবির্ভূত হইয়া কহিলেন—

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ।—

উপাসকদ্বয় কাম্য বস্তু লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। দেবীর মাহাত্ম্য ধরাতলে প্রচারিত হইল।

ভাগ্যবশে বনবাসি রাম পত্নীহারা দশাননের বধে নিরাশ হইয়া শরতে অকালে বোধন করিয়া অষ্টোত্তর শত নীলকমল জননীর চরণকমলে অঞ্জলী প্রদান করিয়া কাতরপ্রাণে অম্বিকাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কমল-নয়ন রাম নীলনয়ন উৎপাটন করিয়া মাতৃপদে অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়া শক্তিসাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যেমন করিয়া চণ্ডিকা শ্রীরামের কমলকর ধারণ করিয়া তাঁহাকে নয়নোৎপাটন হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন, এবার কি মা বরদা সেই ভাবে আমাদের গৃহে আগমন করিবেন ?

যেরূপে মা ফুল্লরার সম্মুখে সাজিয়া আসিয়াছিলেন,—

হুহুঙ্কারে ছিঁড়ি দড়ি পরিয়া পাটের শাড়ী
ষোল বৎসরের হৈলা রামা।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী
কেবা দিতে পারে রূপসীমা॥

সেই বেশে আমাদের গৃহে মা আদ্যাশক্তি আসিতেছেন কি ?

যে বুকভরা স্নেহ লইয়া মা শ্রীমন্তের মশানে আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন—

শ্রুতিমাত্র গগনে উঠিলা ভগবতী।
সাধুকে হানিতে যথা নিল নিশাপতি॥

সেইরূপ দয়া ও বাৎসল্য লইয়া কি মা আমাদের ঘরে আসিবেন ?

যে কৃপাকটাক্ষে মা হরিহোড়ের প্রতি বরদান করিয়াছিলেন—

আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটী মুটা ধর যদি সোণা মুটা হবে॥

এবং কোন্দলের ভয়ে ভক্তের আলয় ত্যাগ করিয়া ভবানন্দের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—

এই ঝাপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে॥

সেইরূপ উপযাচিকাভাবে মা আমাদের বিনা আহ্বানে সন্তানের গৃহে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবেন কি ?

হাঁ এবার কালী-তারা-ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী-বগলা-রাজরাজেশ্বরী-ছিন্নমস্তা-ধূমাবতী-মাতঙ্গী-কমলা রূপে সাঙ্গোপাঙ্গ দশ মহাবিদ্যা পূর্ণ শক্তিতে স্বয়ং বঙ্গে অবতীর্ণ হইবেন।

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা,
ধূমাবতী চ বগলা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

শক্তির তরঙ্গ আসিয়া দেশ প্লাবিত করিবে, গৃহে গৃহে আনন্দলহরী উঠিবে, দেশে নূতন প্রাণের নূতন বীজ উপ্ত হইবে। যাহারা আশায় উৎকর্ণ হইয়া, সজাগ-সচেতন-অতন্দ্র হইয়া, সংযমী ও মিতাচার হইয়া, শুদ্ধ ও পবিত্র চিত্ত হইয়া, সাধনা ও ব্রহ্মচর্য্যনিরত হইয়া জননীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে, তাহারাই জননীর শান্তিসলিলে স্নাত হইয়া নবজীবন ও নবশক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবে। তখন আমাদের কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা কিসের ভয় ?

আর যাহারা মোহাচ্ছন্ন—সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিলাস-পঙ্কে মলিন ও উদাসীন, তাহাদের জন্য মাতৃপূজা নহে। তাহারা নিদ্রাবশে অচেতন থাকিবে, মাতৃবন্যা দেশপ্লাবিত করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর অচেতন করিয়া চলিয়া যাইবে। প্রতি বৎসর মায়াবিনী মা আসিয়া আমাদিগকে খেলায় ভুলাইয়া নিদ্রার কোলে অচেতন করিয়া বিজয়ার আঁধারে ডুবাইয়া বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় চলিয়া যান; কিন্তু আমরা—

এবার উমা এলে আর যেতে দিব না।
মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া জামাই বলে মানব না॥

অতএব এস ভাই, আমরা সকলে স্নাত-পূত-সংযমী-জিতেন্দ্রিয়, সজাগ ও সচেতন হইয়া জননীর পূজার জন্য প্রস্তুত হই। জননীর চরণ স্পর্শে নিভে যাউক আমাদের বিলাস বাসনা, ইন্দ্রিয় ভোগ, হিংসা, কলহ, হীনতা, নীচতা, দুর্ব্বলতা, স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা ও মরণ ভয়। জননীর আশীর্ব্বাদে জেগে উঠুক আমাদের দয়া, প্রেম, ধৈর্য্য, সাহস, পরার্থপরতা, নরসেবা, জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প

বাণিজ্য; ভাবের আবেশ, ভাষার উদ্দীপনা, ন্যায়বুদ্ধি, কর্ত্তব্যজ্ঞান, কর্ম্মোৎসাহ, আত্মবোধ, আত্মসম্মান, ধর্ম্মবল, চরিত্রবল, অধ্যবসায়, দেশানুরাগ ও জননীর চরণে অবিচলা ভক্তি। জননীর শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া জাগুক আমাদের গৃহে গৃহে পুণ্যময়ী মাতৃমূর্ত্তি, দুহিতৃমূর্ত্তি, গৃহিণীমূর্ত্তি ও ভাগনীমূর্ত্তি। আমাদের মাতৃপূজা সার্থক হউক, আমরা ভক্তিগদগদকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে গান করি—

সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বদেবীময়ং জগৎ।
অতোহহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্।
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাংশ্রিয়ম্
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

শ্রীরসিকলাল রায়।

চন্দ্রদ্বীপে বৌদ্ধ রাজবংশ।

ক্ষত্রিয়াচার-বিহিত উপনয়ন সংস্কারেচ্ছু বঙ্গীয় কায়স্থগণের প্রতি-কুলাচার্য্য প্রায়শঃই বলিয়া থাকেন—কায়স্থগণের যেমন ক্ষত্রিয় জাতিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণাভাব অতএব যুক্তি প্রমাণ তেমন সাবিত্রী-সূত্র বিচ্যুতির কালও বিনির্দ্দেশক। ক্ষত্রিয়জাতিত্বের প্রমাণ করিলেও স্মরণাতীত কাল যাবৎ অনুপনয়নরূপ স্ব ত্যাগে ও বাহাত্তরাখ্য শূদ্রের সহিত যৌন সংশ্রবে এই কায়স্থজাতির বর্ণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে। সুতরাং বর্ণ-সঙ্করের আর উপনয়ন কি প্রকার হইতে পারে?

উপনয়ন-সংস্কার-কামনা-পর বঙ্গীয় কায়স্থগণের প্রতিকূলবাদীদিগের সকল উক্তিতে তিনটী আপত্তি পাওয়া যাইতেছে। প্রথম ক্ষত্রিয় জা প্রকৃষ্ট প্রমাণাভাব। দ্বিতীয় সাবিত্রী-সূত্র বিচ্যুতির অনির্দ্দিষ্ট কালত্ব। তৃতী বাহাত্তরাখ্য শূদ্রের সহিত যৌন সংশ্রবে বর্ণসঙ্কর। আমরা এই সকল আ প্রকৃত উত্তর যথাসময় প্রদান করিয়া প্রতিপক্ষকে-বহুবার নিরস্ত করিয়াছি। পুনঃ এক বিষয়ের সমালোচনা পাঠকবর্গের বিরক্তিকর হয়। কায়স্থগণের

জাতিত্ব সম্বন্ধে যেমন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, তেমন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, সোম ও পালিত এই সকল বংশের মূল সূত্র যে চন্দ্রবংশ তাহা সম্যকরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। অনন্তর শাণ্ডিল্য দেববংশ যে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ত্রিষষ্ঠাধিপতি কর্ণসেনের রাজত্বকালে দ্বিজধর্ম্মী ক্ষত্রিয় ছিল, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় 'পালবংশ' যে সূর্য্যবংশসম্ভূত তাহাও বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে প্রমাণ করিয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির আবিষ্কৃত তাম্রশাসন অবলম্বন করিয়া অদ্য আর একটী মৌলিক কায়স্থ বংশের ক্ষত্রিয়জাতিত্ব ও বৌদ্ধধর্ম্মীত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। যথা—

"বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈক-পাত্রং
ধর্ম্মোহপ্যসৌ বিজয়তে জগদেক-দীপঃ।
যৎ-সেবয়া সকল এব মহানুভাবঃ
সংসার-পারমুপগচ্ছতি ভিক্ষু-সঙ্ঘঃ॥১
চন্দ্রাণামিহ রোহিতাবনি* ভুজাং বংশে বিশাল শ্রিয়াম্
বিখ্যাতো ভুবি পূর্ণচন্দ্রসদৃশঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্রোঽভবৎ।
অর্চ্চানাস্পদ পীঠিকাসু পঠিতঃ সন্তানিনামগ্রত-
ষ্টঙ্কোৎকীর্ণ-নবপ্রশস্তিষু জয়স্তম্ভেষু তাম্রেষু চ॥২
বুদ্ধস্য যঃ শশক-জাতক-মঙ্ক সংস্তং
ভক্ত্যা-বিভর্ত্তি ভগবানমৃতাকরাংশুঃ।
চন্দ্রস্য তস্য কুল-জাত ইতীব বৌদ্ধঃ
পুত্রঃ শ্রুতো জগতি তস্য সুবর্ণ-চন্দ্রঃ॥৩
দর্শেস্ত মাতা কিল দোহদেন
দিদৃক্ষমাণোদয়িচন্দ্র-বিম্বং।
সুবর্ণচন্দ্রেণ হি তোষিতেতি
সুবর্ণচন্দ্রং সমুদাহরন্তি॥৪
পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়-কুলঃ কৌলীন-ভীতাশয়ৈ-
স্ত্রৈলোক্যে বিদিতোদিশামতিথিভি স্ত্রৈলোক্য চন্দ্রোগুণৈঃ।

---

* মূল তাম্রশাসনে 'রোহিতাগিরি' পাঠ আছে, কিন্তু তাহাতে ছন্দ ও অর্থের সঙ্গতি হয় না, এই জন্য আমরা 'রোহিতাবনি' পাঠ দিলাম। সংস্কৃত কোষেতে 'হিত' শব্দের প্রথম অর্থ 'সমৃদ্ধিই' আমরা গ্রহণ করিলাম। যথা—"সমৃদ্ধে চিত্রিতে মৃগে রক্তে মৎস্যে চ রোহিত ইতি।"

আধারো হরিকেল-রাজ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং
যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতি-র্দ্বীপে দিলীপোপমঃ ॥৫
জ্যোৎস্নেব চন্দ্রস্য শচীব জিষ্ণো-
গৌরী হরেস্যেব হরেরিব শ্রীঃ।
তস্য প্রিয়া কাঞ্চন-কান্তি-রাসীচ্ছ্রী
কাঞ্চনেত্যঙ্কিত শাসনস্য ॥৬
স রাজ-যোগেন শুভে মহূর্ত্তে
মৌহূর্ত্তিকৈঃ সূচিত রাজ-চিহ্নং।
অবাপ তস্যাং তনয়ং নয়জ্ঞঃ
শ্রীচন্দ্রমিন্দূপমমিন্দ্র-তেজাঃ ॥৭
একাতপত্রাভরণাং ভুবং যো
বিধায় বৈধেয়-জনাবিধেয়ঃ।
চকার কারাস্থ-নির্বেশতারি-
যশঃ সুগন্ধীনি দিশাং মুখানি ॥৮"

(সাহিত্য ২০বর্ষ ৫সংখ্যায় ধৃত আলোকচিত্রের সম্মুখের লিপির অনু

এই প্রশস্তিতে বর্ণিত রাজবংশ যে বহুপূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল কি তাহা প্রশস্তির মঙ্গলাচরণেই আভাস দিয়াছেন এবং বংশটী যে কায়স্থ চন্দ্র তাহাও "চন্দ্রাণামিহ রোহিতাবনি ভুজাং" এই বচনদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। দ্বিতী শ্লোকের প্রথম চরণদ্বয়ের অর্থ এই—যথা সমৃদ্ধশালিনী ভূমিরা ভোগকারী অতু শ্বর্য্যসম্পন্ন চন্দ্রদিগের বংশে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শ্রীপূর্ণচন্দ্র (নামক নরপতি পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অতএব এই শ্লোকে বর্ণিত 'চন্দ্রাণাম্' বাক্যের 'চন্দ্র' ষষ্ঠীর বহু বচনান্ত থাকায় আত্রের চন্দ্রবংশ না বুঝাইয়া কায়স্থ জাতীয় চন্দ্র নির্দ্দেশ করিতেছে। সতর্ক কবি রাজবংশের বৈদিকাচার হীনতা দর্শন করিয়া তজ্জ শূদ্র জাতিত্বের আশঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত তৃতীয় শ্লোকে পুনরায় বিবৃত কর ছেন—যে ভগবান অমৃতরশ্মি (চন্দ্রমা) ভক্তি বশতঃ বুদ্ধের শশকরূপ ক্রোড়ে করিতেছেন,—সেই চন্দ্রের কুলজাত বলিয়াই যেন তাঁহার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র বৌদ্ধ বলিয়া বিশ্রুত। ইহার মর্ম্মার্থ এই—চন্দ্রদিগের এই যে বংশ তাহা অমৃ চন্দ্রমার কুলসম্ভূত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি। চতুর্থ শ্লোকে তাঁহার কি কারণে সুব নাম হইল তাহাই বর্ণিত আছে। পঞ্চম শ্লোকে উভয় কুলপবিত্রকারী শ্রী

† ৫ম শ্লোকের হরিকেলকেই এই সমৃদ্ধিশালিনী ভূমি বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ত্রৈলোক্যে বিদিত পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল নামক স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। (এইস্থান চন্দ্রদ্বীপের বর্ত্তমান রাজধানী মাধবপাশা হইতে ১২।১৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বাকলাচন্দ্রদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজে এ স্থানের ব্রাহ্মণগণই সমধিক সম্মানিত) তৎপর সেই দিলীপোপম নৃপতি চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন তাহাই উৎকীর্ণ হইয়াছে। ষষ্ঠ শ্লোকে রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের মহিষীর বর্ণনা করিয়া, সপ্তম শ্লোকে তাঁহার ইন্দুপম পুত্র শ্রীচন্দ্রদেব নামক নৃপতির জন্মের কথা যিনি বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে পীতবাস শর্ম্মাকে ভূমিদানার্থ এই তাম্রলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তদ্বিবরণ) আছে। অষ্টম শ্লোকে রাজা শ্রীচন্দ্রের প্রতাপ ও যশের কথা উৎকীর্ণ করিয়াছেন।

অতএব এখন বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে বঙ্গীয় কায়স্থগণ যেমন অবিসংবাদী চন্দ্র ও সূর্য্যবংশ সম্ভূত ক্ষত্রিয় তেমন বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং ইহাদের সাবিত্রী সূ যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা "কায়স্থোঽত্যজয়ৎ সূত্রং বৌদ্ধেতুবিপ্রহীনতঃ" কুলকারিকার বচনের সহিত এক বাক্যে প্রতিপাদন করিতেছে। এবং ঐ কারিকার বচন ও এই তাম্রশাসন দ্বারা পৌরাণিক বচনের সার্থকতা সম্পাদিত হইতেছে, যথা—

"মগজাতি শস্ত্রপাতৈ র্মর্ত্তব্যাঃ সকলাপ্রজাঃ।
মগাধিকারে ভাবাচ বেদ ভ্রষ্টো ভবষ্যতি ॥"

ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ১৩।১৩

দক্ষিণ বিক্রমপুর ও বরিশাল খুলনা সম্পূর্ণ এবং যশোহর ফরিদপুরের দক্ষিণাংশে সে দিন পর্য্যন্তও বৌদ্ধ মগদিগের অত্যাচারের কথা শুনা যায়।

চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের যে সকল ইতিহাস সাধারণ্যে প্রচলিত আছে তাহাতে দেখা যায়, একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যাঁহারা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন তাঁহাদেব বংশ যথাক্রমে সেন, বসু ও মিত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই দীর্ঘ কালের মধ্যে চন্দ্রদ্বীপে চন্দ্রবংশের কেহ রাজত্ব করেন নাই। অতএব চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের কোন ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করা যায় কি না অগ্রে তাহাই দেখা যাউক।

তিব্বতীয় গ্রন্থে জানিতে পারা গিয়াছে, যিনি গুরুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া 'ন্যায়ালোকসিদ্ধ' নামক একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্র ও শব্দবহুল মহাভাষ্যের অর্থের অজ্ঞতা দেখিয়া 'চন্দ্রব্যাকরণ' নামে ছয় অধ্যায়ে পাণিনির ভাষ্য রচনা করেন, তিনিই চন্দ্রদ্বীপের স্থাপয়িতা। তিনি বরেন্দ্র নিবাসী 'চন্দ্রগোমী' নামক এক

ক্ষত্রিয় যুবক। তিনি মগধরাজ কন্যার পাণিগ্রহণ না করায় রাজা ক্রোধিত হইয়া তাঁহাকে পেটিকা বদ্ধ করত গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। ধর্ম্মপ্রাণ চন্দ্রগোমী এই বিপদ কালে ভক্তিভরে স্বীয় উপাস্যদেবী তারার স্তব করিতে থাকেন। ক্ষণকাল মধ্যে সিন্দুক গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গম সন্নিকটে আসিয়া একটী দ্বীপে প্রতিরুদ্ধ হয়, মৎস্য-জীবি কৈবর্ত্তগণ তদ্দর্শনে তাঁহাকে সিন্দুক হইতে বহির্গত করিয়া তন্নামে ঐ স্থানের নাম 'চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া ঘোষণা করিল। অতঃপর চন্দ্রগোমী তথায় কিছু কাল অবস্থান করিয়া অবলোকিতেশ্বর ও তারার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদনন্তর সিংহলে গমন করেন।

চন্দ্রগোমী যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তাহার কোন কাল নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু তখন সিংহ নামক লিচ্ছিবীবংশীয় একজন রাজা বরেন্দ্র ভূমিতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্ব কাল সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ছিল ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। অতএব চন্দ্রগোমীকেও ৭ম শতাব্দীর শেষভাগের মনে করিতে হইবে।

চন্দ্রগোমীর সময়ে চন্দ্রদ্বীপে কৈবর্ত্তগণ প্রথম বাস করিতে থাকে। 'দিগ্বিজয় প্রকাশিকা বিবৃতিতে' আছে, চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা যাদবরায় ময়নাকোটের রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ বংশের শেষ রাজার নাম অম্বুরাজ। ময়না রাজবংশও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এই রায় বংশের সহিত চন্দ্রবংশের কোন সংস্রব জানা যায় না; অতএব আলোচ্য চন্দ্ররাজবংশের অভ্যুদয় যাদব বংশের পরবর্ত্তী কালে হইয়াছিল।

গৌড়ের ইতিহাসে পূর্ব্ববঙ্গের যে চন্দ্ররাজবংশের বিবরণ গৃহীত হইয়াছে, ঐ বংশের প্রথম রাজা ধাড়িচন্দ্র৯২০খৃঃ প্রথম রাজা হন। তৎপুত্র সুবর্ণচন্দ্র ৯৪০খৃঃ পৈত্র্যরাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎপুত্র মাণিকচন্দ্র ৯৭০ খৃঃ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র ৯৯০ খৃঃ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু ১০১২খৃঃ রাজেন্দ্রচোলের নিকট পরাজিত হইয়া উত্তর বঙ্গে পাটিকানগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তৎপুত্র ভবচন্দ্র ১০৩৯ খৃঃ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১০৫০ খৃঃ রাজত্ব করেন। তিব্বতের অন্যতম পরিব্রাজক লামা তারানাথের গ্রন্থ বৃত্তান্তে জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বজনপদাধিশ্বর শ্রীচন্দ্রদেবের সভায় গান্ধার দেশীয় বসুবন্ধু বিদ্যমান ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় শাবস্তিনগরে অবস্থান করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থ বঙ্গদেশে আগমন করিয়া ধর্ম্মচন্দ্রের সভায় অবস্থিতি করিতেন। গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা, বসুবন্ধুর ধর্ম্মচন্দ্রের সভায় সমাগম লক্ষ্য করিয়া অনুমান করেন, ধর্ম্মচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্র ধাড়িচন্দ্রের উদ্ধতন পুরুষ। আমরা

তাঁহার মত অনুসরণ করিয়া ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পিতা এবং পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র যে নবম শতাব্দীর মধ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাই অনুমান করিতেছি। সুতরাং বলিতে হইবে দাক্ষিণ বঙ্গের কায়স্থগণের ঐ সময় হইতে এবং উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের কায়স্থগণের পালরাজবংশের রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে সাবিত্রীসূত্র পরিত্যক্ত হয়।

এখন আমাদের বক্তব্য এই, বঙ্গীয় কায়স্থগণ স্মরণাতীত কাল যাবৎ উপনয়ন সংস্কার ভ্রষ্ট হন নাই—প্রায় সাড়ে এগার শত বৎসর অনুপবীতী। এই প্রমাণে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় জাতিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও সাবিত্রীসূত্র চ্যুতির কাল নির্দ্দেশ করিয়াছে। অতএব ইহাই প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তির মীমাংসা। তৃতীয় আপত্তির বাহাত্তরগণের শূদ্রজাতিত্ব নিরসন। তৎসম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে :—

বঙ্গীয় কায়স্থগণের মধ্যে যে চারিটী শাখা আছে তাহার এক শাখায় যাহারা কুলীন অন্য শাখায় তাহারা মৌলিক বাহাত্তরে ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত। আবার এক শাখার যাহারা কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র, মৌলিক; অন্য শাখায় তাহারা কতক একেবারে বাহাত্তরে নামে অভিহিত। অথচ ঐ সকল বংশের অধিকাংশই চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ করা গিয়াছে। ভোজবংশটী সকল শাখাতেই বাহাত্তরে কিন্তু ভোজগণের সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ৩।৫৩।৭ মন্ত্রের টীকায় সায়ণাচার্য্য সুদাসবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। মহাভারতের হরিবংশ পর্ব্বাধ্যায়ে পূর্ব্বদেশীয় ভোজ ও নাগ রাজবংশের সীমা নির্দ্দেশের কথায় উভয় বংশকেই পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়-রূপে বর্ণনা আছে। বঙ্গের ঐ ভোজ রাজবংশের জাতি লিখিতে কোন ঐতিহাসিক কায়স্থ কোন ঐতিহাসিক ক্ষত্রিয় লিখিয়াছেন, অথচ একই বংশ; এমত স্থলে বাহাত্তুরে সংজ্ঞার কায়স্থগণকে যাহারা শূদ্র বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন তাহা-দের অভিজ্ঞতা, তাহাদের দূরদর্শিতা, তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের যে নিতান্ত অভাব কিম্বা কায়স্থ জাতির প্রতি অসম্ভব বিদ্বেষ তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। ফলতঃ বাহাত্তুরে কায়স্থগণও প্রকৃত ক্ষত্রিয় বংশধর, তাঁহাদের সহিত কুলীন কায়স্থগণের আদান প্রদানে বর্ণ সাঙ্কর্য্যদোষ ঘটে নাই; তাঁহারা স্বভাবেই আছেন। সুতরাং ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। এবং যাঁহারা কুলকারিকার প্রমাণ দেখিলে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকেন তাঁহারাও এই প্রমাণে তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে পারিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা।

———

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের ইতিহাস ও মনুসংহিতার কাল নির্ণয়।

মৌর্য্য সম্রাটগণের রাজত্বকালে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় শাসনবিধি সম্বন্ধেও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কৌটিল্য এই সময় আবহমানকালপ্রচলিত বিধিব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনপূর্ব্বক সময়োপযোগী করিয়া তুলিলেন—তাঁহার নবপ্রবর্ত্তিত শাসনবিধির সমক্ষে সর্ব্ব সম্প্রদায় সমান বলিয়া বিবেচিত হইল এবং দণ্ড সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ শূদ্রে কোন পার্থক্য স্বীকৃত হইল না;—বরং এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল যে, ব্রাহ্মণ অপরাধিগণ অপর জাতীয় অপরাধী অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কঠোরতর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে, কারণ হিতাহিত জ্ঞান সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ অপরাপর জাতীয় ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বহুগুণে অগ্রসর ছিল। চাণক্যের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে উচ্চজাতীয় ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ নানা প্রকারে বহু সুবিধা উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, কারণ তখন রাজা ব্রাহ্মণগণের অত্যন্ত অধীন ছিলেন। মৌর্য্যবংশের রাজত্বকালে রাজকীয় ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি ও ব্রাহ্মণগণের প্রভাব অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ এই জন্য চাণক্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "অর্থশাস্ত্রে" লিখিয়াছিলেন "রাজা রাজ্যমিতি" (অর্থশাস্ত্র ৮।২)। প্রকৃতপক্ষে এই সময় রাজা কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী প্রজাবর্গের নিমিত্ত একই প্রকার দণ্ড প্রয়োগ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু যে বিপ্লবে মৌর্য্যবংশ ধ্বংস ও মীনাণ্ডরের Meanander) অধীনস্থ গ্রীকগণ ভারতসীমান্ত হইতে দূরীভূত হইয়াছিল সেই বিপ্লবে "নাপি অপকারিণো মোক্ষঃ" (অর্থশাস্ত্র ৪।১৯) এই সাম্যনীতির অবসান হইল এবং তৎসঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার দণ্ডনীতি তাঁহাদের স্বকীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে শিথিলীকৃত হইল ও তাঁহারা প্রাণদণ্ডরূপ শাস্তি হইতে একেবারে অব্যাহতি লাভ করিলেন (মনু ৮।৩৭৯-৩৮১)। মৌর্য্য রাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে অনুরূপ অপরাধে প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ অপরাধীর ললাটদেশে জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া ও তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। (গৌতমধর্ম্ম সূত্র ১০,১১,৪৭); কিন্তু এই সময় উক্ত লঘুদণ্ড পর্য্যন্তও রহিত হইল।

হিন্দু-সমাজে অভিজাতবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

তাহার প্রধান কারণ এই যে তাঁহারা বিনাবেতনে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দিতেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের লোক পঞ্চতন্ত্র [যাহা ৫০০ খৃষ্টাব্দে পহ্লবীতে অনুবাদিত হয়] প্রণেতা ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্ম্মাও বলিয়াছেন "রাজন্, নাহং শাসননাপি বিদ্যা বিক্রয়ং করোমি (পঞ্চতন্ত্র-ভূমিকা)।" শুধু তাহাই নহে, ব্রাহ্মণগণ বিনাবেতনে রাজাকে রাজ্যশাসন বিষয়ে পরামর্শ দান করিতেন, এবং তাঁহার যথেচ্ছাচারিতার প্রবল অন্তরায় স্বরূপ ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যে যুদ্ধ করিতেন না তাহা নহে—আলেকজাণ্ডারের (Alexander) অধীনস্থ গ্রীকবাহিনীকে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণগণ ধনৈশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া কেবলমাত্র পরোপকার ও আত্মজ্ঞানলাভকেই একমাত্র সারধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র হেতু ছিল। অভিজাত সম্প্রদায় সর্ব্বদেশেই কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও প্রাণদণ্ডরাহিত্যরূপ বিশেষ সুবিধাটী ঐরূপভাবে ব্রাহ্মণগণের অন্যতম বিশেষ সুবিধা (Privilege) বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই প্রচলিত মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ জাতির প্রাণদণ্ডরাহিত্যরূপ ব্যবস্থার অনুকূলে বচনসমূহ বিরচিত হইতে দেখা যায়। তথাপি মনুসংহিতার ঐপ্রকার বচনাবলি যে সর্ব্বসময়ে এবং সর্ব্বাবস্থাতেই অনুসৃত হইত এরূপ মনে করিবার কারণ দেখা যায় না।

"মৃচ্ছকটিক" খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর একখানি সংস্কৃত নাটক। এলাহাবাদের নিকট খনন করায় খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর কতকগুলি ধ্বংসাবশেষসহ কয়েকখানি মৃচ্ছকটিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। (Vide Journal R. A. Sp. 135 of 1911) বিশেষতঃ মৃচ্ছকটিক নাটকে উল্লিখিত বাসুদেব নামটি কেহ কেহ কণ্ববাসুদেবকে (৭০ পূঃ খৃঃ—২৫ পূঃ খৃঃ) লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া অনুমান করেন। এতদ্দ্বারা মৃচ্ছকটিক নাটকখানি যে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। এই সুপ্রাচীন নাটকখানি হইতে তাৎকালিক সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা বহুপরিমাণে অবগত হওয়া যায়। উক্ত নাটকের নবম অঙ্কে বিচারক (ব্রাহ্মণ) চারুদত্তের অপরাধ অবধারণ পূর্ব্বক দণ্ডাদেশের নিমিত্ত রাজা পালকের নিকট লিখিলেন—

"ইনিই পাতকী বিপ্র, বিপ্র কিন্তু নহে বধ্য মনুর বচন।
অক্ষত বিভবসহ রাজ্য হ'তে এঁর শুধু দণ্ড নির্ব্বাসন॥"

(মৃচ্ছকটিক ৯।৩৯, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ)

কিন্তু, ক্ষত্রির রাজা রাষ্ট্রীয় মনুসংহিতার অনুশাসন অগ্রাহ্য করত আর্য্য প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন। রাজার এই দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া চারুদত্ত আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন—

"বিষ, জল, তুলা, অগ্নি এসব পরীক্ষা দিতে চাহিনু তখন।
উত্তীর্ণ না হলে পরে আমারে উচিত ছিল করকচে অর্পণ॥
রিপুর বচনে যদি প্রাণদণ্ড দিয়া বিপ্রে করহ নিগ্রহ।
তাহলে পতিত হবে, ঘোর নরকের মাঝে পুত্র পৌত্র সহ॥"

[মৃচ্ছকটিক ৯ অঙ্ক। ঐ অনুবাদ]

মৃচ্ছকটিকের পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতেও দণ্ডনীতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের আর পূর্ব্ববৎ বিশেষ সুবিধা ছিল না। মৌর্য্য-শাসন কালের সাম্যবাদ ও দণ্ড সম্বন্ধীয় সাম্যনীতি প্রচলিত মনুসংহিতার (৮।৩৮০) শাসন উপেক্ষা করত খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী এবং তাহার পরে পর্য্যন্তও প্রবল ছিল। শুধু প্রাণদণ্ড বলিয়া নহে অন্যান্য বহুবিষয়েও ব্রাহ্মণ শূদ্রে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। ব্রাহ্মণ চারুদত্ত শূদ্র আর্য্যককে নিজরথে উঠাইয়া লইয়া তাহার সহিত একত্র উপবেশন করিলেন এবং আর্য্যককে পরিশেষে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এই সামান্য ঘটনা হইতেই তাৎকালিক আচার বাব হার স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। যাহা হউক, এইরূপে মনুসংহিতার বিধান সমূহ যখন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল তখন এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা কল্পে ব্যবহার কর্ত্তাগণকে কিয়ৎকাল পরে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রণয়ন করিতে হইল এবং তাহাই হিন্দুগণের মধ্যে সমধিক সমাদর লাভ করিল। এই সংহিতা খানি ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইলেও ইহাতে ব্রাহ্মণগণকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই, এবং এই সংহিতাখানি পাঠে স্পষ্ট বোধ হয়, যে এই সময় ব্রাহ্মণগণ দেশকালপাত্র বিবেচনায় তাঁহাদের বিশেষ সুবিধাগুলি ক্রমশঃ পরিহার করিয়াছিলেন।

এইরূপভাবে প্রায় দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইবার পর নারদস্মৃতিতে ব্রাহ্মণগণের বিশেষ সুবিধাগুলি আমরা পুনরায় সমর্থিত হওয়া দেখিতে পাই। নারদ-স্মৃতির ঐ সমস্ত বিশেষ ব্যবস্থা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। বৃহস্পতিসংহিতায় ব্রাহ্মণগণের বিশেষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে প্রকার ক্ষীণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে অনুমান হয়

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতে ঐ প্রকার বিশেষবিধি কার্য্যকারী হইতে পারে নাই। যাহা হউক, এই সময়ে প্রাণদণ্ড মানবের প্রতি প্রয়োগ করা আদৌ কর্ত্তব্য কিনা, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব খৃষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ অব্দে সঙ্কলিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই শান্তিপর্ব্বে ঐ প্রকার আলোচনার ক্ষীণাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। শান্তিপর্ব্ব ২৬৭ অধ্যায়ে পিতামহ ভীষ্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন—"যাহাতে কাহারও দেহ নাশ না হয়, সেইরূপ শাসন করা আবশ্যক। অপরাধীর কার্য্য ও যথাবিধি নীতিশাস্ত্র পর্য্যালোচনা না করিয়া বিনাশাত্মক দণ্ড বিধান করা কখনই বিধেয় নহে। রাজা দস্যুগণের সংহার করিলে তাহাদিগের নিরপরাধ পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও পুত্রগণ কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে ***। কখন কখন অসাধু ব্যক্তিও সাধু হইতে সচ্চরিত্রতা লাভ করে, এবং অসাধু হইতেও সুসন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব লোকের প্রাণ বিনষ্ট করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।" এস্থলে প্রাণ-দণ্ডের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে এই তিনটী প্রধান হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে যথা—

(১) বধদণ্ড দ্বারা দণ্ডিত ব্যক্তির পোষ্য ব্যক্তিগণের জীবিকা নষ্ট করত প্রকারান্তরে তাহাদিগকেও বধ করা হয়।

(২) অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের আশা একেবারে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

(৩) অসাধু হইতে অনেক সময় সুসন্তান জন্মিয়া থাকে। সুতরাং অপরাধীর বধদণ্ড দ্বারা সৎলোক উৎপাদনের বাধা প্রদান করা হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য যে সমস্যার শেষ মীমাংসা করিয়াছিলেন, নারদ স্মৃতিতে কেন সেই সমস্যার নূতন করিয়া পুনরালোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা শান্তিপর্ব্বের পূর্ব্বধৃত আলোচনা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কারণ নারদও কতকটা ঐ প্রকার যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছেন যে, রাজা ও ব্রাহ্মণই সমাজের রক্ষক—সুতরাং "ন মূলঘাতঃ কর্ত্তব্যো এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" (নারদ সংহিতা ১৫। ১৯-২০)—মূল নষ্ট করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে—রাজা ও ব্রাহ্মণের বধদণ্ড কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের অধীনে ভারতে পুনরায় এমন একটী শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল, যে তাহার ন্যায় সাম্রাজ্য ভারতে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক এই সময়ের সম্রাটগণকে লক্ষ্য করিয়াই মেধাতিথি তদীয় মনুভাষ্যে 'আর্য্যাবর্ত্ত' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"যত্র ম্লেচ্ছা শ্চাক্রম্যা-

ক্রম্য ন স্থাতারো ভবন্তি'' অর্থাৎ যে স্থানে ম্লেচ্ছগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও স্থায়ী হইতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে যতদিন নিম্নশ্রেণীর লোকগণ শিক্ষা দীক্ষায় উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন নেতৃস্থানীয় উচ্চশ্রেণী সমূহের রক্ষা দ্বারাই সমগ্র সমাজ রক্ষা প্রাপ্ত হয়। ম্যাকিয়াভিলির (Machiavelli) সময় পর্য্যন্ত ইউরোপেও এইরূপ নীতিই বলবতী ছিল।

মৌর্য্যবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বকালীন ভারতেতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই বংশের স্থাপয়িতা মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মহানীতিজ্ঞ কৌটিল্যের সহায়তায় সেলিউকস্ নিকেটর্‌কে যুদ্ধে পরাভূত ও ভারত সীমান্ত হইতে বিতাড়িত করত প্রকাণ্ড সম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে ভারত-বর্ষে সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতির একটা প্রবল উচ্ছ্বাস পরিদৃষ্ট হয় এবং এই সময়েই গৌতম বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত সাম্যবাদ ও সাম্যধর্ম্মের ফলস্বরূপ প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রসমূহেরও সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। এই সময়ের প্রধান স্মৃতগ্রন্থ প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞ ও মহাপণ্ডিত চাণক্যের বিরচিত "অর্থশাস্ত্র''। এই অমূল্য গ্রন্থখানি সম্ভ্রান্ত মহীশূর গবর্ণমেণ্টের প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে চাণক্য "অর্থশাস্ত্রে"র এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, যথা—"মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ। মনুষ্য-বতী ভূমিরিত্যর্থঃ। তস্যাঃ পৃথিব্যাঃ লাভ পালনোপায়ঃ শাস্ত্র মর্থশাস্ত্রমিতি" চাণক্য যদিও এরিষ্টটল্ (Aristotle) ও সক্রেটিসের (Socrates)এর প্রা-সমসাময়িক, তথাপি এই গ্রন্থে তিনি হব্‌সের (Hebbes) চিন্তা প্রণালী-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রাধান্যের পরিবর্ত্তে রাজাকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, যথা— "রাজা রাজমিতি প্রকৃতি সংক্ষেপঃ ॥" (৭।২)

চাণক্য আরও লিখিয়াছেন—

ধর্ম্মশ্চ ব্যবহারশ্চ চরিত্রং রাজশাসনম্।

বিবাদার্থশ্চতুষ্পাদঃ পশ্চিমঃ পূর্ব্ববাধকঃ ॥''

অর্থাৎ 'অর্থ' চতুর্ব্বিধ যথা—(১) ধর্ম্ম (sacred substantive law) (২) ব্যবহার (rules of practice) (৩) চরিত্র (customs) (রাজানুশাসন (royal decrees) ইহাদের মধ্যে রাজশাসনের ক্ষমতাই সর্ব্বা-অধিক।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, চাণক্যের মতে যে শাসনের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্রও হীনবল। যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকে শাশ্বত বলিয়া

করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র,—কিন্তু চাণক্য সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি রাজাকেই সর্ব্বধর্ম্মের মূল প্রস্রবণ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে (নষ্টতাং সর্ব্বধর্ম্মানাং রাজা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকঃ।) [১।৩।১] সর্ব্বধর্ম্ম নাশ প্রাপ্ত হইলে রাজাই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি লিখিয়াছেন রাজা না থাকিলে (অপ্রণীতোহি-মাৎস্য ন্যায়মুদ্ভাবয়তি। বলীয়ানবলংহি গ্রসতে। [অর্থশাস্ত্র ১।৪] মাৎস্য ন্যায় উপস্থিত হয়—দুর্ব্বলকে বলীয়ানেরা গ্রাস করে। কৌটিল্য আরও বলেন যে চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন রাজ্যলাভ করিতে হইলে "অনুশাসদ্ধি ধর্ম্মেণ ব্যবহারেণ সংস্থয়া। ন্যায়েন চ চতুর্থেন চতুরন্তাং মহীং জয়েৎ ॥" রাজা ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, প্রচলিত আইন ও ন্যায় (equity) এই চতুর্বিধ উপায় দ্বারা পৃথিবী শাসন করিবেন। বাস্তবিক, এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ মৌর্য্য রাজবংশের অধীন হওয়ায়, এবং তদধীনে নানাধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহ বাস করায়, বিশেষতঃ জৈনমতাবলম্বী প্রজাতন্ত্রপরায়ণ মহাসমৃদ্ধিশালী লিচ্ছিবীগণ এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী কলিঙ্গগণের ন্যায় শক্তিশালী সম্প্রদায় সাম্রাজ্য মধ্যে অবস্থান করায় প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ সর্ব্বস্থলে প্রয়োগ করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাই চাণক্য রাজশাসনবলে প্রচার করিয়াছিলেন—

"সংস্থয়া ধর্ম্মশাস্ত্রেণ শাস্ত্রং বা ব্যবহারিকং।

যস্মিন্নর্থে বিরুধ্যেত ধর্ম্মেণার্থং বিনিশ্চয়েৎ ॥

শাস্ত্রং বিপ্রতিপদ্যেত ধর্ম্মন্যায়েন কেন চিৎ।

ন্যায়স্তত্র প্রমাণং স্যাৎ তত্র পাঠোহি নশ্যতি ॥ (অর্থ শাস্ত্র ৩।১)"

অর্থাৎ যে স্থলে প্রচলিত আইন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী তথায় ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারাই অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যায়ের বিরোধী, তথায় ন্যায়ই প্রমাণ স্বরূপ হইবে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রই নিষ্ফল হইবে।

চন্দ্রগুপ্তমৌর্য্যের পর তৎপুত্র (অমিত্রঘাত) বিন্দুসার নির্ব্বিবাদে কতিপয় বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর বিন্দুসার পুত্র অশোকবর্দ্ধন পাটলীপুত্রের সিংহাসন লাভ করেন। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর সম্রাট অশোকবর্দ্ধন রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং রুষ-সম্রাট প্রথম আলেকজান্দারের ন্যায় তিনি স্বরাজ্য এবং প্রতিবেশী ও মিত্ররাজ্য মধ্যে এমন কি সুদূর সিরিয়া (Syria) দেশে রাজা থিয়সের (Theo) ও মাসিডোনিয়া দেশে রাজা এন্টিগোনস্ গোনেটসের(Antigonus Gonatos)আরও বহু নৃপতির নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মমতসমূহ প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার পুত্র-পৌত্র-

গণকেও ঐ প্রকার শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে শ্রমণ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রভূত রাজস্বের অধিকাংশ শ্রমণগণের ও বিহার সমূহের পরিপোষণের নিমিত্ত ব্যয়িত করিয়াছিলেন, এবং এমন কি যখন মন্ত্রী রাধাগুপ্ত নিঃশেষিতপ্রায় রাজকোষ হইতে অর্থদান বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন সম্রাট অশোক তাঁহার রাজমুকুট পর্য্যন্ত শ্রমণগণের হস্তে প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না। অশোকের পুত্র পৌত্রগণও তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুগামী হইল এবং যখন অশোকপৌত্র রাজগৃহের শৈলমালার মধ্যে শ্রমণগণের নিমিত্ত বিচিত্রগুম্ফাসমূহ উৎকীর্ণ করাইতে ছিলেন, তখন হিন্দুকুশের অপরপার হইতে গ্রীকযবনগণ তাহাদের তরবারি শাণিত করিয়া ভারতবক্ষে আপতিত হইবার সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। বিজ্ঞ ভারতবাসিগণ রাজার এই প্রকার আচরণে প্রমাদ গণিতে ছিলেন এবং তৎকালের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ কাত্যায়ন বিগত সম্রাট অশোকবর্দ্ধনের সুপরিচিত [দেবানাম্ প্রিয়ঃ] উপাধির অর্থ "নির্ব্বোধ" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে ছিলেন (*); মন্ত্রিগণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং যাগ যজ্ঞের লোপে ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে স্ফীত হইতেছিলেন। এই সময় সমগ্র উত্তরাপথে ভবিষ্যৎ বৈদেশিক আক্রমণের একটা ছায়াপাত হইয়াছিল এবং সম্রাট অশোকবর্দ্ধনের চতুর্থ উত্তরাধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী গর্গ দুঃখে ও ক্ষোভে লিখিয়াছিলেন—

When the viciously valiant Greeks, after redacing Shaketa (Oudh), the Panchal country and Mathura will reach Kushumdhvaja, i. e. the royal-residing Pataliputra, the whole provinces will be in disorder (See Cunningham's. Num. Chron. (1870) pp. 224]

অর্থাৎ যখন অসমসাহসী যবনগণ শাকেত, পাঞ্চাল ও মথুরা বিধ্বস্ত করিয়া পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদ কুসুমধ্বজে উপনীত হইবে তখন সমগ্র দেশে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। যৎকালে সমগ্র দেশের এই প্রকার অবস্থা তৎকালে

(*) পাণিনি ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩. ,২১। "ষষ্ঠী অ ক্রোশে" অর্থাৎ অমুক সমাসে আক্রোশ বুঝাইলে ষষ্ঠী-বিভক্তি পরিত্যক্ত হয় না। কাত্যায়ন এই সূত্রের বর্ত্তিক করিতে গিয়া অন্যান্য দৃষ্টান্তের সহিত 'দেবানাম্ প্রিয়ঃ' এই দৃষ্টান্তটি যোগ করিয়া দিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণ 'দেবানাম্ প্রিয়' উপাধিকে নির্ব্বোধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যে বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী বীরপুরুষ (*) গ্রীক আক্রমণকারীকে সমরে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া পাটলীপুত্রে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং যিনি ঐ বিজয় ব্যাপারের স্মরণার্থ মহাসমারোহে অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন; তিনিই যে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে সমাজ-নায়ক ব্রাহ্মণগণ যে বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী রাজার সহায়তায় প্রাচীন ব্যবহার ও ধর্ম্মশাস্ত্রের পুনরালোচনা এবং ঐ সমস্ত প্রাচীন রীতি-নীতি পুনঃ প্রচলিত করিতে চেষ্টিত হইবেন তাহাতেও আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বাস্তবিক এই সময় মানবধর্ম্মশাস্ত্রকে (†) ভৃগুপ্রোক্ত নাম দিয়া নূতন আকারে লিপিবদ্ধ করা হইল এবং নূতন ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের অনুকূল মতসমূহ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মযাজকগণকর্ত্তৃক নূতন নূতন স্মৃতি ও পুরাণ নামধেয় গ্রন্থাবলী সংকলিত হইতে লাগল। বৌদ্ধ-মৌর্য্যগণের শাসনকালে চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে যে ন্যায়ের (equity) প্রাধান্য বিঘোষিত হইয়াছিল তাহা আধুনিক ও নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যক্ত হইল (মনু ১২।৯৬), এবং বেদ ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-মূলক মতসমূহ প্রচলিত হইতে লাগিল (মনু ২।১১, ১৩)।

প্রচলিত মনুসংহিতা যে আধুনিক কালে বিরচিত তৎসম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার শেষ শ্লোকে ইহাকে ভৃগুপ্রোক্ত বলিয়া পরিষ্কার উল্লেখ আছে, যথা—

"ইত্যেতন্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠন্ দ্বিজঃ।
ভবত্যাচারবান্নিত্যং যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্গতিম্॥ (মনু ১২।১২৬)

চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্রে' লিখিত হইয়াছে—

"ত্রয়ীবার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি-মানবাঃ। ত্রয়ী-বিশেষো-হ্যান্বীক্ষিকীতি।
বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বার্হস্পত্যাঃ। সংবরণ মাত্রং হি ত্রয়ী লোকযাত্রাবিদ্ ইতি।
দণ্ডনীতিরেকা মিত্যেতদৌশনসাঃ। তস্যাং হি সর্ববিদ্যারম্ভাঃ প্রতিবদ্ধা ইতি।
চতস্র এব বিদ্যাইতি কৌটিল্যঃ। তাভি র্ধর্ম্মার্থৌ যদ্বিদ্যাত্তদ্বিদ্যানাং বিদ্যাত্বং।
সাংখ্যং যোগোলোকায়তং চেত্যান্বিক্ষিকী।" (অর্থশাস্ত্র ১।২)

(*) সেনাপতি পুষ্পমিত্র (মহাকবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' দ্রষ্টব্য)।

(†) প্রচলিত মনু-সংহিতা অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। কিন্তু সূত্র শাস্ত্র রচনাকালে অনুষ্টুপ ছন্দ বৃহৎ গ্রন্থ রচনায় ব্যবহৃত হইত না। আধুনিক পদ্যময় স্মৃতি গ্রন্থগুলি প্রাচীন সূত্র শাস্ত্রের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত নূতনতম সংস্করণ মাত্র। মনুসংহিতা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত মৈত্রায়ণ শাখার উপবিভাগ মানব সূত্র চারণের ধর্ম্মসূত্র হইতে অনুষ্টুপে রচিত হইয়াছে। মনুসংহিতাই ভারতের প্রাচীনতম ব্যবহারশাস্ত্র নহে। আপস্তম্ব, বোধায়ন আশ্বলায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্র তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত।

উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে 'প্রাচীন' মনুর মতে বিদ্যা 'ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি ভেদে ত্রিবিধা ছিল। কৌটিল্য উক্ত ত্রিবিধ বিদ্যার সহিত আণ্বিক্ষিকী সংযোগ করত বিদ্যাকে ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি ও আণ্বিক্ষিকী এই চতুর্ব্বিধে পরিণত করিয়াছেন। আমাদের 'আধুনিক' ভৃগুপ্রোক্ত মনু মহাশয় কৌটিল্যের মতটী অবিকল নকল করিয়া লিখিতেছেন—

> ত্রৈবিদ্যেভ্য স্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
> আণ্বিক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ ॥"

(মনু ৭।৪৩)

অর্থাৎ রাজা ত্রিবেদজ্ঞের নিকট হইতে ত্রয়ী [আয় ব্যয় বোধক পরম্পরা-গত অর্থশাস্ত্রজ্ঞগণের নিকট] 'শাশ্বতী' দণ্ডনীতি, [তার্কিক ও বৈদান্তিকগণের নিকট] তর্কশাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা ; এবং [কৃষক ও বণিকের নিকট] কৃষিবাণিজ্য ও পশুপালনাদি ধনোপার্জ্জনোপায় শিক্ষা করিবেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে 'নবীন, মনু মহাশয় কেবলমাত্র কৌটিল্যের অনুসরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কৌটিল্যের উপর আর এক চা'ল চালিয়া লইয়াছেন। তিনি রাজাদিগকে, চাণক্যের অর্থশাস্ত্র বর্ণিত আধুনিক দণ্ডনীতি শিক্ষা না করিয়া, 'শাশ্বতী' দণ্ডনীতি শিক্ষা করিবার উপদেশ দিতেছেন। এতদ্দ্বারা বর্ত্তমান মনুসংহিতার রচনার সময় যে মনুমহাশয় চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত 'আধুনিক' দণ্ডনীতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন তাহাই বোধগম্য হইতেছে। অন্যথা বিশেষ করিয়া 'শাশ্বতী' দণ্ডনীতি শিক্ষা করিবার উপদেশ দিবার কোনই কারণ পরিদৃষ্ট হয় না। তৎ-কালে 'শাশ্বতী' ও 'আধুনিক' উভয় প্রকার দণ্ডনীতির অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকাই সূচিত হইতেছে— মনুমহাশয় এতদুভয়ের মধ্যে কেবলমাত্র 'শাশ্বতী' দণ্ডনীতিই রাজগণের শিক্ষনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মনুসংহিতার প্রাচীনতম টীকাকার মেধাতিথিও ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—"দণ্ডনীতি চ * * * শিক্ষেত তদ্বিদেভ্যঃ চাণক্যাদি গ্রন্থবিদ্ভ্যঃ। শাশ্বতী মিতি স্মৃতিঃ।" যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকাদি হইতে চাণক্যের অর্থশাস্ত্র যে আলোচ্য, নূতন' মনুসংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ, তাহা স্পষ্টই সূচিত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত আলোচনা দ্বারা আমরা দেখাইলাম, যে বর্ত্তমান মনুসংহিতা চাণক্যের "অর্থশাস্ত্র'' বিরচিত হইবার পর সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে উক্ত সংহিতার কাল বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। মনু সংহিতায় লিখিত আছে—

> "জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ
> ধর্ম্ম প্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন ॥ (মনু ৮।২০)

অর্থাৎ জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণকে, অথবা ক্রিয়ানুষ্ঠান-জ্ঞানশূন্য-ব্রাহ্মণ-ব্রুককেও বরং নৃপতিগণ বিচারক নিযুক্ত করিবেন, তথাপি সর্ব্বগুণান্বিত ধার্ম্মিক ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে কোন মতেই ঐ পদে নিয়োগ করিবেন না।

মনু অন্যত্র বলিতেছেন—

> " ন শূদ্র রাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিক জনাবৃতে।
> ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ ॥ (মনু ৪।৬১)

অর্থাৎ শূদ্র রাজার রাজ্যে, অধার্ম্মিক বহুলদেশে, [বেদ বহির্ভূত] পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেশে এবং অন্ত্যজজাতি কর্ত্তৃক উপদ্রব যুক্ত দেশে বাস করিবে না। উপরোক্ত শ্লোক দুইটী অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিলে ইহাই অনুমান হয় যে বর্ত্তমান মনুসংহিতা বিরচিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শূদ্র জাতীয় বিচারক ও নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বেদবহির্ভূত [যবন] জাতিকর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত আক্রান্ত হইয়াছিল,—আর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মনু ঐ সকল শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক সাহিত্যে নন্দ ও মৌর্য্য রাজগণ শূদ্রজাতীয় বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন এবং চাণক্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আরও জানা যায় যে, তৎকালে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে উপযুক্তগুণকর্ম্ম দৃষ্টে সর্ব্বজাতির মধ্য হইতেই বিচারক নিযুক্ত হইত ; সুতরাং আমাদের আলোচ্য মনুসংহিতা যে উক্ত নন্দ ও মৌর্য্য রাজত্বের অবসানে বিরচিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

মনু সংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৩-৪৪ শ্লোকে 'শক' জাতির উল্লেখ আছে এবং এই 'শক'গণকে বৈদিক আচারভ্রষ্ট 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যথা —

> "শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
> বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥৪৩
> পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
> পারদাং পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥৪৪

মনু উক্ত দশম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে 'লিচ্ছিবী' জাতিরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন, যথা —

> "ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যা ল্লিচ্ছিবিরেব চ।
> নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ ॥"

শকগণ ১৭৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে উপনীত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ পরাক্রান্ত ও প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছিল। আবার এই সময়ের কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতে রাজগৃহে লিচ্ছবিগণ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষে সম্মান লাভ করিয়াছিল। এমন কি পরাক্রান্ত গুপ্ত-সম্রাট-গণের প্রবর্ত্তক সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে লিচ্ছিবী দৌহিত্র বলিয়া সগৌরবে প্রচার করিয়াছেন।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে 'অন্ধ্র'জাতিরও উল্লেখ আছে যথা—

"মৎস্যঘাতা-নিষাদানাং ত্বষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ।

মেদান্ধ্র চুঞ্চু মদ্‌গুনা মারণ্য পশু হিংসনম্‌॥৪৮॥

অর্থাৎ নিষাদ জাতির বৃত্তি মৎস্য মারণ, আয়োগবের কাষ্ঠ তক্ষণ এবং মেদ, চুঞ্চু, অন্ধ্র ও মদ্‌গু এই জাতিচতুষ্টয়ের বৃত্তি আরণ্য পশুহিংসা।

অন্ধ্রগণকে অতি হীনাচার সম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক গণ অবগত আছেন, যে এই অন্ধ্রগণ খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে একটী প্রকাণ্ড শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়া শকদিগের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতার রক্ষক স্বরূপ হইয়াছিল। কেরলীর খোদিত লিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে—"রাজমাতা বালশ্রী সগর্ব্বে বলিতেছেন যে তাঁহার পুত্র শকদিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন (১৪৪ খৃঃ) ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে রাজস্ব আদায় করিয়া তাহা ন্যায়মত ব্যবহার করিয়াছেন এবং চতুর্ব্বর্ণ সংমিশ্রিত হইতে দেন নাই।" The Karli inscription No. 17.

মনু যে সময়ে যেরূপভাবে অন্ধ্রজাতির বর্ণনা করিয়াছেন ঐরূপ অবস্থা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ সভ্যতায় উন্নীত হইতে অন্ধ্রজাতির পক্ষে অন্যূন একশতাব্দী লাগিয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং শকজাতির ভারতবর্ষে আবির্ভাবের অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৭৪ অব্দের পরে ও অন্ধ্রজাতির অভ্যুদয়ের অর্থাৎ ১৪৪ খৃষ্টাব্দের একশতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান মনুসংহিতার রচনাকাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।

সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥১০০

অর্থাৎ সৈনাপত্য রাজ্যশাসকত্ব দণ্ডনেতৃত্ব ও সর্ব্বলোকাধিপত্য এই সমস্ত বেদশাস্ত্রজ্ঞের পাওয়া উচিত।

বেদমার্গাবলম্বী সেনাপতি পুষ্পমিত্রকে লক্ষ্য করিয়াই যে মনু উপরোক্ত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বেদবিরোধী বৌদ্ধমতাবলম্বী মৌর্য্যবংশের যৎকালে ধ্বংসাবস্থা, সেই সুযোগে গ্রীকযবনগণ রাজা মিনাণ্ডারের (Menandros) অধীনে ভারত সীমান্ত আক্রমণ করিলে সেনাপতি পুষ্পমিত্রই তাহাদিগকে ভীষণ যুদ্ধে পরাস্ত করত বৈদেশিক আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং উক্ত বিজয়োৎসবের স্মরণার্থ মহাসমারোহে অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ অবগত আছেন যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮০ অব্দে এই স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। সম্ভবতঃ এই ঘটনার ২৫।৩০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত 'ভৃগুপ্রোক্ত' মনুসংহিতার বিরচিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা।

ডাক্তার ঘোষজ মহাশয়ের মহাদান

ও

বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ।

কোথায় বঙ্গের বাণীবরপুত্রগণ! তড়িৎসম ত্বরিতপদে তোমার নিতান্ত প্রিয়, কালিন্দী-কল-কল্লোলমুখরিত, মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল কূজিত, কামকলার পীঠস্থান, বাণীর নিকুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া আইস। তোমার ও চন্দন চর্চ্চিত, সযত্নকুঞ্চিত সুবিন্যস্ত কেশবেশ-ভূষিত মদন-মনোহররূপ আমরা চাই না। তোমার ও বেশ পরিত্যাগ কর। এখন এখানে করতল-তাল-তরলবলয়া-বলিকলিত-ললিত-মোহন-বাঁশীর প্রয়োজন নাই,—উহা ফেলিয়া দাও। তোমাকে অনুরোধ করি—একবার বিলাসালসলোচন যুগল ভাল করিয়া মার্জ্জনা করিয়া,—প্রকৃত পুরুষের বেশ গ্রহণ কর;—আর স্বর্গ হইতে দেবতারা ওই তুরী পাঠাইয়াছেন,—তাহা ভক্তিভরে তুলিয়া লইয়া স্বদেশের এবং স্বজাতির গৌরব-গাথা গান কর।

কে বলে আমাদের দেশে বীর নাই ? মানুষের মাথা কাটিতে পারিলেই কি বীর হয় ? সুন্দরবনের ব্যাঘ্রও ত তবে মহাবীর। অন্য দেশের সভ্যতা আমরা জানি না,—আমাদের দেশে চিরকাল প্রবাদ আছে,

"যুদ্ধান্তে পক্ষিপশবঃ পঠন্তি শুকসারিকাঃ।
দাতুং শক্নোতি যো বিত্তং সশূরঃ স চ পণ্ডিতঃ॥"

আমাদের বঙ্গদেশে একবৎসরের মধ্যে দুইজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কায়স্থ ভদ্রলোক পচিশ লক্ষ টাকা দেশের মঙ্গলের জন্য দান করিলেন।—তবু বলিবে বাঙ্গালার মধ্যে বীর নাই ? দানবীর রাজর্ষি ডাক্তার স্যার তারকনাথ পালিতের পঞ্চদশলক্ষ মুদ্রা দানের পুণ্যকাহিনী সকলেই অবগত আছেন। আজ আমরা ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ, সি-আই-ই, মহাশয়ের কথা বলিতেছি। ডাক্তার শ্রীযুক্ত ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত দশলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। জানিনা কেন এই দাতার প্রশংসাবাদে বঙ্গদেশীয় সংবাদ এবং সাময়িক পত্রগুলি পূর্ণ হইতেছে না ? কেন বঙ্গকবিগণ এই দাতার দান কীর্ত্তি গাথায় গান করিয়া নিজ নিজ লেখনীকে ধন্য করিতেছেন না ? এখনও কি বাঙ্গলার ঘুম ভাঙ্গে নাই ?

এখনও বলিবে কায়স্থ ক্ষত্রিয় নহে ? এই একবৎসরের মধ্যে তিনজন ক্ষত্রিয় শিক্ষার বিস্তার কল্পে পঞ্চত্রিংশ লক্ষ টাকা দান করিলেন। স্যার পালিত পঞ্চদশ লক্ষ, ডাক্তার ঘোষ দশ লক্ষ এবং অযোধ্যাপ্রদেশের ভূম্যধিকারী ভিঙ্গার রাজ দশলক্ষ। পাঠক, এই ভিঙ্গার রাজবংশ আমাদের বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ সেনবংশীয় ভূপতিদিগের নেদিষ্ঠ দায়াদ, ইহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বারাণসীর প্রসিদ্ধ সেনবংশসম্ভূত। পুরাণে এই সেনবংশের অনেক কীর্ত্তিকাহিনী গীত হইয়াছে। আমরা পৃথক্ একটী প্রস্তাবে এই রাজবংশের পরিচয় প্রদান করিব।

এখনও, হে বঙ্গের ব্রাহ্মণমণ্ডলী,—এখনও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব অস্বীকার করিবে ?—তোমার ঐ "যুগে জঘন্যে" জল্পনা ফেলিয়া দাও। বুকে হাত দিয়া কহ দেখি, হিন্দুজাতির মধ্যে এরূপ বিশাল বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ ক্ষত্রিয়ভিন্ন আর কোন জাতি পারে কি না ? জান ত অতি পূর্ব্বকালে, এক ব্রাহ্মণ কিরূপ দক্ষিণা লইয়া "বিশ্বজিৎ" যজ্ঞ করিতে গিয়াছিলেন ? স্মরণ করাইয়া দিব ? সেই—

"পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ"

কতকগুলি গরু লইয়া তিনি 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সকল অতিবৃদ্ধ, অস্থিচর্ম্মসার, যাহারা জন্মের মত জলপান করিয়া শেষ করিয়াছে, ঘাস খাওয়া শেষ করিয়া

এজন্ম আর যাহাদের বৎস হইবার কোন আশা নাই, দুধ দেওয়াও এ জন্মের মত ফুরাইয়াছে,—সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য গাভী দান করিয়া সেই পুণ্যলোলুপ ব্রাহ্মণ স্বর্গলাভ আশা করিয়াছিলেন, তাই কাঠকায়া শ্রুতি অতি উপহাসের ভাষায় ব্রাহ্মণের সেই কীর্ত্তিকে চিরস্থায়িনী করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণবংশীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহার উপার্জ্জিত ধনের কিয়দংশ দান করিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণের উদার-হৃদয় ব্রাহ্মণের জাতির জন্য সে দানের কোন অংশ রাখিলেন না। অন্য ধর্ম্মীর কথা তুলিব না। আর ক্ষত্রিয়ের দান দেখ,—ভগবানের দানের ন্যায় জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্য বিতরিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ জমীদার অনেক আছেন, কিন্তু কই,—তাঁহাদিগকে এদিকে অগ্রসর হইতে দেখি না। দেবী-ভাগবতপুরাণে দেখিতে পাই, যে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণেরা লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক,—আমরা বুক ঠুকিয়া বলিব, ভিঙ্গার রাজা, ৺মুন্সী কালীপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত স্যার তারকনাথ, ডাক্তার ঘোষ, রাজর্ষি বনমালী রায়—ক্ষত্রিয়ত্বের জলন্ত উদাহরণ রাখিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের জন্ম ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন।

এই সকল দান যে কিরূপ উচ্চ হৃদয়বত্তার পরিচায়ক ক্ষুদ্র আমাদের তাহা বুঝিবারই হয় ত সামর্থ্য নাই। সে দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় প্রকৃত বীরের জাতি ইংরেজ শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক মিঃ ষ্টিফেন বলিয়াছেন,—

"The magnitude and generosity of this benefaction is made most conceivable to English minds when the sum is translated into the terms of English money. It is equivalent to £66,000. The gift is startling, even if it were only for the magnitude of it. It equals and indeed surpasses benefactions made to British Universities—apart of course from the gift of the millionaire Mr. Carnegie. It surpasses, if I remember rightly, the gift of Lord Strathcone and Mount Stephen to Aberdeen University. But the most interesting points about it are these: There has been, I think I may make bold to say, some scepticism in many English people and some inclination to be sarcastic with regard to the existence of any public spirit of bene-

ficence and self-sacrifice for public interests among Indian People. But such disinterested benefactions as those of Sir Taraknath Palit and Dr. Ghosh most dispel such scepticism.”

ইহার পর প্রফেসার সাহেব আরও অনেক প্রাণখোলা প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে এমন শিক্ষিত লোক অনেক আছেন যাহারা আমাদিগকে প্রকৃত সভ্য এবং হৃদয়বান্ জাতি বলিয়া মনে করেন না! শ্রীযুক্ত পালিত এবং ঘোষ মহাশয়দিগের মত দানবীরদিগের কীর্ত্তিবারি—আমাদিগের এই কলঙ্ককালি সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিতে সক্ষম হইবে।

আমরা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, এখনও পুনশ্চ বলিতেছি যে এই মহাদান হইতে হিন্দুগণের সাধারণভাবে এবং আমাদের অর্থাৎ কায়স্থগণের বিশেষভাবে একটু অধিকতর সুবিধা পাওয়া উচিত। দাতৃগণ একটু মনোযোগ করিলে অতি সহজেই এই কাজ হইতে পারে! শ্রীযুক্ত ডাক্তার ঘোষজ মহাশয় নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার প্রদত্ত টাকার সুদ হইতে যে চারিজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের লোক হইবেন,—Statutory Native হইলে হইবে না, অর্থাৎ ভারতপ্রবাসী য়ুরোপীয় মাতাপিতার সন্তান হইলে চলিবে না প্রকৃতপক্ষে ভারতসন্তান হওয়া আবশ্যক। এই ভাবে হিন্দুজাতির ছাত্রগণ সাধারণতঃ কিছু অল্প বেতনে এবং কায়স্থ-জাতির দরিদ্রছাত্রগণ বিনা বেতনে এই সকল অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতে পারিবে, এরূপ একটা নিয়ম করা ত খুবই সহজ। আর এরূপ করিলে অন্যায় হইবে কি? মেহশীনফণ্ড ত তাহা হইলে ষোল আনা অন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা দাতৃবর মহামাননীয় কায়স্থ-কুল-কমল রাজর্ষি শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি,—তিনি আমাদের এ ভিক্ষায় কর্ণপাত করুন। আমাদের কায়স্থ-সভার নেতৃবৃন্দ এবং সামাজিক কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এ সম্বন্ধে একটু উদ্যোগ করুন। এখনও সময় আছে, যদি আমাদের প্রার্থনা রক্ষিত হয়, তাহাহইলে দেশে বিজ্ঞানাচার্য্য বসু এবং রসায়নাচার্য্য রায়—এক এক জনের পরিবর্ত্তে অনেক দেখিতে পাওয়া যাইবে।

গত ভাদ্র সংখ্যার “কায়স্থ-পত্রিকায়” শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা মহাশয় “বঙ্গীয়-কায়স্থ-সমাজ” শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া এ সম্বন্ধে পাঠক মহাশয়দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি কিন্তু ডাক্তার ঘোষ মহাশয়ের এই রাজোচিত দানের কোন উল্লেখ করেন নাই,—সম্ভবতঃ তিনি এই দানের বিষয় অবগত ছিলেন না।* উপসংহারে এই বসু বর্ম্মা মহাশয়ের প্রবন্ধের ভাষা এবং ভাব সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। গত বৎসর অগ্রহায়ণ সংখ্যা “আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায়” দানবীর শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ” শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত বসুজ মহাশয় ঐ প্রবন্ধের নামের অৰ্দ্ধটুকু পর্য্যন্ত লইয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, অপিচ, প্রতিভার প্রবন্ধের ভাবগুলি এমন কি ভাষাও অবিকল নিজ প্রবন্ধে লইয়াছেন, অথচ প্রতিভার মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের অথবা ওই প্রবন্ধের লেখকের কোন অনুমতি গ্রহণ করার কিংবা সেই ঋণ স্বীকার করার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। এই অধম সমাজসেবকই প্রতিভার উক্ত প্রবন্ধের লেখক। নিম্নে আমরা পাঠকদিগের এবং “কায়স্থ-পত্রিকা”র শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের অবগতির নিমিত্ত ঐ প্রবন্ধদ্বয় হইতে তিনটি স্থান তুলিয়া পরপর সাজাইয়া দিলাম,—একবার দেখিলেই অনুকরণ অথবা তদপেক্ষা আরও বেশী গোছের কিছু হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাতে আমাদের ব্যক্তিগত কোন লাভ বা ক্ষতি না থাকিলেও সাহিত্যের সুনাম রক্ষার জন্য আমাদিগকে এই অপ্রীতিকর কথার আলোচনা করিতে হইল। আমি প্রতিভার ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম—

(১) “… …সেই প্রতিভা কি শ্রীচিত্রগুপ্ত-বংশ ভিন্ন অন্যত্র সম্ভব হইত? ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের কার্য্যই বিচার,—এবং বিচারশক্তি ও ব্যবহার-শাস্ত্র-জ্ঞান, তাঁহার বংশধরগণের সহজসিদ্ধ এবং পৈতৃক অধিকার। এই জ্ঞানানুশীলন ও স্ফূর্ত্তি এক পুরুষ দুই পুরুষে হয় নাই,—পালিত মহাশয়ের ঊৰ্দ্ধতন বহু পূর্ব্বপুরুষের সাধনার ও পুণ্যের বলেই তাঁহাদের বংশে এরূপ প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জন্ম হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

যাঁহারা Darwin, haeckel প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের প্রচারিত Evolusion Theoryর অন্তর্গত heredity, atavism প্রভৃতি law অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের কথার উদ্দেশ্য বুঝিবেন। কিন্তু বসুবর্ম্মা মহাশয় কায়স্থ-পত্রিকায় ২৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

(১) “বিচার শক্তি, ও ব্যবহার-শাস্ত্র-জ্ঞান চিত্রগুপ্ত বংশধরগণের স্বভাবসিদ্ধ পৈতৃক স্বত্ব সুতরাং তৎসমুদায়ে মহাত্মা ডাক্তার ঘোষের অধিকার স্বাভাবিক। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা কি চিত্রগুপ্তবংশধর ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবপর হইত? পূর্ব্বপুরুষের সাধনার ফল, সমগ্র

* যোগেন্দ্রবাবু যে সময় প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান তাহার অনেক পরে ডাক্তার ঘোষ মহাশয়ের মহাদানের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেন। কাঃ পঃ সঃ।

কায়স্থ-জাতির বহুপুণ্যের ফলেই এহেন মহাপুরুষ বঙ্গীয়-কায়স্থ জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।"

আর্য কায়স্থ-প্রতিভার ৩৫৫ পৃষ্ঠায় একস্থানে আমি লিখিয়াছিলাম—

(২) "... ... শ্রীযুক্ত পালিত মহাশয়ের ধর্ম্মমত যাহাই হউক, কায়স্থ বলিয়া তিনি আপনাকে পরিচিত করিতে চাহেন না,—এরূপ হইতেই পারে না।"

যাঁহারা স্যার ডাক্তার পালিত সাহেবের পারিবারিক জীবনের ও আচার ব্যবহারের সহিত পরিচিত, তাঁহারাই আমাদের উক্তির রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ অনুকরণ করিতে বসুজামহাশয় কায়স্থ-পত্রিকার ২৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

(২) "ডাক্তার ঘোষ মহোদয়ের ধর্ম্মমত যাহাই হউক, তিনি মকরন্দ ঘোষের বংশধর স্বরূপে এবং কুলীন কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ও গৌরবান্বিত হইতে চাহেন না,—এরূপ হইতেই পারে না।"

আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভার ৩৫৬ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াছিলাম :—

( ) সূর্য্য চন্দ্রের আলোকের ন্যায়, মেঘের জলের ন্যায়, পবনদেবের বায়ুর ন্যায় তাঁহার এই মহাদান সর্ব্বপ্রকার জাতিধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের বালকবালিকার উপভোগ্য হউক, তবে এই পৃথিবীতে স্থান বিশেষে যেমন সেই সূর্য্যচন্দ্রের আলোক, সেই মেঘবারি এবং সেই বায়ু অন্যস্থানাপেক্ষা কিন্তু অধিক মাত্রায় বিতরিত হয়—তদ্রূপ তাঁহার এই মহাদানের ফলের অংশ আমরা তাঁহার জ্ঞাতি ও স্বজাতি অন্য সম্প্রদায়ের অপেক্ষায় কিছু অধিক পরিমাণে পাই, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা"।

এই আপিলেও দাতার ধর্ম্মমতের বিশেষতা নিবন্ধন ভূপৃষ্ঠে দৃশ্যমান কতকগুলি স্বভাবিক ব্যাপার (natural phenomena) যেমন কেন্দ্রপ্রদেশে সূর্য্য চন্দ্রালোকের অভাব, উষ্ণপ্রধান দেশে বৃষ্টির আধিক্য স্থানে স্থানে monsoon tradewindর বিদ্যমান বা ইত্যাদি,—অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত পংক্তিগুলি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সাহিত্যসেবী যোগেন বাবু কায়স্থ পত্রিকার ২৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

(৩) "কারণ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে এই পৃথিবী, অদূরের ঐ বায়ুহিল্লোল অনতিদূরের ঐ মেঘমণ্ডল এবং বহুদূরস্থ ঐ সূর্য্যচন্দ্র—এ সমুদায়েরই এক সৃষ্টিকর্ত্তা কিন্তু ভূভাগের সর্ব্বত্র সমভাবে চন্দ্র সূর্য্য, বায়ুহিল্লোল এবং মেঘমণ্ডল দর্শনীয় নহে—কোথাও কম কোথাও বেশী। সুতরাং তজ্জন্য বিধাতাকে পক্ষপাতী বলা কি যুক্তি সঙ্গত?"

উদ্ধৃত অংশগুলির significance কি তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই কয়পংক্তি কেন লেখা হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। (২) ডাক্তার ঘোষের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সন্দেহ সূচক কথা কেন? (৩) বায়ুহিল্লোল "অদূরে", কেমন থাকে—আর তাহা "দর্শনীয়" কোন্ স্থানে হয়? জানিনা বিধাতার পক্ষপাত বশে কেহ বায়ু হিল্লোল দেখিতে পান কি না!

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত

———

পত্রিকার আলোচ্য বিষয়।

কায়স্থ-সমাজের মধ্যে সুলেখকের অভাব নাই। অথচ কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় প্রকাশযোগ্য ভাল প্রবন্ধ প্রাপ্ত হন না ইহা দুঃখের কথা! তাই পত্রিকার অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মহাশয় সুলেখক কায়স্থ মহোদয়গণের নিকট নিবেদন করিয়াছেন। পালিত মহাশয়ের নিবেদন, সুলেখক কায়স্থগণের প্রীতিপ্রদ না হইলেও, কায়স্থ-সভার সভ্যগণের মধ্যে যাহারা সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা অবশ্যই শুনিবেন বলিয়া আশা হয়।

বাঙ্গালাভাষায় অনেকগুলি মাসিক-পত্রিকা উৎকৃষ্টরূপেই পরিচালিত হইতেছে। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞানাদি নানা বিষয় তাহাতে স্থান পাইয়া থাকে। তাহার লেখকগণ স্ব স্ব অধীত বিষয় অর্থাৎ ইংরেজী, ফরাসী সংস্কৃত ও পারস্যাদি ভাষা হইতে সার গ্রহণ পূর্ব্বক নানা ভাবের নানা প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন। কোন কোন সুলেখক দেশের নানা প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা জাতীয় ইতিহাসের ও ঋষিগণের ধর্ম্মশাস্ত্র অনুবাদ করিয়া জাতীয় চরিত্র গঠনের আয়োজন করিতেছেন। এই সকল লেখকগণের সৌভাগ্য যে তাঁহাদিগের মধ্যে দলাদলির কোলাহল থাকিলেও তাঁহাদিগের ভাবের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রশস্ত এবং চিন্তাস্রোত যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে। যিনি যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তিনি সে বিষয়ে চিন্তাশাল হইয়াছেন, তিনি তদনুরূপ প্রবন্ধ রচনা করিলে সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়গণ তাহার বাছনী করিয়া উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ গ্রহণ করেন। আবার খ্যাতনামা মাসিক-পত্রিকার নামজাদা সুলেখকগণ যৎকিঞ্চিৎ জলপানি পাইয়া থাকেন। নানা কারণে ঐ সকল পত্রিকার প্রবন্ধ-দারিদ্র্য হয় না।

তবে কায়স্থ-পত্রিকার প্রবন্ধ দারিদ্র্য হয় কেন? কায়স্থ সভার ১৩০৯ সালের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ২য় অধিবেশনে পত্রিকার আলোচ্য বিষয়ের নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। সেই নির্দ্ধারণসূত্রে পত্রিকার আলোচ্য বিষয় এইরূপ হইতেছে :—

(ক) কায়স্থ জাতির উৎপত্তি ও বর্ণ নির্ণয়।

(খ) উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারিশ্রেণীর উৎপত্তি ও কুলক্রমিক সামাজিক ইতিহাস।

(গ) পূর্ব্বকাল হইতে উক্ত চারিশ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধ বিচার।

(ঘ) চারি সমাজের স্মরণীয় মহাত্মাগণের জীবনী প্রকাশ।

(ঙ) সমাজের একতা ও ভাবীকল্যাণ সাধনের উপায় নিরূপণ।

(চ) ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কায়স্থ জাতির বিবরণ ও ইতিহাস সংগ্রহ।

(ছ) কায়স্থ সমাজের হিতকল্পে অনুষ্ঠিত ও বিবাহব্যয় সংক্ষেপ করণ প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় ব্যাপারের আলোচনা।

(জ) কায়স্থ জাতি সম্বন্ধীয় পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক উপরোক্ত বিষয়ের কোন পরিবর্ত্তন হওয়া অথবা অন্য কোন অভিনব বিষয়ের প্রস্তাবনা হওয়া স্মরণ হয় না। তবে চিত্তাকর্ষক গল্পের দ্বারা বরপণ প্রভৃতির প্রতিকুলের প্রবন্ধাদি পূর্ব্বোক্ত নিয়মেরই অন্তর্ভূক্ত হইতেছে।

কায়স্থ-সভার পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যানুসারে পত্রিকার আলোচ্য বিষয় কায়স্থ-সমাজ সম্বন্ধের বিষয় হওয়ায় তাহা সংকীর্ণ হইতেছে। লেখকগণের স্বাধীন চিন্তাশীলতার স্ফূর্ত্তি অন্যত্র যেমন হইবে এখানে সেরূপ হইতে পারিবেনা। যেসকল সংকল্প লইয়া কায়স্থ-সভার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আশানুরূপ ফল লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার প্রচার করা আবশ্যক হইবে। কায়স্থ-সভার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—১ম বাঙ্গালার কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচার দৃঢ়াকরণ জন্য উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করা; ২য় চারিশ্রেণীর কায়স্থগণের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহের প্রচলন করা; ৩য় বরপণ রহিত করণ এবং কায়স্থ জাতির সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে সদনুষ্ঠান করণ। যে কাল পর্য্যন্ত বিশাল কায়স্থ সমাজ ঐ সকল বিষয়ে সংস্কারাপন্ন না হইবেন সেকাল পর্য্যন্ত মূল লক্ষ্য বিষয়গুলি "চর্ব্বিত-চর্ব্বণ" হইলেও পরিহার যোগ্য নহে। লেখা বাহুল্য যে ঐসকল বিষয় পুনঃ পুনঃ কথিত হইলেও সদ্বক্তা ও সুলেখকগণ শ্রোতৃবৃন্দ ও পাঠকগণের চিত্তরঞ্জনার্থ নবীনভাবের উদ্ভাবনের যত্ন করিতেছেন।

পত্রিকায় আলোচ্য বিষয় সমূহ অন্যের সহিত তুলনায় সংকীর্ণ হইলেও তাহা নীরস নহে। সামাজিক বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিতে নব্যযুবকগণ অসমর্থ একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এখানকার ন্যায় উদরান্নের চিন্তা বা আধুনিক শিক্ষা বিস্তার প্রণালী দেশে ছিল না। তখন বাল্যকালে সকলেই মোটাভাত কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ও মহিলাগণের নিকট দেশের কথা—সমাজের কথা ও স্ববংশের কথা শুনিত। পূর্ব্বপুরুষগণের নাম, ধাম, গাঞি ও গোত্রাদির কথা শিখিত। এখন দেশের অবস্থা স্বতন্ত্র হইয়াছে। জাহাজের খবর, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের ও ফুটবল খেলার কথা। পিতার নাম কষ্টে কল্পে বলিতে পারে, কিন্তু ইতিহাসে এম্ এ, পাশ করা ডবল্ অনারের ছাত্রকে

যদি তাহার পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাঁহার গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইবে। এই শ্রেণীর নব্য কায়স্থ যুবকগণের নিকট হইতে কায়স্থ-পত্রিকার প্রবন্ধ লাভ করা যাইবে না বলিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। সমাজের প্রাচীন ব্যক্তিগণ এই সকল যুবককে সামাজিক তথ্যের মূলসূত্র প্রদান করিলে তাঁহারাও অবশ্য প্রবন্ধ রচনা করিতে সমর্থ হইবেন।

কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি ও বর্ণ নির্ণয় সম্বন্ধে সকল কথা শেষ হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণীর উৎপত্তি ও কুলক্রমিক সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা শেষ হয় নাই। পূর্ব্বকাল হইতে উক্ত চারি শ্রেণীর পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করিতে এখনও বাকী আছে। চারি শ্রেণীর স্মরণীয় মহাত্মাগণের সংখ্যানুসারে তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ সামান্যই হইয়া থাকিবে। মুসলমান শাসনের মধ্যভাগ হইতে বৃটিশ শাসনের অভ্যুদয়কাল পর্য্যন্ত যে সকল স্মরণীয় নরনারীর কথা আমাদের স্মরণ্যপথে রহিয়াছে, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাচীন ব্যক্তিগণের সাহায্যে সেই সকল নরনারীর জীবনী সংগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। ইংরেজরাজত্ব মধ্যেও যে সকল ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রাজকীয় কার্য্য বা দেশের ও সামাজিক সদনুষ্ঠান দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং যে সকল চরিত্র ভবিষ্যতে আদর্শ স্থানীয় হইতে পারে তাহা প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। এবিষয়ে শিক্ষিত নব্য যুবকগণের রচনা গ্রহণীয় হইবে সন্দেহ নাই। সমাজের একতা ও ভাবীকল্যাণ সাধনের উপায় নিরূপণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রবন্ধ লিখিলে তদ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হওয়া সম্ভবপর। এবিষয়ে প্রাচীন অথবা নব্য দল যে কেহ প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধ কায়স্থ-সভার প্রচারের সাহায্য করিবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কায়স্থ-জাতির বিবরণ ও ইতিহাস এপর্য্যন্ত কেহই প্রকাশ করেন নাই, এবিষয় কঠিন নহে। যে সকল কায়স্থ মহোদয় পশ্চিমাঞ্চলে গতায়াত করেন তাঁহারা তদ্দেশীয় কায়স্থগণের সামাজিক আচার ব্যবহার ও কৌলীন্যমর্য্যাদি ক্রমে অনুসন্ধান পূর্ব্বক লিখিলে তাহা সমাদর যোগ্য ও সুপাঠ্য হইবে। কায়স্থ-জাতির হিতকল্পে অনুষ্ঠিত ও বিবাহ ব্যয়সংক্ষেপ করণ প্রভৃতি অনুষ্ঠেয় আমাদের আলোচনা কার্য্য অধিকতর অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কায়স্থ-জাতি সম্বন্ধীয় পুরাতন গ্রন্থ প্রকাশ অল্পই হইয়াছে। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে পত্রিকার আলোচ্য বিষয় যে কঠিন বা নীরস হইতেছে তাহা বলা যায় না। কায়স্থ-সভা

বা পত্রিকার আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্রীভূত করিয়া যে কোন প্রবন্ধে আবশ্যক মত নানা ভাবের আলোচনা করা যাইতে পারে, ধানভান্তে শীবের গীত কেবল না হয় তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জগতে সংকীর্ণ গণ্ডির দ্বারা অনেক কার্য্য হইয়াছে ও হইবে। আমাদিগের চারি শ্রেণীর কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সামান্য গণ্ডি মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজ করিয়াছিলেন। কায়স্থ-সভা সেই সমাজকে সুবিশাল সমাজে পরিণত করিবার আশায় একটী ক্ষুদ্র গণ্ডিরূপে সৃষ্টি হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গণ্ডি কালে সমাজের প্রভূত উপকার করিবে। সত্য বটে কায়স্থ-সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকালে যে সকল মহাত্মা অগ্রণী ও যোগদাতা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপনয়ন গ্রহণ ভয়ে, কেহ আন্তর্গণিক বিবাহ প্রস্তাব অপূর্ণ দেখিয়া, কেহ বরপণ ও কৌলীন্য দূরীকরণ ভয়ে, পশ্চাৎগামী হইলেও কায়স্থ-সভাব উদ্যম দৃষ্ট পূর্ব্বক অনেক নূতন সভ্য হইতেছেন। ইহাদিগের মধ্যেও কায়স্থ-সভার আলোচ্য বিষয় লিখিবার যোগ্য লোকের অভাব নাই। আমরা অশা করি সহৃদয় কায়স্থবর্গ স্বজাতির ইতিহাস সংরক্ষণের সাহায্য স্বরূপ কায়স্থ-পত্রিকার উপযোগী প্রবন্ধ লিখিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা।

সেখ শুভদয়া।

(২)

ততো অৰ্দ্ধ রাত্রে সমায়াতে ত্রয়োব্যাঘ্রাঃ সময়াতাশ্চ রজক পুত্রং খাদিতু মপেক্ষন্তে, সরজক পুত্রোঽপি পিতরং সংস্কৃত্য সেকস্য ক্রোড় মাবিশৎ। তমব্রবীৎ সেকঃ,—বিভেষিকথং ? কর্ণং বিধৃত্য ব্যাঘ্রং সমানীয়তাং।

সত্রূতে হে মহাত্মন্! প্রাণান্ ত্যক্ষ্যামি অহং ব্যাঘ্রং ধর্ত্তুং নশক্নোমি। ততস্ত্রয়ো ব্যাঘ্রাঃ সেকং প্রণম্য গতাঃ। রজক পুত্রস্তদাসুস্থোঽভবৎ।

ততঃ উষসি প্রাতঃ সময়ে রজক মাতা পুত্রোদ্দেশেন লোক মুখা দবগম্য সমায়াতি রোদমানা হাহা পুত্রেতি সমায়ায় পুত্রং হৃদয়ে বিধৃত্য রুদিত বতীচ।

কিয়দ্দূরাল্লোকাঃ শ্রুতবন্তঃ (ত্বয়মপি) রজকপুত্রং সেকঞ্চ দ্বৌ, ব্যাঘ্রাভ্যাং খাদিতৌ। দূতেন মন্ত্রী জ্ঞাপিতশ্চ, ততো মন্ত্রী ত্বরয়াগত্বা রাজানং জ্ঞাপিতঃ! ভো মহারাজ! ত্ব মপি মহা পুরুষ দর্শনং কৃতবান্ সোঽপি রজক পুত্র সমেতেন দ্বৌ, ব্যাঘ্রাভ্যাং খাতিতৌচ।

ততো রাজা হা হতোঽস্মি কৃত্বা তমপি দ্রষ্টুং সমায়াতি। ময়াকৃতং ব্যাঘ্রাদ্ভীতিঃ তদুক্তং সেকোঽপি ন শ্রুতঃ সমায়াতে রাজনি পথি রজক মাতা দৃষ্টা। স্নাত্বা যাতি, তামব্রবীদ্রাজা কাবার্ত্তা, তব পুত্রস্য ?

সাকথিত বতীচ, কুশলং।

ততোরাজা বচসা মন্ত্রিণং গর্হয়ামাস। হে পাপ মন্ত্রিন্! মমাগ্রে মিথ্যা প্রলাপয়ামাস। অস্য প্রায়শ্চিত্তং অবশ্যং কর্ত্তব্যং কালেচ।

সমায়াতে রাজনি সেকোপি। রাজানং প্রশংস্য ধন্যোঽসি রাজন্! কথমেতদরিভাবং ত্যক্ত্বা প্রাতঃ সময়ে সমায়াতোঽসি তস্মাদ্ধন্যোঽসি ত্বং নান্যথেতি।

ততো রাজা রজক পুত্রং দৃষ্ট্বা পৃষ্টঃ। রাত্র্যাঃ কাবার্ত্তা ?

সত্রূতে ত্রয়ো ব্যাঘ্রাঃ সমায়ায় সেকং প্রণম্যগতাঃ।

ততো রাজা "সূত্রধরং সমানীয়, ত্বরয়া কৃতবানপি" অস্য চতুরস্রমানং আয়তনং পক্কেষ্টকয়া সুসজ্জং কৃত্বা দীয়তাং। বৃত্তং (২৬) ষড়বিংশতি হস্ত মিতি, যস্য প্যাত্মনোভদ্র মিচ্ছথ। চতুঃশালাসমেতেন সর্ব্বে রেকত্রীভূয় সুসজ্জীভূত মাসীৎ, ততো রাজা কৃতার্থোঽভূৎ;

ততো রজো মন্ত্রিণাসহ সারিদ্যূতং প্রবর্ত্ততাং। কিয়ৎ কিয়ৎ খেলয়মানে সেকোঽপি পাষ্টিং গৃহীত্বা স্বমাত্মানং বস্ত্রেণ প্রচ্ছাদ্য সম্বতিষ্ঠতে মৌন মাস্থায় ১৬।১৭।১৮।

বঙ্গার্থ—এই দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহর সময় তিনটী বাঘ উপস্থিত হইয়া রজক পুত্রকে লক্ষ্য করিলে রজক পুত্র 'জানা' 'ওবাবা' বলিয়া সেকের ক্রোড় মধ্যে সঙ্কোচিত ভাবে রহিল।

সেক তাহাকে বলিল ভয় করিতেছ কেন ? তুমি কাণে ধরিয়া ঐ ব্যাঘ্র গুলিকে লইয়া আইস।

জানা বলিল মহাশয় যাউক আমার প্রাণ যাউক, আমি ব্যাঘ্র ধরিতে পারিব না। অবশেষে ব্যাঘ্র তিনটী সেককে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

রজকমাতা কেবল প্রত্যুষে লোকমুখে ঐ সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া হা পুত্র !

হা পুত্র !! বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল, ঐ স্থানে আসিয়া পুত্রকে বক্ষোধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল।

কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী লোক সকল,—(বর্ত্তমান সময়ও যেরূপ অনেক সংবাদ হাট ঘাট এবং সংবাদপত্রও কল্পনার মুখ হইতে প্রচারিত হয় সেইরূপ) কল্পনা দেবীর মুখ হইতে শুনিলেন রজক পুত্র ও সেক এই দুজনেই দুটী ব্যাঘ্রের উদরস্থ হইয়াছেন। মন্ত্রী মহাশয়ও দূতমুখে ঐ সংবাদ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজার সম্মুখে যাইয়া বলিলেন মহারাজ ! যে মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছেন সেই মহাপুরুষ ও রজক পুত্র দুজনেই দুটী ব্যাঘ্রের কবলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

রাজা ঐ কথা শুনিয়া 'হাহতোঽস্মি' শব্দ করিয়া তাহাদিগের অবস্থা দেখিতে চলিলেন, বলিতে লাগিলেন "আমি বলিয়াছিলাম বাঘের ভয় আছে" সেক তাহা শুনিল না। রাজা যাইতে সময় পথিমধ্যে 'জনা' রজকের মাতাকে স্নান করিতে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার পুত্রের সংবাদ কি ? রজক মাতা বলিলেন কুশলে আছে। রাজা,মন্ত্রীকে দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন——পাপিষ্ঠ মন্ত্রি! তুমি আমার নিকটে এইরূপ মিথ্যা প্রলাপ বাক্য বল, অবশ্য কালেতে তোমাকে ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

পরে রাজা আসিয়া সেকের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সেক রাজাকে প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন রাজন ! আপনি ধন্য, আপনি আমার উপরে শক্রতা ত্যাগ করিয়া আমার বিপদ সম্ভাবনার রাত্রি প্রভাত হওয়া মাত্রই আমাকে দেখিতে উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং আপনি যে, সর্ব্বথা ধন্যবাদের উপযুক্ত পাত্র তাহার আর প্রতিবাদ নাই।

রাজা, রজক পুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রের সংবাদ কি ?

রজক পুত্র। তিনটী বাঘ আসিয়া এই সেককে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর রাজা,রাজমিস্ত্রি আনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে সত্বর হইয়া অদ্যই, ২৬ হাত বৃত্ত (বেড়) চতুষ্কোণ অর্থাৎ ১৩রন্ধ্র ইষ্টক দ্বারা রচিত একটী সুগঠিত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দাও। আমার আর আদেশ এই যে, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সকলে (ইহার রক্ষার জন্য) সুসজ্জিত হইয়া থাকিবে, তাহাতেই তোমাদের রাজা কৃতার্থ হইবেন।

অনন্তর রাজা মন্ত্রীর সহিত পাশা খেলিতে আরম্ভ করিলেন একটু কাল পরে

হইবার পরেই সেক, পাশা তুলিয়া লইয়া নিজ শরীর বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মৌনভাবে রহিলেন ১৬।১৭।১৮

তদ্দৃষ্ট্বা রাজা বিস্মিতোঽভূৎ। পুন র্মন্ত্রী বিবদতে কিং কুর্ব্বনাস্তে সেক। রাজন্ ! দেহি।

সেকস্য সকল বস্ত্রং সাদ্রং দৃষ্ট্বা রাজা সেক মবাদীৎ ভো মহা বুদ্ধে ! কিং বিধেয় মিতি ? বস্ত্রা জ্জলং প্রস্রাবায়তে কথং ? সেকঃ রাজন্ স্ববচনং প্রতীতং কথং ততো রাজা কো মৃত্যু কামো বিদ্যতে তব বচনং ন মন্যতে ? ততোঽতিনিষ্ঠয়া সেকঃ কথয়তি।

শৃণুরাজন ! একঃ সাধুঃ প্রভাকর নামা বহু ধনোপার্জ্জিত বণিজ্যা বৃহন্নৌকয়া সহ লবণাম্বু সমুদ্রে গতোঽসৌ। সমুদ্র মধ্যে দৈবীকৃত ত্রিশূলা নামা বৃক্ষোঽবতিষ্ঠতে, বর্ষাষু নূনতাং যাতি গ্রাষ্মেঽপি বর্দ্ধতে, দৈব বিপাকাৎ দুর্ব্বাতো বৃহন্নৌকা (জাহাজ ইতি প্রসিদ্ধঃ) তস্মিন্ বৃক্ষেলগ্ন ; (তস্মিন্ নাবি) নিমজ্জ মানে তেন সাধুনা অস্মাকং (অস্মান্) পুনঃ পুনঃ স্মারিতবান্, রুদিতে সতি তস্য ভার্য্যা অবদৎ॥

'মকদমসেকসহজালালতরেজ তব পাদে করো পরণাম। চৌদিশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম, বারেক রক্ষাকর মোর পণপ্রাণ, দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্দ্ধেক দান।'

ইতি তস্য দীন বচনং শ্রুত্বা মম হৃদয়ে শল্য ইব ভূতো ললাগ, তেন হেতুনা রাজন্ ! স্বমাত্মানং বস্ত্রাবৃতং কৃত্বা তত্র গত্বা বৃহন্নৌকা মজ্জতি সতি করেন নৌকাং ধৃত্বাবতিষ্ঠতে যাবদ্ধ্ বায়ুর্গতবানপি, তদ্গতেসতি সর্ব্বং সুসিদ্ধির্ভূতং, তর্হি নৌকাং ত্যক্ত্বা অত্রাগতোঽস্মি নান্যথেতি।

ততোরাজা। হে মহাত্মন্ ! তদ্বচসাবগমাতে সর্ব্বং, চিন্ত্যতে চৈতৎ ষন্মাস সং পথি সমুদ্র শব্দ মশ্রৌষীৎ কেনহেতুনা। ততঃ সেকঃ কথয়তি।

"অরণ্যে প্রান্তরে বাপি সংগ্রামে শত্রু সঙ্কটে।
সদ্ভাবো স্মরতিযস্তু তত্র গচ্ছামি বৈ নৃপ ॥
পরহন্তাপরদারী চোর দস্যুভয়েঽপিচ।
সততং স্মরতি যস্তু নগ চ্ছেঽহং নৃপাত্মজ !

ততোরাজা পরীক্ষার্থং বস্ত্রং নিষ্পীড্য জলং অগ্নিনা ধ্মাপয়ামাস, ততো লবণস্মৃতমাসীৎ। এতদ্দৃষ্টা স রাজা মনসা চিন্তয়ামাস বেপমানো লোমাঞ্চ কায়ঃ, কালস্বরূপোঽস্মাকং সমায়াতঃ। অক্ষান্ ত্যক্ত্বা পলায়িতুমারব্ধ। ১৯।২০।২১

হা পুত্র !! বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল, ঐ স্থানে আসিয়া পুত্রকে বক্ষেধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল।

কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী লোক সকল,—(বর্ত্তমান সময়ও যেরূপ অনেক সংবাদ হাটে ঘাটে এবং সংবাদপত্রেও কল্পনার মুখ হইতে প্রচারিত হয় সেইরূপ) কল্পনা দেবীর মুখ হইতে শুনিলেন রজক পুত্র ও সেক এই তুজনেই তুটী ব্যাঘ্রের উদরস্থ হইয়াছেন। মন্ত্রী মহাশয়ও দূতমুখে ঐ সংবাদ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজার সম্মুখে যাইয়া বলিলেন মহারাজ ! যে মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছেন সেই মহাপুরুষ ও রজক পুত্র তুজনেই তুটী ব্যাঘ্রের কবলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।

রাজা ঐ কথা শুনিয়া 'হাহতোঽস্মি' শব্দ করিয়া তাহাদিগের অবস্থা দেখিতে চলিলেন, বলিতে লাগিলেন "আমি বলিয়াছিলাম বাঘের ভয় আছে" সেক তাহা শুনিল না। রাজা যাইতে সময় পথিমধ্যে 'জনা' রজকের মাতাকে স্নান করিয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার পুত্রের সংবাদ কি ? রজক মাতা বলিলেন কুশলে আছে। রাজা,মন্ত্রীকে তুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন—পাপিষ্ঠ মন্ত্রিন্ তুমি আমার নিকটে এইরূপ মিথ্যা প্রলাপ বাক্য বল, অবশ্য কালেতে তোমাকে ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

পরে রাজা আসিয়া সেকের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সেক রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন রাজন ! আপনি ধন্য, আপনি আমার উপরে শত্রুতা ত্যাগ করিয়া আমার বিপদ সম্ভাবনার রাত্রি প্রভাত হওয়া মাত্রই আমাকে দেখিতে উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং আপনি যে, সর্ব্বথা ধন্যবাদের উপযুক্ত পাত্র তাহার আর প্রতিবাদ নাই।

রাজা, রজক পুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রের সংবাদ কি ?

রজক পুত্র। তিনটী বাঘ আসিয়া এই সেককে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর রাজা,রাজমিস্ত্রি আনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে সত্বর হইয়া অদ্যই, ২৬ হাত বৃত্ত (বেড়) চতুষ্কোণ অর্থাৎ ১৩রন্ধ ইষ্টক দ্বারা রচিত একটী সুগঠিত গৃহ প্রস্তুত করিয়া দাও। আমার আর আদেশ এই যে, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সকলে (ইহার রক্ষার জন্য) সুসজ্জিত হইয়া থাকিবে, তাহাতেই তোমাদের রাজা কৃতার্থ হইবেন।

অনন্তর রাজা মন্ত্রীর সহিত পাশা খেলিতে আরম্ভ করিলেন একটু কাল গেল

হইবার পরেই সেক, পাশা তুলিয়া লইয়া নিজ শরীর বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মৌনভাবে রহিলেন ১৬।১৭।১৮

তদ্দৃষ্ট্বা রাজা বিস্মিতোঽভূৎ। পুন র্মন্ত্রং বিবদতে কিং কুর্ব্বনাস্তে সেক।

রাজন্ ! দেহি।

সেকস্য সকল বস্ত্রং সাদ্রং দৃষ্ট্বা রাজা সেক মবাদীং ভো মহা বুদ্ধে ! কিং বিধেয় মিতি ? বস্ত্রা জ্জলং প্রস্রাবায়তে কথং ? সেকঃ রাজন্ন স্ববচনং প্রতীতং কথং ততো রাজা কো মৃত্যু কামো বিদ্যতে তব বচনং ন মন্যতে ? ততোঽতিনিষ্ঠয়া সেকঃ কথয়তি।

শৃণুরাজন ! একঃ সাধুঃ প্রভাকর নামা বহু ধনোপার্জ্জিত বণিজ্যা বৃহন্নৌকয়া সহ লবণাম্বু সমুদ্রে গতোঽসৌ। সমুদ্র মধ্যে দৈবীকৃত ত্রিশূলা নামা বৃক্ষোঽবতিষ্ঠতে, বর্ষাষু নূনতাং যাতি গ্রীষ্মেঽপি বর্দ্ধতে, দৈব বিপাকাৎ তুর্ব্বাতো বৃহন্নৌকা (জাহাজ ইতি প্রসিদ্ধঃ) তস্মিন্ বৃক্ষেলগ্ন ; (তস্মিন্ নাবি) নিমজ্জ মানে তেন সাধুনা অস্মাকং (অস্মান্) পুনঃ পুনঃ স্মারিতবান্, রুদিতে সতি তস্য ভার্য্যা অবদৎ॥

'মকদমসেকসহজালালতরেজ তব পাদে করো পরণাম। চৌদিশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম, বারেক রক্ষাকর মোর পণপ্রাণ, দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্দ্ধেক দান।'

ইতি তস্য দীন বচনং শ্রুত্বা মম হৃদয়ে শল্য ইব ভূতো ললাগ, তেন হেতুনা রাজন্ ! স্বমাত্মানং বস্ত্রাবৃতং কৃত্বা তত্র গত্বা বৃহন্নৌকা মজ্জতি সতি করেন নৌকাং ধৃত্বাবতিষ্ঠতে যাবদ্দু র্ব্বায়ুর্গতবানপি, তদ্গতেসতি সর্ব্বং সুসিদ্ধির্ভূতং, তর্হি নৌকাং ত্যক্ত্বা অত্রাগতোঽস্মি নান্যথেতি।

ততোরাজা। হে মহাত্মন্ ! তদ্বচসাবগম্যতে সর্ব্বং, চিন্ত্যতে চৈতৎ ষন্মাস সঃ পথি সমুদ্র শব্দ মশ্রৌষীৎ কেনহেতুনা। ততঃ সেকঃ কথয়তি।

"অরণ্যে প্রান্তরে বাপি সংগ্রামে শত্রু সঙ্কটে।
সদ্ভাবো স্মরতিযস্ত তত্র গচ্ছামি বৈ নৃপ ॥
পরহন্তাপরদারী চৌর দস্যুভয়েঽপিচ।
সততং স্মরতি যস্ত নগ চ্ছেঽহং নৃপাত্মজ !

ততোরাজা পরীক্ষার্থং বস্ত্রং নিষ্পীড্য জলং অগ্নিনা ধ্মাপয়ামাস, ততো লবণস্তূতমাসীৎ। এতদ্দৃষ্টা স রাজা মনসা চিন্তয়ামাস বেপমানো লোমাঞ্চ কায়ঃ, কালস্বরূপোঽস্মাকং সমায়াতঃ। অক্ষান্ ত্যক্ত্বা পলায়িতুমারব্ধ। ১৯।২০।২১

ইহা দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন, মন্ত্রী বিরক্তির সহিত বলিলেন কি করিলে সেক? মহারাজ চাহিয়া দেখুন।

রাজা সেকের সমস্ত কাপড় জলাদ্র দেখিয়া তাহাকে বলিল মহাবুদ্ধি! কি করিয়াছেন কাপড় হইতে জল পড়িতেছে কেন?

সেক। মহারাজ! আমার কথা প্রত্যয়যোগ্য হইবে কেন?

রাজা। কোন্ মৃত্যুকামী তোমার বাক্য অবহেলা করিবে?

অনন্তর সেক অতি সংযত ভাবে বলিতে আরম্ভ করিল,—মহারাজ! শ্রবণ করুন:—

প্রভাকর নামে এক সাধু বহুমূল্য ব্যবসায় দ্রব্য পরিপূর্ণ এক বৃহন্নৌকায় আরোহণে লবণাম্বুসমুদ্রে গিয়াছিল, ঐ সমুদ্র মধ্যে ত্রিশূলা নামে এক অলৌকিক স্বভাব সম্পন্ন বৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষটী বর্ষাকালে ছোট হয় এবং গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি পায়। নিয়তির বিপাকে ঝঞ্ঝাবায়ু উঠিয়া প্রভাকর সাধুর ঐ জাহাজ দেব বৃক্ষে ঠেকিলে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে এই (বাঙ্গালাপদ্য, যাবনিক মন্ত্র) বলিতে লাগিল,—"মকদমসেকসহ জালাল তরেজ তবপদে করে পরণাম, চৌদিশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম। বারেক রক্ষা কর মোর পণ প্রাণ.দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্দ্ধেক দান" তাহার এইরূপ করুণা বাক্য শুনিয়া আমার বক্ষে যে শেলবিদ্ধ হইতে লাগিল, রাজন্! ঐ কারণে আমি সেইস্থানে যাইয়া নৌকা জলমগ্ন হইতেছে দেখিয়া বস্ত্রাবৃত শরীরে হস্তদ্বারা নৌকাধারণ পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত ঝড় ছিল ততক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলাম। ঝঞ্ঝাবায়ু নিবৃত্ত হইলে পর সকল সুস্থির হইলে নৌকাত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি অন্য কোন কারণ নাই।

রাজা বলিলেন, মহাশয় আপনার কথা শুনিয়া অপর সমস্ত বুঝিলাম কিন্তু চিন্তা করিতেছি ৬ মাসের পথ দূরবর্ত্তী সমুদ্র হইতে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর কিরূপে শুনিলেন?

সেক বলিল হে রাজন্। নিবীড় অরণ্যমধ্যে প্রান্তর মরুভূমিতে, যুদ্ধমধ্যে এবং শত্রু কর্ত্তৃক বিপন্ন অবস্থায় সদ্ভাবে যে আমাকে স্মরণ করে, তাহার নিকটেই আমি গমন করি; কিন্তু পর হিংসক চোর এবং দস্যু নিরন্তর আমাকে ডাকিলেও আমি তাহাদের নিকট যাই না।

যখন রাজা পরীক্ষার্থ সেকের বস্ত্র নিষ্পিড়িত জল জ্বাল দিয়া দেখিলেন উহাতে সমুদ্র জলের ন্যায় লবণ হইল, তখন কম্পিত কলেবর রোমাঞ্চিত

নরপতি চিন্তা করিতে লাগিলেন - যে এই ব্যক্তি আমাদের যমস্বরূপ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ক্রীড়ন অক্ষ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যোগী হইলেন।

সেকং প্রণম্য রূতবানপি, ভো মহাবুদ্ধে! চত্বারঃ প্রধানাঃ বিদ্যন্তে, জাতি প্রাণ রাজ্য ধনানিচ, এতেষাং মধ্যে জাতিং ত্যক্ত্বা এয়ং সর্ব্বে শ্রীমতাং পাদয়োঃ প্রতিপাদিতুং সমর্থাঃ যথেচ্ছয়া সমাদায় পুনরস্মাকং সমাজ্ঞাপয় যথেচ্ছয়া সমাদায় পুনরস্মাকং সমাজ্ঞাপয় যথেচ্ছয়া গবিষ্যামঃ ইত্যুক্ত্বা স রাজা মৌনমাস্থায় অবতিষ্ঠতে।

তস্য রাজ্ঞঃ দীন বচনং শ্রুত্বা সেকঃ রাজানং বোধয়ামাস ভো মহারাজ! কথমেতদ্দীন বচনং প্রভাষসে। ময়া শ্রুতন্তে শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনঃ। বিজয়রাজ্যে সমরবিজয়ী কো বিজেতুং প্রশক্তঃ, অয়ং বিধি রিতি কথং? পুনঃ সেকঃ করাল বদনং কৃত্বা রাজানং বোধয়ামাস, শৃণু রাজন্! ভিক্ষুকোঽহং কথমস্মাকং বিভেষি? অহং শ্রীমতাং রাজলক্ষ্মীং ধনং প্রাণান্ নেতুং সমায়াতোঽস্মি? মহাধর্ম্ম বিরুদ্ধো ভবতা বহনেন, শ্রীমতাং শুভমস্তু। সেকোঽপি সমুত্থায় গন্তুমপেক্ষতে। ততোরাজা সমুত্থায় সেকং সমানয়ামাস। হে মহাত্মন্! ভবতাবিনা ক্ষণমপি অহং স্থাতুং ন শক্লোমি, ততোঽপিসেকঃ রাজানং বোধয়ামাস।

অস্মাকং সর্ব্বদা পুরঃসরং কর্ত্তুংন যুক্তায়তে। দৃষ্টং দৃষ্টং শ্রুতং শ্রুতং রুতং রুতং। সর্ব্বথা মাগধাঃ তত্রোন্নতিং বদন্তু, ইতি শ্রুত্বারাজা সুস্থমাসীৎ।

সেকঃ—"রাজাচ জয়তাং যাতু মন্ত্রিণোবুদ্ধির্বর্দ্ধনাং।
সেনাপতেস্তু শূরত্বং প্রজাস্তিষ্ঠন্তু শাশ্বতাঃ॥"

ইতি হলায়ুধ মিশ্র কৃতৌ সেক শুভোদয়ায়াং দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদ ॥২

বঙ্গার্থ--রাজা সেখকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—মহাবুদ্ধি! আমাদের চারিটী প্রধান বস্তু—জাতি, প্রাণ, রাজ্য, ধন ইহার মধ্যে জাতিটী ব্যতিরেকে অপর প্রাণ, রাজ্য এবং ধন এই তিনটী আপনার চরণে অর্পণ করিলাম, আপনি আপনার ইচ্ছানুরূপ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে যথেচ্ছা গমন করিতে আদেশ করুন, রাজা এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

সেক রাজার এইরূপ করুণাবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে প্রবোধ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,--"হে মহারাজ! কেন এরূপ কাতরোক্তি করিতেছ, আমরা শুনিয়াছি বিজয় রাজ্যে মহারাজ লক্ষ্মণসেন সমরবিজয়ী; তাহাকে পরাজয় করিতে কেহই সমর্থ নহে,কেন এরূপ পরাভূত ব্যক্তির ব্যবস্থা করিতেছ?

সেক বিষন্ন বদনে পুনর্ব্বার রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিল, "রাজন্ আমি
ভিক্ষুক কেন আমাকে ভয় করিতেছ ? আমি আপনার রাজ্য ধন প্রাণ লইতে
আসিয়াছি কি ? তবে আপনি আমাকে রাখিয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন,
মহারাজের মঙ্গল হউক" এই বলিয়া উত্থান পূর্ব্বক যাইতে উদ্যোগী হইলেন।
তখন রাজা উত্থান পূর্ব্বক সেককে আনাইলেন এবং বলিলেন মহাত্মন্!
আপনাকে ব্যতিরেকে আমি ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারিতেছি না।
সেক পুনর্ব্বার রাজাকে বলিল, আমার সর্ব্বদা আপনাদের সমক্ষে থাকা যুক্তি
যুক্ত হয় না, আমরা স্বাধীনভাবে যাহা দেখিবার হয় দেখি, যাহা শুনিবার হয়
শুনি, যাহা বলিবার হয় বলি। মাগধগণ সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকার স্তুতি গান করুক।
এই কথা শুনিয়া রাজা সুস্থ চিত্ত হইলেন।
সেক আশীর্ব্বাদ করিলেন রাজার জয় হউক, মন্ত্রীর বুদ্ধি বৃদ্ধি হউক, সেনাপতির
শূরত্ব বিস্তার হউক, প্রজা সকল সর্ব্বদা সুখে থাকুক।
হলায়ুধ মিশ্র বিরচিত সেকশুভোদয়ানামক গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

ধর্ম্মতত্ত্ব ।

(১৩১৯ সালে প্রকাশিত ৪৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত ত্রিলোক-পাবনী ধর্ম্মামৃতময়ী নশ্বর জগতে
এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থ ! এই পবিত্র গ্রন্থে ভগবানের অবতার সময়ে প্রচলিত সর্ব্ব
ধর্ম্মমতের সহিত সমন্বিত হইয়া ভগবানের প্রচারিত ধর্ম্মমত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে
এই পবিত্র অমৃতময়ী গীতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়া আমাদের
প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থিত করা এখন আবশ্যক। গীতার পবিত্র শ্লোকাবলীর প্র
পুণ্যাত্মা ভাষ্যকারগণের ব্যাখ্যাত গীতার্থের অনুধ্যান করিলেও সেই করু
সিন্দুর কৃপাকণা ভিন্ন এই ভক্তিহীন অজ্ঞানীর হৃদয়ে ভগবদ্বাক্যার্থের স্ফু
হওয়ার আশা নাই, তাই অতিকাতর প্রাণে সেই দয়াময়ের কৃপাভিখারী হ
আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে গীতার বাক্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। য
কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে তিনি করুণা করিয়া
যোগ দিয়া বুঝাইয়া দিবেন এই একমাত্র আশা ও ভরসা।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগই গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য। যে ভাবে এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সমুন্নত অবস্থা জ্ঞান ও ভক্তিযোগে পরিণত হয় এবং বর্ণিত সাংখ্য-জ্ঞানাদি বিবিধ যোগ ও ধর্ম্ম মতের ফল এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে যে ভাবে অভিন্ন থাকিয়া এক নিষ্কাম কর্ম্মযোগেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে প্রধানতঃ গীতায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে সাংখ্য যোগের এই কর্ম্মযোগের সূত্রপাত করিয়াছেন। এবং পরবর্ত্তী অধ্যায় সমূহে বিবিধ যোগ বর্ণনা করিয়া তৎসহিত এবং উক্ত সাংখ্য যোগের সহিত এই কর্ম্মযোগের সম্বন্ধ ও একতা দেখাইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ের মোক্ষযোগের সহিত এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সমন্বিত করিয়া গীতার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন।

ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রকাশক উপনিষদরূপ এই যোগশাস্ত্র গীতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে গীতায় "যোগ" শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং যোগদর্শনের ও শিবসংহিতাদির বর্ণিত রাজযোগাদি ও তদনুরূপ অন্যান্য যোগ শাস্ত্রোক্ত 'যোগ' শব্দার্থ হইতে ইহার কোন বিশেষত্ব আছে কিনা এবং অন্যান্য যোগ ও ধর্ম্মমতের সহিত এই কর্ম্মযোগ কিরূপে সমন্বিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতা সম্পূর্ণ হইয়াছে। উহার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়ই 'যোগ' নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে উভয় পক্ষের সৈন্য মধ্যে অবস্থিত অর্জ্জুন পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, শ্যালা এবং সুহৃদ্গণকে অবলোকন করিলেন এবং ঐ সকল বন্ধুগণের বিনাশ আশঙ্কায় দেহাত্ম বুদ্ধিতে বিমোহিত অর্জ্জুন নিরতিশয় কাতর হইয়া বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। এই তামসিক প্রবৃত্তি বিষাদরূপ 'মোহ' ও বিষাদ 'যোগ' নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের যোগদর্শন বর্ণিত এবং তদনুরূপ অন্য যোগ প্রণালীতে যোগ শব্দের অর্থ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" হইলেও এবং উহার সহিত গীতার যোগ সাধনের ফলের একতা থাকিলেও গীতার 'যোগ' শব্দের অর্থের যে বিশেষত্ব আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ বিষাদ চিত্তের তামসিক বৃত্তি তাহা চিত্ত বৃত্তি নিরোধ নহে। তাহাও "বিষাদযোগ" নামে অভিহিত হইয়াছে। গীতার বর্ণিত 'যোগ' শব্দের অর্থ বুঝিতে গীতাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। গীতা বলিতেছেন :—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০

গীতা, ২য় অঃ।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২

গীতা, ৬ষ্ঠ অ

অর্থঃ—হে ধনঞ্জয়। সঙ্গ ত্যাগ করিয়া (ইন্দ্রিয় সঙ্গ—বিষয়াশক্তি, ফল... সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হই... এবং কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম কর। সম... যোগে (অহং এবং মমতাভিনিবেশ শূন্যাবস্থায় 'যোগ' বলিয়া উক্ত হয়।

হে ধনঞ্জয়! যেহেতু কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) বুদ্ধিযোগ হইতে (সমত্ব বুদ্ধি... নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে) অত্যন্ত অধম। তুমি সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় প্রার্থনা কর... বুদ্ধিতে অবস্থিত হও) যেহেতু) কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ দীন হেয় ব... কৃপাপাত্র।।

বুদ্ধিযুক্ত (সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত) ব্যক্তি এই জন্মেই সুকৃতি দুষ্কৃতি উভয়ই পরি... করিতে পারেন। তদ্ধেতু যোগ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ) করিতে উদ্‌যোগী... যেহেতু কর্ম্ম করিবার সুকৌশলই। অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধনের হেতু হইলেও সেই... নিবর্ত্তক সমত্ব বুদ্ধি লাভ বা সমত্ব বুদ্ধিতে অবস্থিত হওয়ার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের... ফলদায়ক কৌশলই) 'যোগ'। ৫০

যে অবস্থায় অপর লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে হয় না, যে অবস্থায় থা... গুরুতর দুঃখ ও বিচলিত করিতে পারে না। (সেই অবস্থার নাম যোগ...

দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই ৪৮ শ্লোকে যে নিষ্কাম কর্ম্মাবস্থায় অর্থাৎ কর্ম্ম ক... অকর্ম্মাবস্থারূপ সমত্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহারই নামান্তর ব্রা... অর্থাৎ গুণের সহিত সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত ভগবানের স্বরূপে স্থিতি বা ভগবৎ... এবং ৪৯ শ্লোকে কাম্য কর্ম্ম হইতে সমত্ব বুদ্ধি যুক্ত কর্ম্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কা... যোগ যে শ্রেষ্ঠ তাহাই বলা হইয়াছে এবং ৫০ শ্লোকে উক্ত সুকৃতি দুষ্কৃ...

...উপায় সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের যে কৌশল ...তাহাকেও 'যোগ' বলিয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে যোগ সেবা দ্বারা যে ...স্থিতি লাভ হয়, যাহা প্রাপ্ত হইয়া অপর কোন লাভই অধিক বোধ হয় না ...এবং যে অবস্থা লাভ হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করে না সেই অবস্থাই 'যোগ' ...শব্দবাচ্য। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই গুণের সহিত অসম্পৃক্ত ভগবানের ...স্থিতি এবং তদবস্থা প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম্মের সুকৌশল এই উভয় অর্থেই গীতার ...'যোগ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যে প্রবৃত্তি শেষোক্ত কৌশলময় কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ...এবং যে কৌশলময় কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মীস্থিতি বা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ যোগ লাভের ...কারণ, গীতায় তাহাও 'যোগ' নামে অভিহিত হইয়াছে। তাই অর্জ্জুনের যে বিষাদ ...তাঁহার হৃদয়ের ব্যাকুলতা জন্মাইয়া তাঁহাকে কৌশলময় কর্ম্মে বা নিষ্কাম কর্ম্মে ...প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মীস্থিতিলাভের কারণ হইয়াছিল, সেই তামসিক প্রবৃত্তি বিষাদ-...কেও গীতা বিষাদযোগ বলিয়াছেন। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ে 'যোগ'শব্দ এই দুই ...অর্থের মধ্যে কোন এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; গুণাতীত অর্থাৎ গুণ হইতে ...সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত ভগবানের আরাধনায় নিষ্কামভাবে তাঁহার শ্রীচরণে কর্ম্মার্পণে ...চিত্তের স্পন্দন সমিত করিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্ম করার ঐ সুকৌশল।

সঞ্চিত ও ক্রিয়মানাদি কর্ম্ম সংস্কার-নিহিত বাসনাই জীবের চিত্ত-স্পন্দনের ...কারণ। চৈতন্যের বা পুরুষের অধিষ্ঠানে জীব চিত্তের বাসনা প্রণোদিত ...এই স্পন্দনই স্পন্দনধর্ম্মশীলা প্রকৃতির কার্য্য—ইহাই জৈব প্রকৃতি। এই ...প্রকৃতির বশে ইন্দ্রিয় পথে জীবের বৃত্তি প্রবৃত্তিগুলি বহির্জগতের বিষয়ে বিষয়ে ...বিকিরণ করিতেছে এবং বিষয় আকারে আকারিত হইয়া বৃত্তিলাভ করিতেছে। ...বৃত্তি প্রবৃত্তির এই বহির্ম্মুখ গতিই প্রকৃতির ধর্ম্মানুযায়ী উহাদের স্বাভাবিক ...গতি। বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া চিত্তের এই বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলিকে ...অন্তর্ম্মুখী এবং নিরোধ করিয়া চিত্ত স্পন্দনের সমতা সম্পাদন করাই ভগবান ...পতঞ্জলিদেবের যোগ-দর্শনের এবং তদনুরূপ যোগ-শাস্ত্র বর্ণিত যোগেরও ...উদ্দেশ্য। এই যোগ প্রণালীতে বৃত্তি প্রবৃত্তি গুলিকে উহাদের অস্বাভাবিক ...গতিতে প্রত্যাহার করিয়া নিরোধ করিতে হয়। সর্ব্বেশ্বর ভগবানের গীতা ...বর্ণিত তাহার আদিষ্ট কর্ম্ম যোগানুষ্ঠানে অন্তর্বহিঃ যে বিষয়েই চিত্ত অবস্থিত, ...হউক সেই বিষয়ে থাকিয়াও বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত ও স্পন্দন রহিত ...সুতরাং সমতাপ্রাপ্ত হইয়া চিত্ত নির্বিষয় হইয়া যায়। এই স্বাভাবিকত্বই ...তদবধপ্রোক্ত যোগের বিশেষত্ব। উভয় প্রকার যোগেরই উদ্দেশ্য এবং

ফল চিত্তের সমতা লাভ বা চিত্ত-স্পন্দন নিবৃত্তি অথচ ভগবান সর্ব্বেশ্বরের আশ্রি যোগে স্বাভাবিক ভাবে এই ফল লাভ করা যাইতে পারে।

আমরা দেখিতে পাইলাম সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ব বুদ্ধি তাহাই গীতার 'যোগ' শব্দের মুখ্যার্থ। ইহার নামই যোগারূঢ়াবস্থা বা ব্রাহ্মীস্থিতি—ইহাই কর্ম্মের জ্ঞানযোগে পরিণতি এবং এই সমত্ব-বুদ্ধি লাভের উপযোগী কৌশল-ময় কর্ম্মই 'যোগ' শব্দের লাক্ষণিক গৌণ অর্থ। ইহা সমত্বাবস্থায় আরোহণেচ্ছু মুনি-গণের সাধন এবং সমত্বাবস্থায় বা জ্ঞানভুমিতে আরূঢ় হইলে এই কর্ম্মই জ্ঞান পরিপাকের (দৃঢ় ও অবিচলিত সমতা লাভের) কারণ হয়।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণ-মুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩

গীতা ৬ষ্ঠ অঃ।

পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগ-সাধনেও সমাধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সাতটী যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহাও 'যোগ' শব্দেই বাচ্য। কিন্তু এই যোগানুষ্ঠানরূপ কর্ম্ম যোগ-শব্দের লাক্ষণিক গৌন অর্থ বলা যাইতে পারে এবং যোগের শেষাঙ্গ সমাধিই 'যোগ' শব্দের মুখ্যার্থ, ইহাই চৈতন্যের কৈবল্য বা কর্ম্মের জ্ঞানযোগে পরিণতি বলা যাইতে পারে। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ভগবান ঐ অষ্টাঙ্গযোগ বা তদনুরূপ যোগকেই 'ধ্যান যোগ' এবং 'অভ্যাসযোগ' নামে অভিহিত করিয়া-ছেন। যাঁহারা স্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে অসমর্থ তাঁহারা অন্ততঃ কতকপরিমাণে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা বিষয় বৈরাগ্য লাভ করিয়া এই ধ্যানযোগাভ্যাসে চিত্ত-স্পন্দন নিবারণ করিবেন—অতি তুচ্ছ বিষয় হইতে চিত্ত উঠাইয়া লইয়া পরমার্থ পরমেশ্বরে চিত্ত সমাধানরূপ অভ্যাস দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের শেষ ফল যে চিত্তের সমতা তাহাই লাভ করিবেন। ঐ অধ্যায়ে ভগবান্ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের শেষ ফলের সহিত এই 'ধ্যানযোগের' শেষ ফলের একতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই 'ধ্যানযোগে ও নিষ্কাম কর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত কারণ এই 'ধ্যানযোগে' স্বর্গাদি কামনা রহিত না হইলে চৈতন্যের অসঙ্গাবস্থা বা কৈবল্য লাভ হয় না।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেহাত্ম বুদ্ধিতে বিমোহিত অর্জ্জুন স্বজন বান্ধবের জন্য অনুভবাত্মক গুরুতর দুঃখ আসন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ব্যাকুল হইয়া, তাহা হইতে দূরে থাকিবার জন্য, উপস্থিত যুদ্ধই যখন পরিহার্য্য বলিয়া মনে করিলেন তখন, ভগবান ইন্দ্রিয়-সঙ্গজনিত অনুভবাত্মক দুঃখ যে ইন্দ্রিয়ের অতীত

চৈতন্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ যে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবাপন্ন এবং এই দুঃখ বা বিজ্ঞান যে কেবল চৈতন্যের অধিষ্ঠান বসতই সেই চৈতন্যময় পুরুষের শক্তির (এই প্রকৃতির) ক্রিয়া জন্য মনের বিকার মাত্র এবং চৈতন্য যে সেই শক্তির অতীত পুরুষের নিসঙ্গ সনাতন কৈবল্য ভাব তাহা প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনের দেহাত্ম বুদ্ধি দূর করার জন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান 'সাংখ্য যোগে'র অবতারণা করিয়াছেন। এবং উপযুক্ত সময়ে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা অধিভূতাদি শুদ্ধ না হইলে অসময়ে অর্জ্জুনের চিত্তের ঐ ক্ষণিক (মর্কট) বৈরাগ্য তাঁহার জৈব প্রকৃতির প্রবল প্রবাহ দূরে ভাসাইয়া দিয়া তাঁহার চিত্তে বহু অনর্থের সংঘটন করিবে বলিয়া ৩৯ শ্লোক হইতে নিষ্কাম 'কর্ম্মযোগে'র সূত্রপাত করিয়া উহার সহিত 'সাংখ্যযোগের' ফলের একতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং যে ভাবে এই কর্ম্ম যোগানুষ্ঠান করিলে যোগী স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিতে পারেন সেই ভাবে অনুষ্ঠিত 'কর্ম্মযোগে'ই যে 'সাংখ্য যোগের' ফল প্রতিষ্ঠিত আছে, এই রূপ যোগযুক্ত কর্ম্মত্যাগ যে সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য তাহা দেখাইয়াছেন। কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা কর্ম্মসন্ন্যাসে যে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না, জীবের প্রকৃতিজ সত্ত্বাদিগুণত্রয় কোন অবস্থায়ই যে জীবকে কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে দেয় না, ইহা স্থানান্তরেও ভগবান্ বলিয়াছেন।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫

গীতা, ৩য় অঃ।

তাই যাহাতে ঐ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু না হইয়া মুক্তিরই হেতু হয় এইরূপ সুকৌশলে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

কান্দির বিচারে আমাদের মন্তব্য।

আজকাল কোনও একটা সময়ের নির্দ্দেশ করিতে হইলে 'যুগ' শব্দটী চাই, আর কোন উপযুক্ত কার্য্যে কাহাকে প্রবর্ত্তন করিলে তিনি প্রবর্ত্তিত হইয়া কার্য্য-বিবরণী লিখিবার সময় "আমার দুর্ভাগ্য ক্রমে" এই কথাটী লিখা চাই, এই কারণে আমিও ঐ দুটী কথা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।

আজ কাল কার যুগে আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কি জানি কিছুই ভাল লাগে না, যাহা ভাল বাসি তাহা মিলে না, যাহা দেখিতে চাই তাহা দেখি না, যাহা শুনিতে চাই তাহা শুনি না, যাহা অনুসন্ধান করি তাহা পাই না, যাহা হইলে এই শ্মশান সমাজে পুনর্ব্বার সুখ শান্তি আসিয়া প্রতিগৃহে আশ্রয় পাইতে পারে তাহা কিছুতেই কোনও রূপে সংঘটিত হয় না।

সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে চাই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ;—শান্ত, সরল অকপট ত্রিসন্ধ্যান্বিত ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। বিদ্বান্ মন্ত্রবান কল্পজ্ঞ হওয়া দূরের কথা, ত্রিসন্ধ্যা করে এরূপ ব্রাহ্মণইবা কোথায়? তাহা যে আর দেখিতে পাই না। ঐ যে রৌদ্র মাথায় গামছা স্কন্ধে 'নত্বাতু পুণ্ডরীকাক্ষং' পড়িয়া নাক ধরিয়া বসিয়া আছে দেখিতে পাও উহা কি আর সন্ধ্যা করা (প্রাচীনমত অনুসরণ করিলে সন্ধ্যা না করার পাপক্ষয়ের জন্য একরূপ প্রায়শ্চিত্ত); আজন্মকাল ব্যাপিয়াই প্রতিদিন কেবল প্রায়শ্চিত্ত;—অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারাযায় যে মধ্যাহ্ন সময়ে অর্দ্ধসের লুচি ডাল না উদরস্থ করিয়া যেরূপ একাদশী পালন করা হয়, সেইরূপ সময়াতীতে সন্ধ্যা করিয়া "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই বিধি বাক্য পালন করা হয়। এইরূপ সন্ধ্যা করিয়া কি আর "মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যোরক্ষন্তাং" বলিয়া ফলের আশা করা যায়?

পাঠকগণ! যথাসময়ে সন্ধ্যোপাসক বিধৃত-পাপ ব্রাহ্মণ কোথায়? ও! কি কষ্টের কথা, কি দুঃখের কথা! আজ সহস্র সহস্র ভূদেবগণ মধ্যে একজনকেও দেবত্বের পরিচয় দিয়া যথাকালে সন্ধ্যাটী পর্য্যন্ত করিতে দেখি না, আমরা সকল দিকেই কেবল বাক্যবীর, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র,—দিব্য দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখুন আমাদের কর্ম্মভূমি—চিরদিনের জন্য মরুভূমি হইতে চলিয়াছে কি না?

অনেক দিনের কথা নয় ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও কত ব্রাহ্মণ "স্মরেৎ তারকিতং স্বরে" কথাটী কেবল শ্রোতাকে শিষ্যকে বলিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হইত না, নিজেও ঐ বিধি পালন করিত ও শিষ্যগণ উপদেষ্টার অনুগামী হইয়া বিধিবাক্যের মর্য্যাদা

রক্ষা করিতে সর্ব্বথা যত্নপর থাকিত। এখন কেবল উপদেশ কেবল বাগ্‌জাল বিস্তার, কার্য্যতঃ কোন অনুষ্ঠানই দেখি না। তাই বলিলাম যাহা দেখিতে চাহি তাহা দেখি না!

শুনিতে চাই —মনে মুখে একরূপ অকপট অবক্র সরল সত্য কথা। যাহাতে ছল নাই, চাতুরী নাই, দম্ভ নাই, দ্বেষ হিংসার দুর্গন্ধ নাই এরূপ সরল সত্য কথা। তাহা শুনিতে পাই কি? আমাদের বিচারে, বক্তৃতায়, নিবন্ধে, প্রবন্ধে তাহা দেখিতে পাই কি? তাই বলিলাম যাহা শুনিতে চাহি তাহা শুনি না। "সত্যং ন তত্ত্বচ্ছলমভ্যুপৈতি"।

অনুসন্ধান করি বর্ত্তমান ব্যবস্থাপকগণের ঐক্যতা, কিন্তু ঐ 'দুর্ভাগ্যক্রমে' কুত্রাপি কোন ব্যবস্থায় কোন কার্য্যে কোন নিয়মে একমত দেখি না।

গতবৎসরের বোধন ব্যবস্থা বিশেষরূপে দেখা কর্ত্তব্য। কারণ প্রাতঃসন্ধ্যা সায়ংসন্ধ্যার সময় লইয়াও মতদ্বৈধ, তাহার মীমাংসা নাই, কে কখন কি করিবে? ফল এখন আর কোন বিষয়েরই মীমাংসা নাই, তাই বলিলাম যাহা অনুসন্ধান করি তাহা পাই না।

আমি আমাদের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কেই বলি, ভ্রাতৃগণ! সুহৃদগণ! তোমরা কত দিকে কত সময় ব্যয় করিতেছ, ইহকালের জন্য করিতেছ, কত কি গড়িতেছ, ভাঙ্গিতেছ তাহার ইয়ত্তা নাই। মুখে বলিতেছ পরকাল মান কিন্তু সেই পরকালের জন্য কি আর ব্রাহ্মণের নিত্যকার্য্যগুলি অন্ততঃ সন্ধ্যা ককয়েটী যথাসময়ে করিতে পার না?

সর্ব্বাগ্রে নিজের ইহকাল পরকাল চিন্তা কর, রাগ, দ্বেষ, হিংসা পরিত্যাগ কর, ব্রাহ্মণোচিত শান্ত সরল ভাবাপন্ন হও। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য পালন করা অতীব কঠোর। অপরাধ মার্জ্জনের সময় ব্রাহ্মনের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ বড় অল্প, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট অন্যান্য জাতির প্রতি ক্ষমা আছে, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের প্রতি ভগবানের ক্ষমা নাই। সুতরাং পরের পরকালের জন্য চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হওয়ার সময় এখন আমাদের নয়। আমাদের "জন্ম সংস্কার বিদ্যাদেঃ শক্তেঃ স্বাধ্যায় কর্ম্মণো-হ্রাস দর্শনতো হ্রাসঃ সম্প্রদায়স্য মীয়তাং"।

কান্দির সভায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসের "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রে দৃষ্ট হইল, মুখবন্ধেই তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন— "আমাদের ধর্ম্ম কল্পিত নহে।" আমরা জানি শুভাদৃষ্ট অর্থাৎ পুণ্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকে; সেই ধর্ম্ম সকলেরই অনুমিত, তবে কল্পনার বিষয় নয় কেন? অন্য কি

উপায় দ্বারা ধর্ম্ম জানা যায় বুঝিলাম না। তার্কিক তর্করত্ন মহাশয় 'কল্পনা' শব্দের অর্থ কি ভাবিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন।

"আমাদের ধর্ম্ম সত্য", বাস্তবিক সত্যই আমাদের ধর্ম্ম, "নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ", "ধর্ম্ম ব্যবস্থা স্বয়ং ঈশ্বরকৃত" ইহা সকলেই স্বীকার করে ইহাতে আমাদের মত দ্বৈধ নাই। কিন্তু সেই ব্যবস্থার ব্যাখ্যা লইয়াই এই অমীমাংসিত বিচার বিভ্রাট। এইরূপ কতকগুলি বিচারের মীমাংসা না হওয়ার আর একটী কারণ বিচার্য্য বিষয়ে কেহ কেহ সিদ্ধার্থ হইয়া সমর্থন করিতে অতি মাত্রায় অনুকূল। কেহ কেহ বঞ্চিতার্থ হইয়া বিদ্বেষ বুদ্ধিতে অত্যধিক মাত্রায় প্রতিকূল। অবশ্য সর্ব্বত্র সকলের এরূপ অবস্থা নয়।

"আমি বিশ্বাস করি স্বর্গ আছে"—বিশ্বাস অনেকেই করে, কিন্তু সেই স্বর্গ লোকান্তরে কি ইহলোকে এই বিরোধ ভঞ্জন করিতে হইলেই "পুনর্জন্ম আছে" এই কথার উপরে দৃঢ়বিশ্বাস,—সংশয়ের লেশ মাত্র না থাকে এরূপ বিশ্বাস-স্থাপন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তাহার দৃষ্টান্ত, তাহারই পথ দেখান একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা যে পারিতেছি না। অনন্ত পরকালের অনুপাতে কএক নিমেষ মাত্র কালের ঐহিক সুখের জন্য আমরা অনায়াসলভ্য মুক্তি-ক্ষেত্র, মুক্তির পথ, মুক্তির ধন ত্যাগ করিয়া সমস্ত দিনরাত্র অবিশ্রামে কত কি অভিনয় করিতেছি, কতরূপে কত কথা বলিতেছি, লেখনীর মুখদ্বারা কত কালিমা ঢালিতেছি, ইহা দেখিয়া শুনিয়া কে আমাদের কথা বিশ্বাস করিবে? কে আমাদিগকে আত্মা ভুলিয়া আত্মীয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে দেখিলে কপটবন্ধু বলিয়া মনে করিবে না?

"আমাদের নরক আছে"—নরক আছে সত্য, তবে তাহার জন্য কোন চিন্তার কারণ নাই, সেখানে বেশী আর কি হইবে?

তর্করত্ন মহাশয় ধর্ম্ম, স্বর্গ ও নরকের ব্যাখ্যা করিয়াও যখন কান্দি উপবিভাগের ধর্ম্মোন্মত্ত ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণের সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না, তখন পাঁচথুপীর চতুষ্পাঠীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্মার্ত্তপ্রবর (নবদ্বীপ নিবাসী) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের কায়স্থ সম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, এস্থলে আমরা তৎসম্বন্ধেই আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

তর্করত্ন,—"প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা ঋষিগণের প্রামাণিক ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রচলিত কায়স্থ-জাতির উল্লেখ নাই। একমাত্র যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় 'কায়স্থ' শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহাও পদ বিশেষের বোধক"।

তর্করত্ন মহাশয়ের এই প্রতিবাদ বাক্যের 'ঋষিগণের' ইত্যাদি কথাগুলির কোন স্বার্থকতা আছে কি? কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই এই কথা বলিলেই পারিতেন, তবে কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়িত, যা হউক।

স্মৃতিতীর্থ। "কেবল যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় কেন বিষ্ণুসংহিতাতেও 'কায়স্থ' শব্দ আছে।

তর্করত্ন। "বিষ্ণু সংহিতার প্রণেতা কে, তাহা কি আপনি বলিতে পারেন?"

স্মৃতিতীর্থ। "বিষ্ণু"

তর্করত্ন। "বিষ্ণু কে"?

স্মৃতিতীর্থ। "বিষ্ণু নামক একজন ঋষি"।

তর্করত্ন (হাস্য করিয়া —"ঋষি নহেন স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু"।

আমি এইরূপ প্রশ্নে প্রকৃতের কোন উপযোগিতা দেখিতেছি না। বিষ্ণুস্মৃতি আর্ষ হউক আর দৈব হউক, বা অন্য কোন আপ্ত পুরুষ প্রণীত হউক তাহাতে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের প্রতিবাদের ফলের কোন ক্ষতি হয় নাই; ফল 'কায়স্থ' শব্দ কোন প্রামাণিক শাস্ত্রে বা স্মৃতিতে আছে কিনা, তাহাই দেখান হইয়াছে, তবে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের দৃষ্টি কেবল গ্রন্থের শ্লোকার্থের প্রতি সীমাবদ্ধ কি অন্যান্য দিকেও আছে তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে বিষ্ণুসংহিতায় কতগুলি শ্লোক আছে, উহা ছাপিতে হইলে বঙ্গবাসী টাইপে ডিমাই ১২ পেজী কত ফরমা হয়, ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারাও তাঁহাকে অপ্রতিভ করিয়া অনেক হাসিতে পারিতেন। ভগবান বিষ্ণুই বা ঋষিপদবাচ্য হইতে পারেন না কেন? বিশেষতঃ তর্করত্ন নির্দ্দেশিত বিষ্ণু-স্মৃতি ভগবদুক্ত হইলেই বা কায়স্থ জাতির প্রাচীনত্বের অভাব কেমন করিয়া হয়?

তর্করত্ন। ঐ সকল 'কায়স্থ' শব্দ পদ বিশেষের বোধক, জাতি বাচক কায়স্থ শব্দ নাই। (এই কথার প্রতিবাদ বিচারের স্থলে হইয়াছিল 'ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রে প্রকাশিত হয় নাই)।

স্মৃতিতীর্থ। প্রামাণিক শুক্রনীতি গ্রন্থে 'কায়স্থ' শব্দ জাতি বোধকরূপেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

"সাহসাধিপতিশ্চৈব গ্রামনেতার মেবচ।
ভাগহারং তৃতীয়ন্তু লেখকন্তু চতুর্থকং॥
শুল্ক গ্রাহং পঞ্চমঞ্চ প্রতিহারং তথৈবচ।
ষটকমেতন্নি যোক্তব্যং গ্রামে গ্রামে পুরে পুরে॥
গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যোহি প্রতীহারশ্চ পাদজঃ॥
ভাগগ্রাহী ক্ষত্রিয়শ্চ সাহসাধি পতিশ্চসঃ।

গ্রামের অধিপতি অর্থাৎ ব্যবস্থাপক বিচারক ব্রাহ্মণ। ভাগগ্রাহী (সার্বা...
শস্যের ষষ্ঠাংশ ভূমির কর ছিল ক্ষত্রিয়। সহাসাধিপতি দণ্ডনায়কও (ফৌজদার)
ক্ষত্রিয়। শুল্কগ্রাহী বাণিজ্য করগ্রাহী বৈশ্য। প্রতীহার চৌকিদার ইত্যাদি পাদ...
(শূদ্র) নিযুক্ত হইবে।

ইহা দ্বারা 'কায়স্থ' শব্দটি জাতিবাচক বলিয়া নির্ব্বিবাদে প্রতিপন্ন হইয়াছে।
তর্করত্ন মহাশয় এই সিদ্ধান্তের আর কোন প্রতিবাদ করেন নাই সুতরাং বলিতে
হইতেছে "মৌনং সম্মতি লক্ষণং।" কোন কোন নব্য অভিমানী পণ্ডিত 'কায়স্থ'...
'লেখকের' পর্য্যায়তা দেখিয়াই একটী পদের নাম 'কায়স্থ' স্থিরতর জ্ঞানে কত...
বলিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতিকে ভ্রান্ত বলিয়া ক...
কি লিখিয়াছেন। তিনি ভিষক্, বৈদ্য ও চিকিৎসকের পর্য্যায়তা দেখিয়া বৈ...
শব্দটীকে একটী পদের নাম স্থির করেন নাই কেন তাহা তিনিই জানেন।

বস্তুতঃ 'কায়স্থ' যোগরূঢ় শব্দ। 'লেখ্যকর্ম্মকর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ক্ষত্রিয়ত্বব্যাপ্যজাতি...
বিশেষের বোধক. কোন স্থলে একটী ধর্ম্মের বাধক থাকিলে কেবল অপরটী দ্বা...
বোধ হয়; যেরূপ "ভূমৌপঙ্কজ মুৎপন্নং পঙ্কজং পঙ্কজান্তরে"—সুতরাং ব্রাহ্মণ...
শূদ্র লিপিকর হইলে তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করা অসম্ভব নহে।

চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্রহ্মণাদি যে কোন জাতিকে সাধারণতঃ 'কবিরাজ' 'বৈ...
'চিকিৎসক' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। 'নট' 'মাগধ' 'কর্ম্মকার' 'কুম্ভকার' শব্দগুলি...
প্রায় ঐরূপ যোগরূঢ়। ঐ সকল শব্দগুলিকে এক একটা পদের নাম বলা স...
হয় না।

উল্লিখিত শুক্রনীতির শ্লোক কএকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আ...
অভিনব কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হয় না।

যে হউক, এখন বর্ত্তমান বিচারের বিষয় দেখা যাউক। নবদ্বীপ, ...
স্থলী, ভাটপাড়া এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের ম...
এরূপ একটা লোকও দেখা যায় না যিনি "কায়স্থানাং সুচিরকালং পু...
পরম্পরয়া উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপাদিদানীং ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্ব মিতি বিদুষাং পরা...
এই ব্যবস্থা পত্রে স্বহস্তে স্বনাম সম্বদ্ধ করেন নাই। ইহার পরে বঙ্গের অ...
দূর দেশের এবং ৺কাশীধামের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ যে সকল ব্যবস্থা দি...
ছেন তাহাও 'কায়স্থ-পত্রিকায়' যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

তর্করত্ন মহাশয়ও বলিলেন, "যদি তর্কের খাতিরে ইহা স্বীকার করা যা...
কায়স্থ জাতির মূল পুরুষ ক্ষত্রিয়, কিন্তু বহুকাল উপনীত নহে, এত দীর্ঘ...

...তাহাদের উপনয়ন হইতে পারে না।" অতএব কায়স্থগণের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্ব
...আর কোন কথা বলা আবশ্যক বোধ করি না।

এখন যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে পতিত সাবিত্রিক তাহাদের ব্রাত্য
প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে কি না, এবং নিজ হইতে পিতামহ পর্য্যন্ত অনুপনীত
থাকিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, তাহার পর অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি উর্দ্ধতন
পুরুষ অনুপনীত থাকিলে তাহাদের আর কোনরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত প্রায়শ্চিত্ত
আছে কি না এই বিষয়লইয়াই বিশেষরূপ আলোচনা করা কর্ত্তব্য মনে করিয়া
আমরাই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

স্মরণাতীত কাল হইতে পুরুষ পরম্পরা পতিত সাবিত্রিকের প্রায়শ্চিত্ত
করিয়া উপনয়ন হইতে পারে কিনা, এই বিচার্য্য বিষয় সমালোচনা করিতে এবং
শুনিতে কায়স্থ জাতি যেরূপ অধ্যবসায়পরায়ণ বৈদ্যজাতিও তদনুরূপ অধ্যবসায়
পরায়ণ।

এরূপ ক্ষেত্রে ঋষি বাক্যের এবং প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ সন্দর্ভের নিরপেক্ষ
ভাবে ব্যাখ্যাকরা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে রাখিয়া সর্ব্বথা সংযতভাবে
কথা বলিতে হইবে। পাঠকগণের নিকটে প্রার্থনা. তাঁহারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখি-
বেন যে, আর্ষবাক্যের কিরূপ ব্যাখ্যা করিলে সকল দিকে সুসঙ্গত হয়, একরূপ
শব্দের নানাস্থলে নানরূপ অর্থ করিতে না হয় এবং বিখ্যাত মান্যতম প্রাচীন পণ্ডিত
দিগের ব্যাখ্যার সহিত বিরোধও না হয়। ফলতঃ কেহ নিজের ইচ্ছানুরূপ কাল্পার্থ
কল্পনা না করেন। এই স্থলে 'ব্রাহ্মণ-সমাজ' পত্রের পণ্ডিতপ্রবর তর্করত্ন স্মৃতিতীর্থ
সংবাদ অনেকটা উদ্ধৃত করিতে হইল।

স্মৃতিতীর্থ। 'যস্য প্রপিতামহাদীনাং নানুস্মর্য্যাতে উপনয়নং' এই আপস্তম্ব
সূত্রে আছে। যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন স্মরণাতীত, তাহার পক্ষে গুরু
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, তৎপরে উপনয়ন আছে; এই যে 'স্মরণাতীত' এই কথা
বলাতেই বুঝা যাইতেছে প্রপিতামহ প্রভৃতি অর্থে—প্রপিতামহের উর্দ্ধতন পুরুষ।
প্রপিতামহ পিতামহ এবং পিতা এরূপ অর্থ হইলে 'স্মরণাতীত' একথা লাগেনা"।

আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম 'স্মরণাতীত' কথাটা কেন লাগেনা
তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কোন ব্যক্তির পিতা পিতামহ প্রপিতামহের উপনয়ন না
হইলে কি বলা যায় না যে 'অস্য পিতা পিতামহ প্রপিতামহানামুপনয়নং ন স্মর্য্যতে'
এই বাক্যটী কি ব্যাকরণ দুষ্ট হইল? কি অযোগ্য বাক্য হইল? না অলীকান্বয়ী
বলে অগ্রাহ্য হইল?

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় 'স্মরণ'টাকে কিরূপ কি ভাবিয়াছেন ? তাহার উপরেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তার্কিক তর্করত্ন মহাশয়ও সেইভাবে ভোর হইয়া তাহার উত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন 'স্মরণাতীত' বলা হয় নাই 'বর্ত্তমানে স্মরণ হয় না' ইহা বলা হইয়াছে — আমরা এই দুটী কথার এইটুকমাত্র বৈলক্ষণ বুঝিতে পারি যে, কোন বস্তুর পূর্ব্বে স্মরণ ছিল, বর্ত্তমানে সে স্মৃতির নাশ হইয়াছে, সে বস্তু সম্বন্ধে সামান্যতঃ স্মরণাতীত বলা যাইতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমানে স্মরণ হয় না এরূপ বলা যাইতে পারে।

তর্করত্ন। "ইহার তাৎপর্য্য এই যে যাহার পিতা পিতামহের উপনয়ন হয় নাই কিন্তু প্রপিতামহের যে নিশ্চয় উপনয়ন হইয়াছিল এরূপ স্মরণ করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহার যে উপনয়ন হয় নাই এমত কোন প্রমাণ নাই।"

তর্করত্ন মহাশয়ের এই তাৎপর্য্যের তাৎপর্য্য কেহ কি বুঝিতে পারেন? এ আয়াস, এই কূটকল্পনা কেন? "নিশ্চয় উপনয়ন হইয়াছিল এই নিশ্চয় কি জন্য কাহার বিশেষণ?

এই বিচার সন্দর্ভ দেখিয়া বোধ হয়, যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের উপনয়ন হইয়াছিল, কিন্তু তাহারই স্মৃতি নাই, এরূপ স্থলেই আপস্তম্ব প্রভৃতির "যস্য প্রপিতামহাদীনাং নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং" ইত্যাদি ব্যবস্থা হইয়াছে।

এখন ঐ 'প্রপিতামহাদি' শব্দে ঊর্দ্ধতন কি অধস্তন পুরুষদিগকে বোধ করিবে তাহার নিশ্চয় করিতে হইলে, একতর পক্ষপাতিনী যুক্তি, ঋষি বাক্যার্থের সঙ্গত ব্যাখ্যা, এবং প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থকারগণের অভিমতের উপরে পণ্ডিত মহাশয়গণ নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি করুন, এবং পাঠকগণও মনোযোগের সহিত সমালোচনা করুন।

মহামান্য "মদন পারিজাত" মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতির উক্ত স্বয়ং ব্রাত্য ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বিধান ব্যাখ্যা করিয়া যে ব্যক্তির পূর্ব্ব পুরুষগণ অনুপনীত তাহাদের সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত বিধানের ভূমিকা আরম্ভ করিলেন—

"যত্র বা যস্য পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতা স্তত্র বিশেষ মাহ আপস্তম্বঃ।"

যে স্থলে পিত্রাদি অর্থাৎ পিতা, পিতামহ প্রভৃতি অনুপনীত সেই স্থলের বক্তব্য আপস্তম্ব বিশেষরূপে বলিতেছেন। সুধী পাঠকগণ! একবার মনোযোগ করিলে মদনপারিজাতের এই "যত্রপিত্রাদয়ঃ" পাঠ করিলে সকলেই পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষগণকে নির্ব্বিবাদে বুঝিয়া লইবেন, তাহাতে আর কোন প্রতিবাদ নাই কিন্তু 'প্রপিতামহাদয়ঃ' বলিলে, পিতামহ, পিতা প্রভৃতি অধস্তন পুরুষগণকে গ্রহণ করিয়া আপস্তম্ব সূত্রের ব্যাখ্যা করিব, ইহা কি স্বেচ্ছাচারিতা নহে?

"যস্য পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতা" মদনপারিজাতের আদি পদের ন্যায়, "যস্য প্রপিতামহাদয়ঃ অনুপনীতাঃ" এই আপস্তম্বের আদি পদের দ্বারা ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের বোধ হইবে না কেন? তাহার ত একটা কারণ দেখান কর্ত্তব্য।

("যস্য প্রপিতামহাদীনাং নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং" আর "যস্য প্রপিতামহাদয়ঃ অনুপনীতাঃ" একই কথা সহজে সমান আকার দেখাইবার জন্য বিভক্তি ব্যত্যাস করা হইয়াছে পরন্তু ঐ আদি পদদ্বারা ঊর্দ্ধতন পুরুষ বোধ করার অনুকূলে অনেক যুক্তি কারণ দেখা যায়। বিপরীতে অর্থাৎ অধস্তন পুরুষ বোধক কোনও যুক্তি ও কারণ নাই, পরন্তু অনেক বাধক আছে।

প্রথমতঃ "একত্র দৃষ্টশাস্ত্রার্থোঽন্যত্র কল্পতে বাধকং বিনা" শাস্ত্রীয় শব্দের অর্থ এক স্থানে যেরূপ দেখা যায় অন্যত্রও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। বাধক থাকিলে রূপান্তর করিতে হয়। এই স্থলে প্রপিতামহাদি শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন কেন?

আপস্তম্ব পতিত সাবিত্রিক স্বয়ং ব্রাত্যের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া পরে ব্রাত্য পিত্রাদিকের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন।

"অতি ক্রান্তে তু সাবিত্র্যাঃ কাল ঋতু ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্য ঞ্চরে দথোপনয়নং"

উপনয়নের কাল অতীত হইলে ঋতুকাল (মাসদ্বয়) ব্যাপী বেদত্রয় সম্বন্ধী ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া অর্থাৎ ষণ্মাসব্যাপী ভিক্ষান্ন ভোজনপূর্ব্বক গুরু শুশ্রূষানন্তর বিগত পাপ হইয়া উপনীত হইবে।

অথ যস্য পিতৃপিতামহৌ ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহ সংস্তুতাঃ তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং —(যস্যেতিবীপ্সা অতএব পরত্র বহু বচনং নাসঙ্গতং)।

যাহাদের পিতা ও পিতামহ অনুপনীত তাঁহারা ব্রহ্মঘ্ন বলিয়া অভিহিত, তাহারা ইচ্ছা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইতে পারে। ইহার দ্বারা যাহার পিতা ব্রাত্য এবং যাহার পিতা পিতামহ দুই জনই ব্রাত্য তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে।

"যস্য প্রপিতামহাদীনাং ন স্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশান সংস্তুতাঃ — তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং—দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরে দথোপনয়নং — তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতি বদিতি।"

যাহাদের প্রপিতামহ প্রভৃতির উপনয়ন হয় নাই তাহারা শ্মশান সদৃ
তাহারা ইচ্ছা করিলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী বেদত্রয়োক্ত ব্রহ্মচর্য্যাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করি
উপনীত হইতে পারে।

কৃতপ্রায়শ্চিত্তের উপনয়নান্তর প্রকৃত স্ব স্ব জাতি বর্ণের সহিত প্রভেদ থাকে
না (তত উর্দ্ধং তাহাদের সন্তানাদির প্রকৃতিবৎ) যথাবিধি উপনয়ন হইবে আ
কোনও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, ইহাই বলা হইয়াছে 'তত উর্দ্ধং প্রকৃতিবদিতি'।

এখন আমাদের অকুণ্ঠিত বুদ্ধি প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় বল
দেখি, যদি 'প্রপিতামহাদি' শব্দে অধস্তন পুরুষপরম্পরা ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত ব্যব
করেন তবে ''যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং'' এতদূর বলার প্রয়ো
জন কি? "যস্য প্রপিতামহস্য নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং (যস্য প্রপিতামহোহ নুপ
নীতঃ ; তস্য দ্বাদশ বার্ষিকং প্রায়শ্চিত্তং' এই পর্য্যন্ত বলিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি
হইত। অর্থাৎ যাহার প্রপিতামহ হইতে অনেকের উপনয়ন হয় নাই এজ
বলার আবশ্যক কি? যাহার প্রপিতামহের উপনয়ন হয় নাই সেই ব্যক্তি দ্বাদ
বার্ষিক ব্রত করিবে এই মাত্র বলিলেই ফল সিদ্ধি হয় 'আদিনাং'টা কেন? পরবর্ত্তী
কোনও পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন হইয়া থাকিলে ত"অত উর্দ্ধং প্রকৃতি
বৎ" আর প্রায়শ্চিত্ত বিধির বিষয়ীভূতই হইবে না।

আমি এই বিচার সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না, অ
কোন ব্যক্তির অনুরোধ দুই এক পংক্তি পূর্ব্বোক্তির প্রতিধ্বনি করিলাম দুই চারি
জন গ্রন্থকারের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

২য়। বৃদ্ধ প্রপিতামহ অনুপনীত থাকিলেও কর্ত্তব্য আছে কি না সে সম্ব
কোন কথা না বলায় ধর্ম্মসংহিতাকর্ত্তার ন্যূনতা হয় না কি?

৩য়। উজ্জ্বলাটীকা, এই ন্যূনতা স্বীকার করিলেও "যস্তু প্রপিতাম
পিতুরারভ্য নানু স্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য প্রায়শ্চিত্তং নোক্তং ধর্ম্মজ্ঞেস্তূহিতব্যং এ
ততঃ পূর্ব্বেষপি'' এই কথা দ্বারা ব্রাত্য বৃদ্ধপ্রপিতামহ এবং তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাত্যে
প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। রামমিশ্রও ঐরূপ স্থলে ''প্রায়শ্চিত্তং ধর্ম্মজ্ঞৈ
মূহিত্বা উপদেষ্টব্যং'' এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৪র্থ। কেহ বলেন ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বিধির শেষ সীমা প্রপিতামহ পর্য্যন্ত হ
অল্প প্রায়শ্চিত্তের পরেই দ্বাদশ বার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত বলায় বিষমশিষ্টি দোষ হয়।

৫ম। অপরার্ক। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে আপস্তম্ভ সূত্র ব্যাখ্যাতে লি
ছেন "যস্তু প্রপিতামহাদে রূপনয়নং নস্মর্য্যতে তত্রার্থাদেতেষামপি পুরুষানা
নীতত্বং তে সর্ব্বে শ্মশানবৎ অশুচয়ঃ''।

৬ষ্ঠ। প্রাচীন মান্যতম মদনরত্ন তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে এইরূপ আপস্তম্ব-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যস্য প্রপিতামহাদেরুপনয়নং নাস্তি তথা অর্ব্বাচা মপি পুরুষাণা মুপনয়নাভাবস্তে সর্ব্বে শ্মশান পদবাচ্যাঃ।"

যাহার প্রপিতামহ বৃদ্ধপ্রপিতামহ, প্রভৃতির উপনয়ন হয় নাই। সেইরূপ পরবর্ত্তীদিগেরও অর্থাৎ পিতামহ পিতা এবং মাণবকেরও হয় নাই, তাহারা শ্মশান বলিয়া অভিহিত। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত ইহাদের সন্নিধানে অধ্যয়ন করিতে নাই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে লিখিত টীকাকার ও নিবন্ধকারের সন্দর্ভেরও এইরূপ বঙ্গানুবাদ।

পণ্ডিতাগ্রণী গোপিনাথ তাহার "সংস্কাররত্নমালা" গ্রন্থে (কাশীর ছাপা ১৬৫পৃ) আপস্তম্বসূত্রের বাক্যার্থ করিয়াছেন "যস্য মাণবকস্য প্রপিতামহদারভ্য প্রপিতামহ দস্য পিতা পিতামহ প্রপিতামহাস্ত্যা অনুপনীতাঃ স্বয়ঞ্চ যথাকাল অনুপনীতঃ তে তথাবিধমাণবকাঃ শ্মশান সং স্তুতাঃ।"

৭ম। যে মানবকের প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতি বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহাদি অনুপনীত স্বয়ং মাণবকও যথাকাল অতিক্রম করিয়াছে সে বা তাহারা) শ্মশান সদৃশ (তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন ব্যবস্থা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)।

এখন আমাদের বিচার ব্যবস্থা করিয়া, 'প্রপিতামহাদি' শব্দে, সর্ব্বপ্রকারে সুসঙ্গত প্রায় সকল প্রাচীন স্মৃতি নিবন্ধ কারগণের সম্মত উর্দ্ধতন পুরুষ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি, নীচের দিকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনা কর্ত্তব্য, তাহা বিচারক বাদী প্রতিবাদী, মধ্যস্থ এবং শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করিবেন। এই সামান্য প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া, কৃতার্থ করা হইয়াছে কি সাধারণ সরলার্থ করা হইয়াছে। বিরুদ্ধ সংস্কার শূন্যচিত্তে তাহা দেখিবেন। কোন বিষয় অপ্রতিকর হইলে প্রতিবাদ করিতে মনোযোগী হইবেন। শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভ্রম প্রমাদ সকলেরই ঘটিতে পারে কোন জিগীষা কি প্রমর্ষিতার পরিচয় পাইলে তাহা দেখাইয়া দিবেন। অলং বিস্তারেণ।

শ্রীবঙ্কুবিহারী বিদ্যারত্ন।
কলসকাঠী।

সমালোচনা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয় সংক্রান্ত চিত্রাবলী। আমরা উক্ত নামের এক খানা ইংরাজী পুস্তক উপহার পাইয়াছি। পুস্তক খানাতে প্রায় ৩০ খানা বিবিধ প্রকার সুন্দর ছবি আছে। চিত্রগুলি এই ঔষধালয়ের উন্নতির পরিচায়ক হইয়াছে। ২১৪ বহু বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে পুস্তক খান বিনা মূ প্রেরিত হইয়া থাকে।

গুপ্ত সংহিতা। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত ডিমাই ১২পেজী মূল্য ।৹আট আনা কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণ ব্যাপারে ঈর্ষাপরবশ হইয়া যাহারা কটূক্তিপূর্ণ গ্রন্থাদি রচনা করি ছেন,তাহাদের অসার নিন্দাবাদের উপযুক্ত উত্তর এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তক প চট্টগ্রামের কায়স্থ সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। সমাজিক আচার পদ্ধ অপরাপর জাতি হইতে যে তাহারা কোন অংশেই হীন নহে, দৃষ্টান্ত সহযোগে তাই সকল বি আলোচনা করা হইয়াছে। তৎপর, কায়স্থগণের প্রতি যাহারা অলীক নিন্দাবাদ প্রয়োগ কর এই পুস্তক পাঠে যে তাহারা “জোঁকের মুখে চুনের” ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আমাদে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কায়স্থ মাত্রেরই এই পুস্তক পাঠে উপকৃত হইতে পারিবেন। পু খানা মেরগুা লেন, চট্টগ্রাম, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল দাসের নিকট পাওয়া যায়।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী শর্ম্মরায় মহাশয় কর্তৃক লিখিত ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ২১০ পৃষ্ঠা, এণ্টিক কাগজে উত্তম ছাপা, মূল্য অবাঁধা ১৷৹, বাঁধা ১৸৹ আ মালোপাড়া’ রাজসাহী এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের প্রাগ ঐতিহাসিক কালের ইতিহাস। ইহা পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। লাপ্লাসের থিওরী যে বৈদিক কালের ঋ জানিতেন, এই গ্রন্থে তাহা স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। সায়ণের সময় বিজ্ঞানের চর্চ্চা এ একেবারে না থাকায়, যে সকল ঋকের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই গ্রন্থকার সেই সমস্ত প্রকৃত অর্থ করিয়াছেন বলিয়া বেশ বুঝা যায়। হিন্দু ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও ঋগ্বেদের মিল করিয়া সৃষ্টাব্দ গণনা এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। আর্য্যগণ যে ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব ছিলেন তাহা গ্রন্থকর্ত্তা রাশি ও নক্ষত্রের অর্থ, মধুকৈটভ বধ, শঙ্খাসুরবধ, হিরণ্যক ইত্যাদি শাস্ত্র বর্ণিত ব্যাপার দ্বারা বেশ বুঝাইয়াছেন। এভাব সম্পূর্ণনূতন, কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই; গ্রন্থকর্ত্তা যেভাবে তারউইনের থিওরীর প্রতিবাদ করি তাহাও সম্পূর্ণ অভিনব। বর্ত্তমান সময়ে সকলেরই বিশ্বাস, সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে—এতত্ত্ব আর্য্যগণ জানিতেন না কিন্তু বিনোদবাবু দেখাইয়াছেন ঋষিগণ বৈদিক কালের আদিতেই এতত্ত্ব অবগত ছিলেন। পরে কিরূপে পৃথিবী পড়িয়াছে এবং সূর্য্যকে তাহার চারিদিকে ঘুরাণ হইয়াছে তাহাও এই গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া হইয়াছে। রাহুর অর্থ বিজ্ঞান ও শাস্ত্র সম্মত হইয়াছে। ফলতঃ পুস্তকখানি সম্পূ ধরণের; ইহার সবই নূতন সবই সঙ্গত। শাস্ত্রের বিষয় বিশেষের অতি সঙ্গত ও বিজ্ঞান

ব্যাখ্যা করিয়া লেখক হিন্দুসমাজের বিজ্ঞানের দিকটা আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন, ইহাতে বহু অহিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রকে আদর করিতে বাধ্য হইবে তাহায় সন্দেহ নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য জোতিষ, ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতায় আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। নাটক নভেল প্লাবিত বঙ্গদেশে এরূপ পুস্তকের আদর হইবে কি না জানি না, কিন্তু বঙ্গীয় ভ্রাতৃবৃন্দের বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজের জন্য এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা গ্রন্থকারের চতুর্দ্দশ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফল। ইহা প্রকাশ করিতে গ্রন্থকারকে ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে তজ্জন্যই তিনি পুস্তকের অন্য খণ্ডগুলি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। ইহা বঙ্গের বিশেষত- বাঙ্গালীর অতি কলঙ্কের কথা সন্দেহ নাই। পুস্তকখানি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির গৃহে স্থান পাইবার উপযুক্ত। ফলতঃ পুস্তক সম্বন্ধে আমরা অধিক আর কি বলিব, সাহিত্যপরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক রিপোর্টে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় ও ইহার ভূয়সী প্রসংসা করিয়াছেন।

মন্দিরা ঃ— শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক একখানা কবিতা পুস্তক। ডিমাই ১২ পেজী ৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

পুস্তকখানা পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। লেখক অতি সহজ ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্যম যে সফল হইরাছে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

“কে সাজাবে মায়ে দেশ-রাণী সাজে
হে দ্বিজেন্দ্র, তুমি বিনে!
“বঙ্গ আমার” “জননী আমার”
কে ডাকিবে রাতি দিনে!
কে ডাকিবে আহা, পরাণ ভরিয়ে
বলিয়ে “আমার দেশ”
লিখি “পরপারে” গেলে পরপারে
এই কি হইল শেষ।”

“উদাসিনী,” “লেখক ও পাঠক,” “বিরহ সঙ্গীত” প্রভৃতি কবিতাতে আমরা কবিত্বের আস্বাদ পাইয়াছি। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচলন কামনা করি। চট্টগ্রাম মেরিগু লেন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসের নিকট প্রাপ্তব্য।

হিন্দু সমাজ। শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ তরফদার প্রণীত, ডিমাই ১২পেজী, এণ্টিক কাগজে ৭৫পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য চারি আনা মাত্র।

লেখক এই বিস্তীর্ণ হিন্দু সমাজের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমবিকাশ ও বর্ত্তমান পরিণতি পর্যান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। সমাজের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের মধ্যে সমতা স্থাপনের জন্য যে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজের দুর্ব্বল তন্ত্রীগুলিকে উত্তেজিত করত সমগ্র মানবজাতিকে উন্নত করিয়াছেন, এই গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে তাহার আভাস প্রদান করা হইয়াছে। মনু, শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিগণ ভারতে কোন্ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কি উদ্দেশ্য কার্য্য করাতে অবতাররূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন,এই গ্রন্থে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। আজকাল অনেকে গল্প, উপন্যাসাদি লেখাকেই কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমাদের এই বৃদ্ধ সমাজকে বিশ্লেষণ করিয়া অনুসন্ধান করিলে যে অনেক মহনীয় সত্যের আবিষ্কার হইতে পারে, তাহার দিকে কয়জন ভারবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে? একমাত্র এইরূপ অনুসন্ধানের ফলেই অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভবিষ্যতের আশা নির্ভর করিতেছে। আমরা এই বিস্তৃত পথে বহুযাত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। তাই সবিস্তারে উক্তগ্রন্থের আলোচনা করিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় পুস্তকখানা অতি সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে লেখক মহাশয় ভারতীয় বিবাহ পথা ও বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আলোচনা করিয়া উপসংহার করিয়াছেন

ভারতের অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ যে সমাজের নেতা ও আদর্শ স্থানীয় গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচলন কামনা করি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট ১৩৩ নং মেছোবাজার স্ট্রীট, হাতিবাগান পোঃ, কলিকাতায় পাওয়া যায়।

সাময়িক-প্রসঙ্গ।

দক্ষিণায়নে উপনয়ন ব্যবস্থা :—

উত্তরবঙ্গীয় কায়স্থ-সভার কর্ত্তৃপক্ষ সংশয়াপন্ন হইয়া স্মার্ত্তপ্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডী চরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—দক্ষিণায়নে ও কৃষ্ণপক্ষে উপনয়ন গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না? এই প্রশ্নে পণ্ডিত মহাশয় যে ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন সাধারণের দৃষ্টার্থ এস্থলে তাহা সন্নিবেশিত হইল।

"চৈত্রকৃষ্ণ দ্বিতীয়ায়াং ত্রিস্পৃষ্টে বাষ্টকাসুচেত্যাদি বচনাৎ নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথাযথেত্যাদি বচনাচ্চ নৈমিত্তিকাদ্যুপনয়নং কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণায়ণেঽপি কর্ত্তব্য মিতিবিদুষাং পরামর্শঃ।

রঘুনাথোজয়তি।

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মণাং"

অর্থাৎ— চৈত্র কৃষ্ণপক্ষে "ত্রিস্পৃষ্টে বাষ্টকা" ইত্যাদি বচন হেতু নৈমিত্তিক কাম্য ও "যথাযথ" ইত্যাদি বচন হেতু নৈমিত্তিক উপনয়ন কৃষ্ণপক্ষে ও দক্ষিণায়নে করিতে পারিবে ইহাই পণ্ডিতদিগের অভিমত।"

ব্রাহ্মণ-সভা ও নায়ক সম্পাদক :—

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন গত ২২শে ভাদ্র, রবিবার, ৫ সুকীয়া স্ট্রীটে হইয়াছিল। সভার বিবরণ সংগ্রহ জন্য আমরা যাহাকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার নিকট যথার্থ সংবাদ না পাইয়া ২৪শে ভাদ্রের নায়কে প্রকাশিত মন্তব্য সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম। ঐ পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—"জিজ্ঞাসা করি, তোমরা ব্রাহ্মণ সভা করিয়া কি করিতে চাও? কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই সভা গড়িয়াছ

বলিবে—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এই সভা করিয়াছ। উত্তরে আমরা বলিব, সেটা ডাহা জুয়াচুরির কথা। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণসমাজ যেভাবে স্রোতে ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে ত হয় না যে উঁহাদের চেষ্টায় আবার বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইতে পারে। কর্ম্ম সাধকের কাছে দেশকালপাত্রের অভাব নাই; তেজস্বী সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া স্বগত প্রতিষ্ঠা করিতে পারে

"সুতরাং বলিতে হয় তুমি ব্রাহ্মণ খাঁটি ব্রাহ্মণ থাকিলে, তেজস্বী তপস্বী থাকিলে

অল্প আয়াসেই ব্রাহ্মণ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পার। এদেশের জলমাটি তোমার এ চেষ্টার অনুকূল, এই দেশের হিন্দুসমাজের চিরাচীর্ণ সংস্কার তোমার অনুগত। চেষ্টা করিলে তুমি ব্রাহ্মণ অঘটন ঘটাইতে পার। কিন্তু তাহাত পরিবে না, তুমি যে হাটে মামা হারাইয়াছ, তুমি যে জগন্নাথ মাসীকে হারাইয়াছ। তাই তোমার শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতসমাজ আজ পুত্রপৌত্রদিগকে ইংরেজি শিখাইয়া সাহেবের বাচ্চা' সাজাইতেছে,—অর্থলোভে আত্মহারা হইয়া শাস্ত্রের ব্যাখার প্রচার করিতেছে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ যতটা সমাজবিপ্লব বটাইয়াছে, এতত আর কোন জাতিতে পারে নাই। অতটা বুকের পাটা আর কাহার হইবে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সর্ব্বাগ্রে গোখাদক হইয়াছে, খৃষ্টান সাজিয়াছে, বিলাত গিয়াছে, সাহেব হইয়াছে, অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছে, স্ত্রীস্বাধীনতা দিয়াছে, বিধবা বিবাহ চালাইয়াছে।

"আমরা ইংরেজিনবীশ বাবু-ব্রাহ্মণ, আমাদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্র জানেন, ধর্ম্ম জানেন; সমাজতত্ত্ব বুঝেন, হিন্দুর বিশিষ্টতা রক্ষা করিবার পন্থার খবর অনেকেই রাখেন,—তথাপি এমনই বিলাতী বিলাসের মোহ, এমনই ভীষণ পেটের দায়, এতটা লক্ষ্মীছাড়ার স্বভাব যে, আমরা স্বেচ্ছাচার পরিহার করিতে পারি না—জানিয়া শুনিয়া জ্ঞানপাপী হই। এমন অবস্থায় ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষা কি আমাদের দ্বারা হইতে পারে? স্বয়ং অসিদ্ধং কথং অন্যান্ সাধয়তি—আমি যাহা নহি তাহা পরকে করিতে পারি।

"আবার একটা কথা। বাঙ্গলার ইংরাজি নবীশ অন্য সকল জাতিই ব্রাহ্মণের জাতি মারিবার জন্য সদা উৎসুক। কায়স্থ, স্বয়ং ক্ষত্রিয় সাজে, পৈতা পরে অন্য নবশাখ জাতিসকলকে হীন বলিয়া উপেক্ষা করে, নিজের জাতি কুলমান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, পরন্তু ব্রাহ্মণের দুর্গতি ঘটাইতে সে লজ্জাবোধ করে না। *** নবীন ক্ষত্রিয় কায়স্থদিগের ব্রাহ্মণের প্রতি সে ভাব আর নাই। ব্রাহ্মণকে কায়স্থের হুঁকায় তামাক সেবন করাইতে পারিলে আধুনিক কায়স্থ বাবু যেন গয়ায় পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিয়া আসিলেন, এমনই একটা শ্লাঘার ভাবে ডগমগ করে বাঙ্গালায় যাহারা ব্রাহ্মণ বজায়রাখিয়াছিল, ব্রাহ্মণকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণ বজায় ছিল, আজ তাহারাই বিরূপ। তাহারা তোমাদের টাকার লোভ দেখাইয়া বিগড়াইতেছে, গালাগালি করিয়া সঙ্কুচিত করিতেছে, তোমাদের—ঋষিমুনির গ্লানি প্রচার করিয়া সমাজ বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেছে। তাহাদের আস্কারা দিয়া মাথায় তুলিয়াছ তোমারাই। এখন কাঁদিলে কি আর হইবে?

যে দিন কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বানাইলে, সে দিন হইতে কায়স্থের প্রতি খরদৃষ্টি রাখিবে না কেন? কায়স্থ রীতিমত ক্ষত্রিয়ের আচার অবলম্বন করে কি না - ত্রিসন্ধ্যা-পরায়ণ হইয়াছে কিনা, সে পক্ষে লক্ষ্য রাখ নাই কেন? দোষ ষোলআনা ব্রাহ্মণজাতির —অধ্যাপক শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণসমাজের।

"তাই বলিতে ইচ্ছা করে কলিকাতার ব্রাহ্মণসভা! তোমরা চাও কি? ব্রাহ্মণসভার প্রত্যেক সদস্য সন্ধ্যাআহ্নিক করেন কি? কদাচার কদাহার, সুরাপান,খানা-আস্বাদন ছাড়িয়াছেন কি? কামিনী কাঞ্চনে বিতৃষ্ণ হইয়াছেন কি? ব্রাহ্মণ-সভার সদস্যের তালিকা দেখিয়া মনে হয় উহাও একটা বাবুর সভা। এ বাবুর সভায় লাভ কি?"

পাচু বাবু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভাকে সতর্ক ও সংশোধন করিতে গিয়া জাতীয় দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন নবশাখদিগকে কায়স্থ জাতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে ভুলেন নাই। আমাদের মনে হয় এবম্বিধ প্ররোচকদিগের সহায়তা পাইয়াই আদমসুমারীর সময় হাড়ী, কোচ, কুরমি, ঝালো, মালো, নাপিত, পোদ, পুণ্ডারী ও রাজবংশী ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজ মনে রাখিও অন্যকে কলঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্য করিয়া যাহা করিতেছ তাহাতে চণ্ডাল ও যুগি তোমা স্বাজাতিত্বের জন্য দাবী করিতে ভুলে নাই।

উপনয়ন :—

৯ই ফাল্গুন, ৩১৯। চট্টগ্রামের অন্তর্গত গজরানওয়াপাড়া হইতে শ্রী নিশিচন্দ্র বর্ম্ম বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন —সীতাকুণ্ডধামের চন্দ্রশেখরক্ষেত্রে মা পূর্ণিমা তিথিতে আর্য্য সমাজের মুকুটমণি পূজ্যপাদ তীর্থগুরু শ্রীযুক্ত মোহান্ত মহারাজের অনুমত্যানুসারে শ্রীশ্রী৺ভবানী দেবীর মন্দিরে দক্ষিণরা কায়স্থ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাসকে যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে শ্রীযুক্ত দুর্গা ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাবিত্রীসূত্র প্রদান করিয়াছেন।

৬ই ভাদ্র ১৩২০। রাজসাহী জেলার বাঁশিলাকেন্দ্রে ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চাকী ও যোগেন্দ্র নারায়ণ হোড় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে যজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন।

ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ :—

১৭ই ভাদ্র,১৩২০। ফরিদপুরের অন্তর্গত রাজবাড়ীর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বর্ম্মার পত্নীর আত্মকৃত্যে স্থানীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ শ্রাদ্ধসভায় উপ হন ও আহার করেন।

১৯শে ভাদ্র, ১৩২০। বগুড়ার অন্তর্গত কাজলার অন্যতম জমিদার ললিতচন্দ্র সেন মহাশয় ত্রয়োদশাহে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন। শ্রাদ্ধ সভায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ভোজন করিয়া কৃতীকে কৃতার্থ ছিলেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

চতুর্থ অধিবেশন।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩২০, রবিবার, অপরাহ্ন ৫ টা।

৮৫ নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(য) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা (সভাপতির অনুপস্থিতে সভাপতির আসনে)।
(ব) „ বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, সভাপতি (পরে)
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মশাস্ত্রী।
(দ) „ গোপালচন্দ্র দে।
(বা) „ রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর।
(দ) „ বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(বা) „ কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা।
(উ) „ যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মরায়।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত বারিধি।
(দ) „ ঋষীন্দ্রনাথ সরকার।
(ব) „ বিহারীলাল রায় বর্ম্মকবিরত্ন।
(দ) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা। } সম্পাদকদ্বয়।
(উ) „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা }

জেলা নদিয়ার অন্তর্গত যশড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রায় বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও আষাঢ় মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনী হইলেন :—

(ব) শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব চাকী, সাব্ ওভারসিয়ার পব্লিক্ ওয়ার্কস্ বিভাস, মাটী পোঃ, জলপাইগুড়ি।

(দ) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রভূষণ বসু, বি-এ, হেডমাষ্টার, এ-পি-ইন্‌ষ্টিটিউশন সাং মহা পোঃ চট্টগ্রাম জেলা

(দ) শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বিশ্বাস, সাং গোঁশাইর্গাপুর, নদীয়া জেলা।

(ব) „ শৈলেন্দ্রমোহন ঘোষ, ওভারসিয়ার, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, নওগাঁও সাং রাজ

(ব) „ কুমার সৌরীন্দ্রমোহন গুহ রায়, সাং লক্ষ্মীকোল রাজবাটী, রাজ ফরিদপুর জে

এই সময় সভাপতি উপস্থিত হইলে তিনিই সভাপতি হইলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। কলিকাতা আর্য্য বিদ্যালয় সভাকে উৎ

শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র মহাশয় এই বিষয়ে শাখা সভার মন্তব্য প্রকাশ কর কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সভা কৃতজ্ঞ আনন্দের সহিত সারদাবাবুর দান গ্রহণ করিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'আর্য্য-বিদ্যালয়' সভার সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করিলে পর উক্ত বি সভার তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইবে। এতৎ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে আ করার জন্য সম্পাদক মহাশয় দ্বয়কে অনুরোধ করা হইল। আরও স্থির হই

(১) বিদ্যালয়ের নাম যাহা আছে তাহাই থাকিবে।

(২) বিদ্যালয়ে আজকাল যেরূপ হিন্দু মাত্রকেই ছাত্র শ্রেণীভুক্ত ক তেছে সেইরূপই চলিবে।

(৩) বিদ্যালয়ে যাহা কিছু নিয়ম আছে, নূতন কমিটিদ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত না হইবে ততদিন তাহাই চলিবে।

(৪) বিদ্যালয় সভার তত্ত্বাবধানে আসিলে পর নিয়মাদির নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন হইবে :—

(ক) এই সভার সভাপতি বরাবর কমিটির সভাপতিই হইবেন।

(খ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় আজীবন কমিটির সভ্য থাকিবেন।

(গ) সভার উদ্দেশ্যের পরিপোষক কায়স্থ কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ কমিটির সভ্য হইতে পারিবেন না।

(ঘ) যথা সম্ভব সভার উদ্দেশ্য গুলির পক্ষপাতী কায়স্থ কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকিবেন না।

(ঙ) নূতন বৎসরের দ্বিতীয় মাসে বিনা বেতনে বা কম বেতনে যেরূপ ছাত্র লওয়া হয় সেইরূপই হইবে। কিন্তু সে মাসে সভার উদ্দেশ্য সমূহের পরিপোষক কায়স্থ কিম্বা ব্রাহ্মণের আত্মীয় কুটুম্ব ও পুত্র ভিন্ন আর কাহাকেও লওয়া হইবে না।

(চ) যত ছাত্র বিনা বা অর্দ্ধ বেতনে নিয়মানুসারে লওয়া হয়, তাহা যদি দ্বিতীয় মাসে পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য জাতির ছাত্র লওয়া হইবে। কিন্তু তাহাদের অভিভাবকেরাও সভার কোন উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না তাহা প্রতিশ্রুত হইতে হইবে।

(ছ) বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী যত ছাত্রকে বিনা বা অল্প বেতনে লওয়া যায়, কমিটি তাহার অতিরিক্ত সভার উদ্দেশ্যগুলির পরিপোষক কায়স্থ বা ব্রাহ্মণের পুত্রাদিগকে লইতে পারিবেন, অন্য জাতিকে পারিবেন না।

তৃতীয় প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) বীরভূম জেলায় গণপুরের বীণাপাণি লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত শচীপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ত্তমান বর্ষের অংশে আষাঢ়ের প্রেরিত পত্র পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত লাইব্রেরীতে বিনামূল্যে এবৎসর পত্রিকা দেয়া হউক।

(খ) শ্রীমান অ কয় কমাব বসুর শিক্ষার্থ সাহায্য প্রার্থনা পত্র পঠিত হইল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, বালকটি যথার্থই দরিদ্র ও স্বভাব অতি ১৭ এবং কলিকাতা 'আর্য্য-বিদ্যালয়ে' পড়িত, গত ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, আবেদককে ইং ১৯১৩ সালের জুন মাস হইতে দুই বৎসর প্রতিমাসে ৩৲ টাকা করিয়া সাহায্য করা হউক। কিন্তু যদি এরূপ জানা যায়

—পাঠে মনোযোগ নাই, চরিত্রের পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে আর সাহায্য দেওয়া হইবে না। অবশ্য— সাহায্য প্রার্থী বালককে সাহায্য গ্রহণের পূর্ব্বে প্রথমতঃ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বিবাহ কালে কন্যা পক্ষের নিকট কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া বিবাহ করা ও কর্ম্মজীবনে আর একটী দরিদ্র বালকের পড়ার সাহায্য করার অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিতে হইবে, নতুবা সাহায্য দেওয়া হইবে না।

(স্বাক্ষর)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক।

(স্বাক্ষর)
শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
সভাপতি।
২৯।৫।২০

কায়স্থ-পত্রিকা

কার্ত্তিক, ১৩২০। | নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।

ঈশ্বর মঙ্গলময়।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র মঙ্গলময়। আমরা প্রতিকার্য্যে, প্রতিপাদ-বিক্ষেপে, সেই পরম-কারুণিক জগৎপাতা জগদীশ্বরের অনন্ত দয়ার অত্যুজ্জ্বল পরিচয় পাইয়া থাকি। কিন্তু মূঢ় আমরা, তাঁহার সেই অত্যদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় কার্য্য নিচয়ের অতি নিগূঢ় মঙ্গলময় অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া, আপাত-সুখে হর্ষোৎফুল্ল ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হই। আবার কখনও বা স্বীয় অদৃষ্ট পূর্ব্ব ও দুর্ব্বিসহ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের যাতনায় জর্জ্জরীভূত হইয়া মতিভ্রান্তিবশতঃ নিজের দুরদৃষ্টকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অখিল কৃপার নিদান পরম মঙ্গলময় পরম পিতা পরমেশ্বরকেও শত শত দোষারোপ করত নিকৃষ্টত্তম পাশব বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি। আমরা মনে করি, তিনিই আমাদের সকল দুঃখের নিদান। তিনি অনিরপক্ষপাতিত্য দোষে কলুষিত বলিয়াই একজনকে নির্ম্মল স্বর্গীয় সুখের অধিকারী ও পক্ষান্তরে অপরকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভারে জর্জ্জরীভূত ও ক্লিষ্ট করিতেছেন। আমাদের এরূপ বিবেচনা অতীব ভ্রান্তিমূলক। বস্তুতঃ পরম কারুণিক নিরাময় ঈশ্বর কখনও মানবের ন্যায় এবম্বিধ নিকৃষ্ট কলুষ ভাবাপন্ন হইতে পারেন না। সেই নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, অত্যুচ্চ, অব্যয় জগদীশ্বরের প্রতিকর্ম্মই নিয়ত আমাদের হৃদ্‌গত উদ্দেশ্যে সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার সম্বন্ধে ভিন্নরূপ কল্পনা করাও মহাপাপ

এবং অবশ্যম্ভাবী অনন্ত নিরয় যাতনাপ্রদ। মানবমাত্রেরই তাঁহার অলৌকিক …ঙ্গলময় বিষয় স্মরণ করত ভক্তিরসে অভিষিক্ত হওয়া উচিত।

এ নশ্বর জগতে অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। সুখের সহিত দুঃখ এবং দুঃখের সহিত সুখ ওতঃপ্রোত ভাবে নিরন্তর মিসিয়া রহিয়াছে। ধনীর সুধাধবলিত সুরম্য হর্ম্ম্য এবং দীনের গলিত পর্ণকুটীর অনুসন্ধান করিলে এ উভ চিত্রই পরিলক্ষিত হইবে। তবে স্থল বিশেষে ইহার আনুপাতিক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে মাত্র। অনেকের বিশ্বাস, দারিদ্র্য-দুঃখের ন্যায় এমন ভীষণত ক্লেশকর বিষয় বুঝি আর নাই। কিন্তু এটি তাহাদের বড় ভ্রম। যেহেতু দয়া-দাক্ষিণ্য, পরদুঃখকাতরতা ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে সকল শ্রেষ্ঠতম স্বর্গীয় শক্তিবলে মানব-হৃদয় দেবভাবাপন্ন হয়, তাহা ধনীর সুশোভিত রমণীয় অট্টালিকা অপেক্ষা দীনের পর্ণকুটীরেই সমধিক বিরাজমান থাকা পরিদৃষ্ট হয়। যে কখনও দুঃখের বৃশ্চিক দংশনে জর্জ্জরিত হয় নাই, পরদুঃখ দেখিয়া, তাহার অশ্রুবিন্দু পতিত হইবে কেন? যেজন আজীবন দুগ্ধ-ফেননিভ সুকোমল শয্যায় শায়িত হইয়া আসিতেছে, ঐ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবের খরকরে ম্রিয়মাণ কঙ্করপূর্ণ ধূলিধূসরিত পথে শ্রান্ত ভিখারীর অরুন্তুদ দুঃখ তাঁহার উপলব্ধি হইবার বিষয় নহে। ইঙ্গিতমাত্র যাহার চর্ব্যচোষ্যাদি অমৃততুল্য সুস্বাদু ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহ করতলস্থ হয়, সে ঐ ক্ষুৎপিপাসাতুর নিরন্ন ব্যক্তির দুর্ব্বিসহ জঠর যাতনা বুঝিবে কেমন করিয়া? কোন বিষয় চি করিবামাত্র যাহার মনোরথ পূর্ণ হয়; সহিষ্ণুতা গুণ লাভ তাহার অসম্ভব। যে ব্যক্তি কখনও পরকৃত দয়ার সুস্নিগ্ধ শীতল সলিলে অবগাহন করে নাই, সে অপরকে দয়া করিবে কিরূপে? তাই বড় দুঃখে কবি বলিয়াছেন,—

"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?"

বস্তুতঃ জীবনে কখন অভাবে না পড়িলে, সে কখনও অপরের অভাবে দয়া চিত্ত হইয়া, সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তাই বলিতে ছিলাম, ঈ মঙ্গলময়। তিনি চরিত্রোৎকর্ষ সম্পাদন ও শিক্ষার নিমিত্তই মানবকে সময় স সুগভীর দুঃখার্ণবে আপাদশীর্ষ নিমগ্ন করিয়া রাখেন। আমরা স্বীয় দুঃখ দূরীকর যেরূপ যত্ন করিয়া থাকি, অপরের দুঃখটি সেরূপ হৃদয়ের সহিত উপলব্ধি কর উন্মোচনার্থ যত্নবান হইলে, এই পাপ, তাপময়, ধরিত্রীই স্বর্গধামে পরিণত এবং করুণাময় জগৎপাতা জগদীশ্বরেরও একটি মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত হ পারে।

কিন্তু স্বার্থপর মানব কেবলই নিজ সুখানুসন্ধানে তৎপর। নিজ সুখের নিমিত্ত অন্যের শত অনিষ্টপাত হউক, তৎপ্রতি ভ্রমেও একবার ফিরিয়া চাহিবে না। হায়! আমরাই না আবার ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টপ্রাণী মানব বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি! ধিক্ আমাদিগকে! ও ততোধিক শতসহস্রাধিক্ আমাদের মানব নামে অযথা গর্ব্ব করিবার জঘন্য স্পৃহাকে!

ঈশ্বর চির মঙ্গলময়। কি ব্রাহ্মণ কুলপাবন পরশুরাম ও কালাপাহাড়ের পৌনঃপৌনিক ক্ষত্রিয় বিনাশ ওহিন্দুদেবদেবী মূর্ত্তি ধ্বংসকরণ, কি মহাত্মা রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব ও মুক্ত প্রাণে পবিত্র ধর্ম্মোপদেশ বারি বিচরণ, সকল কার্য্যের ভিতরই সেই মঙ্গলময় শ্রীভগবানের শুভইচ্ছা নিহিত আছে, সন্দেহ নাই! তাঁহার অভিপ্রায়েই একদিন সুদূর অতীত কালে ভগবান্ বুদ্ধদেব প্রচারিত পবিত্র ধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব কালে—দলে দলে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি দ্বিজগণ উপবীত ত্যাগ করিয়া 'অহিংসা পরম ধর্ম্মের' প্রচারে ও সাম্য মন্ত্রের সুমধুর বংশীরবে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। আবার অধুনা সুদীর্ঘকাল পরে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙ্গলময় আদেশে,—ভূদেব ব্রাহ্মণগণের আদর্শে এবং সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের নির্দ্দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিপ্লবের পুরাতন স্মৃতি ও তান্ত্রিক উপাসনার প্রীতি ভক্তির পুরাতন পসরা মস্তকে বহিয়াও চিত্রগুপ্তবংশধর ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণ পুনরায় সেই পরিত্যক্ত সাবিত্রীগ্রহণ জন্য বিবেকের সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে আকুল প্রাণে পবিত্র সংস্কারের স্বর্ণপথে অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছেন। এতদিনে তাঁহারা "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ" বাক্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পর পরিকল্পিত ভ্রান্ত শূদ্রত্ব পরিহার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সাগরাভিমুখিনী বেগবতী স্রোতস্বতীর তীব্রগমনে বাধাপ্রদানের ন্যায় কাহার সাধ্য ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট এই পবিত্র কার্য্যের খরগতি রোধ করে?

স্মরণাতীত কাল হইতে ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণের নকট প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি পাতে তুষ্ট এবং তাঁহাদেরই অনুগ্রহ দত্ত অর্থে পুষ্ট হইয়া ও আজ যাঁহারা ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের মস্তকে স্বার্থের পদাঘাত করিয়া বল পূর্ব্বক কায়স্থদিগকে শূদ্রের আসনে আসীন রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, তাঁহারাও সেই শ্রীভগবানেরই চিরমঙ্গলময় ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়াই ইহা করিতেছেন। কারণ স্বর্গের পথ—উন্নতির সোপান একটুকু পিচ্ছিল না হইলে মানুষের প্রাণ সেদিকে অগ্রসর হইবার জন্য উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহে যত্নবান হয় না। সাধনায় সিদ্ধিলাভ অনায়াস সাধ্য নহে। সাধনার পথে ভূত—প্রেতের উৎপাত—উন্নতির পথে শত বাধার আঘাত—অনন্ত বিভীষিকা চিরপ্রসিদ্ধ।

কায়স্থ-বিদ্বেষী সম্প্রদায়ের ঘোরতর বিদ্বেষ ও শতপ্রকার সামাজিক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ঈশ্বর প্রদত্ত শুভ আশীর্ব্বাদ বলিয়া মস্তকে গ্রহণ করাই উন্নতিশীল কায়স্থ সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং সময়োচিত বীর ধর্ম্ম। শত বিঘ্ন বাধার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায় আমাদিগকে পবিত্র লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেই হইবে। এতকাল পরে আমাদের এ পবিত্র সংস্কারের শুভইচ্ছা,—জগৎ পিতা জগদীশ্বরেরই অভিপ্রেত। ইহা সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিধাতার মঙ্গলময় শুভইচ্ছা না হইলে আমরা কখনই এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতাম না। তাঁহার ইচ্ছায় তাহারই আদেশে আমরা মনের আবেগে পূর্ণবেগে পবি[ত্র] লক্ষ্য পথে ছুটিয়া যাইব—যে যত সত্বর পারি পবিত্র সাবিত্রী সূত্র গ্রহণে ধন্য হইব। আমাদের এ সাধনার সিদ্ধি লাভ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। কারণ ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি তৎপদাশ্রিত বিশ্বাসী সন্তানদিগকে সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মঙ্গলে[র] দিকে—উন্নতির পথে লইয়া যা[ন]। ঐ সেই, জগৎবাসী হিন্দু মুসলমান, ব্রা[হ্ম] খ্রীষ্টান সকলে সমস্বরে বলিতেছেন,—ঈশ্বর চিরমঙ্গলময়।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ

শূদ্রজাতির বিশেষত্ব ও কাশ্যপগোত্র।

বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা বোধ হয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মা[ত্রেই] অবগত আছেন। শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে,—শূদ্রগণ শ্রাদ্ধাদিতে স্বয়ং "নমঃ ন[মঃ]" উচ্চারণ করিবে, শ্রাদ্ধের কোনও মন্ত্র পাঠ করিতে পারিবেন না, ইহাতেই ত[াহা]দের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। শূদ্রগণ 'নমঃ' উচ্চারণকারী, ইহা[রা] পুরোহিতের প্রয়োজন করে না, তাহাদের বৈদিক ব্রত পূজাদি কিছুই ক[রিতে] হয় না। দাসত্ব কর্ম্মই ইহাদের একমাত্র মুখ্যধর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম ইহাদের বিপ[দের] গৌণধর্ম্ম। যখন তাহারা দাসত্ব কর্ম্ম দ্বারা (মোটবহা, পাল্কীবহা, নৌকা[বহা] প্রভৃতি দ্বারা) জীবিকার্জ্জনে অসমর্থ হইবে, মাত্র তখনই তাহারা দ্বিজাত[্যা]চরিত নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম দ্বারা (ধুচণী, চুপড়ী, কূলা ইত্যাদি প্রস্তুত দ্বারা) [জীবিকার্জ্জন]

[জীবিকার্জ্জ]ন করিতে পারিবে, ইহাই তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত প্রাণি-[হিং]সাও ইহাদের আর একটী ধর্ম্ম। ইহা তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শূদ্রগণ এই [স্ব]াভাবিক ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া পশু পক্ষ্যাদি এবং মৎস্যাদি হনন পূর্ব্বক বিক্রয়লব্ধ [অর্থে]ও জীবন ধারণ করিয়া থাকে। শূদ্রগণকে হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে, [শাস্ত্রে] এইরূপ আদেশ থাকায়, অধুনা তাহাদের মধ্যে প্রাণিহিংসার ব্যবসায় [অ]নেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা এখন অনেকেই কৃষিকর্ম্মে মন দিয়াছে [এবং অ]ন্যান্য নানাবিধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহারাই প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ শূদ্র। [প্র]তিলোমজ এবং অন্যান্য অনাচরণীয় মধ্যে শূদ্রগণের পূজনীয় এবং নমো ভাজন। [যদিও] ইহাদের সংস্পৃষ্ট জল দ্বিজাতির অপেয় এবং পক্কান্ন অখাদ্য।

শূদ্রের কোনরূপ গোত্র ছিল না। কেন না পূজাদিতেই গোত্রের প্রয়োজন [হ]য়। শূদ্রের যখন ব্রত-পূজা দিতেই অধিকার ছিল না, তখন তাহাদের গোত্রেরও [প্র]য়োজন ছিল না। বিশেষতঃ যে কুলের গোত্র-প্রবর্ত্তক যে ঋষি জন্মগ্রহণ করেন, [ত]াহার অথবা কুলপুরোহিতের নামেই গোত্র চলিয়া থাকে। মাতামহাদি কুটুম্ব [কু]লের মধ্যে গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি থাকিলে তাহার নামেও গোত্র গ্রহণ করা হয়। [শূ]দ্রবংশে গোত্রপ্রবর্ত্তক কোনও ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ জানিতে পারা [যা]য় না! দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি ঋষিগণই জগদ্বিখ্যাত। শূদ্রর্ষি বলিয়া [ক]েহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে এরূপ জানা যায় না এবং এতৎ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ [প]াওয়া যায় না।* শূদ্রের পুরোহিত ছিল না বলিয়া ইহারা পুরোহিতের গোত্রও

* লেখক মহাশয়ের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। 'শূদ্রর্ষি' এইরূপ সংজ্ঞা [...]থাকুক শূদ্রজাতির মধ্যে যে ঋষি অর্থাৎ বেদমন্ত্র দ্রষ্টা কেহ জন্মেন নাই সে কথা ভ্রম পূর্ণ। [ঋগ্ব]েদের ১০।৩০ সূক্তের ঋষি কবষ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৮।১ শূদ্র ইলুষ পুত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং [...]ার বিচিত্র মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। উহা কৌষীতকি ব্রাহ্মণের ১২।১ আরও বিস্তৃত ভাবে [...]ছে।

[আ]পস্তম্ব, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রাচীন শ্রৌত শাস্ত্রে শূদ্রের একমাত্র 'মানব' গোত্রই দৃষ্ট হয়। [...] এই প্রবন্ধ লেখক মহাশয় শূদ্রের প্রতি কাশ্যপগোত্র অর্পণ করিয়াছেন তাহা অনুসন্ধেয়। [আম]রা হৃদ্যতা, বাধ্যবাধকতা ও জাতির বিষয় লিখিত প্রবন্ধ পাইলেই তাহা প্রকাশ করি। কিন্তু [অ]ধিকাংশ সময়েই এমন প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য অনুরুদ্ধ হই যে তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে [পা]ঠকবর্গের বিরক্তিভাজন হইতে হয়। ঐ সকল প্রবন্ধের আরম্ভ, উপসংহার বুঝিয়া উঠা [...]র। তৎপর আবার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ও খুজিয়া বাহির করা একেবারে অসাধ্য হইয়া [...]। ঐ সকল লেখক মহাশয়দিগকে একটু বিবেচনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ [ক]রি। কাঃ পঃ সঃ

গ্রহণ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইহাদিগকে একটী গোত্রহীন জাতি বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। সম্প্রতি ইহারা বোধ হয় অধিকাংশই কাশ্যপগোত্র গ্রহণ করিয়াছে। কোনও কোনও নিম্নজাতির মধ্যে প্রায় সকলকেই একই কাশ্যপগোত্রীয় দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস ইহারাই প্রকৃত শূদ্রবংশ-সম্ভূত। কেন না একই জাতির সকলেরই একই গোত্র হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির মধ্যে বিভিন্ন গোত্রের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের তদ্রূপ দেখা যায় না।

বিবাহাদিকার্য্যে এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণে দ্বিজাতির গোত্রান্তরের প্রয়োজন হয়। একই গোত্রে গোত্রান্তর হইতে পারে না। সম্প্রতি কায়স্থাদি জাতির মধ্যে সগোত্রে বিবাহ হইতেছে একথা উঠিলেও তাহারা একই কুলোপাধি যুক্ত একই গোত্রে প্রায়শঃই আপনাদের কন্যাগণের আদান প্রদান করিতেছেন না। কুল পুরোহিতদের বা নিজেদের অনভিজ্ঞতার দোষেই সম্ভবতঃ ২।৪টী বিবাহ সগোত্রে হইয়া থাকিবে। ভবিষ্যতে আর এরূপ ত্রুটী পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। শূদ্রের গোত্র নাই, তাহাদের আবার গোত্রান্তরের আবশ্যকতা কি? যাহা-দের গোত্র নাই তাহাদের আবার গোত্রান্তর কি? সগোত্রই বা কি? তজ্জন্যই অধুনা তাহাদের গোত্র থাকিলেও সগোত্রে বিবাহে দোষ নাই। শূদ্রের পোষ্যপুত্র গ্রহণেরও অধিকার নাই, সুতরাং তাহাদের গোত্রান্তরের কিছুই প্রয়োজন করে না।

কাশ্যপগোত্র একটা প্রধান গোত্র। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি সকল জাতির মধ্যেই অল্প বিস্তর উক্ত গোত্রীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই গোত্রের একটী বিশেষত্ব এই—যাহাদের গোত্র নাই, বা যাহারা গোত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহারাও ইহার আশ্রয় লইতে পারে। এজন্যই কথায় বলে "হারাইয়া তাড়... ইয়া কাশ্যপগোত্র"। এই প্রকার প্রবাদ দ্বারা অবশ্যই কাশ্যপগোত্রের শ্রে... প্রতিপাদন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কাশ্যপগোত্র যে সকলেই গ্রহণ করি... সমর্থ, ইহার যে এই প্রকারের ব্যাপকতা শক্তি আছে, ইহাই এতদ্বারা স্থাপি... হইয়াছে। আমাদের মনে হয় ব্রাহ্মণগণ, যখন হইতে শূদ্র-যাজী হইতে আ... করিয়াছেন, তখন হইতেই শূদ্রদেরও একটা গোত্রের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তদভাব পূরণার্থে তখন হইতেই তাহারা গোত্র না হারাইলেও শূদ্রযাজী প... ব্রাহ্মণদের তাড়নায় বা প্ররোচনার বশে বিমোহিত হইয়া এই কাশ্যপগোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাই শূদ্রজাতির সকলকেই একই কাশ্যপগো... দেখা যাইতেছে, ইহা শূদ্রজাতির একটা বিশেষত্ব বা জাতীয় লক্ষণ।

আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থজাতির দাসীপুত্রাদিগকেও অধিকাংশস্থলেই কাশ্যপ-গোত্রীয় দেখিতে পাইতেছি, ইহার কারণ স্বতন্ত্র। ইহাদের অনেকেই, গোত্র হারাইয়া বা জানা নাই বলিয়া এই কাশ্যপগোত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রভুগণ অনেকেই কাশ্যপগোত্রীয় নহেন। এই দাসগণ শূদ্রের ন্যায় দাসত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও বা শূদ্র বৃত্তিক হইলেও ইহারা প্রকৃত শূদ্র নহে, বৈশ্যেরও বিপদ্ধর্ম্ম এইরূপ দাসত্ব কর্ম্ম,—মনুর ব্যবস্থা আছে। প্রকৃত বৈশ্য না হইলেও উক্ত দাসগণ বৈশ্যতুল্য বা বিপন্ন বৈশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা এই যে এই দাসীপুত্রগণ কায়স্থের বৈধ পুত্র নহে। এবং বর্ত্তমান কালে অসবর্ণ বিবাহ প্রথাও প্রচলিত নাই, তজ্জন্য ইহাদিগকে নিন্দিত বা বিপন্ন বৈশ্য বলিলে দোষ হয় না, একান্ত পক্ষে ন্যায়বর্ত্তী বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে বৈশ্যের বিপদ্ধর্ম্ম পালনে তাহাদের কোনও প্রত্যবায় ঘটে না। আমরা ইহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে ডেঙ্গর বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। ডেঙ্গর হইলেও ইহারা ন্যায়বর্ত্তী হইতে দোষ নাই।

শূদ্রের কুলপদ্ধতি নাই। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ ও দান, শাস্ত্রে এই ৯টী কুলের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, দ্বিজাতিরই একমাত্র এসব কুল লক্ষণ সম্ভবে। শূদ্র আচারহীন জাতি, তাহাদের কুলে এইরূপ দ্বিজোচিত কুললক্ষণ থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের কুল-পদ্ধতিরও প্রয়োজন নাই। ইহাদের বিবাহাদি কর্ম্ম "দাস" পাঠে সম্পাদিত হয়। তাহারা নিজেদের নামের পর কুলোপাধির পরিবর্ত্তে শুধু এই "দাস’ শব্দটাই পঠি প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের জাতীয় নিদর্শন বা শূদ্রত্বের পরিচায়ক কিংবা শূদ্র-জাতির বিশেষত্ব।

বঙ্গীয়-কায়স্থ-সন্তানগণের মধ্যেও অনেকেই বর্ত্তমানে "দাস" শব্দ প্রয়োগে ক্রিয়া-কর্ম্ম করিতেছেন। তাহা কেবল স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময় হইতে ভ্রমে পড়িয়াও 'দাস' পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহারা শূদ্র নহেন। যেহেতু এ জাতি অধিকাংশ বৈদিক মন্ত্র পাঠেই ক্রিয়াদি সম্পাদন করেন! তাঁহারা নামের পর কুলোপাধি বা বংশপরিচায়ক সংজ্ঞা সন্নিবেশিত করিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। বিশেষতঃ বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোথায়ও যখন কায়স্থগণ দাস স্বীকার করেন না, তখন ইহা-দের মধ্যেই বা উহা সীমাবদ্ধ থাকিবে কেন? অচিরেই এ প্রথার বিলোপ সাধন হইবে, সন্দেহ নাই।

শূদ্রগণ বর্ত্তমানে আত্ম গোপন করিবার খুব চেষ্টায় আছে। তাহারা অনে[ক] স্থলে শূদ্রধর্ম্ম ও দাসত্ব কর্ম্মের প্রতি ঘোরতর অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে, ... গৌরবা[ন্বিত] ত্যাগে উদ্যত হইয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ জাতীয়ের গৌরবান্বিত বিশেষ উপাধিগুলি আপনাদের নামের সঙ্গে সংযোজিত করিয়া গা ঢাকা দিতেছে— মজুমদার, সরকার, ভৌমিক, বিশ্বাস প্রভৃতি হইতেছে। কিন্তু সমাজের চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। সমাজে তাহাদিগকে পূর্ব্বে যে জাতি বলিয়াছে আজও তাহাই বলিতেছে। কিন্তু তাহাদের এই ব্যবহারকে উপেক্ষা চক্ষুতে দেখিয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি করাও সঙ্গত মনে করিতেছে না। ইহাতে তাহাদিগকে কুকার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে কার্য্যতঃ ফল বিষময় হইয়া দাঁড়াইতেছে। অন্ততঃ ২০ বৎসর পূর্ব্বে কাগজ পত্র তল্লাস করিলেই তাহাদের এ চাতুরী ধরা পড়িবে। দেখা যাই[বে] তখনও তাহাদের গৌরবান্বিত কোনও উপাধি ছিল না। একান্ত পক্ষে দাস কর্ম্মের ২।১ টা হীনত্ববাচক উপাধি ছিল। তখন তাহারা কেহ চাকর, কেহ বেহারা, কেহবা চৌকিদার ইত্যাদি ছিল। আদালতের নথি পত্রে দে[খা] যাইতেছে পিতার নামের কোনও উপাধি ছিল না। কিন্তু পুত্রের স্কন্ধে খুব রকমের একটা উপাধি আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে। পুত্র উহার ভার পি[তার] স্কন্ধেও চাপাইতেছে অজস্র অর্থ ব্যয়ে জমিদারের সেরেস্তা হইতে তাহাদের পি[তা] পিতামহের আমলের উপাধিগুলি রহিত করিয়া নিজেদের যথেচ্ছ উপাধি জারি করা হইতেছে। তদর্থে পাট্টা কবুলিয়ত দাখিলা পত্র পরিবর্ত্তন চলিতেছে। তাহারা বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হয় হউক, রাজা, মহারাজা উপাধি লাভ করুক, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, কেবল আমাদের অনুরোধ যেন কায়স্থের কুলোপাধি গুলিকে লইয়া কখনও টানাটানি ক[রিতে] প্রবৃত্ত না হয়। এজন্য কায়স্থ ভ্রাতৃগণকে সতর্ক হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ [করি]। তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর প্রাগুল্লিখিত বিশেষত্বের প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়া সামাজিক ... প্রবৃত্ত হউন।

শ্রীকালীকৃষ্ণ মজু[মদার]।

সেখ শুভোদয়া।

(৩)

পুন রাগামি দিবসে পুন রায়াতিতে। নৃপঃ পুন র্দ্যূতং প্রবর্ত্তেত রাজাচ মন্ত্রিণা[সহ] ... । খেলয়মানে রাজনি কাপি বণিগ বধূঃ কর্ত্তু রুদ্দিশ্য স্বামিনং ধৃত্বা রুদিতবতী পথি গচ্ছন্ সমায়াতি,রাজা কা রোদিতি তামানয়,সেকোপি তদ্বাক্য মশ্রৌষীৎ শ্রুত্বা ... ততস্তা মানীতবান্, তদানাং তাং বণিগ্ বধূং অপশ্যৎ, তস্যাহস্তে ছুরিকা ... বস্ত্রেণ স্বামিনং স্ব মাত্মনি বিবন্ধ্যা বতিষ্টতে তাং দৃষ্টাসেকো অবদৎ ভবিত্রি ... ধরিতি, কেন হেতুনা স্বামিনা সহ আত্মনং নিবধ্যাবতিষ্ঠতে ছুরিকাং বাম- ... কৃত্বা কর্ত্তুরুদ্দেশ্য কেন হেতুনা রোদিতি ? ইত্যুক্তে সতি বনিগ্বর বধূঃ ... শ্রাবয়ামাস ভো মহাবুদ্ধে অয়মেব মমভর্ত্তেতি গঙ্গায়াং মৃত্যুকামাগমিষ্যে ... বাকুলেন মাং মাতা পিতরৌ বারয়িত্তু মপেক্ষেতে তদ্ধেতুনা অয়ংবিধি রিতি বলাৎ ... গোপিমাংরক্ষতি তস্মৈবধং প্রদাপয়িষ্যাম্যহং পুনশ্ছুরিকাং হৃদয়ে প্রদাপয়িষ্যামি ... যাস্যেতি তথাচোক্তং।

গতিস্ত্রীনাং সদাভর্ত্তা নদীনাং সাগরোগতিঃ।
শত্রুভি পীড্যমানানাং নরানাং পার্থিবোগতিঃ॥

পতিরেব গতি স্ত্রীনাং ইহলোকে পরত্রচ। অতএবোক্তং। ষষ্টিবর্ষ সহস্রানি ... নিলোমানি মানবে তাবদ্বর্ষ বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি। ততোবিজ্ঞায় ... কোহবদৎ অবলে কথ মেতাদৃশী বদসি ত্বমপি মাজাব ? যদ্যপি অগ্নিনা তাপিতা ... য়াসে জন্মান্তরিকৈহিক কলুষ কারণাৎ তদাকরোষি কিং ? অতুলকীর্ত্তির্ভ- ... তাসি ? যন্মান্তরিক কলুষং ধাত্রা ব্যতিরেকেন কো বিজানাতি। ততঃ সাশ্রুতবতী ... কণাৎ তস্যাং শ্বশুরঃ তাং কর্ণচপেট মবদীৎ হে পাপীয়সি রাজা মন্ত্রিণাসহবর্ত্ততে ... ভাবং বাচাটা নিলজ্জা বিকথসে কিং ? ১

অর্থ—পুনর্ব্বার আগামী দিবসে মন্ত্রীর সহ রাজা ঐ স্থানে আসিয়া পাশা ... ক্রীড়াতে আরম্ভ করিলে,খেলা চলিতেছে এরূপ সময় মাধবীনাম্নী কোন এক বণিক্ ... পত্নী, তাহার মৃত স্বামীকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার উদ্দেশে রাজ পথ দিয়া আসিতেছে জানিতে পারায়,রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কে কাঁন্দিতেছে ? তাহাকে ... আন। সেক (সহ জালাল তবরেজ) ঐ কথা শুনিয়া বণিক্ বধূকে তাহার নিকটে আনাইলে দেখিতে পাইলেন—তাহার মৃত স্বামীকে বস্ত্র দ্বারা নিজের শরীরের সঙ্গে বাধিয়া একখানা ছুরি হাতে করিয়া রহিয়াছে। সেক ঐরূপ অবস্থা

DOUBLE COLOUR

দেখিয়া জি াসা করিলেন ভদ্রে! একি দেখিতেছি—এক ব্যক্তিকে নিজের শরীরের সঙ্গে কেন বাধিয়া লইয়াছ? কেন বামহস্তে একখানা ছুরিকা দেখিতেছি? কেনই বা রাজার উদ্দেশে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছ? এই প্রশ্নের উত্তরে বণিক্ পত্নী সেককে বলিল হে মহাবুদ্ধি এই মৃত ব্যক্তি আমার স্বামী, আমি মৃত সঙ্কল্পে গঙ্গাতীরে যাইতেছি, আমার মাতা পিতা শোকে ব্যাকুল হইয়া আমার বাধা না দেয় সেই জন্যই আমার এইরূপ অবস্থা। যদি কোন ব্যক্তি আমার কার্য্যে বল পূর্ব্বক বাধা দেয় তবে তাহাকে হত্যা কার্য্য সম্পাদনের পর ছুরিকা আমার বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিয়া পতিদেবতার অনুগামিনী হইব। (চোক্তং) সেই প্রকারই শাস্ত্রের আদেশ আছে,—

সর্ব্বদা ভর্ত্তাই স্ত্রীলোকদিগের আশ্রয় দাতা। সমুদ্রই নদী সকলের আশ্রয় স্থান এবং রাজাই শত্রুপ্রপীড়িত মনুষ্যগণের আশ্রয় দাতা। এই কারণেই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—যে স্ত্রী ভর্ত্তার অনুমৃতা হয় সেই স্ত্রী তাহার শরীরে যত লোম আছে তত সংখ্যক ৬০০০০ ষাট হাজার বৎসর স্বর্গধামে বাস করে। এই কথা শুনিয়া সেক বলিতে লাগিল, হে অবলে! কেন এরূপ বলিতেছ? তুমিও মরিতে ইচ্ছা কর? যদি ঐহিক বা জন্মান্তরীণ পাপের প্রাবল্যে চিতাগ্নির উত্তাপে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে হয় তখন কি করিবে? তাহা হইলে তোমার কিরূপ কীর্ত্তি (অর্থাৎ কলঙ্ক) হইবে ভাবিয়া দেখ দেখি, বিধাতা জন্মান্তরীয় কাহার কি পাপ আছে তাহা কে জানিতে পারে?

অনন্তর বণিগ্‌বধূ মাধবী বলিতে আরম্ভ করিলে তাহার শ্বশুর উহার কর্ণে চপেটাঘাত করিয়া বলিল—পাপীয়সি! এই স্থলে মন্ত্রির সহিত রাজা অবস্থিতি করিতেছেন তুই বাচাল-স্বভাবা (অসম্বন্ধ প্রলাপিনী) আত্মশ্লাঘা করিতেছিস কেন?

ততো ক্রুতবতী সা মাং মৃতা বুয়মেবসর্ব্বেজ্ঞাপয় ময়া সেকপাদৌ বিদিত ইত্যুক্তে রাজ গৃহে অপ্সরো যোগ্যা বিদ্যতে শূকরীমিব মাং হিংসি কথং? ইত্যুক্তে সমাচ্ছন্নে মন্ত্রিণোঽবদন্ ভবিত্রি, যদুক্তং সেকোঽপি ক্রুত তদুক্তং বোধয়সে যদ্যপি মহৎ পাপং বিদ্যতে ইতি ন্যায়িকং জ্ঞাত্বা বণিগ্‌ বধূ অব্রবীৎ যতঃ

দোষোপাত্তি গুণোপাস্তি নির্দ্দোষো নৈব জায়তে।

সুকুমারেহ পঙ্কজে নালং ভবতি কর্কশম্।

ততঃ সভাসদা উচাঃ ভবিত্রি, মৃত্যু কারণং যদ্যপি কিঞ্চিৎ কলুষং তদাপ্রায়শ্চিত্তাৎ মুক্তাসি "শুদ্ধিস্তস্য বিকথনাৎ"।

বণিগ্‌ বধূঃ কথয়তি ধর্ম্মস্তমেব সাক্ষী। অকস্মাৎ কশ্চিদ্দিবসে গঙ্গায়াং স্নাতোঽস্মি, স্নানান্তে গঙ্গাতীরে কেশানু প্রসার্য্য সমবতিষ্ঠেয় দুর্দৈবাৎ রাজশ্যালঃ রাজপ্রধানাশ্বারূঢ়ঃ তোয়পানার্থং তত্র সমায়াতঃ। সমায়াতে মাং দৃষ্ট্বাবদৎ হে ভবিত্রি, মমাননং পশ্য মাংভজস্ব।২

অর্থ—অনন্তর বণিগ্‌বধূ বলিল আপনারা আমাকে মৃতা বলিয়া মনে করুন, আমি মনে ঐ সেকের চরণ যুগল জানি, রাজগৃহে অপ্সর তুল্যা কত স্ত্রী আছে, শূকরী তুল্য আমার উপর ইহাদের দুর্দৃষ্টি কেন পরিবে? এই পর্য্যন্ত বলিলে রাজমন্ত্রীগণ তাহার উক্তিতে বাধা দিয়া বলিতে লাগিল, কল্যাণী সেক যাহা বলিয়াছেন বুঝিয়াছ? যদি তোমার মহৎ পাপ থাকে? বণিগ্‌বধূ ভাবিল ইহারা ন্যায্য কথাই বলিতেছে। যেহেতু

কোন বস্তুই নির্দ্দোষ নহে সকল বস্তুতেই দোষও আছে গুণও আছে, এরূপ সুকোমল কমণীয় পঙ্কজ তাহার নালটী কর্কশ হয়।

রাজার সভ্যগণ বলিলেন—যদি তোমার অনুরূপ মৃত্যুর কারণ কোন পাপ থাকে তাহা হইলে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্তা হইবে, পাপ প্রকাশ করিয়া বলিলে অনুতাপাদি দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বণিগ্‌বধূ বলিতে আরম্ভ করিল—"ধর্ম্ম তুমি সাক্ষী" আমি কেবল স্নান করার জন্য গঙ্গাতীরে আসিয়া স্নানান্তে গঙ্গাতীরে মুক্ত কেশে বিচরণ করিতেছি সেই সময়ে রাজার শ্যালক রাজার প্রধান অশ্বে আরোহণ করিয়া জল পানার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইলে আমাকে দেখিয়া বলিল "ভদ্রে আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, আমাকে ভজনা কর।২

যদ্যদ্ ভূষা তব বিদ্যতে ততোঽধিকং দাস্যামি, ময়াসহ সঙ্গং কুরু, অহং কিং বদামি নশক্নোমি, সর্ব্বথা তব বশোঽহং যদ্ব্রবীষি তৎ করিষ্যামি নান্যথেতি। অন্যৎ যদ্ব্যাদিক মপেক্ষতে তৎসর্ব্বং প্রদাপয়িষ্যামি ইতি পুনঃ পুনর্ব্বিবদতে, রাজ্ঞোবিভেমিন। এতানিতমপি বিবদমানং কিঞ্চিদপি ন ভাষেঽহং। পুনরপি বদতে কথয়েৎ! প্রত্যুত্তরং দদাসি বিধৃতা নিজালম্বং নয়ামি তদা ত্বাং কো রক্ষতি?

ইতি বিজ্ঞায় অহং কথিতবতী রে মূঢ়! কামান্ধ! ত্বমপি কঃ অহমপি কা। পরদারা ন কদাপি ভদ্রং, এক ভর্তৃকা অহং, ত্বমপি রাজপুত্রোসি ত্বং জ্ঞাত্বা শ্রূয়তে অয়ং রাজ শ্যালকঃ পারদারিকঃ কুৎসিৎ কর্ম্মা, যস্য লোকে নিন্দা জীবনং নিষ্ফলং নান্যথেতি। কস্য শক্তির্বিদ্যতে বিজয়রাজ্যে পরস্ত্রী ধর্ষিতুং

শঙ্কোতি ? পুনর্বহুতরংপারুষ্যং বচনৈস্বং তর্জ্জিতাস্মি, পুনঃসোপি নানা কাকু… করোতি, পুনর্ব্বলাৎ হর্ত্তু মপেক্ষতে ততোময়াপি ছদ্মনা বোধয়ামাস হে মূঢ়… মন্মেতৎ কর্ত্তুং কিঞ্চিদপি নজানীসে ইত্যাদিতে সতি অস্মাকং সর্ব্বাগ্রামিণঃ সমা… তৈঃ সহ নিজালয়ং সমাগতাস্মি।৩

বঙ্গার্থ—"তুমি আমার সহিত অভিসার প্রতিজ্ঞারূঢ় হও। আমি কি করিতে… পারি, তোমার যে যে অলঙ্কার আছে তাহা হইতে অধিক আভরণ তোমাকে… আমাকে সকল প্রকারে তোমার বশতাপন্ন বলিয়া জানিও, যাহা বলিবে তা… করিব ইহার অন্যথা হইবে না, তুমি পান ভোজনার্থ যে দ্রব্য যখন মনে ক… সে সমস্তই আমি তোমাকে দিব। আমি রাজাকেও ভয় করি না।" এইরূপ… ম্বার বলিতে লাগিল, আমি তাহাকে কোনরূপ প্রত্যুত্তর না দেওয়াতে সে পুন… বলিল এ কি ? কোন প্রত্যুত্তর দিতেছ না কেন ? আমি তোমাকে বল… নিজগৃহে লইয়া যাইব কে রক্ষা করিবে ?

এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম রে কামান্ধ মূর্খ! তুমি কে আমি… চিন্তা করিতেছ না, পরদার সেবা কখনও মঙ্গলদায়ক নহে, আমি একপত্নী… তুমিও রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ তোমার এই ব্যবহার লোকে জানিলে… বলিবে—এই রাজ শ্যালক অতীব দুশ্চরিত্র পরদার পরায়ণ, যাহার এইরূপ… নিন্দা হয় তাহার জীবনই নিষ্ফল বলিয়া নিশ্চয় জানিবে। ইহাও মনে… এই বিজয়রাজ্যে (লক্ষ্মণসেনের পিতামহ বিজয়সেনের সময় হইতে এ… রাজ্যের বিজয়-রাজ্য বলিয়া একটী আখ্যা হইয়াছিল কাহার সাধ্য আছে… প্রতি বল প্রকাশ করিতে পারে ? এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা তাহাকে না… তিরস্কার করিলে সে নানাপ্রকার কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল।… ভাব ভঙ্গীতে বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল,… ঘটনায় আমি আত্মগোপন করিয়া উহাকে প্রবোধ বাক্য বলিলাম যে "তুমি… মূর্খ, তুমি পরস্ত্রী ইপ্সিত বিষয়ে অনভিজ্ঞ" ইত্যাদি শান্তনা বাক্য বলিতে… গ্রামের অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল আমি তাহাদের সঙ্গে নি… চলিয়া গেলাম।৩

পুনঃ সোপি রাজশ্যালকঃ কুমারদত্ত নামা কাচিৎ গ্রামনী নাপিতবধূং সমেতাং নানা কাকুবাদং কৃত্বা মাং প্রস্থাপয়িত সাসমেত্য নাপিত কর্ম্মকুর্ব্বতী মামব্রবীৎ হে সুন্দরি! তব রূপ-যৌবন-লাবণ্য-সৌন্দর্য্যং সোপি কুমারদত্তো মৃত্তবদস্মাকং গৃহে সমবতিষ্ঠতে বদতিচ নানালঙ্কারাদিকং দাস্যাপি তব বিত্তসন্দেশ শর্করাদিকং প্রেষিতং তস্মৈ প্রসন্না ভব যতশ্চ—

অভ্রচ্ছায়া সমা প্রীতির্নব শস্যানি যোষিতঃ।
কিঞ্চিৎকালোপভোগ্যানি যৌবনানি ধনানিচ॥

ইত্যুক্তে সতি তস্যাঃ শ্বশুরঃ তাং বারয়ামাস হে দুষ্কৃতকারিণি! ক্ষমস্ব আত্মনো …গুণং প্রসর্পোতে কিং ? পূর্ব্বং সর্ব্বে বিজ্ঞাতা পুনরিদানীং কিং ? ইতি মৌন …ধারীয়তে।

সেকোঽবদৎ অরে পাপ বণিক্! কথমেতাং নিবারয়সি ? কথয়তু সা মমাগ্রে। পুনঃ সা কথয়তি। কিমুবাচ তদেবাহ। ততোময়োক্তং তাং নাপিতবধূং হে পাপীয়সি! ত্বমপি কার্য্যার্ত্তা পুনঃ সোপি কামার্ত্তঃ। নদৃষ্টং নশ্রুতং পরদারাঃ ভদ্রং, …হং সম্বামিকা মম শ্বশুরো বিদ্যতেপুনর্মম বহুধনোস্তি। সোঽপি বহুতরং পারুষ্যং …মা পুনরিদানীং তাং প্রেষিতবানাস্তে ময়াতেন সহ কদাচিৎ সময়ো ন কর্ত্তব্যঃ। …তশ্চ—

"যৌবনং ধন সম্পত্তিঃ প্রভুত্ব মবিবেকতা।
একৈক মপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং॥"৪

বঙ্গার্থ—কুমার দত্ত নামধেয় সেই রাজার শ্যালক পুনর্ব্বার নানাপ্রকার কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়া সন্দেশাদি খাদ্য দ্রব্যের সহিত এক নাপিত পত্নীকে আমার নিকটে পাঠাইল। সে তাহার ক্ষৌরকার্য্য করিতে করিতে আমাকে বলিল হে সুন্দরি! তোমার যৌবন-সুলভ-রূপলাবণ্য-সৌন্দর্য্য-বিমোহিত কুমার দত্ত আমার গৃহে অবস্থিতি করিতেছে। সে এই খাদ্য সামগ্রী চিনি সন্দেশ ইত্যাদি তোমার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছে এবং বলিয়াছে নানাবিধ অলঙ্কার তোমাকে দিবে ও সর্ব্বথা তোমার বশতাপন্ন থাকিবে তুমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হও। যে হেতু—

নূতন শস্য, নবাস্ত্রী, চিত্তপ্রসন্নতা, যৌবন এবং ধন এই সমস্তই মেঘছায়ার ন্যায় কিঞ্চিৎকালমাত্র ভোগ করা যায়।

এই সময়ে বনিক্‌পত্নীর শ্বশুর তাহার কথায় বাধা দিয়া তাহাকে বলিল হে দুষ্কার্য্যকারিণি! আর কি নিজের উদারতা দেখাইতেছ এখন ক্ষান্ত হও, …সেই সকলে এ সকল ঘটনা জানিয়াছে আবার এখন এসব কথা কেন ? এইরূপ বলিলে বণিক্‌বধূ মাধবী নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

তখন সেক বলিল রে পাপাচার বণিক্! ইহার কথায় বাধা দিতেছ কেন, আমার নিকটে সমস্ত ঘটনা বলিতে দেও। এই কথা শুনিয়া বণিক্‌বধূ পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল।—

তদনন্তর আমি নাপিত পত্নীকে বলিলাম রে পাপ-কারিণি! সেই কুমার দত্ত কামপীড়িত, তুমি তোমার এই দূতি-কার্য্য সম্পাদনের জন্য পীড়িত, কখন কি দেখ নাই বা শুন নাই যে পরদার চেষ্টা মঙ্গল দায়ক হয় না? আর দেখ আমার স্বামী বর্ত্তমান, শ্বশুর শাশুড়া আছেন, আমার যথেষ্ঠ ধন সম্পত্তি আছে এই অবস্থায় সেই কুমার দত্ত আমার নানাবিধ দুর্ব্বাক্য শুনিয়াও পুনর্ব্বার তোমাকে প্রেরণ করিয়া কি আশা করিতেছে? আমি তাহার সহিত কখনও কোন অঙ্গীকার করিব না।

যৌবনকাল, অর্থ সম্পদ, স্বাধীনতা এবং অবিবেচকতা ইহার প্রত্যেকটীই অনর্থের কারণ, যেথানে এই চারিটীই বর্ত্তমান সেই ক্ষেত্রে আর কথা কি! অর্থাৎ নিশ্চয় অনর্থ উপস্থিত হয়।৪

পুনর্ব্বিবদসে যদি যথাযুক্তং শাস্তিং করিষ্যামি। পনর্ব্বহুতর পরুষবচসা তাং তর্জ্জিতাস্মি। সাগ্রমনী রোদমানাগতা। গতে সতি পথি বিবদতে মম প্রভাবং নজানীষে তৎকরিষ্যামি যদ্দেশে স্থাতুং ন শক্নোষি ইত্যুক্তা চলিতাচ, কুমারদত্তা প্রহসিত বদনা বৃত্তান্তমাহ চ কিং সর্ব্ব মেতদ্ভবিতব্যং যত্র ময়াগম্যতে তত্র নাস্ত্যেতি ধৈর্য্যমবলম্ব্যতাং সুস্থোভব। ইতিশ্রুত্বা তাং কুমারদত্তঃ ধনেন প্রোৎসাহয়ামাস, সা শনৈঃশনৈঃ কথয়তি কুমার দত্তায় ভবিতব্যতা হেতুঃ গৃহে সর্ব্বদা স্বামি শ্বশুরৌ বিদ্যতে কিঞ্চ সাপি বণিগ্ বধ্ তাং ক্রতেযদ্যপি কার্য্যং কর্ত্তু মপেক্ষতে তদামমোক্তানি শ্রূয়তাং মম স্বামি শ্বশুরৌ দ্বিগুণ বেতনং স্বীকৃত্য *** কুত্রচিন্নয়তু ইত্যুক্তা প্রহসিত বদনা সা চলিতা চ।

আগামী দিবসে নাপিতপত্নী-বাগ্মিমোহিত কুমারদত্তঃ মম গৃহে সমায়াতঃ আগত্য মম স্বামী শ্বশুরৌ বচসা প্রতিপাদিত ভো বণিজো পিতা পুত্রৌ মমায়তনং গম্যতাং। সুবর্ণস্য নানালঙ্কারং গঠিতুং দ্বিগুণং বেতনং প্রদাতব্যং সাক্ষান্মুদ্রা পঞ্চকং প্রদত্তং।

ময়া নিবারিতৌপি, মাং তর্জ্জিত্বা গতৌ, গতেচ বহু সুবর্ণং গঠিতুমারব্ধং সমাপ্তে সতি মিথ্যা পরিবাদো দত্তঃ বদতিচ মমাষ্ট পলং (৩।/২—৮+২৩৸। রতি) সুবর্ণং ন্যূনং ভূতং ইত্যুক্তা মম স্বামি শ্বশুরৌ নিবন্ধনং কৃত্বা স্থাপিতৌচ। গ্রামনীং কুমারদত্তঃ প্রোবাচ হে গ্রামনী! যাহি যাহি সর্ব্বং ভবতা অভিমত কৃতং ত্বমপি ত্বরয়াগচ্ছ ততো গ্রামনা মন্দং মন্দং গচ্ছতি মমাগ্রে সমাযাতে সতি শনৈঃ শনৈঃ মামুবাচ শৃণু সুন্দরি! মমবচনং তব স্বামি শ্বশুরৌ অবরুদ্ধৌস্থিতে ইদানীং সময়ং কুরু, তচ্ছ্রুত্বা ত্বামহং তর্জ্জয়ামাস গৃহ সম্মার্জ্জন্যা তাড়য়ামাস চ তস্ক সাশ্রুদতী গতাচ সর্ব্বং মিথ্যা কুমারদত্তায় প্রতিপাদিতঞ্চ।

কিংতৎ শৃণু "মাধবীক্রতে সোহপি বিভেতি কানপিন মম শ্বশ্র চক্ষসা নগুতি অৰ্দ্ধদিনে যথেচ্ছয়া সমায়াতু ইত্যাদিতে সতি সোপি কুমারদত্তঃ অর্দ্ধদিনে মমগৃহে সমায়াতে ময়ি পলায়িতে সাত মম বস্ত্রান্ত বিধৃত্য স্বয়াব লম্বনং কৃতক।৫

বঙ্গার্থ—যাহা হউক পুনর্ব্বার যদি ঐ অপ্রিয় কথা বল তবে যথোচিত তাহার প্রতিবিধান করিব। এইরূপ নানাবিধ দুর্ব্বাক্য বলিয়া তাহাকে ক্রোধের সহিত ভর্ৎসনা করিলে নাপিতিনী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে স্বগত বলিতে লাগিল—"আমার ক্ষমতা জান না যাহাতে দেশে থাকিতে না পার তাহাই করিব" চলিয়া যাইয়া কুমার-দত্তকে হাসিতে হাসিতে বলিল "আর কি সকলই হইবে, কোন স্থানেই আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয় না ধৈর্য্যাবলম্বন কর স্থির হও। এই কথা শুনিয়া কুমারদত্তও নাপিত পত্নীকে অর্থ দিয়া উৎসাহিত করিল।

নাপিতিনী কুমারদত্তকে ধীরে ধীরে বলিল— তাহার গৃহে স্বামী ও শ্বশুর রহিয়াছে এখন ভবিতব্য, যাহা আছে তাহাই হইবে। কিন্তু সে তোমাকে বলিয়াছে যে যদি আমাকে ইচ্ছা কর তবে আমার কথা শুন,—আমার স্বামী ও শ্বশুরকে দ্বিগুণ বেতন স্বীকার করিয়া কোন স্থানে লইয়া যাইতে হইবে এই কথা বলিয়া হাস্য বদনে চলিয়া গেল।

নাপিতপত্নীর এই মিথ্যা বাক্যবিমুগ্ধকুমারদত্ত পরদিনে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামী ও শ্বশুরকে বলিল "কতকগুলি সুবর্ণের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইবে দ্বিগুণ বেতন দিতে প্রস্তুত আছি তোমরা পিতা পুত্র দুজনেই আমার গৃহে চল" এই কথা বলিয়া তখনই পাঁচটী মুদ্রা উহাদিগকে দিল।

আমি যাইতে বারণ করিলে আমাকে ভৎর্সনা করিয়া চলিয়া গেল। কুমার-দত্তের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করার পরে উহাদের উপরে এক মিথ্যা অপবাদে অভিযোগ আনিল যে—আটপল (একপলে ৩।/০ রতি) স্বর্ণ অপহরণ করিয়াছে, এই অভিযোগেই দুজনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

অনন্তর কুমারদত্ত নাপিতপত্নীকে বলিল "তোমার অভিমত সকল কার্য্য [illegible] এখন [illegible] নিকট যাও। নাপিত পত্নী আমার নিকটে ধীরে ধীরে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল "হে সুন্দরি! আমার কথা শ্রবণ কর তোমার স্বামী ও শ্বশুর অবরুদ্ধ আছে, এখন অঙ্গীকার কর" আমি

এই কথা শুনিয়া ভংসনা করিতে করিতে সম্মার্জ্জনী দ্বারা তাহাকে তাড়না করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে চালয়া গেল। এবং কুমারদত্তের নিকটে যাইয়া (আমার সম্মতি সুচক) সমস্ত মিথ্যা কথা বলিল। কি বলিয়াছিল তাহা শ্রবণ করুন—"বণিক্ পত্নী মাধবা বলিল আমি কাহারও আর ভয় করি না, আমার শাশুড়ীও চক্ষে দেখিতে পায় না সে মধ্যাহ্ণ সময়ে নির্ভয় চিত্তে আসিতে পারে" এইরূপ মিথ্যা বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কুমারদত্ত (মধ্যাহ্ণ সময়ে) আমার গৃহে উপস্থিত হইলে পর আমি পলায়নের চেষ্টা করিলে সে আমার বস্ত্রান্ত ধারণ করিয়া রসোদ্বীপনের জন্য শরীর স্পর্শ করিল।৫

ময়া উচ্চাবচং পিতুরুদ্দিশ্য, রোদিষ্যে রুদিতে সতি তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বে লোকাঃ সমাযাতাঃ কুমার দত্তং বিধৃত্য মন্ত্রিণে গোচরী কৃতশ্চ মন্ত্রী বদতি ময়া যথোচিতং করিষ্যামি। কিঞ্চ রাজশ্যালকোঽসৌ পুনরপি রাজপত্নী বল্লভা তস্যাভ্রাতা তস্মাদহং শাস্তিং কর্ত্তুং ন শক্নোমি কিঞ্চ শাস্তি র্ভবিষ্যতীতি নান্যথেতি। রাজসভায়াং গচ্ছথ অহং পশ্চাদাগমিষ্যামি ইতি বিজ্ঞায় সর্ব্বেজনাঃ মাধবীং পুরঃসরং কৃত্বা রাজ সভায়াং গতবন্তশ্চ।

রাজ্ঞে সর্ব্বে প্রণেমুঃ। লোকা বিবদন্তে হে মহারাজাধিরাজ তব নগরীং স্বকায়াখ্যানং কৃত্বা কৃতবানসি ইদানীং সর্ব্বং ধর্ম্মবিরুদ্ধং ভূতং অস্মান্ সমাজ্ঞাপয় যথেচ্ছয়া গমিষ্যামঃ ইত্যুদিতে সর্ব্বে সভাসদঃ অন্যোঽন্যং নিরীক্ষণং কৃত্বা স্থাণুপ্রায়াঃ তস্থুঃ।

ততো জগদ্গুরু গোবর্দ্ধনাচার্য্য উবাচ— ভোঃ জনাঃ কার্য্যং বদত ততঃ কুটুম্বৈ রাজ্ঞপ্তয়া ময়া পলিনা ভূমৌ নিপত্যসর্ব্ব মশেষেণ কথিতং। তথাহি বণিগহং মাধবী নাম্নাহং রাজ শ্যালকোয়ং কুমারদত্তঃ মমগৃহংবলাৎ প্রবিশ্য বস্ত্রং বিধৃত্য স্তন মর্দ্দনং কৃতং। ততঃ আরাবং কুর্ব্বন্ত্যাময়া মমগৃহং জনাঃ তূর্ণং আয়াতাঃ। তৈ বদ্ধোঽসৌ কামান্ধঃ শ্যালকঃ শ্রীমতা মিতি অত্র যথোচিতে দণ্ডে শ্রীমন্তঃ প্রমাণ মিতি। ইত্যুক্তে সতি রাজমহিষী বল্লভানাম্নী চেটিকাভি রুক্তা তত্রাজগাম, আগত্য স্বয়ং মালিন্য মন্ত্রিণ মুমাপতিধরং ভ্রাতুর্ব্বিরোধিনং উদ্দিশ্য জগাদ। হে সভাসদ! পাপিষ্ঠে সাবুমাপতিধরঃ তস্যৈব এতৎ কৃত্যং ইতি বিজ্ঞায় যৎ কর্ত্তব্যং তদ্বিধীয়তাং। রাজ্ঞ্যা ইতি ভাষণং শ্রুত্বা মন্ত্রী মৌনং আলম্ব্যতে তথৈব রাজাপি তথৈব সভাসদাশ্চ তততোমামাপি ভৎসয়ামাস রাজ্ঞী—নির্লজ্জে পরপুরুষরতে জারিনীকস্য বচস।৬

বঙ্গার্থ—আমি 'বাবা' বলিয়া নানা বিধ অর্থাৎ কখন উচ্চস্বরে কখনও মৃদুস্বরে কখনও বা চিৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে প্রতিবেশী

...লে আসিয়া কুমারদত্তকে ধরিল। এবং রাজ-মন্ত্রী উমাপতিধরের নিকটে উপস্থিত ...য়া সব বৃত্তান্ত জানাইল। মন্ত্রী বলিলেন—আমি যথোচিত বিধান করিব, কিন্তু এই কুমারদত্ত রাজমহিষী বল্লভার ভ্রাতা, তজ্জন্য আমি কোন দণ্ড বিধান করিতে পারিব না, কিন্তু শাস্তি হইবার কোন বাধা হইবেনা। তোমরা সকলে রাজসভাতে ...ন কর আমি পরে আসিতেছি। এই কথা শুনিয়া সকলে মাধবীকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া রাজ-সভাতে গমন করিল। এবং সকলে রাজাকে, প্রণাম করিল।

এই ঘটনা অবগত হইয়া প্রজাবর্গ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিল "মহারাজ তুমি এই বিশাল বিজয়-রাজ্যের, রাজধানী তোমার ...ন্ত প্রিয় বলিয়াই নিজের নামে (লক্ষ্মাবতী) আখ্যা প্রদান করিয়াছ; এখন দেখিতেছি সমস্ত কার্য্যই একান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হইতেছে, আমাদিগকে আজ্ঞা কর আমরা যথেচ্ছা অন্যত্র চলিয়া যাই' এইরূপ ব্যাপারে এবম্বিধ উক্তি প্রত্যুক্তি শুনিয়া সভাসদবর্গ পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত কাষ্ঠস্তম্ভ প্রায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তখন (অন্যতম মন্ত্রী) সর্ব্বজন পূজ্য গোবর্দ্ধনাচার্য্য বলিলেন হে প্রজাবর্গ। কি ব্যাপার ঘটিয়াছে প্রকাশ করিয়া বল।

অনন্তর আমি আত্মীয় স্বজন কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া হস্ত দ্বারা ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত ঘটনাবলি বলিতে আরম্ভ করিলাম,—

"আমি একজন বণিকের ভার্য্যা আমার নাম মাধবী, রাজশ্যালক এই কুমারদত্ত আমার গৃহমধ্যে বল প্রকাশে আমার পরিহিত বস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আমার স্তন মর্দ্দন করিয়াছে।

ঐ সময়ে আমি চিৎকার করিয়া উঠিলে প্রতিবেশী সকলে আসিয়া মহারাজের এই কামান্ধ শ্যালককে অবরুদ্ধ করিয়া রাজসন্নিধানে আনিয়াছে, এখন মহারাজ আপনি প্রভু, যথোচিত দণ্ডবিধানের কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।

বল্লভানাম্নী রাজমহিষী পরিচারিকার মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সভামণ্ডপ সন্নিধানে আসিয়া অন্তর্দ্বার অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ভ্রাতার বিরোধি মন্ত্রী উমাপতিধরকে লক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে সভ্যগণ! এই উমাপতিধর পাপিষ্ঠ তাহারই চক্রান্তে এই অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।"

রাণীর এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী, রাজা, এবং অন্যান্য সভাস্থ সকলে মৌন অব-

ক্রন্দন করিয়া রহিলেন, তৎপর রাণী আমাকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন—নির্লজ্জে ! ব্যভিচারিণি ! কুলটা ! তুই কাহার কথা ক্রমে।৬

মমভ্রাতরং দূষয়সে যস্য বচসা কৃতমেতং দিনান্তরে দিনান্তরে তস্য তবাপি শাস্তিমেব বিধাস্যাপি যেন কস্মিংশ্চিৎ কালে কস্যাপি বচসা নৈতৎসমা চরসি। অস্যামনসা চিন্তিতং অস্তুতাবৎ যথোচিতং পরং বা কিং ভবিষ্যতি।

ততোঽহং রাজপত্নী সমীপং গত্বা তস্যাঃ পাদ বন্ধনং কৃতবতী কিঞ্চিদবাদিষম্। "হে মাত ধর্ম্মপরে ক্ষমস্ব গৌড়বিষয়ে মহারাজ শ্রীমল্লণসেনঃ সমরবিজয়ী তস্যৈক পত্নীক্ষমস্বসেতি। অস্মিন্রাষ্ট্রে স্বাশ্বতোধর্ম্মঃ আসীৎ কোপি বলাবলং কর্ত্তুং ন ক্ষোভতি। ইদানী মবধারিতং ভোগ্যোয়ং বসুন্ধরেতি মাজ্ঞাপয় করোমি কিং। পিতৃকুলে অস্ত্যেষ ব্যবহারঃ যস্য কস্যাপি স্ত্রিয়ঃ যেন কেন বা গৃহ্যন্তে তদাজ্ঞাপয় মাজ্ঞাপয় তবৈব ভ্রাতরং ভজামি।

ইত্যুচ্য মানা এব মমকেশান্ বিধৃত্য পাদেন তাড়য়ামাস ভয়াৎ কেনাপি রক্ষিতাহং ততোঽহং সভাসদঃ কিঞ্চিদবাদিষং।

"ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধাঃ
বৃদ্ধা নতে যেনমবন্তি ধর্ম্মং।
ধর্ম্ম্যঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি
সত্যং নতদ্যচ্ছল মভ্যুপৈতি।

তদনন্তরং গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ রাজানং ভৎসয়ামাস। তথাহি—"ভবান্ যাদৃশ ধার্ম্মিকঃ তদবগতং শ্রীমতাং রাজ্যং অচিরান্নষ্টং ভবিষ্যতীতি, ইত্যুক্তা 'খনিত্র' মাদায় ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণঃ রাজপত্নীং হন্তু মুদ্যতোঽভূৎ।

সগর্ব্বে ! রাজপত্নী মাত্মানং জ্ঞাত্বা অধর্ম্ম মাচরসি, তব ভ্রাতাপি ধর্ষিতে ত্বমপি তাং তাড়য়সি ! অচিরাদেষাশ্রীনষ্টা ভবিষ্যতীতি লক্ষতে।

শ্রুতমস্তি দ্বাপঞ্চাশৎ পুরুষাঃ পালবংশাঃ রাজ্যং কৃতবন্তঃ তৎ কার্য্যং সর্ব্বৈঃ শ্রূয়তে, পুরা রামপালস্য একঃ পুত্রস্তেন কদাচিদ্ যোষি দ্ধর্ষিতা জ্ঞাত্বা স রাজা তং পুত্রং শূলেন যোজয়ামাস অদ্যাপিতেষাং যশোগীয়তে লোকৈঃ, রামপালো রাজা একমেব পুত্রং অপরাধিন মনপরাধিন স্বা শূলেন যোজয়ামাস !

যাবৎ কীর্ত্তির্মনুষ্যেষু পুণ্যালোকেষুগীয়তে।
তাবৎ স পুরুষ ব্যাঘ্রঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥

ইত্যুক্তা গোবর্দ্ধনাচার্য্যো দণ্ডকমণ্ডলুং গৃহীত্বা যাতি, সর্ব্বেসভাসদঃ স্থাণুস্তম্ভবৎ স্তব্ধাঃ।৭

কার্য—আমার ভ্রাতার অপবাদ করিতেছ, তুমি যাহার কথাক্রমে এই কার্য করিয়াছ আগামী দিনে আমি নিশ্চই তাহার এবং তোমার দণ্ড বিধান করিব, যাহাতে কোন কালে আর কাহার কথাক্রমে এরূপ কার্য্য না কর। রাণীর এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যা হইবার তা হইয়াছে অপর বা কি হয়।

তদনন্তর রাজপত্নীর চরণপ্রান্তে পতিতা আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিতে আরম্ভ করিলাম,—ধর্ম্মপরায়ণা আমার মা আমাকে ক্ষমা কর, এই বিশাল গৌড় রাজ্যের অধীশ্বর সমরবিজয়ী মহারাজ লক্ষ্মণসেন, তুমি তাঁহারই মহিষী, এই আমাকে ক্ষমাকর। এই রাজ্যে ধর্ম্ম নিত্যই বিরাজমান ছিল, কেহ কাহার প্রতি বল প্রকাশ করিতে পারত না ; এখন দেখিতেছি ধর্ম্মের আর শ্রেষ্ঠতা নাই, বলেরই শ্রেষ্ঠত্ব ! বলবানই সকল ভোগ করিবে, আজ্ঞা করুন কি করিব। মা ! তোমার পিতৃকুলে কি এইরূপ ব্যবহার আছে যে, একের স্ত্রী অন্য একজনে লইয়া যাইতে পারে ? যে কাহার স্ত্রী অন্য যাহার ইচ্ছা সে লইয়া যাইতে পারে ? তাহা হইলে আজ্ঞা কর তুমিই আজ্ঞা কর তোমার ভ্রাতাকে ভজনা করিব।

রাণী, এইরূপ বলিলে, আমার কেশাকর্ষণ করিয়া আমাকে পদাঘাত করিতে লাগিল, ভয়েতে কোন ব্যক্তি আমাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না। তখন আমি সভ্যগণকে কিছু বলিলাম যে, যে সভাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি নাই সে সভাই নহে, যে বৃদ্ধজন ধর্ম্ম সঙ্গত কথা না বলে সে বৃদ্ধই নহে, যাহাতে সত্য নাই তাহা ধর্ম্মই নহে, যে সত্যের অন্তরালে ছল আছে তাহা সত্যই নহে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাজাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন—আপনি যেরূপ ধার্ম্মিক তাহা জানিলাম, অচিরেই এই রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া ক্রোধোদ্দীপ্ত ব্রাহ্মণ রাজ্ঞীকে খনিত্র (খন্তি ইতিহাসে আছে এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ আত্মরক্ষার জন্য প্রহরণ 'খনিত্র' ব্যবহার করত) লইয়া রাজ্ঞীর প্রতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন—গর্ব্বিতে ! রাজপত্নী বলিয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছ ? তোমার ভ্রাতা ইহাকে ধর্ষণা করিল ! তুমিও পদাঘাত করিলে ? অচিরকাল মধ্যেই হতশ্রী হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।

শুনিয়াছি পালবংশীয় নরপতিগণ বায়ান্নপুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। যশোগান শুনিয়াছি নরপতি রামপাল পরস্ত্রী ধর্ষণা অপরাধে তাহার একমাত্র পুত্রকে শূলারোপণে প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। অদ্যাপি লোকে বলে রাজা রামপাল

(প্রজার অভিযোগে) তাঁহার একমাত্র পুত্রকে (প্রকৃত অপরাধী কি না জানি না) শূলে দিয়াছিল।

শ্রেষ্ঠ পুরুষের কীর্ত্তি মনুষ্যলোকে যত কাল গীত হইবে তাবৎকাল তাহার স্বর্গবাস হয়।

গোবর্দ্ধনাচার্য্য এই কথা বলিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু গ্রহণ পূর্ব্বক যাইতে আরম্ভ করিলেন, সভাসদ্‌বর্গ স্থাণু প্রায় নিশ্চল নিষ্পন্দ হইয়া রহিলেন।৭

ততো রাজা স্বয়মেব উত্থায় ব্রাহ্মণস্য পাদ বন্দনাদিকং কৃত্বা ব্রাহ্মণং নিবর্ত্তয়ামাস, ময়াপি সভাসদঃ বাক্‌ছলৈঃ স্তম্ভিতাঃ ততো রাজা সব্রীড়ো ভূত্বা স্বয়ং খড়্গাং গৃহীত্বা কুমারদত্তং হন্তুকামঃ স্থিতবান্। অহমপি ত্বরয়া রাজানং নমস্কৃত্য ক্ষময়ামাস। তথাহি রাজন অস্য করাবলম্বনেন মম প্রাণাঃ নগতাঃ নাপি জাতিঃ যথো চ তং ময়া অনেনৈবকর্ম্মণা লব্ধমিতি ক্ষমস্বেতি মমৈব দুর্দ্দৈবাৎ দোষাত্তু পরাভবোভূতঃ ইদানীং সর্ব্বে শান্তি পরাভবন্তু। ইতি গদিতে ময়ি সর্ব্বেবা সাধ্বিতি ব্রুয়ুঃ কুমারদত্তো লজ্জয়া অন্য দেশং জগাম।

ইত্যাত্মনো পূর্ব্ববৃত্তান্তং সেক সন্নিধাবুক্তবতী মাধবী পুনঃ স্বামিনং ক্রোড়ে মাস্থায় ক্ষণং রুরোদ ততো মাধবী ভোমহাসত্ব! ভোমহাবুদ্ধে! ভোসভাসদাঃ! সর্ব্বে যদ্যহং কপট মাস্থায় কথাং কথিতবতী তদা মাং হব্যবাহনো ধীষ্যতীতি।

আদিত্য চন্দ্রা বনিলোহনলনশ্চ দৌর্ভূমি রাপোহৃদয়ং যমশ্চ অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে সন্ধ্যে ধর্ম্মোহি জানাতি নরস্যবৃত্তিং। কিন্তু শূদ্রাহং বক্তুং কিঞ্চিদপিন জানামি বরোমেদীয়তাং ভর্ত্তা সহ মম পারলৌকিং ভবত্বিতি গন্তু মিচ্ছাম্যহং ইত্যুক্ত্বা ভূমৌ নিপপতি।

ততো জ্ঞান বন্ধু সেকঃ ব্রাহ্মণান্ অপৃচ্ছৎ এষা আশ্বাস্যত ইতি ততো ব্রাহ্মণাদিভিরনু জ্ঞাতং সেকঃ তামব্রবীত্তয়া সর্ব্ব মবিতথং কথিতং ত্বং পাপান ভবসি কিং বর প্রার্থ্যাতেত্বয়া। মাধবী অস্মাকং পারলৌকিকং ভবতু। সেকঃ তদস্মাভিঃ দাতব্যং স্ত্রীবধ ভয়াৎ অন্যং বরং বৃণু।

ততঃ সা মনসি চিন্তয়ামাস। বরং দাতু কামোহসৌ, যথাদৃশ্যতে অয়ং তথা শক্তোহসৌ বরদানে। শ্রুতং ময়া ব্যাঘ্র সহিত বনে ব্যাঘ্রৈর্ন খাদিতোহয়ং তস্মাৎ স্বামিনো জীবনং বিনা কিংবরং প্রার্থয়িষ্যামিতি বিচিন্ত্য মাধবী ব্রবীতি ভোব্রহ্মজ্ঞানিন্! যদ্যহং সেবিকা তদামমস্বামী জীবতু। পুনস্তা মাহ সেকঃ ভবিত্রীস্ছলেন ব্রবীষি কথং অন্যং কিঞ্চিং প্রার্থয় যদ্বয়ং বরং দাতুং শক্নুমঃ তবস্বামী বৈদ্যসাধ্যঃ বৈদ্যে যাচ্যতাং।৮

অর্থ—তখন রাজা নিজেই আসন ত্যাগ করিয়া চরণবন্দনাপূর্ব্বক গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে নিবৃত্ত করিলেন। আমিও বাগ্‌জাল বিস্তারে সভাসদ্‌বর্গকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলাম। এইরূপ অবস্থাতে রাজা একান্ত লজ্জিত হইয়া স্বহস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক কুমারদত্তকে দণ্ড বিধান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন আমি ব্যস্ততা সহকারে রাজাকে নমস্কার করিয়া ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করত বলিতে লাগিলাম মহারাজ! এই পাপ কর্ম্মা কুমারদত্তের করস্পর্শে আমার জাতি প্রাণ যায় নাই, আপনাদিগের এই ব্যাপার দ্বারাই আমার রাজদ্বারে অভিযোগের ফল লাভ হইয়াছে, আমারই দুরদৃষ্ট বা অন্য কোন কর্ম্মের ফলে ঐ পরাভব হইয়া গিয়াছে এখন ইহাকে ক্ষমা করুন্ সকলেই শান্তিতে থাকুক। এইরূপ বলিলে পর সকলেই আমার সাধুবাদ করিল।

মাধবী সেকের নিকটে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলার পর পুনর্ব্বার স্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া ক্ষণেককাল রোদন করিল। পুনর্ব্বার মাধবী বলিতে লাগিল হে মহারাজ! হে মহাবুদ্ধি সেক! হে সভ্যগণ! আপনারা সকলে শ্রবণ করুণ যদি আমি কোনরূপ মিথ্যা বাক্য ববিয়া থাকি তবে এই অগ্নিদেব বিচার করিবেন।

সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, পৃথিবী, জল, মন, কাল, দিনরাত্রি, সন্ধ্যাদ্বয় এবং ধর্ম্ম ইঁহারাই মনুষ্যের প্রকৃত মনোবৃত্তি জানেন (ইহারাই সাক্ষী ইহারাই বিচারক)।

আমি শূদ্রা (জ্ঞানহীনা), কোন কথা বলিতে জানি না, আমাকে এই বর দান করুন যে আমি আমার স্বামীর অনুগামিনী (অনুমৃতা) হইতে পারি, এখন আমি যাইতে ইচ্ছা করি। এই কথা বলিয়া ভূতলে পতিত হইল।

অনন্তর জ্ঞান-ধন সেক মাধবীকে সান্ত্বনা করিতে প্রশ্ন পূর্ব্বক সভ্যগণের অনুমতি লইয়া তাহাকে বলিল তুমি পাপিষ্ঠা নয়, সমস্তই সত্য কথা বলিয়াছ কি বর প্রার্থনা করিবে বল।

মাধবী। আমার এই পরকালের কার্য্য হউক।

সেক। যাহাতে স্ত্রীবধ হয় এরূপ পারত্রিক কার্য্যের বর দিতে পারিব না, অন্য বর প্রার্থনা কর।

মাধবী। (স্বগতঃ)। এই সেক বর দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যেরূপ ইহাকে দেখা যায় তাহাতে বোধ হয় বরদান করিবার শক্তি আছে। আমরা শুনিয়াছি ব্যাঘ্রভীতি সমাকুল অরণ্য মধ্যে ইহাকে ব্যাঘ্রে খায় নাই, সুতরাং

স্বামীর জীবন দান বর ভিন্ন আর কি চাহিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া মাধবী বলিল হে ব্রহ্মজ্ঞানি! যদি আমি আপনার সেবিকা তবে আমার স্বামীর প্রাণ দান করুন। সেক বলিল ছল করিতেছ কেন, যাহা দিতে আমার শক্তি আছে এরূপ অন্তবর প্রার্থনা কর। ইহা চিকিৎসা সাধ্য চিকিৎসকের নিকটে প্রার্থনা করিবে।৮

ততঃ সেক মুচুঃ সভাসদঃ শিরোব্যথা জাতা ঔষধানি বহুনি কৃতানি সন্তি তথাপ্যস্য বিশেষো ন লভ্যতে কিঞ্চ অনুদিনং বর্দ্ধতে। ততঃ সেকঃ তমাহ তবস্বামিনং মধুকরনামানং মৎ সন্নিধাবানয় ততস্তয়া আনীতং পশ্যতি সেকঃ জিহ্বাখণ্ড মায়াতি যাতি সদৈব মুদ্রিত চক্ষুঃ ক্ষণে ক্ষণে নিমেষং করোতি।

পুনঃ সেকঃ হে মাধবী! যদিতে প্রাণেশ্বরো জীবতি তদা কিং করোষি? ততঃ মাধবী য এনং জীবয়তি তস্য দাস্য অহমনেনৈবসহ, পরং কিয়দস্য ধনাদিকং তস্য সর্ব্বস্বার্দ্ধহরঃ সঃ।

ততঃ সেকঃ উচ্চাবচং ত্যজত মাধবী অস্য কেশান্ উর্দ্ধংবর্দ্ধয়, রাজ্ঞোহপ্যেতৎ বিদিতমস্তু। একালোহশলাকামানয়। ততঃ সেকঃ অগ্নৌ অগ্নিবর্ণং যথাস্যাৎ তথাপ্রতপ্য যত্র সাধোর্ব্ব্যথা যাতা তত্র স্বয়মেব বিভেদ ততোরক্তবর্ণো "নাক চিয়ারী" ইতি লোকে যস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ সা এব নাসিকারন্ধ্রেণ নিপপাতি ততোহসৌ বণিগ্ মুখব্যাদানং চকার,ততো রাজানং বিজ্ঞাপয়তি আয়াতিচ তত্ররাজা।

ততশ্চায়ং ব্যজনেন ব্যাজিত স্বয়মেবোত্থায় উপনিবেশ, সেকং প্রতিধন্যবাদো বভুব ততো মাধবী সেকস্য পাদা নভিবাদ্য সেক মবদৎ অনেন স্বামিনা সার্দ্ধং মাং দাসীকর্ম্মণি যোজয়েতি।

ততঃ সেকঃ ধৈর্য্যমবলম্ব্যাতাং সুস্থো ভবত্বসৌ গৃহমস্যগচ্ছ।

ততঃ রাজা—মাধবি! সেকায়ার্দ্ধধনং কথংনদদাসি

ততো মাধবী অর্দ্ধং তিষ্ঠতু সর্ব্বমেব সেকস্য বট মাত্র মপি মম্মা ন গ্রহীতব্যং সর্ব্ব মেব গৃহ্যতাং সেকেন।

ততোধনংগ্রহীতব্যমেব নানেন মাধব্যা ইতি বিদিতাভিপ্রায়ঃ।৯

বঙ্গার্থ—তখন সেকের সমীপস্থ সকলে বলিল ইহার (মধুকরের) শিরঃ শূল রোগ জন্মে অনেকরূপ ঔষধিও প্রস্তুত করিয়া সেবা করিয়াছে, কিঞ্চিৎ মাত্রও প্রতিকার হয় নাই বরং ক্রমিক বাড়িয়াছে।

অনন্তর সেক মাধবীকে বলিল তোমার স্বামী মধুকরকে আমার নিকটে আন। নিকটে আনাইয়া দেখিল উহার জিহ্বা সঞ্চলন হয় এবং মুদ্রিত চক্ষে কোন কোন সময়ে নিমেষও করিতেছে।

সেক। মাধবি! তোমার স্বামী বাঁচিলে কি করিবে?

মাধবী। যে ইঁহার প্রাণদান করিবে ইহার সহিত তাঁহার দাসী হইব এবং ইঁহার যে ধন রত্নাদি আছে তাহার অর্দ্ধেক সেই ব্যক্তিকে দান করিব।

সেক। কোলাহল ত্যাগ কর, রাজাকে এ সংবাদ অবগত করান হউক, মধুকর বণিকের কেশ উর্দ্ধগত করিয়া দেও, একটী লৌহশলাকা আনয়ন কর। এইরূপ করাইলে সেক লৌহশলাকাটীকে অগ্নির উত্তাপে অগ্নিবর্ণ করিয়া বেদনা-স্থলে সংলগ্ন করিয়া দিল। শলাকা শরার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় নাসিকা রন্ধ্র হইতে "নাক চিয়ারী" নাকড়া পড়িয়া গেল, বণিক্ সুস্থ হইল। রাজাকে এই সংবাদ জানাইলে রাজা স্বয়ং ঐস্থলে উপস্থিত হইলেন।

বণিক্ মধুকরকে ব্যজন করিতে করিতে নিজেই উত্থিত হইয়া উপবেশন করিল, সকলে সেককে ধন্যবাদ দিতে লাগিল, মাধবী সেকের চরণ বন্দনা করিয়া বলিল প্রভু! এখন এই স্বামীর সহিত আমাকে আপনার দাস্যবৃত্তি অবলম্বনের আদেশ করুন।

সেক বলিল, ধৈর্য্য অবলম্বন কর এই রোগমুক্ত ব্যক্তি সুস্থ হউক অস্য নিজ গৃহে গমন কর।

রাজা। মাধবি! সেককে তোমার সমস্ত ধনের অর্দ্ধেক দিতেছ না কেন?

মাধবী। মহারাজ! অর্দ্ধেক কেন আমার সমস্ত ধন রত্ন সেক গ্রহণ করুন, এক বট (কড়ি) মাত্রও আমি রাখিতে চাহিনা। পরে মাধবী বুঝিল সেকের ধন গ্রহণের ইচ্ছা নাই।৯

সেক স্তা মাহ ধনাদিক মস্মাকং তিষ্ঠতি গচ্ছ ত্বং কল্যাণ মিচ্ছন্তি। ততঃ সেকং রাজা, লক্ষত্রয়স্যভাজনং অয়ং সাধুঃ?

ততো রাজানং সেকঃ, তবৈব মাহাত্ম্য মনেন যেষাং রাজ্যে একো গৃহস্থঃ লক্ষত্রয়াণাং ভাজনঃ।

ততঃ সা স্বামীচ তস্যাঃ সেকাদেঃ পাদবন্দনং কৃত্বা নিজালয়ং জগ্মতুঃ। ততঃ পথিলোকা দ্রষ্টুকামাঃ বার্ত্তাং কথয় বার্ত্তাং কথয়েতি কোলাহলং চক্রুঃ।

ধন্যেয়ং পৃথিবীরম্যা ধন্যশ্চ নৃপনন্দনঃ।
যস্মাৎ সেকঃ সমায়াতঃ মৃতোপি জাবিতং গতঃ॥

ইত্যপি বদন্তি রাজাভীত স্তস্থৌ। সচিবেন যদারাজ্ঞা সেনাপতিভিরে বচ প্রাণোহসৌ তদাতস্থৌ দ্বিতীয় চন্দ্রমা ইব ১০

ইতিহলায়ুধ মিশ্রকৃতৌ সেকশুভোদয়ায়াং সেখপ্রাদুর্ভাবো. নামঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥৩॥

বঙ্গার্থ—সেক মাধবীকে বলিল—ধন আমাদের আছে তুমি আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাও।

রাজা সেককে বলিলেন "এই বণিক্ তিন লক্ষ মুদ্রার অধিপতি"।

সেক রাজাকে বলিল—মহারাজ! ইহা তোমার রাজত্বেরই মহতী প্রশংসা। কারণ, যে একজন সাধারণ গৃহস্থ তিন লক্ষের অধিপতি।

অনন্তর মাধবী ও মধুকর বণিক্ সেকের পাদ বন্দনা করিয়া গৃহে চলিয়া গেল। পথি মধ্যে সকল লোক কি বৃত্তান্ত বল. বৃত্তান্ত কি বল বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। এবং বলিতে লাগিল এই সুশোভনা পৃথিবী ধন্য! এই নৃপনন্দন লক্ষ্মণসেন ধন্য যেহেতু এখানে সেকের সমাগমে মৃতব্যক্তিও জীবন লাভ করিয়াছে। রাজা এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া ভীত স্তম্ভীত হইলেন। মন্ত্রী ও সেনাপতিগণের সহিত রাজা কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া সেক দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় শোভমান হইয়া অবস্থিত করিতে লাগিলেন।

হলায়ুধ মিশ্র কৃত সেক শুভোদয়ায় সেকপ্রাদুর্ভাব নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।
শ্রীহরিদাস পালিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গীতার প্রতিপাদ্য কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সমর্থন করা আবশ্যক। ভগবান্ গীতায় জীবের সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মশূন্যাবস্থাকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন।

(১) কর্ম্ম—অর্থাৎ বিহিত কর্ম্ম, অপরিহার্য্য স্বাভাবিক কর্ম্ম ও এই বিহিত কর্ম্ম মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে।

(২) অকর্ম্ম—অর্থাৎ কর্ম্মাভাব, বা কর্ম্মশূন্যাবস্থা।

(৩) বিকর্ম্ম— অর্থাৎ অবিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

ভগবান্ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ শেষ করিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মের তিনটি বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই চতুর্থ অধ্যায়টিকে জ্ঞান যোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ভগবান্ বলিতেছেন :—

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬
কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।১৭
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০

গীতা, ৪র্থ অঃ।

অর্থঃ—কি কর্ম্ম কি অকর্ম্ম এ বিষয়ে (উহার ভেদাভেদ বুঝিতে) বিবেকিগণও মোহিত আছেন। অতএব, অর্জ্জুন যাহা জানিলে তুমি অশুভ (কর্ম্মবন্ধনরূপ) হইতে মুক্ত হইবে সেই কর্ম্ম তোমাকে বলিব। (অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক এবং বিহিত কর্ম্ম যেভাবে অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করা হয় না সেইরূপ কোশলে কর্ম্ম করিলেই তুমি কর্ম্মবন্ধনরূপ অশুভ হইতে মুক্ত হইবে)

কর্ম্মের তত্ত্বও বুঝিবার আছে, বিকর্ম্মের তত্ত্বও বুঝিবার আছে এবং অকর্ম্মের তত্ত্বও বুঝিবার আছে। যেহেতু কর্ম্মের গতি দুর্জ্জেয়। (অর্থাৎ এই সকল কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে. তাহা না করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেও কর্ম্মের গতি বন্ধনের হেতু হইতে পারে, কারণ কর্ম্মের গতি কোন পথে যায় তাহা অতি দুর্ব্বোধ্য)।১৭

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন তিনিই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান, যিনি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠাতা হইলেও যুক্ত। (যিনি যুক্ত তিনিই কর্ম্মবিবর্জ্জিত)।

যাঁহার সর্ব্ব কর্ম্ম, কামনা ও সংকল্পবিহীন সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাকে বুধ
পণ্ডিত কহেন।

যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি (কর্তৃত্বাভিমান ও ভোগাভিলাষ) ত্যাগ করি
নিত্যতৃপ্ত (স্থায়ীরূপে নিজানন্দে তৃপ্ত) নিরাশ্রয় (আপনাতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট
সাধক পুরুষার্থের আশ্রয় বুদ্ধিশূন্য) হইয়া কর্ম্ম করেন তিনি কিছুই করেন না।

বিবেকী সাংখ্যবাদারাও বলেন কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের হেতু এবং জ্ঞানের বিরোধী
তাঁহাদের মতে শারীরিক ব্যাপাররূপ কর্ম্মাবস্থায় জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই। ভগবান
বিবেকীদিগকেও কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে ভ্রান্ত ও মোহিত দেখিয়া তাঁহাদের
মীমাংসার ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। অজ্ঞানাকে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি
করিয়া জ্ঞানোদয়ের জন্য এবং জ্ঞানোদয় হইলেও জ্ঞানীকে ঐ জ্ঞান পরিপাকে
জন্য অর্থাৎ জ্ঞানের স্থায়িত্ব জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানই করিতে হইবে। কর্ম্মের
আবশ্যকতা এবং কর্ত্তব্যতাই যে কেবল দেখাইয়াছেন তাহাই নহে, দেহধারী
পক্ষে সম্পূর্ণ অকর্ম্মাবস্থা যে একদা অসম্ভব তাহাও দেখাইয়াছেন। দেহরক্ষা
জন্য শ্বাস প্রশ্বাসাদি প্রাণ ক্রিয়া সকল এবং পানাহারাদি স্বাভাবিক অন্য ক
সকল এবং শ্রৌত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মাদি নিখিল ব্যাপারই কর্ম্মনামে অভিহিত। যে
অকর্ম্মাবস্থাই অর্থাৎ শারীরিক ব্যাপারের অভাবই যদি জ্ঞানের প্রতি কারণ
এবং কর্ম্ম মাত্রই জ্ঞানের অন্তরায় হয় তাহা হইলে শরীর রক্ষার জন্য যে
তাহাও জ্ঞানের অন্তরায় হইতে পারে এবং জ্ঞানোদয়ই একদা অসম্ভব হ
পড়ে। কারণ, শরীর রক্ষার জন্যই প্রকৃতি জীবকে অবশ করিয়া ক
নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আবার কেবল শারীরিক ব্যাপারই যে কর্ম্ম তাহা
নহে, উহা গৌণ কর্ম্মমাত্র, বাসনা প্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করিলে যে চিত্তের স্প
হয় তাহাই জীবের বন্ধনের হেতু ও প্রধান কর্ম্ম; তাই মানসিক ব্যাপারই ক
প্রাধান অঙ্গ। যে বাসনা বা কামনা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক সেই বাসনাই মনো
অহংকাররূপ চিত্তকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে ও চিত্তের আজ্ঞাবর্ত্তী জ্ঞানে
সকল প্রবাহিত হইয়া বিষয়স্পর্শে বিষয়াকারে বৃত্তিলাভ করিলে তৎসহ নি
এই বাসনাই প্রবৃত্তির কারণ হয়। এই প্রবৃত্তি বা মনের সংকল্পজাত কামন
কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিকে চালিত করিয়া শারীরিক ব্যাপাররূপ কর্ম্মানুষ্ঠান কর
মনের অভিলাষ বা মানসিক ব্যাপার প্রবল ভাবে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে
কেবল ভান করিয়া দৃষ্টতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিকে সংযত রাখিয়া মনে মনেই কর্ম্ম
করা যায় তাহাতে জীবের অকর্ম্মাবস্থা হয় না, কার্য্যতঃ তাহাতে কর্ম্মকরাই

হইয়া থাকে। কারণ, কেবল দৃষ্টতঃ অস্বাভাবিকভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলি নিরুদ্ধ হইলে মনে যে প্রবল বাসনার নৃত্য বা ভয়তরঙ্গ উঠিতে থাকে ঐ মানসিক ব্যাপারই জীব চিত্তে তাহার বন্ধনোপযোগী সংস্কার উৎপন্ন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম সুতরাং শারীরিক ব্যাপার সংঘটিত না হইয়াও কেবল মানসিক ব্যাপার দ্বারাই কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপ অকর্ম্মে কর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ ফলই প্রত্যক্ষ করেন। যাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় মাত্র সংযত করিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় ঐরূপ মনন করিয়া থাকেন সেই বিমূঢ়াত্মদিগকে ভগবান্ কপটাচারী বলিয়াছেন। এবং যাঁহারা মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিষ্কাম হইয়া বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাহাদিগকে ভগবান্ বিশিষ্ট বলিয়াছেন—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭

গীতা, ৩য় অঃ

অর্থঃ—যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকলকে স্মরণ করে সে বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচারী বলা যায়।৬

হে অর্জ্জুন! যিনি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন ফল কামনা শূন্য সেই ব্যক্তিই বিশিষ্ট (প্রশংসনীয়)।৭

এই শেষোক্ত শ্লোকের বিধি প্রতিপালক যোগীর কর্ম্ম নিষ্কাম, সুতরাং তজ্জন্য তাঁহার চিত্ত স্পন্দিত না হওয়ায় কর্ম্মজন্য তাঁহার কোন সংস্কার হয় না; তাই, তাঁহার যোগযুক্ত ঐ সকল কর্ম্ম সম্পূর্ণ অকর্ম্ম বলিতে হইবে। এইরূপে সাধারণতঃ লোকে যাহাকে অকর্ম্ম বলে অনেকস্থলেই তাহাতে প্রকৃত কর্ম্মই বর্ত্তমান আছে এবং সাধারণতঃ লোকে যাহাকে কর্ম্ম বলে কর্ম্মযোগের বিধানানুযায়ী ঐ সকল বিহিত কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে সম্পূর্ণ কর্ম্মাভাব অর্থাৎ অকর্ম্ম হয়।

গীতা নিবৃত্তিমূলক মোক্ষ-ধর্ম্মের বিধানকর্ত্তা। তাই, সেই মোক্ষার্থিগণের অমৃত রাজ্যে প্রবেশের জন্য নিবৃত্ত মার্গের নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বা যোগানুষ্ঠান গীতায় বিহিত হইয়াছে; বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের বিধাতা, তাই, বেদের কর্ম্মকাণ্ড প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বনে যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা যে স্বর্গলাভের বিধান করিয়াছেন তাহা মোক্ষার্থীর পক্ষে নহে, স্বর্গার্থীর জন্য। এই প্রবৃত্তিমূলক

কর্ম্মাবলীর মধ্যে স্বর্গাদিরূপ ফললাভের হেতু যজ্ঞাদি কতকগুলি কর্ম্ম বৈদিক বা স্মার্ত্তকর্ম্ম এবং সাধারণতঃ প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মপথ প্রদর্শক শাস্ত্র মাত্রের মতেই ঐসকল কর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম। আর কতকগুলি কর্ম্ম জীবের অধঃপতন বা নরক প্রাপ্তির কারণ বলিয়া বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রের মতেই তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম। গীতায় নরকপ্রবর্ত্তক ঐ সকল কর্ম্মকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা বিকর্ম্ম (অবিহিত) কর্ম্ম বলি- য়াছেন। ঐ সকল কর্ম্ম সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। যজ্ঞাদিকার্য্যে স্বর্গার্থীর জন্য শ্রৌতকার্য্য বলিয়া বিহিত কার্য্য হইলেও নিবৃত্তিপথাবলম্বী মোক্ষার্থীর জন্য তাহা বিহিত হইতে পারে না, কারণ, তাহা প্রবৃত্তিপথাবলম্বীর পক্ষে বিহিত হইয়াছে। অথচ গীতা এই যজ্ঞাদি শ্রৌত কর্ম্ম সকল মানবের চিত্তশুদ্ধির কারণ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিহিত করিয়াছেন। এই জন্য সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা- শালী জ্ঞানবৃদ্ধ স্বর্গীয় মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র তৎকৃত শ্রীমদ্ভগবতগীতার ব্যাখ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ শ্লোক হইতে ১৬শ শ্লোক পর্য্যন্ত সাতটি শ্লোক সঙ্কলন কর্ত্তাদিগের মত, উহা ভগবদুক্তি নহে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন। ঐরূপ বিশ্বাস করিবার প্রথম কারণ (১) ঐ কয়টি শ্লোকে প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তাই গীতার মূলসূত্রের সহিত ইহার বিরোধ আছে। (২) দ্বিতীয় কারণ ইহাতে অবৈজ্ঞানিক কথা আছে। যাহা বৈজ্ঞানিক নহে তাহা সত্য নয়, এরূপ উক্তি ভগবানের উক্তি হইতে পারে না।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে কথা এই যে, এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত ১০টি শ্লোকের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী শ্লোক সকলের ও অন্যান্য অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকের প্রতি চিন্তা করিয়া এবং যে কারণ যে শ্লোক বলা হইয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে উক্ত ১০টি শ্লোকও যে ভগবদ্বাক্য নহে এরূপ ধারণা হয় না। কর্ম্মযোগের মূল সূত্র এই যে, এরূপ সুকৌশলে কর্ম্ম করিতে হইবে যে কর্ম্ম সিদ্ধিই হউক অথবা অসিদ্ধিই হউক কোনরূপ ফলদ্বারাই চিত্ত- চাঞ্চল্য হইয়া সমত্ববুদ্ধির অন্যথা হইবে না চিত্তের সমত্বই সাধিত হইবে। ভগবান্ এই অধ্যায়ে শ্রৌত যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াছেন কিন্তু সকাম ভাবে করিতে বলেন নাই। ফল কামনাই— চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ। স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সর্ব্বজনসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম যেরূপ নিষ্কাম ভাবে করিতে বলিয়াছেন শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদিশ্রৌতকর্ম্মও সেইরূপ নিষ্কাম ভাবেই করিতে বলিয়াছেন ইহাই কর্ম্ম করার সুকৌশল। এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলেই চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং তাহা নিবৃত্তিমার্গের বিহিত কর্ম্মই হইবে; পরন্তু পর্জ্জন্যাদি দেবতাগণ হইতে

অন্নোৎপন্ন ও তদ্দ্বারা জীবের রক্ষা করিয়া যে মহোপকার সাধন করেন তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হইবে এবং জগচ্চক্র ও পরিচালিত থাকিবে। যাহাদের করুণায় অন্নলাভ হইয়াছে তাহাদিগকে বা তাহার বা যজ্ঞভাগ না দিয়া অকৃতজ্ঞ হইয়া চোরের মত অন্নাহার করিতে হইবে না। এই শ্রৌত কর্ম্ম সকল সকাম ভাবে করা হইলে উহা নিবৃত্তিমার্গবিহিত কর্ম্ম হইবে না. মোক্ষার্থীর পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইবে। সকাম যজ্ঞাদি দ্বারা মোক্ষ- রূপ ফললাভ হইবে না।

এই কয়েকটি শ্লোক ভগবদুক্তি না হইলে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যজ্ঞের বিষয় এবং ঐ যজ্ঞ যেরূপ নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে তাহার উপদেশ থাকিত না। চতুর্থ অধ্যায়ের জ্ঞানযোগের ২৩ শ্লোক হইতে ৩৩ শ্লোক পর্য্যন্ত ১১টি শ্লোকে যে দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে ভগবদুক্তি আছে তাহাতেই কি ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ এই চতুর্থ অধ্যায়টি জ্ঞানযোগ বা অকর্ম্মযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে; কর্ম্ম করিয়াও কি ভাবে কর্ম্ম করিলে অকর্ম্মাবস্থা হয় তাহাই এই অধ্যায়ের বিষয় এবং ঐ সকল কর্ম্মের প্রতি অঙ্গই ব্রহ্ম ভাবনা করিবার এবং তাহা ব্রহ্মার্পণ করিবার বিধি রহিয়াছে সকল যজ্ঞই শরীর বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধ হয়, ঐ সকল যজ্ঞের ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সমত্ব বুদ্ধি বা জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ কর্ম্ম ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে অর্পিত হইয়া ভক্তি ও জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয় বলিয়া আমরা ঐ শ্লোকাবলী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না। পাঠক স্বয়ং ঐ সকল শ্লোকের অর্থের প্রতি ভক্তিভাবে প্রণিধান করিলেই ঐ কর্ম্ম যে নিষ্কাম ভাবে করার জন্য বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবেন।

ভগবান্ গীতার ১৮শ অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও ঐ কথাই বলিতেছেনঃ—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬

গীতা, ১৮শ অঃ।

অর্থ :—যজ্ঞদান তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য। (কারণ) যজ্ঞদান তপস্যা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধি করে।৫

এই সকল কর্ম্মও কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া করিবে, ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত।৬

এই সকল ও অন্যান্য শ্লোক পাঠেই আমরা বুঝিতে পারি তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের পূর্ব্ব কথিত শ্লোক কয়টিও ভগবদ্বাক্য এবং তাহা কর্ম্মযোগে মূল সূত্রের বিরোধী নহে। এইরূপ শ্রৌতকর্ম্ম যেরূপ সুকৌশলে সম্প করিলে নিবৃত্তিমার্গ বিহিত সমত্ব বুদ্ধি রক্ষিত হইবে সেইরূপ সুকৌশলে ঐ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য ভগবান্ আজ্ঞা করিয়াছেন। ঐ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি—বর্ণিত ১০টি শ্লোক বিজ্ঞান সম্মত নহে। এই বিষয়ে ধর্ম্ম জ্ঞানপ্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রই একটী মীমাংসা করিয়াছেন, ঐ মীমাংসার সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ভরসা করি পাঠক তাহা পাঠ করিয়া বুঝিবেন।

বিজ্ঞান এখনও উন্নতির শেষ সীমায় উপনীত হন নাই সুতরাং বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ভাবে কোন সত্য আবিষ্কৃত হইবে কি না যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত গীতায় বর্ণিত জগচ্চক্রের ক্রম সমন্বিত দেখা যাইবে, তাহা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত; বিশেষতঃ যাহা প্রবৃত্তিপথের পথিকের পক্ষে সত্য তাহা নিবৃত্তিপথাবলম্বীর পক্ষে সত্য নহে। যে জগৎ বিজ্ঞানের বিষয় তাহা এ বিজ্ঞানের অতীত যে স্বর্গাদি লোক প্রবৃত্তিপথাবলম্বীর পক্ষে সত্য এবং স্বর্গ মর্ত্ত্যের ভোগ উহাদের বাঞ্ছিত সেই স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি লোকের এবং তাহা ভোগ্য বিষয়ের অস্তিত্বই মোক্ষার্থীর জ্ঞানে বিদ্যমান নাই—তাঁহাদের নিক ত্রিলোক ও তাহার ভোগ্য বিষয় মনের বিকার মাত্র। অথচ ঐ দুইটি পথ ভগবানের আদিষ্ট পথ—একটি পথ ভুক্তির ও অন্যটি মুক্তির জন্য বিহিত হই য়াছে। সুতরাং বিজ্ঞান দ্বারা এসম্বন্ধে সত্যাসত্যের নির্ণয় করা সঙ্গত নহে।

যাহা হউক এই আপত্তি সম্বন্ধীয় একটী সদুত্তর গীতায় ভগবান্ স্বয়ং প্রদান করিয়াছেন এবং প্রবৃত্তিমার্গের সাধারণ অধিকারীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি যাহাতে এই নিম্নাধিকারী সকল মোক্ষার্থিগণের কার্য্যের অনুসরণ কর বিপন্ন না হন তজ্জন্য যোগযুক্ত হইয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরও কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে ২।১টী লোক মাত্র মোক্ষার্থী হন। অবশি সমস্ত মানবগণই প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী। মানুষ পুণ্যময় উন্নত প্রবৃত্তির অনুস করিয়া জগতের হিতকারী হইয়া এই জীবনেই দেবত্বলাভ করেন এবং জীবনা স্বর্গাদি ঊর্দ্ধ ও উৎকৃষ্ট লোকগামী হন। পক্ষান্তরে মানুষ নীচ প্রবৃ

অনুসরণ করিলে জগতের কণ্টক স্বরূপ হইয়া এই জীবনেই পশুত্ব লাভ করেন এবং জীবনান্তে নিরয়গামী হন। বাসনা তরঙ্গ দ্বারা যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা আকুলিত, নিষ্কাম কর্ম্মযোগানুষ্ঠান তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি এইরূপ প্রবৃত্তি পরিচালিত ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন যে পুণ্যময় উন্নত প্রবৃত্তির অনুসরণে শাস্ত্রাদিষ্ট হইয়া যাগাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও নিবৃত্তিপথের পথিক না হইলে কখনও জীবের চিরশান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে উহারা নিবৃত্তিপথের পথিক হইতে অক্ষম বলিয়া সাধু প্রবৃত্তিরও অনুসরণ না করিয়া অনাস্থাবশতঃ শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘনে আশুপ্রীতিপ্রদ নীচ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া পশুত্বে পরিণত ও জগতের কণ্টক স্বরূপ হইবে। জ্ঞানীব্যক্তি শ্রৌত যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিয়া অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অবহেলা করিলে নিম্নাধিকারিগণের শ্রৌত কর্ম্মে অনাস্থা জন্মিয়া এইরূপ অশুভ ফলোৎপন্ন হয়। এইজন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া নিবৃত্তিমার্গবিহিত অনাসক্তভাবে শ্রৌতকর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া নিজের চিত্তশুদ্ধি করিবেন এবং ঐরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী ব্যক্তিগণকে সাধুকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া উহাদের এবং জগতের পরমোপকার সাধন করিবেন। সাধারণ ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বিজ্ঞান সম্মত না হইলেও জ্ঞানিগণ উহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। শাস্ত্রবাক্যে অচল বিশ্বাস থাকিলে সাধুকার্য্য করিতে করিতে ক্রমে শ্রুতির আদিষ্ট ফললাভ কালে উহাদের প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইতে পারিবে।

তাই গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ বলিতেছেন :—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥২৬

গীতা ৩য় অঃ।

অর্থঃ—হে ভারত! কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগণও লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেইরূপই করিবেন।২৫

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞলোকদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। বাসনাকুলিত জীবগণকে অবিদ্যার রহস্য বলিয়া শাস্ত্রের প্রতি উহাদের বিশ্বাস নষ্ট করিবে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অনাসক্তভাবে নিজে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া অজ্ঞদিগকে কর্ম্মে যুক্ত রাখিবেন।

এই জন্য জ্ঞানিগণকেও শ্রৌত স্মার্ত্ত ও সাধারণতঃ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত দেহাত্মবুদ্ধিবিমোহিত শোকাকুলচিত্ত অর্জ্জুনের মোহ দূর করিবার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জ্জুনকে সাংখ্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ আছে তাহার স্বভাবে শীতোষ্ণাদি এবং আত্মীয়গণের সংযোগ বিয়োগে সুখদুঃখাদি জন্মিয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ যেরূপ অনিত্য, সেইরূপ এই শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিও অনিত্য। ধীর ব্যক্তি এইরূপ সুখ দুঃখে বিচলিত ও ব্যথিত হন না। তিনি হর্ষ-বিষাদের অতীত হইয়া অমৃতভাবে অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন। কারণ, পুরুষের স্বরূপ এবং প্রকৃতির ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পুরুষ অবিকৃত, প্রকৃতি বিকার ধর্ম্ম যুক্তা। প্রকৃতির এই বিকার অনিত্য, নিত্য বস্তু পুরুষ এই বিকারের সম্পূর্ণ অতীত। পুরুষ এই বিকারের অতীতভাবে আপনাকে স্থাপন করিতে পারিলেই এই বিকার আর তাহাতে থাকিতে পারে না—প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত ভাবে অবস্থান করিতে পারেন।

ভগবান্ বলিতেছে ঃ—

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভঃ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবোবিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬

গীতা, ২য় অঃ।

অর্থ— হে পুরুষশ্রেষ্ঠ এই সকল (ইন্দ্রিয় সংসর্গজনিত শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি) যে পুরুষের ক্লেশজনক না হয়, সেই ধীর ব্যক্তি সুখদুঃখে সমভাবে থাকিয়া মোক্ষ লাভের যোগ্য হন।১৫

অসৎ (অর্থাৎ অনিত্য শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি বিকার যাহা উৎপত্তিবিনাশশালী তাহা) আত্মাতে অর্থাৎ চৈতন্যময় পুরুষে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না এবং সদ্বস্তু (অর্থাৎ সৎস্বরূপ আত্মার) কদাচ নাশ হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের অ (অর্থাৎ নিত্যানিত্য এই দুই বিষয়ের অন্ত) জানিতে পারেন। ১৬

শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি মনের বিকার। চৈতন্যময় পুরুষ ঐ অনিত্য বিকার হইতে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত ও অনাসক্তভাবে দ্রষ্টাস্বরূপ থাকিতে পারেন; ইহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সেই অবিকৃত চৈতন্য (সমত্ববুদ্ধি লাভে) বিকারে

তীত হইয়াছেন, তাই তাঁহার পক্ষে বিকারের অস্তিত্ব নাই। আপনাতে ঐ ল বিকারের অভিমান করিয়াই পুরুষ আপনাকে বিকৃত মনে করেন, তাহা না রিলেই তিনি অবিকৃত থাকেন।

প্রকৃতির ধর্ম্মবিকার এবং পুরুষের অবিকৃত স্বরূপ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ, একটি অনিত্য, অন্যটি নিত্য, ভগবান প্রথমতঃ অর্জ্জুনকে সাংখ্যজ্ঞানিগণের এই মতের উপদেশ দিয়া সুখদুঃখশোকাদিবিকার যে পুরুষের সম্বন্ধে কিছুই নহে বুঝাইয়াছেন। পুরুষ প্রকৃতির দ্রষ্টাস্বরূপে প্রকৃতির সংসর্গে থাকিয়াও যে নিজে অবিকৃত থাকিতে পারেন, ইহাই ভগবানের দ্বিতীয় উপদেশ। এই দ্বিতীয় উপদেশ সাংখ্যজ্ঞানিগণের অভিমত নহে। কারণ সাংখ্যজ্ঞানিগণ বলেন, কর্ম্মমাত্রই পুরুষের বন্ধনের হেতু। এই মীমাংসা তাঁহাদের নিজমতেরই বিরোধী, একবার আত্মাকে বিকার শূন্য নিত্যবস্তু বলি। আবার সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম দ্বারাই তিনি বিকৃত হন এইরূপ বলা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা নিজ মতের সহিতই বিরোধ হইয়াছে। কারণ বিকারই বন্ধনের হেতু। মন অবিকৃত থাকিলে তাহাতে কর্ম্মের কোন সংস্কার অঙ্কিত হইতে পারে না, মনে কর্ম্মের সংস্কার না থাকিলে কর্ম্ম জীবের বন্ধনের হেতু হইতে পারে না। সাংখ্য ানিগণ সমস্ত কর্ম্মই বন্ধনের হেতু বলায় সমস্ত কর্ম্ম দ্বারাই মন বিকৃত হইবে এবং তাহাতে কর্ম্মের সংস্কার থাকিবে এই কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীভগবানের মতে এটি অপসিদ্ধান্ত। তাই তিনি বলিয়াছেন যে কর্ম্মের দুর্জ্ঞেয়গতি জ্ঞানীকেও মোহিত করে এবং এই ভ্রমসিদ্ধান্ত দূর করিবার জন্য অপরিহার্য্য ও কর্ত্তব্য ও বিহিত কর্ম্ম যে সুকৌশলে অনুষ্ঠিত হইলে কর্ম্ম বন্ধনের হেতু না হইয়া মুক্তির হেতু হয় তাহা প্রদর্শনার্থ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোক হইতে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অবতারণা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত যোগ উহার সহিত অন্বিত করিয়াছেন।

কর্ম্মের মধ্যে এমন কি কারণ বর্ত্তমান আছে যদ্দ্বারা ঐ কর্ম্ম জীবের বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে এখন তাহাই অনুসন্ধানের আবশ্যক। বিহিত অবিহিত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেরই এই নিদান অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই ঃ—

(১) দেহাত্মবুদ্ধিবিমোহিত জীবের প্রকৃতিতে "আমি", "আমার ইন্দ্রিয়", "আমার দেহ", "আমার বিষয়", "আমার কর্ম্ম", "আমি কবি", "আমি সুখী", "আমি দুঃখী", "আমার সুখ", "আমার দুঃখ" ইত্যাদি পুরুষ ও প্রকৃতি বিজড়িত আমি ও আমার ভাবময় অহং ও কর্তৃত্বাভিমান বর্ত্তমান আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

বঙ্গের ব্রাহ্মণ।

বিহার ও পশ্চিম প্রদেশে কায়স্থগণ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত হইলে একপক্ষাধিককাল অশৌচ প্রতিপালন করেন না। তাঁহারা ক্রিয়াকলাপ যথারীতি ক্ষত্রিয়াচারে অনুষ্ঠান করেন। এই সকল মহাপরাধের নিমিত্ত তাঁহাদের কুলগুরু ও কুলপুরোহিত তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। ব্রাহ্মণসমাজ আদাজল খাইয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত ও ধোপা-নাপিত-বর্জ্জিত করিবার চেষ্টাও করেন নাই। পক্ষান্তরে বিহারের ব্রাহ্মণ-সমাজের শিরোমুকুট শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ দ্বারবঙ্গাধিপতি কলিকাতা টাউনহলে ভারতবর্ষীয়-কায়স্থ-সম্মিলনের বিরাট সভায় ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রতিনিধি ও মুখপাত্রঃরূপে কায়স্থদিগের জাতীয় উদ্বোধনে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন। হিন্দুপ্রধান হিন্দুস্থানের এই ব্যবহারের ব্যতিক্রম আমরা বঙ্গদেশে দেখিতে পাইতেছি।

আমাদের দেশে ধর্ম্মম্লান হইলে, ক্রিয়াকলাপ লুপ্তপ্রায় হইলে আমরা কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আমদানী করি। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধসভায় সমাজ সমিতিতে মিথিলা, কাশী, কনৌজ প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতগণকে বিশি[ষ্ট] সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ অম্লানবদনে পশ্চিম দেশী[য়] দুবে, চৌবে, তিওয়ারী ঠাকুরের পক্কান্ন পরিতোষের সহিত আহার করেন। আমরা তীর্থস্থানে যাইয়া পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পৌরোহিত্য করাইয়া ধন্য হই। আমরা পশ্চিমদেশীয় সাধু সন্ন্যাসীর নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিলে ভবার্ণবে[র] তরণীলাভ করিলাম বলিয়া কৃতকৃতার্থ হই। কিন্তু পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণ কেন, ব্রাহ্মণেতর জাতিরাও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্পৃষ্টান্ন গ্রহণ করে না, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদ্বারা পৌরোহিত্য করায় না, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে স্বীকার করে না, লুপ্ত ধর্ম্মের উদ্ধার সাধনের জন্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হয় না এবং সভা সমিতিতে বাঙ্গালী পণ্ডিতের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অনুচিত চিত্তে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান সম্মান প্রদান করে না। তাহারা বাঙ্গালী বুদ্ধির সহস্র প্রকার প্রশংসা করিলেও সমাজকহিসাবে নিষ্ঠাবান্ সদাচারী বাঙ্গালীকেও হীন দৃষ্টিতে অবলোকন করে। বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চারণ বাঙ্গালীর চণ্ডীপাঠ শুনিলে তাহাদের হাসি পায়। তীর্থযাত্রা বা কর্ম্মব্যপদেশে আমরা তাহাদের দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া আমরা ব্যবহারে তাহাদের অনুকরণ করি, কিন্তু তাহারা আমাদের অনুকরণকরাকে ঘৃণা

[ঘৃ]ণা করে। ফলকথা হিন্দুস্থানেই হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র। প্রান্তদেশবাসী আমরা হিন্দুত্বের আদর্শ হিন্দুস্থান হইতে গ্রহণ করি, ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে হিন্দুস্থান আমাদের আদর্শ ভ্রমেও অনুসরণ করে না। আমরা নব্যন্যায়ের গর্ব্ব করিতে পারি, ইংরাজী শিক্ষার অভিমান করিতে পারি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহাদুরী পাইতে পারি, সরকারী চাকরী একচেটিয়া করিতে পারি সত্য, কিন্তু সামাজিক স্থানে আমাদের স্থান হিন্দুস্থানের বহুনিম্নে।

অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন, (বিস্ময়ের কারণও বটে!) হিন্দুত্বের দুর্গ হিন্দুস্থানে কায়স্থের উপনয়ন ও ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে ব্রাহ্মণ স্বয়ং সহায়, অথচ বিলাতী প্রভাবাচ্ছন্ন ধর্ম্মহীন, নিষ্ঠাহীন, কর্ম্মকাণ্ড বর্জ্জিত বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থের শাস্ত্রোক্ত বিধিসঙ্গত আচার ও সংস্কার গ্রহণের বিরোধী কেন? পশ্চিম দেশে রাজপুত ক্ষেত্রি প্রভৃতি ক্ষত্রিয়জাতি বর্ত্তমান থাকিতেও মসীজীবি কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়নামে পরিচিত হইবার পথে শাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠবান ব্রাহ্মণ অন্তরায় হন নাই। ক্ষত্রিয়হীন বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়াসনে আসীন দেব-দ্বিজ-ভক্ত কায়স্থগণ পাশ্চাত্য প্রভাবের উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ঢালিয়া না দিয়া হিন্দুধর্ম্মের পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান হইতে ব্যগ্র হইয়াছেন, লুপ্তক্রিয়া কাণ্ডের উদ্ধার সাধন করিয়া প্রাচীন খ্যাতি পাইতে উৎসুক হইয়াছেন; তাঁহাদের এই সাধু সঙ্কল্পে বাধা প্রধান করিতে ব্রাহ্মণ বদ্ধপরিকর হইয়া আগুয়ান কেন?

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিকদূর যাইতে হইবে না। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবসম্পন্ন কুলপতি বশিষ্ঠ তাহাতে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে রাজর্ষিপদ প্রদানে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের অধিকার প্রদান করিতে ব্রাহ্মণ্যাভিমানী বশিষ্ঠের প্রাণে আঘাত লাগিয়াছিল। ক্ষত্রিয়াচারি পরশুরাম ক্ষত্রিয়হত্যা করিয়া ক্ষত্রিয়ের শোণিতে তর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রামের বীর্য্য-গৌরবগাথা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল, কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবল-খ্যাতিতে তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদন করে নাই। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অপর জাতির ন্যায্য অধিকারে হিংসা বোধ করেন না। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ স্ব স্ব কেন্দ্রে অপরের গৌরব দেখিলে আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাঁহাকে তাঁহার নূতন কেন্দ্রে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী সমূহের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয়। তখন তাঁহার নামের অন্তে ব্রাহ্মণত্ব উপাধিযুক্ত থাকিলেও, তাঁহার দেহে ব্রহ্মবীর্য্য প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, তাঁহার বংশে

ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্ পূর্ব্বপুরুষদিগের উজ্জ্বল স্মৃতি বিদ্যমান থাকিলেও তিনি আর ব্রাহ্মণ নহেন। তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা সঙ্কর স্বভাবাপন্ন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই,তাঁহারা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছেন। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কায়স্থ, বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিলে সেই সেই বৃত্তির অনুযায়িনী প্রকৃতি অলক্ষিতভাবে তাঁহার জীবনে সংক্রামিত হয়। আমাদের দেশে অনেক ব্রাহ্মণ যাগ-যজ্ঞ-শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করিয়া কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি ভূম্যাধিকারিত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। কায়স্থের মসীবৃত্তি, বৈদ্যের চিকিৎসাবৃত্তি, বৈশ্যের বাণিজ্যবৃত্তি, শূদ্রের সেবাবৃত্তি পাচক ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বঙ্গের ব্রাহ্মণবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই বৃত্তি-বিপ্লব কেবল পাশ্চাত্য প্রভাবেরই পরিণাম নহে। এদেশে বহুকাল যাবৎ ব্রাহ্মণ জমীদারগণ কায়স্থক্ষত্রিয়ের ন্যায় ভূস্বামীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ক্ষত্রিয়-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গে সার্ব্বভৌম রাজশক্তির বিনাশ হইবার পর ব্রাহ্মণগণ বহুস্থানে স্বহস্তে সমাজপতিত্ব গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। সোপবীতি ক্ষত্রিয় হীন বঙ্গে শূদ্রভাবাপন্ন কায়স্থের দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শক্তি ধারণ করিয়া সমাজ রক্ষা করিতেছিলেন। একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না, যে বঙ্গে কায়স্থ ভূঁইয়া বা ভূস্বামিগণ মুসলমান শাসনকালে ক্ষত্রিয়শক্তি পরিচালনা করিয়া সমাজ ও দেশ শাসন করিতেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে বন্ধবীর্য্য ফণীর ন্যায় তাঁহাদের শক্তি মলিন হইতে মলিনতর হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা অতিরিক্ত ব্রাহ্মণ ভক্তি তাঁহাদের ললাটে শূদ্রত্বের কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে। ক্ষমতাপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ সমাজে কর্তৃত্ব দেশে ভূম্যধিকারিত্ব ও সর্ব্বত্র হঠকারিতা প্রকাশ করিতে যাইয়া কায়স্থদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করিয়া বঙ্গে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা আনয়ন করিয়াছেন। ক্ষত্রভাবাপন্ন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ এখন পুনরায় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণের চেষ্টা দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইয়াছেন। যুগী, নমঃশূদ্র ও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণদিগের দুঃখের কারণ নাই, কায়স্থ ব্রাহ্মণত্ব গ্রহণ করিতে চাহিলে এক্ষণকার বর্ণশ্রেষ্ঠ দিগের আপত্য নাই। কিন্তু কায়স্থগণের আখ্যাত ক্ষত্রিয় সন্তানগণ ক্ষাত্রধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজ রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে পরশুরামবংশধর ব্রাহ্মণদিগের হিংসায় গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। বঙ্গের সকল ব্রাহ্মণই স্বধর্ম্ম স্ববৃত্তি পরিহার করিয়া পরধর্ম্ম ও পরবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছেন, একথা কোন ব্যক্তি বলিতে সাহস করিবেন না। পক্ষান্তরে পশ্চিম দেশের সকল ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন, একথা কেবল বাতুলের মুখেই শোভা পায়। তবে স্থূল-গণনায় বঙ্গের ব্রাহ্মণ-সমাজে বর্ণেতরবৃত্তি ও বর্ণেতরপ্রকৃতির প্রভাব অধিক। এই নিমিত্তই তাঁহাদের অনেকেই অব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের দাবী মঞ্জুর করিলেও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী উপেক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। কায়স্থের এই দাবী অগ্রাহ্য ও ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা নানাবিধ কলকৌশল ও উপায় উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। নিম্নজাতি সকলকে কায়স্থের সমকক্ষতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে ইঙ্গিতে আভাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উত্তেজিত ও প্রোৎসাহিত করিতেছেন। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ও যুক্তিতর্কে পরাস্ত হইয়া যোটবন্দী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের মঙ্গলকামনা বিস্মৃত হইয়া বৃথা অভিমানের চিন্তায় বিভোর হইয়াছেন।

পশ্চিমদেশে ব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্ম্মের রক্ষাকল্পে যাগ যজ্ঞ করিয়া রাজপুতনায় নব ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শক ও হুন বংশধরদিগের গলদেশে যজ্ঞসূত্র অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত করিয়াছিলেন। আর আমাদের হতভাগ্য দেশে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে দাসানুদাস পদে অবনত করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেছেন! মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সিংহশিশু ক্ষত্রিয় কুমারগণ মেষশিশুর ন্যায় সমাজ স্তরে যথাসম্ভব ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিয়াও অদৃষ্টের ফেরে সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে ভাবিতেছে তবে বুঝি তাহারা প্রকৃতই শূদ্র! প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হইয়াছে। কায়স্থক্ষত্রিয়ের হস্ত হইতে অপহৃত ব্রাহ্মণেরকল্পিত সমাজপতিত্ব এখন টলটলায়মান এবং বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ ভীষণ বিপ্লব বাত্যায় আলোড়িত বিক্ষুব্ধ হইতেছে।

শ্রীরসিকলাল রায়।

জাতিতত্ত্ব-বারিধি।

এই পুস্তক খানি আমার কোন এক বন্ধু আমাকে পাঠ করিতে দেন। উহা পাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে গ্রন্থকর্ত্তা উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বশ্রেণীকে অর্থাৎ বৈদ্য-জাতিকে কায়স্থ অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে বিশেষরূপে প্রয়াশ পাইয়াছেন। বলিতে কি তিনি প্রায় প্রতি ছত্রে কায়স্থ-জাতিকে

অতি হীন, অথবা বেইমান ইত্যাদি পদে অভিহিত করিয়াছেন; আর শূদ্র ও ক...
আদি নিকৃষ্ট আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন।

দেখিলাম বিদ্যারত্ন মহাশয় শাস্ত্রোক্ত কোন কথাই স্বীকার করেন না, অন্য ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত তাঁহার শিরোধার্য্য। তাঁহার মতে চিত্রগুপ্ত নামে কেহই ছিলেন না; কিন্তু ইহা কাহারও অবিদিত নহে যে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে সমস্ত লালা কায়স্থ আপনাদিগকে চিত্রগুপ্ত বংশীয় বলিয়া আবহমান কাল হইতে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, আর বাঙ্গালা দেশে কায়স্থগণও তাহাই বলিয়া থাকেন, কেবল বৌদ্ধ-বিপ্লবের সময় হইতে অধিকাংশ লোক পৈতা ত্যাগ কারয়াছিলেন। দৈব বশতঃ যখন ত্যাগ করিয়াছিলেন তখন পুনরায় গ্রহণ করিলে কোনরূপ দোষ হয় না, এমতাবস্থায় তাহার সংশোধন করাই বিধেয়। আর যদি দোষ হয় তাহা হইলে বৈদ্য-জাতিও সেই অপরাধে অপরাধী, কেননা সকলেই অবগত আছেন যে পূর্ব্ব বঙ্গের বৈদ্য-জাতির বহুকাল পর্য্যন্ত পৈতা ছিল না, রাজা রাজবল্লভ তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত দিয়া সমাজভুক্ত করিয়া লন। সেই অবধি তাঁহারা গণ্য মান্য হইয়াছেন ও বর্ত্তমান সময়ে অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। ইহা কি অবৈধ নহে?

রাঢ়ীয় বৈদ্যেরা পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্য-সমাজকে অতিশয় হীন মনে করেন। ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান দূরে থাকুক, পান ভোজনেরও প্রথা নাই। রাঢ়ীয় বৈদ্যেরা ১৫ দিবস অশৌচ প্রতিপালন করেন, আর পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। অনেকেই কিছুকাল পূর্ব্বে পৈতা পর্য্যন্ত ধারণ করিতেন না এবং এখনও কেহ কেহ করেন না দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে কায়স্থের পিতা বৈশ্য ও মাতা শূদ্রা, সুতরাং ইহারা অতি নীচ, বিশেষতঃ সেনহাটী গ্রামের কায়স্থেরা বৈদ্য সংসারে দাস-রূপে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দেয়। যেরূপ 'বেদে' মাত্রেই বৈদ্য হইতে পারে না, সেইরূপ কায়স্থ মাত্রেই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কায়স্থ হইতে পারে না। যে সকল কায়স্থ নীচকার্য্য করে তাহারা বাস্তবিকই নীচ জাতি, তাহাদিগকে "ড্যা... কায়েত বলে।" ব্রাহ্মণ-জাতির মধ্যে এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছে যাহাদের স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য আমরা আহার করি না, অথচ তাহারা ব্রাহ্মণ। সেনহাটীর সেবা-জীবী কায়স্থেরা প্রকৃত কায়স্থ নহে, বিশেষতঃ সেনহাটী বৈদ্য-প্রধান গ্রাম বলিয়া সেখানকার কায়স্থের অবস্থা অধিকতর হীন হইয়াছে।

শাস্ত্রোক্ত 'চিত্রগুপ্ত' পণ্ডিতবরের মতে কোন ব্রাহ্মণের তাঁতে বোনা। ভাল ... তাহাই হইল, কিন্তু হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এই চিত্রগুপ্তের সংবাদ ...রূপে পাইল; সমগ্র কায়স্থ-জাতি কি এখনকার মত তখন একত্রে মিলিত ...য়া সভা সমিতি করিয়া চিত্রগুপ্তের উৎপত্তির বিষয় স্থির করিয়া লইয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে যে বেদিয়া ও বৈদ্য একই পদার্থ। যাহারা এতাবৎকাল গন্ধ-...বণিক ও বৈদ্যকে গাছ গাছড়া যোগাইয়া আসিতেছে তাহারা বেদিয়া, আর ঐ বেদিয়া-জাতির এক শ্রেণী যাহারা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ঔষধির সাহায্যে ঔষধ প্রস্তুত ও চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা বৈদ্য, কেবলমাত্র প্রভেদ ছোট বেদে ও বড় বেদে। কিন্তু আমি এ প্রবাদ বাক্যের অনুমোদন করি না; কেননা বাল্যাবস্থা হইতে আমি তাঁহাদের বিশেষ ভদ্র,সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিমান ও সমাজের চক্ষু বলিয়া জানি। তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির সহিত তাঁহারা নানা-প্রকারে উন্নত হইবার চেষ্টা করিতেছেন ও ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত হইবার বড়ই সাধ হইয়াছে, কাজেই বিদ্যারত্ন মহাশয় সমগ্র বৈদ্য-জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে ভাই সকল তোমরা সকলে আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে ও সেইরূপ পরিচয় দিবে, পক্ষান্তরে কায়স্থ-সমাজকে উপদেশ দিতেছেন যে তোমরা পৈতা গ্রহণ ও 'বর্ম্মন' উপাধি যোগে পূর্ব্বপুরুষগণকে নিরয়গামী করিও না। উঃ কি স্বার্থপরতা! বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণাচারী হইলে কি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে নিরয়গামী করা হয় না? যদি তাঁহারা ব্রাহ্মণ তবে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতির তাঁহাদের প্রণাম করিবার নিয়ম নাই কেন? ব্রাহ্মণ দেখিলে কায়স্থ আদি অন্যান্য জাতি সকলেই ত প্রণাম করে, তবে বোধ করি সেনহাটী গ্রামে বৈদ্য-জাতিকে প্রণাম করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে, কেননা সে খানে বদ্দি বামুন বলে। তাহা হইলে আমাদের অঞ্চলেও "কায়েত-বামুন" বলে, —সুতরাং কায়স্থেরাও আপনা-দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত করিতে পারেন।

দেখিতেছি একদল মেকি অর্থাৎ ঝুটো ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় উঁকি মারিতেছেন। বিলাতী কাপড়ের আমদানিতে যেরূপ তাঁতি ভায়াদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মেকি ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রাধান্য লাভ করিলে ব্রাহ্মণদিগেরও সর্ব্বনাশ হইবে। ব্রাহ্মণগণ মনে রাখিবেন যে কেবল একমাত্র কায়স্থ-জাতিই আপনাদের সম্মান অদ্যাপি অটুট রাখিয়াছেন ও চিরকাল রাখিবেন।

আমি নানাদেশে বাস করিয়া নানাজাতির সহিত মিলিয়াছি কিন্তু জাতি-বৈদ্য কোথাও দেখি নাই। জাতি-বৈদ্য কেবল বাঙ্গালা দেশেই বিরাজমান, তবে

যাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তদনুরূপ ব্যবসা করিতেছেন তাঁহাদিগকে 'বৈদ্য' বলে। শুনা যায় যে কোন সময়ে বাঙ্গলা দেশস্থ কতকগুলি বৈদ্য চিকিৎসা করিয়া যশোলাভ করিবার ও আর্থিক লাভবান হইবার আশায় দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেখানে আশা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক ঘৃণিতরূপে উপেক্ষিত হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল, পক্ষান্তরে কায়স্থ-জাতি যখন যে খানে গিয়াছিলেন সর্ব্বত্রই বিশেষ সম্মান ও যশোলাভ করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; এমন কি স্বয়ং সাহান বাদসা আকবর সা কায়স্থ-জাতির গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের 'বাবু' খেতাব দি ছিলেন কিন্তু বহুদিন হইতে এই বাবু খেতাব সাধারণের ধন হইয়া পড়িয়াছে কায়স্থদিগের ব্যবসায়ের উপর উচ্চ ও নীচ সকলেই আক্রমণ করায় তাঁহা অবস্থা ক্রমে হীন হইয়া আসিতেছে।

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার সহিত বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার ন্যায় অযোগ্য লোকের কোন মতেই উচিত নহে, ত তিনি বৈরনির্যাতন কল্পে শ্রেষ্ঠ কায়স্থ সমাজের উপর যে রূপ অযথা আ করিয়াছেন তাহাতে দুকথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার বিবেচ যতটুকু ন্যায্য বলিয়া বোধ হইতেছে আমি তাহাই বলিলাম, ইহাতে যেন তি কিছু মনে না করেন। অবশ্য বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতে পারেন যে কায়স্থ জা এই বিবাদের পথ প্রদর্শক, ইহাতে কোন বিশেষ দোষ নাই; কিন্তু ত তাহার প্রত্যুত্তরে কেবলমাত্র ইহাই বলিব যে যদি তিনি কায়স্থ জাতিকে দিবার অভিপ্রায়ে বৃথা সময় ও অর্থ নষ্ট না করিয়া এই বৃহৎ পুস্তকখানি প্র করিবার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন তা হইলে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের কার্য্য করা হইত। বঙ্গদেশের এই দারুণ দুঃস কি ঘরোয়া বিবাদে উপস্থিত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য, তিনি জানেন না যে বিবাদের হেতু কি, আর কাহারাই বা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে দে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন?

এক্ষণে বিবাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া আর শাস্ত্রোক্ত কোন বচনের দো না দিয়া সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব লইয়াই বিচার করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রাঢ়ীয় বৈদ্যেরা পূর্ব্ব বঙ্গের বৈদ্য সমাজকে হীন মনে ক এবং আমার মনের বিশ্বাস যে উভয় সমাজেরই পরস্পরের প্রতি ঐরূপ অতএব যখন স্বজাতির মধ্যে এরূপ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় তখন স্পষ্ট

মান হইতেছে যে ইহাদের মধ্যে কোন এক গূঢ় বিষয় নিহিত রহিয়াছে সাধারণের গোচর নাই; এবং কায়স্থ জাতি সম্বন্ধেও ঐরূপ একটা কিছু উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন বাদানুবাদই যাহার মীমাংসা করিতে অক্ষম। অবস্থায় শাস্ত্রোক্ত কোন বচনেরই উপর নির্ভর না করিয়া সামাজিক লইয়াই বিচার স্থলে উপস্থিত হওয়া উচিত, কেননা প্রকৃত ইতিহাস কিছুই বিশেষতঃ যখন কায়স্থ পক্ষে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

এক্ষণে আমার প্রশ্ন এই যে কায়স্থজাতি যদি নীচকুলোদ্ভব হইবেন, তাহা তাঁহারা আবহমানকাল হইতে সমাজে প্রধান ও গণ্য কিরূপে হইলেন, ও নবশাখ প্রভৃতি অনেক জাতির মধ্যে কুবেরের ন্যায় ধনপতি আছেন, কেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই? ইহাতে স্পষ্টই বুঝা- ছে যে কায়স্থেরা নিশ্চয়ই উচ্চ কুলোদ্ভব নতুবা হিন্দুসমাজে তাঁহাদের বড় র কোনই সম্ভাবনা ছিলনা, ধনী হইলেই শ্রেষ্ঠ হইয়া যাওয়া রীতি হিন্দু- পূর্ব্বে ছিল না, পূর্ব্বে বলিয়াছি যে স্বয়ং দিল্লীশ্বর কায়স্থ জাতির গুণে হইয়া তাঁহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যজ্ঞ পূর্ণ র জন্য কায়স্থকে ক্ষত্রিয়রূপে বরণ করিয়াছিলেন। আবার দেখুন কায়স্থ র অক্ষয় কীর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবন ধাম ইত্যাদি কত স্থানে বিরাজমান রহিয়াছে। জাতির কোথাও আছে কি? অতএব স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে যে জাতি উচ্চ কুলোদ্ভব ও ব্রাহ্মণের নীচেই সমাজের নেতা। কায়স্থ সমাজ- সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যাহার অধীনে বৈদ্য আদি সকল জাতিই, কিন্তু কি কোন বৈদ্য সমাজপতি দেখাইতে পারেন যাঁহার অধীনে উচ্চ কুলোদ্ভব ? গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে যতদিন পর্য্যন্ত না কায়স্থেরা 'বর্ম্মণ' কথাটি বন্ধ করিবেন ততদিন তাঁহার লেখনী বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে পারিবেন ইহা কি তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের বলা উচিত, তিনি কি জানেন না যে হিন্দুসমাজের নিয়ন্তা নহেন, তাঁহার কথায় কি কায়স্থ সমাজ ভীত হইয়া অধিকার ত্যাগ করিবে। আমার বোধ হয় অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে র মস্তিষ্কের সমতা নাই, নতুবা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ সাহস করিতে । তবে আমাকেও লোকে ঐরূপ বলিতে পারে, কেননা কোন্ সাহসে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত লেখনী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু একটা ওজর আছে যে ইহা আমার জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ।

আমার এখনও অনেক কথা বলিবার আছে, কেবল বাহুল্য ভয়ে সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে নিবৃত্ত রহিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয় কায়স্থ জাতিকে করিবার উদ্দেশ্যে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিলেন, আর আ সামান্য গুটি কতক কথায় তাহার উত্তর দিলাম। সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূ উত্তর দিতে হইলে তাঁহার মত একখানি পুস্তক লিখিতে হয়, কিন্তু আমার সে উদ্দেশ্য নাই, তবে তাঁহাকে অনুনয় করিয়া কেবলমাত্র ইহাই বলিব যে, বৃথা বংশীয় খ্যাতনামা পুরুষগণকে নিজের ধন বলিয়া দাওয়া না করেন। পঞ্চপাণ্ডবে ভীমকে ‘ভীমসেন” বলিত, তাই বলিয়া কি তিনি বৈদ্য? ক্ষত্রিয়েরা কি ই বীর্য্য ছিলেন যে বৈদ্য জাতি ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন; ক্ষত্রিয়েরা কি বৈ সেবা করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? যে বল্লালসেনের দোহাই দি বৈদ্যেরা বড়াই করেন তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন নতুবা তাঁহার রাজা হইবার কো সম্ভাবনা ছিল না।

উপসংহারে আমি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট এই কথা বলিতেছি, যেন তি অনুগ্রহ করিয়া ভরতমল্লিককৃত বৈদ্যকুল গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন, তাহা হই বৈদ্যেরা কোন্ শ্রেণীভুক্ত প্রকাশ পাইবে।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দে

আত্ম কথা।

“কায়স্থ-পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় “ডাক্তার ঘোষজ মহাশয়ের মহা ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ” শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যার আ “বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ” শীর্ষক প্রবন্ধের তিনটী স্থান (১)(২) এবং (৩) উদ্ধৃত করি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মহাশয় “অনুকরণ অথবা তদপেক্ষা আ বেশী গোছের কিছু হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে” এইরূপ তা প্রয়োগে তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। অবশ্য দয়া করিয়া আ সমগ্র প্রবন্ধ হইতে তিনটী স্থান এবং তাঁহার সুলিখিত প্রবন্ধের তিনটী স্থা উদ্ধৃত করিয়া পাশাপাশি ভাবেই রাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দেখিবার এবং বু বার পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। তজ্জন্য বোধ হয় কিছু না লিখিয়া শ্রদ্ধা

মহাশয়ের প্রতিবাদ না করিলেও চলিত। কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা সাধারণের জন্য ২।৪টী কথা বলিয়াই এ বিষয়ে স্থগিত থাকিব। আমার স্থূলবুদ্ধিতে যাহা বুঝিলাম, তাহাতে (১) (২) ৩) চিহ্নিত স্থলে র ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। সাহিত্যসেবি পালিত মহাশয়ের অদ্ভুতপূর্ব্ব চিন্তনীয় প্রবন্ধটী পড়িয়াছিলাম সুতরাং একরূপ বিষয়ে একই প্রকার র সমাবেশ দোষাবহ নহে বলিয়া জানিতাম। ইংরেজী গ্রন্থে ইংরেজ কবি-ও এইরূপ বহু স্থলে একই ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, ই parallel passage অনেক অধ্যাপকের ব্যাখ্যার স্থানে সংযোজনের স আছে। তাহা তাঁহাদের কৃতান্তেরই পরিচয় প্রদান করে এবং এইরূপে পীয়র, মিল্‌টন্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি মহাকবিগণের যথেষ্ট parallel age দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা দোষণীয় নহে বলিয়াই এতকাল ধারণা এবং এখনও রহিয়াছে।

তাহার অনুকরণ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে (১) চিহ্নিত স্থলে “বিচার র-শাস্ত্র-জ্ঞান” প্রভৃতি ২।৪টী শব্দ শ্রদ্ধাস্পদ পালিত মহাশয়ের শব্দের মিলিয়াছে। কিন্তু এই সমুদায় শব্দগুলি কি নিত্য ব্যবহার্য্য নহে? ঐ কি মহাত্মা পালিত মহাশয়ের স্বরচিত নূতনতর শব্দ? তবে অবশ্য ইহা র করিতে বাধ্য যে বাঙ্গালার নূতন অভিধান সৃষ্টি করিবার শক্তি আমার লোকের নাই এবং থাকিতেও পারে না। (২) চিহ্নিত স্থলে “ধর্ম্মমত” উক এরূপ হইতে পারে না” এই কয়েকটী স্থান পরিলক্ষিত হইল। এইরূপ বিষয়ে অনুসন্ধানে তৎপর হইলে বোধ হয় প্রত্যেক প্রবন্ধেই প্রত্যেককে দোষে দোষী করা যায়। বিশেষতঃ এই সমুদয় শব্দ সৃষ্টিতে শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়ের বহু গবেষণায় ক্লান্ত হইতে হয় নাই ইহাই আমার ধারণা। দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্কলিত “সত্যার্থ প্রকাশ” ও “ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা” আর্য্য-সমাজ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে, তাহার বহুস্থানেই পালিত য়ের বহু প্রবন্ধে অবিকল দৃষ্ট হয়, অথচ ঐ সকল গ্রন্থের ভুলিয়াও নাম করেন মেঘনাদবধ-কাব্যে কবিবর মধুসূদন কতকগুলি নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া-ন, বোধ হয় সাহিত্যরথী পালিত মহাশয়ের ঐ সমুদয় শব্দ তাঁহার নিজস্ব নহে তাঁহার ঐ বিখ্যাত প্রবন্ধেই কেবলমাত্র উহারা সীমাবদ্ধ নহে। অতএব মীর অনুসরণ করা আমাদের কি অবৈধ হইয়াছে? যাহা হউক আমরা ন লেখক শ্রদ্ধাস্পদ পালিত মহাশয়ের দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার র প্রতিকূলে কথা বলিতে অভিলাষ করি না।

৩) চিহ্নিত স্থলে আমার ভাবার্থ এই ছিল যে বিধাতা চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-হিল্লোল ও মেঘমণ্ডল সৃষ্টি করিলেও উহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমানভাবে সুফল প্রদান করে না—কোথায় বেশী কোথায় কম যেথানে যাহা আবশ্যক বিধাতা সেখানে তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন সুতরাং তজ্জন্য যেমন সৃষ্টিকর্ত্তাকে দোষ দেওয়া যায় না, সেইরূপ বিধাতা ডাক্তার ঘোষ মহাশয়ের হস্তে বহু অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার ঘোষ মহোদয় যদি দারিদ্র্যদুঃথে অধিকতর ম্রিয়মান কায়স্থ জাতির সাহায্যকল্পে তাঁহার অর্থ নিয়োজিত করেন তবে তাহাও পূর্ব্বোক্ত কারণে দোষণীয় নহে। সুতরাং উদ্ধৃত অংশের significance ইহাই বুঝিয়াছিলাম।

শরীরে যখনই বাতাস লাগে আমরা তখনই সাধারণ জ্ঞানে ইহাই বুঝি যে বাতাস আছে অর্থাৎ অদূরেই রহিয়াছে, আর যখন গ্রীষ্মে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া থাকি তখনই বলি যে বাতাস নাই অর্থাৎ নিকটে নাই। "অদূরে" কথাটী এইরূপ সাধারণ ভাবে ও সাধারণ জ্ঞানে ব্যবহৃত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিকের নিকট উহা ভ্রান্তিপূর্ণ হইতে পারে কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে সাহিত্যিকের নিকট প্রোক্ত প্রবন্ধে ইহা দোষণীয় নহে।

চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘমণ্ডল প্রভৃতির সহিত বায়ু-হিল্লোল থাকায় বায়ু-হিল্লোলের সহিতও দর্শনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সাধারণ ভুল। সকলেই বুঝিতে পারে। বিজ্ঞ সুধী কৃতী শ্রদ্ধাস্পদ পালিত মহাশয় এবিষয়ে সমালোচনার এত কঠোরতা অবলম্বন না করিলেই ভাল হইত।

প্রকৃতপক্ষে উদ্ধৃত কয়েকটী স্থলই ভাষা ও ভাবের হিসাবে প্রবন্ধটীর নিতান্ত অপকৃষ্ট অংশ, সুতরাং প্রবন্ধের গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে লিখিত হয় নাই, ইহা বোধ হয় যে কোন প্রবন্ধের যে কোন পাঠকই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

উপসংহারে সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধাস্পদ পালিত মহোদয়কে বোধ হয় কাব্য প্রকাশের নিম্নলিখিত শ্লোকটী পড়িতে অনুরোধ করি দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার খানিকটা মনে পড়িতেছে না—

"*** শক্তি নিপুণতা লোকশাস্ত্রাদ্যবেক্ষণং।
কাব্যজ্ঞ শিক্ষায়াভ্যাস ইতি হেতু স্তদুদ্ভবে॥"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

কায়স্থ কোথায়?

অনেক দিন হইতে আপনি কায়স্থ পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে কিছু লেখার অনুরোধ করিয়া থাকেন। আমি নানারূপ বাধা বিঘ্নের দোহাই দিয়া 'আজ কাল' করি। প্রকৃত কথাটি এই যে আমার একটু ভয় আছে যে, যাহা লিখিব তাহা ছাপাইবেন কি না? কেননা ঐ পত্রিকা কায়স্থগণের কতকাংশের দ্বারা অর্থাৎ যাঁহারা উপবীত ধারণ করিয়াছেন, ১২ দিন অশৌচ পালন করিতেছেন তাঁহাদের দ্বারা চালিত।* আমাদের অত ভরসা এখনও হয় নাই তাই কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ। যাহা হউক আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল-হৃদয়ের লোকগুলিকে আপনাদের কায়স্থ-সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিবার শক্তি নাই ও তাহার চেষ্টা করিলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয় আপনার সম্পাদিত ঐ পত্রিকাতে লিখিয়াছেন "পুনরায় যদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এক যোগে সমাজ রক্ষায় যত্নশীল না হন,...... বঙ্গে যে সামাজিক-বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে......সোণার বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত হইবে।"

সে কি মহাশয়? সোণার বাঙ্গালা তো জাগিয়া উঠিয়াছে। নিরপেক্ষ বিদেশীয় শাসন সুধু বাঙ্গলায় কেন, ভারতের, বহুকাল-শৃঙ্খলাবদ্ধ-রুদ্ধ-মস্তিস্ককে স্বাধীনতা দিয়াছে। আহা! তাহার নূতন স্বাধীনতার ব্যবহারে যদি সে এস্থানে ওস্থানে স্খলিত-পদ হয় তাহাতে নৈরাশ্যের কোন কারণ তো দেখা যায় না। যে সমাজ কেবল কষ্টে শুষ্ক কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়মে চলে সে সমাজ তো অৰ্দ্ধমৃতপ্রায়, তাহাতে জীবনী শক্তির সম্যক অভাব। মহারাজ বল্লালসেনকৃত নিয়মাবলী তাৎকালিক সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু সেজন্যই যে তাহা চিরকাল শুভফল প্রসব করিবে তাহার স্থিরতা কোথায়? সমাজ তো বৰ্দ্ধনশীল বস্তু। জীবন্ত সমাজের অবিরত গতি কাহার সাধ্য রোধ করে? একটি দৃষ্টান্ত আমি নিজে আজীবন খাঁটি সরিষার তৈল মৰ্দ্দন করিয় স্নান করি এবং আমার স্বপরিবারের সমক্ষে অবসর মত উহার গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিয়া থাকি—ইচ্ছা নয় যে জবাকুসুম, কুন্তলীন ইত্যাদি টাকায় আধ পোয়া তৈল আমার সংসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংসার খরচে দামোদরের বেগের হানা করিয়া দেয়। ২।৪টি ঐরূপ সুগন্ধ তৈলের শিশি ঘরে এথানে ওথানে দেখিয়া গৃহিনীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ২।১ দিন চুপ

---

* এ কথা ঠিক নহে। কাঃ পঃ সঃ।

করিয়া থাকিয়া একদিন উত্তর করিলেন যে "তুমি সরিষার তৈল মাথতে হয় মাথ, রেড়ীর তৈল মাথতে হয় মাথ তা বলে যখন অনেক লোকে গন্ধতেল মাখে তখন আমার বৌঝিয়েরাই বা কেন মাথবে না" আমি তো নির্ব্বাক্। মনে কল্লুম এই কি আমার আজীবন সরিষা তৈল সেবনের ফল? বুঝিচি গিন্নির এখন আর সরিষার তৈলে কিছু হয় না জবাকুসুম চাই। তখন সেই ভট্টাচার্য্য বামুণের গল্প মনে পড়িয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয় "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধুমাৎ" ইত্যাদি সমস্যা লইয়া ব্যস্ত থাকেন আর তাঁহার ব্রাহ্মণী ও বয়স্থা কন্যার নানাবিধ বেচালের কথা শুনতে পান কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিয়া উঠেন না। মনে কল্লেন একবার আদ্যোপান্ত মহাভারত পাঠ শুনিলে উঁহাদের মতিগতি ফিরিয়া যাইতে পারে। পাঠ সমাপনান্তে গৃহিনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন কি উপদেশ পাইলে বল দেখি? গৃহিণী প্রিভি কাউন্সিল্ নজির কোট (quote) করিয়া পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম-বিবরণ ও কন্যা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী থাকার বিষয় বিবৃত করিলেন। কোরাণে পুরুষ ৪টি পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। মহাভারতের নজির অনুসারে স্ত্রীলোক ৫টি পর্য্যন্ত স্বামী গ্রহণ করিলে অসতী হয় না। One of the living High Court Judges said "rulings can be found for all sort of propositions"

কায়স্থ পত্রিকাতে অনেক শাস্ত্র নজিরাদি কোট্ (quote) করা থাকে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র তো অগাধ রত্নাকর। তাহা মন্থন করিলে অমৃতও পাওয়া যায় গরলও উঠে। আমার ঐ সমুদ্র মন্থনের শক্তি নাই এবং বয়সও পঞ্চাশ উৰ্দ্ধে বনং ব্রজেৎ, অতএব গোটাকত দেখা ও শোনা কথা বলি। ই-আই-রেলওয়ে হওয়ার আগে আমাদের অঞ্চলের লোককে বাগবাজারের ঘাটে নৌকা চড়িয়া বদ্দিবাটীর নিমাই তিথির ঘাটে নামিয়া বাটি যাইতে হইত। এক সময় আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ ঐরূপ নৌকায় যাত্রী ছিলেন তাহাতে অন্যান্য জাতি ও অপরিচিত লোকও ছিলেন। এক আরোহী ব্রাহ্মণের তামাক খাইতে ইচ্ছা হওয়ায় (তখনও জামা পিরাণের চাল বড় হয় নাই—ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত গলায় দোদুল্যমান, কাজেই ব্রাহ্মণের পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না) তিনি অন্য একজন আরোহীকে তামাক সাজিতে বলেন, তাহাতে সে উত্তর করে 'কি ঠাকুর আমিও পয়সা দিয়া নৌকায় উঠেছি তুমিও পয়সা দিয়া নৌকায় উঠেছ আমি তোমার তামাক সাজ্‌ব কেন?' ঐ পূর্ব্বপুরুষ উঠিয়া বলিলেন 'ঠাকুর আপনার ভুল হয়েছে' এমন পৈতৃক বাঁধা চাকরটা থাকতে আপনি অন্যকে কেন তামাক সাজতে বল্লেন?' এই বলিয়া

তামাক নিজে সাজিয়া ব্রাহ্মণকে খাওয়াইলেন ও পরে আপনি প্রসাদ পাইলেন।

পঞ্চাশ বৎসর পরের একটি গল্প বলিয়া শেষ করি। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে বেহালায় এক স্বভাবকুলীন ব্রাহ্মণের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ঘটিয়াছিল। তিনি মুখুয্যে ও আমি মিত্তির। শাস্ত্রানুসারে আমরা উভয়েই কুটিল—"মুখুটি কুটিল" "মিত্তির কুটিল অতি।" সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। আমিও তাহাকে স্বভাব মুখুটি—'অনেক বামুনের বাড়ী খাইলে সে বামুন হয়ে যায়'—ইত্যাদি নানা মুখরোচক মধুর বাক্যে খোস্ মেজাজে রাখতাম এবং তিনিও আমাকে বিশ্বামিত্র গোত্র উপলক্ষ করিয়া অনেক শ্রুতি মধুর রসাভাস করিতেন। কিন্তু চিরকাল তো আর মিষ্টালাপে যায় না, মধ্যে মধ্যে তর্ক বাধিয়া যাইত। একদিন তিনি বলিলেন 'যাহারা দাস হয়ে এদেশে এসেছে তাদের অতবড় কথা শোভা পায় না।' একথায় বিশ্বামিত্রের বিচি যে চটিয়া লাল হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? উত্তর করিলাম "ও দাসটা কি জানেন, 'ওটা আচার, বিনয়, বিদ্যা" সেই বিনয়ের দাস। 'I have the honour to be, Sir, Your most obedient servant' সেই দাস। নতুবা বুঝিবেন যে মহাদেবের ঔরসেই মহাবীর কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, রাবণের ঔরসে মেঘনাদ, অর্জ্জুনের ঔরসে অভিমন্যু ইত্যাদি বীরের ঔরসেই বীরের জন্ম হইয়া থাকে, ৪টা চাকরের ঔরসে চিত্রগুপ্ত ও তাহার বংশধরগণের জন্ম হয় নাই। ৪টা বড়লোক দিগ্বিজয়ে এসেছিলেন তাহাদের ৪টা পাচক্ ব্রাহ্মণের আবশ্যক ছিল তাই তৎকালের বিজয় প্রথার অনুসারে উঁহারা দাস সাজিয়া ছিলেন, কেননা তাহা হইলেই ব্রাহ্মণকে রন্ধন শালায় যাইতে হইবে, আর সেকালের কায়স্থ দাস বলে মজা করে তৈয়ারী রান্না ভাত খাবে। অতএব দেখুন ঘরাও ঝগড়া ভাল নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বোকা ছিলেন না। বনরক্ষা শিশির, শিশির রক্ষা বন। ওহে মুখুটি লম্বা চওড়া কথা কয়ে মাথায় পা তুলে দিতে চেও না আমরা তো নৌকায় তামাক সাজিয়া দিয়া নমস্য প্রণম্য করে রেখেছি। বেশী বাড়াবাড়ী কর তো নানাবিধ interpretation দিব।

ওকালতি করেন বেশ জানেন যে বুকুণি দিয়া কথা কহিতে না পারিলে কেহই কথা শুনে না। কি আদালতে, কি রাজসভায়, কি থিয়েটারে, কি কথকের বেদীতে কি পুল্‌পিটে রস দিয়ে কথা না কহিতে পারে কে আর শোনে কে? উত্তর—কায়স্থ চিরকাল সমাজের নেতা ছিল, আছে ও থাকিবে।

শ্রীআশুতোষ মিত্র।

কায়স্থ-পত্রিকার প্রবন্ধাবলী।

সাহিত্য চর্চ্চার উর্ব্বরা ভূমিতে জাতিত্ব কণ্টক-বৃক্ষের উদ্ভব হইতে না দেওয়াই
একান্ত বাঞ্ছনীয়। জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সকল উন্নতিশীল জাতির
অসাধারণ জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাইয়া আমরা তাহাদের পদানুসরণ করিতে
উৎসুক হইয়া উঠি, তাহারা সকলেই সাহিত্যের মন্দিরে ভাব ও ভাষার পবিত্র
পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন—সাহিত্য মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
তাহাদের নিমিত্ত যেমন একদিকে তাঁহার স্বীয় জ্ঞান-গ্রন্থের মহামূল্য পত্ররাজি
সতত উন্মুক্ত রাখিতেন, অন্যদিকে তিনি জাতিসমূহকে অকাতরে বর প্রদান
করিয়া তাহাদের সাহিত্য চর্চ্চার সফলতা প্রতিপাদন করিয়া দিতেন। এবম্বিধ
বাঞ্ছনীয় সাহিত্যানুশীলনের মূলে জাতিগত, সম্প্রদায়গত, কিম্বা ব্যক্তিগত কোন
পার্থক্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না। বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসও, আধুনিক
জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্যানুশীলন সম্বন্ধে আমাদের পরবর্ত্তী
জাতিসমূহের নিকট এ কথা বলিতে পারিবে না, যে ইহাদের বিদ্যাচর্চ্চার, ভাষার
অনুশীলনের এবং সর্ব্বোপরি সাহিত্যিক গবেষণার মূলে সম্প্রদায়বিশেষের
একাধিপত্য বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে কোনরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শনের
উদ্দেশ্য 'জাতিত্বের' দোহাই একান্ত অপ্রশস্ত ও ঘৃণিত প্রথা বলিয়া অভিহিত
হইয়াছে। কারণ 'ভাষার প্রতি অনুরাগ' কোন দেশের ব্যক্তিগতভাবে পরি-
বদ্ধ থাকে নাই, সম্প্রদায়বিশেষের 'এক চেটিয়া' সম্পত্তি বলিয়া পরিচিত হয় নাই
এবং জাতিত্বের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকিয়াও সন্তুষ্ট রহে নাই। ভাষাকে যদি
কখনও এরূপ ভাবে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহা
অতি কদর্য্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহার এমতাবস্থা হইতে উন্নতির
আশা সুদূরপরাহত। ভাষা চর্চ্চার প্রশস্ত, সাধু উদ্দেশ্য যদি কোন সম্প্রদায়ের
মধ্যে বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তথায় কোন ক্রমেই উন্নতির আশা করা যাইতে
পারে না। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে, যে, মানুষ প্রকৃতির
অংশসম্ভূত। প্রকৃতি বিশ্বব্যাপিনী। সুতরাং 'মানুষের প্রকৃতির' মধ্যেও প্রকৃতির
এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির আংশিক উন্মেষ একান্ত সম্ভবপর। এমতাবস্থায় মানব
জাতি তাহার প্রিয় সম্পত্তি ভাষানুশীলনে তৎপর হইয়া সেই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির
সংযম সাধন করত জাতিত্বের বা সম্প্রদায়ত্বের অতি, অতি সংকীর্ণ পরিবন্ধনীর
মধ্যে নিজকে গুটীপোকার মত আবদ্ধ রাখিবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে।

...রূপ দুর্ব্বল সাহিত্য চর্চ্চা কালের প্রবল গতির সহিত কতদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা
...লাইতে সক্ষম হয়? সুতরাং অবশেষে এরূপ জাতিগতভাবে উন্মেষিত সাহিত্যের
...শীলন পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। আলোচ্য বিষয়ের অভাব হইয়া পড়ে এবং
...কবিধ বিষয়ের বারম্বার আলোচনা হইতে উৎপন্ন বিসদৃশতা সমগ্র সাহিত্য
...গতের এক কোণে সময়ে সময়ে একটু আধটুকু কলঙ্কলেপ স্পর্শ করাইয়া দিয়া
...থাকে। তখনই বিশ্বের উন্মুক্ত ভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্যিকবর্গের এক ঘৃণাজাত
...কৃপাদৃষ্টি এই দুর্ভাগা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনকারীদিগের প্রতি নিপতিত হইয়া থাকে।
...দৃশ্য মর্ম্মান্তিক নহে কি?

এ যাবৎকাল আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই হউক, অথবা যে প্রকারেই হউক,
আমরা এরূপ কোন মর্ম্মপীড়াদায়ক দৃশ্য দেখিব বলিয়া ক্ষণেকের নিমিত্তও চিন্তা
করি নাই। কারণ বাঙ্গলার সাহিত্য চর্চ্চার মধ্যে জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের
স্বাতন্ত্র্য কল্পিত হয় নাই, এবং ভাব ও ভাষা তদনুরূপ কোন খ্যাতিলাভ করে
নাই। কিন্তু যে দিন হইতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজে তাহাদের সমাজবদ্ধ ভাবে
সাহিত্যানুশীলন আরম্ভ হইয়াছে, যে দিন হইতে বাঙ্গালার কায়স্থগণ কায়স্থ-
জাতির 'একচেটিয়া' ভাবে মাসিক পত্রিকা প্রচলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,
সেই দিনেই এরূপ একটী শোচনীয় দৃশ্যের সূত্রপাত হইয়া রহিয়াছে বলিতে
হইবে। সেই দিন হইতেই তাহাদের অনিশ্চিত কৃতকার্য্যতাগত একটী লজ্জাকর
...ঘটনার অবতারণা হইয়া রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে।* ইহা যে সুধু কায়স্থগণের পক্ষে
...কথিত হইল, বা বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের অকৃতকার্য্যতার প্রতি আরোপিত হইল
তাহা নহে। যদি কেহ মনে করেন, আমি কায়স্থগণের মাসিক সাহিত্য পরি-
চালনা বিষয়ে 'জাতিত্বের বন্ধন' প্রথার উল্লেখছলে তাহাদের শক্তির অভাব
প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছি, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখিত হইব! কারণ ইহা
সুধু কায়স্থসমাজের পক্ষে নহে, সকলের পক্ষেই বলা যাইতে পারে যে, সম্প্রদায়গত

* বাঙ্গালা সাহিত্যে না হউক, বাঙ্গালা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষায়। যাহা ভাষা-
সাম্রাজ্যের রাজ্ঞী, তাহাদ্বারাই ক্ষত্রিয়জাতির জাতীয়ত্ব লইয়া জগতের সর্ব্বত্র সমাদৃত মহাভারত,
...তুলনীয় অপূর্ব্বকাব্য রামায়ণ, —অতুলনীয় দর্শন ভগবতগীতা এবং অতুলনীয় শব্দবিজ্ঞান ভট্টি
...কাব্যের সৃষ্টি এবং এই সমস্ত বিশ্ববিশ্রুত জাতীয়সাহিত্য যে জাতিকে ও যে দেশের ভাষাকে ঐশ্বর্য্যবতী
...করিয়াছে, সেই জাতি মাতৃভাষায় জাতীয়পত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করায় কি সেই ভাষা দুর্ব্বল হইবে?
...ইহা কি লোকের মর্ম্মপীড়াকর কৌতুক হইবে? আমরা আশা করি লেখক মহাশয় এ সমস্ত
...বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া প্রোথিতনামা সুধীগণের প্রতিকূলে ভবিষ্যতে প্রবন্ধের অব-
...তারণা করিবেন। কাঃ পঃ সঃ

ভাবে আবদ্ধ থাকিলে, কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকলেরই সাহিত্যের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। আমরা কিন্তু সর্ব্বাগ্রে শত বাধা বিঘ্ন থাকা সত্বেও একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরম কারুণিক ভগবানের নিকট এবং আমাদের এই বিরাট কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি যে, ভগবান আমাদের এই বিশাল জাতির মঙ্গল বিধান করুন। এই সাহিত্যানুশীলন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে আমাদিগকে শক্তি প্রদান করুন। প্রাতঃস্মরণীয় কায়স্থকুলপুঙ্গবগণ সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া কায়স্থ জাতির উন্নতি বিধান করুন। অথবা ইহা কেনা প্রার্থনা করে? যাহারা কার্য্যতঃ কিছু সাধন করিতে পারে না, তাহারা যদি অন্ততঃ ঈশ্বরের নিকট বিনীতভাবে মঙ্গল কামনা না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিতান্ত কৃতঘ্ন ও পাষণ্ড বলিল!

বিগত ভাদ্র সংখ্যার 'কায়স্থ-পত্রিকায়' শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে বহু সংখ্যক সুলেখক থাকিতেও 'কায়স্থ-পত্রিকার' প্রকাশ যোগ্য প্রবন্ধের অভাব হইতেছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া একটী প্রবন্ধ লেখেন বস্তুতঃ ইহা নিতান্ত দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু তৎপ্রতিকারের উদ্দেশে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আশ্বস্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে বরং আরও দুঃখিত হইলাম। তিনি আশ্বিনের সংখ্যায়' কায়স্থ পত্রিকায়' 'পত্রিকার আলোচ্য বিষয়' নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সার মর্ম্ম অতীব কৌতুহলোদ্দীপক বা হৃদয়-বিদারক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া প্রথমেই নব্য যুবকগণের প্রতি একটি সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়াছেন। এ শরের সূক্ষ্ম ধারাল তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বঙ্গীয় নব্যযুবকগণের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া এক অসহ্য যাতনার সৃষ্টি করিয়াছে। এবং এই বেদনার আধিক্য যে একমাত্র বাঙ্গলায় কায়স্থ যুবকবৃন্দের হৃদয়েই অনুভোগ্য একথা কে অস্বীকার করিবেন? কে বলিতে সাহস করিবেন যে বাঙ্গালার কায়স্থ-সমাজের যুবকবৃন্দ জাতীয় উন্নতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির জন্য লালায়িত? কায়স্থ যুবকগণের হৃদয় আছে, তাহাদের জাতীয় উচ্চতা গত সূক্ষ্ম বিচার শক্তি আছে; বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ নেতৃবর্গ অসামান্য পরিশ্রম স্বীকার করিয়া জাতীয় উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া, যুবক বৃন্দের নিকট তাঁহারা একান্ত কৃতজ্ঞতাভাজন, এ জ্ঞান তাহাদের ম

...রূপে উন্মেষিত আছে। যদি প্রবন্ধ না লেখার জন্য তাহারা প্রাণ ...হয় তবে বঙ্গদেশে কয়জন কায়স্থ জীবিত আছেন? আর প্রবন্ধ লেখা ...বলিতেছি যে এরূপ ক্ষেত্রে সম্পাদকগণ স্কুল কলেজের যুবকের নাম ...নিয়াই তাহাদের লিখিত প্রবন্ধের কোনটী কিয়দংশ পাঠ বা কোনটী মোটেই পাঠ না করিয়া নাসিকা কুঞ্চন করত উহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। জিজ্ঞাসা ...রি, এ দোষ কাহার?

এরূপ অনেক প্রবন্ধ (যাহা, আবশ্যক হইলে আমরা বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের ...পে উপস্থিত করিয়া প্রকাশিত প্রবন্ধের সহিত এই প্রত্যাখ্যাত প্রবন্ধের তুলনা করিতে পারি) অর্থাৎ আমরা যে প্রত্যাখ্যাত প্রবন্ধ পাইয়াছি, তাহা কোন ক্রমেই প্রকাশের অযোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং আমরা বলিতে চাই যে মাননীয় ...মুমদার মহাশয় যদি পূর্ব্বাপর সকল বিবরণ অবগত হইতেন তাহা হইলে ...রাজ সহসা নব্যযুবকগণকে এত নির্দ্দয় ভাবে নিপাড়িত করিতেন না।*

'নব্যযুবকগণ পিতামহের নাম বলিতে পারে না, অথচ এম্-এ, পাশ ...রে'; দুঃখের বিষয় বটে! নিবেদন এই কৃষ্ণবাবু কি কোন যুবকের পিতা ...কোন যুবকের পিতামহ নন? তাহাদের রুচি অনুযায়ী প্রথা অবলম্বনে, ...পনি তাহাদিগকে সামাজিক তথ্যের মূলসূত্র শিক্ষাদানের ভারটা গ্রহণ ...রিলে ভাল হয় না কি? যে দেশের সমগ্র অধিবাসী বিজাতীয় ভাবে অনু- ...ণিত হইয়া আসিতেছে, সে দেশের শিক্ষার্থী যুবকগণ সেই ভাবের স্রোতে ...চালিয়া দিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? তবু যে তাহাদের প্রতি এহেন বিদ্রূপ- ...নিক্ষেপ হয়, ইহার তাৎপর্য্য কি? 'নব্যকায়স্থ-যুবকগণ হইতে কায়স্থ ...ত্রিকার প্রবন্ধ লাভ করা যাইবে না বলিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ ...ই', এ কথা আমরা সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করি। কিন্তু তথাপি, কায়স্থ ...মাজের মঙ্গলের জন্য বলিতেছি, যে সাহিত্যের আবর্জ্জনা যেন বৃদ্ধি না পায়— ...শেষতঃ কায়স্থগণ দ্বারা। কারণ তাহাতে সমগ্র সাহিত্য দুষ্ট হইবার ভয় ...আছে। বর্ত্তমানে এক প্রথা চলিয়া আসিয়াছে, মাসিক সাহিত্যে কাহারো ...বন্ধ প্রকাশিত হইলেই তিনি সাহিত্যিক নামে খ্যাত হইয়া পরেন। এবং

---

* লেখক মহাশয়ের এই প্রবন্ধের ভাষা ভাব এবং আরোপ সমুদয়ই সুন্দর হইয়াছে, ...ং আমাদের ইহার টিপ্পনী দেওয়া সঙ্গত মনে হইল না, তবে তিনি এ কথা কোথায় কাহার ...ট শুনিয়াছেন—সম্পাদকগণ স্কুল কলেজের যুবকদিগের লিখিত প্রবন্ধ পাইয়া পাঠ না করিয়াই ...ক্ষেপ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন? কাঃ পঃ সঃ।

এই মাসিকে মাসে মাসে নাম উঠাইবার জন্য কেহ বা একই বিষয় বার বার প্রেরণ করিলেন কেহ বা কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনাচ্ছলে (যদিও এরূপ প্রবন্ধ প্রায়ই বাহির হয় না) নিরর্থক রং ফলাইতে গিয়া প্রকৃত অবস্থা হইতে একেবারে বাড়াইয়া তুলিলেন এবং দোষের ভাগটা মোটেই উল্লেখ করিলেন না। এদিকে পরিচিত সম্পাদক যাহা পাইলেন, লেখকগণের নামগুলি পরিচিত কি না, দেখিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন এ সকল বিষয় কি অনুশোচনীয় নহে? ফলে এই দাড়াইয়াছে যে, যে সকল বিষয় ও ব্যক্তির বিষয় আলোচিত হয়, সে সকল বিষয়ও ব্যক্তিবর্গ কলঙ্কিত হন, আর আলোচনাকারিগণের ত কথাই নাই।

যাহা হউক, এ প্রসঙ্গে বহু কথার উত্থাপন করিতে পারা যায়। আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু তর্ক যুক্তির বহুল প্রয়োগ দ্বারা কাহারো মত খণ্ডন করা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আর সেরূপ কোন প্রবন্ধ লিখিয়া কায়স্থ-পত্রিকার মূল্যবান পত্রসমূহ অধিকার করিবার যোগ্যতাও আমাদের নাই। তবে উপস্থিতক্ষেত্রে যাহা আমাদের আপত্তি জনক, সুধু তাহারই উত্থাপন করিয়া নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা। সুতরাং এইস্থলে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার নিকট একটী নিবেদন করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বিষয় এই—আমরা কায়স্থ, কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বাঙ্গিণ উন্নতির জন্য জীবন পাত করিব। জাতীয় উত্থান ও পতন, উন্নতি ও অবনতির এক সুচিত্রিত চিত্র আমরা অঙ্কিত করিয়া, সমাজের সম্মুখে ধরিব, সমাজ তাহা দেখিয়া নিন্দনীয় বিষয় সকল ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করত বাঞ্ছনীয় বিষয়াবলীর সত অনুকরণ করিবে। এই উদ্দেশ্যেই কায়স্থ-সমাজে কয়েকখানি মাসিকপত্রের একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমানে কতিপয় প্রথিতনামা, আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় কায়স্থপুঙ্গবের ঐকান্তিক যত্নে, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমরা উপরোক্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের অভাব অনুভব করিতেছি না। ইহা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। অথবা একথাও বলিতে পারি যে বিশেষ কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল যোগ্য ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে নৈরাশ্যের সম্ভবনাই বা কোথায়? এখন কথা এই, আমরা যখন এ অমূল্য সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়াছি তখন ইহার প্রয়োগ যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে তাহা করাই একান্ত বিধেয়। তবে আমরা ইহার ই ও বিস্তৃতি সুধু আমাদের সম্প্রদায়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখি কেন?

ভাব যাহাতে বাঙ্গালার বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারে, যাহাতে বাঙ্গালার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঙ্গল ময় দৃষ্টি ইহার প্রতি পতিত হয়, বাঙ্গালার বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে যাহাতে ইহার আলোচনা ও পঠন হইয়া পড়ে, তাহা করিতে বাধা কি? উন্নতি অবনতি কাহাকে বলিব? উত্তম ও অধম কিরূপে চিনিব? যখন অপর জাতির সহিত তুলনা করিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইবে, তখন আমরা উন্নত। যখন অপর জাতির সহিত তুলনায় তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইবে, তখন আমরা নিশ্চয় অবনত, অধম। কিন্তু কই, আমাদের ত সেরূপ কিছু হইতেছে না? আমরা ত ঘরের কথা, ঘরের লোকের কানে তুলিয়াই বিরত রহিতেছি। তবে আমরা যে উন্নত, উত্তম তাহার প্রমাণ কিরূপে হইল? অবশ্য আমাদের এই শুভ উদ্দেশ্য সাধন করিবার উপায় স্বরূপ এই মাসিক সাহিত্যসমূহে আমাদের কায়স্থ জাতির বিবরণই অধিক হইবে সন্দেহ নাই। কায়স্থ-সম্প্রদায়ের উন্নতি অবনতি বিষয়ক প্রবন্ধই আমরা ইহাতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে আশা করি। কিন্তু এই প্রাধান্যের সহযোগে বিভিন্ন বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নিচয় প্রকাশ করিলে, আমাদের গৌরব যে ততোধিক বৃদ্ধি পাইয়া উঠিবে, একথা কে অস্বীকার করিতে পারেন? বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকগণের সাহিত্যালোচনার সন্ধিক্ষেত্র হইতে যদি আমাদের কায়স্থ জাতির কথাটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকাশ পাইয়া উঠে তাহা যে আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা যশের কথা তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? অতএব আমরা আশা করি, বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া রাখিলে কায়স্থ-সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবে।

শ্রীরনণীরঞ্জন গুহ রায়।

বংশ চতুর্ব্বিধ।

বংশ চারি প্রকার—১। আদিত্যবংশ। ২। ব্রহ্মবংশ। ৩। শক্রবংশ। ৪। চন্দ্রবংশ।

১। পুনঃ আদিত্য বংশ হইতে শাক্যবংশ, লিচ্ছিবিবংশ, মল্লবংশ উদ্ভাবিত হয়।

২। যে সময়ে শাক্যবংশীয় রাজাগণ কপিলবাস্তু নগরে, লিচ্ছিবাবংশীয় রাজাগণ বৈশালিনগরে (ইহাঁদিগের অন্য আর একটি 'বজ্জিয়' উপাধি ছিল) মল্ল-

বংশীয় রাজাগণ কুশিনার নগরে এবং মগধে আদিত্যবংশীয় মহারাজাগণ রাজ্য করিতেছিলেন, সেই সময় গৌতমবুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হন।

৩। শ্রাবস্তি নগরের মহাকোশল রাজের পুত্র প্রসেনদিকুমার, বৈশালীর লিচ্ছিবী রাজপুত্র মহালি ও কুশিনারার মহারাজের পুত্র বন্ধুল, তক্ষশিলায় অতি প্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাদিগের পরস্পরের বন্ধুত্ব হওয়ায় রাজ্যে প্রত্যাগত হইলে সর্ব্বদা তাঁহারা পরস্পরের সহিত সাক্ষাত করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রসেনদিকুমার তাঁহার পিতাকে স্বকীয় শিক্ষিত বিদ্যা ও কৌশল প্রদর্শন করিয়া তুষ্ট করিলেন। মহারাজ নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহালিরাজকুমার লিচ্ছিবী দিগকে অত্যাশ্চর্য্য ভাবে শিল্প প্রদর্শন করায় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য অন্যান্য লিচ্ছিবীরাজ পুত্রগণ তাঁহাকে অতি সম্মানসহকারে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট শিল্প ও বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বন্ধুল রাজকুমার মল্লদিগের কুব্যবহারে রাজ্যে বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া শ্রাবস্তিনগরে প্রসেনদি রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনিও তাঁহাকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। বন্ধুল রাজকুমার পরে তাঁহার মাতা পিতাকে শ্রাবস্তিনগরে লইয়া আসিলেন। এই স্থলে কোশল রাজবংশ ও লিচ্ছিবী রাজবংশসহ মল্লরাজবংশের সম্বন্ধ হইয়া মিশ্র হয়। তাঁহাকে সকলে মহামল্ল বলিয়া সম্মান করিত। পরে এই মহামল্ল নামটি মহামান হয়, যাহা হইতে বর্ম্মবংশায় রাজাগণকর্ত্তৃক মহামান্য অর্থাৎ মানজি শব্দ গৃহীত হয়।

৪। কোশলরাজ প্রসেনদি শাক্যকুল হইতে এক রাজকুমারী বিবাহ করিবার মানসে প্রধান মন্ত্রিকে কপিলবস্ত নগরে প্রেরণ করিলেন। শাক্যগণ দূতমুখে এই কথা শুনিয়া, গুপ্ত মন্ত্রণা গৃহে প্রবেশ করিলেন। শাক্যগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন "আমরা উৎকৃষ্ট শাক্যবংশজাত, কোশলরাজকে কিরূপে হীন করিয়া আমাদিগের কন্যা প্রদান করি। আর যদি প্রদান না করি, ইহাতে এক মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধের সূত্রপাত হইবে। হয়ত আমরা পরাস্ত হইতে পারি। ইহা শুনিয়া মহানাম শাক্য বলিলেন "আমার ঔরসজাত দাসীকন্যা বাসব ক্ষত্রিয়া অতিশয় সুন্দরী ও লক্ষণসম্পন্না তাহাকে আমাদিগের শাক্যকুলের কন্যা বলিয়া রাজাকে প্রদান করি"। ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন। পরে তাহারা যথাবিধি ক্ষত্রিয় নিয়মানুযায়ী বিবাহ করাইলেন। বাসব রাজমহিষী ও তদবধি মহানাম শাক্য কন্যা নামে অভিহিত হইলেন। তিনি কিয়ৎদিন পরে এক পুত্রপ্রসব করিলেন। নাম করণ দিবসে তাহার বিভুডভ কুমার নাম রাখিলেন। রাজকুমার বয়স প্রাপ্তে একদা তাহার মাতাকে বলিলেন মাতঃ! আমি মাতুলালয় যাইতে ইচ্ছা করি? ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতা পুনঃপুনঃ নিবারণ করিলেন। কিন্তু একান্তই গমনেচ্ছুক হওয়ায় তাহাকে সেনাসামন্তসহ প্রেরণ করিলেন। শাক্যগণও এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগকে অল্পবয়স্ক পুত্র ও কন্যাদিগকে অন্য স্থানে পাঠাইয়া দিলেন, কারণ দাসীপুত্রকে প্রণাম করিলে শাক্যদিগের মান হানি হইবে। রাজকুমার যথাসময়ে কপিলাবস্তনগরে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধদিগকে বন্দনা করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি আমাপেক্ষা কনিষ্ঠ নাই? ইহা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন আছে, কিন্তু তাহারা কিয়ৎদিন হইল কোন এক কার্য্যবশতঃ অন্যত্র গিয়াছে! ইহা শুনিয়া আর তিনি কিছু বলিলেন না। কিছুদিন পরে রাজকুমার স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শাক্যগণ যথাবিহিত সম্মানসহকারে বিদায় দিলেন। বিভুডভ রাজকুমার আসিবার সময় শুনিতে পাইলেন, যে তাহার মাতা দাসীকন্যা। মহানাম শাক্যের ঔরসজাত। রাজকুমার বড়ই দুঃখিত হইলেন। রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া পিতাকে সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলেন এবং তাঁহার নিকট তিনি অসিহস্তে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া শাক্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিব এবং তাহাদিগের রক্তে আমার পাদ প্রক্ষালন করিব।

ইহাতে প্রসেনদি মহারাজও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বুদ্ধদেবকে, শাক্যদিগের ব্যবহারের বিষয় বর্ণন করিলেন। বুদ্ধদেব নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা পিতা পুত্রকে সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু রাজকুমার তাঁহার পিতার জীবিতকাল পর্য্যন্ত নিরস্ত ছিলেন। কিন্তু রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই শাক্যদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। শাক্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। রাজকুমারও তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে মহানাম শাক্য ব্যতীত সককে হত্যা করিয়া তাঁহাদিগের রক্তে পাদ প্রক্ষালন করিলেন। মহানাম শাক্যও নিজের প্রাণভয়ে সপরিবারে পলায়ন করিয়া নাগলোকে (অর্থাৎ বর্ত্তমান আসামের অন্তর্গত নাগা পর্ব্বতে) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় (নাগলোকে) তিনি নাগাগণকর্ত্তৃক রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অন্যান্য শাক্যগণ তৃণশাক্য, বেণুশাক্য ও অন্যান্য নাম ধারণ করতঃ উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিয়া নেপাল, ভোট, আসাম ও শান (Shan Estate in Burma) প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

মহানাম শাক্যও মহানামজি উপাধি ধারণ করিয়া নাগাগণসহ বাস করিতে লাগিলেন।

৫। মগধের রাজা বিম্বসার তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া যথাবিধি অতীত কর্ম্মফল ভোগ করিলেন। অজাতশত্রু রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রু বজ্জিদিগকে (লিচ্ছবি দিগকে) ধ্বংস করিবার মানসে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বজ্জিদিগকে তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া পরাস্ত করিলেন। বজ্জিগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া নানা দিকে পলায়ন করিলেন। কেহ বা পশ্চিমাভিমুখে, কেহ বা দক্ষিণাভিমুখে, কেহ বা উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিলেন, যাঁহারা উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ নেপালে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। কেহ কেহ ভোট রাজ্যে লেপ্‌ছা নামে অভিহিত হইয়া তথায় বাস করিলেন। কিন্তু যাঁহারা আসাম অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন তাহারা মহানাম শাক্যের বংশধর গণকে দমন করিয়া বর্জ্জি বা বরজি উপাধি ধারণ করতঃ সুন্দররূপে রাজ্য বিস্তার করিলেন। বর্ত্তমান চট্টলের দরিদ্র বড়ুয়া বৌদ্ধগণ ইঁহাদিগের বংশধর। অর্থাৎ বরজি বড়জি অর্থাৎ যাহার বড় ঔরুষে জন্ম।*

এইরূপে বজ্জিবংশধরগণ মহা প্রতাপসহ রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহানাম শাক্যের বংশধরগণ স্বীয় রাজ্য হইতে চ্যুত হইলেও নিরস্ত্র থাকেন নাই। ক্রমে তাঁহারা বলবান লইয়া বজ্জিদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় রাজ্য অধিকার করিলেন। এই শাক্যবংশই শক্ বা শকমুম নামে অভিহিত। কিন্তু যাঁহারা তৃণশাক্য উপাধি ধারণ করেন তাঁহারা পরিশেষে তিসান নামে অভিহিত হন। বর্ম্মরাজের রাজত্বকালে ইহাঁরা অনেক সাহায্য করায় তিফ্রা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া আসাম প্রদেশে সোবরা (সুবা) হন। এই তিফ্রার বংশ ধরগণ কালক্রমে ত্রিপুরা নামে অভিহিত হন। এবং মুসলমানগণের রাজত্বকালে হিন্দু হইয়া মাণিক্য উপাধি ধারণ করেন।

বজ্জিগণ পরাস্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিয়া বর্‌শাল নামে এক রাজ্য সমুদ্রের অনতিদূরে স্থাপন করিলেন। তথায় তাঁহাদিগের অসুবিধা হওয়ায়, তাঁহারা দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া রম্যবতী নামে এক রাজ্য স্থাপন করিলেন। এ স্থলে তাহারা আর্‌কান মহারাজা কংসা কর্ত্তৃক নানা [illegible]

* এক্ষণে কিন্তু যে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করে, আর্থিক অবস্থা ভাল করিতে পারে বড়ুয়া উপাধি ধারণ করে। কাঃ পঃ সঃ

[illegible] পান। রম্যবতী রাজধানী বর্ত্তমান চট্টল নামে অভিহিত। এই স্থানে [illegible] বংশধরগণ মগদিগের সহিত একপ্রকার মিশিয়া যায়। মগরাজা তাঁহা-দিগকে আদিবৌদ্ধ জাতি ও উৎকৃষ্ট বজ্জিবংশধর বলিয়া নিজের রাজবংশ হইতে কন্যা দান করিলেন। এবং ম্রমাজি এই নাম প্রদান করিলেন। তদবধি বজ্জি-গণ ম্রমাজি অর্থাৎ বড় মগ ও বড়ুয়া নামে অভিহিত হইয়া চট্টলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেছেন।

পরে অমরাবতীর বর্ম্মরাজ বলবান্ হইলে তিনি সমগ্র বর্ম্মদেশ অধিকার করেন। ক্রমান্বয়ে আরাকান অধিকার করেন, সেই সময়ে রম্যবতী, ত্রিপুরা, ও আসাম বর্ম্ম-রাজের অধিকৃত হয়। এই সময়ে মহামল্লের বংশধরগণ আসিয়া রম্যবতী নগরে বড়ুয়াদিগের সহিত বাস করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদিগের উপাধি মানজি বা ম্রমাজি হওয়ায় আর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না হইয়া বড়ুয়া-দিগের ম্রমাজি উপাধির সহিত ঐক্য হইয়া গেল। এখন চট্টলে যে বড়ুয়াগণ আছেন তাঁহারা উক্তরূপ মিশ্রিত জাতি। কিন্তু বজ্জিদিগের সংখ্যা অধিক পরি-মাণে থাকায় বড়ুয়া উপাধিই রহিল। উক্ত বংশ মিশ্রিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বড়ুয়া দেখা যায়। কালচক্রে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা এত নিম্নগামী হইয়াছেন, যে পূর্ব্ব ঘটনা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীবিজলীনাথ বসু।

বিজয়ার বিষাদ গীতি।

(মোদের) মা তো গেলেন চলে।
বুঝ্‌তে নারি গুমরে মরি
কিবা গেলেন বলে॥
(মোদের) মা তো গেলেন চলে।
লয়ে ভক্তি ভালবাসা
ছিলাম আশায় চেয়ে।
মা আমাদের এলেন, গেলেন
হা হুতাশে ফেলে॥
(মোদের) মা তো গেলেন চলে।

এলেন গেলেন ইহাই ভাল,
আসা কিছুই নয়।
মনের কালি তিন দিনে কি
যায়রে হঞ্জায় [illegible]লে

সম্বৎসরের পাপের বোঝা
জমে ছিল দেহে।
মায়ের কাছে ফেলবো বোলে
রেখে ছিলাম তুলে ॥

মিট্‌ল না সে মনের আশা,
ফোল্ল নাকো ফল।
যত আশার বাসা ভেঙ্গে গেল,
ভাসি চোখের জলে ॥

মৎস্য সদাই জলে ভাসে
আমরা ভাসি পাপে।
দীন দুনিয়ার মালিক যে মা
ভুলায় মোদের ছলে ॥

আজ আছে যা থাক্‌বে না কাল
বল্‌ছি শত বার।
ভাবার মত ভাব্‌তে যে তা
নারি কোন কালে ॥

জড়ের ধাঁধায় ধাঁধিয়েছে চোখ
দেখিনি মার পূজা।
কেবল ছোলা কলা কাঁসর ঘণ্টা
দেখ্‌লাম আতপ চালে ॥

পুরুত ঠাকুর মন্ত্র পড়েন,
দু দশটা তার ভুল!
নজর নূতন সাড়ীর দিকে
চলে কি না চলে ॥

পাঞ্জির মিনিট ঘণ্টা ধরে
সারা সন্ধি পূজা।
নিজের জীবন সন্ধ্যায় এল
ভাবেও না কেউ ভুলে ॥

পুণ্যের তরে মায়ের পূজা
করেতো ভাই সবে।
মা কি বলেন রক্ত দিতে
নাশি অজা কুলে ॥

চান্ নাতো মা নিজের তরে,
কারু কান্না হাঁসি।
কেন তবে শাস্ত্র ভুলে
হিংসায় যাও গলে ॥

লক্ষ বলির পূজা দিয়ে
পূজ্‌লো সুরত মায়।
কর্ম্মফল তার অনিবার্য্য
অজার অসি গলে ॥

সাত্বিকতা উড়ে গেছে
চিরদিনের তরে!
এখন ঘরে ঘরে পাপের ছবি
নাচে তালে তালে ॥

মা কিরে ভাই যে সে মেয়ে
ত্রিদিবে তাঁর বাস।
ভক্তি ডোরে বাঁধলে তাঁরে
আপনি আসেন চলে ॥

চান্ না তিনি কোষা কুষি
মন্ত্র আড়ম্বর।
চাহেন মাত্র হৃদয় আসন
ভক্তি গঙ্গা জলে ॥

একটী জীবন দিবার তোমার
সাধ্য যখন নাই।
(তখন) কোন্ সাহসে কোন্ বিধানে
নাশ পাওপালে ॥

খাওয়াও দাওয়াও আশ মিটায়ে
তমের বাঁধন কেটে।
নইলে ভস্মে ঘৃতাহুতি
মিছে মায়ার ফলে॥

মা কি আসেন আশ্বিন মাসে?
অন্য সময় নয়?
তা হলে ভাই জীব জগৎটা
কেমন করে চলে॥

যিনি জীবকে খাওয়ান দাওয়ান
রাখেন চিরদিন।
বছর মাঝে তিনটী পূজা
কোন বিধানের বলে॥

ছাড়্ রে ভাই সংকীর্ণতা
ছাড় গলাবাজী।
মায়ের ছেলে সবাই মোরা
যাব মায়ের কোলে॥

পিতা পুত্র ভাই ভগ্নি
সবাই ডাকে 'মা'।
কোন্ শাস্ত্রে এমন মাকে
ভাগ করিতে বলে॥

যত দেখ তন্ত্র মন্ত্র
শাস্ত্র গলাবাজী।
সবাইতো ভাই ভূতের খেলা
এঁকে বেঁকে চলে॥

যখন যথা থাকি তথা
মায়ের খেলা দেখি।
মা কি আসেন নূতন করে
পাপী তাপীর দলে॥

যাঁর অভয় হস্ত অবিরত
রক্ষা করে সবে।
তাঁর সন্তান কালের বশে
মাকে আছে ভুলে॥

এ কেমন ধারা কেমন নীতি
কেমন উপদেশ।
মায়ের পূজা বৎসরান্তে
তিন দিনে কি চলে॥

পল অনুপল দণ্ড বিপল
কিবা দিন কি রাত।
দিন দুপুরে সাঁজ সকালে
মায়ের পূজা চলে॥

তাই বলি ভাই! পূজা যদি
করবে বারে বার।
ঘুচাও আগে মনের ধাঁধা
মনের জঞ্জালে॥

বসাও মায়ের মধুর মূর্ত্তি
হৃদয় সিংহাসনে।
পূজা কর দিবা নিশি
ভক্তি গঙ্গা জলে॥

ধুয়ে ফেল মনের মলা
নাম সিন্ধু জলে!
তাপিত প্রাণ সঁপরে ভাই
মায়ের চরণতলে॥

এ ছার জনম পাপের পথে
চলিয়াছে দিন রাত।
(এখন) শেষের তরে প্রাণ খুলেরে
ডাক মাভৈঃ বলে॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ত্রুটীস্বীকার ঃ—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় কংসারীলাল অধিকারী ও 'বীরভূমবাসী'র সম্পাদক এবং প্রকাশকের নামে যে মানহানির মোকর্দ্দমা করিয়াছিলেন, প্রতিবাদিপক্ষ ঐ মোকর্দ্দমা কান্দিতে স্থানান্তরিত করার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন; তাহার শেষ বিচার এখনও হয় নাই। তৎপরে উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় এবং প্রকাশ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় আদালতে ও আপনাদের পরিচালিত পত্রে ত্রুটীস্বীকার পত্র প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ও তাঁহাদের দুইজনের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইয়াছেন। এখন কংসারীবাবুর নামে মোকর্দ্দমা চলিতেছে।

শুভসংবাদ ঃ—

এলাহাবাদের শ্রীবাস্তব কায়স্থকুলভূষণ শ্রীযুক্ত মহাদেব প্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী মৃত্যুকালে দরিদ্র কায়স্থ-বালকদিগের শিক্ষাবিধান ও একটী শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার মজঃফরপুর জেলার ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের জমিদারী ট্রাষ্টিদের হস্তে দিয়া গিয়াছেন।

কায়স্থগণের ভাগ্যগগনে কুগ্রহ অবস্থান করিতেছে, সুতরাং তাহারা দান পাইলেও তাহা তাহাদের হস্তগত হয় না। কএকবৎসর পূর্ব্বে পাইকপাড়ার স্বর্গীয় কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ মৃত্যুকালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভাকে যে দশসহস্র টাকা তাঁহার উত্তরাধিকারীকে দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহারা নানা প্রকারে কায়স্থ-সভাকে ঐ দান হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এই মহাদানেরও অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। তাই দুঃখ করিয়া চৌধুরী মহোদয় হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দেশমান্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রখানাও এস্থলে প্রকাশিত করা গেল—

No. 29. Ehyapur, Allahabad,
14-9-13.

My daar Sarada Babu,

I hasten to inform you that by the end of this month and the beginning of the next the Nauratra fast will commence and I shall not be free then. On Amawasya will be the Thitha of my father and after that I shall be engaged in the fast, if you can avoid these days I shall feel most thankful, only a few days before or a few days after.

Many thanks for your kind condolences, it has pleased God to inflict on me this bereavement and it is our duty to bow to his decision cheerfully thinking that it is always for the good of us all. This sad death has given rise to a litigation costly and prolonged through which I shall have to pass anxious times, the lady had made a trust of her whole property worth about 5 lacs for the benefit of poor Kayastha students and for the maintenance of a *Shivalay* to be constructed by the trustees: This trust was created in 1904 and the reversioners are now going to claim the property and perhaps to take possession of it by force One of the reversioners is a ward of the Deputy Commissioner and this complicates the situation the more. Hoping this finds you in the enjoyment of good health and with best wishes.

Yours sincerely,
Chowdhury Mahadeo Prasad.

প্রিয় সারদাবাবু,

বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে ও আগামী মাসের প্রারম্ভে নবরাত্র ও অমাবস্যা তিথিতে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমাকে অনশন পালন করিতে হইবে। সুতরাং ঐ সময় আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না। উক্ত সময়ের কিছুদিন পূর্ব্বে বা পরে সাক্ষাৎ করিতে পারি।

আপনি যে আমার ভগিনীর শোচনীয় মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমি আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সে যাহা হউক, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, এবং বৃথা শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই পরম কারুণিক মঙ্গলময়ের ইচ্ছাধীন হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই মৃত্যুর নিমিত্ত বহু অর্থব্যয়-সঙ্কুল ও দীর্ঘকালব্যাপী একটি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ইহার নিষ্পত্তিকাল পর্য্যন্ত আমাকে যে কি দারুণ দুর্ভাবনায় সময় যাপন করিতে হইবে তাহা বর্ণাতীত। আমার ভগিনী তাঁহার ৫ পাঁচলক্ষ টাকার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র কায়স্থ-ছাত্রদিগের শিক্ষার সাহায্যার্থ ও একটি শিবালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ট্রাষ্টিদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৪ সালে এই ট্রাষ্টির সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বত্বাধিকারীগণ এক্ষণে এই সম্পত্তি বলপ্রয়োগপূর্ব্বক দখল করিতে চাহেন। পরন্ত একজন নাবালক স্বত্বাধিকারীর অভিভাবক নিজে ডেপুটি-কমিশনর সুতরাং ব্যাপারটি আরও অধিক গুরুতর।

আশা করি সুস্থ শরীরে আছেন। আপনার শুভকামনা করি।

আপনার অকপট বন্ধু—
চৌধুরি মহাদিও প্রসাদ।

কায়স্থ সাম্মিলনের পুরস্কার ঃ—

বিবাহে যৌতুকাদি গ্রহণে হিন্দুসমাজের ক্ষতি বৃদ্ধি কি তৎসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের পক্ষ হইতে যে ৫০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। বারাসতের উকিল শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনিই উক্ত পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় কায়স্থ সমিতি হইতে পুরস্কার ঘোষণা করিলেও কোন কায়স্থই যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ হন নাই।

চিন্তাশীল কাহারা ?

সঞ্জিবনী বলিতেছেন "আগেছিল ধর্ম্মসভা, হিন্দুসভা, বা হরিসভা। ঐ সকল সভাতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ সকলেই উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তৎপরিবর্ত্তে এখন ব্রাহ্মণসভা, কায়স্থসভা, অম্বষ্ঠসভা নমঃশূদ্রসভা হইয়াছে। এই সকল সভা সমগ্র হিন্দুসমাজকে ভুলিয়া গিয়া স্বদলের কথা ভাবিতেছেন এবং ভিন্ন দলের সহিত বিরোধ ঘটাইতেছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই ভেদবুদ্ধির প্রসার সন্দর্শনে বেদনা অনুভব করিতেছেন।" অন্যদিকে জ্যোতি বলিতেছেন—"মুসলমান, বৌদ্ধগণ আপনাদের সম্প্রদায় মধ্যে সমিতি গঠন করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে মুসলমানেরা শিক্ষায় উন্নত হইয়া উঠিতেছেন। বৌদ্ধেরাও শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছেন। যোগি-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠায় অল্পকাল মধ্যেই কতিপয় যোগি-ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রভৃতি পাশ করিয়াছে।"

অতএব এখন সুযোগ্য পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিয়া দেখুন, চিন্তাশীল কাহারা! যাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতির উন্নতি বিধান করিতেছেন তাঁহারা, অথবা যাঁহারা তৎপ্রতিকুলে মত প্রকাশ করিতেছেন তাঁহারা ?

উপনয়ন ঃ—

৩০শে ভাদ্র, ১৩২০। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত 'পাইকপাড়া' কেন্দ্রে কতক কায়স্থ শ্রীযুক্ত রামকানাই গুহ, মহিমচন্দ্র মজুমদার, কালীমোহন মজুমদার, যশোদাকুমার মজুমদার, দ্বারিকানাথ মিত্র, এবং হামচাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অধিলচন্দ্র দত্ত যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে সাবিত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

কায়স্থ-পত্রিকা

অগ্রহায়ণ, ১৩২০। | নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।

আর্য্য-মহিলা।

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"

মা আর্য্যমহিলে, তুমি নিখিল আর্য্যজাতির জননী, তোমার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমার কৃপায় তোমার সম্বন্ধে দুই চারিটি সত্যকথা বলিতে পারি।

ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী যাবতীয় মনুষ্যের, মনুষ্য ব্যতিরিক্ত যাবতীয় ভূচর খেচর জলচর প্রাণিবর্গ এবং দেবতা অপদেবতা ও পিতৃগণের আশ্রয়ভূত পরম কল্যাণাকর আর্য্য গার্হস্থ্যাশ্রমের তুমিই ত মা মূল। গৃহস্থের মাও তুমি, সহধর্ম্মিণী গৃহিণীও তুমি,—সৌহার্দ্দের মূর্ত্তি ভগিনীও তুমি এবং স্নেহের আদরের কন্যাও তুমি। গৃহে তুমিই স্ত্রী।

অধুনা মা, তোমাদের অবস্থা কি? ভারতবর্ষে লোক সংখ্যার বিবরণ দেখিলে দেখিতে পাই,—আর্য্য মহিলাগণ প্রায়ই নিরক্ষর। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন শ্রেণী ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই ভদ্র সমাজে আর্য্য মহিলা অবরোধবাসিনা। ব্রাহ্মণের মাও প্রণব উচ্চারণ করিতে, বেদমন্ত্র পড়িতে ও শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করিতে অনধিকারিণী।

তোমার বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া কতই মত বিরোধ দলাদলি দেখিতেছি। কেহ
বলিতেছেন, অধুনা আর্য্য-মহিলাগণ অত্যন্ত স্বাধীনতা পাইয়াছেন, পাশ্চাত্য
শিক্ষা দীক্ষা এবং সভ্যতায় আত্মহারা হইয়াছেন এবং দ্রুতবেগে য়ুরোপীয় আদ-
র্শের দিকে ধাবিত হইতেছেন। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলিতেছেন, দেশের
পুরুষদিগের শিক্ষা যে পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষা তদনুপাতে আরম্ভও
হয় নাই বলিলে চলে। বর্ত্তমান কালে অশিক্ষিতা জননী ভগিনী এবং কন্যা
সর্ব্বপ্রকার উন্নতির ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন; অতএব "না জাগিলে সব ভারত
ললনা, এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।" এই উভয় মতই কতকাংশে সত্য,—
কেহই মিথ্যাবাদী নহেন।

ভবিষ্যতের বার্ত্তা ও কলহ-কোলাহলপূর্ণ। কেহ বলিতেছেন, ভগবানের
সৃষ্টিতে, নর নারীর সমান অধিকার। নারী নরের অর্দ্ধাঙ্গী, সহধর্ম্মচারিণী, দাসী
নহেন। নারীর দাসীত্বে সমাজ শুধু উন্নত হইতেছেনা তাহা নহে, নানাপ্রকারে
কলঙ্কিত হইতেছে। যে সমাজের অর্দ্ধেকেরও অধিক সংখ্যক ব্যক্তি সম্পূর্ণ
পরাধীন, দাস;—সে সমাজে আর উন্নতির কথা কেন? তাঁহারা
পরামর্শ দিতেছেন,—নারীদিগকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায়
সুশিক্ষিত কর।

অন্য একদল এই কথা শুনিয়া ত্রাসে শিহরিয়া উঠিয়া "সর্ব্বনাশ" "সর্ব্বনাশ"
বলিয়া সশঙ্ক চীৎকার করিতেছেন। তাঁহারা মুখাগ্রে "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি", "স্ত্রী
শূদ্রৌ নাধীয়াতাম্" পাঠ আবৃত্তি করিতেছেন এবং বিলাতী সমাজের স্ত্রীস্বাধীনতার
ফলস্বরূপ "সফরাগেট" মহিলাদিগের প্রতি সোৎকম্প অঙ্গুলী সঙ্কেত করিতেছেন।
তাঁহারা বলিতেছেন,—স্ত্রীলোকে রান্না বাড়া, ঘরকন্না, কাঁথা সেলাই, ছেলে মেয়ে
প্রসব ও প্রতিপালন এই সব করুন; বড় জোর আল্‌পনা দিতে না হয়
একটা মোজা গলাবন্ধ বুনিতে পারেন। আর লেখাপড়া,—তা, কোনমতে পত্র
লেখা ও ধোপা গয়লার হিসাব রাখা—অর্থাৎ সেই পুরাতন তিনটী আর "পু"
লিখিলেই হইল। আর,—না।

এই ত অবস্থা। আমাদের অবলম্বন স্বরূপ "কায়স্থ-সভা" গত দুই বৎসর
হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন,—

"এই সভা কায়স্থমাত্রেরই উচ্চশিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা
উপলব্ধি করিতেছেন; যাহাতে কায়স্থ-সমাজের মধ্যে উচ্চ
শিল্পবিদ্যা ও ব্যবসায়বিষয়ক শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয়

তজ্জন্য সভা সকলকে সানুরোধ অনুনয় এবং এই প্রস্তাব কার্য্যে
পরিণত করিবার জন্য সকলের নিকট যথাসাধ্য সাহায্য প্রার্থনা
করিতেছেন।" (গত বৎসরের ষষ্ঠ প্রস্তাব)

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-জাতির উৎপত্তি অথবা আভিজাত্য লইয়া ব্রাহ্মণ দিগের
সহিত মতভেদ থাকিলেও শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গের কায়স্থ যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেশ
নিম্নদেশে নাই, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়
সমূহের পরীক্ষাগুলিতে কৃতকার্য্য বিদ্যার্থিদিগের নামের তালিকা দেখিলেই
সকলে সহজেই এই কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা
সম্বন্ধে বাঙ্গালী কায়স্থদিগের মতামত এবং চেষ্টার ধারার প্রতি লক্ষ্য করিলেই
আমরা আর্য্য-মহিলাগণের শিক্ষার গতি বুঝিতে পারিব।

গত পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ দশম বৎসরের অধিবেশনে, রঙ্গপুর নগরের সভায়
জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বর্ম্মা দে আই, সি, এস্ মহাশয় এই প্রস্তাবটি
উপস্থাপিত করেন এবং উহার সমর্থন ভার এই অধম লেখকের প্রতি অর্পিত হয়।
মান্যাস্পদ শ্রীযুক্ত দে সাহেব এবং আমি স্ত্রী জাতির সর্ব্ববিধ শিক্ষার বিস্তারের
(Spread of liberal Education) অনুকূলে নিবেদন করিয়াছিলাম এবং সভা-
পতি "রাজর্ষিসত্তম শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রজ মহাশয়ও এইরূপ নিরঙ্কুশ অবাধ শিক্ষার
প্রচার সম্বন্ধে স্বীয় অনুকূল মত প্রচার করেন। তাহার বিরুদ্ধে সমবেত সভ্যবৃন্দের
মধ্যে কেহই কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। তাহাতে আমাদের আশা
হইয়াছিল যে পুরুষের ন্যায় নারীকেও সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রদান করা কায়স্থ-সভার
অধিকাংশ সভ্যেরই অভিমত; গতবার একাদশ বর্ষের সভা বীরভূম নগরে
আহূত হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষজ মহাশয় এই প্রস্তাব
উপস্থাপিত করেন এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বি, এল্ মহোদয় ইহার সমর্থন
করিয়াছেন। পণ্ডিতবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও এই
প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই।
প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু এবং সমর্থক শ্রীযুক্ত অবিনাশবাবু উভয়েই স্থূলতঃ
স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু শিক্ষার স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন বিশেষ
কথা বলেন নাই। স্ত্রীজাতির যে পুরুষের মতই উচ্চ শিক্ষার আবশ্যক, তাহা
কেহই বলেন নাই,—ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। বক্তৃগণের
অনবধানতা প্রযুক্ত অথবা তাঁহাদের স্বস্ব হৃদয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ

দৃঢ় ধারণার অভাব নিবন্ধন এই ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। যাহাতে ভবিষ্যৎ সভার বক্তৃগণ এই বিষয়ে অবহিত হইয়া স্ব স্ব মত প্রচার করিতে পারেন, তজ্জন্যই আমরা এই বিষয়ে সামাজিক সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

যাহা হউক, একজন মনস্বী সভ্য এ সম্বন্ধে নিজমত একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতটি সভার তৃতীয় অর্থাৎ আন্তর্গণিক বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবের সমর্থন ব্যপদেশে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং কিঞ্চিৎ অপ্রাসাঙ্গিকতা দোষদুষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। হউক তথাপি একজন পণ্ডিতের চিন্তার ফল আমরা জানিতে পারিয়াছি, তিনি (পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিলাল সিংহ কাব্যতীর্থ) একজন প্রবীণ পণ্ডিত ব্যক্তি; তিনি পঁচিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেছেন, কর্ত্তব্যানুরোধে বহু সংখ্যক পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন (১) এবং বীরভূম প্রদেশের অনেক কায়স্থ সন্তান তাঁহার মতের ও কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকেন (২) এই পরিচয় আমরা তাঁহার নিজমুখে পাইয়াছি। এরূপ প্রবীণ সম্মানিত ও মনস্বী পণ্ডিত জননায়কের এই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মত সমাজের উন্নতিকামী প্রত্যেক ব্যক্তির জানা উচিত, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত কাব্যতীর্থ মহাশয় বলিতেছেন,—

"স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই, তবে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তদ্বিষয়ে একটি সর্ব্ববাদীসম্মত ব্যবস্থার প্রয়োজন। স্ত্রীগণকে যথারীতি শিক্ষাদান ও পালন করা কর্ত্তব্য তাহাও মনু এইরূপ আদেশ দিয়াছেন (৩); তবে যে কালে মনুসংহিতা লেখা হইয়াছিল (৪) তৎকালে দেশ, কাল ও পাত্র অন্যরূপ ছিল। বৈদেশিক সংস্রবে তখন আর্য্যমস্তিষ্কের রূপান্তর ঘটে নাই, তখন বিখ্যাত লেখক বঙ্কিমবাবুর মস্তিষ্ক প্রসূত দুর্গেশনন্দিনী ও দেবীচৌধুরানীর সৃষ্টি হইয়া ছিল, অবরোধবাসিনীগণের শীলতা ও পতিভক্তির আদর্শকে অন্যমূর্ত্তিতে সমাজে উপস্থিত করে নাই, তজ্জন্য কন্যা শিক্ষণীয়া ও পালনীয়া হইলেও অধুনা সেই মহামান্য মনুবাক্যের দোহাই দিয়া আমাদের বালিকাগণকে সাধারণ স্কুল কলেজে পড়াইয়া বিদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত করা কর্ত্তব্য কি অন্যকোনরূপে তাহার বিধান করা উচিত তাহাই এক্ষণে প্রধান বিবেচ্য। মনু কন্যাগণকে শিক্ষা দিতে বলিয়াছেন কিন্তু তিনি একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম না করিয়া কার্য্য করিলে এক্ষণও শুভ হইতে পারে। কিন্তু আমরা চপলতা বশতঃ তাহা করিব না; এ বিষয়ে একটী পৌরাণিক জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের অবতারণা করিব—

(১) একাদশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যাবিবরণী, ৭১ পৃষ্ঠা।

(২) ঐ ৫১ পৃষ্ঠা।

(৩) এ ব্যবস্থা মনুর নহে, উহা মহানির্ব্বাণের,—তাহা পরে দেখাইতেছি।

(৪) শক, যবন, হূন, পারসীক, দরদ, খশ, শবর, বর্ব্বর ত অনেকদিন ভারতে আসিয়াছে, মনুর সময় তাঁহাদের মধ্যে আমাদের কি কিছুমাত্রও সংস্রব হয় নাই?

মারীচের মায়াবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ কুটির ত্যাগ করিতে চাহেন নাই, কিন্তু পতিপরায়ণা সীতার পরুষবাক্যে অগত্যা রামের অনুসরণে যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জানকীর ভাবি বিপদ প্রতিকার মানসে কুটিরের বাহিরে তিনটি গণ্ডি দিয়া সীতাকে তাহার বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সীতা যোগীবেশি রাবণের বাক্যে এবং নিয়তি ও ভবিতব্যতার অলঙ্ঘ্যশাসনে গণ্ডির বাহিরে গিয়া বিপদে পড়িয়াছিলেন।' ভগবান্ মনুও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কৌশলে কয়েকটি গণ্ডি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; আমরা স্ত্রীগণকে সেই গণ্ডি অতিক্রম করিতে দিয়া শান্তি পাইতেছি না। মনু গণ্ডিবদ্ধাগণের হিতের জন্য যে কয়েকটি শ্লোক মনুসংহিতায় অন্তর্ভূত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অবশ্য পালনীয় কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি,—

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি ॥(১৪৭)
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাম্ ভর্ত্তরি যা তে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং ॥ (১৪৮)
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহ কার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করণাব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥ (১৫০)
নাস্তি স্ত্রীণাম্ পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতি শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ (১৫৫)

মনু ৫ম অঃ।

মনু স্ত্রীগণের জন্য এইরূপে গণ্ডি রচনা করিয়াছেন; স্ত্রীগণ কোন কালে স্বাধীন হইতে পারেন না। এক্ষণে স্কুল কলেজে যে ভাবে শিক্ষা হইতেছে তাহাতে পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, যুবা বৃদ্ধকে আন্তরিক ভক্তি করিতে শিখিতেছে না। সকল পরিবারের অধিকাংশ স্থলেই এই ব্যভিচার উপস্থিত হইয়াছে তজ্জন্য সেই স্বাধীনতাপোষক শিক্ষার ব্যবস্থা করাই উচিত; যাহাতে তাহারা কদর্য্য পুস্তক এবং নাটক, উপন্যাস গ্রন্থ পাঠ না করিয়া মহাভারতাদি ধর্ম্মপ্রণোদক গ্রন্থ পাঠ ও সদাচার অভ্যাস করিয়া মনুর উক্তিমতে গৃহকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়া সংসারে দরিদ্রতা নষ্ট করে তদ্বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া বিধেয়। ভোজ্যপাত্র স্ত্রীগণ স্বহস্তে পরিষ্কার করিলে তদুপরিন্যস্ত বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অন্ন ব্যঞ্জনের স্বাস্থ্যের বৃদ্ধি করে তজ্জন্য অখাদ্য জন্য রোগাদি উৎপত্তি হয় না। যে কার্য্যের দ্বারা জীবনের উৎকর্ষতা সাধিত হয় তাদৃশ কার্য্যে অপর অপেক্ষা আত্মীয়া স্ত্রীলোকগণের নিপুণতা থাকিলে তাহার ফল অতি মঙ্গলময় হয়। প্রাচীনা পুরন্ধ্রীগণের নিকট হইতে পাকাদির শিক্ষা গৃহ দ্রব্যের ব্যবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামী সেবা, গুরুভক্তি, প্রভৃতি শিক্ষা করাই আদর্শ স্ত্রীগণের কার্য্য। এই সব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবকাশ সময়ে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের উপযোগী লিপি বিদ্যা শিক্ষা করিলেই সাধারণতঃ সকল গৃহস্থের কল্যাণ হইবে। প্রসঙ্গতঃ উপরিলিখিত বিষয়গুলি আমার বক্তব্য না হইলেও কর্ত্তব্য বোধে উল্লেখ করিলাম।"

প্রাসঙ্গিক না হইলেও পণ্ডিত মহাশয় কর্ত্তব্য বোধে এইগুলির উল্লেখ করিয়াছেন এবং সভার কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ত্তব্যবোধে উহা মুদ্রিত করিয়াছেন (১) এবং আমরা ও কর্ত্তব্য বোধে এই দীর্ঘ বক্তৃতাংশ উদ্ধৃত করিলাম। আমরা এই উক্তির সমীক্ষা করিব; পাছে বক্তৃমহাশয়ের প্রতি কিছুমাত্রও অবিচার হয়, সেই ভয়ে আমরা উক্ত বাক্যাংশ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ও পরিত্যাগ করি নাই, এমন কি ভাষার দোষ ও বর্ণাশুদ্ধিগুলিও অবিকল রাখিয়া দিয়াছি। প্রত্যেক বিষয়েই পণ্ডিতের মনে মতভেদ হয়; কাজেই যেগুলি আমাদের মত মূর্খের মতে অশুদ্ধ, পণ্ডিত মহাশয়ের মতে তাহাই হয়ত পরম বিশুদ্ধ। এখন মুদ্রাকর মহাশয় আমার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উদ্ধৃতাংশের অশুদ্ধিগুলির সংশোধন না করিলেই মঙ্গল।

ভাষা শুদ্ধ হউক বা না হউক,—বর্ণাশুদ্ধিগুলির দায়িত্ব লেখক অথবা মুদ্রাকর যাঁহার স্কন্ধে ন্যস্ত হয় হউক, আমাদের তাহাতে ক্ষতি কি? "শীলতা" "সর্ব্ববাদী সম্মত" "যোগীবেশি রাবণ" "নিয়তি ও ভবিতব্যের অলঙ্ঘ্যশাসন" "উৎকর্ষতা" "আত্মীয়া স্ত্রীলোকগণের", "প্রাচীনা পুরন্ধ্রীগণের" "স্বামীসেবা" 'উপযোগী' লিপি বিদ্যা" এবং সংস্কৃতাংশের "পৃথক্ যজ্ঞো" "ভর্ত্তরি যাতে" প্রভৃতি অশুদ্ধ কি শুদ্ধ তাহা আমরা জানিবারও বাসনা করি নাই,—যাঁহারা পঞ্চবিংশ বৎসরেরও অধিক কাল শিক্ষকতা করিতেছেন, তাঁহারাই শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের মালিক। যাহা হউক স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের উপদেশের মূল্য কিরূপ, আমরা তাহাই দেখিব। পণ্ডিত মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন "এক্ষণে স্কুল কলেজে যে ভাবে শিক্ষা হইতেছে তাহাতে * * যুবা বৃদ্ধকে আন্তরিক ভক্তি করিতে

---

(১) বিবরণীর ৪৯ পৃষ্ঠার নিম্নাংশ হইতে ৫১ পৃষ্ঠার মধ্য পর্যন্ত। মনুক্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলির অঙ্ক এবং অধ্যায় আমি লিখিয়া দিলাম।

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্রেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥ ১৪৭।
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥ ১৪৮।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া॥ ১৫০।
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ ৫৫। ১ম অধ্যায়।"

মীরাট নগরে মুদ্রিত পুস্তক হইতে।

শিখিতেছে না।" (১) আমরা চল্লিশ অনেক দিন পার হইয়াছি, যুবা কিনা জানি না—তবে আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত বটি। বক্ষ্যমান সমীক্ষায় যদি পণ্ডিত মহাশয়ের অপ্রীতিকর কোন কথা থাকে, তাহা কর্ত্তব্যবোধেই থাকিবে, আন্তরিক ভক্তির অভাব বশতঃ নহে। তিনি পণ্ডিত, অবশ্যই অবগত আছেন যে দোষ গুরুর হইলেও বলিতে হইবে এবং মঙ্গলকারিণী অথচ মনোহারিণী এমন বাণী দুর্লভ হইতেও দুর্লভতরা। এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা হউক।

দেখা যাইতেছে সাধারণ সোপাধিক দেশাচারপরায়ণ পণ্ডিতমণ্ডলীর ন্যায় আমাদের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় মুখে প্রাচীনের দোহাই দিতে বেশ পটুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে আধুনিক স্কুল কলেজের শিক্ষায় ছেলেরাই যখন "স্বাধীন" হয়, অর্থাৎ বাপকে, গুরুকে এবং বৃদ্ধকে আন্তরিক ভক্তি করে না, তখন এরূপ "স্বাধীনতাপোষক" শিক্ষা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে একান্ত অনুপযোগিনী। পাছে কেহ প্রাচীন কালের সুশিক্ষিত আর্য্য মহিলাগণের দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া নারীদিগের উচ্চশিক্ষার ন্যায্য অধিকারের দাবী প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হন,—তাই তিনি মনুসংহিতার তথাকথিত স্ত্রীশিক্ষার অনুশাসন ও তাহার প্রতিকূল শাসন বা 'গণ্ডি'র বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীলোকের চিরদাসত্বের ব্যবস্থা বাহির করিয়াছেন। (২)

"প্রাচীনকাল" এই কথাটারই অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। অনেক পণ্ডিতই প্রাচীন কাল বলিতে ভারতবর্ষের বড় দুঃসময়ের অর্থাৎ মুসলমান অধীনতার সময়ের উল্লেখ করিয়া তত্তৎ সময়ের নিবন্ধকারগণের উক্তি নিজ নিজ বচনের প্রমাণ স্বরূপ অধ্যাহার করিয়া থাকেন। স্মার্ত্তপ্রবর মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের সময় প্রকৃত প্রাচীন কাল নহে। প্রাচীন কাল বলিতে বৈদিকযুগ হইতে বৌদ্ধযুগের উন্নত অবস্থা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এখন দেখুন সেই সুবর্ণযুগে আমাদের পূর্ব্ব পিতামহীগণ কিরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তাঁহাদের সে শিক্ষা "স্বাধীনতাপোষক" ছিল কি না এবং তাঁহারা সে সময় "ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের উপযোগিণ লিপিবিদ্যা" শিখিতেন কি না।

---

(১) পণ্ডিত মহাশয়ের এম এ পাশ পুত্র, কিন্তু পিতার খুব বাধ্য, তাহা পণ্ডিত মহাশয়ই বলিয়াছেন। (বিবরণী ৫২ পৃষ্ঠা।)

(২) লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে গণ্ডি বা গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন কথা বাল্মীকি কোথাও বলেন নাই। জানিনা শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় কোন্ শাস্ত্র হইতে ইহা পাইয়াছেন? কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বনে শাস্ত্রীয় বিচার উচিত কি?

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? পুরুষই হউক, আর নারীই হউক,—উভয়ের উদ্দেশ্য এক,—সমাজের এবং সমাজস্থ ব্যক্তির সুখবৃদ্ধি। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, উপ-বেদ,—পুরাণ, ইতিহাস—সকলই শিক্ষার বিষয়;—উহাদের উদ্দেশ্য,—সুখ। সুখের অপর নাম স্বাধীনতা। তবে ঋষিগণ কি স্ত্রী জাতির নিমিত্ত অধীনতাময়ী স্বল্পসলিলা মলিনা শিক্ষা সরিতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? সত্যই কি সে কালের মহিলাবর্গের বেদে, প্রণবে, গায়ত্রীতে, ব্রহ্মজ্ঞানে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, অর্থবিদ্যায়, রাজনীতিতে অধিকার ছিল না? আর্য্যশাস্ত্র তারস্বরে উত্তর দিতেছেন—**ছিল, ছিল, ছিল।** পাঠক মহাশয়, এখন সেই পুণ্যময় যুগের শাস্ত্রকথা কিঞ্চিৎ আপনার নিকট উপস্থিত করিব।

স্বাধীনতা ভিন্ন কি সুখ আছে? পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন,

"সর্বং পরবশং দুঃখম্। সর্বমাত্মবশং সুখম্॥'
"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি:
ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য॥"

স্বাধীনতা আত্মবশতারই নামান্তর, পরবশই অধীনতা। ভূমাতেই সুখ, সংকীর্ণতাতে সুখ নাই। এই বাক্য, ব্রহ্মবাক্য;—ইহা কি কেবল পুরুষের প্রতি প্রযোজ্য, নারীর প্রতি নহে? নারীদেহে যে আত্মা বসতি করিতেছেন,—তিনিও কি স্ত্রী? ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"নৈবস্ত্রী ন পুমানেব নচৈবাপি নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥"

তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষা,—সর্ববিধ পরা এবং অপরাবিদ্যা যদি প্রকৃতপক্ষে পুরুষের হিতকারিণী হন,—তাহা হইলে পুরুষের সহধর্ম্মচারিণী নারী তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন কেন? প্রাচীনকালে তাই, নারীর শিক্ষা নিরাবৃত, নির্ব্বাধ ও স্বচ্ছন্দ ছিল। অথর্ব্ববেদ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্॥১১।২৪।৩।১৮॥

ব্রহ্মচর্য্য যে বেদচর্য্যারই নামান্তর ইহা কে না জানেন? আজ ব্রাহ্মণী বেদোচ্চারণে বঞ্চিতা, কিন্তু পূর্ব্বে কি তাহাই ছিল? সুপ্রসিদ্ধ দেবীসূক্ত অর্থাৎ ঋকসূক্তের দ্রষ্ট্রী-কে? তিনি একজন ব্রাহ্মণ কন্যা নহেন? ক্ষত্রিয় কন্যা লোপামুদ্রাও অনেক বেদমন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। নারীজন্ম পরিগ্রহ করিলে তাহাকে পুরুষের দাসত্ব করিতে হইবে এরূপ কোন কথা সে কালে ছিল না। বেদাধ্যয়ন, হোম, ব্রহ্মচর্য্য, উপনয়ন সংস্কার—এই সমুদায় বৈদিক কার্য্যে নারীর তুল্যাধিকার ছিল। যথা হারীত সূত্রে—

"দ্বিবিধাস্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যসদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যাঃ কার্য্যাঃ। সদ্যোবধূনাং তুপস্থিতে বিবাহে কথংচিদুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ॥"

তথাচ যমঃ—

"পুরাকল্পেতু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনা অধ্যাপয়েৎপরঃ।
স্বগৃহেচৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্য্যং বিধীয়তে।
বর্জয়েদজিনং চীরং জটা ধারণমেবচ॥" (১)

তবেই দেখুন, পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকে প্রথম হইতেই ব্রহ্মচারিণী হইতে পারিতেন, ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতেও পারিতেন। ব্রহ্মচর্য্য, বেদপাঠ ও অগ্নিহোত্রেও তাঁহার অধিকার ছিল। মহাভারত বনপর্ব্বে, পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে দেখুন—সাবিত্রীদেবী কৌমার্য্যাবস্থায় অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিয়াছেন। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে দেখুন, কৌশল্যা দেবী ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়া অগ্নিহোত্র করিতেছেন। সুন্দরাকাণ্ডে দেখুন, মহাবীর হনুমান্ সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা নগরীর প্রতিগৃহে সীতার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন, "এইত সন্ধ্যার সময় উপস্থিত, সম্মুখে ক্ষুদ্রনদী দেখিতেছি,—সীতা নিশ্চয়ই এখানে সন্ধ্যা করিতে আসিবেন'। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রীগণ সেই প্রাচীন সময়ে বেদপাঠ, অগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন। বিবাহের পরও সন্ন্যাস গ্রহণ করা নারীদিগের ইচ্ছাধীন ছিল, দেখুন,—

"অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বেভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ তয়োহ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব।" (বৃহদারণ্যকে।)

সুলভা এবং গার্গীর ব্রহ্মবিদ্যায় পটুত্বের কথাও সর্ব্বজনবিদিত। রাজনীতি-শাস্ত্রে দ্রৌপদীদেবীর অসাধারণ অধিকার ছিল। পাঠক মহাশয়, বনপর্ব্বে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাইবেন। রমণীকে বেদপাঠ করিতেই হইত,—দেখুন শ্রৌতসূত্রের আদেশ—

"ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ।
বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েৎ॥"

(১) এগুলি "বঙ্গবাসী"র প্রকাশিত স্মৃতিসংহিতাতে নাই। সুপ্রসিদ্ধ "মাধব পরাশরীয়" গ্রন্থে উদ্ধৃত। বর্ত্তমান কালের মুদ্রিত বহু শাস্ত্র গ্রন্থই ছিন্নাঙ্গ।

কেবল পড়া নহে, সে কালে নারী বেদ-বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনাও করিতেন। মহাভাষ্যকার অষ্টাধ্যায়ীর "ইণ্ডশ্চ।" সূত্রের ভাষ্য করিতে গিয়া বলিতেছেন—"ইণ্ডশ্চেত্যপাদানে স্ত্রিয়ামুপসঙ্খ্যানং কর্ত্তব্যম্। ইণ্ডশ্চেত্যত্রাপাদানে স্ত্রিয়ামুপসঙ্খ্যানং কর্ত্তব্যং তদন্তাচ্চ বা ঙীষবক্তব্যঃ। উপেত্যা ধীয়তেহস্যা উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়া ॥"

অনুপসর্জনাৎ ॥ আপিশলমধীতে ব্রাহ্মণী আপিশলা ; কাশকৃৎস্নিনা প্রোক্তা মীমাংসা কাশকৃৎস্নী। কাশকৃৎস্নীমধীতে কাশকৃৎস্না ব্রাহ্মণী ॥"

ব্যাকরণের এই অভ্রান্ত প্রমাণে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারিতেছি যে, স্ত্রীলোক বেদ, মীমাংসা এবং অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করাইতেন। শ্রীশ্রী মনু মহারাজও সেই জন্য লিখিয়াছেন,—

"উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্যা আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৄন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥" ২।১৪৫

অধিকদিনের কথা নহে, ভগবান্ শ্রীমদাচার্য্যদেব শঙ্করস্বামীর সময়েও শ্রীযুক্ত মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী কিরূপ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও পণ্ডিতগণ সুবিদিত আছেন। শ্রীআচার্য্যদেব যখন স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক করিতে হইবে বলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, তখন সেই তেজস্বিনী রমণী বলিলেন,—

"স্বমতং প্রভেত্তুমিহ যো যত তে
স বধূজনোহস্তু যদি বাস্তিতরঃ।
নতিতব্যমেব খলু তস্য জয়ে
নিজপক্ষরক্ষণ পরৈর্ভগবন্ !"

ইনি স্বামিপরাজয়ে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া শ্রীমদাচার্য্যদেবকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন—

"অপিতু ত্বয়াদ্য ন সমগ্রজিতঃ
প্রথিতাগ্রণীর্মম পতির্যদহম্।
বপুরর্দ্ধমস্য ন জিতা মতিমন্
অপি মাং জিত্বা কুরু শিষ্যমিমম্ ॥"

আহা ! এই বীরবালা এবং সেই যতি সম্রাটের মধ্যে কি তুমুল যুদ্ধই না হইল ! কবি বিস্ময়প্লুত হৃদয়ে লিখিয়াছেন,—

"অথ সা কথা প্রববৃতেস্ত তয়োঃ
কৃতখোঃ পরস্পর জয়োৎসুকয়োঃ।
মতি চাতুরী রচিত শব্দভরী
শ্রুতি বিস্ময়ীকৃত বিচক্ষণয়োঃ ॥"

এই উপাদান কেবল কি "মগুর মৎস্যের ঝোলে ধ'নে বাটা 'গোলা" এবং "চিত্রকার্য্যে চিত্রগুপ্ত পীঁড়িতে আল্‌পনা" তেই শেষ হওয়া উচিত? না কদাপি নহে। বঙ্গের দারুণ দুঃসময়েও কবিশ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রের কল্পনা বিদ্যাবতী বিদ্যার চরিত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল,—সমাজে হটীভট্টাচার্য্যের জন্মও হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী বসু, নির্ম্মলাবালা সোম, কুমুদিনী মিত্র সরস্বতী, লিলিয়েন পালিত প্রভৃতি মনস্বিনী মহিলাগণ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নারীজাতির অধিকার উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গত এম্ এ পরীক্ষায় ইংরাজি সাহিত্য "এ" গ্রুপে প্রথম শ্রেণীতে একমাত্র শ্রীমতী রিজিনা গুহ উত্তীর্ণ হইয়া দেশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা না দিলে প্রথম শ্রেণী শূন্য থাকিত। কেবলমাত্র রান্না বাড়াতেই এই প্রতিভা ব্যয়িত হইলে কি দেশের লাভ হইবে? যাঁহারা সমাজের হিতেচ্ছু এবং চিন্তাশীল, তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্নের ফলে আমরা প্রতিভার এই সাধু ব্যবহার দেখিতেছি।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় মনু কথিত বলিয়া যে শ্লোকের বঙ্গার্থ বিবৃত করিয়াছেন,—উহা প্রকৃত মনুবাক্য নহে,—উহা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের একটি শ্লোক। সেইটি এই,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥"

৮ম উল্লাস, ৪৭ শ্লোক।

পণ্ডিত মহাশয় নাকি বহুসংখ্যক পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি কর্ত্তব্যানুরোধে পাঠ করিয়াছেন, তাই আমরা এই শ্লোকের আকরগ্রন্থের উল্লেখ করিলাম, নচেৎ শাস্ত্রবাক্যের অত ভেদাভেদ বিচারের আবশ্যকতা নাই। যাহা হউক তিনি যে বলিয়াছেন আর্য্যমহিলাগণ চিরকাল পুরুষের অনুশাসনে থাকিতে বাধ্য,—তাঁহারা যে চির অধীন, তাহারই সত্যতা আমরা পরীক্ষা করিব। মনু বলিতেছেন নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের বশে থাকিবেন, কদাপি স্বাধীনতাবলম্বন করিবেন না। এখন নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি দেখুন, তাহা

হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সে কালে নারী প্রকৃতই নরের দাসী ছিলেন কি না।

(১) শ্রীশ্রীরুক্মিণী দেবী যে আর্য্য মহিলার আদর্শ, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি পিতার এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের আজ্ঞা অবহেলন করিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় মনোভিমত বরের সহিত পিত্রগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

(২) শ্রীশ্রীসুভদ্রা দেবীও ঠিক এইরূপে শ্রীঅর্জ্জুনকে স্বীয় পতিত্বে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত পলায়ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রা এবং অর্জ্জুনের এই আচরণের অনুমোদন এবং প্রশংসা করিয়াছিলেন।

(৩) স্বয়ম্বর সভায় কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শ্রীদ্রৌপদী দেবী স্পষ্টস্বরে বলিলেন যে, তিনি সূতপুত্রকে কদাপি বিবাহ করিবেন না।

(৪) কাশিরাজ কন্যা শশিকলাও স্বয়ম্বর সময়ে পিতাকে বলিয়াছিলেন তিনি পূর্ব্বেই সুদর্শনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং স্বয়ম্বর অনাবশ্যক। (দেবী ভাগবত)

(৫) শ্রীশ্রীসাবিত্রী দেবী নিজে স্বাধীন ইচ্ছায় সত্যবানকে স্বামী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকেই বিবাহ করিয়াছিলেন।

(৬) শ্রীশ্রীসীতাদেবী স্বামীর বনেগমন সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছার প্রতিকূলেই বনে গমন করিয়াছিলেন।

(৭) রাজ্ঞী শ্রীমদালসা স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিজ পুত্রদিগকে বৈরাগ্য দীক্ষা দিয়া প্রব্রজ্যা লওয়াইয়াছিলেন। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

(৮) শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীও সম্রাট শান্তনুর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই স্বীয় গর্ভজাত সাতটি শিশুকে জলমগ্ন করিয়াছিলেন।

এই দৃষ্টান্তগুলি বিখ্যাত পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে গৃহীত সুতরাং সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের গৌরব সাধন অনাবশ্যক।*

---

* শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত যে সর্ব্বত্রই নীতিপ্রদ এবং আদর্শস্থানীয় তাহা আমাদের মনে হয় না। যে সমস্ত দৃষ্টান্তে সমাজদেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বিচার পূর্ব্বক প্রমাণ প্রয়োগ কর্ত্তব্য, নতুবা শুধু বিতণ্ডার উপর নির্ভর করিয়া অন্যের উদ্ধৃত বাক্যের দোষ প্রদর্শন বা নিজের উদ্ধৃত প্রমাণের গুণ বর্ণনাই যথেষ্ট নহে। নিজের উদ্ধৃত প্রমাণাবলীর মধ্যে কি কি দোষ ও গুণ আছে, তাহার পর্য্যালোচনা দ্বারা স্বমত স্থাপন করা, পণ্ডিত জনোচিত কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হয়। কাঃ পঃ সঃ

এখন কি বলিতে হইবে যে, এই সকল আদর্শ আর্য্যমহিলা উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন? কদাপি নহে।

ফলতঃ মনু মহারাজের সে অধীনতার অনুশাসন, তাহার মূল সূত্র প্রেম, দাসত্ব নহে। সুসভ্যসমাজে নারী নরের দাস নহেন। যে সময় ভারত সুসভ্য ছিল, তখন মহিলার সম্মান খুব উচ্চ ছিল। তাঁহারা কেবল রান্না বাড়া লইয়াই জীবন যাপন করিতেন না। সমগ্র উচ্চশিক্ষা তাঁহাদের আয়ত্ত ছিল। রাজ্ঞী মদালসা স্বীয় পুত্রকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনিই অবগত আছেন যে তৎকালে নারীর শিক্ষা কিরূপ উন্নত ছিল।

শক্তির অপব্যয় হইতে কদাপি সুফল উৎপন্ন হয় না। পুরুষ অথবা স্ত্রী, যাহার প্রতিভা আছে,—তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির দ্বার মুক্ত থাকা উচিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ব্যবহার শাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, সকল বিদ্যাতেই নরনারীর তুল্যাধিকার। (১) কুমারী সোরাবজীর ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞানের কি উপকারিতা নাই? তিনি আজ বঙ্গদেশের মহিলা ভূম্যধিকারিণীদিগের যে উপকার করিতেছেন, ভাল পাচিকা হইলে কি তাঁহার দ্বারা সমাজের অনুরূপ উপকার হইত? ডাক্তার কাদম্বিনী বসু, বিধুমুখী বসু দ্বারা বঙ্গের রমণীবর্গ যে উপকার পাইতেছেন,—তাঁহারা "স্বহস্তে ভোজ্যপাত্র পরিষ্কার করিলে তদুপরিন্যস্ত বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অন্ন ব্যঞ্জনের" দ্বারা কি সেই উপকার পাইতেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীপঞ্চম জর্জ অধ্যাপক বঙ্গদেশের গৌরব স্বরূপ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল M. A. ph. D. মহাশয়কে বস্ত্র প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত করিলে আমাদের সমাজকে সভ্যজগৎ যেরূপ ধিক্কার দিবেন, শ্রীমতী নির্ম্মলবালা সোম M. A. (English and philophy) কি চন্দ্রমুখী বসু M. A. কেও কাঁথা সেলাই কার্য্য করিতে বাধ্য করিলে সেইরূপই ছি ছি করিবেন। সংসারে ছেকড়াগাড়ীর প্রয়োজনীয়তা খুব বটে, কিন্তু ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে ছেকড়াগাড়ীতে যুড়িলে, কর্ত্তাকে লোকে উপহাস করিবে, অথচ কার্য্যও ভাল হইবে না। গার্গীকে দিয়া কি পাকাদির ব্যবস্থা করিলে এবং ছেলেদের দুধ খাওয়াইলেই জাতিটা শীঘ্রই উন্নত হইত?

---

(১) নারীও নরের ন্যায় বিবিধ ভাষা, উচ্চ এবং নিম্ন সাহিত্য শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, গার্হস্থ্য তন্ত্র, হিসাব রাখা, শিশুপালন, সমস্তই নিজনিজ শক্তি ও সুবিধামত শিখিবেন। সকলেই জর্জ ইলিয়ট কি জোয়াব-দ-আর্ক হইবেন না, কিংবা দাসী পাচিকাও হইবেন না।

সেই জন্যই আমার নিবেদন এই যে সমাজের কোন ব্যক্তির, তিনি স্ত্রীই হউন আর পুরুষই হউন, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশকে বাধা দিবার অধিকার কাহারও নাই। আমাদের দেশের অন্ধকার যুগের সময় এই অধিকার অনধিকার লইয়া অনেক অনধিকার চর্চ্চা হইয়া গিয়াছে। এখন আর সে দিন নাই,—সে মারহাট্টি আমলের দোহাই দেওয়া বৃথা। "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী" আওড়াইয়া ফল নাই। "স্ত্রী শূদ্রৌ না ধীয়াতাম্" এরূপ কোন শ্রুতি নাই, উহা কোনও অর্ব্বাচীনের কপোল কল্পনা। এখন সকলেই দৌড়াইবে,—যে পারিবে সেই জিতিবে;—যে পড়িবে, সে মরিবে। স্ত্রী বল, শূদ্র বল,—সকলেরই এখন উন্নতির ইচ্ছা হইয়াছে, মুক্তির ইচ্ছা হইয়াছে। নিম্নাভিমুখী স্রোতকে কে ধরিয়া রাখিবে? ইংলণ্ডে রমণীবৃন্দ ভোট চাহিতেছেন,—তাঁহারা পাইবেন। ফ্রান্সে মাদাম তুলাকায় ২৮০০০ রমণী লইয়া এক বৃহতী নারীবাহিণী গড়িতেছেন। খুব শীঘ্রই এই নারীবাহিণী সুসজ্জিত হইয়া দেশের দুর্গরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, অস্ত্র শস্ত্র নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া বিচলিত হইলে চলিবে না। সমস্ত জগতে এক মহা জাগরণ পড়িয়া গিয়াছে। আমরা কয়জন পুরুষই লেখাপড়া, রাজনীতি, সমাজনীতি শিখিয়া সংসার চালাইব,—তাহা হইবে না, হইতে পারে না। শক্তিশূন্য হইলে "শিরে পাথর, জগা কাঠ" মাত্র। আমাদের নবীন জাতীয় উন্নতি ক্ষেত্রে শক্তিরূপিণী নারীর সহায়তা আমাদের লইতেই হইবে। তবেই আমাদের বিজয় হইবে। মা আর্য্য মহিলে, তুমি আমাদের সহায় হও মা, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

সেক শুভোদয়া।

(৪)

ততোঽপরদিনে মন্ত্রিণা উমাপতি ধরেণ কৃত্যা আরব্ধা সেক মুদ্দিশ্য। জনাঃ সর্ব্বে সেক মেব চিন্তয়ন্তো, সেক মেব রাজানং মন্যন্তে। প্রত্যহং মাধবী স্বামিনা সহ সেকং নমস্করোতি। ততঃ সেকঃ হে মাধবি! লোকা অপবাদ প্রিয়াঃ অতঃ ত্বং মাগতা নায়াসি তবস্বামী আগামিষ্যতি স্বেচ্ছয়া। ততঃ সেকে সর্ব্বেষা মেব মানাজ্ঞ

দৃষ্ট্বা উমাপতি ধরস্তোন্মাদো জাতঃ। রাজাপি সেকং বিহায় কমপি ন জানাতি সেকোঽপি প্রফুল্ল স্তস্থৌ।

ততো মন্ত্রিণশ্চত্বারঃ পাত্রস্ত মুচুঃ, মন্ত্রিন্! সর্ব্বদা রাজা সেক পরায়ণস্তয়ি আদর এব নাস্তি তত্রোপায়শ্চিন্ত্যতাং। অত্রাস্মাকময়মুপায়ঃ বুয়মন্ধরূপা স্তস্য দ্বারি তিষ্ঠামঃ যদ্যস্মান্ জানাতি তদা মহাত্মৈব সঃ বিবাদেনাপ্যলং।

ততোমন্ত্রিণা অনুজ্ঞাতা স্তে কাকুরাবং কুর্ব্বন্তঃ তস্য সেকস্য দ্বারি তস্থুঃ। ভো মহাত্মন্! সেক অস্মাকমন্ধতামপনয়, সেবকান্ অস্মান্ গৃহাণ, ভবতাং দাসস্য দাসাবয়মিতি।

ততঃ সেকো ভৃত্যমেক মুদ্দিশ্য অরে! কে দ্বারি, কাকুবাদং কুর্ব্বন্ত আসন্তে তানানয়। ততঃ সেকেন সমাদিষ্টেন আনীতান্ তান্ সেক আহ কে যূয়ং? ততস্তে ভো মহাজ্ঞানিন্, বরদ অন্ধাবয়ং চত্বারঃ শ্রীমতাং প্রসাদতোঽস্মাক মন্ধতাপগচ্ছতু, সমেলকান্ ধনাদি সহিতান্ অস্মানপি গৃহ্নাতু।

সেকঃ। যুষ্মাকং জন্মজা অন্ধতৈষা অথ ইদানীং ভূতা?

তে, হে মহাত্মন্! ইদানীং ভূতা। ততঃ সেকঃ কেনকারণেন কোঽন্ধঃ? তত্রৈকোঽবদৎ শৌণ্ডিকোঽহং মস্তকেন কর্দ্দমং নীয়মানে ঘর্ম্মেণ মে চক্ষুষী বাধেতে। ১।

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর অপর এক দিনে উমাপতিধর সেককে উদ্দেশ্য করিয়া অভিচার আরম্ভ করিলেন! নাগরিক লোক সকল সর্ব্বদাই সেকের চিন্তা করিত সেককেই রাজা বলিয়া মানিত। মাধবী স্বামীর সহিত প্রতিদিন আসিয়া সেককে নমস্কার করিত। একদিন সেক বলিল হে মাধবী! "লোকাঃ অপবাদ প্রিয়াঃ" কাল মাহাত্ম্যে লোক সকল পরের অপবাদ করিতে বড়ই ভালবাসে, তুমি প্রত্যহ এখানে আসিও না। তোমার স্বামী স্বেচ্ছাক্রমে যে দিন হয় আসিবে। সকলেই সেককে বিশেষ সম্মান করিতেছে, রাজাও সেকের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, সেক সর্ব্বদাই প্রফুল্ল চিত্তে সময় অতিবাহিত করিছে এই সকল দেখিয়া মন্ত্রী উমাপতিধরের চিত্ত একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল?

অপর চারিজন মন্ত্রী একদিন প্রধান মন্ত্রী উমাপতিধরকে বলিল—মন্ত্রি মহাশয়! রাজা সর্ব্বদাই সেক ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, তোমার প্রতি আর সেরূপ আদর নাই; ইহার প্রতিকারের জন্য একটা উপায় চিন্তা করিতে হয় আমরা উঁহাকে অপদস্ত করার জন্য এইরূপ উপায় স্থির করিয়াছি। আমরা চারিজনে

অন্ধ সাজিয়া সেকের দ্বারে উপস্থিত হইব যদি সে আমাদিগকে ছলনাকারী বলিয়া জানিতে পারে তবে প্রকৃতই সে মহাপুরুষ আর বাদ প্রতিবাদে ফল কি।

অনন্তর (প্রধান) মন্ত্রী কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে অপর মন্ত্রী চারিজন সেকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ কাতরোক্তি করিতে করিতে বলিতে লাগিল, হে মহাত্মন্ সেক! আমাদিগের এই অন্ধতা দূর করিয়া দেও, আমাদিগকে দাস করিয়া লও। আমরা আপনার দাসের দাস উপস্থিত।

সেক একজন ভৃত্যকে বলিল ওহে দ্বারদেশে থাকিয়া কাহারা কাতরোক্তি করিতেছে? তাহাদিগকে আন। সেক কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট পরিচারক কর্ত্তৃক উহারা সেকের সন্নিধানে নীত হইলে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে?

ছদ্ম অন্ধগণ বলিল হে মহাত্মন্ আমরা চারিজন অন্ধ, আপনার অনুগ্রহে আমাদের অন্ধতা দূর হউক, সমস্ত ধনজনের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করুণ।

সেক। আপনারা কি জন্মান্ধ, না পরে অন্ধ হইয়াছেন?

অন্ধগণ। মহাশয়, পরে অন্ধ হইয়াছি। সেক। কিরূপে কে অন্ধ হইয়াছ? পরে একজন বলিল, মহাত্মন্! আমি 'শৌণ্ডিক' মস্তকে করিয়া কর্দ্দম বহন করি; সময়ে ঐ কর্দ্দমাক্ত ঘর্ম্ম জল আমার চক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া এই চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হইয়াছে।১।

ততোঽপরঃ 'কুবেরী অহং বহ্নি া তাপিতঃ। ততোঽপরঃ অহং 'বাগ্ন-পুরী' সদাবহ্নি সেবনাদন্ধঃ। ততোঽপরঃ অহং বহুমেলকো দরিদ্রঃ চক্রতৈলিকঃ রাত্রৌ দিবাচ সর্ষপাদয়ঃ পীড্যন্তে ততো নিদ্রাহীনোঽহমন্ধঃ। ততস্তানাহ সেকঃ যূয়ং সত্যং বদত যূয়মন্ধা এবসত্যং উত চক্ষুষ্মন্তঃ? ততোঽনেকবারং সেকেন পৃষ্টা স্তে তমুচুঃ অন্ধাএব সর্ব্বেবয়ং।

ততঃ সেকঃ, আগামিনি শুক্রবাসরে আগমিষ্যথ তদাযুষ্মাকং ভাগ্যে যদ্ভবেৎ তৎভবিষ্যতি। ততঃ সেকঃ পুন জগাদ

স্বভাবো যাদৃশোযস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং নমুঞ্চতি॥

ততোঽন্ধ বাদিনঃ দ্বারাৎ বহিশ্চক্ষু ব্যাদানং কৃত্বা পশ্যন্তি চক্ষুর্নাস্ত্যেষাং একোঽপি ন পশ্যতি। ততো হা হতাস্মঃ কিমিতি কিমিতি সর্ব্বে রুরুদুঃ। তেষাং দারাদয়োঽপি তথাবিধ বৃত্তান্তং শ্রুত্বা রুরুদুঃ। নানা দুঃখেন সপ্ত দিবসান্ নিন্যুঃ। পুন শুক্রবারে ভার্য্যাভিঃ সহ সেকালয়ং তে জগ্মুঃ। গত্বাচ তেষাং ভার্য্যাঃ

সেক মবাদিষুঃ ভো প্রণিনাং নাথ অস্মাকং বরদো ভবেত্যুক্ত্বা অশ্রুমুখ্যোবেপমানা ভূমৌ নিপেতুঃ।

ততঃ সেকঃ কুম্ভাঃ কথং? ততস্তাঃ সেকং। ভো সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমতাং বিদিতমেব সর্ব্বঃ শ্রীমদ্ভির্বঞ্চিতানাং অন্ধানাং চক্ষুষ্মন্তঃ স্বামিনঃ ইচ্ছন্ত্যঃ ভার্য্যাবয়ং। যদ তে শ্রীমতাং প্রসাদতঃ সুস্থাভবন্তি তদাজীবিষ্যামঃ নতুবা গঙ্গাং প্রবেস্যাম ইতি কুম্ভা অস্মাকং। ততঃ তান্ সেকঃ। বৈদ্যঃ পৃচ্ছ্যতাং ভেষজং কুরুত।

ততস্তাঃ সেকং। যদ্যস্মান্ সেবকান্ জানন্তি ভবন্তঃ তদাভবন্ত এব তৃণমেকং দদতু তত এবসুস্থা ভবিষ্যন্তি যজেমৃতোঽপি জীবিতো ভবতা।২

বঙ্গানুবাদ—অপর একজন বলিল আমি "কুবেরী" অগ্নির উত্তাপে আমি অন্ধ হইয়াছি। অপর একজন বলিল—আমি বাগ্নপুরী সর্ব্বদা বহ্নি সেবন করিয়া আমি অন্ধ হইয়াছি।

অপর একজন বলিল আমি "চক্রতৈলিক" (চিপেতেলি) সমস্ত রাত্রি দিন আমার সরিয়া তিল পিটিতে হয় তাহাতে নিদ্রাশূন্য হইয়া আমার অন্ধতা উপস্থিত হইয়াছে।

অনন্তর সেক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কি সত্যই অন্ধ অথবা চক্ষুষ্মান্? এইরূপে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেও উহারা বলিল আমরা সকলে প্রকৃত অন্ধ।

সেক বলিল। আগামী শুক্রবারে সকলে আসিবে পরে তোমাদের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। সেক পুনর্ব্বার বলিল যাহার যে স্বভাব তাহা সে কখনও ত্যাগ করিতে পারে না, অঙ্গার শতবার ধৌত করিলেও তাহার কালিমা অপগত হয় না।

অনন্তর অন্ধবাদিগণ দ্বারের বাহির হইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিল আর কিছুই দেখিতে পায় না, উহাদের মধ্যে একজনও একটু মাত্র দেখিতে পায় না। তখন সকলেই "আহা মরিয়াছি" বলিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণও এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ দুঃখে ক্লেশে সাত দিন অতিবাহিত করিয়া পরবর্ত্তী শুক্রবারে সস্ত্রিক সকলে সেকের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইলে পর অন্ধদিগের কম্পিত কলেবরা ভার্য্যাগণ সেককে, বলিল—হে প্রাণীদিগের নাথ! আমাদিগকে বর প্রদান করুন এই কথা অশ্রুপ্লাবিত মুখে বলিতে বলিতে ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন সেক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সঙ্গে কলসী কেন?

উহারা বলিল। আপনি সর্ব্বজ্ঞ. আপনি সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন,
আমরা আপনার অবজ্ঞা দৃষ্টিতে বিড়ম্বিত, অনুগ্রহে বঞ্চিত অন্ধদিগের পুনশ্চক্ষু
প্রাপ্তি প্রার্থিনী সহধর্ম্মিণীগণ। এখন আপনার পুনঃ প্রসন্ন দৃষ্টিতে যদি তাঁহারা
সুস্থ অর্থাৎ চক্ষুষ্মান্ হন তাহা হইলেই আমরা জীবন ধারণ করিব নচেৎ এই অন্ধ
লইয়া গঙ্গা দেবীর ক্রোড়েই চিরবিশ্রাম লাভ করিব। সেক। একজন বৈশ্যকে
জিজ্ঞাসা কর। স্ত্রীলোকগণ। যদি আপনি আমাদিগকে সেবিকা বলিয়া
অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে আপনিই একটু তৃণমাত্র দান করুন তাহাতেই সকলে
সুস্থ অর্থাৎ প্রসন্ন চক্ষু হইবে আপনার অনুগ্রহে মৃত ব্যক্তিও জীবিত হইয়াছে।২

ততঃ সেকঃ স্তাঃ, মদ্বাক্যং যুষ্মাভিঃ কর্ত্তব্যং।

ততঃ তাঃ, কর্ত্তব্য মেব। সেকঃ শৌণ্ডিকস্যাস্য কিং নাম? 'শুক্লাম্বরোঽসৌ,

অস্যগণ্ডয়োর্ললাটে শুক্ল চূর্ণং দীয়তাং।

কুবেরী পুরুষস্য নাম কিং? 'কালিকাবরঃ', অস্য তথৈব কালী প্রদীয়তাং।

বাস্ত পূরকস্য নামকিং? 'দিগম্বরঃ', দিগম্বর এব ভবত্যসৌ। তৈলিকস্য নামকিং!

কেশবোঽসৌ, নাপিত মানীয়াসৌ মুণ্ডিতং ক্রিয়তাং। ততঃ সর্ব্বে গঙ্গাং

গচ্ছন্তু সিকতাভিশ্চক্ষু মার্জ্জনং কুর্ব্বন্তু ততঃ সর্ব্বে গঙ্গাং প্রবিশন্তু, ততো ভাগ্যে

যদেতেষাং তদ্ভবিষ্যতি, কিন্তু মমোক্তানি যদি ন ক্রিয়ন্তে তদা মম দূষণং নাস্তি।

ততস্তে উচুঃ। গঙ্গাং গত্বা মৃত্যু রেবাস্মাকং বরং কথ মেতাদৃশাঃ ভবামঃ।

তত স্তাভি র্যোষিদ্ভি র্ভৎর্সিতা স্তে কথ মপিচক্রুঃ, জনাঃ সর্ব্বে অতীব জহসুঃ!

ততঃ একৈকেন মজ্জয়িত্বা উত্থায় স এব সর্ব্বান্ পশ্যান্। ততঃ আত্মানং বিকৃত

দৃষ্ট্বা সর্ব্বে পলায়িতু মুদ্যতাঃ কথ মপি স্থিতবন্তঃ গৃহং যযুঃ।

ততো জনাঃ বদন্তি স্ম সেকেনৈ তে বিড়ম্বিতাঃ প্রসাদিতাশ্চ "অরাবপ্যুচিতং

কার্য্যং শত্রুণা গৃহমাগতে, ছেত্তুঃ পার্শ্ব গতাং ছায়াং নোপ সংহরতে দ্রুমঃ" ইত্যুচুঃ

ততস্তে শৌণ্ডিকাদয়ঃ অনুদিনং সেক মেব সেবমানাস্তস্থুঃ।৩।

ইতি হলায়ুধ মিশ্র কৃতৌ সেক শুভোদয়াং চক্ষু প্রদাননাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

বঙ্গার্থ—তৎপর সেক তাহাদিগকে বলিল। তোমরা আমার বাক্য প্রতিপালন

করিবে?

স্ত্রীগণ। আবশ্য করিব!

সেক। এই শৌণ্ডিকের কি নাম?

স্ত্রীগণ। 'শুক্লাম্বর'।

সেক। ইহার ললাটে ও গণ্ডদেশে শুক্লচূর্ণ (শাদাচুন) মাখাইয়া দেও।

সেক। কুবেরী পুরুষের নাম কি?

স্ত্রীগণ। কালিকাবর।

সেক। ইহারও ঐরূপ কপোলে ও কপালে কালি মাখাইয়া দেও।

সেক। বাস্তপূরকের নাম কি?

স্ত্রীগণ। দিগম্বর।

সেক। ইহাকে দিগম্বর অর্থাৎ উলঙ্গ করিয়া দাও। সেক। তৈলিকের নাম কি?

স্ত্রীগণ। কেশব।

সেক বলিল। নাপিত আনিয়া ইহার কেশ মুণ্ডন করিয়া দাও।

পরে সকলে গঙ্গাতীরে গমন করিয়া গঙ্গার পুলিনের বালুকা দ্বারা চক্ষু মার্জন পূর্ব্বক গঙ্গাতে অবতরণ করিয়া অবগাহন স্নান করুক পরে ইহাদের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। কিন্তু যদি আমার কথানুরূপ কার্য্য করা না হয় তবে আর আমার কোন দায়িত্ব নাই।

অতঃপর ঐ অন্ধতা গ্রস্ত ব্যক্তিগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা গঙ্গাতে মৃত্যুও আমাদের শ্রেয়স্কর, কি প্রাকারে ঐরূপ বিকৃতভাব ধারণ করিব! পরে ভার্য্যাগণের ভৎর্সনা বাক্যে জর্জ্জরিত হইয়া কষ্টের সহিত অদ্ভুতরূপ ধারণ করিয়া সেকের কথানুরূপ সমস্ত কার্য্যই করিল, সন্নিহিত লোক সকল ঐরূপ দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল। উহারা ক্রমিক এক এক জন গঙ্গায় অবগাহনান্তে উত্থিত হইয়া পরস্পর সকলেই সকলকে দেখিতে পাইল, কিন্তু নিজ নিজ বিকৃত বেশ দর্শনে সকলে যেন পলায়ন করিবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে কষ্টের সহিত স্নান কার্য্য সম্পাদনের কাল অবস্থিতি করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। অন্যান্য লোকে বলিতে লাগিল সেকই ইহাদিগকে দুরবস্থায় ফেলিয়াছিল পুনর্ব্বার সেই প্রসন্ন হইয়া উদ্ধার করিয়াছে।

শত্রুর গৃহে আগত শত্রুর প্রতিও সদ্ব্যবহার করিতে হয়। বৃক্ষগণ নিজের ছেদন কর্ত্তাকেও সন্নিধানে আগত বলিয়া ছায়া দানে বঞ্চিত করে না।

অনন্তর সেই শৌণ্ডিকাদির বেশধারীগণ প্রতিদিন সেকের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।৩।

হলায়ুধ মিশ্র বিরচিত সেক শুভোদয়া নামক গ্রন্থের চক্ষু প্রদান নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উহারা বলিল। আপনি সর্ব্বজ্ঞ. আপনি সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন, আমরা আপনার অবজ্ঞা দৃষ্টিতে বিড়ম্বিত, অনুগ্রহে বঞ্চিত অন্ধদিগের পুনশ্চক্ষু প্রাপ্তি প্রার্থিনী সহধর্ম্মিণীগণ। এখন আপনার পুনঃ প্রসন্ন দৃষ্টিতে যদি তাঁহারা সুস্থ অর্থাৎ চক্ষুষ্মান্ হন তাহা হইলেই আমরা জীবন ধারণ করিব নচেৎ এই মুখ লইয়া গঙ্গা দেবীর ক্রোড়েই চিরবিশ্রাম লাভ করিব। সেক। একজন বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা কর। স্ত্রীলোকগণ। যদি আপনি আমাদিগকে সেবিকা বলিয়া অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে আপনিই একটু তৃণমাত্র দান করুন তাহাতেই সকলে সুস্থ অর্থাৎ প্রসন্ন চক্ষু হইবে আপনার অনুগ্রহে মৃত ব্যক্তিও জীবিত হইয়াছে।২

ততঃ সেকঃ স্তাঃ, মদ্বাক্যং যুষ্মাভিঃ কর্ত্তব্যং।

ততঃ তাঃ, কর্ত্তব্য মেব। সেকঃ শৌণ্ডিকস্যাস্য কিং নাম? 'শুক্লাম্বরোঽসৌ, অস্যগণ্ডয়োর্ললাটে শুক্ল চূর্ণং দীয়তাং।

কুবেরী পুরুষস্য নাম কিং? 'কালিকাবরঃ', অস্য তথৈব কালো প্রদীয়তাং। বাস্ত পূরকস্য নামকিং? 'দিগম্বরঃ', দিগম্বর এব ভবত্যসৌ। তৈলিকস্য নামকিং?

কেশবোঽসৌ, নাপিত মানীয়াসৌ মুণ্ডিতং ক্রিয়তাং। ততঃ সর্ব্বে গঙ্গাং গচ্ছন্তু সিকতাভিশ্চক্ষু মার্জ্জনং কুর্ব্বন্তু ততঃ সর্ব্বে গঙ্গাং প্রবিশন্তু, ততো ভাগ্যে যদেতেষাং তদ্ভবিষ্যতি, কিন্তু মমোক্তানি যদি ন ক্রিয়ন্তে তদা মম দূষণং নাস্তি।

ততস্তে উচুঃ। গঙ্গাং গত্বা মৃত্যু রেবাস্মাকং বরং কথ মেতাদৃশাঃ ভবামঃ। তত স্তাভি র্যোষিদ্ভি র্ভর্ৎসিতা স্তে কথ মপিচক্রুঃ, জনাঃ সর্ব্বে অতীব জহসুঃ। ততঃ একৈকেন মজ্জয়িত্বা উত্থায় সর্ব্ব এব সর্ব্বান্ পশ্যান্। ততঃ আত্মানং বিকৃতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে পলায়িতু মুদ্যতাঃ কথ মপি স্থিতবন্তঃ গৃহং যযুঃ।

ততো জনাঃ বদন্তি স্ম সেকেনৈ তে বিড়ম্বিতাঃ প্রসাদিতাশ্চ "অরাবপ্যুচিতং কার্য্যং শত্রুণা গৃহমাগতে, ছেত্তুঃ পার্শ্ব গতাং ছায়াং নোপ সংহরতে দ্রুমঃ" ইত্যুক্ত্বা।

ততস্তে শৌণ্ডিকাদয়ঃ অনুদিনং সেক মেব সেবমানাস্তস্থুঃ।৩।

ইতি হলায়ুধ মিশ্র কৃতৌ সেক শুভোদয়াং চক্ষু প্রদাননাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

বঙ্গার্থ – তৎপর সেক তাহাদিগকে বলিল। তোমরা আমার বাক্য প্রতিপালন করিবে?

স্ত্রীগণ। অবশ্য করিব।

সেক। এই শৌণ্ডিকের কি নাম?

স্ত্রীগণ। 'শুক্লাম্বর'।

সেক। ইহার ললাটে ও গণ্ডদেশে শুক্লচুর্ণ (শাদাচুন) মাখাইয়া দেও।

সেক। কুবেরী পুরুষের নাম কি?

স্ত্রীগণ। কালিকাবর।

সেক। ইহারও ঐরূপ কপোলে ও কপালে কালি মাখাইয়া দেও।

সেক। বাস্তপূরকের নাম কি?

স্ত্রীগণ। দিগম্বর।

সেক। ইহাকে দিগম্বর অর্থাৎ উলঙ্গ করিয়া দাও। সেক। তৈলিকের নাম কি?

স্ত্রীগণ। কেশব।

সেক বলিল। নাপিত আনিয়া ইহার কেশ মুণ্ডন করিয়া দাও।

পরে সকলে গঙ্গাতীরে গমন করিয়া গঙ্গার পুলিনের বালুকা দ্বারা চক্ষু মার্জন পূর্ব্বক গঙ্গাতে অবতরণ করিয়া অবগাহন স্নান করুক পরে ইহাদের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। কিন্তু যদি আমার কথানুরূপ কার্য্য করা না হয় তবে আর আমার কোন দায়িত্ব নাই।

অতঃপর ঐ অন্ধতা গ্রস্ত ব্যক্তিগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা গঙ্গাতে মৃত্যুও আমাদের শ্রেয়স্কর, কি প্রকারে ঐরূপ বিকৃতভাব ধারণ করিব! পরে ভার্য্যাগণের ভর্ৎসনা বাক্যে জর্জ্জরিত হইয়া কষ্টের সহিত অদ্ভুতরূপ ধারণ করিয়া সেকের কথানুরূপ সমস্ত কার্য্যই করিল, সন্নিহিত লোক সকল ঐরূপ দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল। উহারা ক্রমিক এক এক জন গঙ্গায় অবগাহনান্তে উত্থিত হইয়া পরস্পর সকলেই সকলকে দেখিতে পাইল, কিন্তু নিজ নিজ বিকৃত বেশ দর্শনে সকলে যেন পলায়ন করিবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে কষ্টের সহিত স্নান কার্য্য সম্পাদনের কাল অবস্থিতি করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। অন্যান্য লোকে বলিতে লাগিল সেকই ইহাদিগকে দুরবস্থায় ফেলিয়াছিল পুনর্ব্বার সেই প্রসন্ন হইয়া উদ্ধার করিয়াছে।

শত্রুর গৃহে আগত শত্রুর প্রতিও সদ্ব্যবহার করিতে হয়। বৃক্ষগণ নিজের ছেদন কর্ত্তাকেও সন্নিধানে আগত বলিয়া ছায়া দানে বঞ্চিত করে না।

অনন্তর সেই শৌণ্ডিকাদির বেশধারীগণ প্রতিদিন সেকের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।৩।

হলায়ুধ মিশ্র বিরচিত সেক শুভোদয়া নামক গ্রন্থের চক্ষু প্রদান নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২) ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই বিষয়ের অনুভবাত্মক বৃত্তি লাভ হয়, জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মসংস্কার বশতঃ অনুভূত বিষয়ের কোনটি অনুকূল বা প্রীতিকর, কোনটি প্রতিকূল বা প্রীতিকর কোনটি প্রতিকূল বা অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। ইহাকেই স্বাভাবিক অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্ম সংস্কার জন্ম জীবের প্রকৃতিনিহিত স্বাভাবিক কামনা বলা যাইতে পারে। ইহাই বৃত্তিলব্ধ বিষয়ে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

(৩) ইষ্ট বিষয় লাভের জন্য এবং দ্বিষ্ট বিষয় পরিহারের জন্য বুদ্ধিযুক্তমনের যে সংকল্প বিকল্প উপস্থিত হইয়া কামনার উদ্রেক হয় তাহাকে সংকল্পপ্রভব কামনা বলে। ইহাকে বৃত্তিলব্ধ বিষয়ে মনের সংকল্পানুযায়ী প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে।

(৪) কাম্যবিষয় লাভের জন্য কি দ্বেষ্য বিষয় পরিহারের নিমিত্ত কামনা দ্বারা মানসিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া কাম্যফল লাভার্থে প্রণোদিত কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রবৃত্তি চেষ্টিত ও ক্রিয়মান হইয়া যে শারীরিক ব্যাপার সংঘটন করে তাহাই কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়।

(৫) কর্ম্মদ্বারা যে অভীষ্ট লাভ হয়, তাহাই **কর্ম্মফল**। এই ফল লাভই সংকল্প-প্রভব কামনার বিষয়।

সুতরাং কর্ম্মের মূলে আমরা দেখিতে পারিলাম কর্ম্মের আশ্রয় কর্ত্তার অহং ও কর্ত্তৃত্বাভিমান জড়িত স্বাভাবিক এবং সংকল্পপ্রভব কামনা তথা ঐ কামনা ইষ্ট ফললাভের জন্য উদ্রেক ও মানসিক ব্যাপার সংঘটিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ দ্বারা শারীরিক ব্যাপার সংঘটন করে। এই শারীরিক ব্যাপারের নামই কর্ম্ম, ইষ্ট **কর্ম্মফল** লাভের জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠানের সংকল্প হইয়া থাকে। তাই, যে লোকের বন্ধনের হেতু হয় নিম্নলিখিত কয়টিই তাহার কারণ :—

কর্ত্তার অহং ও কর্ত্তৃত্বাভিমান—— ——কামনা

{ প্রকৃতির বিকারের প্রতি পুরুষের এই অভিমান }

স্বাভাবিক কামনা

সংকল্পপ্রভব কামনা

কর্ম্মসম্বন্ধীয় কামনা বা আসক্তি

কর্ম্মফল সম্বন্ধীয় কামনা বা আসক্তি

{ কর্ম্মসম্বন্ধীয় কামনা বা আসক্তি

সুতরাং শাখা প্রশাখাসহ (১) অহং, কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং কামনা এই দুইটাই জীবের বন্ধনের হেতু। যাঁহারা কর্ম্মফলে সন্ন্যাসী না হইয়া কর্ম্মসন্ন্যাসী হন তাঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী বা জ্ঞানী নহেন। কারণ, কর্ম্মফলে আসক্তিই কর্ম নিষ্পন্ন করার জন্য কর্ম্মে আসক্তি জন্মায়, ফলে আসক্তি না থাকিলে কর্ম্মে আসক্তি থাকে না। তাই যাঁহারা ফলসন্ন্যাসী না হইয়া কর্ম্মসন্ন্যাসী হন তাঁহারা কপটচারী।

কর্ম্ম যখন অপরিহার্য্য—-প্রকৃতি বশেই করিতে হয় তখন কর্ম্ম সন্ন্যাসী না হইয়া কর্ম্মফলসন্ন্যাসী হইবে এবং এরূপ ভাবে স্বাভাবিক ও বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে যাহাতে মনে কোনরূপ বিকার উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম কোনরূপ সংস্কার জন্মাইতে পারিবে না এবং বন্ধনের হেতু হইবে না। ইহার নামই সমত্ব বা বুদ্ধিযোগ। কর্ম্মানুষ্ঠানের এইরূপ সুকৌশলই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। এবং সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানিগণের অভিপ্রেত যে ব্রাহ্মীস্থিতি তাহাও এইরূপ কর্ম্ম যোগানুষ্ঠানেই লাভ হয় সুতরাং এইরূপ কর্ম্মই অকর্ম্ম। ভগবান গীতার তৃতীয় অধ্যায় কর্ম্মযোগের শেষ শ্লোকে বন্ধনের মূল বীজ অহং ও কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত এই কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে নাশ করিতে বলিয়াছেন। এই শত্রুকে নাশ করিয়া বিহিত এবং স্বাভাবিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সে কর্ম্মবন্ধনের হেতু হয় না—ঐ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও জীবের অকর্ম্মাবস্থায় অক্ষুণ্ণ থাকে।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক এই :—

"এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥"৪৩

অর্থ :—হে মহাবাহো! এইরূপ বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে (অহং-কর্ত্তৃত্বাভিমান যুক্ত প্রাকৃত বুদ্ধির অতীত বিকারশূন্য সাক্ষীস্বরূপ চৈতন্যময় আত্মাকে) জানিয়া (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা জানিয়া) মন নিশ্চল করিয়া (সমত্ব বুদ্ধিযোগ দ্বারা নিশ্চল করিয়া অর্থাৎ অহং কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান শূন্য হইয়া) কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে জয় কর!

শাস্ত্র নিষিদ্ধ অকর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মনের সমত্ব কিছুতেই রক্ষিত হইতে পারে না। উচ্চগিরিশৃঙ্গ হইতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলে ঐ দেহের অধঃপতন যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, অবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মনের চাঞ্চল্য ও অধোগতি সেইরূপ সম্পূর্ণ অনিবার্য্য। তাই অবিহিত অকার্য্য কখনও করিবে না।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সাংখ্যজ্ঞান সাংখ্যযোগ, নামে অভিহিত হইয়াছে। উহা জ্ঞানযোগ নামে অভিহিত হয় নাই।

ইহা দ্বারা সাংখ্যযোগ হইতে জ্ঞানযোগের বিশেষত্ব প্রদর্শন করা ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়া ধারণা হয়। সংখ্যযোগে আত্মা বা পুরুষের অমরত্ব এবং পুরুষের সহিত প্রকৃতির পার্থক্যজ্ঞান অর্থাৎ পুরুষের স্বরূপ ও প্রকৃতির ধর্ম্মের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎকালে প্রচলিত সাংখ্যজ্ঞানিগণের মতে কর্ম্ম মাত্রই জীবের বন্ধনের হেতু বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল, এই মত যে ভ্রান্ত তাহা ভগবান দেখাইয়াছেন। পুরুষ সর্ব্বদা প্রকৃতির সঙ্গে থাকিয়া ও অসঙ্গ ভাবে থাকিতে পারেন। প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি এবং অধীনা। দৃষ্টিমাত্র আপন শক্তি দ্বারা অনন্তকার্য্য করাইয়াও নিজে নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন, কিরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলে পুরুষ আপন স্বরূপে সমন্বিত রাখিয়াও অসঙ্গভাবে থাকিতে পারেন তাহা প্রদর্শনের জন্যই কর্ম্মযোগের অবতারণা হইয়াছে। কর্ম্ম যে অনিবার্য্য এবং যোগযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানেও যে সাংখ্যযোগের ফলই লাভ হয় তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগে তাহা প্রদর্শন করিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞানযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অহং ও কর্ত্তৃত্বাভিমানসহ কামরূপ দুর্নিবার শত্রু নাশের এবং যোগযুক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের (অকর্ম্মের) অভেদবুদ্ধি লাভের জন্য নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা এই অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বে জ্ঞানলাভই একটী প্রকৃষ্ট উপায়। পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলে নানাবিধ যোগ বর্ণনায় ভগবান এই তত্ত্বটী ক্রমে দৃঢ় করিয়াছেন।

এই চতুর্থ অধ্যায়, জীবের জন্মান্তরবাদ, সর্ব্বেশ্বরের অবতারবাদ, অবতীর্ণ ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব, অবিদ্যাবিমোহিত জীবের জন্ম ও কর্ম্মের সহিত অবতীর্ণ ভগবানের জন্ম কর্ম্মের প্রভেদ, স্বাভাবিক ও শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলেও তাহা কি ভাবে জীব চিত্ত অকর্ম্ম; বা জ্ঞানাবস্থায়ই থাকিতে পারে, চিত্তশুদ্ধি না হইলে শারীরিক ব্যাপার হইতে নিবৃত্তি থাকিলেও সেই নিশ্চেষ্ট অবস্থাতেই কর্ম্মকরার ফল কিরূপে হয়, কি ভাবে ভগবান জগতের কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা ভাবে বিভুজ্ঞানেই বিরাজিত থাকেন, এই সকল তত্ত্ব ভগবান প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অনেক বিষয় সম্বন্ধেই ইতঃপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি; যাহা বলা হয় নাই এবং যাহা বিশদরূপে প্রকাশ পায় নাই, এক্ষণে মাত্র তাহাই সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

কেবল প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্যজ্ঞানরূপ সাংখ্যজ্ঞান বিভুজ্ঞান নহে। প্রকৃতিও যে সেই পুরুষেরই শক্তি, প্রকৃতির প্রতি পরিণামের সর্ব্বত্র এবং প্রকৃতির অতীত ভাবেও যে সেই অপরিনামী পরম পুরুষই বিরাজিত রহিয়াছেন, ইহাই

বিভুজ্ঞান এবং প্রকৃত জ্ঞান। এই তত্ত্বই ভগবান নানা ভাবে এই চতুর্থ অধ্যায়ে উপদেশ করিয়াছেন।

জীবও নিত্য বস্তু কিন্তু অবিদ্যাবিমোহিত। জন্মাজ্জিত কর্ম্মসংস্কার বশতঃ জীব অবিদ্যা (১), অস্মিতা (২), রাগ (৩), দ্বেষ (৪, অভিনিবেশ (৫) এই পঞ্চপ্রকার ক্লেশের এবং কর্ম্ম (৬), বিপাক (৭) আশয় (৮) সম্বন্ধেই অধীন। জীব নিত্য, তাই তাহার বিনাশ নাই কিন্তু যতদিন জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কার ভস্মীভূত না হয় ততদিন তাহাকে এই পঞ্চপ্রকারের ক্লেশের ও কর্ম্ম বিপাক ও আশয়ের অধীন হইয়া জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে এবং স্বর্গমর্ত্ত্যাদি লোকগামী হইয়া কাম্যকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়।

প্রবৃত্তিপথের পথিকগণকে বিহিত কাম্য কর্ম্মের জন্য যে সংসারে যাতয়াত করিতে হয় তাহাও স্থানান্তরে বলিতেছেন:—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥" ২১

গীতা, ৯ম অ।।

অর্থঃ—তাঁহারা (স্বর্গাদিরূপ কাম্যফলপ্রার্থিগণ) সেই (প্রার্থিত স্বর্গরূপ) বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্য (স্বর্গপ্রাপক) ক্ষীণ হইলে (স্বর্গ ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইলে) পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন এবং বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্মাবলম্বনে কামপরতন্ত্র হওয়ায় সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

---

(১) যোগ দর্শন মতেঃ—অবিদ্যা—মিথ্যাজ্ঞান।

(২) অস্মিতা—বুদ্ধি ও পুরুষ বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও একরূপ প্রতীতির নাম অস্মিতা।

(৩) রাগ—সুখ ও সুখকর বিষয়ের অভিলাষের নাম রাগ।

(৪) দ্বেষ—দুঃখ ও দুঃখকর বিষয়ের প্রতি ক্রোধযুক্ত বিরাগের নাম দ্বেষ।

(৫) মৃত্যু ভয়ের নাম অভিনিবেশ।

পাতঞ্জল দর্শন মতে কর্ম্ম চারি প্রকারঃ— (১) কৃষ্ণ—নিরবচ্ছিন্ন পাপ কর্ম্ম। (২) শুক্লকৃষ্ণ—বহিঃ সাধন সাধ্য যোগাদি কর্ম্ম যাহাতে কিছু না কিছু পরপীড়াও আছে এবং পরানুগ্রহ বর্ত্তমান আছে। (৩) শুক্ল—তপস্যা স্বাধ্যায় ও ধ্যান সাধ্য কর্ম্ম। কারণ, উহাতে পরপীড়ার সম্ভব নাই। অশুক্লাকৃষ্ণ—যোগিদিগের কর্ম্ম যাহাতে পরপীড়ার লেশমাত্র নাই এবং যাহা ঈশ্বরে অর্পিত হইয়াছে।

(৭) কর্ম্মফলের নাম বিপাক, উহা তিন প্রকার—জন্ম, আয়ু, ভোগ।

(৮) আশয়—সংস্কারানুরূপ ভোগ সাধন দেহই আশয়।

যিনি সর্ব্বেশ্বরের অবতার তিনি অবিদ্যার অধিশ্বর। তাঁহার কর্ম্ম সংস্কার নাই। তাঁহার সহিত পঞ্চপ্রকার ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মবিপাক ও আশয়ের কোন প্রাকৃত সংস্রব নাই। যে যে সময় ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয় তিনি অনুগ্রহ করিয়া সেই সেই সময় সাধুদিগের রক্ষা ও দুষ্টনিগ্রহ, ও নিত্যধর্ম্ম স্থাপন করিয়া জগতের হিতের জন্য জন্ম ও কর্ম্মের অভিনয় করেন। তাঁহার কর্ম্ম সংস্কার নাই—তিনি প্রকৃতির অতীত, তাই তাঁহার অভিনীত দেহ সীমাবিশিষ্ট দেশ-কাল ব্যাপী হইয়াও দেশ ও কাল দ্বারা তাঁহার অনন্ত বিভুজ্ঞাও অব্যক্তমূর্ত্তি পরিচ্ছিন্ন হয় না। সেই জ্ঞান-মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অতীত প্রদেশে সমভাবে বিরাজিত থাকে। তাই তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগন্ময় ও জগদাতীত ভাবে অবস্থান করেন। কর্ম্মসংস্কারের জন্য কর্ম্মসংস্কারহীন তাঁহার জন্ম-আয়ু-ভোগ-কর্ম্ম-আশয় ও ক্লেশাদি অবস্থা নাই। যাঁহারা তাঁহার ও তাঁহার জন্ম কর্ম্মের এই তত্ত্ব অবগত হইয়া তাঁহার এই অলৌকিক জন্ম কর্ম্মের বিষয় অনুধ্যান করিয়া তাঁহার আরাধনা করেন তাঁহাদেরও জন্ম কর্ম্মের সংস্কার দূর হইয়া যায়, তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

তিনি কর্ম্মফলদাতা, তাই যে যেভাবে তাঁহার আরাধনা করে তিনি সেই ভাবেই তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বনে ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার (তাঁহার ও অন্যদেবতারূপে তাঁহার) আরাধনা করে সে ব্যক্তি কামনানুরূপ স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোক লাভ করে। আর যে ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মযোগাবলম্বনে তাঁহার বিভুজ্ঞানে স্থিতি লাভ করে তিনি তাহাকে আত্মস্থ করিয়া লইয়া তাহাকে তাহার কারণ-সূক্ষ্ম-স্থূল শরীরেরবন্ধন হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত করিয়া দেন। ধর্ম্মের গ্লানি দূর ও শিষ্টের পালনাদি পরানুগ্রহের জন্যই আত্মমায়ায় তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত দেহ ধারণ। তিনি যে অব্যক্ত মূর্ত্তি ও বিভু জ্ঞানে জগন্ময় ও জগদাতীত ভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন তাঁহার স্বেচ্ছাধৃত স্ত্রী মূর্ত্তি তাঁহার সেই বিভূজ্ঞান ও অনন্তব্যাপকতাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। কারণ তিনি প্রকৃতির অতীত। অতএব এখন অনুভবাত্মক একটি দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা এই তত্ত্বটি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মানবের স্থূলদেহ পাঞ্চভৌতিক, এই স্থূলদেহাভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম শরীরে মন অধিষ্ঠিত আছেন সেই সূক্ষ্মদেহ মহত্তত্ত্ব অহংকার একাদশ ইন্দ্রিয় শক্তি ও পঞ্চ তন্মাত্রে গঠিত। সুতরাং মহত্তত্ত্ব-অহংকারযুক্ত মন বা অন্তঃকরণ স্থূল ভূতের অপেক্ষা অতিসূক্ষ্ম পদার্থ, অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তিও ইহাতে নিহিত আছে। এই মন এই স্থূলদেহে অবস্থিত ও আবদ্ধ থাকিয়াও স্থূলদেহের অতীত বলিয়া আবদ্ধ নহেন—এক মুহূর্ত্তেই মন সাগরের পরপারে শত শত ভৌতিক পদার্থ অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। স্থূলদেহ তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের সৃষ্টি-শক্তি আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া এবং তৎসঙ্গে সংকল্প-বিকল্প করিয়া মন কিছু একটা সৃষ্টি করিতে পারেন, তাই মন যে যে স্থানে গমন করিবে তাহা অপরিচিত স্থান হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহার একটা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য আগার কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করিয়া লইয়া ও নিমেষ মধ্যেই তথায় উপস্থিত হন। ইন্দ্রিয় সংস্কার থাকা পর্য্যন্ত মন ইন্দ্রিয় ও তৎগ্রাহ্য সূক্ষ্ম বিষয়ের অতীত নহেন—ইন্দ্রিয় শক্তিও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সূক্ষ্ম বিষয়ের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। সেই জন্য মন তাহার এই গতি বিধিতে ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না বলিয়া সর্ব্বত্র অবিচ্ছিন্নভাবে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান স্থিতিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু দেহাদি স্থূল বিষয় অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া দেহাদি স্থূল পদার্থ উহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না তৎকালে এই মন অন্যত্র গমন করিয়াও স্থূলদেহেই অবস্থান করেন। যতদিন মনের যে পরিমিত এই সূক্ষ্ম সংস্কারের বন্ধন আছে ততদিন মন তৎপরিমিত সূক্ষ্ম সংস্কার অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না। আর, যিনি সর্ব্বসংস্কারের প্রসবিতা প্রকৃতিরই অতীত, যিনি ইন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতা হৃষীকেশ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় যাঁহার আশ্রয় আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়,—প্রকৃতিও যাঁহার আজ্ঞাবহ তিনি একটি স্থূল দেহ প্রকট করিয়া তাহাতে অবস্থান করিয়াও জগন্ময় ও জগতের অতীত প্রদেশে অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজিত থাকিতে পারিবেন না কেন? জগতে এমন কি আবরণ আছে যাহা তাঁহার বিভুজ্ঞান এবং অব্যক্ত বিভুমূর্ত্তিকে পরিচ্ছিন্ন ও ব্যাহত করিতে পারে। যিনি এই তত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে সেই অবতীর্ণ ভগবানের আরাধনা করিতে পারেন তাঁহার কর্ম্মবন্ধন থাকিতে পারে না।

কামনা বিজয়ী না হইয়া কেবল শারীরিক ব্যাপারানুষ্ঠান না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলেও যে কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল হয়, পক্ষান্তরে বাসনা ও কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া স্বাভাবিক ও বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও যে তাহ, সম্পূর্ণ অকর্ম্মাবস্থারূপ জ্ঞানে পরিণত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি তাই এ স্থানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

সংশয়াত্মার যে ভুক্তিমুক্তি কিছুই হইতে পারে না তাহা বলিয়া ভগবান বলিতেছেন :—

"যোগ সংন্যস্তকর্ম্মাণাং জ্ঞানসংছিন্ন সংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ গীতা, ৪র্থ অঃ।

অর্থঃ—যোগ দ্বারা অর্থাৎ স্বাভাবিক ও বিহিত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে ঈশ্বরাধনা দ্বারা) যে ব্যক্তির সকল কর্ম্ম পরমেশ্বরে অর্পিত হইয়াছে, জ্ঞানের দ্বারা যাহার সংশয়চ্ছিন্ন হইয়াছে এতাদৃশ আত্মবান (অপ্রমত্ত) ব্যক্তিকে কর্ম্ম সকল আবদ্ধ করিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

হিন্দু ললনার কুলোপাধি।

আমরা হিন্দু; আমাদের হিন্দু রীতিনীতি পালন করাই কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রে স্ত্রীলোকদের কুলোপাধি ধারণ করিবার বিধান নাই। দৈব পৈত্রকর্ম্মে হিন্দু ললনাদিগকে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানুসারে নামান্তে 'দেবী' বা 'দাসী' সংযোগে মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হইবে। ইহাই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের চিরন্তন প্রথা। কুলোপাধি নানারূপ যথা—সেন, কর, দত্ত, দেব, ঘোষ, বসু, বন্দোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। এগুলি বংশপরিচায়ক। বিবাহিতা স্ত্রীলোক স্বামীর পরিচয়ে গোরবান্বিত হইলেও স্বামীর কুলোপাধি গ্রহণ করিতে পারেন না। যে কুলে জন্মিয়াছেন, উহার পরিচয় দান করাও নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং তাহাদের পিতৃ কুলের কি পতিকুলের কোন কুলেরই উপাধি ধারণ করিবার আবশ্যকতা হয় না। দত্তক পুত্র গোত্রান্তরের পর, জন্মদাতা পিতার সহিত সম্পর্ক রহিত করিয়া থাকেন। এবং তাহাকে যিনি দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন তদ্বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইতে হয়। সুতরাং উক্ত বংশের কুলোপাধি বা কুলপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিতে পারে না, স্বামীর কুলোপাধি স্ত্রী গ্রহণ করিলে প্রকারন্তরে তাহাকে স্বামীকুলসম্ভূতাই স্বীকার করিতে হয়।

বিশেষতঃ স্বামী যখন স্ত্রীকে গোত্রান্তর করিয়া লইয়াছেন দত্তক পুত্রের রীতি অনুসারে কৌশলে স্বামীকেই তাহার (স্ত্রীর) পিতা বলিতে হয়, স্বামী স্ত্রীতে এইরূপ বিধান চলিতে পারে না। উহাদের মধ্যে উক্ত প্রকারের সম্পর্ক স্থাপন করা রীতিবিরুদ্ধ। স্ত্রী যখন জন্মদাতা পিতার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন না এবং করিতেও পারেন না, তখন তাহাকে দত্তক পুত্রের রীত্যনুসারে চলা কিছুতেই সঙ্গত নহে। আরও দেখুন, শ্বশুর জামাতারও যখন ধর্ম্মতঃ একটা সম্পর্ক রহিয়াছে, মাতামহের সম্পত্তিরও যখন অনেক সময় দৌহিত্র উত্তরাধিকারী এবং শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়া থাকে, তখন কন্যাকে কেমন করিয়া তাহার পিতৃকুল হইতে সম্যকৃরূপে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে? অতএব বুঝুন, স্ত্রী স্বামীর কুলোপাধি গ্রহণ করিতে পারেন কি?

এইত গেল কুলোপাধির কথা। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কাহারও কাহারও এক একটা স্বতন্ত্র বিশেষ উপাধি আছে, উহা বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে ধারণ করিতে হইলেও স্বামীর উক্ত বিশেষ উপাধির লিঙ্গান্তর করিয়াই স্ত্রীকে ধারণ করিতে হয়। রাজার স্ত্রী রাজ্ঞী, রাণার স্ত্রী রাণী, চৌধুরীর স্ত্রী চৌধুরাণী ইত্যাদিরূপে তৎসমূহের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। মজুমদারের স্ত্রী মজুমদার হইতে পারে না। অনেকে বলেন স্বামীর পদ গৌরবের পরিচয় প্রদানার্থই স্ত্রীলোকদিগকে উপরোক্ত নিয়মে পরিচিতা হইতে হয়। আমরা তাহাদের এইরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। স্বামীর পদগৌরব প্রদর্শনার্থই যদি স্ত্রীর স্বামীর উপাধি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে স্বামীর উপাধিগুলির লিঙ্গান্তর করিয়া ধারণ করিলেই চলে? স্ত্রী হইয়া পুরুষোচিত উপাধি গ্রহণ করা কি উচিত হয়? যে উপাধিগুলি নিত্য পুংলিঙ্গ অথবা যাহা বিজাতীয় ভাষা হইতে গৃহীত, উহাদের লিঙ্গান্তর না হউক, স্ত্রীলোকগণ আপনাদের নামান্তে স্বামীর উপাধি সংযোজিত করিয়া তৎপর জায়া শব্দ সন্নিবেশিত করিলেইত পারেন। মজুমদাদের স্ত্রী "মজুমদার জায়া" লিখিলে সব দিক রক্ষা হয় না কি? বসু পত্নী বসু জায়া, লিখিলে দোষ হয় কি? আর কন্যাদের পক্ষেও ইহা উচিত নহে কি, যে যদি একান্তই তাহাদিগকে পিতৃকুলের পরিচয় প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের পিতৃকুলোপাধি বা বিশেষ উপাধির পর 'দুহিতা' বা "জায়া" লিখেন? তবে 'জা' লিখাতে তাহাদের একটী বিশেষ আপত্তি উঠিতে পারে। অধুনা অনেক পুরুষও তাহাদের কুলোপাধির পর স্ত্রীলিঙ্গবাচক "জা" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা

তাহাদের একটী রোগ বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ ভাষায় যথেষ্ট চলিতেছে, যেরূপ দিনকাল উপস্থিত একজাতি অন্য জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইতেছে, স্ত্রী পুরুষ সাজিতেছে, বিলাতের মহিষমর্দ্দিনীর দল, পুরুষের অধিকার প্রাপ্তির আব্দার জুড়িয়াছে, আমাদের দেশে পুরুষের মধ্যেইবা স্ত্রী সাজিবার ইচ্ছা বলবতী না হইবে কেন? তাহারা স্ত্রীলোকের ন্যায় সীঁথি কাটিতেছে, কেশবিন্যাস করিতেছে, এবং তদবস্থায় স্বীয় নামান্তে স্ত্রীত্ববাচক 'জা' শব্দে ভূষিত না হইবে কেন? অতএব কন্যাদের যদি 'জা' শব্দটি গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ হয়, তাহা হইলে না হয় তাহারা কেবল "দুহিতা" শব্দটাই একমাত্র গ্রহণ করুন না। তাহা হইলে কন্যাগণকে পুরুষ সাজিতে হয় না।

অনেক পুরুষের নামে পূর্ব্বাংশে বা প্রথমার্দ্ধে স্ত্রীলিঙ্গবাচক কামিনী, যামিনী কুমুদিনী প্রভৃতি শব্দ থাকে, তাহারা ঐ অর্দ্ধ নামই অনেক সময় সংক্ষেপ নামে লিখিয়া থাকেন। আবার স্ত্রীলোকের নামেও কখন কখন নামের পূর্ব্বার্দ্ধে পুং-লিঙ্গ বাচক শব্দ থাকে। হরসুন্দরী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি নাম থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ অনেক সময়ই স্ত্রীলিঙ্গবাচক নামই হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে যদি কেহ পত্রাদিতে আপনার সংক্ষেপ নাম "কুমুদিনী মজুমদার" বা হরিদাস লিখিয়া আপনার পরিচয় দান করে, তাহা হইলে তাহাকে স্ত্রী কি পুরুষ কোন্‌টী বলিতে হইবে? আর যদি কোনও স্ত্রীলোক আপনার নাম "শ্রীমতী বিধুমুখী কর" এরূপ লিখেন, তাহা হইলে তাহাকে করের কন্যা বা স্ত্রী ইহার কোন্‌টী বলিতে হইবে? যদি ইহার পতি কর হন, আমরা উহাকে তাহার পিতা মনে করি, তাহা হইলে কেমন একটা কেলেঙ্কারী ঘটিয়া বসে? পাঠক মহাশয় এক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?

ব্রাহ্মসম্প্রদায় মধ্যে স্ত্রীলোকগণ পুরোমোচিত উপাধি এবং স্বামীর কুলোপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা তাহাদের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া উহা আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় নহে। এসম্বন্ধে তাহাদের অনুকরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয় কি? জগতে যত কিছু ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, সমস্তই হিন্দু ধর্ম্মের ছায়া লইয়া গঠিত। আমাদের সনাতন ধর্ম্মে কোন্‌টার অভাব আছে কেন আমরা পরের মুখাপেক্ষী হইতে যাইতেছি। সুধীগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন, ইহা ন্যায়ানুমোদিত হইয়াছে কি? যদি না হয়, তাহা হইলে বিষয়ে কেন আমরা প্রাচীন রীতি প্রত্যাহার করিতে যাই? সঙ্গত না হইলে কি সর্ব্ববিষয়েই আমাদিগকে নূতন একটী রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা কি এতই বাতিকগ্রস্ত হইয়াছি যে, ভাল হউক মন্দ হউক বিচার না করিয়াই নূতন একটী রীতি গ্রহণ করিব? কেহ হয়ত বলিবেন চলিত প্রথা রহিত করা যায় না। যাহা সমাজে চলিতেছে, তাহা মন্দ হইলেও ত্যাগ করা উচিত নহে। স্ত্রীলোকগণ এইরূপ উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহা কয় দিন যাবৎ? এইরূপ প্রথা ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কি? যে প্রথাটী দোষের বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা চলিত থাকিলেই গ্রহণ করিতে হইবে কি? নিম্নশ্রেণীতে পিতা পুত্রের বিবাদকালে তাহারা ভগিনীপতিও শ্যালক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকে, উহা একটী চলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উহার কি উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে না? এইত কলিকাতায় আমাদের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা স্থাপন করা হইয়াছে। সমাজ সংস্কার করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য হইয়াছে, এমতাবস্থায় সমাজের কুপ্রথাগুলি দূর করিতে কায়স্থ-সভা পশ্চাৎ-পদ হইয়াছেন কি? আমাদের কায়স্থ-সভা সমাজ সংস্কারে অগ্রণী। ভাষা সমাজের অঙ্গ ও জাতীয় জীবন। অতএব অন্য কোনও জাতি ইহার (উক্ত ভাষার) কুপ্রথা সংশোধনকল্পে মনোযোগী না হইলেও সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা সংস্কারেরও কায়স্থ সভার একান্ত কর্ত্তব্য। সাহিত্য আমাদের সমাজের প্রাণ, অতএব সামাজিক সাহিত্যেই এইরূপ গলদ থাকিলে সমাজসংস্কার করিয়াই ফল কি হইবে? এজন্য বিনীত প্রার্থনা কায়স্থ-সভা এ বিষয়ে সুমীমাংসা করিবেন। আর একটি কথা! উপবীতি কায়স্থগণ সকলেই জাতীয় নিদর্শন স্বরূপ আপনাদের কুলোপাধি বা উপপদের পর 'বর্ম্মা' শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন; তাঁহাদের স্ত্রীলোকগণ নামান্তে ঐরূপ কোন্ শব্দ ব্যবহার করিবেন? বৈদ্য জাতীয় স্ত্রীলোকগণ "গুপ্ত" এইরূপ জাতীয় চিহ্ন ধারণ করেন ইহারাও তদ্রূপ কিছুই একটা ধারণ করিতে পারিবেন কি? না কেবল 'দেবী' লিখিলেই চলিবে। তাহারা 'দেবী' লিখিলে দ্বিজাতীয়া পরিচিতা হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন্ বর্ণের অন্তর্গত তাহা প্রকাশ হইবার উপায় কি?

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

অপ্রাসঙ্গিকতা।

বঙ্গ সাহিত্যে উত্তরোত্তর লেখকের সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইতেছে, ইহা আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় অনেক লেখকই স্বেচ্ছাচারী রাজার ন্যায় অরাজক রাজ্যের প্রজার ন্যায় অনিয়ন্ত্রিত। মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অনেকেই অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনায় প্রবন্ধের কলেবর পরিপুষ্ট করিয়া সাহিত্যিকের যশঃ গৌরব লাভে কৃতার্থ হইতে চাহেন। অনভিজ্ঞতা ও ভাব সম্পদের দারিদ্র্য সত্বেও কেহ কেহ শুধু ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার লাভ করত চিত্তচাঞ্চল্য বশে নানা বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করেন। পারম্পর্য্য ও প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা পূর্ব্বক কোন বিষয় লিখিত না হইলে, যে তাহা সুপাঠ্য ও সমাজের কোন কাযে আসে না; ইহা তাহাদের চিন্তা করিবারও অবকাশ নাই। অধুনা বঙ্গসাহিত্যে বেতালে ও বেসুরে গান গাহিয়া সু-গায়করূপে পরিচিত হই- বার স্পর্দ্ধা অনেক নবীন লেখকই রাখেন। কেহ শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব লিখিতে গিয়া ফুল শয্যার বর্ণনা না করিয়া প্রাণে শান্তি প্রাপ্ত হন না। কেহ বাসর ঘরের আনন্দ লহরীর সঙ্গে শ্মশানের ভীতি না মিশাইয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিতে চাহেন না। কেহ রামের চরিত সমালোচনা করিতে গিয়া শ্যামের পিতার দোষোদ্ঘাটন না করিয়া তৃপ্তিবোধ করেন না। ইহাতে যে প্রবন্ধের গৌরব নষ্ট ও পাঠকের ধৈর্য্য ভ্রষ্ট হয়, অকারণ অনেকের প্রাণে বেদনার সঞ্চার করা হয়; তাহা তাঁহারা একেবারেই চিন্তা করেন না। বঙ্গীয় লেখকগণের এই স্বেচ্ছাচারিতা দমন করি- বার কি কোন উপায় আছে? আদর্শ জনক জননী ব্যতীত যেমন সুসন্তান ভূমিষ্ট হয় না জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ ভিন্ন তেমনি জাতীয় চরিত্র সুগঠিত হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিশুদ্ধি রক্ষাকল্পে বাঙ্গালী কি যত্নবান্ হইবেন না? বাঙ্গালী কি মানুষ সৃষ্টির প্রয়াসী নহে? বঙ্গীয় সাহিত্যের স্বেচ্ছাচারের কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা প্রদর্শন করিতে গেলে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ লিখিলেও কুলায় না। চিন্তাশীল পাঠকবর্গ তাহা অনবগত নহেন। আমরা সে উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করি নাই। সেইরূপ শক্তি, সামর্থ্য, সময়ও আমাদের নাই।

আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থ লেখক বিগত আশ্বিন সংখ্যা কায়স্থ- পত্রিকায় "ঘোষজ মহাশয়ের মহাদান" শীর্ষক প্রবন্ধে যে অপ্রাসঙ্গিকতার দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহা প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধ সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা উক্ত প্রবন্ধের যে দুইটী অপ্রাসঙ্গিক স্থলের উল্লেখ করিব তাহা যদি

পাঠকবর্গের ও লেখকের অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তবেই আমাদের শ্রম সফল হইবে। প্রথমতঃ ঘোষজ মহাশয়ের মহাদানের মহত্ব কীর্ত্তন করিতে যাইয়া জাতিবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের গৌরব লুপ্ত করিবার আগ্রহ কেন? ডাক্তার ঘোষের দানে সমগ্র ভারতবাসী গৌরবান্বিত--সুধু কায়স্থেরা নহে। সাম্প্রদায়িক ভাবে কায়স্থ-জাতির অধিকতর গৌরব জনক বোধ হইলেও গৌরব অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে জাত্যভিমানে অন্ধ হওয়া ত' কর্ত্তব্য নহে। লেখক মহাশয় ডাক্তার ঘোষের মহাদান উপলক্ষে ক্ষত্রিয়-জাতির দান শক্তির মহিমাগানচ্ছলে ব্রাহ্মণ-জাতির বদান্যতার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। মৃত মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্লেষাত্মক ভাষার প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে মর্ম্মাহত করিয়াছেন। তাহার লেখার ভাবে বোধগম্য হয় ব্রাহ্মণজাতি দানশীলতায় অনভ্যস্ত। যে জাতি মানব জাতির কল্যাণার্থ সর্ব্বত্যাগী, ত্যাগই যাহাদের জীবনের বিশেষত্ব ছিল, যাহারা রাজ্য সম্পদ চাহে নাই, মান যশের ভিখারী হয় নাই, পুরীষের ন্যায় সমস্ত ত্যাগ করিয়া ধন্য হইয়াছ যে জাতির দধিচি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, সেই ব্রাহ্মণ জাতিকে তাহাদের একটীমাত্র হাস্যকর দৃষ্টান্তের দ্বারা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা কতটা সহৃদয়তার কার্য্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। পৌরাণিক কথা বাদ দিয়া কিছুকাল পূর্ব্বের স্মৃতি মনে আনিলেও লেখক মহাশয় দেখিতে পাইতেন ব্রাহ্মণজাতি কৃপণ কি দাতা। তিনি জাত্য- ভিমানে অন্ধ হইয়া তাহার কিছুই দেখিতে পান নাই। দেখিতে পাইলে উপ- হাসাস্পদ হইবেন কেন? তাহার নয়নে রাণীভবাণীর দেবী মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানশীলতা ও বিদ্যোৎসাহিতা তিনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। মহানুভব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মনে রাখিতে পারেন নাই। প্রত্যেকেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় জাতির গৌরবই সমস্ত আর্য্য জাতির গৌরব। উভয় জাতির উচ্চাদর্শই সমগ্র জাতির গ্রহণায় আদর্শ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আবহমানকাল উন্নতিমার্গে পাশাপাশি চলিয়াছে। একে অন্যকে খর্ব্ব করিতে চাহিলে আত্মবিনাশই অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মণ-জাতিকে আক্রমণ করিয়া যদি লেখক নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলেও না হয় নীরব থাকা যাইত। কেননা ব্যক্তি- বিশেষের লেখনীর খোঁচায় বিরাট ব্রাহ্মণ-সমাজের মহিমা বিলুপ্ত হইবার নহে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত আর্য্য রীতি নীতি প্রতিপালনে তৎপর, অনিন্দ্য চরিত্র স্বর্গীয় ভূদেব বাবুকে অযথা আক্রমণ করিয়া যে কোন্ আর্য্য নীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অন্য কেহ বলিতে পারে না। ভূদেব বাবুর অপরাধ

তিনি ব্রাহ্মণের উদার হৃদয় লইয়া ডাক্তার ঘোষের ন্যায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দান না করিয়া স্বজাতির হিতার্থ সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য কিছু টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। লেখক মহাশয়ের ভাষা এইরূপ—"তাঁহার ব্রাহ্মণের জাতির জন্য সে দানের কোন অংশ রাখিলেন না।" কি শ্লেষ ভূদেব বাবুর স্বজাতিকল্যাণে টাকা দান করা কি অবৈধ হইয়াছে? তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অন্য জাতির লোকেরা যদি স্বজাতির শিক্ষার্থ ঐরূপ বদান্যত প্রকাশ করে। তবে কি অতি সত্বর জাতিগুলি জীবন্ত হইয়া উঠে না? একলক্ষ টাকা সর্ব্বজনীন ভাবে দান করিলে যে উপকার না হইত সাম্প্রদায়িক দানে তদপেক্ষা অধিকতর সুফল হইতেছে। আর এক কথা যদি ভূদেব বাবুর স্বজাতিকে দান সংকীর্ণতার পরিচায়ক হয়, তবে সমস্ত পৃথিবীস্থ নর নারী যে দানের অংশভাগী না হইতে পারিবে তাহাকেও উদারতামূলক দান বলা যাইতে পারিবে না। প্রত্যেক দানই মহত্ত্ব প্রকাশক, শক্তি ও রুচি অনুসারে দানের পাত্র নির্দ্দেশিত হয়। দাতাকে নিন্দা করিতে নাই, প্রশংসাই তাঁহার প্রাপ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ জাতি ও ভূদেব বাবুর সম্পর্কে কোন কথা বলিবার প্রয়োজনই ছিল না। তবু নিরঙ্কুশ লেখক তাহা করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা অবনতিকর। যাহারা কায়স্থজাতির উত্থানের বিরোধী তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহাও প্রাসঙ্গিক ভাবে হওয়া সমীচীন। আলোচ্য প্রবন্ধের দ্বিতীয় অপ্রাসঙ্গিক স্থল প্রবন্ধের শেষ অংশ, ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধের দুই পৃষ্ঠাই অবান্তর কথায় পূর্ণ। ঘোষজ মহাশয়ের মহাদানের সহিত সে বিষয়ের কোন সম্বন্ধই নাই। বসু বংশজ জনৈক লেখক নাকি লেখক মহোদয়ের আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ হইতে তাঁহার বিনানুমতিতে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়া কায়স্থ পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়া যশস্বী হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। উক্ত বসুজ মহাশয় লেখকের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে ইহাও স্বীকার করেন নাই। সুতরাং লেখক মহাশয় নিজের জন্য নয়, সাহিত্যের সুনাম রক্ষার দায়ীত্ব জ্ঞানে উত্তেজিত হইয়া অপহৃত স্থলের এক তালিকা প্রকাশ করিয়া বসুজ মহাশয়কে পাঠকগণের সমক্ষে তস্করবৃত্তিক সাহিত্যসেবী রূপে পরিচিত করিয়াছেন। ইহার ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না আমরা জানি, অপরাধী গেরেপ্তার করিতে পারিলেই পুলিশের বাহাদুরী আছে; অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াইতে পারিলেও কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে সুনাম যথেষ্ট। বসুজ মহাশয় অপরাধীরূপে পাঠকগণের আদালতে বিচারার্থ আনীত; আদালত কর্ত্তৃক তাহার

কর্ম্মের উপযুক্ত ফল তিনি প্রাপ্ত হউন তাহাতে কাহার কি বলিবার থাকিতে পারে? বসুজ মহাশয়ের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের ভার তাঁহার উপর, অবশ্য তিনি তাহা করিবেন। তবে আমরা বলিতে চাহিতেছি কি? আমরা ইহাই বলিতে চাহিতেছি—যে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করিয়া বসুজ মহাশয়ের সাহিত্য-রাজ্যের নিয়ম ঘটিত অপরাধের আলোচনা করিলে কি শোভন হইত না? ঘোষজ মহাশয়ের মহাদানের সহিত বসুজ মহাশয়ের মহাচৌর্য্যের (?) সম্বন্ধ কি? লেখক মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, সত্য বলিতে কি দাম্ভিকতা ও অপ্রাসঙ্গিকতায় ঘোষজ মহাশয়ের মহাদান প্রবন্ধটী সাধারণের তৃপ্তিপ্রদ না হইয়া বিরক্তিকর হইয়াছে। আশা করি লেখক মহাশয় সংযত ভাষায় পবিত্র মনে ধীরতার সহিত লেখনী চালনা করিয়া সাহিত্য সেবায় সাফল্য লাভ করিবেন। মন্দ অভিপ্রায়ে তাঁহার ত্রুটী প্রদর্শন করিলাম ইহা যেন তিনি মনে না করেন তিনি স্মরণ রাখিবেন আমরা তাহার হিতকামি বন্ধু।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

তুমি নাকি নাই?

( )

উঠিছে তরুণ রবি নির্ম্মল ঊষায়,
রম্য উপবন শোভে দীপ্ত সুষমায়।
নলিনী ঢলিছে ধীরে সরসীর জলে,
চঞ্চল বিজলী খেলে জলধর দলে।
নবীন তৃণের বনে ধেনুগণ ধায়,
জ্বলিছে তারকা রাজি উজ্জ্বল প্রভায়।
সেই ঊষা, সেই সন্ধ্যা সেই শতদল,
তেমনি সৌন্দর্য্য পূর্ণ নীল নভস্তল।
লাবণ্য রয়েছে যেন ব্যাপিয়া ভুবন,
তবু তুমি নাই? ইহা অলীক স্বপন।

৫৬

(২)

তুমি নাকি নাই ? ইহা অলীক স্বপন,
অই শুনি কুহুতান ভ্রমর গুঞ্জন।
নীলিম গগন তলে শোভিছে চন্দ্রমা,
ভ্রমিছে ভূতলে নারী রূপে অনুপমা।
বিমল সরসী নীরে কুমুদ ফুটিছে ধীরে,
বীণার ঝঙ্কার শুনি সুদূর প্রান্তরে।
বহিতেছে কলনাদে স্রোতস্বতিগণ,
সজ্জন করিছে সুখে পুণ্য আলাপন।
সেই আশা সেই ভাষা রহিছে হিয়ায়,
তেমনি মলয়ানিল ধীরে ব'য়ে যায়।

(৩)

তুমি নাকি নাই ? ইহা অলীক স্বপন,
সেই গৃহ সেই বস্ত্র নীলিম বরণ—
সেই ক্ষুদ্র দীপ সেই প্রিয় আভরণ,
সেই প্রিয় পুত্র কন্যা নয়ন মোহন।
ভগ্নিগণ দূরে পতি অভাগা দুর্জ্জন,—
এখনও হেথায় আছে তোমারি কারণ।
সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি বিষণ্ণ বদন,
রহিবে অঙ্কিত, সেই মুদিত নয়ন—
নয়নে, শ্রুতিতে সেই মধুর বচন,
তবু তুমি নাই ? ইহা অলীক স্বপন।

(৪)

তুমি নাই ইহা আমি করিনা প্রত্যয়,
এখন (ও) হারাই নাই মনোবৃত্তি চয়।
সেই দীর্ঘশ্বাস সেই হৃদয় স্পন্দন,
সেই ছায়া মূর্ত্তি তব বিশ্ব বিমোহন।
সেই প্রীতি ভালবাসা প্রিয় সম্ভাষণ,
পবিত্র চরিত্র তব পবিত্র জীবন—
পাষাণ অন্তরে মম রহিবে অঙ্কিত,
পূজিব আদরে, কভু হ'বনা বিস্মৃত।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

উচ্ছ্বাস।

(১)

সহসা হৃদয়ে মোর কে শেল হানিল ?
ফুরাইল সুখ আশা,
আসি ঘোর তমঃ নিশা,
মুহূর্ত্তে এ হৃদাকাশ আঁধারে ঢাকিল !
সহসা অন্তরে মোর কে শেল হানিল ?

(২)

চকিতে কালের ভেরী বাজিল এমনি,
হৃদয়ের প্রিয়তম,
রূপে গুণে অনুপম,
চিরতরে হারালেম হৃদয়ের রাণী,
ডুবিল অতল জলে করুণার খনি।

(৩)

হৃদয়ে জ্বলিছে চিতা রাবণ-শ্মশান,
অব্যক্ত বেদনা যত,
তীব্র তুষানল মত,
করিছে দহন এই দুঃখার্ত্ত পরাণ.
সে দাবাগ্নি এ জীবনে হবেনা নির্ব্বাণ।

(৪)

প্রণয়-পূরিত পুষ্পে কীটের দংশন—
কে পারে সহিতে ভবে ?
অতৃপ্ত প্রণয় তাপে
দাশরথি রাম পদ্ম-পলাশ-লোচন,
সীতার আলেখ্যে প্রাণ দিলা বিসর্জ্জন।

(৫)

নীলকণ্ঠ ভোলানাথ দেব মহেশ্বর,
সতীর বিরহানলে,
নিত্য তিতি অশ্রুজলে,
বক্ষে ধরি পূত দেহ সংজ্ঞা নাহি তাঁর
ভ্রমিলা কতই দেশ যুগযুগান্তর।

(৬)

আমি তুচ্ছ নর হায়! কেমনে ভুলিব –
প্রভাত তরুণ রবি,
হৃদয় মোহন ছবি,
পীযূষ বচন স্মরি কেবলি জ্বলিব।
নির্ম্মম মরমে স্মরি কেবল কাঁদিব।

(৭)

দহিছে মরমে মোর যন্ত্রণা অপার,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
যে আগুনে দগ্ধকরে,
সে জ্বালা সে দাহ হায়! কারে ক'ব আর
দয়া ক'রে কে নিবাবে অনল দুর্ব্বার।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

——০——

ব্রাহ্মণত্বের নূতন দাবীদার।

সংসারে আত্মগৌরব-বৃদ্ধির দুইটি উপায় আছে। প্রথম উপায়—গৌরবের ন্যায় সঙ্গত কারণ বর্ত্তমান থাকিলে জনসমাজে সেই কারণ সমূহের প্রচারজন্য যুক্তিপ্রদর্শন ও দৃষ্টান্ত স্থাপন। ইহাতে কাহারও ক্ষতি নাই, বরং সমাজের উপকার আছে। অধিকন্তু দেশের জাতীয় ইতিহাসের সহিত এরূপ আন্দোলনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এদেশের কায়স্থগণ কতিপয় বর্ষ হইতে এই প্রকার আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

পদবৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায়—যে প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার অপেক্ষা বড়, বাগ্‌জাল বিস্তার দ্বারা তাহাকে ছোট কবিবার প্রয়াস। এরূপ চেষ্টাকারীগণ সমাজের শত্রু, এবং দেশের ইতিহাসের ঘোর অবমাননাকারী। সুতরাং যাঁহারা প্রকৃত স্বদেশ মাতৃক, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য—এই সকল উচ্ছৃঙ্খল সমাজ-কলহপ্রিয়দিগকে সমুচিত শিক্ষাদানের নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

আজকাল বৈদ্যজাতীয় একদল লোক এই শেষোক্ত উপায়ে বড় হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইঁহারা মনে মনে বুঝিয়ছেন যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ জাতিকে ছোট করিতে না পারিলে, বৈদ্যগণের বড় হইবার উপায়ান্তর নাই। তাই ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিরুদ্ধে ইঁহারা যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। "মন্দার মালা" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা সংপ্রতি কোনরূপে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। স্বর্গের নন্দনবনে মন্দার আছে, শুনিয়াছি; কখন সে মন্দার চক্ষে দেখি নাই, কোনদিন দেখিতে পাইব কি না তাহাও জানি না; তবে শুনিয়াছি, সে মন্দার অতি উপাদেয় দেবকুসুম। স্বর্গের মন্দার না দেখিলেও, জঙ্গলে বেড়াইতে যাইয়া আমরা 'মাদার' নামে একপ্রকার গাছ দেখিয়াছি; ইহাকেও লোকে মন্দার বলিয়া থাকে বটে। এই মাদার গাছে স্বর্গীয় মন্দারের পুরাণ-প্রসিদ্ধ রূপ বা সৌরভ কিছুই নাই। ইহা কেবল কাঁটাগাছ, কাছে গেলে কাঁটায় বাধিয়া কাপড় ছিঁড়িয়া যায় আর একটা বদ্‌-বো পাওয়া যায়। মাসিক পত্রিকা "মন্দার-মালা"তেও নন্দনবনের মন্দারের কোন সাদৃশ্য নাই; ইহা কেবল কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গন্ধপূর্ণ। এই "মন্দার-মালা" জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, সূতিকাগৃহ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির উদ্দেশে বিষম বিষোদ্গার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

যে "মন্দারমালা" খানি আমাদের হাতে পড়িয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিরুদ্ধে "ঝাল ঝাড়া"য় পরিপূর্ণ। ইহার একটি প্রবন্ধের নাম—"বৈদ্যগণ এ তর ব্রাহ্মণ।" প্রবন্ধে লেখকের নাম নাই। বিনামা লেখক, সম্পাদক "শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন" মহাশয়ের সহিত অভিন্ন কি না, তাহা বলিতে পারি না। তবে বিনামা মহাশয় যে ব্রাহ্মণ হইবার জন্য বিলক্ষণ লালায়িত, তাহা প্রবন্ধ পাঠে উপলব্ধি হয়। বিনামা লেখকের মতে বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ,—শুধু ব্রাহ্মণ নহে, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও ভাল ব্রাহ্মণ। একস্থানে লেখক বলিতেছেন,—"বৈদ্যের ন্যায় ব্রাহ্মণগণও তেজস্বী ও অহীনকর্ম্মা নহেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মদের দোকান আছে, মুদীর দোকান ও পাউরুটীর দোকান আছে, মাথায় করিয়া ফিরি করা নিত্য কর্ম্ম, কিন্তু প্রাণ গেলেও অহীনকর্ম্মা নিরন্ন বৈদ্য-সন্তান আভিজাত্য গৌরবে বক্ষঃ স্ফীত করিয়া উপবাস করে, তথাপি—" ইত্যাদি।

বিনামা মহাশয়ের জানা উচিত ছিল যে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থের জাতি রিপুকর্ম্ম-কন্না নহে যে হীনকর্ম্ম অবলম্বন করিলেই জাতি ফাঁসিয়া যাইবে। যাহাদের

জাতি সেরূপ রিপুকর্ম্ম করা, তাহারা হীনকর্ম্ম অবলম্বনে ভীত হইতে পারে বটে। আর আপৎকালে জীবিকার্থ হীনকর্ম্ম অবলম্বন যখন শাস্ত্রানুমোদিত, তখন এই জীবন সংগ্রামের দিনে হীনকর্ম্ম-অবলম্বনদ্বারা ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ অশাস্ত্রীয় কার্য্য কিছুই করেন নাই।

অধুনা সন্ধ্যাকর নন্দীর সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে; এবং "সাহিত্য" পত্রে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, রামচরিত-কাব্য-রচয়িতা সন্ধ্যাকর বারেন্দ্র কায়স্থ ছিলেন। কায়স্থ-বিদ্বেষী বিনামা লেখকের ইহা সহে নাই; তাই তিনি বিজ্ঞ সাহিত্য-সম্পাদক ও মনস্বী মৈত্রেয় মহাশয়ের উদ্দেশে এইরূপ পুষ্পবর্ষণ করিয়াছেন,—"তোমরা যে কায়স্থের মনোরঞ্জন জন্য বা প্রমাদবশতঃ সংস্কৃত রামচরিত কাব্য প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিতেছ, ইহাও প্রকৃত সংবাদ নহে।" বলি হাঁগা! "কায়স্থের মনোরঞ্জন" না করিলে কি সমাজপতি মহাশয়ের "সাহিত্য" অচল হইত, না মৈত্রেয় মহাশয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা বন্ধ হইয়া যাইত? তাই তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া সন্ধ্যাকর নন্দীর সম্বন্ধে এমন সংবাদ প্রচারিত করিলেন যাহা একদম "প্রকৃত সংবাদ নহে!" সন্ধ্যাকর নন্দীকে বৈদ্য বলিয়া ঘোষণা করিলে বুঝি তোমার কাছে "প্রকৃত সংবাদ" হইত? তা সকলে যে এতটা সত্যের অপলাপ করিতে যাইবে—বিশেষতঃ সুধু বৈদ্যের "মনোরঞ্জন জন্য"—সে ভরসা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। তবে তোমাতে কিছুই অসম্ভব নহে। তুমি সন্ধ্যাকর নন্দীকে বৈদ্য বলিতেও পার। তুমি যখন লোকলজ্জার মাথা খাইয়া ভাগবত-প্রণেতাকে বৈদ্য বলিয়াছ, গীতগোবিন্দ-লেখক জয়দেবকে বৈদ্য বলিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছ, যতগুলা সংস্কৃত গ্রন্থের নাম এক নিঃশ্বাসে মনে করিতে পারিয়াছ, গায়ের জোরে সবগুলির গ্রন্থকর্তৃত্ব বৈদ্যজাতির বলিয়া অম্লানবদনে দাবী করিয়া বসিয়াছ, তখন তোমার অসাধ্য কর্ম্ম কিছু নাই। তুমি যদি বল "বীরাঙ্গনা" কাব্য এবং "বিষবৃক্ষ" উপন্যাস বৈদ্যের প্রণীত, তবু আমরা বিস্মিত হইব না।

বিনামা মহাশয় যে ভাবে ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তজ্জন্য আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। ব্রাহ্মণগণ সে জন্য তাঁহার প্রতি কিরূপ 'মুগুরে'র ব্যবস্থা করেন, তাহা আমরা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিব। কিন্তু নিরীহ কায়স্থগণের বিরুদ্ধে তিনি যে সকল স্বকপোলকল্পিত গ্লানি প্রচারিত করিয়াছেন, তাহার কথঞ্চিৎ উত্তর প্রদান আবশ্যক।

বিনামা লেখক লিখিয়াছেন,—"এদেশের প্রাচীন প্রাচীনারা এখনও বাঙ্গলার বৈদ্যগণকে "বদ্যি বামুন" বলিয়া থাকে। কোনও বাটীতে নানাজাতির ভোজন হইলে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের ভোজন আগে হইত এবং এখনও হইয়া থাকে, এই ব্রাহ্মণভোজনের পর কায়স্থ ও নবশাখ প্রভৃতি সৎ-শূদ্রগণের ভোজন হইত এবং এখনও হইতেছে।' ইহার পর কবে হয়ত শুনিতে পাইব যে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বৈদ্যের হাঁড়ির ভাত খাইয়াছে! যাহা হউক "এদেশে" বলিয়া লেখক কোন্ দেশ বুঝাইয়াছেন, সেটা খুলিয়া বলিলেন না কেন? যে দেশে বৈদ্যকে বামুন বলে, সে কোন্ দেশ? সে দেশে বুঝি ব্রাহ্মণ নাই, কায়স্থ নাই, বামুন চেনে এমন কোন জাতিও নাই—সে দেশে বুঝি অনার্য্য, অসভ্য জাতিগণের মধ্যে বৈদ্য জাতিই কেবল 'এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে'। যে দেশে সামাজিক ব্যাপারে এক সঙ্গে "ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের ভোজন" হয়, এমন দেশ এ দুনিয়ায় কোথায় আছে? সে দেশে বুঝি লোকে জানে না যে, পূর্ব্বে বৈদ্যজাতির পৈতা ছিল না, রাজা রাজবল্লভ অনেক অর্থব্যয়ে কতিপয় ব্রাহ্মণকে বশীভূত করিয়া কতক বৈদ্যের পৈতা দিয়াছিলেন; আজিও সকল বৈদ্যের পৈতা নাই। যে দেশে সামাজিক ভাবে বৈদ্যের পরে কায়স্থের "ভোজন হইত এবং এখনও হইতেছে"—এমন আজগুবী দেশের কথা আমরা অদ্যাপি কোন সত্যবাদী লোকের মুখে শুনি নাই। বরং চক্ষে'র উপরে দেখিয়াছি যে, কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয়াচার পুনর্গ্রহণ করিতে দেখিয়া কোন কোন দেশে বৈদ্যগণ রাজবল্লভী পৈতার জোরে, কায়স্থের পূর্ব্বে ভোজন করিবার জন্য নূতন বায়না ধরিয়াছিলেন, এবং সে বায়না চরিতার্থ না হওয়ায় তাঁহারা মানের ভয়ে ব্রাহ্মণ কায়স্থ-গৃহে ভোজনই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কায়স্থ জাতির উদ্দেশে উক্ত প্রকারে বিষোদ্গার করিতে করিতে বিনামা লেখক বলিতেছেন,—"আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে,দশ বৎসরের বালক বৈদ্যকেও সত্তর আশি বৎসরের বৃদ্ধতম কায়স্থ নমস্কার করিতেছেন, বৈদ্যবালক প্রতি নমস্কার করিতেছে।" তবু ভাল! বিনামা মহাশয় ত বৈদ্য বালককে প্রতি নমস্কার করিতে দেখিয়াছেন! কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু অনুসন্ধান করিলে তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন—যে সত্তর আশি বৎসরের 'বৃদ্ধতম' (?) ব্যক্তি দশ বৎসরের বৈদ্য বালককে নমস্কার করে, সে হয় আদৌ কায়স্থ নহে, আর নয় ত' বিকৃত মস্তিষ্ক হইবে। কোন কায়স্থই সজ্ঞান অবস্থায় বৈদ্যকে যাচিয়া নমস্কার করিতে যাইবে না। কেন না সমাজে যাঁহার কায়স্থ বলিয়া সম্মান আছে,

এমন ব্যক্তিমাত্রেই আপনার ক্ষত্রিয়ত্বে বিশ্বাস করেন। আর বিনামার দলের বৈদ্যগণ আজি ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য "প্রাংশুলভ্য ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" যতই কেন আস্ফালন করুন না, গোড়ার খবর জানিতে ত কাহারও বাকী নাই! বিনামা লেখকের কোটি কোটেশনেও কুলাইবে না—শাক দিয়া মাছ ঢাকা পড়িবে না। শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া "তোমরা কিছু বুঝিতে পার না" বলিয়া মুরুব্বিয়ানা করা যত সহজ, শাস্ত্রবচনের অপব্যাখ্যা প্রচারিত করা আজিকার কালে তত সহজ নহে। বিনামা মহাশয় যে মানবধর্ম্ম শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে কি বলিতেছে? আমরা ল্যাজা-মুড়া বাদ না দিয়া সে বিষয় সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে চতুর্থ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, চারিটি মাত্র মূলবর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র। পঞ্চম শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, এই চারিবর্ণের পুরুষগণ কর্ত্তৃক সবর্ণ স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান সকল পিতামাতার বর্ণ প্রাপ্ত হইবে। ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, দ্বিজগণ কর্ত্তৃক অনন্তর জাতা স্ত্রীতে—অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান পিতৃসদৃশ হইবে। সপ্তম শ্লোকে শাস্ত্রকার বলিতেছেন যে, অনন্তরা স্ত্রীতে জাত সন্তানের কথা বলিলাম, এইবার একান্তরা এবং দ্ব্যন্তরা স্ত্রীতে—অর্থাৎ এক বর্ণের দ্বারা এবং দুই বর্ণের ব্যবহিত বর্ণীয়া স্ত্রীতে—উৎপন্ন সন্তানগণের জাতির বিধান বলিব। অষ্টম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ হইতে—(একান্তরা) বৈশ্যকন্যার জাত সন্তান অম্বষ্ঠ, এবং (দ্ব্যন্তরা) শূদ্রকন্যার সঞ্জাত সন্তান নিষাদ জাতি হইবে। নবম শ্লোকে ক্ষত্রিয় হইতে (একান্তরা) শূদ্রকন্যার জাত উগ্র নামক জাতির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। দশম শ্লোকে ঋষি বলিতেছেন যে, বর্ণদ্বয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন উল্লিখিত ছয়টি জাতিই 'অপসদ'। এই পর্য্যন্ত অনুলোমজাত সঙ্করের বিষয় বলিয়া ঋষি পরে প্রতিলোমজাত সঙ্করগণের কথা কহিতেছেন। একাদশ শ্লোকে ক্ষত্রিয় হইতে (অনন্তরা) ব্রাহ্মণ কন্যায় সূত, এবং বৈশ্য হইতে—(অনন্তরা) ক্ষত্রিয় কন্যাতে মাগধ ও (একান্তরা) ব্রাহ্মণ কন্যাতে বৈদেহ নামক জাতির উৎপত্তির কথা আছে। দ্বাদশ শ্লোকে শূদ্র হইতে—(অনন্তরা) বৈশ্যকন্যায় আয়োগব, (একান্তরা) ক্ষত্রিয় কন্যায় ক্ষত্তা, ও (দ্ব্যন্তরা) ব্রাহ্মণ কন্যাতে চণ্ডাল-নামক বর্ণসঙ্করগণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এইরূপে চারিটি মূলবর্ণ এবং তাহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত বর্ণসঙ্করগণের কথা কহিয়া, ত্রয়োদশ শ্লোকে শাস্ত্রকর্ত্তা বলিতেছেন যে, একান্তর-সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া অনুলোমজাত

অম্বষ্ঠ এবং উগ্র যেরূপ, প্রতিলোমজাত ক্ষত্তা ও বৈদেহও সেইরূপ—অর্থাৎ ইহারা সকলেই এক শ্রেণীর বর্ণসঙ্কর।

মনুসংহিতার এই বিধানানুসারে অম্বষ্ঠগণের ব্রাহ্মণ হইবার কোনই আশা দেখিতেছি না। বরং অনন্তরজাত সন্তানগণের পিতৃবর্ণ প্রাপ্তির বিধি আছে। কিন্তু অম্বষ্ঠগণ ত অনন্তর জাত নহেন, তাঁহারা একান্তরজাত—ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের অন্তর আছে। এরূপ স্থলে তাঁহারা ক্ষত্তা প্রভৃতির ন্যায় বর্ণসঙ্কর ভিন্ন আর কিছুই হইতেছেন না। আবার পঞ্চদশ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠকন্যায় জাত সন্তানগণ আভীর জাতি হইবে। অম্বষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ হইলে অম্বষ্ঠকন্যায় জাত ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণই হইত, আভীর নামে আর একটি নূতন জাতি সূচিত হইত না।

সুতরাং "সেনশর্ম্মা" "গুপ্তশর্ম্মা" "দাসশর্ম্মা" মহাশয়দিগের অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখিতেছি। তাঁহাদিগের 'শর্ম্মত্ব' অজাগলস্তনের ন্যায় নিতান্তই নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। কেননা শাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতিই যে বাঙ্গলার বৈদ্য, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত, বিনামা মহাশয়ও স্বীকার করেন, এবং মনুসংহিতার নির্দ্দেশেও প্রতিপন্ন হয়। (মনু, ১০।৪৭)।

এ সকল তত্ত্ব যাঁহার পরিজ্ঞাত আছে, এমন আশি বৎসরের বুড়া কায়স্থ কখন কি দশ বৎসরের বৈদ্যবালককে নমস্কার করিতে যাইবে? আর বৈদ্যগণের বিবরণ বাঙ্গলায় না-ই বা জানে কে? বৈদ্যজাতি সংখ্যায় স্বল্প হইলেও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বলিয়া জনসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতএব শাস্ত্রের সকল খুঁটিনাটি না জানিলেও বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান প্রায় সকলেরই আছে। অবশ্য "মন্দারমালা"য় মনুক্তির বিরোধী সংস্কৃত শ্লোক ছাপান খুবই সহজ; কিন্তু 'মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ণ প্রশস্যতে'—এই বৃহস্পতির বচন বর্ত্তমান থাকিতে সে সব কথা লোকে মানিবে কি?

আজি এই সকল অপ্রিয় সত্যের উত্থাপন করিতে হইতেছে বলিয়া আমাদিগের অপেক্ষা অধিক দুঃখিত আর কেহই নহে। আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে বৈদ্যের অভাব নাই। দুঃখের বিষয়—ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে অযথারূপে আক্রমণ করিয়া হাল আইনের "শর্ম্মা" মহাশয়েরা আমাদিগকে এই আলোচনার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন।

বিনামা লেখক গায়ের জোরে বলেন,—"বহু বৈদ্য সন্তান লিপিবৃত্তি অবলম্বনে

জাত হারাইয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন।'* কি চমৎকার ঐতিহাসিক গবেষণা! লিপিবৃত্তি অবলম্বনটা জাতি হারাইবার অতি উৎকৃষ্ট কারণ বটে! বিনামা মহাশয় বলিতে ভুলিয়াছেন,—অনেক বৈদ্য পৌরোহিত্য অবলম্বনে জাত হারাইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বিনামা মহাশয় যাহাই বলুন, তাঁহার নিজের কথার দ্বারাই ঠিক উল্টা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেছেন,—"ধন্বন্তরী গোত্র বৈদ্যভিন্ন আর কোন জাতিতে নাই।" বৈদ্যগণ যখন কোন মৌলিক জাতি নহেন, তখন এই ধন্বন্তরী গোত্র তাঁহারা কোথায় পাইলেন? পিতার গোত্র পাইয়াই তাঁহারা গোত্রবান্। তাঁহারা কোন্ পিতার কাছে ধন্বন্তরী গোত্র পাইয়াছেন? বিনামা মহাশয় নিজেই "ধন্বন্তরী গোত্রের সেন কায়স্থ'গণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার আপনার কথাতেই সপ্রমাণ যে, ধন্বন্তরী গোত্রের বৈদ্যগণ সেন কায়স্থগণের বংশধর।

কিন্তু সত্যের রাজ্যে যাহাই হউক, বিনামা লেখক বৈদ্য জাতিকে ব্রাহ্মণ করিতে বড়ই ব্যগ্র। তিনি এমন গরজে ঠেকিয়াছেন যে, কখন মহর্ষি বিষ্ণুর "প্রমাদ" দেখিতেছেন, কখন অগ্নিপুরাণে "প্রক্ষিপ্ত" পাইতেছেন, এবং কখন কোষকার অমরসিংহের ভুল ধরিয়া বসিতেছেন। অমরসিংহ বৈদ্য অর্থে চিকিৎসক লিখিয়া গিয়াছেন; বিনামার মতে তাহা ভুল। তিনি বলেন,—"বেদ+ষ্ণ্য বা বিদ্যা+ষ্ণ প্রত্যয়ে বৈদ্য শব্দ ব্যুৎপাদিত, সুতরাং উহার অর্থ বেদজ্ঞ বা বিদ্বান্।" আমরা পরম আপ্যায়িত হইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি,—'বেদে' শব্দ কিসে কি প্রত্যয়ে ব্যুৎপাদিত? 'বেদে'রা বলিতেছে যে, 'বেদে'-শব্দ বৈদ্য-শব্দেরই রূপান্তর, এবং বাঙ্গলার বৈদ্যজাতি 'বেদে' বা বিষ-বৈদ্যদেরই জ্ঞাতি-ভাই। তাহারা বলে যে, বিষ-বৈদ্য বংশেরই শাখা বিশেষ বাঙলা দেশে আসিয়া বৈদ্য নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই জন্যই তাহারা বলে—বৈদ্যজাতি এক মুলুক ছাড়া ভারতের অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, আর মূলজাতি 'বেদে' হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং সিন্ধু হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সমুদয় দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যাহা হউক হতভাগ্য বেদে'রা যখন কোন শাস্ত্র কোট্ করিতে পারিতেছে না, তখন সে কথায় আর কায কি? বিনামা মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহাই এখন দেখা যাউক। বিনামা লেখক বুঝাইতে চাহেন যে, কায়স্থগণ সংস্কৃত ভাষারও বেদ্যগর অক্ষরের পঠন পাঠনে অনধিকারী। কিন্তু বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন নাই, বল দেখি—বৈদ্যগণের জীবনোপায়ের প্রধান সহায় 'মাধব-নিদান' গ্রন্থের রচয়িতা মাধবকর কোন্ জাতি ছিলেন?

*কথাটা একেবারে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ। যাঁহারা [illegible] কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের সামাজিক সংবাদ রাখেন. তাঁহারা সম্যক্‌রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে এখনও অনেক কায়স্থ চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া আপনাকে বৈদ্য জাতীয় বলিয়া অভিহিত করিতেছে। ক: প: স:

ইহার পর বিনামা মহাশয় বলেন,—"বৈদ্যগণ ঠিক ব্রাহ্মণের ন্যায়ই পঠন-পাঠনায় পূর্ণাধিকারী।" এ কথা সত্য কি? কোন্ শাস্ত্রে বৈদ্যগণকে বেদের 'পঠনপাঠনায়' অধিকার দেওয়া হইয়াছে? বর্ত্তমান কালে তাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন বটে, কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র চতুর্ব্বেদ হইতে বহুদূরে। পক্ষান্তরে মনু সংহিতায় অপসদ অম্বষ্ঠগণের বৃত্তি যে 'দ্বিজগণের নিন্দিত কর্ম্ম' (মনু, ১০।৪৬) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সে কথাও বিনামা মহাশয়ের জানা থাকিতে পারে।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে বিনামা লেখকের আর এক অকাট্য যুক্তি এই যে, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, বি এ, তাঁহাকে বলিয়াছেন যে—"বাঙ্গলার বৈদ্যেরা যে ব্রাহ্মণ তাহা ঠিকই।" ইহার উপরে আর কথা চলে না। এ প্রমাণের আর প্রতিবাদ নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্বাভিমত।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে "শ্রীশ্রী৺দুর্গা পূজার বলি ও জীব বলি" ইতি শীর্ষক একখানি পুস্তক মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের নিকট উপহার প্রেরিত হইয়াছে। পুস্তকখানির রচয়িতা দক্ষিণরাঢ়ীয় গোষ্ঠীপতিবংশের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব। প্রাপ্তিস্থান শোভাবাজার রাজবাটী ২।৫ নং রাজা নব কৃষ্ণের ষ্ট্রীট কলিকাতা। পুস্তকে মূল্যের উল্লেখ নাই। পুস্তকখানি যে কোন্ শ্রেণীর তাহা নামেই প্রকাশিত সুতরাং পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। উহা পাঠ করিয়া আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিতেছি।

পঞ্চ মকার পরিসেবিত বর্ত্তমান বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ রসনার আপাত তৃপ্তিকর মাংস সম্বন্ধে কিছু বলা ও মনকে "চোক ঠারার" ন্যায় দেব দেবীর উদ্দেশ্যে

বলিদানের ব্যবস্থা করত প্রমাদ গ্রহণের বিপুল আয়োজনের দিনে, এবং চতুর্দ্দিকে শক্তি পূজকের সংখ্যাধিক্যের দিনে, বলির বিরুদ্ধে কিছু প্রকাশ করা বা তৎসম্বন্ধে প্রমাণ উপস্থিত করা অতি বড় সাহসের কাজ। আমরা কুমার বাহাদুরের এই সৎসাহসের জন্য তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছি।

একবার- দুইবার—তিনবার আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। লেখক মহাশয় "বলি" ও তাহার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ও দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন আমরা তৎপাঠে বিশেষ আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি। মনোযোগ সহকারে পুস্তকখানি পঠে করিলেই সকলকেই লেখকের সহিত একমত হইতে হইবে। এবং "বলিদান" ব্যপদেশে জীব হিংসা যে শাস্ত্র সম্মত নহে ও ঈশ্বরের অনভিপ্রেত ইহা হৃদয়বান মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। যে জীবের জীবন দানের ক্ষমতা আমাদের নাই, আমরা কোন্ সাহসে সেই জীবের প্রাণ সংহার করিতে পারি! ভগবানের নিকট জীব মাত্রই যে সমান ও কৃপার পাত্র ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নিষ্কাম পূজা দেশে আছে কি না জানি না—সকাম পূজার প্রচলনই সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। ভগবানকে ফুল জল নৈবেদ্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করত তাঁহার নিকট অভিলষিত বস্তুর প্রার্থনা করাই এখনকার পূজার প্রধানতম উদ্দেশ্য। ফলতঃ কাম্য পূজাই আজকাল প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য রোলে, ধূপ ধুনা নৈবেদ্যে, শত শত ছাগ শিশুর ছিন্নমুণ্ডে, ভগবান সন্তুষ্ট হন কি না জানিবার উপায় নাই; ঈদৃশ কাম্য পূজা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে কি না* তাহাও আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ধারণার বহির্ভূত; যখন যেন তেন প্রকারে স্বকার্য্য সাধন জন্য আমরা বিশেষ ব্যতিব্যস্ত তখন আন্দাজে ঢেলামারা ন্যায়—পূজার বলিদানে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এইরূপই অনুমান করিয়া আমরা দেব দেবীর দোহাই দিয়া স্বার্থসাধন করিতেছি। † ফলতঃ অকারণে জীব হত্যায় যে ঈশ্বর প্রীত হন না বা পূজককে—সাধককে কর্ম্মফল দান করিতে বিমুখ থাকেন এরূপ চিন্তা না করাই বিড়ম্বনা।

লেখক মহাশয় প্রভূত পরিশ্রম করিয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া তুলনায় সমালোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, পূজায় জীব বলি শাস্ত্র সম্মত নয়

* কাম্যকর্ম্মে পূজাজন সন্তুষ্ট হন কিনা, তৎপ্রতি সংশয়ের হেতু কি? তাহা যে শাস্ত্রীয় ফলপ্রদ। বরং নিষ্কামেই সংশয় করা কর্ত্তব্য যেহেতু তাহা অদৃষ্ট জনক। কাঃ পঃ সঃ

† দেবদেবীর প্রতি ঈশ্বরত্বের আরোপ করা সমীচীন কি? ঈশ্বরের স্বরূপ কি? তিনি কি দেব দেবীতে পরিচ্ছিন্ন? কাঃ পঃ সঃ

এবং "বলি" শব্দ যে অর্থে আমাদের নিকট আদর পাইতেছে উহার অর্থও অন্যবিধ। লেখক অভিধান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বলি অর্থে "কর, রাজগ্রাহ্যভাগ, উপহার, পূজা সামগ্রী, পঞ্চমহাযজ্ঞান্তর্গত ভূতযজ্ঞ, দেবতোদ্দেশে ঘাতার্থোপকল্পিত ছাগাদি।" বলিদান অর্থে বলেন:—

১। "শ্রীকৃষ্ণপার্ষদেভ্যস্তন্নিবেদিত নৈবেদ্যাংশদানং।

২। দেবোদ্দেশেন যথাবিধি পূজোপহারত্যাগঃ।

৩। দুর্গাদি দেবতোদ্দেশেন সঙ্কল্পপূর্ব্বকচ্ছাগাদি পশুঘাতকং।

(শব্দকল্পদ্রুম্)

অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা—উপহার মাত্রকেই "বলি" বলে। নৈবেদ্যও বলি। সুতরাং নৈবেদ্য নিবেদনও বলিদান। বলিদান অর্থে শুধু "ছাড্ড্যাং ড্যাং" নহে।" কাজেই বলিতে হয়, আজকাল দেশে ছাগ বলিকেই যে "বলি" বলিয়া প্রচলিত দেখা যায় সে মত ভ্রমসঙ্কুল।* যাহার জীবন মরণের উপর মানুষের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হস্তের কোন আধিপত্য নাই তাদৃশ পশুকে হত্যা না করিয়া নৈবেদ্য দ্বারা বলির কাজ সারিলে ক্ষতি কি?

লেখক মহাশয় কালিকাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন:—

"পক্ষিণঃ কচ্ছপাগ্রাহা বরাহাশ্ছাগলাস্তথা।
মহিষো গোধিকা শাল্লস্তথা নববিধামৃগাঃ॥
চামর কৃষ্ণসারশ্চ যমঃ পঞ্চাননস্তথা।
মৎস্যা স্বগাত্ররুধিরং চাষ্টকা বলয়োমতাঃ॥
অভাবেচ তথৈবেষাং কদাচিদ্ধয়হাস্তনৌ।
ছাগলঃ শরভশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাৎ।
বলি মহাবলিরাতিবলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ পক্ষী সকল, কচ্ছপ, কুম্ভীর, বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোসাপ, সজারু, চামরীমৃগ, কৃষ্ণসার, বায়স, সিংহ, মৎস্য, স্বগাত্ররুধির এই সমস্ত বলি। ইহাদের অভাবে কদাচিৎ ঘোটক ও হস্তী, ছাগল, শরভ ও মনুষ্য যথাক্রমে বলি, মহাবলি ও অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ। দেখা যাইতেছে, বলিদানে শূকরাদিও বাদ পড়েন নাই। এতগুলি বলির জীব থাকিতে গরিব ছাগ বেচারির উপর সকলের আক্রোশটা টিকিয়া গেল কেন? ব্যাঘ্র, সিংহ, হাঙ্গর, কুম্ভীর বলিদানের

* প্রচলিত 'বলি' ভ্রম সঙ্কুল কেন তাহা উদ্ধৃত বচনাংশে উপপত্তি হইল না। স্বীয় মতের অনুকূল অর্থ গ্রহণ করা সুযুক্তি নহে। গো অর্থে চক্ষু পৃথিবী ও গোরু। অতএব সম্প্রদানকালে যে শাস্ত্রে গো দক্ষিণার উল্লেখ অছে, তাহাতে কি চক্ষু অথবা পৃথিবী দান করিতে হইবে? কাঃ পঃ সঃ

জন্য নির্ব্বাচিত করিলে মনে করিতাম অপকারী জন্তু সাবাড় করিয়া মনুষ্যের উপকারই হইতেছে!

আমাদের ধারণা—বলিভক্ত ব্যক্তিবৃন্দ কচ্ছপ কুম্ভীর, বরাহাদির প্রাপ্তি সহজসাধ্য নহে মনে করিয়া এবং সে গুলি সম্ভবতঃ রসনার অতৃপ্তিকর বোধ করতঃ গরিব ছাগ শিশুর উপর এত অনুরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবং সেই জন্যই তাঁহারা নিরীহ ছাগকে বিশ্বজননীর চরণে উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মার্জ্জন করিয়া থাকেন। এ বিসদৃশ ব্যবস্থা জননী জগদম্বার অভিপ্রেত কিনা সকলেরই চিন্তা করিবার বিষয়! কালিকাপুরাণের উল্লিখিত বচনে দেখিতে পাই, "স্বগাত্র রুধির দ্বারাও বলির কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে; যদি তাহাই হয়, এবং পুরাণবাক্যে আস্থা থাকে তবে বলত ভাই! কেন তোমরা নিজের রক্ত দেবীকে উপহার না দিয়া নিরীহ ছাগলের গর্দ্দান লইয়া তাহার রক্তে ধরণী রঞ্জিত করিতেছ? তাহার কি ব্যথা লাগে না? তাহার জীবনের কি মূল্য নাই? সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হয়, আজ কাল স্বার্থপরতাগর্ভ ভক্তির ভাণে বিভোর হইয়া 'যা শত্রু পরে পরে' করিয়া মায়ের উপাসনা করত স্বাভিলাষ পূর্ণ করিবার বিজাতীয় স্পৃহার সার্থকতা সংসাধিত হইতেছে। ইহাই কি মায়ের ইচ্ছা! হয়ত কেহ বলিতে পারেন, আমরা যাহাকে বলি দিতেছি তাহার পশুযোনিত্ব খণ্ডিত করাইয়া তাহার উদ্ধারের পথ পরিষ্কৃত করাইতেছি! বলি এত দয়াই যদি তোমার, তবে নিজের প্রতি দয়া করিয়া—স্বগাত্র-রুধির দানে দেবীকে তুষ্ট করিয়া নিজের আসা যাওয়া হইতে মুক্তি লাভ না করিয়া পরের জন্য এত দয়ার আধিক্য কেন? পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দগ্মোদরের তৃপ্তি সাধিত করিতেছ কেন?* এক সময়ের বিভীষণ ব্যাপারের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে হৃদয় অবসন্ন হয়। যখন অচিরস্নাত-মন্ত্রপূত-বাদ্যোদ্যমভীত-মানব-পরিবেষ্টিত-ছাগ-শিশুকে যূপকাষ্ঠে নিপতিত করত তাহার পদ চতুষ্টয় ও মুণ্ড ধরিয়া দুইজন প্রাণপণে টানাটানি করে তখন তাহার কিরূপ হয়? সেই আসন্নমৃত্যু ভয়বিহ্বল যন্ত্রণা-কাতর ছাগলের প্রাণের দায়ে হৃদয়বিদারক অর্দ্ধস্ফুট চিৎকার, কোন্ পাষাণ হৃদয়কে না বিদীর্ণ করে? ফলতঃ এই অবিরল দৃশ্য কয় জনের স্মৃতিপথারূঢ় থাকে?

লেখক গীতার ১৭।৪ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

* সমালোচক মহাশয় এস্থলে পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাংসাষ্টকার বিধিগুলি চিন্তা করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ভাল হইত। কাঃ পঃ সঃ

"যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥"

অর্থাৎ সাত্ত্বিক জনে দেবতার পূজা করে; রাজসিক লোকে যক্ষ রক্ষের পূজা করে; তামসিকজনগণ ভূত প্রেতাদির পূজা করিয়া থাকে। আবার মনুর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যকত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥" ১২।৪

অর্থাৎ মনুষ্য সাত্ত্বিক হইলে দেবত্ব, রাজসিক হইলে মনুষ্যত্ব এবং তমোগুণাবলম্বী হইলে তির্য্যগ্‌যোনী প্রাপ্ত হয়। যে যেরূপ কার্য্য করে, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। এখন পাঠক মহোদয়গণ বিবেচনা করুন কিরূপ উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। দেবোদ্দেশে পশু হিংসা তমোগুণের কার্য্য নহে কি?

আমাদের বক্তব্য অধিক কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। তবে এই টুকু বলিতে চাই,—জীব বলির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে লেখক মহাশয় যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বর্ত্তমানের সভ্য হিন্দু-সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে এবং নিজের জন্য অন্যের প্রাণহননকেও লোকে অকর্ত্তব্য মনে করিবে। ফলতঃ পুস্তকখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য যে, লেখক মহাশয় তাঁহার পুস্তকে একটু দুর্ব্বল-চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি পুস্তকের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন "ভূদেবতা ব্রাহ্মণবৃন্দকে নমস্কার পূর্ব্বক আজ আমি যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি, বোধ হয় সে বিষয়ে কথা কহিবার আমার অধিকার নাই। কিন্তু কাল মাহাত্ম্যেই হউক কিম্বা বিধর্ম্মী রাজার শাসনাধীন বলিয়াই হউক, আমার এই অনধিকার চর্চ্চায় কাহারও আটক চলে না। * * * * তবে আমার এ গ্রহ কেন? ইহার প্রথম উত্তর—

ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

যদি হৃদিস্থিত হৃষিকেশই লেখক মহাশয়কে এই কার্য্য করিবার জন্য প্ররোচিত বা প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, তবে তিনি ইহা বলিতে পারেন না যে, তাঁহার আলোচ্য বিষয়ে কথা কহিবার অধিকার নাই। আমরা বলি—তাঁহার অধিকার আছে বলিয়াই এবং তাঁহাকে উপযুক্ত জানিয়াই হৃদিস্থিত হৃষিকেশ তাঁহাকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন। হৃষিকেশ অনুপযুক্ত বুঝিলে কখনই তাঁহাকে ইহাতে

প্রবর্ত্তিত করিতেন না। আর লেখক মহাশয় যদি শাস্ত্র চর্চ্চায় তাঁহার অনধিকারীত্ব মনে করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহার ভ্রম ; কারণ ধর্ম্ম চর্চ্চা ও শাস্ত্রচর্চ্চায় মানবমাত্রেরই অধিকার আছে। যখন শাস্ত্র প্রমাণে পাওয়া যাইতেছে যে বহুল অন্ত্যজ ও শূদ্রজ শাস্ত্রচর্চ্চাদ্বারা জ্ঞানার্জ্জন ও তপস্যা দ্বারা পারলৌকিক পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন তখন ক্ষাত্র কায়স্থের সে অধিকার নাই বলিয়া সন্দেহ করিবার বা ভীত হইবার হেতু মাত্র বিদ্যমান নাই। তবে লেখক মহাশয় পূজনীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট বিনীতভাব প্রকাশের জন্য অথবা তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য যদি স্বকীয় অনধিকারিত্বের বা অক্ষমতার কথা লিখিয়া থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা। আর "কাল মাহাত্ম্য" ও "বিধর্ম্মী রাজার শাসনাধীন" বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন তাহারও মূলে আমরা হৃষিকেশের সর্ব্বনিয়ামক অভয় হস্তের অনন্তলীলা দেখিতে পাইতেছি। আর আমরা সকল কার্য্যই যদি হৃদিস্থিত হৃষিকেশের দোহাই দিয়া 'উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাই তবে আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেকের কি প্রয়োজন ছিল?

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা চৌধুরী।

উদ্দীপনা।

(১)

অন্ত্যজ অস্পৃশ্য অতি, ঘৃণিত পতিত জাতি,
দ্বিজপদ সেবা শুধু ধর্ম্ম সনাতন ;
জীর্ণ বস্ত্র পরিধান, স্কন্ধে বহে দ্বিজ-যান,
উচ্ছিষ্ট ভোজনে করে জীবন ধাবণ।
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন ?

২

বিবাহ ব্যতীত আর, নাহিক সংস্কার যার,
শাস্ত্র হীন ভ্রষ্টাচারী অধম দুর্জ্জন ;
নাহি জানে বেদ-ধর্ম্ম, ব্রত-যজ্ঞে কিবা মর্ম্ম,
কুক্কুর-চণ্ডাল সম ঘৃণিত সে জন।
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন ?

(৩)

যজ্ঞের হবিতে আর, মন্ত্রে নাহি অধিকার,
অপবিত্র অতি নীচ আচার বিহীন ;
অজ্ঞাতে স্পর্শিলে তারে, দ্বিজ শুদ্ধস্নান করে,
শূদ্রের সংস্রব দ্বিজ পাতিত্ব কারণ।
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন ?

(৪)

অকার্য্য অখাদ্য তার, কিছুই নাহিক আর,
তাহার ক্ষুধার অন্ন রুধির সমান ;
'জঘন্য' 'বৃষল' 'দাস', 'অবরজ' 'দ্বিজদাস'
অভিধানে ব্যাখ্যা তার গৌরব এমন !
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন ?

(৫)

যারে উপদেশ দিলে, যার উপদেশ নিলে,
দ্বিজাতির হয় ধ্রুব নিরয়ে গমন ;
দগ্ধ সীসা কর্ণ মূলে, উষ্ণ ঘৃত ঢালি গলে,
তাহার পাপের শাস্তি দিবে বিপ্রগণ।
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন ?

(৬)

সম্পদ সঞ্চয়ে তার, নাহি শাস্ত্রে অধিকার,
স্ববলে কাড়িয়া নিবে বিপ্র শূদ্রধন ;
শূদ্র চির বিপ্রদাস, কিছুতে দাসত্ব নাশ,
অক্রীত কি ক্রীত বলি হবে না কখন !
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন ?

(৭)

কভু যদি শূদ্র যায়, ভ্রমবশে মূঢ় প্রায়,
ক্রোধভরে বিপ্র সঙ্গ করিতে স্পর্শন ;
হস্ত পদ ছেদি তার, দিবে ভাল পুরস্কার,
শূদ্রের পাপের তরে হেন সুবিধান !
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের সন্তান ?

(৮)

বসিতে ও কল্পনায়, করে যদি অভিপ্রায়,
বিপ্রসনে একাসনে শূদ্রের নন্দন ;
উষ্ণ লৌহ শলাকায়, কটিদেশ বিদ্ধি হায় !
করিবে অচিরে তার চিরনির্ব্বাসন।
তুমি কি ঘৃণিত সেই শূদ্রের নন্দন ?

(৯)

তুমি যে মোহের ছলে, শূদ্রত্বে ডুবিছ ভু'লে,
জান নাকি আপনার জন্ম বিবরণ ?
চিত্রগুপ্ত বংশধর, তুমি ছিলে রাজ্যেশ্বর,
ভারত গৌরব-রবি ক্ষত্রিয় নন্দন।
আপনারে শূদ্র তুমি ভাব কি কারণ ?

(১০)

শিখা-সূত্র পরিহরি, শূদ্রত্বে রয়েছ মরি,
আত্ম অধিকার ত্বরা করহ অর্জ্জন ;
সাবিত্রী গ্রহণ কর, শৌর্য্য-বীর্য্যে দেশ পূর,
অচিরে হইবে তব শূদ্রত্ব খণ্ডন।
মুগ্ধ হবে আত্মশক্তি দর্শনে তখন ॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ।

———

বঙ্গজ নাগ বংশাবলী।

১। দশরথ নাগ *
২। বীর নাগ
২। কর্কট নাগ
২। বজ্রী নাগ †

———

২। বীর নাগ
৩। চিত্রনাগ
৩। বিচিত্র নাগ
৪। জীতেন্দ্র
৪। জীতামিত্র ‡
৪। সভাজিত
৫। হিরণ্যপাল নাগ
৫। সরস্বতী নাগ
৬। গণপতি
৬। গুণাকর
(চাচারতা)

———

৬। গণপতি নাগ§
৭। যাদবপতনীশ
৭। ভস্বরাম (দয়তা)

———

৭। যাদবপতনীষ
৮। পূর্ণানন্দ
৯। রামকান্ত
৯। লক্ষ্মীকান্ত
৯। প্রাণবল্লভ
(মধুসূদন)
৯। গোকুলচন্দ্র

———

৯। রামকান্ত
১০। রাধাকান্ত
১০। জগমোহন

———

১০। ধারাকান্ত
১১। অভিরাম
১১। ঘনেশ্যাম

———

১১। অভিরাম
১২। গৌরীপ্রসাদ
১২। অযোধ্যারাম

———

১২। গৌরীপ্রসাদ
১৩। কৃষ্ণকিশোর
১৩। রামজয়।

———

১৩। কৃষ্ণকিশোর
১৪। তিলকচন্দ্র •
১৪। মাধবচন্দ্র
১৫। রাধারমণ
(পোষ্যপুত্র)
১৬। নিত্যানন্দ
(পোষ্যপুত্র)
১৬। রাধানাথ
(ঔরসপুত্র)

———

১৩। রামজয়
১৪। রাজমোহন•
১৪। হরিমোহন•

———

১০। জগমোহন নাগ
১১। রাজনারায়ণ
১১। প্রেমনারায়ণ
১১। কল্যাণ নাগ

———

১১। রাজনারায়ণ
১২। রুদ্ররাম
১২। রামচন্দ্র
১২। বিনোদ

———

১২। রুদ্ররাম
১৩। বিষ্ণুরাম

———

১২। রামচন্দ্র
১৩। পার্ব্বতীচরণ

———

১২। বিনোদ
১৩। রাধাকৃষ্ণ
১৪। কৃষ্ণকুমার•
১৪। পাতাম্বর
১৫। দ্বারকানাথ
১৬। দুইপুত্র
(নাম অজ্ঞাত)

———

১১। কল্যাণ
১২। ব্রজমোহন

———

৯। লক্ষ্মীকান্ত
১০। হরিবল্লভ
১০। মদনমোহন
১০। কৃষ্ণজীবন

———

১০। হরিবল্লভ
১১। গোবিন্দরাম
১১। নরসিংহ
১১। কীর্ত্তিনারায়ণ
১১। গৌরীবল্লভ
১১। নন্দুরাম
১১। পরশুরাম

———

১১। গোবিন্দরাম
১২। রাধাবল্লভ
১২। ব্রজরাম
১২। সীতারাম
১২। বাঁশীরাম
১২। কাশীরাম

———

১২। রাজবল্লভ
১৩। রামশরণ
১৩। রামমোহন
১৩। রামশঙ্কর

———

১৩। রামশরণ
১৪। শিবপ্রসাদ•
১৫। ভবানীপ্রসাদ

———

১৩। রামমোহন
১৪। কেবলকৃষ্ণ
১৪। রাজকৃষ্ণ •
১৪। গোপালকৃষ্ণ

———

১৪। কেবলকৃষ্ণ নাগ
১৫। চৈতন্যকৃষ্ণ

---

* মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে আগত পঞ্চ কায়স্থ স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর পুনরাগমন কালে আত্মীয়তা নিবন্ধন তাঁহাদের অনুরোধে দশরথ নাগ বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইনি সৌপায়ন গোত্র সম্ভূত।

† বজ্রীনাগ-'বরেন্দ্রবাসী' এই অর্থে কি ?

‡ জিতামিত্র নাগ, ইনি চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত করাপুর নামে বাস গ্রহণ করেন। এই বংশের বলরাম নাগ বিক্রমপুরের অন্তর্গত তিলার্দ্দি (নীরকাসীম) গ্রামে এবং তৎপুত্র কাশীরামের সন্তান দেবভোগ পঞ্চসার গ্রামে বাস গ্রহন করেন। জিতামিত্র নাগই প্রথমে বঙ্গজ সমাজে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কর্ত্তৃক মধ্যালের সমীকরণ ভুক্ত হন।

§ গণপতির পাঁচপুত্র। অপর তিন পুত্রের নাম এ কুলী নামায় দৃষ্ট হইল না।

১৬। আনন্দমোহন
১৭। রাজেন্দ্রচন্দ্র
—
১৩ গোপালকৃষ্ণ
১৪ হরিশ্চন্দ্র
১৬ রাধিকামোহন
—
১৩ রামশঙ্কর
১৪ নন্দকুমার•
১৪ নন্দদুলাল•
১৪ নন্দলাল
১৫ প্রসন্নকুমার
(পোষ্যপুত্র)
১৬ চন্দ্রকুমার
১৬ জগদীশ
—
১২। ব্রজরাম
১৩ রামরত্ন •
১৩ রামমাণিক্য •
১৩ জয়মাণিক্য •
১৩ রামনারায়ণ
—
১২ সীতারাম
১৩ সূর্য্যনারায়ণ
১৪ দুর্গাচরণ •
১৪ রাধাচরণ
১৪ রামকানাই •
—
১৪ রাধাচরণ
১৫ সর্ব্বানন্দ*
১৬ বিমলানন্দ
১৬ জগদানন্দ
১৬ অমলানন্দ
—

১২ বংশীরাম
১৩ কালীচরণ
১৩ গৌরীচরণ
১৩ রামগতি
—
১৩ কালীচরণ
১৪ রামলোচন •
১৪ কৃষ্ণলোচন
১৫ জয়চন্দ্র
(পোষ্যপুত্র)
—
১৩ গৌরীচরণ নাগ
১৪ গঙ্গাচরণ
১৫ তারাপ্রসন্ন •
১৫ নোয়াই •
১৫ শরচ্চন্দ্র
—
১৩ রামগতি
১৪ গঙ্গাহরি •
—
১২ কাশীরাম
১৩ চণ্ডীপ্রসাদ •
১৩ কৃষ্ণপ্রসাদ •
১৩ নীলকণ্ঠ •
—
১১ নরসিংহ
১২ রামানন্দ
১২ পাণিরাম
১২ ভবানী
১২ হৃদয়
—

১২ রামানন্দ
১৩ প্রাণকৃষ্ণ†
১৪ বৈদ্যনাথ
১৪ শম্ভুনাথ
—
১৪ বৈদ্যনাথ
১৫ ভোলানাথ
১৫ মথুরানাথ
—
১৫ ভোলানাথ
১৬ শ্যামাচরণ•
১৬ হরেন্দ্রচন্দ্র
১৬ নরেন্দ্রচন্দ্র
১৬ দেবেন্দ্রচন্দ্র
—
১৫ মথুরানাথ।
১৬ অম্বিকাচরণ
১৬ পার্ব্বতীচরণ
১৬ মহেন্দ্রচন্দ্র
১৬ জীতেন্দ্রচন্দ্র
১৬ রাজেন্দ্রচন্দ্র
১৬ সুরেন্দ্রচন্দ্র
—
১৪ শম্ভুনাথ
১৫ জানকীনাথ
১৫ হরনাথ
—
১৫ জানকীনাথ
১৬ বিশ্বম্ভর
১৭ শিশিরকুমার
—

১৫ হরনাথ •
১৬ সতীশচন্দ্র
১৬ সুরেশচন্দ্র
—
১৬ সতীশচন্দ্র
১৭ প্রাণেশকুমার
—
১০ মদন
১১ জয়সিংহ
১২ কল্পতরু
১৩ রামসুন্দর
১৩ স্বরূপচন্দ্র
১৩ গোলকচন্দ্র
—
১৩ রামসুন্দর
১৪ গৌরহরি •
১৪ চন্দ্রহরি •
১৪ নবীনচন্দ্র •
১৪ বিপিনচন্দ্র•
১৪ পুলিনচন্দ্র
১৪ ভৈরবচন্দ্র •
—
১৪ পুলিনচন্দ্র
১৫ রসিকলাল
১৫ অমৃতলাল
১৫ হরলাল
—
১৩ স্বরূপচন্দ্র
১৪ আনন্দচন্দ্র
১৪ বঙ্কচন্দ্র •
১৪ মহিমচন্দ্র •
১৪ হলধর•

*স্বর্গগত সর্ব্বানন্দ নাগ মহাশয়ের পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিমলানন্দ ও মধ্যম জগদানন্দ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিমলানন্দ বর্ত্তমানে রেভারেণ্ট বি নাগ নামে খ্যাত।

†মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ নাগের পুত্র বৈদ্যনাথ ও শম্ভুনাথ নাগ শৈশবকালে পিতৃহীন হন। বেগবতী পদ্মানদী ইঁহাদের বাস্তুপুরুষের প্রতি বিরূপা হইয়া বালিয়া গ্রামের ভদ্রাসন আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন। পিতৃহীন শিশুদ্বয় এইরূপ বিপদে পতিত হইয়া স্বীয় জ্ঞাতি পুরোহিত ও ভৃত্যাদিসহ রাজানগর গ্রামে উঠিয়া গিয়া বসতি স্থাপন করেন।

১৩ হরিহর
১৪ গদাধর •
—
১৪ হরিহর
১৫ অনুকূলচন্দ্র
১৫ মনোহর
১৫ অখিলচন্দ্র
—
১৩ গোলকচন্দ্র
১৪ কৈলাসচন্দ্র
১৪ মহেশচন্দ্র
—
১৪ কৈলাসচন্দ্র
১৫ কালীহর
১৫ শশিভূষণ
১৫ গোবিন্দচন্দ্র
১৫ উমাচরণ
১৫ অন্নদাচরণ
১৫ সারদাচরণ
—
১৪ মহেশচন্দ্র
১৫ নিবারণচন্দ্র
—
৯ প্রাণবল্লভ
(মধুসূদন)
১০ প্রসাদ

১০ গুণাই
১০ বামদেব
১০ রামনারায়ণ
১০ শ্যামদেব
১০ শুকদেব
—
১০ প্রসাদ
১১ বাঞ্ছারাম •
—
১০ গুণাই
১১ ভাগ্যবন্ত
১১ কৃষ্ণরাম
—
১১ ভাগ্যবন্ত
১২ যুগলকিশোর
১২ ব্রজকিশোর
—
১২ যুগলকিশোর
১৩ রাম জগন্নাথ
১৪ কৃষ্ণনাথ
১৫ অটলনাথ
১৬ ললিতবিহারী
—
১২ ব্রজকিশোর
১৩ রামকানাই।
—

১০ রামদেব
১১ ডেঙ্গুনাগ
—
১০ রামনারায়ণ
১১ গোপীকান্ত
১১ রামকান্ত•
১২ রামনাথ •
১২ সোনারাম
১২ ষষ্ঠীধর •
—
১২ সোনারাম
১৩ কনক (সুরদিয়া)
—
১০ শ্যামদেব
১১ গোপাল
১১ বাণিরাম
১১ নয়ান
—
১১ গোপাল
১২ পয়জারী
১২ নিমাই
—
১২ পয়জারি
১৩ রামকৃষ্ণ
(কাজির পাগলা)
—

১২ নিমাই
১৩ কৃষ্ণচন্দ্র (চুড়াইল)
—
১১ বাণিরাম
• (চুড়াইল)
১২ রামমাণিক্য
১২ রামগঙ্গা
১২ রামলোচন ,,
—
১২ রামমাণিক্য
(চারিপুত্র নাম অজ্ঞাত)
১২ রামগঙ্গা
১৩ স্বরূপচন্দ্র
—
১২ রামলোচন
(পুত্রের নাম অজ্ঞাত)
—
১০ শুকদেব
১১ বসন্তরাম (চোরমর্দ্দন)
১২ বাঞ্ছারাম
১৩ রামগোবিন্দ
—
৯ গোকুলচন্দ্র
১০ ইন্দ্রনারায়ণ
১১ মুক্তারাম
১১ (পুত্রের নাম অজ্ঞাত)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা।

গোয়ারিয়ার দাস বংশাবলী।

১। পরেশরাম দাস
২। ভারতচন্দ্র রায়
৩। বাণীনাথ
৪। কেশবচন্দ্র
৫। ত্রিলোচন
৬। ভগাইরায়
৬। নাম অজ্ঞাত
(ইঁহার সন্তানগণ ঘুনী গ্রামে নিয়োগী উপাধিতে বাস করিতেছেন)।
—
৬। ভগাই রায়

৭। রামানন্দ
৮। শঙ্কর
৯। পরমানন্দ
১০। দিবাকর
১১। নরহরি
১২। সহস্রাক্ষ
১৩। রামচন্দ্র
(রোয়াইল)
১৩। রামগোবিন্দ
(এই বংশের উত্তর পুরুষ পেনসন প্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ রায় রংপুর নগরে বাস করিতেছেন)
—
১৩। রামচন্দ্র রায়
১৪। ভগবানচন্দ্র
(গোয়াড়িয়া)
১৪। গণেশচন্দ্র
১৪ গৌরীপ্রসাদ নিয়োগী
—
১৪। ভগবানচন্দ্র রায়
১৫। রত্নেশ্বর
১৫। কন্দর্প

১৫। রাধাকান্ত
—
১৫। রত্নেশ্বর রায়
১৬। নন্দরাম
(বেড়াবুচনিয়া)
১৬। জয়দেব
(রোহা)
১৬। মাধবনারায়ণ
১৬। মহাদেব
(ছনকা)
—

১৬। নন্দরাম রায়
১৭। শিবচরণ
১৮। কৃষ্ণচন্দ্র
১৮। রাজনারায়ণ

১৮। কৃষ্ণচন্দ্র রায়
১৯। গৌরচন্দ্র
২০। মহেশচন্দ্র

১৮। রাজনারায়ণরায়
১৯। রামনারায়ণ
১৯। আনন্দচন্দ্র

১৯। রাম নারায়ণ
২০। হরিনারায়ণ
২০। গুরুনারায়ণ

১৯। আনন্দচন্দ্র
২০। উপেন্দ্রচন্দ্র
২০। দেবেন্দ্রচন্দ্র
২০ হরেন্দ্রচন্দ্র
(সর্ব্বসাং গোপকেলী)
১৬। জয়দেব
১৭। দয়ারাম
১৮। রাজকৃষ্ণ
১৮। কেবলকৃষ্ণ
১৮। কালীকিঙ্কর

১৮। রাজকৃষ্ণ
১৯। রাধানাথ

১৮। কেবলকৃষ্ণ
১৯। মহাদেব
২০। ঈশ্বরচন্দ্র

১৮। কালীকিঙ্কর
১৯। গোবিন্দচন্দ্র

১৬। মাধবনারায়ণ
১৭। দুর্গাচরণ

১৮। নীলরতন
১৯। ভৈরবকুমার

১৬। মহাদেব
১৭। রামেশ্বর
১৮। সর্ব্বেশ্বর
১৯। রামরত্ন
১৯। শিবশঙ্কর
১৯। মুক্তিরাম

১৯। রামরতন
২০। রামদয়াল
২১ হরদয়াল
২১। শশিভূষণ

২১। হরদয়াল
২২। ইন্দ্রদয়াল
২২। প্রফুল্লচন্দ্র
২২। অমূল্যচন্দ্র

২১। শশিভূষণ
২২। বিনয়ভূষণ
২২। বিধুভূষণ
২২। হিমাদ্রিভূষণ
২২। বিভূতিভূষণ

১৯। শিবশঙ্কর
২০। হরশঙ্কর
২০। রাজকিশোর

২০। হরশঙ্কর
২১। কালীকিঙ্কর
(দত্তক)
২২। ননীবালা
(কন্যা)

---

১৯ মুক্তিরাম
২০ রাজেশ্বর
২০ প্রাণেশ্বর
২০ বিশ্বেশ্বর (অনূঢ়)
২০ ভুবনেশ্বর (অনূঢ়)

---

২০ রাজেশ্বর
২১ দুর্গানাথ (ব্রাহ্ম)
(সাং টয়াড়ী ঢাকা)
২১ কালীনারায়ণ
২১ হরিশচন্দ্র
(অনূঢ়)
২১ চন্দ্রনাথ

---

২১ দুর্গানাথ
২২ মিলনানন্দ
২২ প্রশান্ত
২২ খুদু
২২ চুনু

---

২১ কালীনারায়ণ
২২ কুশল
২২ সুশীল
২২ অতুল
২২ প্রতুল
২২ অনুকূল

---

২১ চন্দ্রনাথ
২২ সুধীর
২২ সুবোধ
২২ বীরেন্দ্র
২২ ধীরেন্দ্র

---

১৫ কন্দর্প
১৬ রামপ্রসাদ
১৬ শ্যামপ্রসাদ

---

১৬ রামপ্রসাদ
১৭ কীর্ত্তিলাল
১৮ নবকিশোর
১৮ কৃষ্ণকিশোর

---

১৮ নবকিশোর
১৯ রামকুমার
২০ উমাকান্ত

---

১৮ কৃষ্ণকিশোর
১৯ গৌরচন্দ্র
১৯ কালীচরণ
২০ তারক
২১ সুরেশ
২১ রমেশ
২১ সুধীর
(সর্ব্ব সাং নটাখোলা)

---

১৬ শ্যামাপ্রসাদ
১৭ ভবানীনাথ
১৮ আরাধন
১৯ রাজমোহন
১৯ হরমোহন

---

১৯ রাজমোহন
২০ কালীমোহন

---

১৯ হরমোহন
২০ প্যারীমোহন
২০ দক্ষিণামোহন
২০ চন্দ্রমোহন

---

২০ প্যারীমোহন
২১ অন্নদামোহন
(এলাসিন)
১৫ রাধাকান্ত
১৬ পরশুরাম রায়
১৭ শম্ভুনাথ
১৭ ভোলানাথ
১৭ জয়নাথ
১৭ রামনাথ
১৭ জগন্নাথ

---

১৭ শম্ভুনাথ
১৮ গৌরনাথ

---

১৭ ভোলানাথ
১৮ প্রাণকৃষ্ণ
১৮ রাজকৃষ্ণ

…রামনাথ
…শিবপ্রসাদ
…কালীরায়

…রামনাথ
…ভৈরবচন্দ্র

…জগন্নাথ
…প্রাণনাথ
…চন্দ্রনাথ
…কালীনাথ

…গণেশচন্দ্র
…হরিশচন্দ্র
…রামগোবিন্দ
…রামনাথ

…হরিশচন্দ্র
…রাজীবলোচন
…গোকুলচাঁদ মুন্সী
…দেওয়ান রাধামাধব

…গোকুলচাঁদ মুন্সী
…ব্রজমোহন
…রাসবিহারী
…অটলবিহারী
…গদাধর

…অটলবিহারী
…পুলিনবিহারী
…লালবিহারী
…শশধর

---

১৭ দেওয়ান
রাধামাধব রায়
১৮ নন্দকুমার
(দত্তকপুত্র)
১৯ চৈতন্যকৃষ্ণ
২০ রামকমল
২১ গোবিন্দপ্রসাদ
ব্যাকরণ সার প্রণেতা
ও " ঢাকা প্রকাশ
সম্পাদক)
২১ হরিশচন্দ্র
২১ গিরিশচন্দ্র
২১ প্রাণনাথ

---

২১ গোবিন্দপ্রসাদ
২২ সুরেন্দ্রপ্রসাদ
(রামনগর)
২৩ শচীন্দ্র
২৩ ফণীন্দ্র
২৩ ধীরেন্দ্র
২৩ বীরেন্দ্র

---

২১ হরিশচন্দ্র
২২ নিবারণ
২২ অবিনাশ
২২ দীনেশ

---

১৫ রামগোবিন্দ
১৬ বাসুদেব
১৭ ইন্দ্রনারায়ণ
১৮ রাম
১৯ কৃষ্ণ
২০ ভৈরব

২১ হরচন্দ্র
২২ ঈশানচন্দ্র
(পাড়াগ্রাম)

---

১৬ জয়দেব
১৭ চামুরাম
১৮ নিত্যানন্দ
১৮ ব্রজরায়
(মৈষামুড়া)
১৯ পঞ্চানন্দ
১৯ রজুরাম
১৯ রাম নরসিংহ

---

১৯ রাজুরায়
২০ গোপালচন্দ্র
২০ কুলদাপ্রসাদ

---

১৪ গৌরীপ্রসাদ
নিয়োগী
১৫ দুর্গাপ্রসাদ
১৫ মুকুন্দরাম
১৫ শ্রীকৃষ্ণ

---

১৫ দুর্গাপ্রসাদ
১৬ রুদ্ররাম বক্সী
১৬ গণেশচন্দ্র রায়

---

১৫ মুকুন্দরাম
১৬ শুকদেব
১৬ রাজবল্লভ

---

১৬ শুকদেব
১৭ শ্যামসুন্দর
১৮ রামসুন্দর
১৮ ব্রজসুন্দর

---

১৮ রামসুন্দর
১৯ হরসুন্দর
২০ হারাণ
২০ কৈলাস
(রোয়াইল

---

১৮ ব্রজসুন্দর
১৯ গৌরসুন্দর

---

১৬ রাজবল্লভ
১৭ রামশঙ্কর
১৭ কৃষ্ণজীবন

---

১৭ রামশঙ্কর
১৮ কাশীনাথ
১৯ কালীনারায়ণ
২০ প্যারীমোহন
২১ সর্ব্বানন্দ

---

১৫ শ্রীকৃষ্ণরায়
১৬ চন্দ্রনারায়ণ
১৭ অনুপনারায়ণ
১৮ নন্দকুমার
(দেওয়ান রাধামাধব রায়কে দত্তক দেওয়া হয়)
১৮ নিত্যানন্দ
১৮ গোলক

---

১৮ নিত্যানন্দ
১৯ আনন্দচন্দ্র
(সিঙ্গাইর)
২০ প্যারীমোহন
২০ সর্ব্বানন্দ
২১ যোগেন্দ্রমোহন
২১ যতীন্দ্রমোহন

এই বংশের আদি পুরুষ বঙ্গজ সমাজে চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত চাঁদসী নামক স্থানে …শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশ পুরুষের রামচন্দ্ররায় তাঁহার পুত্র ভগ-…চন্দ্র ও গণেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী চাঁদপ্রতাপ …স্থিত রোয়াইল গ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ভগবানচন্দ্র রায় স্বীয় …ভাবলে দিল্লীশ্বর বাহাদুর সাহের উজীরের পদ প্রাপ্ত হন এবং তৎপর রাজা

খেলাত পান। ইনিই রোয়াইলের কাশ্যপ মহোদয়গণের বড়লোক হইবার হেতু।* তিনি বর্ত্তমান আরিচা নামক স্থানের উত্তরবর্ত্তী গোয়াড়িয়া নামক স্থানে যাইয়া বসতবাস করিতে থাকেন। তদবধি গোয়াড়িয়ার দাসবংশের প্রসিদ্ধি। ভগবান রায়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রোহা নিবাসী কেবল কৃষ্ণরায় চন্দ্রদ্বীপ রাজার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া তৎসমাজে অনেক সামাজিক ক্রিয়া করেন। এই বংশের গোকুলচাঁদ মুন্সী মুরশিদাবাদ নবাব সরকারে মীর মুন্সীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরও ঐ সরকারে দেওয়ানী করিতেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র রায়।

—

গৈড়লার বিশ্বাস বংশের কুলজী।

১ শ্রীচন্দ্রবিশ্বাস
২ দেবিদাস বিশ্বাস •
৩ শিবরাম
৩ দ্বারিকামোহন

—

৩ শিবরাম
৪ কাশীদাস
৫ দুর্গাপ্রসাদ •
৫ রঘুনাথ
৬ তিলকচন্দ্র
৭ কেদারনাথ
৭ নিধিরাম •
৭ রাজারাম

—

৭ কেদারনাথ
৮ কানুরাম
(নয়াপাড়া)

—

৭ রাজারাম
৮ মায়ারাম
৮ বিষ্ণুরাম •
৮ নন্দরাম

—

৮ মায়ারাম
৯ বিজয়রাম
৯ সাছিরাম

—

৯ বিজয়রাম
১০ রামদয়াল
১০ রামলোচন

—

১০ রামদয়াল
১১ পূর্ণচন্দ্র
১১ কৈলাসচন্দ্র
১১ নিত্যানন্দ
১১ তারিণীচরণ
১১ রামকান্ত

—

১১ কৈলাসচন্দ্র
১২ যাত্রামোহন
১২ হরদাস
১২ শশীভূষণ •
১২ শরচ্চন্দ্র •
১২ গঙ্গাদাস

—

১২ যাত্রামোহন
১৩ মহেন্দ্রনাথ
১৩ সুরেন্দ্রলাল
১৩ নরেন্দ্রনাথ
১৩ ধীরেন্দ্রলাল

—

১৩ মহেন্দ্রনাথ
১৪ কামাখ্যাচরণ
১৪ সমরেন্দ্র

—

১৩ নরেন্দ্রনাথ
১৪ পুলিনবিহারী

—

১২ হরদাস
১৩ কোকা

—

১২ গঙ্গাদাস
১৩ যতীন্দ্রকুমার •
১৩ বিনয় ভূষণ
১৩ অবিনাশ
১৩ অবনীভূষণ

—

* ঢাকুর সমালোচকের প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ রায় মহাশয়দ্বয় ১৩১৮ সালের কায়স্থ পত্রিকার ১৬৮ও১৬৯ পৃষ্ঠার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন; তাহাতে এই দাসবংশ অত্রি গোত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু গিরিশবাবু কাশ্যপ গোত্র বলিতেছেন। আমরা নিজেও গঙ্গানাথবাবু আলিপুরের মোক্তার বাবু সীতানাথ নেউগী এবং লক্ষ্মীপুরের তহশীলদার বাবু শশিভূষণ নেউগী মহাশয়দিগের সহিত আলাপ করিয়া জানিয়াছি তাঁহারা অত্রিগোত্র বলিয়া পরিচয় দেন। বাস্তবিক চাঁদনীর পার্শ্ববর্ত্তী ঘুণশীর মধাল্য দাস বংশ অত্রিগোত্র সম্ভূত। অত্রিগোত্রীয় দাস বংশের আদিপুরুষ চন্দ্রশেখর দাস আদিশূরের যজ্ঞের পর এদেশে আগমন করেন। এই বংশাবলীতে কিন্তু পরেশ রাম দাস। এরূপ ব্যতিক্রমের তাৎপর্য্য কি?

কাঃ পঃ সঃ।

১১ নিত্যানন্দ
১২ রাজকুমার •

—

১১ তারিণীচরণ
১২ জগৎচন্দ্র
১২ দীনবন্ধু

—

১২ জগৎচন্দ্র
১৩ নির্ম্মলচন্দ্র

—

১২ দীনবন্ধু
১৩ হৃদয়রঞ্জন
১৩ জীবনকৃষ্ণ

—

১১ রামকান্ত
১২ ক্ষেত্রমোহন •
১২ বেণীমাধব •
১২ প্রসন্নকুমার

—

১১ রামলোচন
১১ ঈশানচন্দ্র •
১১ বেচারাম
১১ পীতাম্বর •

—

১১ বেচারাম
১২ নবীনচন্দ্র
১২ গগনচন্দ্র •
১২ গিরীশচন্দ্র
১২ নিশিচন্দ্র •
১২ রমেশচন্দ্র •
১২ বিপিনচন্দ্র •
১২ দুর্গাকুমার •

—

১২ নবীনচন্দ্র
১৩ বরদাচরণ
১৩ অন্নদাচরণ
১৩ জ্ঞানদাচরণ
১৩ সারদাচরণ
১৩ যশোদাজীবন

—

১২ গিরীশচন্দ্র
১৩ সাছিরাম

—

৯ সাছিরাম
১০ রামদাস •
১০ শ্যামসুন্দর
১০ দেবীপ্রসাদ

—

১০ শ্যামসুন্দর
১১ গৌরহরি •
১১ পেলারাম •
১১ জিতরাম
১১ রাধারাম
১১ ঈশানচন্দ্র •
১১ ছত্রনারায়ণ
১১ দুর্গাচরণ •
১১ পীতাম্বর •

—

১১ জিতরাম
১২ প্রাণকৃষ্ণ •
১২ মাগন দাস •
১২ নিমাইচরণ

—

১১ রাধারাম
১২ দিগাম্বর
১২ নবকুমার •
১২ রামচন্দ্র
১২ রসিকচন্দ্র •

—

১২ দিগাম্বর •
১৩ বগলা চরণ •
১৩ অন্নদাচরণ •
১৩ মহিমচন্দ্র

—

১২ রামচন্দ্র •
১৩ রমেশচন্দ্র •

—

১১ ছত্রনারায়ণ
১২ স্বরূপচন্দ্র •

—

১০ দেবীপ্রসাদ
১১ উমাচরণ •
১১ ষষ্ঠীচরণ •

—

৮ নন্দরাম
৯ রামগোপাল •
৯ গোবিন্দরাম
৯ মুক্তারাম
৯ বাঞ্ছারাম
৯ অযোধ্যারাম

—

৯ গোবিন্দরাম
১০ উদয়চন্দ্র •

—

৯ মুক্তারাম
১০ রামমোহন
(পুষ্পাঞ্জলি আছে)*
১১ ত্রাহিরাম
১১ জগৎরাম •

—

১১ ত্রাহিরাম
১২ চৈতন্যচরণ •

১২ হরিদাস
১২ গোলকচন্দ্র •
১২ ভৈরবচন্দ্র •

—

১২ হরিদাস
১৩ শরচ্চন্দ্র •

—

৯ বাঞ্ছারাম
১০ রামকিশোর
১০ রামশরণ

—

১০ রামকিশোর
১১ নীলাম্বর •
১১ পীতাম্বর
১১ মুরারীধর •

—

১১ পীতাম্বর
১২ কালীকুমার
১২ রামকুমার •
১২ শশীকুমার
১৩ লালমোহন
১৩ রেবতীমোহন

—

১০ রামশরণ
১১ গুরুদাস •
১১ চণ্ডীচরণ •
১১ কৃষ্ণকিঙ্কর
১২ রজনীকুমার •

—

৯ অযোধ্যারাম
১০ রামচন্দ্র •

—

৩ দ্বারিকামোহন
৪ ঘনেশ্যাম •

—

জেলা চট্টগ্রামের পটিয়াথানার অন্তর্গত গৈড়লার বিশ্বাস বংশ নানাবিধ সৎকর্ম্মে এতদ্দেশ প্রতিষ্ঠাবান প্রসিদ্ধি আছে সপ্তগ্রাম ধ্বংসের সময় এই বংশের আদিপুরুষ স্বীয় দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মোপলক্ষে এদেশে আসিয়া বাস গ্রহণ করেন।†

শ্রীযাত্রামোন বর্ম্ম বিশ্বাস।

* দাসী পুত্রকে পুষ্পাঞ্জলি কহে। কাঃ পঃ সঃ।

† কায়স্থ-সভা পদবী ও গোত্রবিহীন কুশি নামা আর প্রকাশ করেন নাই। ভবিষ্যতে কেহ তেমন অনুরোধ করিলেও সভা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। বিশেষতঃ বংশাবলী মুদ্রণে প্রতি ফর্ম্মায় অনেক টাকা ব্যয় হয়, তাই আমাদের বিনীত নিবেদন, অতঃপর যাঁহারা বংশাবলী পাঠাইবেন, তাঁহারা এই সংখ্যা পত্রিকার প্রকাশিত বংশমালার ন্যায় সজ্জিত করিয়া প্রতি পেজ অর্থাৎ ১৬ ফর্ম্মা হিসাবে প্রবন্ধের সহিত পাঠাইবেন। কাঃ পঃ সঃ

সমালোচনা।

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী। জেলা হাওড়ার অন্তর্গত মাজু গ্রামের সাধারণ পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী একখণ্ড আমরা পাইয়াছি। পাঠাগারটী উৎসাহশীল স্বদেশী বিদ্যো- সাহিত্যিকদিগের দ্বারা পরিচালিত কার্য্য-বিবরণী পাঠে বুঝিতে পারিলাম পাঠাগারটি দিন দিন উন্নতির পথে চলিয়াছে।

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী। কলিকাতা ৫নং ললিতমোহন দাসের লেন বৌদ্ধধর্ম্মাঙ্কুর সভার বিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী। এই সমিতির কার্য্যকলাপে যে বৌদ্ধগণের সহিত হিন্দুগণের সৌহৃদ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। এই কার্য্য-বিবরণী মধ্যে 'লোকনীতি' নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংগ্রহ বৌদ্ধ নীতির বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা সাধারণের অনেক উপকার হইবে। আমরা এই সভার দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

ভক্তের ভগবান। শ্রীঅনাদিচরণ তরফদার প্রণীত। ডিমাই ১২ পেজী ২০ পৃষ্ঠা মূল্য /০ আনা। গ্রন্থে জন্ম ও কর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ভ্রান্তি ও শান্তি, সাধনা ও সিদ্ধি, ভক্ত ও ভগবান এই কয়টী বিষয় সংক্ষেপে পাঁচ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে লেখকের ধর্ম্ম প্রাণতা, চিন্তাশীলতা ও ধীরতা পরিলক্ষিত হইল। গ্রন্থখানি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীবিহারিলাল রায় কবিরত্ন বি এ, কর্ত্তৃক অনূদিত। ক্রাউন ৮ পেজী ৬ ফর্ম্মা ৪৮ পৃষ্ঠা। শ্রীবিনয়েন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক ১১২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রতিমাস খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য।০ আনা মাত্র। বিহারী বাবুর কবিত্ব শক্তি আমরা যথেষ্ট জানি। মূল ভাগবত যেমন দুর্ব্বোধ শাস্ত্র, ইনি তেমনি সরল সুললিত অত্যানুবাদ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পচার হওয়ায় অনেক ভাগবত ভক্ত আনন্দিত হইয়াছেন, আমরা আশা করি তাঁহারা প্রত্যেকে ইহার গ্রাহক হইয়া প্রকাশকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

সন্ধ্যা-পদ্ধতি। শ্রীতারকনাথ দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। ডিমাই ১৬ পেজী ৫।০ ফর্ম্মা ৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০ আনা মাত্র। কলিকাতা ৬।৪ নং চৌধুরী লেন, শ্যামবাজার প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য। তারকবাবু উপবীতি কায়স্থদিগের জন্য যজুর্ব্বেদ বিহিত সন্ধ্যা স্নান, তর্পণ, ভোজন বিধি বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়াছেন। মন্ত্র সমূহের বঙ্গানুবাদ দিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক উপবীতি কায়স্থকে একখানি লইতে অনুরোধ করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পাশ্চাত্য জগতে শূদ্রের স্থানাভাব ঃ—

ময়মনসিংহের অন্তর্গত আঘৈধের গুহমজুমদারগণ বঙ্গজ কায়স্থের বাজু সমাজে কুলীন বলিয়া সম্মানিত। এই বংশের ৺দুর্গানাথ মজুমদার টাঙ্গাইলে ওকালতি করিতেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার টাঙ্গাইলে 'বিন্দুবাসিনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ২য় শ্রেণীতে পড়িয়া স্কুল পরিত্যাগ করেন। এই সময়

হইতেই তাঁহার স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয় এবং ইং ১৯০০ সালে রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর অর্থ সাহায্যে জাপানে গমন করেন। তথায় ...ন বৎসর অবস্থিতি করিয়া আমেরিকায় গমন করেন। এই স্থানে তিনি ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় একটী স্বর্ণ-খণির স্বামীত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু খনির সত্ত্বাধিকারীত্ব পাইলে কি হইবে? ইউরোপের অধিবাসীদের সহিত তদ্দেশীয় রাষ্ট্রীয়-...ও জাতীয় সভার সম্পর্ক ছিল, এজন্য শ্বেতকায়গণ অক্ষয়কুমারকে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অধিবাসী হইতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তখন অক্ষয়কুমার এই বাধা পাইয়া আদালতে এক আবেদন উপস্থিত করিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই ঃ—

"আমি একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ;—সমর ব্যবসায়ী অর্থাৎ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে আমার জন্ম। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ আপনাদিগকে আর্য্য বংশোদ্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশীয় ভাষায় সেই হিন্দু নিবাসকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' বলিয়া থাকেন। আমি সেই আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর ভাগ হইতে এদেশে আসিয়াছি। অতএব আমাকে যুক্তরাজ্যের অধিবাসী হওয়ার অধিকার দেওয়া হউক।" (ষ্ট্যাণ্ডার্ড-পত্রিকা)।

এই আবেদনে ওয়াশিংটননগরের বিচারপতি ফ্রাঙ্ক রাড্‌কিন্ সাহেব মজুমদার মহাশয়কে তথায় বাসের অনধিকারী স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বাবু পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিলে বিচারপতি তাঁহাকে যুক্ত রাজ্যের নাগরিকের অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

যে সকল সাহেববাবু বলেন—যজ্ঞসূত্রের আবর্জ্জনা আর কেন? আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভেদাভেদই বা কেন? এই ঘটনাটী দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু প্রাপ্ত হইলেই আমাদের আন্দোলনের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

স্বার্থ বিবেক-ব্যত্যয়ঃ—

আচার্য্য যেমন শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইবেন, ছাত্র ঠিক তদ্রূপ হয় না, কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয়। কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকবর্গ পাণ্ডিতরাজের শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় গতবর্ষেই জানিতে পারিয়াছেন; এবার তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র বরিশাল কীর্ত্তিপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর কাব্যতীর্থের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয়টা লউন। রংপুর রাধাবল্লভের অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ সেন মহাশয়ের কুলপুরোহিত তত্রত্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। যজমান কায়স্থ-প্রবর সেন মহাশয়ের জাতাশৌচ হইয়াছে, এ দিকে বার্ষিক দুর্গা পূজারও আর তিন দিন

অবশিষ্ট আছে, এমন সময় সহকারী কাব্যতীর্থ. বিদ্যারত্নকে বলিলেন—"অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন—এই পূজা গুরুর নামে সঙ্কল্প হইবে, তুমি পুরোহিত তোমার নামে হইবে না।" উত্তরে বিদ্যারত্ন বলিলেন—আরে মূর্খ! এ আর তান্ত্রিক পূজা নয় পৌরাণিক পূজা এ পূজায় গুরুর কোন অধিকার নাই, তজ্জন্য আমার নামেই সঙ্কল্প হইবে। ইহাতে কাব্যতীর্থ চটিয়া অগ্নি-শর্ম্মা কিন্তু আর ইন্ধন অভাবে প্রজ্বলিত হইতে পারিলেন না—তাই বিদ্যা-রত্নকে যজমানের সমক্ষেই 'শূদ্রযাজী,' 'পতিত' প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করিয়া প্রয়াণ করিলেন! বিদ্যারত্ন ভাবিয়া আকুল—কেমন করিয়া একাএক এই রাজসিক পূজা সপন্ন করিবেন। চিন্তাময়ী পুরোহিতের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া বাক্‌লার নৈয়ায়িক প্রধান শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রাধারমণ তর্করত্ন মহাশয়কে তথায় উপস্থিত করিলেন। তাঁহাকে পাইয়া বিদ্যারত্ন আশ্বস্ত হইলেন এবং আমুল ঘটনা বিবৃতি করিলেন। তখন দেবপ্রেরিত তর্করত্ন, বিদ্যারত্ন ও যজমানকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বুঝাইলেন—"আপনাকে নকুলেশ্বর শূদ্রযাজী বলিয়াছে, তাহা বলুক, সে নিজে শূদ্রত্বে অভিভূত আছে, তাই ও প্রকার বলিয়াছে; বস্তুতঃ আপনি ক্ষত্রিয় রাজার কুলোপুরোহিতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন;—শাস্ত্রতঃ কুলপুরোহিতত্বটাই ক্ষত্রিয় যজমানের নিজস্ব প্রতিনিধিত্ব, সুতরাং আপনি যজমানের অশৌচ হওয়াতে নিজ নামে সঙ্কল্প করিয়া পূজা সম্পন্ন করিতে পারেন। তৎপর দুর্গাপূজা, নিত্য পূজাও বলা যাইতে পারে; বিশেষতঃ দীর্ঘ দিন ব্যপিত্ব জন্য ব্রতবিশেষও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; ফলতঃ যে ভাবেই এই পূজার বিষয় চিন্তা করুন না কেন সেই ভাবেই আপনি নিজ নামে সঙ্কল্প করিতে পারেন, তাহাতে শাস্ত্রের অবমাননা করা হইবে না।" অতঃপর এই ব্যবস্থানুসারেই অন্নদা বাবুর দুর্গাপূজা সম্পন্ন হইয়াছে।

পূজা শেষ হইল, কিন্তু বিবেক বিসর্জ্জনটা কেহ দেখিলেন না! পাঠকগণ এবার তাহাই দেখুন—পলায়মান সুযোগ্য ছাত্রের নাম বজায় রাখিতে অধ্যাপক পণ্ডিতরাজ আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি প্রথমে শিষ্যকে বলিয়া পাঠাইলেন—পূজার দ্রব্যসম্ভার গুরুর প্রাপ্য, পুরোহিত উহা গ্রহণ করিলে তাঁহার পাতিত্য ঘটিবে। এ কথায় শিষ্যও কর্ণপাত করিলেন না পুরোহিতও অকুতভয়ে তাহা গ্রহণ করিলেন! এ দিকে বিদ্যারত্নের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইতে লাগিল—এক আর্থিক, অন্য সামাজিক।

বিদ্যারত্ন মহাশয় তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন এবং তাহাতে লোকালবোর্ড হইতে কিছু সাহায্য পাইয়া থাকেন; এতৎ সম্বন্ধে কি গূঢ় উদ্দেশ্য লইয়া নাকি একদিন কুণ্ডীর জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দে সাহেবের সমক্ষে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনাদের বাটীতে অশৌচকালে পূজাদি ক্রিয়ার দ্রব্য গুরু পান কি পুরোহিত পান?" তিনি তাহাতে গুরুর কথাই বলেন, কিন্তু তাহাতে পণ্ডিত রাজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, তাই সামাজিক ব্যবস্থার চেষ্টা। ইত্যবসরে পণ্ডিত রাজের প্রতিকূলে বিদ্যারত্ন মহাশয় বাক্‌লা, বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, কলিকাতা ও রংপুরের মহামহো-পাধ্যায় অধ্যাপক বৃন্দ হইতে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া তাহার যে নকল আমা-দিগকে পাঠাইয়াছেন, তৎপাঠে বুঝিতে পারিলাম পণ্ডিত রাজই অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়াছেন: এ ব্যবস্থা পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"মৃতকি-যজমানীয়-বার্ষিক দুর্গোৎসবাদৌ স্বাভীষ্টাভিলাপেন কর্ম্ম সম্পাদয়তঃ কুলপুরোহিতস্য পূর্ব্ব পূর্ব্ববৎ পূজা দ্রব্য স্বীকারে পাপ শঙ্কাপি ন সম্ভবত্য স্বামিনস্ত্যাগাযোগাৎ পূজার্থদ্রব্যস্বামিনোবাপূর্ব্বজনক ত্যাগানিষ্পত্তের্দ্দত্তবস্তু দানফলঃ স্বাম্যয়োর্ভিন্নাধিকরণত্বেনাবিরোধচ্চ, তথাপি যদি কশ্চিৎ শাস্ত্রজ্ঞোঽপি বঞ্চনাদিপরঃ পুরোহিতস্যাত্র পাপাভাবতে তদা স এব প্রায়শ্চিত্তী ভতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ।"

অন্নদা বাবুর বাটীর এবারকার পূজা ঘটিত বিবরণটী আমরা যথাযথ বিবৃতি করিলাম। কিন্তু কথাটা সত্য কি না তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই সুতরাং তজ্জন্য আমরা দায়ী নয়। তবে এক কথা সংবাদাতার মিথ্যা কথার প্রচারে ও ব্যবস্থা সংগ্রহের কোন হেতু দেখি না, এইজন্য অপ্রত্যক্ষ হইলেও সংবাদটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে কুণ্ঠা হয় না। কিন্তু পণ্ডিতরাজ যে শঙ্খ-লিখিতের দীর্ঘ সূত্রে পুরোহিতে ক্ষমতা, কিম্বা হারলতা, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, কৃত্যচিন্তামণি প্রভৃতি স্মৃতি নিবন্ধ অথবা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের তিথি তত্ত্বধৃত ঐ সকল বচন ও কাশীরাম বাচস্পতির টীকাটী অবলোকন করেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের কারণ! এ সকল গ্রন্থে স্পষ্টভাষায় কুলপুরোহিতকে ক্ষত্রিয়ভূম্যধিকারীর অমাত্যরূপে বর্ণনা করিয়া তাহাতে যজমানের অশৌচকালে সঙ্কল্প কর্ত্তৃত্ব ও দেয়বস্তু গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এতাবস্থায় পণ্ডিতরাজকে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া বিবেক মার্জ্জনার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনাঃ—

বিগত ২রা ও ৩রা কার্ত্তিক রবি ও সোমবাসরে বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী মুন্সী-

গঞ্জে দুই দিন ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশন হইয়াছে। সভাধিবেশনের পূর্ব্বে যেরূপ বিজ্ঞাপনের ঘটা দেখিয়াছিলাম, কার্য্যে তাহার শতাংশের একাংশ হয় নাই, ইহাই প্রেরিত পত্র এবং পরিচারক, জ্যোতিঃ, চারুমিহির ও বসুমতীর সংবাদে প্রকাশ। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের অধ্যাপক পণ্ডিত কেহই সভায় আহূত হন নাই। বিজ্ঞাপনে ব্রাহ্মণেতর জাতিকেও আহ্বানের কথা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু নিজ মুন্সীগঞ্জের উকিল, মোক্তার ডাক্তার প্রভৃতিকেও আহ্বান করা হয় নাই। 'বেঙ্গলীপত্রে' সভার সংবাদে তিন সহস্র লোকের উপস্থিতির কথা ঘোষণা হয়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সংবাদপত্রসমূহ প্রতিবাদ করিয়া বলেন, তিনশতের অধিক লোক সমাগম হয় নাই। জ্যোতিঃ বলিয়াছেন—"শুধু ব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে কুলায় নাই আবার "ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী" নাম দেওয়া হইয়াছে।"

এই সভায় একাদশটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। অষ্টম প্রস্তাবটী উপবীতি বিমর্দ্দক—এজন্য কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণের সীমান্তস্থিত মালখাঁনগরের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বসু, শ্রীনগরের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, বজ্রযোগিনীর রায় রমেশচন্দ্র গুহ বাহাদুর ও বহরের শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই সভায় আইসেন নাই, ফলে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় নাই। ৮ম প্রস্তাবটী এই ঃ—

"ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতির আপন আপন চির প্রচলিত আচার পরিত্যাগ করিয়া উচ্চতর জাতির আচার গ্রহণের প্রয়াস নিবারণের জন্য সেই সেই জাতির বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিগণের সহিত একচিত্ত হইয়া পরামর্শক্রমে ধর্ম্মরক্ষার সুব্যবস্থা করা"

ষষ্ঠ প্রস্তাবটী বিবাহেপণ রহিত করার কথা ছিল। এই প্রস্তাব সমর্থিত হইয়া মৌখিক গৃহীতও হইয়াছিল, কিন্তু স্বাক্ষর লওয়ার সময় পত্রখানি পলায়ন করে, আর তাহাকে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। ইহাই আমাদের সংবাদাতার কথা। ফলতঃ ব্রাহ্মণগণ সমাজ সংস্কার করুন সমাজের উন্নতি করুন কিন্তু উপবীতি কায়স্থগণের প্রতি ক্রূরদৃষ্টিটুকু সরাইয়া লউন, ইহাই আমামাদের কথা।

চিত্রগুপ্ত পূজা ঃ—

জেলা হুগলির অন্তঃপাতী বাতানল কায়স্থ-সমিতি ও লক্ষ্ণৌ শাখা-সভার উদ্যোগে ১৪ই কার্ত্তিক শুক্রবার শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্তদেবের পূজা, ভোগ ও সভা হইয়াছিল। আমরা আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য উভয় স্থানেই যোগদান করিতে পারি নাই।

কায়স্থ সভা ঃ—

পাবনা জেলার অন্তর্গত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস বর্ম্মা, যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র, জানকীনাথ ঘোষ মহাশয়দিগের উদ্‌যোগে পুণ্ডরিয়াগ্রামে বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক শ্রীযুক্ত মথুরাকান্ত নন্দী এম্ এ, মহাশয়ের সভাপাতত্বে এক কায়স্থ সভা হয়। সভায় স্থির হয় অবিলম্বে সাবিত্রী গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে দুইজন পুরোহিত ও দুইজন নাপিতের জন্য সাগর কান্দির জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বর্ম্মা মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখা হয়। যদি তৎসাহায্য না পাওয়া যায় তবে, অন্যত্র হইতে পুরোহিত ও নাপিত সংগ্রহ করিয়া পৈতার কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।

উপনয়ন ঃ—

৫ই কার্ত্তিক, ১৩২। বিক্রমপুরের অন্তর্গত চিক্‌নিসার নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র দেব বর্ম্মরায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন এবং পুরোহিত শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ গ্রামের নয় জন বঙ্গজ কায়স্থকে উপবীত প্রদান করিয়াছেন ঃ—শ্রীহেমচন্দ্র গুহ, প্রতাপচন্দ্র দেবরায়, গিরিশচন্দ্র দেবরায়, বিজয়চন্দ্র দেবরায়, সতীশচন্দ্র দেবরায়, অনন্ত চন্দ্র দেবরায়, মনীন্দ্রচন্দ্র দেবরায় শ্রীমন্ত কুমার দেবরায়, বিনয়ভূষণ দেবরায়।

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩২০। চিৎপুর খালের ধার হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন, কোটালিপাড়ার পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীকান্ত তর্ক-সিদ্ধান্ত মহাশয়ের আচার্য্যত্ব এবং বিক্রমপুর নরিসা নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্য তন্ত্র ধারকত্বে জেলা ফরিদপুরের দোলকুণ্ডী নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত রাম কিশোর মিত্র, দত্তপাড়া নিবাসী বসন্তকুমার মিত্র ও কাশিমপুর নিবাসী অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং হাওড়ার অন্তর্গত বাজেশিবপুর নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দত্ত মহাশয় যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

শরৎবাবু আরও লিখিয়াছেন—"নবতিবর্ষ বয়স্ক রামকিশোর বাবুর তেজস্বিতা ও সংস্কার অপূর্ব্ব। কেহ কেহ তাঁহাকে উপনয়ন গ্রহণে বাধা প্রদান করিলে তিনি উত্তর করেন যে, "আমি উপবীতী না হইয়া মরিলে, আমার জলপিণ্ড লোপ হইবে, আমি কাহারও অশাস্ত্রীয় নিষেধ শুনিব না।"

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩২০। যশোহরের অন্তর্গত চাঁদড়া হইতে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু বর্ম্মা লিখিয়াছেন কান্দু গ্রামের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস বর্ম্মা মহাশয়ের

বাটীর কেন্দ্রে আচার্য্য শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত কালীদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ঐ গ্রামের দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বসু, নৃপালচন্দ্র দাস, বি-এ, গোপালচন্দ্র দাস, ঠাকুরদাস দাস, বনমালীচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ দাস এই নয়জন যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধ :—

৮ই আশ্বিন, ১৩২০। জেলা চট্টগ্রামের অন্তর্গতসরোয়াতলি নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন বর্ম্মা, তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাদিনে স্বীয় কুলপুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধে সামাজিক সকল কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

২৬শে আশ্বিন, ১৩২০। জেলা রংপুরের অন্তর্গত গোপালেরখামার নিবাসী ৺গুরুগোবিন্দ দেব বর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে সম্পন্ন হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধে ১১।১২টী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

২৭শে আশ্বিন, ১৩২০। জেলা বগুড়ার অন্তর্গত রায়কালির প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেববর্ম্মকবিরঞ্জনের পিতৃব্যের ত্রিপক্ষে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হয়। এই শ্রাদ্ধে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, ধান্কার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর সাংখ্যভূষণ, পণ্ডিতপ্রবর ভরতচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং হরিকিশোর বিদ্যারত্ন, জয়পুরের শ্রীযুক্ত রামকুমার শাস্ত্রী প্রমুখ বহু অধ্যাপক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩২০। কানপুর। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পঞ্চমপুত্র ৺সতীসচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে তদীয় পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

৮ই কার্ত্তিক, ১৩২০। হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগরের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা তাঁহার পিতার আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশ দিনে সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক প্রভৃতি সর্ব্ব শ্রেণীর ব্রাহ্মণই আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভ্রম-সংশোধন :—

নবপর্য্যায় কায়স্থ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠায় উপনয়নের তালিকায় "রায় বামাচরণ বয়স ৪২ বারেন্দ্র" এতন্নিম্নে "মুস্তফী গৌরচন্দ্র ৫০ ঐ" এইরূপ লেখা হইয়াছে। ওই ৫০ ঐ র স্থলে '৫০ উত্তররাঢ়ী' লিখিত হইবে।

—।—

কায়স্থ-পত্রিকা

পৌষ, ১৩২০। } নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।

নারী।

নারীর প্রশংসা ও নিন্দা।

"সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্॥"

প্রাচীনকালে ভারত মহিলাদিগের অধিকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা [ইতঃ]পূর্ব্বে আমরা এই কায়স্থ-পত্রিকায় করিয়াছি। একসময়ে আমাদের দেশে (আর্য্যসমাজে) মহিলার মর্য্যাদা অতি উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল। অপরিচিত অথবা [প]রিচিত হউন, কোন নিকট সম্বন্ধ না থাকিলে, ভদ্র মহিলাকে 'জননি' 'ভগিনি' '[সু]ভগে', 'ভবতি,' 'ভদ্রে,' অথবা 'দেবি' বলিয়া সম্বোধন করা শিষ্টাচার [ছিল],—ধর্ম্মশাস্ত্রও তাহাই আদেশ করিয়াছেন। আর হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে শক্তি [ও] জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী নারী*, ইহাতেও নারী পূজার একটা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। ভারতীয় সমাজে আবার এমন [এক] যুগের আবির্ভাব হইল, যে সময়ে মহিলাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পুরুষ অপেক্ষা [হী]ন ও নীচ বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইল। পৌরাণিক সাহিত্যে এই [জন্য]ই আমরা যত্র তত্র নারীর প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই দেখিয়া থাকি। তবে

* মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য ৮১ অধ্যায় হইতে ৯৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সত্যের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য যে, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দার অংশই পুরাণাদি গ্রন্থে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে আমাদের সমাজ যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, নিবন্ধকার ও দেশাচারের মতানুসারে চলিতেছে, তাহাতে স্ত্রীজাতির হীনতার মাত্রাই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই জন্য আমরা আমাদিগের বালকদিগের জন্য সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষা উপযোগী বলিয়া স্বীকার করিতেছি এবং যথাসাধ্য সকলেই নিজ নিজ পুত্র বা বালক আত্মীয়দিগকে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু আমাদের কন্যা বা বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত সেরূপ আন্তরিক যত্ন করিতেছি না।

কিছুদিন অগ্রে,—বোধ হয় পঞ্চাশ বৎসরের কিছু পূর্ব্বেই, এমন সময় গিয়াছে যে আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে অপকারী বলিয়া কথিত এবং নিন্দিত হইত। স্ত্রীলোকে শিক্ষা পাইলে অলক্ষণা হইবেন,—বিধবা হইবেন,—এমন ভয়ও ছিল। শিক্ষা পাইলে তাঁহাদের নৈতিক অধঃপতন হইবে এরূপ অনেকেই মনে করিতেন। আমাদের পিতামহী ঠাকুরাণীদের সময়ে সহস্রের মধ্যে একজন মহিলাও কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ করিতে পারিতেন না। বিখ্যাত বীটন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার সময়ে দেশে কিরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখনকার অনেকেই জানেন না,—আর যাঁহারা জানেন, তাঁহারাও উহা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। কতরূপ বিরোধ, বিদ্রূপ ও অত্যাচারের ভিতর দিয়া স্ত্রীশিক্ষা এদেশে কথঞ্চিৎ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, তাহা ভাবিলে প্রকৃতই বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

এখনও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা উদার এবং অবাধ শিক্ষা বালিকাদিগের উপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাহার প্রধান কারণ এই যে ভদ্রলোকের ঘরের মহিলাদিগকে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে হয় না। মুখে আমাদের যিনি যাহাই বলুন, আমাদের বালকদিগের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন। বি এ, পাশ করিতে হয় ওকালতী করিবার জন্য,—অথবা মাষ্টারী করিবার জন্য; ইংরাজী শিখিতে হয়,—ব্যবসা অথবা চাকুরী করিবার জন্য। মুসলমান বাদসাহী আমলে, আমাদের দেশের পুরুষগণ পারসী ও উর্দ্দু শিখিয়াছিলেন,—সেই চাকরীর জন্য। মহিলাদিগকে জীবিকার্জ্জন করিতে হয় না বলিয়া সেকালে পারসী বা উর্দ্দু অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই,—আজ অ[illegible] ইংরাজী অন্তঃপুরে কেন যাইবে? আমরা পেটের দায়ে পারসী ছাড়িয়া ইংরেজী ধরিয়াছি,—নারীদিগের উপর আবার এই বোঝা কেন? যদি একান্তই মে-

য়ে লেখা পড়া শিখাইতে হয়, তবে একটু বাঙ্গলা পড়িতে, চিঠিপত্র দুই এক খানা লিখিতে, বড় জোর ধোপা নাপিত গয়লার হিসাব কি চাকরবাকরের বেতনের হিসাব রাখিতে পারিলেই হইল। তাহাদের প্রধান কার্য্য রাঁধা বাড়া ঘরকন্না, ছেলেপুলে মানুষ করা; তাহাই শিখিলে প্রচুর। তাহারা ত আর ওকালতী করিতে ইঞ্জিনিয়ারী করিতে কি চাকুরী করিতে যাইতেছে না, তবে এত অর্থ ব্যয়, পরিশ্রম ও ঝঞ্ঝাট কেন? *

আরও কথা আছে,—ইংরেজী দূরে থাকুক, স্কুলে গিয়া একটু বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিলেই এবং একটু আধটু পশমের কাজ শিখিলেই মহিলারা যেরূপ 'বাবু' হইয়া উঠেন, ইংরাজী শিখিলেই একেবারে মেম সাহেব হইয়া পড়িবেন। আমাদের গরীবের দেশে অত বিবি লইয়া কেমন করিয়া চলিবে? এইরূপ যুক্তিবাদ অবলম্বন করিয়া দেশের খুব অধিক সংখ্যক লোকেই মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষার প্রতিবাদ করেন এবং পরিবারস্থ বালিকাদিগের শিক্ষার প্রতি আদৌ মনোযোগ করেন না।

এখন একবার ইংলণ্ডের দিকে দেখুন। 'সাফ্রাগেট' শুনিয়া ভয়ে অস্থির হইলে চলিবে না। ইদানীং এই 'সাফ্রাগেট' জুজুও স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূলে খুব কার্য্য করিতেছে। উচ্চ শিক্ষার কথা তুলিলেই অনেকে ইংলণ্ডের ঐ মহিলাদিগের প্রতি সভয় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'সাফ্রাগেট' মহিলাদিগের উৎপত্তির ইতিহাসও অল্প কৌতুককর নহে।

ইংলণ্ড সুসভ্য বলিয়া অধুনা যতই কেন অহঙ্কার প্রকাশ করুন না,—মহিলাদিগের সামাজিক অবস্থা যে চিরকালই তথায় বড় একটা উন্নত ছিল, তাহা নহে। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে অথবা স্মৃতি-সংহিতায় মহিলাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে নিতান্ত ঘৃণিত ধারণার যেরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায়, ইংরাজি সাহিত্যেও সেরূপ নিদর্শনের অভাব নাই। অভাবের কথা দূরে থাকুক, ইংরাজি কাব্যনাটক এবং কথাগ্রন্থ ঘৃণিত স্ত্রী-চরিত্রের বর্ণনায় একরূপ পূর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অন্য সাধারণ কাব্যকার বা লেখকদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া কবিচূড়ামণি সেক্সপীয়ারের নাটকগুলি পাঠ করিলেই আমাদের কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। মহাকবি স্থানে স্থানে পাত্র বিশেষের মুখ দিয়া স্ত্রীচরিত্রের সম্বন্ধে যে

* অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও এই শেষোক্ত মতাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়। "স্ত্রীশিক্ষা একেবারেই অনুচিত" এরূপ কথা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন আর বড় একটা শুনা যায় না।

সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে তদানীন্তন সমাজের একটা ধারণার ... পরিচয় পাওয়া যায়, সন্দেহ নাই। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—

Frailty, thy name is woman."
Hamlet, Act I. Scene II.

এই একটি বাক্যেই যত কথা আছে, স্থানান্তরে আবার তাহাই খুলিয়া বলিয়াছেন, যথা—

"Is there no way for men to be, but women
Must be half workers? We are all bastards;
* * * * * * *
* * * * Could I find out
The woman's part in me! For there is no motion
That tends to vice in man, but I affirm
It is the woman's part: be it lying, note it
The woman's; flattering, hers; deceiving, hers;
Lust and rank thoughts, hers, hers; revenges, hers;
Ambitions, covetings, change of prides, disdain,
Nice longing, slanders, mutability,
All faults that may be nam'd, nay, that hell knows,
Why, hers, in part or all: but rather all;
For even to vice
They are not constant, but are changing still
One vice of but a minute old, for one
Not half so old as that. * *

Cymbeline, Act II, scene V.

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের ৩৮শ অধ্যায়ে নারদ-পঞ্চচূড়া সংবাদে স্ত্রীজাতির যে বিষম গ্লানিকর নিন্দার বিবরণ আছে, মহাকবি সেক্সপিয়ার যেন তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন। মহাভারতের সে নিন্দার কথা তুলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অনর্থক দীর্ঘতর করার আবশ্যকতা নাই, কাহারও ইচ্ছা হইলে তিনি উহা দেখিয়া লইতে পারিবেন। তবে তাহার সম্বন্ধে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। তথায় একজন অপবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোক নারীদিগের স্বভাবের বিষয় বর্ণনা

করিয়াছে;—সে আপনার শ্রেণীর লোকদিগের চরিত্র যেরূপ জানে, তাহাই সাধারণ স্ত্রী-চরিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে মাত্র। এই কথা মনে না রাখিলে বিষম ভ্রমে পড়িতে হইবে।

ইংলণ্ডে নারীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে হীন ধারণা ত ছিলই, তদুপরি তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা বা অধিকারও অতিশয় নিম্নস্তরের ছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহাদের অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহার পর হইতে তাঁহাদের অধিকার ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। যে সকল পাঠক স্টুয়ার্ট মিলের রচিত স্ত্রীজাতির অধিকার বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল কথা উত্তমরূপেই জানেন। ইংলণ্ডে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। এখন ক্রমশঃ লোকের মতি গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং আইনের দ্বারাও স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্র, স্বাধীন অধিকার ও স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বামী হইতে স্ত্রীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই আইনতঃ স্বীকৃত হইত না; এমন কি এদেশে, হিন্দুসমাজে যেরূপ সম্পত্তি 'স্ত্রীধন' বলিয়া গণ্য হয় এবং যাহাতে স্বামীর কোনই অধিকার থাকে না, তাদৃশ কোনরূপ বিধানও ইংলণ্ডে ছিল না। অতি অল্পদিন হইল "বিবাহিত স্ত্রীলোকের সম্পত্তি আইন" নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় এই বিষম অভাব দূরীকৃত হইয়াছে। মিল সাহেবের পুস্তকে মদ্যপ, কুচরিত্র এবং অত্যাচারী স্বামীর হস্তে স্ত্রীর লাঞ্ছনার বিবরণ পাঠ করিলে এখনও আমাদের হৃৎকম্প হয়! সে কালে ইংলণ্ডেও নারীদিগের উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ ছিল এবং এখন আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যেরূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা চলিতেছে,—পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও ঠিক সেই সকল যুক্তিতর্কই চলিত। বহু যত্নচেষ্টার ফলে তবে ইংলণ্ডের নারীজাতি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তাই কি ইংলণ্ডে মহিলাগণ পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছেন? না,—তাহা হয় নাই। ইংরেজেরা মুখে যাহাই বলুন, তাঁহারাও আমাদের মত, অথবা আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর, পুরাতনের পক্ষপাতী এবং নূতনের বিরোধী। স্বাধীনতা এবং অবাধ-উন্নতি সম্বন্ধে ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য অপেক্ষা ইংলণ্ড বহু পরিমাণে পশ্চাৎপদ। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজে মহিলা বিদ্যার্থিনীদিগের উপাধিলাভের অধিকার নাই,—ওকালতি ব্যবসায় তাঁহাদের অধিকার নাই,—আর যুদ্ধ সম্বন্ধেও তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিতে হইতেছে। ওদিকে ফ্রান্সে

রীতিমত মহিলা-রেজিমেণ্ট গঠিত হইতেছে,—ইংলণ্ডে কেহ এরূপ প্রস্তাব করিলে লোকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে। আমাদের স্বভাবই এই যে সঙ্গতই হউক বা অসঙ্গতই হউক,—যে বিষয়ে আমরা অভ্যস্ত নহি, তাহা আমাদের হাস্যের কারণ হয়। ভারতীয় প্রজার স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রার্থনা,—ইংলণ্ডের লোকে এখন হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের হোমরুলের প্রস্তাবও ইংরেজ হাসিয়া উড়াইয়াছিলেন; এখন হাসির পরিবর্ত্তে কান্না আসিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মহিলাদিগের ভোট-প্রার্থনাও আর এখন হাসির বিষয় নাই। ইংলণ্ডের প্রবীণ রাজনীতিকগণ যে দিন নারীদিগকে স্বতন্ত্র সম্পত্তির অধিকার দিয়াছিলেন, সেই দিনই তাঁহারা তাঁহাদের ভোটের অধিকার প্রার্থনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা দুই চারি দিন বিলম্ব করিতে পারেন,—কিন্তু নারীদিগের ভোট প্রার্থনা ঠিক হোমরুলের মত শীঘ্রই প্রকৃত-পদার্থে পরিণত হইবে। "No representation, no taxtion'' এই মূল নীতির জয় নিশ্চয়ই হইবে। যাহা হউক, রাজনীতির সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, আমরা ঐ বিষয় পরিত্যাগ করিতেছি। তবে এখন নিশ্চয় কথা এই যে ন্যায্য উন্নতির পথরোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়!" হইবেই হইবে।

মহিলাদিগের অধিকার লইয়া ইংলণ্ডে প্রকৃতই একরূপ যুদ্ধ চলিতেছে। আমাদের দেশের "বর বড় না ক'নে বড়" এবং "শুকসারীর দ্বন্দ্বের" পুনরভিনয় বিলাতে চলিতেছে।* সম্প্রতি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসাব্যবসায়ী † একখানি পুস্তক লিখিয়া নারীজাতি যে প্রকৃত পক্ষে বিদ্যা বুদ্ধি ব্যবসায়ে পুরুষ অপেক্ষা

* প্রসিদ্ধ "সেক শুভোদয়া" রচয়িতা সেকমুখে স্ত্রী চরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকগণ দেখিয়াছেন। তবে ঐ গ্রন্থের কবি গঙ্গানটবধুর মুখে স্ত্রীজাতির পু... উচিত সাফাই জবাব দিয়াছেন। ঠিক সেই শুকশারীর দ্বন্দ্ব। গ্রন্থকার এখানে গঙ্গানটবধুকে "বা... বিলাসিনী" বলিয়াছেন কেন, বুঝিলাম না। নটের বধূ বা স্ত্রী হইলেই যে গণিকা হইতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। গঙ্গানট একজন অভিনেতা, তাহার স্ত্রী অভিনেত্রী ছিল, এইমাত্র তাহা বাক্‌চাতুর্য্য হইতে বুঝিতে পারা যায়।

† "The Unexpurgated Case against "Woman Suffrage" by Sir Almorth Wright, M. D., F. R. S. (Murray & Co.). তিনি একস্থলে বলিয়াছেন "The woman voter would be pernicious to the state, not only because she could not back her vote by physical force, but also by reason of her intellectual defects."

...ট,—তাঁহাদিগের যা কিছু স্বত্ব, অধিকার বা মহত্ব, তাহা পুরুষই আদর করিয়া ...ছে,—স্বয়ং ভগবানই স্ত্রীজাতিকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি ...য়াছেন, ইত্যাকার অতি পুরাতন যুক্তিগুলি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া নূতন করিয়া ...র করিয়াছেন এবং বিদুষী মহিলারা তাঁহার যুক্তিগুলির যথাযোগ্য উত্তর ...য়া ডাক্তার সাহেবকে লইয়া নানাপ্রকার কৌতুক করিতেছেন *। এরূপ ...র ত' আর কখনও শেষ হইবে না। এই "শুক সারীর দ্বন্দ্ব" কে ঘুচাইয়া ...বে, তাহা জানি না। তবে ইহা নিশ্চয় যে ইংলণ্ডকেও ক্রমশঃ স্ত্রীস্বাধীনতা ...স্ত্রীশিক্ষায় অন্য সভ্যদেশের সমকক্ষ হইতে হইবে। আমেরিকার নিগ্রো ...রা আজকাল শ্বেতকায় প্রভুদিগের সমকক্ষ হইতে চাহিতেছে, এবং ...কস্থলে তাহাদের চেষ্টা সার্থক ও হইতেছে; †। আর ইংলণ্ডে, সুসভ্য ...রেজ রাজনীতিজ্ঞগণের—চিরস্বাধীন ইংরেজ বীর পুরুষদিগের, জননী, ভগিনী, ...মিনী এবং কন্যাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ স্বত্ব ও অধিকার বুঝিয়া লইবেন না? ...শ্যই লইবেন। ভগবান্ সৃষ্টিকালে নারীকে নর অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট ...রিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, একথা কে স্বীকার করিবে?

এখন একবার নিজের দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমাদের সংস্কৃত ...হিত্যের মহাকবিগণ স্ত্রীচরিত্রের মন্দ দিক্ আদৌ চিত্রিত করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। মহাকবি ভবভূতি এ সম্বন্ধে অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপিত

* একজন বিদুষী ডাক্তারসাহেবের পুস্তকের দীর্ঘ সমালোচনার পরে বলিয়াছেন,—"She could imagine his feelings he had been present at the creation of woman. His secret thought would have been, she was certain that woman was a mistake, a kind of indiscretion on the part of the Creator." ...কেমন তীব্র বিদ্রূপ! এই বিদুষীর নাম Mrs. Walker Gallichan এবং তিনি Women's Freedom League at Caxton Hall এ সম্প্রতি বক্তৃতা করিতে গিয়া Sir Almost সাহেবের ...স্তকের সুতীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ব্যারিষ্টারী করিবার অধিকারের প্রার্থনায়ও বিদুষী মহিলাগণ তুমুল আন্দোলন করিতেছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, Netherlandএ ৪৩ জন ও প্যারিসে ২০জন মহিলা ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় করিতেছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মহিলা ব্যবহারজীবীর সংখ্যা এত অধিক যে তাঁহারা স্বয়ং একখানি পত্র চালাইতেছেন; নরওয়ে, ডেন্মার্ক এবং ...ইংলণ্ডেও নারীরা আইনের ব্যবসায় করিতেছেন। অবশেষে একজন বলিয়াছেন যে মহিলারা ...গ্রহণ না করিলে এই ব্যবসায় honest profession বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না।

† যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি ১,০০,০০,০০০ (এক কোটী) নিগ্রো আছে, তাহাদের মধ্যে ...শতকরা ১০ জন লিখিতে পড়িতে পারে এবং তাহাদের ভোট দিবার অধিকার আছে। যুক্তরাজ্যে ...শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়দিগের মধ্যে সাম্য ও স্বাধীনতা লইয়া তুমুল বিবাদ চলিতেছে।

করিয়াছেন। তাঁহার "মহাবীরচরিত" নাটকে তিনি কি কৌশলে কৈকে[illegible] চরিত্র বাঁচাইয়া গিয়াছেন,—দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়! তিনি রা[illegible] বনবাস ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া রাবণ, মাল্যবান এবং শূর্প[illegible] সৃষ্ট এক প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের কল্পনা করিয়াছেন*। "উত্তররামচরিতে" [illegible] স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"যথা বাচাং তথা স্ত্রীণাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ।"

রাজর্ষি কবি ভর্ত্তৃহরি তাঁহার শতককাব্যে স্ত্রীজাতির সামান্য নিন্দা করিয়াছে[illegible] বটে, কিন্তু অন্যত্র ততোধিক প্রশংসা করিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চি[illegible] করিয়াছেন। "বত্রিশসিংহাসনম্'' নামক পুস্তকে মহাভারতীয় পঞ্চচূড়া অপ্স[illegible] কথিত নিন্দার পুনরাবৃত্তি আছে, কিন্তু এই পুস্তক যে মহাকবি কালিদাসে[illegible] লেখনী প্রসূত, তাহা কোন পণ্ডিতেই স্বীকার করেন না। ফলতঃ মহাভারতে[illegible] পঞ্চচূড়া অপ্সরার বলিয়া কথিত নিন্দা যিনি রচনা করিয়াছিলেন,—তাঁহার ম[illegible] নারী নিন্দক (এবং ভবভূতির মতে সুতরাং দুর্জ্জন) বোধ হয় ভারতে আ[illegible] দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই রচনা যে কতদিনের প্রাচীন, তাহ[illegible] আমরা বলিতে অক্ষম,—তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে উ[illegible]

* "মাল্যবান্—যা সা রাজ্ঞা দশরথেন প্রাক্প্রতিশ্রুতবরদ্বয়া রাজ্ঞী ভরতমাতা কেকে[illegible] তস্যা মন্থরা নাম পরিচারিকা দশরথস্য বার্ত্তাহারিণী মিথিলামযোধ্যাতঃ প্রেষিতা মিথিলোপক[illegible] বর্ত্ততইতি সংপ্রত্যেব মম নিবেদিতং চারৈঃ। তস্যাস্ত্বয়া শরীর মাবিশ্যৈবমেবং চ কর্ত্তব্যম্। (ই[illegible] কর্ণে কথয়তি।)" চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভক।

এই পরামর্শানুসারে শূর্পণখা মন্থরাশরীরে প্রবেশ করত (রাম লক্ষ্মণ যে সময়ে বধূগণে[illegible] লইয়া অযোধ্যা আসিতেছিলেন,) পথিমধ্যে রামকে নিম্নলিখিত কৃত্রিম পত্র প্রদান করিলেন—

"অন্যেকেন বরেণ বৎস ভরতো ভোক্তাধিরাজ্যস্য তে
যাত্বন্যেন বিহায় কালহরণং রামো বনং দণ্ডকাম্।
তস্মাং চীরধরশ্চতুর্দ্দশ সমাস্তিষ্ঠত্বসৌ তং পুনঃ
সীতা লক্ষ্মণ মাত্রকাং পরিজনাদন্যো ন চানুব্রজেৎ ॥ ৪২ ॥ চতুর্থাঙ্ক।
মহাবীর চরিতে"

রাম এই আজ্ঞা পত্র পাইয়াই হৃষ্টান্তঃকরণে নিজে পিতার নিকট অনুমতি লইয়া সীতা লক্ষ্[illegible] সহিত বন গমন করিলেন। কবি কৈকেয়ীর চরিত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই কাল্পনিক ষড়যন্ত্[illegible] সৃষ্টি করিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র যে এরূপ পরিবর্ত্তন অনুমোদন করেন, তাহা বলা[illegible] বাহুল্য।

[illegible]ক নহে,—যেহেতু বর্ত্তমান প্রচলিত মনুসংহিতাতেও ঐ নিন্দার ভাব ও [illegible] অবিকল গৃহীত হইয়াছে। আমরা পাঠক মহাশয়দিগের অবগতির নিমিত্ত [illegible]হিতা হইতে স্ত্রীজাতির প্রশংসা ও নিন্দা বিষয়ক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত [illegible]তেছি।

প্রথমতঃ তৃতীয় অধ্যায়ে,—

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যাভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ৫৫ ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রা ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫৬ ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ ৫৭ ॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্য প্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যা হতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥ ৫৮ ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈ নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ ॥ ৫৯ ॥
সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈধ্রুবম্ ॥" ৬০ ॥

ইহা অকপট স্ত্রী প্রশংসা। এখানে শ্রীশ্রীমনু মহরাজ স্পষ্টই বলিতেছেন—[illegible]হারা কুলের কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ব স্ব কন্যা, ভগিনী, [illegible]ী, ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতি মহিলাকে যথেষ্ট সম্মান এবং নানাবিধ অলঙ্কার দান [illegible]রিয়া সন্তুষ্ট করা উচিত। যে গৃহে মহিলাকুলের প্রকৃত পূজা বা সম্মান [illegible]াছে, তথায় দেবতারাও সন্তুষ্ট থাকেন, আর যে গৃহে নারীর মান নাই,—[illegible]থায় ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই নিষ্ফল। যে কুলের কুলমহিলাগণ অসম্মান জনিত [illegible]নস্তাপে কাতর হন,—সে কুল বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং যে কুলে তাঁহারা সর্ব্বদা [illegible]সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলের ক্রমশঃই বৃদ্ধি হয়। মহিলাগণ অসম্মানিত হইয়া যে [illegible]ুলের প্রতি অভিশাপ প্রদান করেন, সেই কুল আভিচারিক মন্ত্রাহতের ন্যায় [illegible]একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য, যে সকল মানব নিজ নিজ মঙ্গল, উন্নতি [illegible] এবং ঐশ্বর্য্যের কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বদাই মহিলাদিগকে যথাযোগ্য [illegible]ভোজন, পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কারাদি দিয়া পূজা করা উচিত; বিশেষতঃ কোন

উৎসব বা সৎকার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ অর্চ্চনা করা [illegible] যে সংসারে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরে পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট,—তথায় কল্যাণ চি[illegible] বসতি করেন।”

মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের প্রথম হইতে অষ্টাবিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত স্ত্রীপুর[illegible] পালনীয় ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। তথায় প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দার ভাগই অধিক[illegible] আমরা কায়স্থ-পত্রিকার ক্ষুদ্রদেহনিবন্ধন ঐ অষ্টাবিংশতিটী শ্লোকের মর্ম্মানু[illegible] মাত্র প্রদান করিলাম—

প্রথমে সাধারণ নারী সম্বন্ধে বলিতেছেন—

“পুরুষেরা নিজ নিজ পরিবারের মহিলাদিগকে কদাচ স্বাধীনভাবে থাকি[illegible] দিবেন না; তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট বিষয়ে নিযুক্ত করত আপনাদের বশে রাখিবে[illegible] পিতা কৌমারে, স্বামী যৌবনে এবং পুত্রগণ বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীজাতির রক্ষ[illegible] তাঁহারা কদাপি স্বাধীনতার যোগ্য নহেন। যথাকালে যদি বিবাহ দিতে [illegible] পারেন, তাহা হইলে পিতা, ঋতুরক্ষা, না করিলে পতি এবং স্বামীর মৃত্যুর প[illegible] যথা নিয়মে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে না পারিলে পুত্র—লোকসমাজে নিন্দনী[illegible] হন। অতি সামান্যরূপ দুষ্ট প্রসঙ্গ হইতে নারীজাতির রক্ষা করা কর্ত্তব্য[illegible] কারণ, তাঁহারা অরক্ষিতা হইলেই পিতৃকুল ও পতিকুল,—এই উভয় কুলে[illegible] শোকের কারণ হইয়া থাকেন। সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই স্ত্রীজাতির রক্ষ[illegible] বেক্ষণ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; দুর্ব্বল হইলেও স্বামিগণ ভার্য্যাকে রক্ষা করিবার [illegible] যত্ন করিয়া থাকেন। যিনি সযত্নে নিজ ভার্য্যাকে রক্ষা করেন, তিনি নি[illegible] সন্তান সন্ততি, চরিত্র, কুল এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পতি[illegible] নিজে ভার্য্যাতে প্রবেশ করিয়া সংসারে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন; জায়াতে[illegible] আত্মা জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্যই তাঁহার “জায়াত্ব”।* নারী যে[illegible] পুরুষকে ভজনা করে, ঠিক তাদৃশ রূপগুণসম্পন্ন পুত্রই উৎপাদন করে[illegible] এই কারণে, বিশুদ্ধ সন্তানোৎপাদন জন্য স্ত্রীকে অতি যত্নে রক্ষা করিবে। কে[illegible] কখনই বলপূর্ব্বক নারীগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না, তবে, অর্থের সংগ্রহে[illegible] ও ব্যয় সাধনে, শরীরের ও গৃহদ্রব্যাদির পরিচ্ছন্নতায়, অন্নব্যঞ্জনা[illegible]

* তথাহি বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে,—“পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভোভূত্বেহ মাতরম্।
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে।
তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥”

† অর্থের সংগ্রহেও মহিলাদিগকে নিযুক্ত করিবার উপদেশ রহিয়াছে।

[illegible]র্য্যে ও গৃহোপকরণ দ্রব্য সমূহের তত্ত্বাবধান ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া [illegible]দিগকে রক্ষা করা যাইতে পারে। আত্মীয় পুরুষেরা মহিলাদিগের ইচ্ছার [illegible] গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না; তাঁহারা [illegible] আপনাদিগকে রক্ষা করিলেই তবে সুরক্ষিত থাকেন* মদ্যপান, অসৎ [illegible] সহিত পরিচয়, পতির সহিত বিরহ, যথেচ্ছভ্রমণ, অকালে নিদ্রা এবং [illegible] বাস এই ছয়টী নারীদিগের চরিত্রস্খলনের কারণ। ৯-১৩

[illegible]পর লঘুচিত্ত নারীর কথা কথিত হইয়াছে—

[illegible] নারী পুরুষের সৌন্দর্য্য দেখেনা,—তাহার বয়স সম্বন্ধেও বিবেচনা করে না, [illegible] হউক আর কুরূপ হউক, পুরুষ হইলেই হইল,—পুরুষ পাইলেই ভোগ [illegible] থাকে। তাহারা স্বভাবতঃ পুরুষ দেখিলেই তৎপ্রতি স্পৃহাবতী, চঞ্চলচিত্ত [illegible] স্নেহহীন, এইজন্য স্বামী সযত্নে রক্ষা করিলেও স্বামীর অপ্রিয় করে (অর্থাৎ [illegible]চার দোষে লিপ্ত হয়।) প্রজাপতির সৃষ্টি হইতেই স্ত্রীজাতির স্বভাবই এইরূপ, [illegible] জানিয়াই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পুরুষের পক্ষে পরম যত্নকরা [illegible]। শয্যা, আসন, অলঙ্কার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা এবং কুচর্য্যা—[illegible]গুলি নারীগণের জন্যই মনু সৃষ্টি করিয়াছেন। জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া কালে [illegible] মন্ত্রোচ্চারণ হয় না, ধর্ম্মশাস্ত্রের ইহাই বিধান; ইহারা নিরিন্দ্রিয়, অমন্ত্র [illegible] অসত্য,—ইহাও শাস্ত্রের মর্য্যাদা। স্ত্রীগণের ব্যভিচারশীলতার সম্বন্ধে [illegible] শ্রুতি পঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত বিধান সম্বন্ধে যে শ্রুতি [illegible], তাহা শুনুন। “আমার মাতা যে অপতিব্রতা হইয়া পরপুরুষের প্রতি [illegible] করিয়াছেন—ঐ দুষ্টতাকে আমার পিতা শুদ্ধ বীর্য্য দ্বারা শুদ্ধ করেন” [illegible]প অর্থজ্ঞাপক মন্ত্র শ্রুতিতে আছে †। স্ত্রীলোক পরপুরুষ সংকল্প করিয়া [illegible] যাহা কিছু অনিষ্ট করে, এই মন্ত্র দ্বারা সেই মানসব্যভিচারের সম্যক্ [illegible]শ্চিত্ত হইয়া থাকে। নদীর জল মিষ্ট হইলেও লবণাম্বু সমুদ্রে পড়িয়াই

* নীতিশাস্ত্রও বলিয়াছেন—“চরিত্রাবরণাস্ত্রিয়ঃ।” আরব্যোপন্যাসে সিন্দুকে চাবি দিয়া একটি [illegible]কে বন্ধ করিয়া রাখার বিফলতা বেশ দেখান হইয়াছে।

† এখানে মানস ব্যভিচারের কথা বলা হইয়াছে। মূলে আছে “যন্মেমাতা প্রলুলুভে” [illegible]কও টীকা মুখে লিখিয়াছেন “পরপুরুষ প্রতি সঞ্জাতলোভাভূৎ” অথচ ভাটপাড়ার [illegible] শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত (?) বঙ্গানুবাদে আছে “আমার মাতা অসতি ভাবাপন্না [illegible]যে পরগৃহবাসাদি করিয়াছেন—” ইত্যাদি “অসতীভাবাপন্না হইয়া পরগৃহবাসাদি” আদি-[illegible] এই অনুবাদে স্থানে অস্থানে প্রচুর) অর্থ কি? যাঁহারা যেরূপ বাঙ্গলা পড়িবেন, [illegible]হারা মানস ব্যভিচার কেমন করিয়া ঠিক করিবেন?

...লবণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্ত্রী যেরূপ যেরূপ গুণবান্ স্বামীর সহিত ... সেইরূপ গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিকৃষ্টকুলসম্ভূতা অক্ষমালা বশিষ্ঠের ... এবং শারঙ্গী নন্দপালের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। ... এবং আরও কতকগুলি নারী অধম জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় স্বীয় ... গুণে বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১৪—২৪॥

এই স্থলে নারীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন,—

স্ত্রীপুরুষ—এই উভয়ের প্রকৃত মঙ্গলজনক লোকাচার ধর্ম্মের বর্ণনা ... হইল। এক্ষণে ইহপরলোকে সুখদায়ক সন্তান-ধর্ম্ম বলিতেছি। ... সন্তানোৎপাদনের কারণ এবং তজ্জন্য মহা সৌভাগ্যশালিনী, তাঁহারা সম্মানের উপযুক্ত ও গৃহের শোভাস্বরূপ; গৃহীর পক্ষে স্ত্রীই শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী, ... উভয়ের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। পুত্রকন্যার উৎপাদন, তাহাদের প্রতিপালন এবং প্রত্যহ যে লোকাচার ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, সকলেরই মূল স্ত্রী। সন্তানোৎপাদন, অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, উত্তমা রতি এবং পিতৃগণের ও নিজের স্বর্গপ্রাপ্তি, সকলেই স্ত্রীর একান্ত অধীন ॥২৫—২৮॥

আমরা উপরে মূলের সংক্ষেপ মর্ম্মানুবাদ দিলাম। তাহার ১৪শ হইতে ... শ্লোকে নারীনিন্দা বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে; এই মর্ম্মার্থের প্রতি নি... পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি পতিত হওয়ায় বিশেষ প্রয়োজন। যুক্ত প্রদেশের আর্য্য... সমূহের প্রধান নায়ক, সামবেদ এবং বিবিধ দর্শন গ্রন্থের ভাষ্যকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তুলসীরাম স্বামী মহোদয় স্বকৃত হিন্দি অনুবাদের ভিতর এই শ্লোকগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কৌতূহলী পাঠকের জন্য আমরা ... এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম, এই নিন্দাগুলি অনুশাসনপর্ব্বোক্ত পঞ্চচূড়ার নি... গৃহীত হইয়াছে কি না, তাহাও সুধিদিগের বিবেচনার বিষয়।

"শ্লোকগুলির মর্ম্ম হইতে চাণক্যাদির সময়ে লোকে নারী জাতিকে যেরূপ অবিশ্বাস করিত সেইরূপ অবিশ্বাসের ছটা বাহির হইতেছে। চতুর্দ্দশ শ্লোকে লেখা হইয়াছে নারীগণ পুরুষের সৌন্দর্য্য ও বয়সের অপেক্ষা করেনা,—কিন্তু লোকাচার দেখ, তিনকালে কোথায়ও ঐরূপ দেখিতে পাইবে না যে তাঁহারা পুরুষের সৌন্দর্য্য এবং যৌবনের প্রার্থনা করে না, একটা যেমন তেমন পুরুষ পাইলেই মত্ত হইয়া যায়। যদি কখনও কোথায় অত্যন্ত কামাসক্তা স্ত্রীর এরূপ ... দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু পুরুষেরও ইহার অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব,—স্ত্রীজাতির নিন্দা করা অনুচিত। পঞ্চদশ শ্লোকে এই দোষ বলা হইয়াছে যে ... চিত্ত চঞ্চল ও পুরুষের প্রতি ধাবিত হয় এবং উহাদের স্নেহ বা প্রীতি নাই। ...

...পুরুষের কম নহে;—আর পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর স্নেহ নিশ্চয়ই অধিক। ষোড়শ শ্লোকে ...দের এই সকল দোষ যখং ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, বলা হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে উহাদের ...ই স্বভাব কখনও ধর্ম্মানুকূল বিশুদ্ধ হইতে পারে না। এই বাক্য দ্বারা প্রাচীন কালের ...খ্যাত সাধ্বী দেবীদিগের যে কেবল অতি ঘৃণিত নিন্দা করা হইয়াছে তাহা নহে; বর্ত্তমান এই ...র সময়েও পুরুষ যাহাই করুক, স্ত্রীলোকের মধ্যে অধিকাংশই সতী দেখিতে পাওয়া যায়, ...হাদিগেরও অনর্থক মিথ্যা নিন্দা করা হইয়াছে। সপ্তদশ শ্লোকে যে শয্যাসনাদিদোষের উল্লেখ ...রা হইয়াছে'—এই সকল দোষ পুরুষদিগেরও কম নাই। আর এই শ্লোকে যে "মনু সৃষ্টি করিয়াছেন" লেখা হইয়াছে,—তাহাতে এই প্রকরণগত স্ত্রীনিন্দা অপরের কৃত (মনু কৃত নহে) ...লিয়া সন্দেহ হইতেছে। আর মনুর এই অপবাদও অমূলক। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করার ...তিরিক্ত দোষযুক্ত স্ত্রীজাতিরও কি সৃষ্টি করিয়াছিলেন? আর এই সকল দোষ ত নারীগণের ...একচেটিয়া নহে, -পুরুষদিগেরও ত এই সকল দোষ আছে। অষ্টাদশ শ্লোকে স্ত্রীলোককে নিরিন্দ্রিয় ... অসত্য বলা হইয়াছে, উহা তাহা মিথ্যা (খেত বুঁট)। যেহেতু স্ত্রীজাতি হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় ...কেই বিদ্যমান্ আছে। হাঁ, উহাদের অমন্ত্রক ক্রিয়ার ব্যবস্থাদি অজ্ঞান অথবা পক্ষপাত মূলক ...লা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে এই বিষয়ে বেদের শ্রুতি প্রমাণ আছে ...এবং বিংশ শ্লোকে কোন নমুনা দেখান হইয়াছে। পরন্তু এই শ্রুতি বেদের কোথাও নাই,—উহা ...র্ব্বথা অসত্য। একবিংশ শ্লোকে এই অসত্যকল্পিত শ্রুতিকে মানসব্যভিচাররূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ...লা হইয়াছে। দ্বাবিংশ হইতে চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে বসিষ্ঠ ও মন্দপাল ঋষির স্ত্রী অক্ষমালা এবং শারঙ্গী ...নীচযোনি হইতে উৎপন্ন হওয়ার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণিত করার চেষ্টা হইয়াছে যে গুণবান ...ন যদৃচ্ছা নীচ স্ত্রী বিবাহ করিতে পারেন, ঐ নীচ স্ত্রী পুরুষের সঙ্গগুণে পতিব্রতা লাভ করিবে। ...পুরুষ বড় স্বতন্ত্র এবং স্পর্শমণি ছিলেন!! আর পূর্ব্বে দ্বিজগণের সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিবার ব্যবস্থা ...য়া হইয়াছে;—এই সকল বাক্যদ্বারা যে তাহার প্রতিবাদ এবং বিরুদ্ধ কথা বলা হইয়াছে,— ...ই সকল শ্লোকের রচনাকারী তৎসম্বন্ধে কোন আশঙ্কা করেন নাই;—আর মন্দপাল মনু ও ...র অনেক পরের লোক,—তথাপি ঐ উদাহরণে "জগাম" এই পরোক্ষভূতার্থ লিট্‌লকার ...যোগ দ্বারা অত্যন্ত প্রাচীনকালের, অসম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল কারণে আমার ...তে এই রচনা অর্ব্বাচীনযুগের বলিয়া বোধ হয়। আর ত্রয়োদশ শ্লোকের পর পঞ্চবিংশ শ্লোকই ...ক মিলিয়া যাইতেছে।"

এক্ষণে মনু মহারাজের বাক্যের পর তান্ত্রিক সাহিত্য হইতে এ সম্বন্ধে কিছু উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। তান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের সম্মান সামান্য নহে—সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ইংরেজ সুপণ্ডিত বিচারপতি এই তন্ত্রের ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং অনেক সাময়িক পত্রে ...ই অনুবাদের প্রশংসাবাদ খুব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ...উল্লাস হইতে স্ত্রী-পুরুষের লোকাচার ধর্ম্মমূলক কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত ...তেছি,—

"ন ভার্য্যাং তাড়য়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোর কষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥৩৯॥
স্থিতেষু স্বীয় দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বাংস্তথা নারকী ভবেৎ ॥৪০॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্ত ভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ ॥৪১॥
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃত ভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ ॥৪২॥
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্য নিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাম্ ॥৪৩॥
যস্মিন্ নরে মহেশানি তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বোধর্মঃ কৃতস্তেন ভবতী প্রিয় এব সঃ ॥৪৪॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা ॥"৪৭ ॥

ভাবার্থ;—স্ত্রীকে কদাচ প্রহার অথবা তিরস্কার করিবেনা,—সতত অতিশয় সম্মানের সহিত,—এমন কি মায়ের মত,—পালন করিবে। সাধ্বী এবং পতিব্রতাস্ত্রীকে কথনও ত্যাগ করিবে না,—ঘোর কষ্টে পড়িলেও না। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কথনও দুষ্টভাবে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করিবেনা,—এবং স্পর্শ করা দূরে থাকুক, পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জন বাস, অথবা হাস্যপরিহাসও করিবে না এবং তাহাদিগের নিকট নিজের বীরত্ব কি পটুত্ব দেখাইবে না।* অন্ন বস্ত্র ও অর্থ দ্বারা এবং সর্ব্বোপরি শ্রদ্ধা, প্রেম এবং মিষ্টবাক্য দ্বারা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখিবে, কথনও তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না। যাত্রা, থিয়েটারে, তীর্থাদিতে, কিম্বা উৎসব স্থলে পুত্র অথবা বিশ্বস্ত লোক না দিয়া কথনও স্ত্রীকে পাঠাইবে না। হে দুর্গে,—পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিলে,—তাঁহার সকল ধর্ম্মই করা হইয়াছে,—এবং তিনি তোমারও প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন বুঝিতে

* শৌর্য্যবীর্য্য এবং পটুতা প্রদর্শন পুরুষের পক্ষে স্ত্রীজাতির মনোহরণের উপায়। এই উপায় কেবল মানবজাতির মধ্যেই কার্য্যকর নহে,—পশুপক্ষ্যাদি ইতরজীবের মধ্যেও এই উপায়ের ফল খুব প্রবল। মহাত্মা Daruwin তাঁহার origin of speeis পুস্তকে ইহার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। এই বিষয়টি বড়ই আমোদপ্রদ এবং শিক্ষাজনক; যাঁহারা পড়েন নাই, তাঁহাদের পড়া উচিত।

হইবে। পুত্রকে ত শিক্ষা দিতেই হইবে,—অপরন্তু কন্যাকেও ঠিক পুত্রের ন্যায়ই শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহার পর ধনরত্ন সহিত বিদ্বান্ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে স্বামীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে,—তাহা সুসভ্যসমাজের পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে,—বলিতে হইবে। কন্যার সম্বন্ধেও পিতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কন্যাকে যে লেখা পড়া শিখাইতে হইবে,—তাহা অতি স্পষ্ট ভাষায় এই তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে উপদেশ আছে,—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।" ১১।২৪০।১৮ ॥

অর্থাৎ কন্যাও (পুত্রের ন্যায়) ব্রহ্মচর্য্য সেবা করিয়া তাহার পর যুবা পতি লাভ করিবেন। এই তন্ত্রও ঠিক এই বেদবাক্য অনুসরণ করিয়াই উল্লিখিত অনুশাসন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" টি যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন*, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। এই তন্ত্র বালিকা বিবাহের আদৌ পক্ষপাতী নহেন;— তিনি স্পষ্টই আজ্ঞা করিয়াছেন,—

"অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদা মজ্ঞাত পতি সেবনাম।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনাম্ ॥" ১০ ॥

এখানে পাঠক লক্ষ্য করিবেন, বিধিমূলক বিধিলিঙ্ লকারের প্রয়োগ আছে। —যাঁহারা তন্ত্রের আদেশ মান্য করিয়া চলেন, তাঁহাদের এই সুস্পষ্ট শিববাক্য, "পিতা কদাপি, পতির যথার্থ মর্য্যাদা জ্ঞানশূন্যা পতিসেবা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা এবং স্ত্রীধর্ম্ম পরিপালনে অক্ষমা অথবা স্ত্রীধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র-শাসনে অজ্ঞা, বালিকা † কন্যার বিবাহ দিবেন না! এই আদেশ দ্বারাও প্রাচীন শ্রুতিপথবিহিত যৌবন বিবাহেরই সমর্থন করা হইয়াছে। মনুসংহিতার সহিত এই তন্ত্রের এ সম্বন্ধে বেশ একবাক্যতা করা যাইতে পারে। (ক)

* অনেকেই জানেন তন্ত্রশাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ; মহানির্ব্বাণ তন্ত্র কোন কোন স্থলে বৈদিক আচার ব্যবহারের নিন্দা করিলেও বহুস্থানেই সংস্কারাদি ধর্ম্মকার্য্যে অনেক বেদমন্ত্র অবিকল উদ্ধৃত করিয়া বেদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন।

† এস্থলে "বালা" শব্দের সাধারণ অর্থ ("বাল" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ—বালা) গ্রহণ করা হইল,—নচেৎ উহার পারিভাষিক অর্থ ("আষোড়শাদ্ ভবেদ্ বালা" জয়দেবের রতিমঞ্জরী—) গ্রহণ করিলে বলিতে হয়, এই তন্ত্র ষোড়শ বর্ষের উদ্ধ বয়স্ক কন্যার বিবাহ দিতে আদেশ দিয়াছেন।

(ক) প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নারীর নিন্দা ও প্রশংসা। তন্মধ্যে বিবাহের কাল বিচার কেন? অবান্তর প্রয়োগে পাঠক সন্তুষ্ট হন না। কাঃ পঃ সঃ।

যাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, অর্থাৎ আমাদিগের শাস্ত্রে স্ত্রী... এবং নিন্দা উভয়ই আছে। • পুরুষেরাই সকল গ্রন্থের সূচক, তাঁহাদিগের রুচি... অনুসারে নারীজাতির স্তুতি অথবা নিন্দা গ্রন্থসমূহে স্থান পাইয়াছে। এসম্বন্ধে একটি কথা আমাদের বলিবার আছে,—আমরা অকপট এবং নির্ভয়ে তাহা বলিতেছি। বৈদিক সাহিত্য এবং বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্য্যমহিলার সম্মান এবং অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কায়স্থ পত্রিকায় গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এসম্বন্ধে আমরা কতকগুলি প্রমাণ দিয়াছি। বেদে স্ত্রীজাতির অধিকার থাকার কথা অন্বেষণ করিয়া পরিশ্রম স্বীকারও নিতান্ত অনর্থক,—কারণ ঋগ্বেদের অনেকগুলি মন্ত্রের দ্রষ্টা নারী। যাঁহারা অতি সামান্য রূপও বেদের অনুশীলন করিয়াছেন,—তাঁহারাও লোপামুদ্রা, বাক্ ও কক্ষীবান্ ঋষির কন্যার নাম অবশ্যই শ্রুত আছেন। বেদান্ত বা উপনিষচ্ছাস্ত্র যিনি স্পর্শ করিয়াছেন,—তিনিই মহাবিদুষী, ভারত প্রখ্যাত ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্য মুনির সহিত সমানভাবে শাস্ত্রবিচার ক্ষমা গার্গীর নাম অবগত আছেন। অধিক কি,—মহাভারত পাঠকেরাও জনকরাজার সহিত সুলভা নাম্নী ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শিনী মহিলার তর্কযুদ্ধের কথা জানেন। ব্যাকরণ ও মীমাংসাদি শাস্ত্রে যে মহিলারা পূর্ব্বে অধ্যয়ন অধ্যাপনা উভয়ই করিতেন,—তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কর্ম্মী মণ্ডণমিশ্রের (সুরেশ্বরাচার্য্য সন্ন্যাসাশ্রমের নাম) বিদুষীভার্য্যার সহিত ভাষ্যকার শ্রীমান্ আচার্য্যদেবের বাদপ্রতিবাদের কথাও এখন সুবিদিত। মহাভারতে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সাবিত্রী প্রভৃতি রাজকন্যার এবং মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণে রাজ্ঞী মদালসা দেবীর যে উজ্জ্বল চিত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা কাল্পনিক বলিবার উপায় নাই। মহাকবি কালিদাসের নাটকগুলিতে দেখা যায় যে রাজকন্যাগণ সাহিত্য সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন ;—অধিক কি, অন্তঃপুরের দাসীরাও সাহিত্যে পারদর্শিনী ছিলেন *। মহাকবি,—অসামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন,—এরূপ কথা বলিলে কেবল যে তাঁহার প্রতিভার অবমাননা করা হয়, তাহা নহে,—সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রকেও অধঃপাতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। শকুন্তলা এবং উর্ব্বশী কবিতা রচনায় নিপুণা, মালবিকা, নৃত্যগীতে নিপুণা * তাহা ত চিত্রিতই হইয়াছে,—তাহার উপর রাজ্ঞী শর্ম্মিষ্ঠা এক-খানি প্রসিদ্ধ নাটক রচয়িত্রী বলিয়া মহাকবি কালিদাস নিজ গ্রন্থে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন †। অধুনা ভদ্রমহিলারা কোনরূপ অভিনয়,—সবাকই হউক আর নির্বাকই হউক, করিলে তাহা নিতান্ত নিন্দার কথা বলিয়া ধিক্কৃত হয়। আধুনিক হিন্দু-সমাজ সর্ব্বপ্রকার অভিনয়কে সম্ভবতঃ দুর্নীতিমূলক মনে করেন, নতুবা এই পরমরম্য কলাবিদ্যার প্রতি এত অনাদর কেন? রামায়ণে দেখুন,—অযোধ্যানগরী নারীনাট্যালয়ে পূর্ণ ছিল;—মহাভারতে দেখুন,—রাজকন্যাদিগকে নাট্যাচার্য্য রাখিয়া রীতিমত নৃত্যগীতে শিক্ষা দেওয়া হইত ‡ কালিদাস রাজকন্যা মালবিকার চরিত্র অঙ্কণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে তিনি অভিনয় বিদ্যায় সম্পূর্ণ বিদুষী ছিলেন § অতএব দেখা যাইতেছে যে বৈদিক আচার ব্যবহারের প্রভুত্বকালে, ভারতের আর্য্য-মহিলা বেদ বেদান্ত, নীতি, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, নৃত্যগীত,—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায়, সুভূষিত হইয়া সুসভ্য জাতির জননী ও সহধর্মিণীর উপযোগী সমাদর এবং পূজা লাভ করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতগণের মতে, বৈদিকযুগের পরেই বৌদ্ধযুগ।—আমরা বৌদ্ধসাহিত্যে নিতান্তই অনিপুণ,—তথাচ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়দিগের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারা যায় যে বৌদ্ধযুগেও আর্য্যনারীর মহিমা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসাদিগের ন্যায় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনীগণও মঠের সর্ব্বপ্রকার অধিকার

* "বিক্রমোর্ব্বশী" নামক বিখ্যাত নাটকের (বা ত্রোটকের) দ্বিতীয়াঙ্কে রাজা পুরূরবার প্রতি নিতান্ত আকৃষ্টহৃদয়া উর্ব্বশী, প্রতিষ্ঠান রাজধানীয় অন্তঃপুরস্থিত প্রমদোদ্যানে উপস্থিত হইয়া রাজার উদ্দেশ্যে ভূর্জপত্রে লিখিত একখানি প্রেমপত্র নিক্ষেপ করেন। মূর্খ বিদূষক ঐ পত্র হারাইয়া ফেলিবার পর উহা বাতাসে উড়িয়া রাণীর নূপুরে লাগিয়া যায়; রাণীর আদেশমত দাসী উহা পাঠ করিয়া বলিল "মহারাঅং উদ্দিসিঅ উর্ব্বসী অক্খরঅং কব্ববন্ধং ত্তি তক্কেমি—" অর্থাৎ ইহা মহারাজের উদ্দেশ্যে উর্ব্বশী লিখিত কবিতা,—বুঝিতে পারা যাইতেছে।

* মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে, মালবিকা এবং রাজ্ঞী ব্যতিরিক্ত পণ্ডিতা কৌশিকী নারী ও আর একটি বিদুষী মহিলার চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি অন্যান্য শাস্ত্র ব্যতীত নাট্যশাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। রাজা তাঁহাকে দুইজন নাট্যাচার্য্যের দক্ষতা বিচারের মধ্যস্থা মানিয়াছেন। নাট্যাচার্য্যদ্বয়ও সেই নারীর মধ্যস্থতা অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রথমাঙ্ক দ্রষ্টব্য।

† শর্ম্মিষ্ঠা কৃত "পুলিক" নাটক অভিনয় করা দুরূহ তাহাও বলা হইয়াছে। মালবিকা প্রথমাঙ্ক।

‡ রামায়ণ, আদিকাণ্ড, পঞ্চমসর্গে অযোধ্যাবর্ণনে "বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্ব্বতঃ পুরীম্।১২।" অর্থাৎ অযোধ্যার "সর্ব্বত্রই সীমন্তিনীদিগের নাট্যশালা ছিল" (বঙ্গবাসীর তর্করত্নানু-বাদ)। মহাভারতে মহাবীর অর্জ্জুনের অজ্ঞাতবাসকালে মৎস্যরাজান্তঃপুরে নাট্যাচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সুপরিজ্ঞাত।

§ অভিনয় পঞ্চাঙ্গ, যথা,—"চিত্তাক্ষিভ্রূ হস্তপাদৈরঙ্গৈ চেষ্টাদি সাম্যতঃ।
পাত্রাদাবস্থাকরণং পঞ্চাঙ্গাভিনয়ো মতঃ॥"

পাইতেন,—তাঁহারাও ধর্ম্মপ্রচার নিমিত্ত দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিতেন। [illegible] কি, রাজকুমারী অশোকদুহিতা সঙ্ঘমিত্তা (সংঘমিত্রা,—সম্ভবতঃ ইহা [illegible] সন্ন্যাসাশ্রমের নাম) ভ্রাতা মহিন্দের (মহেন্দ্র) সহিত একযোগে [illegible] নির্ব্বাণধন বিলাইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগের পর পৌরাণিক ও তান্ত্রিকযুগ [illegible] তাহার পরে সর্ব্বশেষে নিবন্ধ-যুগ। পৌরাণিক যুগেই অথবা তাহার কিঞ্চিৎ [illegible] চাণক্যাদি প্রণীত অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের প্রচার হয়, এবং ঐ সকল [illegible] স্ত্রীজাতির নিন্দা কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি, যতদিন বৌদ্ধপ্রভাব [illegible] বলবৎ ছিল, তদবধি,—ঐসকল স্ত্রীনিন্দা কেবল পুঁথিগত ছিল বলিয়াই বোধ [illegible] অথবা আমাদের সনাতনী পৌরাণিক রীত্যনুসারে অর্বাচীন যুগের নিন্দাসূচক [illegible] বাক্যগুলি প্রাচীনযুগের লিখিত বলিয়া ঐ সকল পুঁথিতে চালান হইয়াছে।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পত্রিকায় 'শুঙ্গবংশ' শীর্ষক প্রস্তাবে * আমরা দেখা[illegible] য়াছি "যে প্রায় সকল পুরাণগুলিই বৌদ্ধাবতারের পরে রচিত হইলেও সেগুলি [illegible] প্রাচীনকালের রাজা পারীক্ষিত জনমেজয়ের পৌত্র, অধিসামকৃষ্ণের সমসাময়িক [illegible] বলিয়া নির্ভয়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের মধ্যভাগে [illegible] আচার্য্যদের শ্রীমচ্ছঙ্করের আবির্ভাব। তিনি অতি অল্পবয়সে প্রাব্রজ্যা [illegible] করিয়াছিলেন এবং নিবৃত্তিমার্গকেই মোক্ষলাভের একমাত্র রাজপথ বলিয়া [illegible] করিয়াছিলেন;—সুতরাং তিনি নারীকে নরকের দ্বার এবং সর্ব্বপ্রকার অপদের [illegible] বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং প্রশ্ন করিয়া আপনিই তাহার [illegible] দিয়াছেন,—

"কি মত্র হেয়ম্? কনকঞ্চ কান্তা!"
"দ্বারো নরকস্য কিম্? নারী।"
"উন্ময়ক্তে সুরেব কা? স্ত্রী।
"বিজ্ঞাদ্ বিজ্ঞতমোঽস্তি কোঽবা?
নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ।"

সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে, তাহা [illegible] চলিবে না। গৃহীর পক্ষে কনক ও কান্তা হেয়ত নয়ই, পরন্তু উভয়ই [illegible] প্রয়োজনীয়;—ইহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ বাক্যগুলিকে ইংরাজীতে half[illegible] বা অর্দ্ধসত্য মূলক বাক্য বলে। অর্দ্ধসত্য, অসত্য অপেক্ষাও অপকারক[illegible]

* গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায় প্রকাশিত।

[illegible]কে অনেকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া বিষম ভ্রম ও প্রমাদে পড়িয়া[illegible]। অপরের কথা কি,—মহামনস্বী স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ "কামিনী-কাঞ্চনের" [illegible] তত্ত্ব করিয়া গার্হস্থ্য অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রমের উপাদেয়তা প্রতিপন্ন করিতে [illegible] চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না,—বৈদিকসমাজের [illegible] গার্হস্থ্যাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়াছে। মনু মহারাজ স্পষ্টই [illegible]ছেন,—

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ ॥৭৭॥
যথা ত্রয়োপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥" ৭৮॥

তৃতীয় অধ্যায়।

[illegible] অর্থাৎ যেমন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় প্রাণী জীবিত রহিয়াছে, সেইরূপ [illegible]কে আশ্রয় করিয়াই অপরাপর আশ্রমবাসী জনগণ জীবন ধারণ করিতেছেন। [illegible]চারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী এই তিন আশ্রমীই যেহেতু—প্রত্যহ গৃহস্থ [illegible] বিদ্যা ও অন্ন দ্বারা প্রতিপালিত এবং উপকৃত হইতেছেন,—এজন্য, গৃহস্থা[illegible] অন্য সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। * এই গৃহস্থাশ্রমের মূলই স্ত্রী,— [illegible] নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—" [illegible]কে ঘর বা গৃহ বলে না, ঘরণীই ঘর বা গৃহ। এই নিমিত্তই গৃহস্থের পুত্র [illegible]াদি শত শত স্বজন বর্ত্তমান থাকিতেও, তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইলেই তিনি [illegible]হীন" বা "গৃহশূন্য"। এই নিমিত্তই জননীর সম্মান, পিতার সম্মানের সহস্র[illegible]—এবং একজন আচার্য্যের সম্মান অপেক্ষা লক্ষগুণ ও একজন উপাধ্যায়ের [illegible]মান অপেক্ষা দশলক্ষগুণ অধিক। † যদি নারী প্রকৃতিই নরকের দ্বার হই-

* এই বাক্যও অর্দ্ধসত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কোন আশ্রমই [illegible] অথবা পরিহার্য্য নহে। আত্মার উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত, প্রত্যেক আশ্রমই অত্যাবশ্যক। [illegible] সকল আশ্রমের মূল এবং পরিপোষক বলিয়া গৃহস্থাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গৃহস্থাশ্রমের [illegible] হইলে অপরাপর আশ্রমের লোপ অবশ্যম্ভাবী। পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে সন্ন্যাস মন্ত্রের [illegible] শুধু ব্যক্তির নহে, মানব জাতি নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পক্ষে পরমৌষধ, সন্দেহ নাই। বৈদিক [illegible]মাত্রেই গৃহী অথবা সপত্নীক বাণপ্রস্থাশ্রমী ছিলেন। নাম করিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার দরকার [illegible]।

† "উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা। সহস্রন্তু পিতৄন্মাতা গৌরবে-[illegible]তিরিচ্যতে। ১৪৫। দ্বিতীয় অধ্যায়, মনুসংহিতা।"

তেন, তাহা হইলে কি সেই দ্বার দিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করের ন্যায়,—অথবা শ্রীবিবেক[illegible] ন্যায় সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠেরও আগমন সম্ভব হইত ?—এখানে আবার সেই [illegible] নটবধূর উক্তি মনে পড়ে !* দুঃখের কথা বলিতে লজ্জাও আসে,—[illegible] সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও নারী বা মহিলা শব্দের প্রতিবাক্য স্বরূপ "কামিনী" [illegible] ব্যবহার করেন।—অনেকে মনে করিতে পারেন,—মহাত্মা শ্রীশ্রীরামকৃ[illegible] কিংবা স্বামী শ্রীবিবেকানন্দই এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক ;—বস্তুতঃ তাহা [illegible] মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে 'নারী' শব্দের পরিবর্ত্তে "কামি[illegible] শব্দ অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে ! কবিবর রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর তাঁ[illegible] একখানি প্রসিদ্ধ নাটকের নায়িকার নাম সাধ করিয়া "কামিনী" রাখিয়াছে[illegible] অধিক কি, বাঙ্গালী পিতা মাতা আদর করিয়া কন্যার "কামিনী" নাম রাখি[illegible] থাকেন ‡ !

পৌরাণিকযুগের পর,—মুসলমান রাজত্বকালের প্রারম্ভে এবং মধ্য[illegible] নিবন্ধযুগের প্রারম্ভ, পরিপুষ্টি এবং অধিকার ;—আর সেই অধিকার এ[illegible] অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। 'সর্ব্বস্বীকরণ প্রভূঃ'—হেমাদ্রি পণ্ডিতের সংক[illegible] "চতুর্বর্গ চিন্তামণি," মদনপাল নৃপতির পুরোহিতের সংগৃহীত "মদনপারি[illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের শ্রীধাম নবদ্বীপের মহাযশস্বী স্মার্ত্ত রঘুন[illegible]

* "পাপা অস্মাকং প্রতিপাদিতম্? যতশ্চ "সিংহাৎ সিংহঃ সমায়াতো মৃগান্[illegible] সমুদ্ভবঃ। পাপাৎ পাপঃ সমায়াতঃ কিং ন পাপো ভবানিতি॥" ইত্যাদি কায়স্থ-পত্রিকা, [illegible] বৎসর ভাদ্র সংখ্যা, ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† 'কামুক' শব্দের অর্থ যেরূপ "পুরুষ" বা "নর" নহে,—তদ্রূপ "কামিনী" শব্দের অ[illegible] 'নারী' বা 'স্ত্রী' নহে। প্রসিদ্ধ আভিধানিক অমরসিংহ লিখিয়াছেন,—

A weman, female	"স্ত্রী যোষিদবলা যোষা নারী সীমন্তিনী বধূঃ। প্রতাপদর্শিনী বামা বনিতা মহিলা (তথা) ॥২॥
Various descriptions of woman.	(বিশেষাশ্চাঙ্গনা ভীরুঃ কামিনী বামলোচনা। প্রমদা ভাবিনী কান্তা ললনা (চ) নিতম্বিনী ॥৩॥ সুন্দরী রমণী রামা
A patienate woman.	কোপনা (সেব) ভামিনী।
An excellent woman.	বরারোহা মত্তকাশিন্যুত্তমা বরবর্ণিনী ॥৪॥

Colebrook's 'Edition' Chapter VI, section [illegible]

"কামিনী কামী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, ইহার প্রতিশব্দ কামুকী। (কামুকা শব্দে কোন ইচ্ছা[illegible] বুঝাইয়া থাকে।) কামিনী শব্দের ইংরাজ প্রতিশব্দ A woma[illegible] Desirous of any thing having a lasciviuos Desire

[illegible]চার্য্য মহাশয়ের "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব"—সকলই নিবন্ধ গ্রন্থ। দেশভেদে এরূপ [illegible] অসংখ্য রচিত হইয়াছে। কতকগুলি স্মৃতি সংহিতার ভাষ্য এবং টীকামুখেও [illegible] জাতীয় গ্রন্থ সংকলিত হইয়া আধুনিক হিন্দুসমাজে বিলক্ষণ প্রভুত্ব করিতেছে। [illegible]ন আমাদের সমাজের সর্ব্বত্রই এই সকল নিবন্ধ গ্রন্থের জয় জয়কার। [illegible]নাবিধ প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক,—বেদসম্মত এবং বেদবিরোধি * স্মৃতি, [illegible]রাণ, তন্ত্র (এবং তাহাদের আবার লঘু, বৃহৎ, মহা, ও উপ প্রভৃতি নানারূপ [illegible]কার আছে) হইতে সংগ্রহকারের অভিপ্রায় মত শ্লোকাদি উদ্ধার করিয়া এই [illegible]কল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে,—এবং ইহারাই,—সদর্পে নারীজাতীর যাবতীয় [illegible]ধিকার একেবারে লোপ করিয়া দিয়াছে। শিক্ষা যেরূপ সমুদায় উন্নতির মূল,—[illegible]ধীনতা আবার সেই শিক্ষারও মূল। নব্য স্মার্ত্তসম্প্রদায় ঘোষণা করিয়াছেন,—নারীদিগের কোন স্বাধীনতা নাই, বিবাহই তাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; [illegible]এবং সেই বিবাহেও নারীর কোন প্রকার মতামত বা ভালমন্দ বিবেচনা করি[illegible] [illegible]র অধিকার নাই। মহাভারতের সর্ব্বপ্রধান নায়ক শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছিলেন,—[illegible]কন্যা কি পশু,—যে তাহাকে পিতা বা ভ্রাতা যদৃচ্ছা দান করিবে ?†" [illegible]কল্প ভীষ্মদেব যে বলিয়াছিলেন,—"কন্যার পিতা নিজের মতামত উপেক্ষা [illegible] কন্যার অভিমত বুঝিয়া তাহার অভিমত ব্যক্তির সহিতই বিবাহ দিবে,"—[illegible] মনুর আজ্ঞা যে "কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় মরিয়া যায় সেও ভাল,—[illegible]থাপি অপাত্রে কদাপি দান করিবে না,"§—সকলই উড়িয়া গেল। [illegible]অবরোধ এবং শিশুবিবাহ স্ত্রীজাতির সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জবরদস্তীমূলক চিরবৈধব্য এবং ব্রহ্মচর্য্য,—বিধবার কেশ-মুণ্ডন,—নির্জ্জলা একাদশা,—ও বিধবা সধবা ও কুমারীর পক্ষে বৎসরের তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে তিনহাজার পঁয়ষট্টি প্রকার বারব্রতের বিধান বিধিবদ্ধ অথবা প্রচারিত হইল। মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া খেচর, জলচর, ভূচর, উভচর, সহস্রপদ, হস্তপাদ বিহীন ইত্যাদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবজন্তু, উদ্ভিদ, বৃক্ষ, প্রস্তর, নদী

* বেদবিরোধিস্মৃতিও আছেন, যেহেতু বৃহস্পতি বাক্যানুসারে বেদানুসারিনী বলিয়াই মনুর স্মৃতি মাননীয়া, আর মনুর বিপরীত স্মৃতিশাস্ত্র মাননীয়া নহে। মনুর বিপরীত হইলেই তাহা অবৈদিক বা বেদবিরোধী এবং অপ্রমাণিত হইবে।

† মহাভারত, আদিপর্ব্ব, সুভদ্রাহরণ, ২১১ অধ্যায়, দ্রষ্টব্য।

‡ মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায় ৫।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

§ মনু নবম অধ্যায় ৮৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

মালা অর্থাৎ বোধোদয়ের সেই "আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই,"— সমস্তই নারীজাতির পূজ্যদেবতা বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। মুসলমানের সত্যপীর, ওলাবিবি, বৌদ্ধাবনতির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ কূর্মাকার ধর্মঠাকুর, ইংরাজের হবয়,—সকলই স্ত্রীজাতির সেব্য হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি "ফেরাপীর" এবং "জোপপীর" ও দুগ্ধ এবং বাতাশা ভূমিষ্ট প্রণাম পাইতে লাগিলেন। এই সকল সজীব ও নির্জীব পদার্থের এবং নানা উপধর্মের দেবদেবী পূজায় পৌরাণিক প্রমাণের অভাব রহিল না। সকল প্রকার বারব্রতের পূজা অর্চনায় অনন্ত খনিস্বরূপ স্কন্দ ও ভবিষ্য পুরাণ সর্ব্বদাই সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সকল প্রকার সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া দিতে লাগিলেন। এখনও এই প্রকার কুসংস্কার অবিদ্যা এবং উপধর্মের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আর্য্যমহিলাগণ আকণ্ঠ নিমজ্জিত রহিয়াছেন। তাহার ফলে ভূত, প্রেতের মন্ত্রতন্ত্রবিদ্ ওঝা, বেদে, বাজীকর, গণক প্রভৃতি শত শত প্রবঞ্চকদিগের হস্তে নিত্যই প্রবঞ্চিত হইতেছেন। দুঃখের কাহিনীর একাংশ লিখিতে গেলেও "মহাভারত" হইয়া পড়ে! অতএব এসম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিয়া সাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করিতে চাহি না।

এই পরিবর্তনের কারণ কি? কেন আমাদিগের মহিলাদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল? জানিনা কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি এসম্বন্ধে কোন গবেষণা করিয়াছেন কি না। হয়ত, তাঁহারা এই বিষয়কে তত প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিন্তু অতি আবশ্যক বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। রোগের চিকিৎসা করিতে গেলেই তাহার কারণ বা নিদান নির্ণয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। (খ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

(খ) আমরা নারী জাতির সুশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করি। কিন্তু মনস্বী সভার পরিচালকদিগের প্রতি বিচার না করিয়া অযথা আক্রমণে ততোধিক ব্যথিত হই। লেখক বলিতেছেন নিবন্ধকারগণ বেদ বিরোধী অনেক অসত্যের প্রচার দ্বারা নারীজাতির শিক্ষা, স্বাধীনতা প্রভৃতি যাবতীয় অধিকার লোপ করিয়াছেন। অথচ তিনি বেদের সঙ্গে ঐ এসকল শাস্ত্র, নিবন্ধের আদৌ মীমাংসায় চক্ষে দৃষ্টি করেন নাই। নিবন্ধকারগণের ভ্রম প্রমাদ থাকিতে পারে সত্য, কিন্তু শাস্ত্র নিবন্ধকারগণের বিধি, নিষেধগুলি দেশকালোপযোগী হইয়াছে কিনা তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিধান আছে, গর্ভাধানকালে স্ত্রীকে (উক্ষ) একবিংশ দিনের গো বৎসের মাংস খাওয়াইবে।' এই বিধানটী বৈদিক যুগের। যদি বৈদিক যুগের আচার ব্যবহার এখন সমাজ মধ্যে সম্পূর্ণ চালাইতে প্রয়াস করা যায় তাহা হইলে, গর্ভাধানের সময় কি ব্যবস্থা হইবে? উহা কিন্তু হিন্দুসমাজ এখন কিছুতেই স্বাস্থ্যকর ও ভক্ষণ করা অনুমোদন করিবেনা। আমাদের মনে হয় শাস্ত্র, নিবন্ধকারগণ এই সকল বিবেচনা করিয়াই বিধি নিষেধ করিয়াছেন। কাঃ পঃ সম্পা

মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান।

(দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজ)।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের, বিশেষতঃ হুগলী ও চব্বিশ পরগণা ...লোর, কায়স্থগণের বদ্ধমূল সংস্কার যে মৌলিকে মৌলিকে বৈবাহিক কার্য্য ...তে পারে না। যে সকল দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ এই অঞ্চল হইতে ... করিয়াছেন তাঁহাদেরও এই সংস্কার। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি দক্ষিণ...রাঢ়ীয় কায়স্থগণের উপনিবেশে এ সংস্কার নাই এবং তত্তৎ প্রদেশস্থ কায়স্থগণের ...য়ে মৌলিকে মৌলিকে বৈবাহিক সম্বন্ধের অভাব নাই। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে ...ক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের প্রধান উপনিবেশ হুগলি জেলাতেও সচরাচর মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ চলিত। কেহই এরূপ বিবাহে আপত্তি করিতেন না, ইহা ...নীয় মনে করিতেন না। সমাজচ্যুত করা দূরে থাকুক, মৌলিকের কুলীনের ...হিত বৈবাহিকসম্বন্ধ-গৌরবের বিষয় ছিল বটে, কিন্তু এখন যেমন কলিকাতা ...। সহরতলী প্রদেশে এক রকম একটা বাঁধাবাঁধি রীতি প্রচলিত হইয়াছে, এরূপ ...কিছুই পূর্ব্বে ছিল না। যাহা গৌরবের বিষয় ছিল, কালক্রমে তাহা অপরিহার্য্য ...নিয়ম বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

আমরা বাঁধাবাধির পক্ষপাতী নহি। যেখানে মহাত্মা পুরন্দর বসু মল্লিক খাঁ ...মহোদয়ের প্রচারিত নিয়মাবলিতে কিছুই দেখিতে পাই না; যখন ৬০।৭০ বৎসর ...পূর্ব্বে এরূপ সঙ্কীর্ণ নিয়ম প্রচলিত ছিল না; যখন সঙ্কীর্ণতার কাল চলিয়া যাই...তেছে এবং ভারতবর্ষের পূর্ণ বিকাশের কাল উপস্থিত প্রায়, তখন আমরা দক্ষিণ...রাঢ়ীয় মেলের অননুমোদিত সঙ্কীর্ণ রীতির অনুমোদন করিতে পারি না।

মহামনা পুরন্দর খাঁ নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। প্রায় ...শত বৎসর অতীত হইল, ভারতবর্ষে সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্মের পুনরুত্থান ...কালে, বঙ্গদেশে দেবীবর (ঘটক) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলনিয়মের নববিধান করেন ...এবং সে নিয়ম এখনও চলিয়া আসিতেছে। সেই সময়েই কায়স্থগণের বল্লালী ...নিয়মের বহু পরিবর্ত্তন করিয়া পুরন্দর নববিধান স্থাপন করেন। তিনি বঙ্গের স্বাধীন ...রাজা হোসেন সাহ বাদশার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তাহার ন্যায় ক্ষমতাশালী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক তৎকালে অতি কমই ছিল। তাঁহার আদেশ তৎকালে ...অপ্রতিহত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকন্তু তাঁহার সুনিয়ম দেশ ও কালের ...সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। কালের কথা ভাবিলে বেশ বুঝা যায় যে তাঁহার নববিধানে

আদৌ সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তিনিই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে মৌলিক কায়স্থ-গণকে গণ্য স্থান দিয়া যান। তিনি যে মৌলিকগণকে মৌলিকের সহিত বৈবাহিক কার্য্যে আবদ্ধ হওয়া নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন একথা মনেই করা যায় না। তাঁহার নববিধানের নিয়মসমূহ সংস্কৃত পদ্যে লিখিত আছে। কারিকায় নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ আছে এবং "কায়স্থ-কারিকায়"ও কায়স্থ-পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কুলীনগণের কুলের নূতন নিয়ম রাজনিয়মের আদর্শে কারিকায় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন; মৌলিকদের আদান প্রদান সম্বন্ধে কোন নিয়মই করেন নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে বল্লালী প্রথার পরিবর্ত্তন হয় নাই, আর বল্লালী পদ্ধতিতে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহের কোন বাধা ছিল না। পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থগণ [illegible] নিয়মাবলী গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহারা পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত হইয়া [illegible] নামে পার্থক্য রাখিয়া আসিতেছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অকুলীনদিগের পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় [illegible] প্রদেশে যেমন কুলীনদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ মৌলিকদিগের গৌরবের বিষয়, বঙ্গেও তাহাই। বস্তুতঃ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে কন্যাদান করা ভারতবর্ষে কেন সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে গৌরবের বিষয় ছিল; ইহা একপ্রকার নৈসর্গিক। কিন্তু গৌরবের কথা ও দৃঢ় নিয়মে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। যশোলিপ্সা ও উচ্চপদাভিলাষ কালক্রমে মূলে যাহা স্বেচ্ছাবৃত্তি ছিল স্থায়ী অপরিহার্য্য রীতিতে পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এই প্রবন্ধের লেখক হুগলী জেলারই দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে ভূয়োভূয় পরস্পর অকুলীন সম্বন্ধ দেখিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এখন এইরূপ বিবাহের প্রস্তাব হইলেই অনেকে অঙ্গুলি দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় রোধ করিতে চাহেন।

রায় গুণাকর সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" অনেকেই হরিহোড়ের উপাখ্যান পাঠ করিয়া থাকিবেন। হরিহোড় দরিদ্র মৌলিক কায়স্থ; অন্নদার আশীর্ব্বাদে তিনি ধনবান্ হইয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে গণ্য হইবার বাসনায় তিনি ক্রমান্বয়ে তিনটী মুখ্যকুলীন-কায়স্থ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।* শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজপরিবারও মহারাজা নবকৃষ্ণের [illegible] হইতে মৌলিকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করেন; তাঁহারা এখন [illegible]রাঢ়ীয় কায়স্থগণের শীর্ষস্থানীয়। অনেক রোগই সংক্রামক; সমাজে পদ-[illegible] বিলক্ষণ সংক্রামক। হরিহোড় ও মহারাজা নবকৃষ্ণের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ [illegible] প্রাপ্ত হইয়া অনুকরণস্পৃহার বলে অধুনা ভিত্তিহীন রীতি হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] মানবের স্বভাবসিদ্ধ; কুলীনগণ মৌলিকদিগের পদলিপ্সার সুযোগ [illegible] তাহাদিগকে শোষণ করিতে লাগিলেন। এখনও সে শোষণ কার্য্যের [illegible] হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ, এম, এর প্রভাবে মৌলিক সন্তান-[illegible] কুলীনকন্যাগ্রহণ কালে কতকটা অপহরণের প্রতিশোধ দিতেছেন।

[illegible] নিরবধি; সামাজিক বা রাজনৈতিক রীতি নিরবধি নহে। সমাজ [illegible]র্ত্তনশীল; সুতরাং অবস্থা-অনুসারে সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। [illegible]সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে মহাবিষ্ণুর অবতার হইয়া থাকে। সামাজিক নিয়ম [illegible]র্ত্তনের জন্য পুরাতন নিয়মসমূহকে সংশোধন করিয়া বর্ত্তমান কালের উপযোগী [illegible] আবশ্যক। মনে করা যাউক যে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ বর্ত্তমান সামাজিক [illegible] বিরুদ্ধ। রীতির ভিত্তি থাকুক বা না থাকুক, সামাজিক রীতি সকল [illegible] স্মৃতিভিত্তিমূলক নহে, কিন্তু আমরা মনে করিলেই সে রীতির পরিবর্ত্তন করিতে [illegible]। পরিবর্ত্তনে কোন বাধাই নাই। বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা কায়স্থগণের সর্ব্বাঙ্গীন [illegible] অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত। উন্নতিই সভার বীজ মন্ত্র; সেই উন্নতির জন্য [illegible] কর্ত্তব্য তাহা করিতে সভার সভ্যগণ নিশ্চয়ই ত্রুটী করিবেন না।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

---

* অন্নদা মঙ্গলে বসুন্ধরার জন্ম বিবরণে আছে—"এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধনবর। ধন ধান্যে পরিপূর্ণ কুবেরসোসর ॥১ কুলীনে মৌলিক যত কায়স্থ আছিল। নানা মতে [illegible] দিয়া সকলে পূজিল ॥২ ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর। বাহান্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর [illegible] [illegible] মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা। বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা ॥ ৪

মৌলিকের কন্যা বিবাহের কথায় আছে—"আমন হাঁড়ারদত্ত ছিল ভাঁড়ু দত্ত। তার [illegible] বড় দত্ত ঠক মহামত্ত ॥ ২৪ ধূমা নামে তার নারী বড় কন্দল [illegible] গর্ভে [illegible] [illegible] বিয়া ॥২৫ শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ। একবোলে দশ বলে নাহি আটে [illegible] ॥২৬ মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া। সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া ॥ ২৭ [illegible] ভবভোব খণ্ডিতে কে পারে। বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কয়ে তারে ॥২৮

কায়স্থের গুরুতা ও ক্ষত্রিয়ত্ব।

আমি বিগত ২৭শে আশ্বিন বগুড়া জেলার অন্তর্গত রায়কালী গ্রামে কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরকার কবিরঞ্জন মহাশয়ের পিতৃব্যের ত্রিপক্ষে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হই ; তথায় নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ বহুগ্রাম হইতে সমাগত অনেক উপবীত কায়স্থের সহিত আমার পরিচয় হয়। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় তদীয় বাসভূমি গোপীনাথপুরে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করেন, তাহাতে আমি গোপীনাথপুরে যাইয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ প্রিয়া মহাশয়ের বাটিতে তিন দিন অবস্থান করি। ঐ সময়ে তাঁহাকে বহু প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধার করিয়া দিই এবং ঐ কৃষ্ণবল্লভ প্রিয়া মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পূজিত অষ্টসখা সমন্বিত গোপীনাথ মূর্ত্তি ও গোপীনাথের অতি প্রাচীন ভগ্নমন্দির দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হয়। তৎপরে আমি তাঁহার নিকট যাহা জানিয়াছি ও অতিপ্রাচীন পুস্তকে লিখিত লোকনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত 'সীতাচরিত্রে' (সীতা অদ্বৈত প্রভুর পত্নী) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ প্রিয়া মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে আমি তদনুসারে নিম্নবিবরণ লিখিলাম।—

মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত আমনাই গ্রাম নিবাসী নন্দনরাম সিংহ তাঁহার বন্ধুবর বিপ্র যজ্ঞেশ্বরের সহিত নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিবার মানসে যাইবার সময় পথিমধ্যে যজ্ঞেশ্বর প্রস্তাব করেন "নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিয়া আমরা উপযুক্ত গুরুর নিকট উভয়ে দীক্ষিত হইব।" তদুত্তরে নন্দনরাম সিংহ বলেন "আমার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আছে, তদনুসারে আমি জানিতেছি সীতাদেবী (অদ্বৈত প্রভুর পত্নী) আমাদের উভয়ের পূর্ব্বজন্মের গুরু। অতএব নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর গিয়া সীতাদেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিব।" ক্রমে তাঁহারা নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিয়া শান্তিপুর সীতাদেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণাভিলাষে উপস্থিত হইলে সীতাদেবী তাঁহাদিগকে বলিলেন "তোমরা গতজন্মে আমার পূর্ব্বজন্মের শিষ্য হইলেও বর্ত্তমান জন্মে পুরুষ হইয়াছ, অতএব তোমরা যদি সাধনা দ্বারা প্রকৃতভাব গোপীভাব অবলম্বন করিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে শিষ্য করিব।' তদনুসারে তাঁহারা কিছুদিন তপস্যা করিয়া প্রকৃতিভাব অবলম্বন করত সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি পরীক্ষাদ্বারা উহাদের প্রকৃতিভাব অবগত হইয়া উঁহাদিগের উভয়কেই শিষ্য করেন ও নিজের সেবায় [illegible]

[illegible] করেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে সীতাদেবী নন্দনরামকে [illegible] বলেন "আমি তোমার সেবায় পরম পরিতুষ্টা হইয়াছি, এইক্ষণে আমার [illegible] আর তোমার অবস্থিতির প্রয়োজন নাই। পদ্মাপারে গোপীনাথপুর [illegible] প্রান্তভাগে ভগ্নমন্দিরের অভ্যন্তরে অষ্ট সখী সমন্বিত যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আছেন [illegible] যাবৎ তাঁহার সেবা বন্ধ হইয়া আছে, তুমি তথায় যাইয়া তোমার [illegible] গোপীনাথ দেবের পূজা বিধান করত পুণ্যভাজন হও গে।" গুরুর [illegible]নুসারে নন্দনরাম সিংহ বহু অন্বেষণের পর ক্রমে গুরু কথিত—গোপীনাথ-[illegible] উপস্থিত হইয়া গুরুর উপদেশানুসারে ভগ্নমন্দিরের সংস্কার করিয়া অষ্টসখী [illegible] শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির পূজাবিধান স্বয়ং করিতে আরম্ভ করেন। নন্দনরাম সাধনা-[illegible] প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত হওয়া অবধি প্রিয়া উপাধি লাভ করেন। তদবধি [illegible] বংশধরগণ সাধনার চিহ্নীভূত ঐ প্রিয়া উপাধি সাদরে স্ব স্ব নামের [illegible] ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

নন্দনরামের বহু অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও [illegible] জাতি তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। নন্দনরাম মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। অতএব তিনি কিঞ্চিদধিক চারিশতবর্ষ পূর্ব্বে [illegible]দেশকে সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তদীয় বংশের বর্ত্তমান পুরুষ [illegible] কৃষ্ণবল্লভপ্রিয়া নন্দনরাম হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ। নন্দনরাম [illegible] অধস্তন একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীগোপীনাথ দেবের পূজা স্বয়ং [illegible]েন। গত তিন পুরুষ যাবৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা গোপীনাথ দেবের সেবা প্রচলন [illegible]ছে। কৃষ্ণবল্লভ প্রিয়া মহাশয় বলেন নন্দনরাম হইতে অধস্তন কয়েক [illegible] মধ্যে উপনয়ন প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও ঐ বংশের প্রায় সহস্র শিষ্য [illegible]। ঐ সকল শিষ্যদিগকে মন্ত্র প্রদান করত তাহাদের ইষ্ট দেবতার পূজা [illegible] উচ্চারণপূর্ব্বক সম্পাদন করা নন্দনরাম হইতে বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত সমভাবে [illegible] হইয়া আসিতেছে। লোকনাথ দাস গোস্বামী 'সীতা চরিত্রে' নন্দনরামের [illegible] লিখিয়াছেন "শুদ্ধবংশে জন্ম তাঁর নাম নন্দনরাম। শ্রীকৃষ্ণানুসঙ্গ করে [illegible]ধাম॥" নন্দনরাম যে শূদ্র নহেন তাহা লোকনাথ দাস গোস্বামীর রচিত [illegible] লিখিত পয়ারে "শুদ্ধবংশে জন্ম" উল্লেখ করায় স্পষ্টই প্রতিভাত [illegible]ছে। শুদ্ধবংশ দ্বিজাতি ভিন্ন অন্যের হইতে পারে না। যেহেতু মহাভারতের [illegible]কে অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—"শ্বা শ্বপাকশ্চ শূদ্রশ্চেত্য-[illegible] ভারত। কুকুর চণ্ডাল ও শূদ্র অপবিত্র। অতএব নন্দনরাম যে

দ্বিজাতি ছিলেন ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। নন্দনগ্রাম ক্ষত্রিয়াচারী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। তদীয় বংশে প্রণবোচ্চারণের প্রথা, শিখ্যরক্ষার প্রথা ও স্বয়ং বেদপূজা করণের প্রথা এই সকল দ্বিজোচিত ধর্ম্ম আজ চারিশত বৎসর হইতে ব্রাহ্মণ প্রধান বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত হইয়াও নিয়াপত্তিতে চলিয়া আসিতেছে। কঁচৈ পুরুষ হইতে বঙ্গীয় কায়স্থগণের উপনয়ন প্রথা রহিত হইলেও অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষাচরিত বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত অবাধে প্রচলিত ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর ও তদীয় জ্ঞাতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ রায় মহাশয়দিগের বিজয়া দশমীর দিন ক্ষত্রিয়োচিত রাজকীয় ব্যবহার আদিপুরুষ হইতে বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইঁহাদের বিজয়াদশমীর চিত্রগুপ্তের নমস্কার মন্ত্র লিখনের পর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পুরোহিত ইঁহাদের হস্তে তরবারী প্রদান করিলে ঐ তরবারী গ্রহণ করত রাজা করিয়া একটী কদলীবৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই কদলীবৃক্ষ ছেদনই ক্ষত্রিয়োচিত মৃগয়া স্থানীয়। যদি নিরপেক্ষভাবে ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ এই সকল আচার বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান করেন ও শাস্ত্র এবং যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক বিচারে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ও অনুপবীত কায়স্থের প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়নাধিকারিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকে না।

আমিও যখন কায়স্থ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করি নাই, তখন কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়েতর বলিয়াই ভাবিতাম। কিন্তু যখন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল তখন কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় কি না তাহা জানিবার জন্য প্রথমে কায়স্থদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া ইহাদের ভিতর একমাস অশৌচ গ্রহণ ও অনুপবীতত্ব ভিন্ন প্রায় সমস্ত বিষয়েই ক্ষত্রিয়াচার লক্ষ্য করিয়া তৎপরে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এই সকল কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ের বহুদিন হইতে উপনয়ন না থাকিলেও উপনয়ন হইতে পারিবে ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াছি। এই জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত গণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়াচারের বিরোধী হইয়াছেন হিন্দু-সমাজের কল্যাণ কামনায় তাঁহাদের প্রতি আমি সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কায়স্থগণের প্রতি অবলোকন করিলে তাঁহাদের কায়স্থদিগের প্রতি পূর্ব্বভাব বিদূরিত হইবে। অলমতি বিস্তরেণেতি।

শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন

কুলায়ক-জাতক।

[শ্রাবস্তীর দুই দহর* ভিক্ষু কোশলের অন্তঃপাতী কোন পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতেছিলেন। ... তাঁহারা সম্যক্‌সম্বুদ্ধের দর্শনাশায় জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাছে কোন প্রাণী ... হয়, এই আশঙ্কায় ভিক্ষুদিগকে জলপান করিবার কালে উহা ছাকিয়া লইতে হইত এবং ... তাঁহারা এক একখানা ছাঁকনি সঙ্গে রাখিতেন। দহর ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেবল একজনের ... ছাঁকনি† ছিল; তাঁহারা উভয়েই উহা দ্বারা রাস্তায় জল ছাঁকিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্তু ... তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল; তখন যাঁহার ছাকনি ছিল, তিনি অপরকে তাহা ... ব্যবহার করিতে দিলেন না। কাজেই সেই ব্যক্তি যখন পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িল, তখন ... না ছাঁকিয়াই জল খাইল।

ভিক্ষুদ্বয় যথাসময়ে জেতবনে উপনীত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। ... তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "কেমন হে! পথে ত তোমাদের মধ্যে কোন ... হয় নাই!" তখন তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। অনন্তর শাস্তা, যে ভিক্ষু না ছাঁকিয়া জল খাইয়াছিলেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ছি, তুমি জানিয়া শুনিয়া বড় ... কাজ করিয়াছ। পুরাকালে যখন দেবতারা অসুরদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া সমুদ্রের উপর দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন সুপর্ণপোতকদিগের‡ প্রাণহানি হয় দেখিয়া ... রথের গতি ফিরাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল, তথাপি তাঁহারা ... হিত্যা হয় বলিয়া আপনাদের অসুবিধার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

... যুগের কথা,—তখন মগধরাজেরা রাজগৃহ নগরে বাস করিতেন। সেই ... বোধিসত্ত্ব মগধের অন্তঃপাতী মচল নামক গ্রামে এক উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে ... গ্রহণ করেন। নামকরণ-সময়ে তাঁহার নাম হইয়াছিল মঘকুমার; কিন্তু ... তিনি বড় হইলেন, তখন লোকে তাঁহাকে "মঘমাণবক" § নামে ডাকিতে লাগিল। তাঁহার পিতা মাতা এক কুল কন্যাসংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুত্রকন্যা-পরিবৃত হইয়া দানাদি সৎকার্য্যে এবং পঞ্চশীল-পালনে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।¶

---

* দহর—দভ্র অর্থাৎ অল্পবয়স্ক বা ছোট।

† ছাঁকা জলকে "পরিস্রুত জল" এবং ছাঁকনিকে "পরিস্রাবণ বলা যাইত।

‡ সুপর্ণ দেবলোকের পক্ষিবিশেষ; ইহা গরুড়েরও একটী নাম।

§ 'মাণবক' শব্দটী ছেলে মানুষ, ছোকরা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত; ব্রাহ্মণ বালকেরাও এই নামে ... অভিহিত হইত। এই অর্থে ইহার সহিত 'বটু' শব্দের কোন প্রভেদ নাই।

¶ হিংসা, অদত্তাদান, অব্রহ্মচর্য্য, মৃষাবাদ ও সুরাপান এই পঞ্চবিধ পাপ হইতে বিরত ... পঞ্চশীল ব্রত বলে।

মচলগ্রামে কেবল ত্রিশঘর লোক বাস করিত। একদিন গ্রামস্থ লোকে কোন গ্রাম্য-কর্ম্ম সমাধানার্থ এক স্থানে সমবেত হইল। বোধিসত্ত্ব যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি পা দিয়া তথাকার ধূলা সরাইয়া একটু স্থান পরিষ্কার করিয়া লইলেন। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের স্থান ছাড়িয়া দিয়া আর একটী স্থান ঐরূপে পরিষ্কার করিলেন। এবারও আর এক ব্যক্তি তাঁহার ঐ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে তিনি সমবেত প্রত্যেক লোকেরই সুবিধার জন্য তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলেন।

আর একবার বোধিসত্ত্ব লোকের সুবিধার জন্য প্রথমে একটী মণ্ডপ এবং শেষে উহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেখানে লোকের বসিবার জন্য আসন এবং পানার্থ জলপূর্ণ ভাণ্ড থাকিত। অতঃপর বোধিসত্ত্বের প্রযত্নে ঐ গ্রামবাসী সমস্ত পুরুষ তাঁহারই ন্যায় পরোপকার-পরায়ণ হইল, তাহারা পঞ্চশীল-সম্পন্ন হইয়া তাঁহার সঙ্গে সৎকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিত, বাসুলা, কুড়াল, মুগুর প্রভৃতি হস্তে লইয়া বাহির হইত, রাস্তায় যে সকল ইট পাট্‌কেল দেখিতে পাইত সেগুলি দূরে সরাইয়া ফেলিত; রাস্তার ধারে কোন গাছে গাড়ীর চাকা আটকাইয়া যাইতেছে দেখিলে তাহা কাটিয়া দিত, অসমান স্থান সমান করিত, সেতু প্রস্তুত করিত, পুষ্করিণী খনন করিত, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিত, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিত, এবং বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে শীলব্রত পালন করিত।

একদিন গ্রামের মণ্ডল চিন্তা করিতে লাগিল, "যখন এই সকল লোকে মদ খাইয়া মারামারি কাটাকাটি করিত, তখন মদের শুল্কে এবং লোকের যে অর্থদণ্ড হইত তদ্দ্বারা আমার বেশ প্রাপ্তি হইত। কিন্তু এখন এই মঘমাণবক ইহাদিগকে শীলব্রত শিক্ষা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নরহত্যা প্রভৃতি অপরাধ উঠিয়া গিয়াছে।" এই ভাবিতে ভাবিতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি ইহাদিগকে শীলব্রত দেখাইতেছি।"

অনন্তর ঐ মণ্ডল রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, গ্রামে একদল ডাকাত জুটিয়াছে; তাহারা লুঠপাট ও অন্যান্য উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেছে।" রাজা বলিলেন, "তাহাদিগকে ধরিয়া আন।" তখন সে বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে বন্দী করিয়া রাজার নিকট উপনীত হইল। রাজা কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া আদেশ দিলেন, "ইহাদিগকে হস্তিপদতলে মর্দ্দিত কর।"

রাজভৃত্যেরা বন্দীদিগকে প্রাসাদের পুরোবর্ত্তী প্রাঙ্গণে লইয়া গেল এবং

সেখানে তাহাদের হাত পা বান্ধিয়া ভূমিতে ফেলিয়া রাখিল। অনন্তর তাহারা হাতী আনিতে পাঠাইল। বোধিসত্ত্ব তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, শীলব্রতের কথা ভুলিও না; পিশুনকারক,* রাজা ও হস্তী সকলেই আমাদের নিকট আত্মবৎ প্রীতির পাত্র এই কথা মনে রাখিও।"

এ দিকে তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিবার জন্য হস্তী আনীত হইল; কিন্তু মাহুত পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহাকে বন্দীদিগের নিকটে লইতে পারিল না; হাতী বন্দীদিগকে দেখিবামাত্রই বিকট রব করিতে করিতে পলায়ন করিল। তাহার পর একটা একটা করিয়া আরও হাতী আনা হইল, কিন্তু তাহারাও পলাইয়া গেল। রাজা ভাবিলেন, বন্দীদিগের নিকট হয়ত এমন কোন ঔষধ আছে, যাহার গন্ধে হাতীগুলা উহাদের কাছে যাইতে পারিতেছে না। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া কাহারও নিকট কোন ঔষধ পাওয়া গেল না। তখন রাজার মনে হইল, সম্ভবতঃ ইহারা কোন মন্ত্র জানে; তিনি ভৃত্যদিগকে বলিলেন, জিজ্ঞাসা কর ত ইহারা কোন মন্ত্র জানে কি না। ভৃত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—"হাঁ, আমরা মন্ত্র জানি বটে।" ভৃত্যেরা রাজাকে এই কথা জানাইলে তিনি বন্দীদিগকে নিকটে আনাইয়া বলিলেন,—"কি মন্ত্র জান বল।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, মহারাজ, আমরা প্রাণিহত্যা করি না; কেহ কোন দ্রব্য না দিলে তাহা গ্রহণ করি না, কুপথে চলি না, মিথ্যা কথা বলি না, সুরাপান করি না; আমরা সর্ব্বভূতে দয়া ও মৈত্রী প্রদর্শন করি, অসমান পথ সমান করিয়া দিই, পুষ্করিণী খনন করি, এবং ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করি। ইহাই আমাদের মন্ত্র, ইহাই আমাদের কবচ, ইহাই আমাদের বল।

এই কথা শুনিয়া রাজা অতিমাত্র প্রসন্ন হইলেন। তিনি ঐ পিশুনকারকের সমস্ত সম্পত্তি বোধিসত্ত্ব ও তাঁহার অনুচরদিগকে দান করিলেন এবং উহাকে তাঁহাদের দাসত্বে নিয়োজিত করিলেন। তাঁহাদিগকে মর্দ্দিত করিবার জন্য প্রথমে যে হস্তী আনীত হইয়াছিল এবং তাহারা যে গ্রামে বাস করিতেন, তাহাও রাজার আদেশে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল।

তদবধি এই সকল ব্যক্তি ইচ্ছামত পুণ্যকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বর্দ্ধক ডাকাইয়া † চৌমাথার নিকট একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইবার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি বিরাগ বশতঃ তাঁহারা এই সকল

* যে ঈর্ষাপরবশ হইয়া কাহার নিন্দা করে বা কাহারও নামে অভিযোগ করে।

† মূলে 'বর্দ্ধক' এই শব্দ আছে। 'ইষ্টক-বর্দ্ধক' বলিলে রাজমিস্ত্রী বুঝায়।

পুণ্যানুষ্ঠানে গ্রামবাসিনী রমণীদিগকে সঙ্গিনী করিলেন না।

বোধিসত্ত্বের গৃহে চারিজন রমণী ছিলেন :—একজনের নাম সুধর্ম্মা, একজনের নাম চিত্রা, একজনের নাম নন্দা এবং একজনের নাম সুজাতা। একদিন সুধর্ম্মা সূত্রধরকে নিভৃতে পাইয়া তাহাকে মিঠাই খাইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া বলিলেন, ভাই, যাহাতে আমি এ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যভাগিনী হইতে পারি, তোমাকে এমন কোন উপায় করিতে হইবে।”

সূত্রধর বলিল, “এর জন্য ভাবনা কি!” সে ঐ ধর্ম্মশালার অন্য কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে একখানা কাঠ কাটিয়া, শুকাইয়া, চাঁচিয়া ছুলিয়া ও ছেঁদা করিয়া একটী সুন্দর চূড়া প্রস্তুত করিল এবং বস্ত্রে আবৃত করিয়া সুধর্ম্মার গৃহে রাখিয়া দিল। অনন্তর যখন ধর্ম্মশালার অন্যান্য কাজ শেষ হইল এবং চূড়া বসাইবার সময় আসিল, তখন সে বলিল—“তাইত, এখনও যে একটা কাজ বাকী আছে!” গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কাজ?” “আর কি কাজ! চূড়াই যে হয় নাই; চূড়া বিনা কি ধর্ম্মশালা হয়!” “একটা চূড়া গড় না কেন?” “চূড়া ত কাঁচা কাঠে হইবে না। আগেই কাঠ কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া ঠিক ঠাক করা উচিত ছিল।” “এখন তবে কি করিতে চাও?” “খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কাহারও বাড়ীতে তৈয়ারী চূড়া কিনিতে পাওয়া যায় কি না।”

তখন সকলেই খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন এবং সুধর্ম্মার ঘরে সেই চূড়া দেখিতে পাইলেন। সুধর্ম্মা কিন্তু কোন মূল্যেই উহা বিক্রয় করিতে চাহিলেন না; তিনি বলিলেন যদি তোমরা আমাকে পুণ্যের ভাগিনী কর তবে বিনামূল্যেই তোমাদিগকে এই চূড়া দিব।“তাহারা বলিলেন,“সেও কি কখন হয়! আমরা স্ত্রীলোককে পুণ্যের ভাগ দিই না।” ইহা শুনিয়া সূত্রধর বলিল, “আপনারা এ কি আজ্ঞা করিতেছেন? ব্রহ্মাণ্ডে কেবল ব্রহ্মলোক বিনা আর কোথাও কি স্ত্রীজাতিরহিত স্থান আছে? আসুন, আমরা এই চূড়া লইয়াই কাজ শেষ করি।” তখন গ্রামবাসীরা অগত্যা এই চূড়া গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশালার নির্ম্মাণ শেষ করিলেন। তাঁহারা উহার ভিতর ফলকাসন* এবং জলপূর্ণ ভাণ্ড রাখিয়াদিলেন এবং যাহাতে সর্ব্বদাই অতিথিরা অন্ন পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ধর্ম্মশালার চতুর্দ্দিকে একটী প্রাচীর নির্ম্মিত হইল; উহার এক পার্শ্বে একটি দ্বার রহিল; প্রাচীরের ভিতরে সমস্ত ভূমি বালুকাকীর্ণ করা হইল; বাহিরে একসারি

* ফলকাসন—বেঞ্চ।

...বৃক্ষ রোপিত হইল। চিত্রা সেখানে একটী উদ্যান-রচনা করাইয়া দিলেন, ...তে যাবতীয় পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ রোপিত হইল। নন্দাও একটী পুষ্করিণী ...ন করাইলেন; উহা পঞ্চবর্ণের পদ্মে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। ...বল সুজাতা কিছু করিলেন না।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব সপ্তবিধ ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। তিনি মাতা ...পিতার সেবা করিতেন, কুলজ্যেষ্ঠদিগের সম্মান করিতেন, সত্যকথা কহিতেন, ...চ রুঢ়বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, পর-পরীবাদ করিতেন না ও মাৎসর্য্য ...খাইতেন না।

জনক জননী সদা সেবে কায়মনে,
ভক্তি শ্রদ্ধা করে যত কুলজ্যেষ্ঠ জনে,
সত্যভাষী, মিষ্টভাষী, জিতক্রোধ আর,
পর-পরীবাদে রত রসনা না যার;—
এ হেন নির্ম্মলচেতা সাধু সদাশয়
ত্রিদশ নন্দন, ইহা জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপে সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া বোধিসত্ত্ব যথাকালে দেহত্যাগপূর্ব্বক ...শালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরগণও ইহলোক ...গ করিয়া দেবজন্ম লাভ করিলেন।

তখন ত্রিদশালয়ে অসুরেরা বাস করিত। একদিন দেবরাজ ভাবিলেন, ...রাজ্য অনন্যসাধারণ নহে তাহা বিফল। অনন্তর তিনি অসুরদিগকে দেবসুরা ...ন করাইলেন এবং যখন তাহারা প্রমত্ত হইল তখন এক এক জনের পা ...রিয়া সুমেরুপর্ব্বতের পাদদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা অসুর লোকে ...য়া পড়িল। উহা সুমেরুর নিম্নতম অংশে অবস্থিত এবং আয়তনে ত্রিদশালয়ের ...। দেবলোকে যেমন পারিজাত বৃক্ষ,* অসুরলোকে সেইরূপ কল্পস্থায়ী ...পাটলি বৃক্ষ আছে। অসুরেরা চিত্রপাটলির পুষ্প দেখিয়া বুঝিল তাহারা ...লোকে নাই, কারণ দেবলোকে পারিজাত প্রস্ফুটিত হয়। তখন তাহারা ...কার করিয়া উঠিল, বৃদ্ধ ইন্দ্র আমাদিগকে মাতাল করিয়া রসাতলে ...য়া দিয়াছে, আর নিজে দেবলোক অধিকার করিয়াছে। চল আমরা ...সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আবার দেবনগর অধিকার করিয়া লই। অনন্তর

* মূলে “পারিচ্ছত্তক” শব্দ আছে। Childer সাহেব ইহার “প্রবাল বৃক্ষ” এই নামান্তর ...য়াছেন। কিন্তু “পারিজাত” নামই বোধ হয় সমীচীন।

পিপীলিকা যেমন স্তম্ভে, আরোহণ করে, অসুরগণ সেইরূপ সুমেরুপর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল।

অসুরেরা দেবনগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে শুনিয়া ইন্দ্র রসাতলেই গিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তাঁহার সার্দ্ধশতযোজন দীর্ঘ বৈজয়ন্তরথ দক্ষিণ সমুদ্রের তরঙ্গসমূহের মস্তকোপরি প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল। এইরূপে সমুদ্র পৃষ্ঠের উপর চলিতে চলিতে শেষে দেবতারা শাল্মলীবন দেখিতে পাইলেন; শাল্মলি তরুগুলি রথবেগে উন্মূলিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে পড়িতে লাগিল, সুপর্ণশাবকেরা সমুদ্রে পড়িয়া মহা কোলাহল আরম্ভ করিল। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন "সখে মাতলে! ও কিসের শব্দ! উহা যে অতিকরুণ বোধ হইতেছে!" মাতলি কহিলেন, "দেবরাজ আপনার রথবেগে শাল্মলি বৃক্ষগুলি উন্মূলিত হইতেছে; সেই জন্য সুপর্ণ পোতকেরা প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছে ইহা শুনিয়া মহাসত্ত্ব ইন্দ্র বলিলেন, "মাতলে, আমার সুবিধার জন্য এই সকল প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; আমাকে যেন ঐশ্বর্য্যের লোভে জীবহিংসা করিতে না হয়। ইহাদের জন্য অসুর-হস্তে আমার জীবননাশ হয়, সেও ভাল। তুমি রথ ফিরাও।"

সারথি মাতলি তখন রথ ফিরাইয়া অন্যপথে দেবনগরাভিমুখে চলিলেন। অসুরেরা রথ ফিরিতে দেখিয়া মনে করিল, "অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরও ইন্দ্র আসিয়া ত্রিদশ-পতির বলবৃদ্ধি করিয়াছেন; সেইজন্যই তিনি রথ ফিরাইয়াছেন।" ইহা ভাবিয়া তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া অসুরলোকে আশ্রয় লইল। ইন্দ্রও দেবনগরে প্রবেশ করিলেন; সেখানে দেবলোকের ও ব্রহ্মলোকের অধিবাসিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময়ে পৃথিবী ভেদ করিয়া সহস্রযোজন উচ্চ এক প্রাসাদ উত্থিত হইল। বিজয়-সময়ে আবির্ভূত হইল বলিয়া ইহার নাম হইল বৈজয়ন্ত। অনন্তর ইন্দ্র অসুরদিগের আক্রমণ নিরোধনার্থ পঞ্চস্থানে এইরূপে বল বিন্যাস করিলেন:—

সুমেরুর অধস্তন অলিন্দে থাকিল নাগগণ; তদূর্দ্ধে দ্বিতীয় অলিন্দে সুপর্ণগণ, তৃতীয় অলিন্দে কুম্মাণ্ড নামক দেবযোনি, চতুর্থ অলিন্দে যক্ষগণ এবং পঞ্চম অলিন্দে চারিজন মহারাজ।*

* চতুর্মহারাজ—ইহারা পুরাণবর্ণিত দশদিক্‌পালের স্থানীয়। ইহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়, বিরূপাক্ষ এবং বৈশ্রবণ।

ইন্দ্র যখন এইরূপে দিব্য সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন, তখন সুধর্ম্মা মানবী-দেহত্যাগ করিয়া তাঁহারই পাদচারিকা হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিলেন। তিনি ধর্ম্মশালার চূড়া দান করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার বলে তাঁহার বাসার্থ পঞ্চশত যোজন উচ্চ সুধর্ম্মানামক দিব্যমণিময় এক অপূর্ব্ব সভাগৃহ সমুত্থিত হইল। সেখানে কাঞ্চনপর্য্যঙ্কে দিব্যশ্বেতচ্ছত্র-তলে উপবেশন করিয়া ইন্দ্র দেবলোকের ও নরলোকের শাসন করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে চিত্রা ইহলোক ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের পাদচারিকারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি উদ্যান উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বাসার্থ চিত্রলতাবন নামে এক পরম রমণীয় উদ্যানের উৎপত্তি হইল। সর্ব্বশেষে নন্দাও মৃত্যুরপর ইন্দ্রের পাদচারিকা হইলেন এবং পুষ্করিণী-দানরূপে পুণ্যফলে ত্রিদশালয়ে নন্দা নামক এক মনোহর সরোবর লাভ করিলেন।

সুজাতা কোনরূপ কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; এই নিমিত্ত মৃত্যুর পর তিনি বকরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক কোন বনকন্দরে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন ইন্দ্র চিন্তা করিলেন, "সুজাতা কোথায়, কি ভাবে জন্মলাভ করিল জানি না; একবার তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।" অনন্তর বক-রূপিণী সুজাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া দেবলোকে গেলেন এবং দেবপুরীর রমণীয় শোভা, সুধর্ম্মা-সভা, চিত্রলতাবন, নন্দা সরোবর প্রভৃতি দেখাইয়া বলিলেন, দেখ সুধর্ম্মা, চিত্রা ও নন্দা কুশলকর্ম্ম-সম্পাদন হেতু এখন আমার পাদচারিকা হইয়াছে, আর কুশল কর্ম্ম কর নাই বলিয়া তুমি তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত করিয়াছ। এখন হইতে ভূলোকে গিয়া শীলব্রত পালন কর।" অনন্তর তিনি সুজাতাকে সেই অরণ্যে রাখিয়া গেলেন।

সুজাতা তদবধি শীলব্রত পালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র একদিন মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া রহিলেন। মৎস্যটীকে মৃত বিবেচনা করিয়া সুজাতা চঞ্চুদ্বারা উহার মস্তক ধরিল, কিন্তু সেই সময়ে উহা পুচ্ছ সঞ্চারণ করিল। তখন সুজাতা উহাকে জীবিত জানিয়া ছাড়িয়া দিল; ইন্দ্রও "সাধু সুজাতে! তুমি শীলব্রত পালন করিতে পারিবে" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বকজন্মের পর সুজাতা বারাণসীনগরে এক কুম্ভকারগৃহে জন্মান্তর লাভ করিলেন। এই সময়ে ইন্দ্র আর একবার তাঁহার কথা মনে করিলেন এবং তিনি বারাণসীতে সেই কুম্ভকার গৃহে আছেন জানিতে পারিয়া এক গাড়ী সোণার শশা লইয়া বৃদ্ধ শকটচালকের বেশ ধারণ পূর্ব্বক "শশা কিনিবে, শশা কিনিবে"

চীৎকার করিতে করিতে ঐ পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। লোকে কিনিতে চাহিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, এ শশা যাকে তাকে দিই না; যে শীলব্রত পালন করে সেই ইহা পায়। তোমরা শীলব্রত পালন কর কি? তাহারা বলিল—"আমরা তোমার শীলব্রত ট্রত বুঝি না; পয়সা দিব, শশা কিনিব, এই জানি।" "আমি পয়সা লইয়া শশা বেচি না; যে শীলব্রত পালন করে তাহাকে অমনিই দিই।" এই কথা শুনিয়া "কোথাকার বিট্‌কিলে বুড়ো" বলিয়া গালি দিতে দিতে তাহারা যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। এই কথা সুজাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি মনে করিলেন হয়ত এই শশাগুলি আমার জন্যই আসিয়া থাকিবে। তখন তিনি শকটচালকের নিকট গিয়া কয়েকটা শশা চাহিলেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে তুমি শীলব্রত পালন কর কি?" সুজাতা বলিলেন, "হাঁ, করি।" "তবে এই শশা গুলি তোমারই জন্য আনিয়াছি," বলিয়া ইন্দ্র গাড়ীশুদ্ধ সমস্ত শশা তাহার দরজায় রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই বিপুলসম্পত্তি লাভ করিয়া সুজাতা দীর্ঘকাল শীলব্রত পালন করিলেন, এবং দেহান্তে অসুররাজ বিপ্রচিত্তের কন্যারূপে জন্মলাভ করিলেন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বলে এবার তিনি অনুপম রূপলাবণ্যবতী হইলেন। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন অসুররাজ স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়া অসুরদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ইন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন সুজাতা অসুররাজের কন্যা হইয়াছেন। তিনি অসুর-বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ংবর সভায় উপনীত হইলেন,— ভাবিলেন, সুজাতা যদি মনোমত পতিবরণ করে, তাহা হইলে আমারই গলে বরমাল্য অর্পণ করিবে।

যথাসময়ে সালঙ্কৃতা সুজাতা সভামণ্ডপে আনীত হইলেন; গুরুজনেরা বলিলেন, "বৎসে তুমি ইচ্ছামত পতিবরণ কর"। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন এবং ভাবান্তর-জাত স্নেহবশতঃ "ইনিই আমার পতি হউন" বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে লইয়া দেবলোকে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে সার্দ্ধদ্বিকোটি নর্ত্তকীর অধিনেত্রীপদে নিয়োজিত করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রের আয়ুষ্কালপূর্ণ হইলে তিনি কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ জন্মান্তর লাভ করিলেন।

[কথা শেষ হইলে শাস্তা সেই ভিক্ষুকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, দেখিলে দেবতারা আপনাদের জীবন শঙ্কটাপন্ন করিয়াও প্রাণিহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিলেন; আর তুমি পরম পবিত্র বুদ্ধশাসনে প্রবেশ করিয়া অপরিস্রুত প্রাণিসঙ্কুল পানীয় উদরস্থ করিলে!"

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সারথি মাতলি, আমি ছিলাম ইন্দ্র।]

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

[Journal of the Budhist Text Society of India vol. I, Part II, 1894 এ প্রকাশিত E. M. Satow Esq C.M.G. কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে]

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হয় নাই। সিবা-তৎসু (Shiba-Tatsu) নামক জনৈক চৈনিক জাপানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ৫২২ খৃষ্টাব্দে ইয়ামাটো দ্বীপের সাকা-টা-হারা নামক গ্রামে বুদ্ধদেবের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এই সময় কোন জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই; তথাপি সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ৬৫ অব্দে চীনদেশ হইতে একজন দূত বৌদ্ধধর্ম্মের মুল সূত্রগুলি পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে প্রেরিত হন। উক্ত দূত বর্ষদ্বয় ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ ও দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত একখানি সূত্রগ্রন্থের মূল সহ চীনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ঘটনার প্রায় তিন শতাব্দী পরে বৌদ্ধধর্ম্ম কোরিয়া দেশে লব্ধপ্রবিষ্ট হইয়া তথায় বদ্ধমূল হয়। কোরিয়ার অন্তর্গত পূর্ব্বতন! হাকুসাই প্রদেশের রাজা ৫৫২ খৃষ্টাব্দে জাপ-রাজের নিকট সাতজন শ্রমণ এবং বুদ্ধদেবের একটী সুবর্ণমূর্ত্তি ও বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত কয়েকখানি ধর্ম্মপুস্তক প্রেরণ করেন। পরবর্ত্তী বৎসর একখানি কর্পূরকাষ্ঠ সমুদ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে জাপানের রাজধানীর সমীপবর্ত্তী-সমুদ্রোপকূলে সংলগ্ন হয় এবং মিকাডোর আদেশে ঐ কর্পূরকাষ্ঠ দ্বারা বুদ্ধদেবের একটী খোদিত মূর্ত্তি বিনির্ম্মিত হয়। ৫৫৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বপ্রেরিত সাতজন শ্রমণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হাকুসাইরাজ পুনরায় নয়জন শ্রমণকে জাপানে প্রেরণ করেন। এই শ্রমণগণ সম্ভবতঃ জো-জিৎসু ও সান্‌-রোন্ (San-ron) সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এক্ষণে জাপানে এই দুই সম্প্রদায়ের কোনই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় না।

উপরোক্ত ঘটনার একবিংশতি বৎসর পরে জাপানরাজ বি-দাৎসু-তেন্নোর রাজত্বকালে হাকু-সাই-রাজ কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ, রিৎসু ও জেন্ সম্প্রদায়ের কতিপয় আচার্য্য, একজন শ্রমণী, একজন মন্ত্রবিৎ শ্রমণ, একজন ভাস্কর ও একজন স্থপতি জাপানে পাঠাইয়া দেন। ৫৮৪ খৃষ্টাব্দে দুইজন জাপানী কর্ত্তৃক শাক্য (Shaka) ও মায়াদেবীর (miroku) কয়েকটী প্রতিমূর্ত্তি কোরিয়া হইতে

আনীত হয়। উমাকো (umako)র পুত্র সোগা-নো-ইনেম্ ঐ সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি ও বুদ্ধদেবের পবিত্র ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হইয়া একটী স্তূপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে ঐ সমস্ত রক্ষা করেন। এই স্তূপটীই জাপানের সর্ব্বপ্রথম স্তূপ বলিয়া পরিচিত। অতঃপর জাপানে ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হওয়ায় কয়েক বৎসর যাবৎ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার স্থগিত থাকে। এরূপ হইলেও উমাকো উক্ত ধর্ম্মমতানুসারে কার্য্য করিতে রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে বৌদ্ধ পুরোহিতগণ মিকাডোকে একটী সাংঘাতিক ব্যাধি হইতে বিমুক্ত করায় তাঁহারা মিকাডোর প্রীতিভাজন হন। এই মিকাডোর বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষী মনো-নোব্-নো-মোরিয়া নামক জনৈক জাপানী বিদ্রোহ উপস্থিত করে, এবং এই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে থাকে। এই সময়ে তাৎকালিক মিকাডো কোরিয়া হইতে বহু সংখ্যক শ্রমণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্মমত সমূহ জাপানে প্রচার করিতে থাকেন এবং এই সময়েই ওজাকা-নগরের তেন্নো-জি মঠ, বর্ত্তমান কিয়োটো নগরের নিকটবর্ত্তী উদ্-জু-মাসা মঠ এবং ইয়ামাটো নগরের আসুকা-ডেরা, ডারুমা-জি, তায়েসা-ডেরা, কুমি ডেরা ও তাচি-বানা-ডেরা প্রভৃতি বহু সংখ্যক মঠ বিনির্ম্মিত হয়) ৬২১ খৃষ্টাব্দে সোটোকু তাইসির মৃত্যু হয়। এই মিকাডোর সময় জাপানে কোন্ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল তাহা পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হয় না। অনেকে অনুমান করেন যে এই সময় সো-জো অর্থাৎ হীনযান সম্প্রদায়ের মতসমূহ প্রচারিত হইয়াছিল।

৬২৩ খৃষ্টাব্দে চৈনিক শ্রমণগণ জাপানে গমন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় জাপানে ৪৬টী মন্দিরে ১৮১৬ জন শ্রমণ ও ৫৬৯ জন শ্রমণী বাস করিতেন। এই সময়ে কোরিয়া হইতেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ ক্রমাগত জাপানে গমন করিতেছিল।

৬২৫ খৃষ্টাব্দে সান্-রন্ (San-ron) ও জো-তিৎসু (Jotist-su) মত সমূহ জাপানে প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত হইতেছিল।

মিকাডো কো-তোকু-তেন্নো (৬৪৫-৬৫৪ খৃঃ) বৌদ্ধধর্ম্মের একজন প্রবল অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দো-সো নামক একজন জাপানী বৌদ্ধ চীনদেশে প্রেরিত হন। এই দো-সো বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক উয়ান্-চাও, [যাঁহাকে জাপানীরা জেন্-জো-সান্-জো বলে] এর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার উপদেশ মত জেন্ সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমণ ই মনের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে

শিক্ষালাভ করেন। এই দো-সো জাপানে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হোসো সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণের মতসমূহ প্রবর্ত্তন করেন। প্রায় এই সময়েই ভ-সা সম্প্রদায়ের মতসমূহও প্রচারিত হইয়াছিল। দো-সো জাপানে বহুসংখ্যক কূপখনন, পারঘাট স্থাপন ও সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পরবর্ত্তীকালে ঐ সমুদয় কার্য্য সমগ্র জাপানে পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ৬৫৮ খৃষ্টাব্দে উয়ান্-চঙের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আরও দুইজন জাপানী পুরোহিত চীনে প্রেরিত হইয়াছিল।

মিকাডো-তেমু-তেন্নো (৬৭৩-৬৮৬ খৃঃ) বৌদ্ধধর্ম্মের একজন প্রবল অনুরাগী ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত নিঃস্ব বৌদ্ধ বিহার সমূহকে ভূমি দান করেন এবং রাজকীয় শাসন হইতে বৌদ্ধাশ্রমসমূহকে মুক্তি প্রদান করেন। ইনি 'না-রা' নগরের নিকটে যকু-সি-জি নামক মঠ এবং আরও বহুসংখ্যক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইনি এই মর্ম্মে একটী অনুশাসন প্রচার করিয়া ছিলেন যে প্রত্যেক গৃহস্থকে স্বগৃহে বৌদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ রাখিতে হইবে। ৭০০ খৃষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্বপ্রথম শব-দাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময় মিকাডো তেম্মু-তেন্নো য়াবাবুসি নামক শ্রমণ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ৭১০ খৃষ্টাব্দে নারা নগরে সুবৃহৎ মন্দির 'কো-বুকু-জি'র নির্ম্মাণ কার্য্যের সূচনা হয়। তৎপর ৭৩৫ খৃষ্টাব্দে একজন চৈনিক পরিব্রাজক কি-গণ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত-সমূহ প্রচার করেন।

৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জাপানে সর্ব্বপ্রথম বসন্তরোগ প্রবেশ করে এবং বহুসংখ্যক লোক উক্ত রোগে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। তাৎকালিক মিকাডো সো-মু-তেন্নো উক্ত আপদ দূরীকরণার্থ এইরূপ নিয়ম করেন যে, প্রত্যেক প্রদেশে কোকু-বুন-জি নামক এক একটী বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। একদা জাপানে শস্যহানি উপস্থিত হইলে তাঁহার আদেশে প্রত্যেক প্রদেশে সপ্ততল স্তূপসমূহ বিনির্ম্মিত এবং কতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের নকল প্রস্তুত করা হয়। এই মিকাডোর সময়েই নারা নগরে তো-দাই-জি নামক মঠ নির্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে দাই-নিচি-নিওরি নামক দেবের একটী বিরাট পিত্তলমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরেই ব্রাহ্মণ জাতীয় শ্রমণ ব্রহ্মণাচার্য্য জাপানে গমন করেন, এবং প্রসিদ্ধ শ্রমণ জিয়োজি বোধিসত্ত্ব ও জাকা বন্দরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। মিকাডো সো-মু-তেন্নো জিয়োজিকে উক্ত উপাধিতে বিভূষিত করেন পরবর্ত্তীকালে উক্ত উপাধি প্রাদেশিক সামন্তগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইতেছিল। মিকাডো আই য়ে য়ান সু'র অনুশাসন কর্ত্তৃক উক্ত উপাধি বিভ্রাট নিবারিত হয় (খৃঃ ১৭শ অব্দে)।

৭৫৪ খৃষ্টাব্দে চিন-চেন্ নামক চৈনিক শ্রমণ কর্ত্তৃক রিৎসু ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠিত হয়। এই শ্রমণ মিকাডো সো-মু-তেন্নো ও তাঁহার কন্যা কো-কেন্-তেন্নো ও আরও ৪০০ ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। জাপানের রাজগণের মধ্যে সো-মু-তেন্নোই সর্ব্বপ্রথম রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অনুকরণ করিয়াছিলেন। এই মিকাডোর দুহিতা তো-কিও নামক শ্রমণের প্রতি আসক্ত হওয়ায় গল্প অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায়।

৭৬৭ খৃষ্টাব্দে নিকো নগরে শ্রমণ সো-ডো কর্ত্তৃক একটী প্রকাণ্ড মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর ৮০৫ খৃষ্টাব্দে হীন যান সম্প্রদায়ভুক্ত চৈনিক শ্রমণ ডেন্ গিয়ো দাই-সি কর্ত্তৃক টেন্-দাই সম্প্রদায়ের মত সমূহ জাপানে প্রচারিত হয়। ইহার এক বৎসর পরে কু-কাই [যিনি পরে কো-বো-দাই-সি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন] নামক চীনদেশীয় জনৈক শ্রমণ দ্বারা সিং-গণ অর্থাৎ যোগাচার বৌদ্ধমত জাপানে প্রচারিত হয়। উহার পর তিনশত বৎসর যাবৎ জাপানে কোন নূতন বৌদ্ধমত প্রচারিত হয় নাই। অতঃপর রিও-নিন্ কর্ত্তৃক জাপানে ইয়ু-জু নেম্ বুৎসু নামক সম্প্রদায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হো-নেন্ সো-নিন্ কর্ত্তৃক জাপানে জো-দো নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার কিয়ৎকাল পরে ই-সাই কর্ত্তৃক রিন্-জাই নামক জেন সম্প্রদায়ের একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমান ঐ সময়েই জাপানী মহাস্থবির দো-জেন [জন্ম ১২০০ খৃঃ, মৃত্যু ১২৫৩ খৃঃ] কর্ত্তৃক জেন্ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় শাখা সো-তো-সিউ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সিন্-রন্ কর্ত্তৃক ইক্কো [এক্ষণে সিন্-সিউ] সম্প্রদায়ের সংগঠিত হয়; এবং ১২০১ খৃষ্টাব্দে নিচি-রেন্ কর্ত্তৃক হক্কি নামক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার কিছু পরে ইক্কো-সিউ সম্প্রদায়ের অনুকরণে জি-সিউ নামক সম্প্রদায় স্থাপিত হয়।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে চীন দেশীয় শ্রমণ ইন্-জেন্ কর্ত্তৃক উজি নগরের নিকট ও বাকু-ছান্ নামক জেন সম্প্রদায়ের একটী বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি জাপানে যে সকল বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে তাহাদের মন্দির সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা—

১। তেন্-দাই [Ten dai] তিনটী শাখা সম্প্রদায় সহ ৫০৮৮টী মন্দির।
২। সিন্-গোন্ [shin gon] দুইটী শাখা সম্প্রদায় সহ ১২৩৫৮টী মন্দির।
৩। জো-দো [Jo do] তিনটী শাখা সম্প্রদায় সহ ৮৪৭৮টী মন্দির।

DOUBLE COLOUR

৪। জেন্ [zen] { রিন্-জাই (৯টী শাখা)— ৭০৮১টী মন্দির
ছো-তো (So-to) ৯টী শাখা সহ ১৪০২১টী মন্দির
ও বাকু (o-baku)— }
৫। সিন্ (shin) ১০টী শাখা সহ ১৮৭৮৩টী মন্দির।
৬। নিচি-রেন্ (Nichiren) ৭টি শাখা সহ ৫০৮৫টী মন্দির
৭। জি (Ji) ... ... ৫০১টি মন্দির।
৮। ইয়ু জু-নেম্ বুৎসু (yu-dyu-nem-butsu) ৩৪৭টী মন্দির।

পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তেন্-দাই ও সিন্-গোন্ নামক সম্প্রদায়দ্বয়ের মত সমূহ অতি গুহ্যতম ও গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করা অতীব দুরূহ। এতদ্ব্যতীত অপরাপর সম্প্রদায় সমূহের ধর্ম্মমত সমূহ ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা।

সাহিত্য।

প্রত্যেক প্রাণীরই মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য স্বভাব-সিদ্ধ এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান আছে। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত জীবেরই ঐরূপ ভাব প্রকাশক সঙ্কেত রহিয়াছে। যদিও তৎসমুদায় সম্যক্ মানুষের অধিগম্য নহে তথাপি ঐ সমুদায় তাহাদের নিজেদের জন্য মনোভাব ব্যক্ত করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। মানুষেরও এইরূপ মনোভাব প্রকাশক সুসংস্কৃত স্বর বিন্যাসকে ভাষা কহে। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস অতীত অন্ধকারের কুক্ষিগত, কিন্তু ইহার পরিণতি বা পরিব্যাপ্তি জাতি বিশেষের উত্থান ও পতনের ন্যায়, উন্নতি ও অবনতির সদৃশ গভীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে। সে তত্ত্বের সমালোচনা অত্যাবশ্যক। ভাষাই সাহিত্যের প্রাণ, সুতরাং ভাষার উন্নতিই সাহিত্যের উন্নতি। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কতকগুলি প্রধান প্রধান ভাব প্রকাশক বিষয়ে ভাষার সমতা থাকিলেও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা। বিভিন্ন দেশেরও বিভিন্ন ভাষা সুতরাং

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সাহিত্য। উপন্যাস, নাটক, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতির ভাষাও বিভিন্ন, কিন্তু তৎসমুদায়ই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। উপন্যাস লেখক, নাটক প্রণেতা, কাব্যরচয়িতা, ইতিহাস সঙ্কলয়িতা সকলেই সাহিত্যসেবী। সাহিত্যের উন্নতির জন্য জনসাধারণ অবলম্বিত বিষয় সমূহের নিকট ঋণী।

এই সুবিস্তীর্ণ সাহিত্য-সিন্ধুর পরিণতি বা পরিব্যাপ্তি একদিনে সংসাধিত হয় নাই। কত শতাব্দী ব্যাপিয়া কতশত লোকের যত্ন ও চেষ্টার ফলে ইহার পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যাবধারণ মাদৃশ ব্যক্তির সাধ্যাতীত। ইংরেজী সাহিত্য Chaucerএর সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ক্রমশঃই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেক্সপীয়র, মিল্‌টন্, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বায়রণ প্রভৃতি মহাকবিগণের, মেকলে, ল্যাণ্ডর, জনসন, বার্ক, স্কট. মিল প্রভৃতি রাজনৈতিকগণের স্পেনসার প্রভৃতি দার্শনিকগণের এবং নিউটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের কত যত্ন ও চেষ্টার ফলে ইংরেজী সাহিত্য ক্রমোন্নত হইয়া উৎকর্ষের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে সাহিত্যক্ষেত্রে কেহ বা পথ নির্দ্দেশক, কেহ বা অনুসরণকারী, আবার কেহবা অনুকরণকারী। তথায় কেহবা নিয়ামক কেহ বা নিয়ন্ত্রিত, কেহ বা চালক কেহবা চালিত, কেহ বা গুরু কেহ বা শিষ্য। আবার কেহ কেহ বা বিভিন্ন দেশায় বিভিন্ন জাতির ভাষার ভাণ্ডার হইতে বহু ক্লেশে রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া জাতীয়সাহিত্যসম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধনে যত্নশীল হইয়াছেন; এইরূপেই স্বাধীনতাপ্রদীপ্ত উদীয়মান ইংরেজ জাতির জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যেরও বহু পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় অন্যান্য ভাষা হইতে অনেক উচ্চাসন লাভে সমর্থ হইয়াছে। তাহার অতি প্রাচীন সম্পদ মাণিকচাঁদের গান; এবং তৎপরে অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চণ্ডীদাসের গীতাবলী সমুদ্ভূত হয়। তাহার এক শতাব্দী পরে কাশীরামদাস মহাভারত ও কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে যুগান্তরের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাহার প্রায় শতাধিক বর্ষ পরে মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' ও 'মনসা মঙ্গলে'র প্রচার হয়। ইহারওপ্রায় এক শতাব্দী পরে বঙ্গীয়াকাশে ভারতচন্দ্র সমুদ্ভূত হইয়া বিদ্যাসুন্দরের প্রোজ্জ্বল প্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করেন। তৎপরে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে অভ্যুদিত হইয়া ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ বিন্যাসের ঝঙ্কারে বঙ্গ সাহিত্যকে সুন্দর বেশ ভূষায় বিভূষিত

করিয়া তাহাকে উচ্চাঙ্গীয় সাহিত্য সোপানে সমারূঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তৎপরে বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি এই সাহিত্যকাননের পারিজাতরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া অক্ষয় ও অমর হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপে যুগে যুগে বহু সাহিত্যসেবীর যত্ন ও চেষ্টায় বঙ্গীয় সাহিত্য সমুন্নত হইয়াছে। এ উন্নতির স্রোত খরবেগে চলিতেছে।

সাহিত্যই বিশ্বের প্রাণ—সর্ব্বমঙ্গল্য ও শক্তিমৎ সাহিত্যের প্রভাবে কত রাজ্যের পতন হয়, কত রাজ্যের উত্থান হয়। ফরাসি সাম্রাজ্যের মত পর্ব্বতপ্রতিম প্রাসাদ ভলটেয়ার, রুসো প্রভৃতি লেখকের শত বজ্র পাতের ভৈরব শব্দে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং লোকে দেখিতে না দেখিতে রাজতন্ত্রশাসন প্রণালী ঝঞ্ঝাবাত বিক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মত উড়িয়া গিয়াছিল। আবার আমেরিকার বিপ্লবে আডাম, ফ্রাঙ্কলিন এবং ইটালির অভ্যুত্থানে ম্যাটসিনি সাহিত্যের প্রভাবেই মৃতপ্রায় ইটালায় জাতির জাতীয় তেজ সঞ্জীবিত করিয়া অধীনতার সুদৃঢ় নিগড় ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপে সাহিত্যের প্রভাবে কখনও দেশে রক্তগঙ্গা সর্ব্বগ্রাসিনী বন্যার ন্যায় ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া যায়; কখনও বা পূতসলিলা প্রেমভক্তির অমৃত মন্দাকিনী তরতর বেগে প্রবাহিত করাইয়া পাষাণেও কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত করিতে সমর্থ হয়। তাদৃশ অলোকসামান্য সর্ব্বশক্তিমৎ সাহিত্যকে আবিল সংযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। তাহার পরিণতি ও পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ করাও অবৈধ যদিও তাহার পরিণতি ও বিস্তৃতির কথঞ্চিৎ অন্তঃরায় উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি তাহার ক্ষীণজ্যোতিঃ ইংরাজি সাহিত্যের প্রদীপ্ত প্রভাব নিকট সংস্কৃতের সুকোমল ক্রোড়ে থাকিয়াই বাগ্মগৌরব ঘোষণা করিতেছে—সংস্কৃতমাতৃক অন্যান্য উপভাষা এখনও অন্ধকারের গভীর-তামস-ক্রোড়ে লুক্কায়িত আছে। বঙ্গায় সাহিত্যের সে অগ্নিশিখা হোমাগ্নির ন্যায় কখন আকাশ ভেদ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে কে বলিতে পারে? সুতরাং তাহাকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। সাহিত্যের প্রভাবে দগ্ধ কঙ্কারেও ফুল ফোটে, দুঃখের তামসী নিশাও ক্ষণকালের জন্য জ্যোৎস্নাময়ী হইয়া উঠে।

মানব শরীরে যেমন শৈশব, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে সাহিত্যেরও তেমনি বিভিন্ন অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। শিশুর আধ আধ ভাষা যুবকের মুখে কখনই ভাল শোনায় না। তেমনি সাহিত্য-শিশুরও বয়োবৃদ্ধির সহিত বৈচিত্রতাময় শব্দসৌন্দর্য্যের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তখন কেবল মাণিক-

গীরের গানের অথবা বর্ণবোধের ভাষা পর্য্যাপ্ত নহে, সে সময় অবশ্যই উচ্চাঙ্গের গম্ভীরভাবপ্রকাশক শব্দ-সম্পদ-সমন্বিত ভাষার প্রয়োজন হয়। ইহার অন্যথা করিলে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয়ে দোষের সমাবেশ অবশ্যই হইবে।.. সমুচ্চ ভাবপ্রকাশ জন্য নিত্যই বিচিত্রতাময় এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শব্দ-কুসুম-চয়ন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে নূতনমালা গাঁথিতে হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষার দিনে, দর্শন ও বিজ্ঞানের আধিপত্য সময়ে আমাদের বঙ্গীয় ভাষা ভাব প্রকাশ জন্য যথেষ্ট নহে। শব্দসম্পদের জন্য তাহাকে আজীবন সংস্কৃতের অক্ষয় ভাণ্ডারের নিকট দ্বারস্থ থাকিতে হইবে। স্বাধীন ইংরেজ জাতির গাম্ভীর্য্য ও শব্দ-সম্পদ-সমন্বিত ভাষাও তাহার সমৃদ্ধির জন্য গ্রীক ও ল্যাটিনের প্রতিনিয়ত সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে। তরঙ্গিণী পার্ব্বত্য প্রদেশের জলোৎসে বেগবতী হইয়া প্রধাবিতা হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী বহুল জলধারায় পরিপুষ্টা হইতে বিস্মৃত হয়না।

সংস্কৃতবহুল বাঙ্গলাভাষার স্থলে অনেক বর্ত্তমান সাহিত্যসেবী সহজ বাঙ্গালা প্রচলনে যত্নবান। তাঁহারা বলেন যে গাম্ভীর্য্যময় শব্দ-সম্পদের গম্ভীর নির্ঘোষ সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারে না সুতরাং সাধারণের সুখপাঠ্য সহজবাঙ্গালাই প্রশস্ত। কিন্তু এক একটী সংস্কৃত শব্দে যেরূপ সৌন্দর্য্য,মাধুর্য্য ও ভাব প্রকাশিত হয় তাহার একটীর পরিবর্ত্তে বহুসহজ সুপাঠ্য শব্দ প্রয়োগ করিলেও সে সৌন্দর্য্য, সে মাধুর্য্য এবং সে ভাব প্রকটিত হয় না। ভাবের গাম্ভীর্য্যের জন্য ভাষারও সমৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। বীরত্বব্যঞ্জক রাগিনী না হইলে বীর-সঙ্গীত মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে না,বরং তাহা অন্য রাগিনীতে গাইলে নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া থাকে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য শব্দসম্পদের বিচিত্রতায় গুরু গম্ভীর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাধারণের বোধগম্য না হইলে জনসাধারণের সুশিক্ষার পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উচ্চ শিক্ষায় বিভূষিত হওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণের বোধগম্য জন্য যদি সাহিত্যকে আজীবন সমভাবে শব্দসম্পদে দীন হইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে সে সাহিত্য কখনই উন্নতির উন্মুখ হইতে পারে না এবং তাহা অচিরকাল মধ্যেই বিলয়ের মহাগর্ভে সমাহিত হইয়া থাকে; কারণ এ সংসারে কিছুই একভাবে থাকিতে পারে না, হয় উত্থান না হয় পতনের দিকে অবশ্যই ধাবিত হইবে। স্বভাব-নিয়োজিত সে গতির রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

বিশদ ভাব প্রকাশ জন্য উচ্চাঙ্গের ভাষার প্রয়োজন। সহজ ও সরল ভাষায় গবেষণাপূর্ণ ভাবের বিবৃতি অসম্ভব। সুতরাং গভীরভাব প্রকাশক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শব্দসম্পদকে বিদায় করিয়া যাঁহারা বঙ্গভাষাকে বিধবা নিরাভরণা

কাঙ্গালিনীর ন্যায় দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কখনই বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ হিতৈষী নহেন। শিক্ষার উন্নতি ও চিন্তার প্রবণতা দ্বারা শব্দের সমৃদ্ধি ও ভাবের গাম্ভীর্য্য সংসাধিত হয়। সাহিত্যকে শব্দসম্পদে দীনের ন্যায় গাম্ভীর্য্যে দীন করিলে সুশিক্ষা ও চিন্তাশীলতার মূলেও কুঠারাঘাত করিতে হয়।

কেহ কেহ বলেন ভাষাকে কোন নিয়মতন্ত্রের অধীন না করিয়া ব্যাকরণের সুদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া, স্বাধীনভাবে (অনন্ত নীলাকাশে প্রবাহিত বায়ুমণ্ডলের ন্যায়) যদিচ্ছা গমনের পথে উন্মুক্ত করিয়া দিলেই ভাল হয়। এই সুবিস্তীর্ণ বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন-ভাষা, সুতরাং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাদেশিক ভাষার বহুল প্রচলন জন্য এক বিভাগীয় গ্রন্থ অন্য বিভাগীয় লোকের হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় থাকিবে না। তাহা হইলে সাহিত্যের প্রভাব ও শক্তির কত খর্ব্বতা সংসাধিত হইবে তাহা সুধিগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন; তজ্জন্য জাতীয় শক্তির কত অপচয় হইবে তাহাও অনুধাবন করিবেন। জগতে চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু পরমাণু পর্য্যন্ত এ অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বপতির প্রবর্ত্তিত নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিতেছে। একটী বালুকাকণাও নিয়তির সে অনুশাসন লঙ্ঘন পূর্ব্বক নড়িতে চড়িতে সমর্থ হইতেছে না। এমতাবস্থায় জীবের আত্মগত ভাব বিজ্ঞাপক শক্তিশালী, প্রতাপান্বিত সেই সাহিত্য এই বিশ্বজনীন নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া তাহার জীবনীশক্তি সংরক্ষণে সমর্থ হইবে কিনা তাহাও গভীর সন্দেহের বিষয়।

কেহ কেহ বা উচ্চারণের দোষ ধরিয়া কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালাভাষা হইতে একেবারেই বিদায় দিতে ইচ্ছা করেন। উচ্চারণ স্থান সকলের জড়তা এবং আমাদের অপারগতা বশতঃ সেই সমুদায় শব্দগুলির অন্য কোন অপরাধ পরিলক্ষিত হয় না। আমাদেরই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। অভ্যাস দ্বারা জিহ্বার জড়তা বিদূরিত করিয়া যথাযথ উচ্চারণে অভ্যস্ত হইতে হইবে। চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া কখনই সমীচীন নহে। সকল ভাষাই দেশকাল পাত্রের প্রভাবে উচ্চারিত হয়। অতএব সাহিত্যের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বা কি প্রয়োজন? নিজের অপরাধের জন্য অন্যকে দোষী করা এবং তজ্জন্য অন্যকে শাস্তি দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত?

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে কতিপয় শক্তিশালী লেখকের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহারা লেখনীরূপ শাণিত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিমতানুযায়ী পথে বাঙ্গালা পরিচালিত করিতে সচেষ্ট

হইয়াছেন। তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের শব্দসম্পদের, শব্দবিন্যাসের, ভাবসমাবেশের, গাম্ভীর্য্যের, সৌন্দর্য্যের, বিচিত্রতার মূলে প্রতিনিয়ত কুঠারাঘাত হইতেছে তাহা কি ভবিষ্যতে কেহ সম্পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন? উন্নতির পথ পুষ্প-বিকীরিত নহে, তাহা রুধির পরিপ্লুত। করাল ভৈরব নৃ-মুণ্ডমালিনী রক্তপ্রিয়া কালিকা কখনও শান্ত সঙ্গীতে পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন না। দধীচির অস্থিদ্বারাই বৃত্রাসুরের নিধন হয়—ফলানুরূপ পূজা অত্যাবশ্যক, যত্ন ব্যতীত কখনও রত্ন মিলে না। অতীতের সাক্ষী ইতিহাস জলদ নির্ঘোষে ইহাই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। সুতরাং সাহিত্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক; যেহেতু সিদ্ধি সাধনারই অনুরূপ হইয়া থাকে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচার।

"পরবৃদ্ধিষু বদ্ধমৎসরাণাম্
কিমিবহ্যস্তি দুরাত্মনামলভ্যম্।"

পরবৃদ্ধি দর্শনে যাহাদের মাৎসর্য্যের উদ্রেক হয়, কবি তাহাদিগকে দুরাত্মার পর্য্যায়ে স্থান দিয়াছেন।

কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করা যাহাদের চক্ষুশূল হইতেছে, কেবল কবিবাক্যে নহে সাধারণের বিবেচনায়ও তাহারা যে অতি দুরাত্মার শ্রেণীভুক্ত কে তাহা অস্বীকার করিবে? যাহারা পরের অভ্যুদয় দেখিয়া দগ্ধহৃদয় হয়, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা অন্যকে প্রকৃত প্রাপ্য অধিকার পাইতে দেখিয়া চিত্তমালিন্য প্রকাশ করে, তাহাদের নীচতা ও সংকীর্ণতা ততোধিক। অশিক্ষিত বা অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপে বিদ্বেষ প্রকাশ করিলে তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ থাকে না। তাহারা অজ্ঞাত পূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিলে তাহাদের মনে স্বভাবতই বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিবার সম্ভব, তবে দুঃখের বিষয় এই যে, পরিণত বয়স্ক শাস্ত্রজীবীদিগের অশাস্ত্রজ্ঞের ন্যায় কার্য্যে কে না মর্ম্মাহত হইবেন? আমাদের মনে হয়, ইহার মধ্যে কোন গুপ্তহেতু নিহিত আছে। স্বার্থ, জিগীষা, অর্থে

মোহিনীশক্তি উপসর্পণা-প্রিয়তা অথবা আমাদের ভাগ্যবিপ্লব, ইহার কোনটার প্রভুতা গুপ্তভাবে কার্য্য করিতেছে কিনা বলিতে পারি না। যাঁহারা শাস্ত্রানুশীলনে জীবনযাপন করিতেছেন, ধর্ম্মের উন্মেষ ও অনুষ্ঠান জন্য লোকসমাজে সুনাম রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাঁহাদের চিত্তে পক্ষপাতিতার উদ্রেক দেখিলে সত্য সত্যই হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হইয়া থাকে।

অনেক উদারহৃদয় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতই কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের পক্ষপাতী। শাস্ত্রবচনের বিরুদ্ধ কোন কার্য্য বা মত তাঁহাদের অনুমোদিত নহে তজ্জন্যই কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় না বলিয়া তাঁহারা পাতিত্য গ্রহণ করিতে পারেন না। তাদৃশ ঋষিকল্প, কলিদ্বৈপায়নগণের ন্যায়পরায়ণতায় আমরা যাবতীয় কণ্টক উৎসারণ পূর্ব্বক উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিব তদ্বিষয়ে আমাদের হৃদয়ে আশার উন্মেষ হইয়াছে। শাস্ত্রে যে সত্য অবিসম্বাদে ঘোষণা করিতেছে, সেই শাস্ত্র পড়িয়া এবং তাহার মর্ম্মার্থ সম্যক্ জানিয়াও যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদ্বেষী হইতেছেন ইহা জানিতে কৌতুহল জন্মিয়া থাকে।

এই ব্যাপারে যাঁহারা বিদ্বেষ-বহ্নির উদ্দীপন করিতেছেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎও কল্যানকর নহে। অনেকে উদারতার ও ধর্ম্মভাবের অভাব জন্য কায়স্থগণের অধঃপাতিত করিতে যত্নশাল হইয়া অসিদ্ধকাম হইতেছেন। ফলে হিংসার বিনিময়ে তাঁহাদের অধঃপতনের মার্গ প্রশস্ত হইতেছে। আমি অন্যের বিষয়ে কিছু বলিতে চাহি না, তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। কিন্তু বহুশাস্ত্রবিশারদ, পণ্ডিতপ্রধান ভাটপাড়ানিবাসী পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সময়ে সময়ে কায়স্থ-বিদ্বেষ দর্শন করিয়া মনে অত্যন্ত ক্ষোভ উপস্থিত হয়। তিনি বঙ্গবাসী পত্রের পবিত্র ক্রোড় আশ্রয় করিয়া বহুবিধ পুরাণ গ্রন্থ সম্পাদিত করত দেশের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাদৃশ হিন্দু-সন্তানগণের নিকট তিনি বিশেষ ভাবে সম্মান পাইয়াও আসিতেছেন। বাস্তবিকই তিনি বহু পুরাণাদির অনুবাদ করিয়া কলির ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল পুরাণ নহে, দর্শন শাস্ত্রেও তিনি কম ব্যুৎপন্ন নহেন, এমন কি স্মৃতিশাস্ত্রের বিষয়েও কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা না আছে এমনও নহে। তাঁহার ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট না হইলেও বুদ্ধিমান্ শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অধিকাংশ পণ্ডিত অপেক্ষা ইহাঁর প্রতি আমার অধিক ভক্তিও আছে, এস্থলে একথাও ব্যক্তব্য যে তাঁহার ন্যায় অসাধারণ শাস্ত্রবিশারদ তার্কিকের অন্যায় বিরোধে অগ্রসর হওয়াতে পরাভব দৃষ্ট হইতেছে। তবে এক কথা—তিনি ত মানুষ অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতি-

পাদন করিতে চেষ্টা করিলে স্বয়ং সরস্বতীও পরিভব প্রাপ্ত হন। "কেবা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ" এই মহাকবির উক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সকল মহাত্মারই আত্মসম্মান রক্ষা করা উচিত। বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহাদের বিলুপ্ত ক্ষত্রিয়বর্ণ বিহিত সংস্কার গ্রহণের জন্য ঋষিগণের ও সংহিতা কর্ত্তাদের পবিত্রাদেশ অবলম্বন করিয়া স্বজাতি ভ্রাতৃবর্গের হৃদয়ে জাতীয় অভাবের কথা উদ্বোধিত করিতেছেন। এই সত্য বিষয়ে বাধা দিবার জন্য যাঁহারা ভ্রম-প্রমাদ পরিশূন্য ঋষিগণের বচনের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে বা তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সেই সকল আর্ষবাক্য লঙ্ঘন করিতে যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা এই মহাপাপানুষ্ঠানের জন্য অবশ্যই নানাবিধ অমঙ্গল ও অনুতাপের অঙ্কশায়ী হইয়া পরিণামে পরিতপ্ত হইবেন, তাহাও অবিসম্বাদি। তর্করত্ন মহাশয় ক্ষত্রিয়-নিধনকারী পরশুরামের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক কান্দী ও পাঁচথুপীতে ক্ষত্রিয়াচার-কামী কায়স্থগণের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই অন্যায় আক্রমণে ব্যথিত হইয়া সত্যপরাক্রম ধর্ম্মজ্ঞ ও স্মৃতিশাস্ত্রে সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় কায়স্থ পক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক ন্যায়যুদ্ধে তাঁহাকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। "যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" স্মৃতিরত্ন মহাশয় ধর্ম্মার্থের এইরূপে সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন ইহা তাঁহার ধর্ম্মমূলক পাণ্ডিত্যের প্রভাব। ইহাতে আমরা সর্ব্বত্রই যে জাতীয় সংস্কারে সফলকাম হইব, আমাদের সে আশা দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছে।

পাঁচথুপীতে সংঘটিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধের অবসান হইলে আমাদের বিশ্বাস হইয়াছিল বোধ হয় তর্করত্ন মহাশয়ের বিদ্বেষ বহ্নি প্রশমিত হইয়াছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে। শারদীয় পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে বীরভূমের অন্তর্গত কুণ্ডলা-গ্রামে জনৈক জমীদারের বাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়াছিল, তর্করত্ন মহাশয়ও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুনিলাম সর্ব্বশেষে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়জাতিত্বের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। যে স্থলে তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত থাকিবেন, তথায় কায়স্থবর্গের অনুকূলে কোন কথার প্রসঙ্গ হইবে তাহা সম্ভব নহে। সমস্ত পুরাণ পাঠ করিয়াছেন বা যাবতীয় সংহিতায় অধিকার আছে সম্ভবতঃ এরূপ পণ্ডিতও ঐ সভায় একজনও ছিলেন না, থাকিলে অবশ্য কায়স্থ-বিদ্বেষের মূলোচ্ছেদ হইত। শাস্ত্রে পারদর্শিতা না থাকিলে সাধারণ পণ্ডিতগণ পল্লীগ্রামে যেমন বলিয়া থাকেন যে, আমরা বহুপুরুষ হইতে যাহাদের বহুপুরুষকে নিরুপবীত দেখিতেছি তাঁহাদিগকে কিরূপে ক্ষত্রিয় বলিব? সম্ভবতঃ

...সভাতেও সেইরূপেই মীমাংসা হইয়া থাকিবে। যখন কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লীর ...র প্রধান পণ্ডিতগণ কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মত দিয়াছেন ও শাস্ত্র বচনের ... তাহা সমর্থিত হইয়াছে, তখন অন্যের মতামতের জন্য বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে ...। তবে যে যে স্থানের সভাতে তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতের ...গমন হইবে তথায় সম্ভবতঃ তাঁহাদের গুপ্তচেষ্টা বেত্রধারী শাসকের ন্যায় ...ণ্ডিতগণের শঙ্কার হেতুভূত হইয়া সকলকে কায়স্থের প্রতিকূলে উত্থাপিত করিবে ...বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ তর্করত্ন মহাশয় যে যে সভায় বিদ্যমান থাকিবেন ...সেই সভায় নবদ্বীপের উজ্জ্বলরত্ন স্মৃতিরত্ন অথবা তৎস্থানীয় কোন পণ্ডিতকে ...তি আহ্বান না করিলেও কর্ত্তব্যানুরোধে) আমাদের তাহার ব্যবস্থার জন্য যথা-...চেষ্টা করিতে হইবে।

পাঁচথুপীর বিচারে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধি না হওয়ায় সুযোগ পাইলেই ...নি বিপক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কুণ্ডলাতেও সভাভঙ্গের ...য় তাঁহার পরিচিত ও আমার বন্ধু স্থানীয় কোন পণ্ডিতের দ্বারা কায়স্থগণের ...ক্ষে মতপ্রদানকারী পণ্ডিতগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। ...্রিন্স স্কুলের কোন কোন শিক্ষকও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের মুখে ...রূপ শুনিলাম। যদি এই কথা সত্য হয়, তবে আমার বক্তব্য এই যে পণ্ডিত-...গণ স্বাক্ষরযুক্ত সেই সমস্ত মত তর্করত্ন মহাশয় মনুবাক্য অপেক্ষাও অধিক ...মান্ মনে করিতে পারেন; কিন্তু সাধারণে বিশেষতঃ সত্যানুবর্ত্তী কেহ ...গ্রাহ্য করিবেন না। ভট্টপল্লীর কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, ...রত্ন মহাশয়ের জেদ অত্যন্ত প্রবল; তিনি যে পক্ষে মত প্রদান করিবেন ... প্রাণপণে প্রবল করিতে চেষ্টা করিবেন।' এস্থলে তাঁহার মনে রাখা ...উচিত মানুষ কেবল সত্ত্বগুণের আধার নহে, রজঃ ও তমোগুণও সকলের হৃদয়ে ...বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। তর্করত্ন মহাশয়ও মানুষ তজ্জন্য ...অভিমানের চরিতার্থতা জন্য তাঁহার ঐরূপ নির্ব্বন্ধ হইতে পারে, ঐহিকের ...তৃপ্তি ঘটিলেও পরকালে অশুভ সাধন করে এরূপ অধ্যবসায় তাঁহার মত ...ও বিচক্ষণের দেহে থাকা কর্ত্তব্য নহে। "নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণং ছিত্ত্বা ...দহেৎ" আয়ুর্ব্বেদোক্ত অশ্বরোগের নেত্ররোগোপশমক এই বাক্য পাঠ ...বৈদ্যরাজ মানুষের চক্ষুঃপীড়া নিবারণ করিতে উদ্যত হইলে নিশ্চয়ই অকৃত-...ও উপহাস্য হইবেন। প্রবীণ তর্করত্ন মহাশয়ের চেষ্টাও এইরূপে ফলবতী ...না; পাণ্ডিত্যের বলে সর্পকে রজ্জু বলিয়া প্রতিপাদন করা কিয়ৎপরিমাণে

সুকর হইতে পারে কিন্তু কার্য্যকালে অর্থাৎ স্পর্শ করিবার সময় অবশ্যই তাহাকে সর্প দৃষ্টে দূরে পলায়ন করিতে হইবে। তর্করত্ন মহাশয় যেরূপ পণ্ডিত এবং তাঁহার বুদ্ধিও যেরূপ সূক্ষ্ম ও বিষয়গ্রাহিণী, তিনি যদি প্রকৃত বিষয়ের সমর্থনে বদ্ধপরিকর হইতেন তাহা হইলে তাঁহার যশঃ ও খ্যাতি একমেরু হইতে অন্যমেরু পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিত। যেরূপ স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ক্রমশঃ বঙ্গদেশীয় সমস্ত কায়স্থ, ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ ও উপবীত ধারণ করিবেন এবং সেই উপবীতি কায়স্থক্ষত্রিয়গণের বংশধরগণ, অধুনা পক্ষসমর্থনকারী পণ্ডিতগণকে গৃহে গৃহে দেবতার ন্যায় স্মরণ ও মনে মনে অর্চ্চনা করিবেন। সত্য বিষয়ের সমর্থনকারী বুধগণ যশঃপুণ্যের অধিকারী হইয়া অনন্তকাল অসংখ্য লোকের স্মরণ-পথের পথিক হইবেন। অন্যায় জিগীষাপরায়ণ হইয়া আবহমানকাল অসংখ্য শিক্ষিত লোকের অবজ্ঞাত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পশ্চিম অঞ্চলবাসী কায়স্থগণ উপবীত ধারণ পূর্ব্বক দ্বাদশ দিবস মাত্র অশৌচ গ্রহণ করেন, তবে দেশকাল দোষে উপবীত ত্যাগ করিলেও বঙ্গদেশবাসী লালাকায়স্থগণও অশৌচপালন বিষয়ে ঐ নিয়ম ব্যতিক্রম করেন না। প্রত্যক্ষ ব্যাপারে প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, তজ্জন্য প্রতিবাদী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ও সাধারণের বিবেচনা করা উচিত যে একশ্রেণীর কায়স্থের যেরূপ অধিকার আছে অন্য শ্রেণীর কায়স্থগণও সেই অধিকার পাইতে পারেন, বরং তাহা পরিত্যাগ করাই তাঁহাদের দোষ। পশ্চিমাঞ্চলে উপবীতধারী ক্ষত্রিয়াচারী কায়স্থগণ যখন অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছেন তখন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রমাণগুলিকে প্রক্ষিপ্ত না বলিয়া তদিতর অন্য প্রমাণ পরম্পরার অমৌলিকত্ব স্বীকার করাই বিধেয়।

উপসংহার কালে কায়স্থ-পত্রিকার পাঠক ও কায়স্থ-সভার নেতৃ মহাশয়গণের নিকট আমার নিবেদন এই, কায়স্থ জাতির মধ্যে কেহ কেহ আমাদের প্রকৃত গৌরব ও পূর্ব্ব অধিকার বুঝিতে পারিলেও অনেক কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতি তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারেন নাই। সাধারণ লোকে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের বিষয় যাহাতে সহজে জানিতে পারেন, বঙ্গানুবাদ সহ কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়নপূর্ব্বক তাহা কায়স্থ প্রচারকগণের দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার করা কর্ত্তব্য। তর্করত্ন এবং স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বিচারটী ও কায়স্থ-তত্ত্ব নির্ব্বচনে যে সমস্ত মত প্রকটিত হইয়াছে, সেই সকল সুমীমাংসিত তত্ত্বও ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া দিলে এবং যে সকল স্থলে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিরোধ হইতেছে সেই সকল স্থলে কায়স্থ-পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরণ করিলে অল্পদিনের মধ্যে

অধিকাংশ লোকেই কায়স্থগণের প্রকৃত অধিকার জানিতে পারিবেন তাহা হইলে তাঁহাদের স্বার্থ ক্রমশঃ অব্যাহত হইবে।

শ্রীহরিলাল সিংহ।

জীবনী সংগ্রহ।

এরিস্‌টট্‌ল্।

খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচ শতাব্দীতে যে সকল মহাত্মা আমাদের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বৈদেশিক পণ্ডিতের জীবনবৃত্তান্ত আজ আমরা কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিব। এই প্রবন্ধের শীর্ষস্থানে যাঁহার নাম লিখিত হইল সেই মহাত্মা (Aristotle) এরিস্‌টটল্ ইউরোপের সমগ্র জ্ঞানী সমাজের মধ্যে একজন প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে ইহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্য ইনি ভবিষ্যজীবনে সমগ্র পৃথিবী মধ্যে একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। আজ আমরা ইঁহারই জীবন চরিত সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

এরিস্‌টটল্ আমাদের নিকট একজন দার্শনিক পণ্ডিতরূপেই অধিকতর পরিচিত। কিন্তু ইনি যে শুধু দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। তাহার প্রমাণ আমরা ইঁহার অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রণালীর সুধাময় ফলস্বরূপ ইউরোপের অদ্বিতীয় বীর আলেক্‌জাণ্ডারের (Alexander) জীবন হইতেই অনায়াসে বুঝিতে পারি। পণ্ডিতপ্রবর এরিস্‌টট্‌ল্ বীরাগ্রগণ্য মেসিডোনিয়াপতি আলেকজাণ্ডারের শিক্ষাগুরু ছিলেন, সুতরাং আমরা ইঁহার জীবন হইতে বহুবিধ বিষয় অবগত হইতে পারিব এরূপ আশা করিতে পারি।

এরিস্‌টটল্ গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী থ্রেইসের (Thrace) অন্তর্গত ষ্টেগিরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন সঙ্গতিসম্পন্ন বণিক ছিলেন। এরিস্‌টট্‌লের পিতার অতুল সম্পদ থাকিলেও অস্মদ্দেশীয় ধনীসন্তানগণের ন্যায় এরিস্‌টট্‌লের

জ্ঞানচর্চ্চার পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই; পুরুষপরম্পরা ক্রমে ভোগ্য, ঐশ্বর্য্য তিনি ক্ষণেকের নিমিত্তও জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যরূপে পরিণত করেন নাই। তিনি ভোগ ও বিলাসিতার আবিল স্রোতে গা' ঢালিয়া দিয়া জ্ঞানপিপাসু জীবনের উন্নতির পথে স্বহস্তে কণ্টক রোপণ করেন নাই। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যাপিত সাধুজীবনের জ্ঞান অর্থের নিরর্থক আড়ম্বর হইতে তিনি নিজকে সতত দূরে রাখিয়াছিলেন। এরিস্টটল্ তাঁহার কোন বন্ধুর নিকটে লিখিয়াছিলেন "আমি যদি কোন দুঃখকষ্টক্লিষ্ট সাধারণ ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে নিজেকে অধিকতর সৌভাগ্যশালী মনে করিতাম" এরিস্টটল্ পুস্তক পাঠে আবাল্য অভিনিবেশপরবশ ছিলেন। তাঁহার শৈশবের অতুল্য পাঠানুরাগ দেখিয়া তদীয় শৈশবশিক্ষক বলিয়াছিলেন, "এই বালক জীবনের পূর্ণপরিণতিতে জগতের একজন আদর্শ ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইবে।" কালে শিক্ষকের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

যৌবনে এরিস্টটল্ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে থাকিয়া গ্রীক্‌ভাষার প্রধান প্রধান কবি ও লেখকগণের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত-সাধ্য দার্শনিক ভাবময় উক্ত গ্রন্থাবলীর বিষয় সমূহ এরিস্টটল্ তৎকালেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। এই সময়েই তাঁহার গ্রীক্‌ভাষায় রচনাপ্রতিভার সূত্রপাত হইতে থাকে। যৌবনে অস্থির ভাবরাশির প্রভাবে তিনি যে সকল প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করিতেন তাহা প্রধান পণ্ডিতগণও দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। উক্ত রচনা সমূহের অধিকাংশই দর্শনশাস্ত্রসম্পর্কিতদৃষ্টান্তবহুল ছিল। একদিকে তাঁহার রচনাবলীতে যেমন উচ্চঅঙ্গের দার্শনিক ভাব পরিদৃষ্ট হইত অপরদিকে ভাষার লালিত্য ও রচনামাধুর্য্য তাঁহার রচিত বিষয়াবলীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ছিল। তবে ইহা নিশ্চিত যে এরিস্টটল্ পৃথিবীর উপকারার্থে এই সকল লিখিত বিষয়সমূহ যত্ন করিয়া রাখিয়া যান নাই। যাহা কিছু তাঁহার শেষ জীবনের লেখা ইউরোপ এখনও আদর করিয়া থাকে, সকলগুলিই তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত। সেই অল্পসংখ্যক গ্রন্থাবলীর মধ্যেই তাঁহার জ্ঞানের অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এরিস্টটলের গ্রন্থাবলী কিন্তু তাহার জীবিতাবস্থায়ই সমধিক আদৃত হইয়াছে। প্রতিভার সম্মান সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই প্রতিভান্বিত ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে সম্মানের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। আমরা এরিস্টটলের জীবনে তাহার অন্যথা দেখিতে পাই। বস্তুতঃ প্রতিভা যাহাকে বলিব, তাহা সতত

লোকের প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ। নতুবা লোক দেখান শোক প্রকাশ করিয়া প্রতিভাকে ডাকিয়া আনা বরং 'সভ্যতা' শব্দবাচ্য বলিয়া বোধ হয়। আমরা আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে প্রতিভার সম্মান করিতে শিখিয়াছি—কিন্তু মরিয়া গেলে। আমরা যাহাদের অনুকরণ করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যে তাহারা প্রতিভান্বিত ব্যক্তিকে জীবিতাবস্থায়ই সম্মানে ভূষিত করিয়াছিল।

এরিস্টটল্ খৃষ্টের জন্মের ৩৮৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে ইউরোপের গ্রীস প্রমুখ দেশ সমূহে প্রকৃতি ও জ্ঞানানুসন্ধান ব্যাপার লইয়া একটা হুলস্থূল চলিতে ছিল। অতিকম লোকই উক্ত অতীব কঠিন বিষয়ে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারিত। কিন্তু এই "প্রকৃতিতত্ত্বানুসন্ধান" বিষয়েও এরিস্টটলের সর্ব্বতোমুখী প্রজ্ঞাশক্তি প্রবল বেগে ধাবিত হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই গ্রীসের মধ্যে একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া সকলের নিকট প্রশংসিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল সুধীমহাত্মাগণ উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইঁহার নবোন্মেষিত উদ্ভাবনীশক্তিময় ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এরিস্টটল্ একাধারে দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল হইয়া দাঁড়াইলেন।

যখন তিনি এইরূপ উন্মেষপরায়ণ যশোরাশি লইয়া জীবনযাপন করিতে ছিলেন, তখনই তাঁহার জীবনে আর একটী বিষয় আসিয়া উপস্থিত হইল, ইহাতে তাঁহাকে ততোধিক উৎসাহিত করিয়া তুলিল। এরিস্টটল্ যেন একার্য্যে নিজকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিলেন। কারণ ইহা হইতে তাঁহার জীবনে একটী সুস্থির, শান্তিময় জ্ঞানচর্চ্চার অবসর আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কার্য্যটী এই—এই সময়ে মেসিডনের রাজা বীরবর ফিলিপ তাঁহার পুত্র আলেক্‌জাণ্ডারের শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। একার্য্যে যে তিনি কীদৃশ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমাদের এস্থলে উল্লেখ করিবার অবসর নাই। তবে সংক্ষেপে এই বলিতে পারা যায় যে মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের নামই তাহার পরিচয়। অথবা তদীয় জীবনের কার্য্যাবলী আলেক্‌জাণ্ডারের পরিচয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনায় এরিস্টটল্ ন্যূন সিদ্ধহস্ত ছিলেন, একথা বলিতে পারা যায় না। তিনি গ্রীক্‌গণকে বিশুদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক্‌গণের আবিষ্কৃত বিষয় সমূহ বিশুদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। গ্রহ ও উপগ্রহগণের গতিবিধি তিনি অতি সুন্দররূপে

নির্ণয় করিয়াছিলেন। আকাশমণ্ডলে চন্দ্র যখন সূর্য্য ও মঙ্গলের ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্থানে আইসে বা মঙ্গলগ্রহ যখন চন্দ্রসূর্য্যের অন্তবর্ত্তী হয় তখনই চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যের মঙ্গলের দ্বারা গ্রহণ হয়। চন্দ্রসূর্য্যের এই গ্রহণ তিনিই প্রথমে পাশ্চাত্য-জগতে আবিস্কার করেন। এতদনন্তর এরিস্টটলের জ্ঞানপিপাসা ভূতত্ত্ববিদ্যা শিক্ষার নিমিত্তও প্রবল হইয়া উঠে। তিনি তৎকালীন ইউরোপের অমুলক বিশ্বাস দূর করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হন। এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, 'পৃথিবী গোলাকার, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইদিক কিঞ্চিৎ চাপা।' কিন্তু ইউরোপ সেকালে এই মত পরিগ্রহ করিতে পারিল না। বরং এই মতের প্রচার করিতে গিয়া এরিস্টট্‌লকে কিঞ্চিৎ হতোৎসাহ হইতে হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিক কার্য্যসমূহের মধ্যে 'প্রাণীতত্ত্বানুশীলনেই' এরিস্টট্‌ল্ বিশেষ যশস্বী হইয়া উঠেন। এই সময়েই তিনি তাঁহার একমাত্র ছাত্র মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের সাহায্যে এসিয়া ও ইউরোপের প্রধান প্রধান স্থানসমুহে লোক নিযুক্ত করিয়া 'বিজ্ঞান-সমিতি' গঠন করেন। তিনি প্রাণীসমুদায়ের নমুনা সংগ্রহ পূর্ব্বক লোক শিক্ষার নিমিত্ত এই সকল স্থানে লোক প্রেরণ করেন। ঠিক এই সময়েই তিনি একটী বিশেষ কার্য্যদ্বারা সমগ্র ইউরোপকে স্তম্ভিত করেন। তিনি প্রাণীসকলের শরীরস্থ যন্ত্রাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহাদিগকে অতি সুন্দররূপে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ইহাদ্বারা 'প্রাণীতত্ত্ববিদ্যায়' তাঁহার জ্ঞানের অতুল গভীরতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। আজ পর্য্যন্তও ইউরোপ এরিস্টট্‌লের প্রণালী অনুসারে ঐ বিদ্যা শিক্ষালাভ করিতেছে।

এরিস্টট্‌ল্ একটী প্রাণীদেহকে একটি যন্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া দেখাইয়া যেন যে যন্ত্রের যেমন একটী সামান্য অংশ ভগ্ন হইলে সমগ্র যন্ত্রটী নষ্ট হইয়া যায় জীবদেহও সেইরূপ, কোন প্রত্যঙ্গবিচ্ছিন্ন হইলে দেহটীর কার্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তিনি ইহাও দেখাইয়া দেন যে প্রকৃতিগতভাবে একটী বৃহৎ জীবদেহ হইতে একটী ক্ষুদ্র জীবদেহের বিভিন্নতা অতি অল্প। 'কোথায় প্রাণী-জগতের শেষ হয়, কোথায় উদ্ভিদ জগতের আরম্ভ হয়' এ তত্ত্ব এরিস্টট্‌লের পূর্ব্বে ইউরোপে বিদিত ছিল না। এরিস্টট্‌লই এ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তিনি আরও দেখাইয়া যান যে, উদ্ভিদগণের প্রাণধারণব্যাপার অতি সহজ। জীবগণের ন্যায় তাহাদের দেহের একঅংশ অন্যাংশের প্রতি বড় বিশেষ নির্ভর করে না। তাহা, একটী বৃক্ষের শাখা রোপন করিলে জীবিত বৃক্ষের উদ্ভব হয় এই ঘটনা হইতে তিনি অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। এইরূপে বিবিধবিষয়ক জ্ঞানচর্চ্চায়

নিযুক্ত থাকিয়া এরিস্টট্‌ল্ জীবনের শেষ দশায় উপনীত হয়েন। দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনজনিত কঠোর পরিশ্রমে এরিস্টট্‌লের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে চক্ষুর জ্যোতিঃ হীন হয়—গ্রন্থরচনায় অপারগ হইয়া পড়েন। অবশেষে খৃঃ পূঃ তিন শতাব্দীর শেষভাগে এরিস্টটলের জীবনলীলার অবসান হয়। দার্শনিক গবেষনার ফলে তিনি যে সমস্ত অমূল্য গ্রন্থরাশি প্রণয়ণ করিয়া গেল তাহা ইউরোপের বর্ত্তমান জ্ঞানচর্চ্চার মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরিস্টট্‌ল্ মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম ও যশঃ অমর হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ রায়।

ঘরজামাই।

(গল্প)

তোমরা হয়ত মনে ভাব আমি বড় সুখী, আমার কোন অভাব নাই, বিষাদের ছায়া আমাকে কখনও স্পর্শ করে না। বাহির হইতে দেখিতে গেলে তাহাই মনে হয় বটে। অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা নাই, কেরাণীগিরির লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় না; এমন চক্‌মিলান বাড়ী, দাসদাসী; এমন ভোজপুরী দরওয়ান, এমন গদাধর বেহারা; এমন দুগ্ধফেননিভচুনটদার কোঁচা, এমন যত্নরঞ্জিত চিক্কণ কেশ; এমন সোনার চশমা, হীরার আংটি—অভাব কিসের? হায়! তোমরা কেবল বাহিরের চক্‌চকাণি দেখেই একেবারে খাঁটি সোনা স্থির করে নাও; জিনিষটা মেকি কিম্বা গিল্টি হতে পারে কখন ভেবেছ কি?

তবে বলি শুন। সে মাত্র কয়েক বৎসরের কথা। গ্রাম্যস্কুল হইতে এণ্ট্র্যান্স পাস করিয়া তোমাদের এই কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিলাম। তখন না ছিল আমার এ চিক্কণ কেশ, না ছিল এ অলাবুনিন্দিত মোলায়েম ভুঁড়ি। ছিল কেবল মাথায় একরাশ চুল, আর পায়ে একজোড়া ছেঁড়া চটি। সহরের জাঁকজমক, লোকেদের ধরণ ধারণ সবই আমার কাছে নূতন।

হীরেন্দ্র আমার সহপাঠী। প্রথম হইতেই তাহার সহিত কেমন সৌহৃদ্য হইয়া গেল। দিনে দিনে সে সৌহৃদ্য বাড়িতে লাগিল। সকল সময়েই আমরা একত্র থাকিতাম। হয় হীরেন্দ্র আমার বাসায় আসিত কিম্বা আমি তাহাদের বাসায় যাইতাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় হীরেন্দ্রের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে তাহার মাতুল রসময়বাবু আসিয়া উপস্থিত। রসময়বাবু বাবুইবাসার জমিদার। সে দিন

হীরেন্দ্রের ঘরে তাঁহার কি প্রয়োজন ছিল জানি না, কিন্তু তিনি আসিয়াই একটি কেদারা টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রসময়বাবু স্মিতমুখে কহিলেন 'বোস বোস'। আমরা বসিলাম। তিনি কহিলেন—"কিরে হীরু, এবার তুই লিচু খেতে এলিনি ?" হীরু আমতা আমতা করিয়া উত্তর দিল "একজামিন্ কাছে এসে পড়েছে। যাব যাব ভাবি, কিন্তু—"

"পাগলামির কথা শোন একবার। যাবি আর চলে আসবি। তোকে কি গাছে গাছে লিচু খুঁজে বেড়াতে হবে ?" তাহার পর আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "হীরু ইনিই বুঝি তোমার সেই অভিন্নহৃদয় বন্ধু ? বেশ, বেশ। তোমার নাম কি হে ?"

আমি নতমুখে উত্তর দিলাম, "শ্রীরাধিকামোহন বসু"।

"বেশ, বেশ। নামটি কিন্তু বড় সেকেলে, নয়রে হীরু ? তুমি কি হীরুর সঙ্গেই পড় ?"

"আজ্ঞে হাঁ"।

"বেশ, বেশ। দ্যাখ হীরু, এক কাজ কর্। তোর বন্ধুটিকে নিয়ে রবিবার বিকেলে আমাদের বাগানে আসিস্। আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেব। তোর বন্ধুও তোরই মত ঘরের ছেলে। কেমন হে—জানকীবল্লভ—যাবে ত ?"

হীরু হাসিয়া উঠিল। "মামা, জানকীবল্লভ কে ? ওর নাম যে রাধিকা-মোহন।"

"ঠিক, ঠিক। লোকেদের নামটা কিছুতেই আমার মনে থাকে না। কেমন হে রাধাবল্লভ, যাবে ত ?"

আমি যাইতে স্বীকার করিলাম। রসময়বাবু চলিয়া গেলেন। হীরু হাসিয়া কহিল, "মামা যেন কিরকমের! কিছুতেই তোমার নামটা ঠিক করে বল্‌তে পারিলেন না।"

রবিবার দ্বিপ্রহরের সময় হীরেন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে এক মস্ত জুড়ী আসিয়া হাজির। আমরা প্রস্তুত ছিলাম ; গাড়ীতে উঠিলাম। ঘোড়া দুটা যখন দমদমার দিকে ছুটিয়া চলিল, কানের কাছে সইস গুলো যখন একটা অদ্ভুত অর্থহীন চীৎকার করিতে লাগিল, তখন কেমন একটা অভিনব স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম এমন গাড়ী ঘোড়া যাহাদের থাকে, তাঁহারা কত সুখী।

বাগানবাড়ীর প্রশস্ত সোপানাবলীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। রসময়বাবু দিবানিদ্রার পর অপরাহ্নে বাহিরে আসিয়া বৃহৎ দুইটা তক্তপোষজোড়া

[...]পে ফরাশের উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন। হাতে হুঁকার নল। [...]দের আসিতে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে তোমরা এসেছ। বাঃ! বেশ, বেশ!"

আমরা বাগানে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময় আহার [...]রিবার জন্য রসময়বাবু আমাদের ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ঘরে উপনীত হইয়া [...]খিলাম বিপুল আয়োজন। আহার করিতে করিতে লক্ষ্য করিলাম একটা [...] দরজা অল্প খুলিয়া গেল। দরজার পশ্চাতে অলঙ্কারের মৃদু মৃদু শব্দ শুনিতে [পা]ইলাম। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা দরজার আড়াল হইতে আমাকে দেখিতেছিলেন। [আ]হারের পর হীরেন্দ্র ও আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই আমি আমার পিতৃব্যের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। তিনিই আমার একমাত্র অভিভাবক। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার বয়স হইয়াছে। আমি আর ক'দিন ? আমার [ই]চ্ছা তোমাকে সংসারী দেখিয়া যাই। * * * * রসময় বাবুকে [...]ান বোধ হয়। তিনি তোমাকে দেখিয়াছেন, লিখিয়াছেন। তিনি [ত]াহার কন্যার সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার মত অভিভাবক পাইলে ভবিষ্যতে তোমার অনেক সুবিধা হইবে।" আমি ত পত্র [প]ড়িয়া অবাক্। কি সূত্রে ও কখন আমার পিতৃব্যের সহিত রসময় বাবুর [আ]লাপ হইল আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সেই দিনের বাগানবাড়ীতে [বে]ড়াইতে যাইবার কথা মনে পড়িল। হীরেন্দ্রকে পূর্ব্বে আমার কথা জিজ্ঞাসা [ক]রিয়া রসময়বাবু আমাকে বাগানে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার ভিতর হীরেন্দ্রও [লি]প্ত আছে স্থির করিয়া আমি তাহার বাসায় গেলাম। সে ত হাসিয়াই [আ]কুল। কহিল, "এতে কি হয়েছে ? তুমি এত বিরক্ত হচ্চ কেন ? মামা [য]দি তোমাকে জামাই কত্তে চান ত আমার কি অপরাধ ? বিবাহে যদি তোমার [আ]পত্তি থাকে ত তোমার কাকাকে জানাও না কেন ?"

ভাবিয়া দেখিলাম হীরেন্দ্রের কথা ঠিক। কিন্তু সে সময় আমার বিবাহ [ক]রিতে আদপেই ইচ্ছা ছিল না। সে কথা পিতৃব্যকে জানাই কি করিয়া [ভা]বিয়া পাইলাম না। অবশেষে হীরেন্দ্রকে অনুরোধ করিলাম, সে যেন পিতৃ-[ব্য]কে বিবাহে আমার অমত জানাইয়া চিঠি লিখে। কিন্তু সে একেবারেই বাঁকিয়া [ব]সিল। কহিল "আমি পারিব না"।

পিতৃব্যের পত্রের উত্তর দেওয়া হইল না। কিছুদিন পরে তিনি হঠাৎ কলি-[কা]তায় আসিলেন। আমি কিছু বলিবার অবকাশ পাইলাম না। রসময়বাবুর [কন্যা]র সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল।

পিতৃব্য দেশে ফিরিয়া গেলেন। আমার কিন্তু পটলডাঙ্গার সেই পুরাতন বাসায় ফিরিয়া যাওয়া ঘটিল না। শ্বশুর মহাশয় কহিলেন, "সে কিছুতেই হতে পারে না। আমি এখানে থাকতে তুমি বাসায় থাকবে?" খুল্লতাতও তাহাতে সায় দিলেন। আমাকে বলিলেন "রসময়বাবু অতকরে বল্‌চেন্ কিছুদিন ওঁর ওখানেই থাক না।' সেই অবধি শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। বাড়ীতে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলের মুখে 'জামাই বাবু, জামাই বাবু। আদর যত্নের সীমা নাই। ক্ষুধা থাকুক বা নাই থাকুক মাছের মুড়া জামাইবাবুকে খাইতেই হইবে, ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক শ্বশুর মহাশয়ের অনুরোধে পরমান্ন নিঃশেষ করিতেই হইবে। শরীর অসুস্থ বোধ হইলেও প্রকাশ করিবার যো নাই, পাছে দশজনের দশরকম ঔষধ খাইতে হয়। একদিন মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া নানা রকম ঔষধ খাইতে হয়। ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ যাহার যা অভিরুচি হইল ঔষধ দিয়া গেল। অন্তঃপুর হইতে রাশি রাশি সরবৎ, বটিকা অনুলেপনাদি আসিয়া উপস্থিত। এমন কি প্রতিবেশীগণও আমার চিকিৎসা করিতে ছাড়িলেন না যাঁহার যা টোট্‌কা জানা ছিল, আমার উপর প্রয়োগ করিলেন। কেহ পাঠাইলেন একশত বৎসরের পুরাতন ঘৃত, কপালে মালিস করিবার জন্য কেহ পাঠাইলেন জম্বুদ্বীপের 'আধকপালে সুপারি', কেহ বা পাঠাইলেন এক কবচ। শুশ্রূষা ও সেবার আড়ম্বরে অস্থির হইলাম। বন্য পাখী খাঁচায় বন্দী হইলে কিছুদিন চঞ্চু দিয়া খাঁচা ঠুকরাইয়া কষ্ট পায়, পরে সেই খাঁচাই তাহার পরিচিত হইয়া যায়। আমারও কতকটা তাহাই হইল। ধীরে ধীরে শ্বশুরবাড়ীর স্বর্ণ পিঞ্জরে বন্দী থাকিয়া পোষা পাখী হইলাম।

বিবাহের দুই বৎসর পর আমার পিতৃব্যের মৃত্যু হইল। নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলাম দেখিয়া শ্বশুর মহাশয় কহিলেন, "ভয় কি, আমি আছি!" তখন আইন পড়িতেছি। ওকালতী পাশ করিয়া ছোট আদালতে যাওয়া আসা আরম্ভ করিলাম। শ্বশুর মহাশয়ের এক বন্ধু রামলাল দত্ত আমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বার্ণিস করা জুতা, কাল আলপাকার চাপকান পরিয়া নিত্য আদালতে যাইতে আরম্ভ করিলাম। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, আদালতে কিছুই সুবিধা করিতে পারিলাম না। শ্বশুরমহাশয় ক্ষুন্ন হইলেন, শাশুড়ী ঠাকুরাণী বিমর্ষ হইলেন, ভার্য্যা বিরক্ত হইলেন। তাঁহার বিরক্তিকেই আমার বেশী ভয়। কিন্তু মক্কেল কিছুতেই জুটিল না। অবশেষে শ্বশুর মহাশয় কহিলেন, "সকলে কি ওকালতী করতে পারে! তোমার হবে না। তুমি আর কিছু কর।" আদালত যাওয়া বন্ধ হইল। শ্বশুর মহাশয় স্থির করিলেন আমাকে কেরাণীগিরি করিতে দিবেন না। কহিলেন, "কোন একটা স্বাধীন কর্ম্ম বেছে নিতে হবে।" নিত্য নূতন প্রস্তাব হইতে লাগিল। কেহ কহিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হও, কেহ কহিলেন ব্যবসা কর। কেহ কহিলেন পাটের দালালী কর, কেহ কহিলেন খবরের কাগজ লেখ। কেহ কহিলেন ইটের পাঁজায় সবই লাভ, মাটিবেচে সোনা ঘরে আন, কেহ বা কহিলেন ময়দার কলে ভ্যাজাল মিশাইয়া লোকের চোখে ধুলা দিয়া লক্ষপতি হও। কিন্তু নানা মুনির নানা মতের কোন মতই শ্বশুর মহাশয়ের পছন্দ হইল না। দাঁড়াইল এই যে আমি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিলাম ও আমার সম্বন্ধে নিত্য নূতন প্রস্তাব পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখনও সকলের মুখে সদা সর্ব্বদা 'জামাই বাবু' 'জামাইবাবু' লাগিয়া আছে। কিন্তু পূর্ব্বের আহ্বানবাণীর সহিত এ ডাকের কোন সাদৃশ্য নাই। এখন আহারে বসিয়া আর কাহারও উপরোধে ঢেঁকি গিলিতে হয় না। এখন কেবলমাত্র প্রশ্ন হয় "আর কিছু দেবে কি?" শ্বশুর মহাশয় ডাকিয়া কহেন "মহেন্দ্রের মাষ্টার ছুটী চায়। এখন থেকে তুমিই ওকে সকাল বিকাল পড়াইও"। মহেন্দ্র আমার শ্যালক। গয়লার হিসাব মিলিতেছে না, লইয়া যা জামাইবাবুর কাছে; ধোপার হিসাব মিলিতেছে না, লইয়া যা জামাই বাবুর কাছে। সহিস ঘোড়ার দানা চুরি করিয়াছে কিনা, মুদী জিনিষ ভাল দিল কিনা, সব দেখিবেন জামাইবাবু। বাড়ীর চুণকাম, ভাঙ্গা সারসি বদলান, আস্তাবল মেরামতের তদারক, করিবেন জামাইবাবু। ঠিকাগাড়ীর গাড়োয়ানকে গালাগালি দিতে হইবে, মুটেকে অল্প পয়সা দিয়া রাগ করিয়া বিদায় করিতে হইবে, লইয়া যা জামাইবাবুর কাছে।

শ্বশুর মহাশয় মাঝে মাছে বলেন, "রাধু একটা ত কিছু করতে হবে। তোমার কোন্ কাজটা করতে ইচ্ছা হয়?" শাশুড়ী বলেন, "বাবা তোমার কাকার কি কোন বন্ধু নেই, যিনি তোমার একটা চাকরী করিয়ে দেন?" রাত্রে গৃহিণী ঝঙ্কারে ঝঙ্কার দিয়া কহেন "কতদিন আর বসে থাকবে? একটু চেষ্টা কর না—তুমিত মুখ্যু নও। মুখ্যুরও ত চাকরী হয় আর তোমার হয় না?" ঘরজামাই হইয়াই যে আমি মূর্খতার চরম পরিচয় দিয়াছি, এ কথা গৃহিণীকে বলি কোন সাহসে? ছেলে বেলায় জুজুর ভয়ে জড়সড় হইতাম, কিন্তু এখন গৃহিণীর মুখনাড়ায় যে আতঙ্ক হয়, তাহার কাছে জুজুর ভয় লাগে কোথায়? তোমরা হয়ত হাসিবে, কিন্তু তোমরা ত কেহ ঘরজামাই নও!

শ্রীঅচিন গুপ্ত।

সমালোচনা।

চন্দ্র দ্বীপের ইতিহাস। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড-প্রণীত, বরিশাল শাখা সাহিত্য-পরিষদ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬পেজী ৯॥ ফর্ম্মা ১৫২ পৃষ্ঠা মূল্য ১৲ টাকা।

বিবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধে চন্দ্রদ্বীপের যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সে সকল অপেক্ষা এ গ্রন্থখানি বহুগুণে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সামাজিক প্রতিযোগিতার দিনে (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ) পূততুণ্ড মহাশয় চন্দ্রদ্বীপের বাঙ্গালী কায়স্থ নরপতি বৃন্দের যে বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। বাঙ্গালী পাঠক তখন বুঝিবেন প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সহিত তাঁহার পূর্ব্বতনের কি সম্বন্ধ ছিল। এই ইতিহাসের বহুল প্রচার হইলে আমরা মনে করিব পূততুণ্ড মহাশয় সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী। গৌড়-ধর্ম্মাঙ্কুর-সভার একবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী ৫নং ললিতমোহন দাসের লেন বহুবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

এই সভার বিংশতি বার্ষিক-বিবরণী গত সংখ্যার সমালোচনা করিয়াছি। একবিংশ বার্ষিক বিবরণীতেও বহু বিষয় পড়িবার ও শিখিবার আছে।

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী। কনখল্ রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম হইতে দ্বাদশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সেবাশ্রম দ্বারা দেশের কি মহৎ উপকার হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, সুতরাং বার্ষিক বিবরণীর আর বিবৃতির প্রয়োজন নাই।

রূপকলা। শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় প্রণীত ও শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক ১ নং অখিল মিস্ত্রের লেন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন এণ্টিক কাগজে ১৬ পেজী ২॥ ফর্ম্মা। মূল্য ।০ আনা মাত্র। ছাপা উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

'রূপকলা'র আমরা সমালোচনা করিলে আত্মপ্রশংসা করা হইবে, কেননা গত ১৩১৯ সালের কায়স্থ-পত্রিকার শ্রাবণ, ভাদ্র সংখ্যায় 'সীতারামশরণ ভগবান প্রসাদে'র যে মহৎ জীবন-চরিত লিখিয়া কায়স্থ-পত্রিকার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া ভক্তবরের চিত্রসহ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় কায়স্থ-পত্রিকার ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকবর্গ এইবার সেই ভক্তিময় প্রাণ সীতারামশরণ ভগবান প্রসাদের আখ্যায়িকা সযত্নে পৃথকভাবে রক্ষা করিতে পারিবে না।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান ঃ—

হাইকোর্টের জনৈক কায়স্থ উকিল কায়স্থ- সভার পুস্তকাগার ভাণ্ডারে এককালীন ১৪॥০ এবং জেলা ঢাকার অন্তঃপাতী বরাব নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে এককালীন ১৲ দান করিয়াছেন। এজন্য পত্রিকার সম্পাদকীয় সমিতি উক্ত উভয়কেই আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

শাখাসভার কার্য্য ঃ—

লক্ষ্ণৌ বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা। উক্ত সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—সন ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে লক্ষ্ণৌ বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ইহার পর সন ১৩১৬ সাল হইতে এখানে যথারীতি সভার কার্য্য হইয়া আসিতেছে।

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে সভার সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনে নিম্ন-লিখিত সভ্যগণ স্থানীয় বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন ঃ—

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা, অবসর প্রাপ্ত সবজজ, সভাপতি।
„ হেমচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি, এল, ঐ সিভিল জজ, সহঃ সভাপতি।
„ অতুলকৃষ্ণ সিংহ বর্ম্মা, সহঃ সভাপতি।
„ মণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু বর্ম্মা, সম্পাদক।
„ চারুচন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা সহঃ সম্পাদক।
„ নরেন্দ্রনাথ নাগ বর্ম্মা সহঃ সম্পাদক।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য ঃ—

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ আদিত্য বর্ম্মা; বঙ্কিমবিহারী ঘোষ বর্ম্মা (সূর্য্যধ্বজ), রজনীকান্ত সরকার দেববর্ম্মা, চারুচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা বি, এ, দেবেন্দ্রনাথ ওধেদার বর্ম্মা, এল্-এল্-বি, সতীশচন্দ্র রায় বর্ম্মা ও সীতানাথ বসু বর্ম্মা।

১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩২০। রংপুর শাখা কায়স্থ-সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন। পেনসন প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ রায় বর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও টেপার অন্যতম জমিদার রায় যুক্ত যতীন্দ্রমোহন বর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সভায় রায় সাহেব নন্দকুমার বসু বর্ম্মা, রাধাবল্লভের জমিদার অন্নদা প্রসাদ সেন প্রভৃতি শতাধিক সভ্য এবং বরিশালের পণ্ডিত রাধারমণ তর্করত্ন, স্থানীয় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সভায় যোগদান করিয়া সমবেত সভ্য মণ্ডলীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই সভার কয়টী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাব। ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।*

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভার কার্য্য পরিচালন জন্য গত বর্ষে সভা গৃহ নির্ম্মাণ উদ্দেশ্যে যে ৩০০০৲ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহার সংগ্রহের উপায়

* এলাহাবাদে আগামী ১০।১১ পৌষ কায়স্থ সম্মিলন হইবে না সম্ভবতঃ চৈত্র মাসে হইবে।
কাঃ পঃ সঃ।

স্থির করা ও সভাগৃহের জন্য অন্নদা বাবু ভূমি প্রদান করায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব। ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি এস্, মহোদয়ের উচ্চতর রাজপদ প্রাপ্তিতে আনন্দ ও কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর গমন করায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। এবং যে পর্য্যন্ত সভাগৃহ না হইবে ততদিন বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতেই উপস্থিত কায়স্থ মাণবকগণের উপনয়ন দেওয়া হইবে তাহা স্থিরীকৃত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব। তৃতীয় বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠন।—সভাপতি মাননীয় রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী, সহঃসভাপতি ও হিসাব পরীক্ষক রায় সাহেব নন্দকুমার বসু বর্ম্মা (Asistant Police Superintendant) রায় গঙ্গানাথ বর্ম্মা (পেন্‌সনার) সহঃসভাপতি বাবু অন্নদা প্রসাদ সেন জমিদার, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ রায় যতীন্দ্রমোহন বর্ম্মা চৌধুরী (জমিদার, টেপা), সহঃ সম্পাদক বাবু কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা (জমিদার), অতুলকৃষ্ণ রায় বর্ম্মা বি এল্, গোপালচন্দ্র ঘোষ এবং জমিদার শ্রীযুক্ত রাধারমণ মজুমদার প্রভৃতি ষোলজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মাসিক অধিবেশনে সাতজন সভ্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্য চলিবে। সভায় ভোট লইয়া যে দিকে বেশী ভোট হইবে সেই দিকে প্রস্তাব গৃহীত হইবে। সভাপতির দুইভোট থাকিবে।

পঞ্চম প্রস্তাব। সভার জন্য ভূমিদাতা জমিদার অন্নদা বাবুকে আজীবন সভার অঙ্গীকার সভ্য করিয়া লইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি ৭॥ সাড়ে সাত ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

পূজার জের ঃ—

গত সংখ্যা কায়স্থ-পত্রিকায় স্বার্থে বিবেক ব্যত্যয় শীর্ষক যে সংবাদটী প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিকূলে অনুকূলে এখনও ব্যবস্থা সংগৃহীত হইতেছে। জানিতে পাইলাম পণ্ডিতরাজ পুনরায় রাধাবল্লভের জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের নিকট সেদিন মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের এক ব্যবস্থা দেখাইয়া পুরোহিতের প্রাপ্য পূজাপোকরণ স্বয়ং গ্রহণ করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইয়াছিলেন; অবশ্য কৃতি অন্নদাবাবু এবং তাঁহার পুরোহিত বিস্তারত্ন মহাশয় পণ্ডিত রাজের উপস্থিতীকৃত সাক্ষী ও ব্যবস্থার কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত অথবা ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হন নাই। কিন্তু তিনি কিরূপ ব্যবস্থা উপস্থিত করিয়াছিলেন

তাহা পণ্ডিত রাধারমণ তর্করত্ন কিম্বা আমরা জানিতে পারি নাই। জানিতে পারিলে তাহার মর্ম্ম বুঝা যাইত।

উপনয়ন ঃ—

২রা কার্ত্তিক, ১৩২০। জেলা নদীয়া সোমেশপুর কায়স্থ-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন কাদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাণীকান্ত ঘোষ বর্ম্মার বাটীর কেন্দ্রে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ, সুমন্তকুমার ঘোষ, বনমালী ঘোষ, হারালাল সরকার, ত্রৈলোক্যনাথ পাল এবং উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার নিজ বাটী গোপালপুরে যথাশাস্ত্র উপবীতী হইয়াছিলেল।

২রা কার্ত্তিক, ১৩২০। লক্ষ্ণৌ-শাখা সভার সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষ মহাশয়ের প্রযত্নে শ্রীযুক্ত অচ্যুতানন্দ গোস্বামী, অম্বিকাচরণ আদিত্য, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু যথাকালে উপবীতী হইয়াছেন।

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩২০। জেলা ফরিদপুর। প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—বান্ধুগ্রামে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, বনমালীচন্দ্র, নেপালচন্দ্র দাস, বি-এল্, যদুনাথ ঘোষ, ঠাকুরদাস দাস, গোপালচন্দ্র দাস, কুঞ্জবিহারী ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ দাস যথাশাস্ত্র উপবীতী হইয়াছেন।

১৭ই কার্ত্তিক, ১৩২০। জেলা ঢাকা। বিক্রমপুর বহর চৌধুরী বাটীর কেন্দ্রে বঙ্গজ-কায়স্থ শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বসু রায়, সুধন্যকুমার বসু রায়, সূর্য্যকুমার বসু রায় বি এল্, সতীশচন্দ্র বসু রায়, হীরালাল বসু রায়, কামিনীকুমার ঘোষ, রামমোহন গুহ ও বিজয়নারায়ণ সিংহ চৌধুরী যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩২০। জেলা রাজসাহী। সেনভোগলক্ষীকোল নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দেব মহাশয় নিজ বাটীতে যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০ জেলা পাবনা। সরিষা নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার দেব তাঁহার ভবানীপুরের বাসায় স্বীয় কুল-পুরোহিত শ্রীযুক্ত শশীভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা যথাশাস্ত্র উপবীতী হইয়াছেন।

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২০। রাজসাহী জেলা। সেনভোগলক্ষ্মীকোল নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন দেব, শ্রীশচন্দ্র দেব, ক্ষীরোদলাল কর এবং পাটুলনিবাসী কমলাকান্ত দেব যথাশাস্ত্র উপবীতী হইয়াছেন।

বিবাহ ঃ—

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০। কলিকাতা। কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী গিরিজায়ার সহিত গয়ার উকিল শিকদার বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসুর পুত্র শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ বসুর শুভবিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহে কোন পক্ষে কিছুমাত্র দেনাপাওনার কথা হয় নাই। যদিও বিবাহের উভয় কর্ত্তৃপক্ষ অনুপবীতী, তত্রাচ দাসদাসী যুক্ত মন্ত্র পড়ান হয় নাই।

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩২০। জেলা ময়মনসিংহ। কেদারপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের সহিত; রংপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত রামকুমার বসু মহাশয়ের চতুর্থ পৌত্রীর বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহে দীনেশবাবু রাম-কুমারবাবুর নিকট হইতে ৩০০ টাকা পণ লইয়াছেন, এই কথা সাধারণে প্রচার হইলে তিনি কিছু লজ্জা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ ঃ—

৩০শে কার্ত্তিক, ১৩২০। কলিকাতা। গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় তদীয় মাতার আদ্যকৃত্ত ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। আনন্দের বিষয় গরাণহাটায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ মহাশয় এই শ্রাদ্ধ সভায় সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন।

৩০শে কার্ত্তিক, ১৩২০। জেলা খুলনা কাঁঠালগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার রায় বর্ম্মা মহাশয় তদীয় স্বর্গীয় পিতার আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। সুখের বিষয় যাহারা উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই, তাহারাও শ্রাদ্ধে ভূরিভোজন করিয়া কৃতিকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন।

৩০শে কার্ত্তিক, ১৩২০। জেলা রাজসাহী। সেনভোগলক্ষ্মী কোল নিবাসী শ্রীযুক্ত ভিক্ষুনাথ দেববর্ম্মা তদীয় মৃতপত্নীর শ্রাদ্ধে ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন ঃ—

চট্টগ্রাম ফিরিঙ্গিবাজার হইতে শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন অগ্রহায়ণ সংখ্যার কায়স্থ-পত্রিকায় গৈড়লার বিশ্বাসবংশের যে কুলজী প্রকাশিত হইয়াছে ঐ বংশ 'দেব'পদবিও 'কাশ্যপ গোত্র' হইবে।

DOUBLE COLOUR

কায়স্থ-পত্রিকা

মাঘ, ১৩২০। } নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।

দেবীবর ঘটক ও মিত্রবংশ।

সম্প্রতি শ্রুত হইলাম বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার জনৈক প্রচারক, বিগত শারদীয়া ...কাশে ফরিদপুর জিলান্তর্গত কোন কোনস্থানে, উক্ত সভার উদ্দেশ্য প্রচার ..., বঙ্গীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের বিরুদ্ধে অনেক স্বকপোলকল্পিত প্রস্তাবের ...রণা করিয়াছেন। কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় জাতিত্বের সাধক নেতৃমহোদয়গণ যে ...য় সমাজের দ্বিতীয় স্থান অধিকারের জন্য দিগন্তবাসী তাঁহাদের স্বজাতিবর্গকে ...ান করিতেছেন, উহা নাকি দুরন্তকলির অলঙ্ঘ্য শাসনের ফল। তাহা সপ্রমাণ ...ার জন্য রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণসমাজের ঘটক দেবীবরের একটী কারিকার উল্লেখ ... জগৎ প্রসিদ্ধ মিত্রবংশীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গে আগত মহাত্মা কালি-মিত্রকেও 'শূদ্র' আখ্যা দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। এবং ঐ বচনটী স্যার রাজা ...ান্ত দেব বাহাদুরের 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে গৃহীত হইয়াছে তাহাও ব্যক্ত ...ছেন। ইহা উপলক্ষ করিয়া আমার কতিপয় হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ শব্দকল্পদ্রুম-...বরের ঐ বচনের যথার্থ অভিপ্রায় কি তাহা বুঝিবার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যাকুল ... উঠিয়াছেন। অতএব আমরা উক্ত প্রচারক মহাশয়ের ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসের ...াদন পূর্ব্বক আলোচ্য বচনের প্রকৃত মীমাংসা ও মিত্রবংশীয় কায়স্থগণের ... দাবীর যুক্তি মূলকতা প্রকটন উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা ...ছি।

প্রস্তাবিত কারিকাটী শব্দকল্পদ্রুমে এই ভাবে মুদ্রিত আছে যথা—

"সাবর্ণগোত্র নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্তয়ং।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রাখ্য গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥"

এই বচনে "শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ" কথাটী দেখিয়াই, উক্ত প্রচারক মহাশয় সানন্দচিত্তে কালিদাস মিত্রের শূদ্রত্বখ্যাপনে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু সুধী এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয়টী আলোচনা করিলেই ইহার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই।

উদ্ধৃত বচনে প্রথমেই দৃষ্ট হইতেছে বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাসমিত্রের বংশ-বর্ণন প্রসঙ্গে ঘটক প্রবর দেবীবর দুইটী বংশের উল্লেখ করিয়াছেন; একটী 'মিত্র' অপরটী 'শূদ্র বংশ; ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? একই ব্যক্তি উভয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা কেমন করিয়া বুঝিব? তবে, যেরূপ চন্দ্রবংশান্তর্গত কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধন, সেইরূপ শূদ্রবংশান্তর্গত মিত্রবংশায় সন্তান কালিদাস; এইরূপ বলিয়া সিদ্ধান্তমার্গে পাদক্ষেপ মাত্র করিতে উদ্যত হইতে পারেন; কিন্তু একটু আলোচনা দ্বারাই তাহা পশ্চাৎ ভাগে আকর্ষণ করিতে হইবে।

সংস্কৃত শাস্ত্রের একটা বিশেষ রীতি এই যে প্রথমে সামান্য বিশেষণ, পরে বিশেষ বিশেষণপদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা প্রায়ই লক্ষিত হয় না যথা—প্রথম চন্দ্রবংশ রূপ সামান্য বিশেষণ দ্বারা বোদ্ধার আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ নিবারণ হয় না; কারণ চন্দ্রবংশের বহুশাখা আছে, তন্মধ্যে কোন্ শাখা? ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষার নিরাকরণ উদ্দেশেই "কুরুবংশীয়" পদ প্রয়োগ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রথমে 'কুরুবংশায় রাজা দুর্য্যোধন' পদ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে পুনরায় বিশেষিত করিবার অভিপ্রায়ে 'চন্দ্রবংশ' পদ প্রযুক্ত হয় না। আমাদের প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু তাহাই হইয়াছে, প্রথমতঃ কালিদাসকে 'মিত্রবংশ' বলিয়া শেষে অনাকাঙ্ক্ষিত বিশেষণ 'শূদ্রবংশ' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি কথাটী স্থির রাখিয়া শূদ্রবংশের মিত্রবংশ কালিদাস এইরূপ করা যায় তাহাতে দোষ কি? বৈয়াকরণ তাহাতে দোষ বলিতেছেন—"ভারদ্বাজ শৌঙ্গী" এইরূপ প্রয়োগ থাকিলে ভরদ্বাজ বংশ না বুঝিয়া, ভরদ্বাজগোত্রীয় শুঙ্গের অপত্য তাহাই গ্রহণায় নতুবা ভরদ্বাজের মূল পুরুষ হইতে শুঙ্গের প্রতি অপত্যত্ব অসম্ভব।" (পাণিনিঃ ৪।১।১১৭ সূত্রে বালমনোরমাটীকা) অবশ্য আলোচ্য বচনে অপত্যের 'অণ' প্রত্যয়টী নাই, কিন্তু মূল শব্দগুলি রহিয়াছে, অতএব 'মিত্রবংশ' পদটী পরিত্যাগ না করিলে 'শূদ্রবংশ'

[শব্দ]টী বাধ্য হইয়া পরিহার করিতে হইবে; যেহেতু গোত্রর্ষির জন্য ত আর ভাবিবার [কি]ছু নাই, 'বিশ্বামিত্রগোত্রকঃ' এই পদটীও ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে। 'শূদ্র' [শব্দ]টাকে যখন মূল পুরুষ কিম্বা গোত্রর্ষিস্থলে রাখিবার উপায় নাই, তখন ঐ [শব্দ]টিকে জাত্যর্থে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহাও অনুসন্ধেয়। কিন্তু তাহাতেও [দে]খা যাইতেছে 'শূদ্র' পদ 'বংশ' এই পদের সহিত ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস থাকায় 'শূদ্র' [শব্]দের জাতিত্বের বাধ হইয়াছে। (সাধ্যশূন্যো যত্রপক্ষস্তসৌ বাধ উদাহৃত) অতএব 'শূদ্র' পদটী জাত্যর্থে গ্রহণ করিলে তাহার আর একে অব্যাহত থাকে না, কেননা [জা]তি বহুর সমবায়ে উৎপন্ন সেই অখণ্ড বহু হইতে এক বংশের উৎপত্তি অসম্ভব। [সু]তরাং জাত্যর্থেও 'শূদ্র' পদটী গ্রহণ করা সুষ্ঠ নহে।

অতপর বংশ শব্দের প্রকৃত অর্থাদির আলোচনা দ্বারাও এই 'শূদ্রবংশ' শব্দটীর [অ]ব্যুৎপন্নতা প্রকাশ হয়। ঐ শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি কি তাহা শব্দাচার্য্য জটাধর [ব]লিয়াছেন:—বংশঃ (পুং) বমতি উদ্‌গীরতি পুরুষান্ ইতিবংশঃ। টু বম্ উদ্‌গীরণে ইতি যদ্বা বহুলার্থকত্বাৎ "বনু শব্দে ইত্যস্য ধাতো 'শঃ' ইতি বংশঃ।" এবং জয়াদিত্য [ব]লেন:—"কুলঞ্চ জন্মনা প্রাণিনামেক লক্ষণঃ সন্তানোবংশ ইতি।"

এই সকল শাব্দপ্রমাণ সহকৃত সাধারণ জ্ঞান দ্বারা, আবহমান কাল হইতে একটী বিশেষ উপলব্ধি আছে যে,—কোনও বংশ বলিলেই বুঝিতে হইবে—[যে] নামে বংশটী পরিচিত তাহা কোন প্রধান ব্যক্তি বিশেষের নাম। যেমন চন্দ্রবংশ [সূ]র্য্যবংশ, কুরুবংশ ইত্যাদি। সুতরাং ব্যক্তি বাচক শব্দব্যতীত জাতিবাচক [শ]ব্দের দ্বারা বংশের পরিচয় হয় না। ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি মহাকাব্য [র]ঘুবংশেও দেখিতে পাই "বংশস্য কর্ত্তার মনন্ত কীর্ত্তিং"। অতএব বংশের একজন কর্ত্তা আবশ্যক। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে জাতি মাত্র বাচক 'শূদ্র' শব্দ [কো]ন বংশের পরিচায়ক না হওয়াতে 'শূদ্রবংশ' শব্দটী অব্যুৎপন্ন। অতএব [প্রতিবা]দিপক্ষ এইবার অনন্য গতিক হইয়া "লক্ষণা শক্য সম্বন্ধস্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ" এই পরিভাষা মূলক তাৎপর্য্যের আনর্থক্য হেতু "এক লক্ষণাক্রান্ত সন্তান রূপ" [বা]ক্যার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বংশ শব্দের "জাতি" অর্থ করিতে বাধ্য হইবেন।

এইরূপ ভাবে উক্ত বচনটীর অর্থ কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইলেও অন্যদিকে মহান্ [অ]নর্থ উপস্থিত হয়। যেহেতু বেদগর্ভের শিষ্যকে শূদ্র জাতীয় করিলে "ন শূদ্রায় [ম]তিংদদ্যাৎ" মনুর এই অনুশাসনে তাঁহার মুনিত্বরূপ বিশুদ্ধ বিপ্রত্বে কলঙ্কারোপিত [হ]য়। সুতরাং মুনিশ্রেষ্ঠ বিপ্রের পক্ষে শূদ্রসম্পর্ক যে কতদূর সত্যতা মূলক তাহা [সহৃ]দয়গণ বিবেচনা করিবেন। আবার কুলপঞ্জিকাকার উক্ত কালিদাস মিত্রকে

প্রস্তাবিত কারিকাটী শব্দকল্পদ্রুমে এই ভাবে মুদ্রিত আছে যথা—

"সাবর্ণগোত্র নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভমুনিস্তবং।
তস্য দাসো মিত্রবংশো বিশ্বামিত্রাখ্য গোত্রকঃ।
কালিদাস ইতি খ্যাতঃ শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ॥"

এই বচনে "শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ" কথাটী দেখিয়াই, উক্ত প্রচারক মহাশয় সানন্দচিত্তে কালিদাস মিত্রের শূদ্রত্বখ্যাপনে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু সুধী এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয়টী আলোচনা করিলেই ইহার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই।

উদ্ধৃত বচনে প্রথমেই দৃষ্ট হইতেছে বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাসমিত্রের বংশ-বর্ণন প্রসঙ্গে ঘটক প্রবর দেবীবর দুইটী বংশের উল্লেখ করিয়াছেন; একটী 'মিত্র' অপরটী 'শূদ্র বংশ; ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? একই ব্যক্তি উভয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা কেমন করিয়া বুঝিব? তবে, যেরূপ চন্দ্রবংশান্তর্গত কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধন, সেইরূপ শূদ্রবংশান্তর্গত মিত্রবংশীয় সন্তান কালিদাস; এইরূপ বলিয়া সিদ্ধান্তমার্গে পাদক্ষেপ মাত্র করিতে উদ্যত হইতে পারেন; কিন্তু একটু আলোচনা দ্বারাই তাহা পশ্চাৎ ভাগে আকর্ষণ করিতে হইবে।

সংস্কৃত শাস্ত্রের একটা বিশেষ রীতি এই যে প্রথমে সামান্য বিশেষণ, পরে বিশেষ বিশেষণপদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা প্রায়ই লক্ষিত হয় না। যথা—প্রথম চন্দ্রবংশ রূপ সামান্য বিশেষণ দ্বারা বোদ্ধার আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ নিবারণ হয় না; কারণ চন্দ্রবংশের বহুশাখা আছে, তন্মধ্যে কোন্ শাখা? ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষার নিরাকরণ উদ্দেশেই "কুরুবংশীয়" পদ প্রয়োগ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রথমে 'কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধন' পদ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে পুনরায় বিশেষিত করিবার অভিপ্রায়ে 'চন্দ্রবংশ' পদ প্রযুক্ত হয় না। আমাদের প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু তাহাই হইয়াছে, প্রথমতঃ কালিদাসকে 'মিত্রবংশ' বলিয়া শেষে অনাকাঙ্ক্ষিত বিশেষণ 'শূদ্রবংশ' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি কথাটী স্থির রাখিয়া শূদ্রবংশের মিত্রবংশ কালিদাস এইরূপ করা যায় তাহাতে দোষ কি? বৈয়াকরণ তাহাতে দোষ বলিতেছেন—"ভারদ্বাজ শৌঙ্গী" এইরূপ প্রয়োগ থাকিলে ভরদ্বাজ বংশ না বুঝিয়া, ভরদ্বাজগোত্রীয় শুঙ্গের অপত্য তাহাই গ্রহণায় নতুবা ভরদ্বাজের মূল পুরুষ হইতে শুঙ্গের প্রতি অপত্যত্ব অসম্ভব।" (পাণিনিঃ ৪।১।১ সূত্রে বালমনোরমাটীকা) অবশ্য আলোচ্য বচনে অপত্যের 'অণ্' প্রত্যয়টী নাই, কিন্তু মূল শব্দগুলি রহিয়াছে, অতএব 'মিত্রবংশ' পদটী পরিত্যাগ না করিলে 'শূদ্রবংশ'

শব্দটী বাধ্য হইয়া পরিহার করিতে হইবে; যেহেতু গোত্রর্ষির জন্য ত আর ভাবিবার কিছু নাই, 'বিশ্বামিত্রগোত্রকঃ' এই পদটীও ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে। 'শূদ্র' শব্দটীকে যখন মূল পুরুষ কিম্বা গোত্রর্ষিস্থলে রাখিবার উপায় নাই, তখন ঐ শব্দটীকে জাত্যর্থে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহাও অনুসন্ধেয়। কিন্তু তাহাতেও দেখা যাইতেছে 'শূদ্র' পদ 'বংশ' এই পদের সহিত ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস থাকায় 'শূদ্র' পদের জাতিত্বের বাধ হইয়াছে। (সাধ্যশূন্যো যত্রপক্ষস্তসৌ বাধ উদাহৃত) অতএব 'শূদ্র' পদটী জাত্যর্থে গ্রহণ করিলে তাহার আর একে অব্যাহত থাকে না, কেননা জাতি বহুর সমবায়ে উৎপন্ন সেই অখণ্ড বহু হইতে এক বংশের উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং জাত্যর্থেও 'শূদ্র' পদটী গ্রহণ করা সুষ্ঠ নহে।

অতপর বংশ শব্দের প্রকৃত অর্থাদির আলোচনা দ্বারাও এই 'শূদ্রবংশ' শব্দটীর অব্যুৎপন্নতা প্রকাশ হয়। ঐ শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি কি তাহা শব্দাচার্য্য জটাধর বলিয়াছেন:—বংশঃ (পুং) বমতি উদ্‌গীরতি পুরুষান্ ইতিবংশঃ। টু বম্ উদ্‌গীরণে ইতি যদ্বা বহুলার্থকত্বাৎ "বনু শব্দে ইত্যস্য ধাতো 'শঃ' ইতি বংশঃ।" এবং জয়াদিত্য বলেন:—"কুলঞ্চ জন্মনা প্রাণিনামেক লক্ষণঃ সন্তানোবংশ ইতি।"

এই সকল শাব্দপ্রমাণ সহকৃত সাধারণ জ্ঞান দ্বারা, আবহমান কাল হইতে একটী বিশেষ উপলব্ধি আছে যে,—কোনও বংশ বলিলেই বুঝিতে হইবে—যে নামে বংশটী পরিচিত তাহা কোন প্রধান ব্যক্তি বিশেষের নাম। যেমন চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, কুরুবংশ ইত্যাদি। সুতরাং ব্যক্তি বাচক শব্দব্যতীত জাতিবাচক শব্দের দ্বারা বংশের পরিচয় হয় না। ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি মহাকাব্য রঘুবংশেও দেখিতে পাই "বংশস্য কর্ত্তার মনন্ত কীর্ত্তিং"। অতএব বংশের একজন কর্ত্তা আবশ্যক। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে জাতি মাত্র বাচক 'শূদ্র' শব্দ কোন বংশের পরিচায়ক না হওয়াতে 'শূদ্রবংশ' শব্দটী অব্যুৎপন্ন। অতএব বাদিপক্ষ এইবার অনন্য গতিক হইয়া "লক্ষণা শক্য সম্বন্ধস্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ" এই পরিভাষা মূলক তাৎপর্য্যের আনর্থক্য হেতু "এক লক্ষণাক্রান্ত সন্তান রূপ" বংশার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বংশ শব্দের "জাতি" অর্থ করিতে বাধ্য হইবেন।

এইরূপ ভাবে উক্ত বচনটীর অর্থ কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইলেও অন্যদিকে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। যেহেতু বেদগর্ভের শিষ্যকে শূদ্র জাতীয় করিলে "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" মনুর এই অনুশাসনে তাঁহার মুনিত্বরূপ বিশুদ্ধ বিপ্রত্বে কলঙ্কারোপিত হয়। সুতরাং মুনিশ্রেষ্ঠ বিপ্রের পক্ষে শূদ্রসম্পর্ক যে কতদূর সত্যতা মূলক তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আবার কুলপঞ্জিকাকার উক্ত কালিদাস মিত্রকে

"স ছান্দড়স্য শিষ্যঃ" অর্থাৎ কালিদাস ছান্দড় মুনির শিষ্য বলিয়াছেন। ছান্দড়ই হউন কিম্বা বেদগর্ভই হউন অথবা উভয়ই হউন তাহাতে আমাদের কোন বিপ্রতিপত্তি নাই; স্থূলকথা আচার্য্য হইলে যে তাঁহাদের পতিত হইতে হয়। অথচ সেই মুনিই আচার্য্য ও মহাভাগ কালিদাস মিত্র তাঁহার শিষ্য, তাই পরিচয় প্রসঙ্গে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের অধ্যাপক আচার্য্য চূড়ামণি মহাশয়কৃত কুলপঞ্জির বচন সংগ্রহগ্রন্থে দৃষ্ট হয়ঃ—

"যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্বসাদরঃ
প্রমত্ত সত্ত্বমত্তহঃ শরৎ সুধাংশু বদ্‌যশঃ।
প্রতাপ তাপনোত্তপদ্দ্বিষালি যোষিদালিকঃ
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুঃ কালিদাস চন্দ্রকঃ॥
দ্বিজালি পালনার্থকোঽপ্যসৌ চ মন্ত্র কোবিদঃ
কুলাম্বুজ প্রকাশকো যথান্ধকার দীপকঃ।
স বৈষ্ণবপ্রধানকো রথিবরোঽহ্যয়ং রথে
স ছান্দড়স্য শিষ্যকো বিশ্বামিত্রস্য গোত্রজঃ॥"*

যাঁহাকে এতগুলি ক্ষত্রিয়োচিত বিশেষণে ভূষিত করিয়া গৌরবান্বিত করা হইল তাঁহাকে শূদ্র বলিলে যে অনৃত বাদিত্বের পরিচয় হয়। যে শূদ্র সম্বন্ধে প্রধানতম ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় লিখিত আছে "শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং" অর্থাৎ নামটী পর্য্যন্ত জুগুপ্সা বা ঘৃণা ব্যঞ্জক হইবে। সেইরূপ একজন শূদ্রকে "শরৎ সুধাংসুবদ্‌যশঃ" "মন্ত্র কোবিদ্‌" "রথিবর" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পদদ্বারা বিশেষিত করিলে মিথ্যা বাক্য ভিন্ন আর কি বলা যায়। যে ব্যক্তি বৃষল, অসম্ভাষ্য ও সম্পূর্ণ গৌরব বিহীন যাহার বংশের কোন মর্য্যাদা নাই, তাহাকে এতগুলি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া কি আচার্য্য চূড়ামণি মহাশয় সত্যের অপলাপ করিয়াছেন? যদি কোনও পুস্তকে ভীষ্মকে মিথ্যাবাদী, অর্জ্জুনকে ভীরু, কিম্বা সাবিত্রীকে অসতী বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখিতে পাই তবে সেরূপ স্থলে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকি প্রস্তাবিতস্থলেও পূর্ব্ব কথিত বিষয়সমূহের যথাযথ আলোচনা দ্বারা সেইরূপ বলিতে পারি যে "শুদ্ধবংশসমুদ্ভবঃ" স্থলে লিপি প্রমাদ বশতই হৌক অথবা ঈর্ষা বিষের প্রভাবেই হৌক 'শূদ্রবংশসমুদ্ভব' পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোনরূপে অসমীচীন নহে; যেহেতু—উক্ত শব্দকল্পদ্রুম ধৃত কুলপঞ্জির অন্য বচনে দেখা যায় বসু, ঘোষ প্রভৃতি বংশের সহিত মিত্রবংশীয়দিগকে 'শুদ্ধবংশজ' বলা হইয়াছে।* সুতরাং "সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্য ভেদো ন চেষ্যতে" এই ন্যায় মূলক 'শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ স্থলে শুদ্ধবংশসমুদ্ভব' পাঠই যে যুক্তিযুক্ত ও সত্য তদ্‌বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ একমাত্র দেবীবরই অসামঞ্জস 'মিত্রবংশ' ও 'শূদ্রবংশ সমুদ্ভব' লিখিয়াছেন নতুবা আচার্য্যচূড়ামণি এবং তাঁহার কুলপঞ্জির টীকাকার সর্ব্বানন্দ মিশ্র তদীয় 'সদসদ্ভাববিবেকে' লিখিয়াছেন—"তথৈব মিত্রবংশে চ কালিদাসঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।" মহামনস্বী বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন—"তথা মিত্রকুলাম্বুজঃ কালিদাসো মহাভুজঃ।" উত্তররাঢ়ীয় ঘটক কারিকায় পঞ্চানন লিখিয়াছেন—"চন্দ্রবংশেসমুদ্ভবঃ মিত্রকুলে সুদর্শনঃ।" অতএব দেবীবর শূদ্রবংশোদ্ভব বলিলেও আমরা অপরাপর কুলাচার্য্যগণের সহিত ঐকমত্যে কালিদাসকে চন্দ্রবংশ প্রভব মিত্র কুলজাত বলিব।

উক্ত দেবীবরের বাক্য দ্বারাও ইহা প্রমাণিত করা যাইতে পারে যে, তিনি যে কালিদাস মিত্রকে শূদ্র জাতীয় বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাকেই আবার বিশ্বামিত্র গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরবান্বিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যে শূদ্রের গোত্রটী অতিদিষ্টাতিদিষ্ট নিবন্ধন স্বগোত্র কন্যাও বিবাহ যোগ্যা বলিয়া মনু প্রভৃতি আচার্য্যগণ উপদেশ দিয়াছেন, যে জাতীয় জনগণের অমন্ত্রক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কার্য্য ব্যতীত আর গোত্রোল্লেখের কোন প্রয়োজনই নাই, তাহাকে "বিশ্বামিত্রাখ্য গোত্রকঃ" বলিতে গিয়া নিজেই যে ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিবেন? সুতরাং বিশেষ স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারি যে উক্ত কারিকাস্থ 'শূদ্রবংশসমুদ্ভবঃ' পদটী প্রক্ষিপ্ত অথবা লিপি প্রমাদ।

"তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" যদি বাদী পক্ষ এ মীমাংসায় সম্যক্ নিঃসংশয় হইবার মত শক্তি বিশিষ্ট না হইয়া উক্ত প্রয়োগটী সাধীয়ান্ বলিতে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে আমরা গ্রন্থের পূর্ব্বাপর সমুদয় বাক্যের সামঞ্জস্য বিধান কল্পে এবার শ্রুতির প্রমাণ দ্বারা দেখাইব যে "শূদ্র" শব্দ জাতি অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া ভিন্ন অর্থেও প্রযুক্ত হইতে পারে—

* মুদ্রিত শব্দকল্পদ্রুমে 'মন্ত্রকোবিদঃ' ও 'সবৈষ্ণব—গোত্রজঃ' পর্য্যন্ত নাই। এজন্য মূল কুলপঞ্জির পাঠই দেওয়া হইল।

* "বসুর্ঘোষোগুহো মিত্রোদত্তো নাগশ্চ নাথকঃ দাসো দেবস্তথা সেনঃ পালিতঃ সিংহ এবচ ... দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধবংশজাঃ"। "এই মুদ্রিত শব্দকল্পদ্রুমের পাঠ। কিন্তু ... কুলপঞ্জিতে আছে ঃ—বসুর্ঘোষোগুহোমিত্রোদত্তোনাগশ্চ দাসকঃ, নাথোদেবঃ সেনঃ সিংহঃ পালিতঃ সোম এবচ। এতে সর্ব্বে যন্নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধ বংশজাঃ, কুলীনমধ্যলোহেঽপি ... মৌলিকঃ॥"

"তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র ! তবৈব সহ গোভির স্বিতি।"

ছান্দোগ্যঃ ৪।২।৩

আচার্য্যবর্য্য ভগবান শঙ্কর ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"নম্বুরাজাসৌ ক্ষত্ত্ব সম্বন্ধাৎ সহ ক্ষত্তার মুবাচেত্যুক্তং। বিদ্যাগ্রহণায় চ ব্রাহ্মণ সমীপোপগমণাৎ শূদ্রস্ত চানধিকারাৎ কথমিদমনুরূপং রৈক্কেনোচ্যতে হে শূদ্রেতি। তত্রাহুরাচার্য্যাঃ হংস বচন্ শ্রবণাৎ শুগেন মাবিবেশ তেনাসৌ শুচা শ্রুত্বা রৈক্কস্য মহিমানং দ্রবতি ইতি। ঋষিরাত্মনঃ পরোক্ষজ্ঞাতাং দর্শয়ন শূদ্র ইত্যাহেতি। শূদ্রবদ্বা ধনেনৈবৈনং বিদ্যা গ্রহণায়োপজগাম ন চ শুশ্রুষয়া। নতু জাত্যৈব শূদ্র ইতি।"

ব্রহ্মসূত্রীয় শারীরক ভাষ্যেও ভগবান উক্ত বাক্যের এই প্রকার মীমাংসা করিয়ায়ছ্ন যথা—"শুচমভিদুদ্রাব, শুচা বাভিদুদ্রবে, শুচা বা রৈক্কমভিদুদ্রাব ইতি শূদ্রঃ।

মহর্ষি রৈক্ক ক্ষত্রিয় নৃপতি জানশ্রুতিকে ক্ষত্রিয়রূপে জ্ঞাত হইয়াও তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ইহার তাৎপর্য্য প্রকটন কল্পে বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানাভাব জনিত জানশ্রুতির শোকে মহর্ষি রৈক্কের চিত্ত দ্রব হইয়াছিল, অথবা গুরুশুশ্রূষা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা না করিয়া জানশ্রুতি বহু সংখ্যক গো, রথ, হয়, সুবর্ণাদি দ্বারা বিদ্যা গ্রহনেচ্ছু হইয়াছিলেন তজ্জন্য শূদ্র বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিলেন। 'ন তু জাত্যৈব শূদ্রঃ' কিন্তু জাতি শূদ্র নহে। সেইরূপ কালিদাসমিত্র অথবা তৎ পূর্ব্বপুরুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অক্ষম হইয়া "শুচা বাভিদুদ্রুবে" শোক দ্রব হইয়াছিলেন অথবা ধন দ্বারা বিদ্যা গ্রহণেচ্ছু হইয়াছিলেন বলিয়াই দেবীবর ঘটক তাঁহাকে 'শূদ্রবংশসমুদ্ভব' রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, বাস্তবিক জাতি শূদ্র বলা তাহার অভিপ্রায় নহে। অন্যথাপূর্ব্বাপর বিরোধ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

অধিকন্তু আচার্য্য চূড়ামণি যে 'মিত্রবংশসিন্ধুঃ **কালিদাসচন্দ্রকঃ**' এই উপমানচ্ছলে কালিদাস মিত্রকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাও বিশিষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থন করা যাইতেছে—

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়— সত্যব্রত ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে "সুমিত্রঋষভ" সংবাদ নামক যে ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে চন্দ্রবংশীয় হৈহয়কুলে মিত্র ও সুমিত্র রাজার উল্লেখ আছে।

"হৈহয়ানাং কুলে জাতঃ সুমিত্রো **মিত্রনন্দনঃ**।
চরামি মৃগ যূথানি নিঘ্নন্ বাণৈঃ সহস্রশঃ॥"

মহাভারত ১২।২৩

অস্যার্থঃ—অহং হৈহয়কুলোৎপন্নঃ মিত্রতনয়ঃ সুমিত্র নামা নৃপতিঃ, বাণৈঃ সহস্রশঃ মৃগ যূথানি নিঘ্নন্ অস্মিন্ অরণ্যে চরামীতি।

বিশ্ববিশ্রুত হৈহয়কুল যে চন্দ্রবংশান্তর্গত তাহা আর প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে না। বায়ু,মৎস্য প্রভৃতি অনেক পুরাণেই মিত্র রাজার নাম পাওয়া যায় এবং তিনি যে হৈহয়কুলোদ্ভূত তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। তবে মুদ্রিত পুরাণসমূহ সর্ব্বথা যথাযথভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ বলা যায় না, কারণ এই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাগণের বংশ বিস্তৃতি* এত বেশী এবং এরূপ বিশৃঙ্খলতাবে গ্রথিত যে তাহা হইতে প্রকৃত ধারাস্থির পূর্ব্বক মীমাংসা করা কিছু দুরূহ ব্যাপার ও বহু গবেষণা সাপেক্ষ। যাহা হউক আমরা এই প্রবন্ধে বায়ু পুরাণীয় হৈহয়বংশ-বিস্তার বর্ণন প্রসঙ্গে কথিত কয়েকটি শ্লোক দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের শ্লোকের সমর্থন করিতেছি। যদিও পঞ্চমবেদ স্বরূপ বলিয়া মহাভারতের বাক্য অন্য নিরপেক্ষ স্বতঃ প্রমাণ ; তথাপি "বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বং" এই জৈমিনী বাক্য প্রতিপালন উদ্দেশেই এই উদ্যম—

"আসীৎ পুরুবশাৎ পুত্রঃ পুরুদ্বান্‌পুরুষোত্তমঃ।
জজ্ঞে পুরুদ্বতঃ পুত্রো ভদ্রবত্যাং পুরূদ্বহঃ॥
ঐক্ষ্বাকী ত্বভবদ্‌ভার্য্যা সত্বস্তস্যামজায়ত।
সত্বাৎসত্বগুণোপেতঃ সাত্বতঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥
* * * *
সাত্বতী রূপ সম্পন্না কৈশল্যাসুসুবেসুতান্।
ভজিনং ভজমানঞ্চ দিব্যং দেবাবৃধং নৃপম্॥
অন্ধকঞ্চ মহাভোজং বৃষ্ণিঞ্চ যদুনন্দনম্।
তেষাং হি সর্গাশ্চত্বারঃ শৃণুধ্বং বিস্তরেণ বৈ॥
ভজমানস্য সৃঞ্জয্যাং বাহ্যশ্চোপরি বাহ্যকঃ।
সৃঞ্জয়স্য সুতে দ্বে তু বাহ্যকশ্চ উদাবহৎ॥
তস্য ভার্য্যে ভগিন্যৌ তে প্রসূতেতি সুতান্ বহূন্।
নিমিশ্চ পণবশ্চৈব বৃষ্ণিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥
* * * * * *

* জরাসন্ধের প্রস্তাব বর্ণন প্রসঙ্গে ভগবান বাসুদেব মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

"ঐলেসোক্ষ্বাকুবংশস্য প্রকৃতিং পরিচক্ষতে।
রাজানঃশ্রেণিবদ্ধাশ্চ তথা'ন্যে ক্ষত্রিয়াভুবি॥"

মহাভারত ১।১৪

গান্ধারী চৈব মাদ্রী চ বৃষ্ণের্ভার্য্যে প্রভুবতুঃ।
গান্ধারী জনয়ামাস সুমিত্রং মিত্রনন্দনং ॥”

বায়ুঃ ৯৫ ও ৯৬ অঃ

এই সকল শ্লোকের দ্বারা আমরা জানিতে পারিলাম, পুরুবশ তনয় পুরুধান্‌ তৎপুত্র পুরুদ্বহ, তৎপুত্র সত্ত্ব, তৎপুত্র সাত্বত; সাত্বত পত্নী কৌশল্যা ভজিন, ভজমান, দিব্য, দেবাবৃধ, অন্ধক, মহাভোজ, এবং বৃষ্ণি নামক পুত্রগণকে প্রসব করেন, এই পুত্রগণ মধ্যে চারিজনের বংশ বিবরণ বিস্তৃত রূপে আছে। সাত্বতের দ্বিতীয় পুত্র ভজমানের পুত্র ব্যহ্বকের পত্নীদ্বয়, বহুপুত্র প্রসব করেন। তন্মধ্যে নিমি, পণব এবং বৃষ্ণি এই তিনজনই প্রধান। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক পূর্ব্বোল্লিখিত সাত্বত পুত্র বৃষ্ণি হইতে এই বাহ্যক পুত্র বৃষ্ণি পৃথক ব্যক্তি। স্মৃতি সৌকার্য্য নিবন্ধন আমরা ইহাকে পুরাণলিপির অনুরূপ পরপুরঞ্জয় বৃষ্ণি বলিয়া উল্লেখ করিব। সাত্বত তনয় বৃষ্ণির বংশ বর্ণন প্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে গান্ধারী এবং মাদ্রী নামক বৃষ্ণি নৃপতির দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে গান্ধারী হইতে সুমিত্রের উৎপত্তি। ইহাকেই মিত্রনন্দনরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মৎস্য পুরাণের ৪৫।১ শ্লোকেও অবিকল দেখিতে পাই “গান্ধারী জনয়ামাস সুমিত্রং মিত্রনন্দনং” মহাভারতেও “সুমিত্রঃ মিত্রনন্দনঃ” উল্লেখ আছে। এক্ষণে স্থূল দৃষ্টিতে একটা সংশয় উপস্থিত হয় যে—বৃষ্ণির ভার্য্যা গান্ধারীর গর্ভজাত পুত্রকে মিত্রনন্দন বলিয়া উল্লেখ করা হইল কেন? তবে কি যুধিষ্ঠিরাদির উৎপত্তি বিষয়ে কুন্তীর সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক কিংবদন্তী আছে, বৃষ্ণি ভার্য্যা গান্ধারী দেবীও কি তাদৃশ বৃত্তির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? এইরূপ অমূলক আশঙ্কার কোন হেতু নাই, কারণ যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম সম্বন্ধে যেরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে সুমিত্র নৃপতির সম্বন্ধে সেরূপ কোথাও কিছু উল্লেখ নাই। অযথা অলীক কল্পনার আশ্রয় লইয়া সত্যের অপলাপ করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ মহাভারতে দেখিতে পাই উক্ত সুমিত্ররাজ ঋষভের নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান কালে স্বয়ংই মিত্রনন্দন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মিত্রনন্দন বলায় যদি তাঁহার গৌরব হানির আশঙ্কা থাকিত তবে কখনই নিজে তাহা প্রকাশ করিতেন না; পক্ষান্তরে “অহং মিত্রনন্দনঃ” বলিয়া যেন স্বকীয় আভিজাত্যের প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ আশঙ্কা দোষদর্শি-স্থূলবুদ্ধি-ব্যক্তির প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

অনন্তর মিত্রনন্দন পদের অর্থ কেহ বা মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন অথবা অন্য রূপ অর্থ করিতে প্রয়াস পাইতে পারেন। কিন্তু তাহাও নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ।

যথাশ্রুত রূঢ্যর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাক্ষণিক অর্থ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। যদি কেহ সম্ভব পক্ষেও পঙ্কজ শব্দের পদ্ম অর্থ না করিয়া কর্দ্দমজাত কীট বিশেষের প্রতিপাদনে যত্নবান হন, তবে তাঁহার সে চেষ্টা যেমন অর্ব্বাচীন শিশুক্রীড়া বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রস্তাবিত স্থলে মিত্রনন্দন শব্দের যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগে বায়ু ও মৎস্য পুরাণ এবং মহাভারতে, একইভাবে লিখিত পদটীর লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক, দুইখানা প্রসিদ্ধ পুরাণের বাক্য এবং পঞ্চমবেদ মহাভারতের বাক্যের বৈরূপ্য সংঘটিত হয় বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা যোগ্য ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত সন্দেহ নাই।

এই সকল অবান্তর কণ্টক দূরীভূত করিয়া, আমরা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই, এই সমস্ত পুরাণে দুইজন বৃষ্ণির নাম আছে; একজন সাত্বত পুত্র বৃষ্ণি, ইনি যদুনন্দনরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন, অপর বাহ্যক পুত্র বৃষ্ণি, ইনি পরপুরঞ্জয় বিশেষণান্বিত। সাত্বত তনয়কে যদুনন্দন বলায়, যেরূপ সাত্বত নৃপতির অন্য নাম যদু, অথবা যদুবংশ হইতে উদ্ভব বলিয়াই বৃষ্ণিকে যদুনন্দন বলা হইয়াছে, এই মীমাংসা স্থির আছে; সেইরূপ “একত্র দৃষ্টঃ শাস্ত্রার্থো বাধকমন্তরেণান্যত্রাপি কল্প্যতে তথা” এই ন্যায় মূলক “মিত্র” বৃষ্ণি রাজারই নামান্তর বলিলে সর্ব্ব সামঞ্জস্য হয়। বিশেষতঃ এইরূপ বলার প্রতি হেতুও আছে; অন্যত্র দেখিতে পাই “মিত্রো মিত্র মাসীদ্ বৃষ্ণেঃ” অর্থাৎ বৃষ্ণির মিত্র (সূর্য্য) মিত্র ছিলেন। কেহ বলেন, বৃষ্ণিরাজা বহুকাল মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন সেই ধারানুসারেই তদ্বংশায় অধস্তন সন্তান সত্রাজিত সূর্য্যের নিকট হইতে ‘স্যমন্তক’ নামক মণিলাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণ পরম্পরা আলোচনা দ্বারা বিশেষ প্রতীতি হয় যে, মিত্র বৃষ্ণিরই নামান্তর; অন্যথা বৃষ্ণিভার্য্যা গান্ধারীর গর্ভজাত পুত্র, সুমিত্রকে “মিত্রনন্দন” বলার কোন সার্থকতাই থাকে না। বৃষ্ণিবংশ নামে যে প্রসিদ্ধ বংশের মহাভারতে অন্যত্র কীর্ত্তন আছে, এবং যাঁহারা ব্রাত্য বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে; তাহা পূর্ব্বোক্ত পরপুরঞ্জয় বৃষ্ণির শাখা। আরও একটী অকাট্য যুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করিতেছি যে যখন পরপুরঞ্জয় বৃষ্ণির সন্তানগণ আপনাদিগকে বৃষ্ণি বংশীয় রূপে পরিচিত করেন, তাহার পর হইতেই সাত্বত তনয় বৃষ্ণি মিত্রোপাসক অথবা মিত্রসখা বলিয়া আপনাকে মিত্র, আখ্যায় পরিচিত করেন। তাই মহর্ষি বায়ু ও মৎস্যপুরাণে বৃষ্ণির ভার্য্যা গান্ধারীর পুত্র সুমিত্রকে বৃষ্ণিনন্দন না বলিয়া

একেবারে মিত্রনন্দন বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এবং এইভাবে মহাভারতেও মহাত্মা সুমিত্ররাজ আপনাকে মিত্রনন্দন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

অতএব আচার্য্য চূড়ামণি মহাশয় যে কালিদাসকে "মিত্রবংশ সিন্ধুর চন্দ্রমা" বলিয়া উল্লেখ করিয়া প্রকৃত সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার হেতু নাই। তাই আমরা নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিশেষরূপ উপলব্ধি করিয়াছি যে চন্দ্রবংশীয় হৈহয়কুলের অন্তর্গত মহারাজ মিত্র তনয় সুমিত্র, অনমিত্র প্রভৃতির অধস্তন শাখায় বর্ত্তমান মিত্রবংশীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা কালিদাস মিত্র আবির্ভূত হইয়া আদিশূরের রাজসভায় মহাসমাদরে সসম্মানে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় সন্তানরূপে পূজিত হইয়াছিলেন।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা।

ব্রাহ্মণ রক্ষা ও সংস্কার গ্রহণ।

(১)

পৃথিবীর আদি সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা যেরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এরূপ ঘটনা কোন দেশে কখন হয় নাই। এই জাতিভেদের ফলে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার এমনই প্রভাব যে ভগবান বুদ্ধদেব হিন্দুর দশাবতারের অন্যতম অবতার রূপে পরিকীর্ত্তিত হইলেও জাতিভেদ নাশক বুদ্ধভাব এদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা অনেকেই প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, আর্য্যজাতির ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময়ে তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। ভারতের তদানীন্তন আদিমবাসীগণ কৃষ্ণবর্ণ ও অসভ্য ছিল। আর্য্যগণ ঐ সকল অসভ্যগণকে নদনদী প্রবাহিত ও বিবিধ ফলফুল-পরিশোভিত শ্যামলশস্যরাজিসম্পন্ন সমতলক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করায় তাহারা কান্তার, পর্ব্বত ও জঙ্গলাদির আশ্রয় গ্রহণ করে। আর্য্যজাতি ভারতের বিশুদ্ধ জলবায়ু প্রভাবে সংখ্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ঐ সকল আর্য্য-

* বিষ্ণুপুর [illegible] ৪।১৩২৭

গণের মধ্যে তপোবলসম্পন্ন ত্রিকালদর্শী অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের একমাত্র সার সত্য ব্রহ্মবস্তু লাভে সমর্থ হইলেন। আর্য্যগণের এইরূপ অবস্থার যে সময় সম্ভবতঃ তাহাই সত্যযুগ হইবে।

আর্য্যগণকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ ভাবের ক্ষয় উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। আদিমবাসী অসভ্যজাতিগণ যাহারা কান্তার পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সুযোগমত দলবলে আর্য্যগণের উপনিবেশে আগমন করিয়া, আর্য্যগণকে নানাপ্রকারে বিপদাপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিত। অসভ্যগণ হয়ত কোন স্থানে আর্য্য-নর-নারী-বালক-বালিকাকে সংহার করিত ও কোন স্থানে স্ত্রীলোক ও ধনরত্ন অপহরণ করিত। ইহা তদানীন্তন আর্য্য-সমাজের পক্ষে বিশেষরূপ ক্ষয়ের কারণ ছিল। তাঁহারা প্রথমে সকলেই দলবদ্ধ হইয়া অসভ্যগণকে পরাজয় করিতে যত্ন করিতেন। পরে উপলব্ধি করিলেন যে তাঁহারা সকলেই দস্যুদমনে সমান সমর্থবান নহেন এবং সকলেই এই দস্যুদমনে প্রবৃত্ত থাকিলে কেহই মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না। শাস্ত্রালোচনার দ্বারা অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে এই সুপ্রাচীন সময়ে জাতিভেদ প্রথার বীজ রোপিত হইয়াছে। তখন একদল লোক অসভ্যজাতি কর্ত্তৃক স্বকীয় সমাজের ক্ষয় নিবারণের ব্রতী হইলেন।

আর্য্যগণের মধ্যে যে সকল বলিষ্ঠ ব্যক্তি দস্যু অসভ্যগণকে বিতাড়িত করিয়া সমাজের ক্ষয় নিবারণ করিলেন তাঁহারাই যে ক্ষত্রিয় হইয়াছেন ইহা অসঙ্গত কথা নহে। পরিণামে আর্য্যসমাজের উন্নতির সহিত ঐ সকল সামাজিক ক্ষয়নিবারণকারীগণ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। তৎকালে, একদল লোক আধ্যাত্মিক বলের পরিচয়ে ব্রাহ্মণ ও একদল লোক কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মের দ্বারা যে বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত সহজ কথা, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় ও উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র সৃষ্টির বচনের দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে।

আর্য্যজাতি মূলতঃ এক হইলেও শ্রীভগবানের "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" বাক্যের দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে। এসময়ে যে আর্য্যগণের মধ্যে পানাহারের প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা বিবাহাদির বিষয় আলোচনা করিলে অনেকটা বোধগম্য হইতে পারে। সে সকল বিষয় প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

সত্যযুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যে সময় অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই সময়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে,

সে সময়ও ক্ষত্রিয় জাতি হইতেই সমাজের ক্ষয় নিবারণ হইত এবং শ্রীভগবান ক্ষত্রিয়কুলেই জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক লীলা করিতেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত লীলা করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যে ভাবে লীলা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের লীলা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন রকমের।

কলিযুগের আগমনে ভগবান বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য জনসাধারণকে যে শিক্ষা দিলেন তৎপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উচ্ছেদোন্মুখ হইলেও পুনরায় সেই সনাতন প্রভাব বিস্তার হইতে লাগিল।

ভারতের আর্য্য উপনিবেশিগণ মূলতঃ এক জাতি। তাহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উৎপত্তি হইলেও কালমাহাত্ম্যে তাঁহাতে এত পার্থক্য ঘটিয়াছে যে তাহাকে পৃথক পৃথক সৃষ্টিকার্য্য মনে করিতে হয়। দ্বাপরে ক্ষত্রিয় জাতির প্রভাব সমাজরক্ষাহেতু ছিল। তখনও ব্রাহ্মণের প্রভাব—ব্রাহ্মণের জ্ঞান-গরিমার কিছুই হ্রাস হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ দর্শনের নিমন্ত্রণ ব্রাহ্মণগণকে প্রতিনিধিস্বরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ করিতেছেন। উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ পাইয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন, ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের এতই আস্পর্দ্ধা যে আমি উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ, আমি রাজার দান গ্রহণ করি না. মুষিকাদি যে শস্য পরিত্যাগ করে তাহাই গ্রহণ করি। রাজা কেন আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছেন।

ভগবান বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ মুক্তির দ্বারা যে ব্রাহ্মণকে বশীভূত করিবেন ভাবিয়াছিলেন, অশোকাদি রাজন্যবর্গ যে বৌদ্ধমত প্রগারে দৃঢ়ব্রতী ছিলেন, যে বৌদ্ধমত প্রচারে শ্রমণগণও বদ্ধপরিকর ছিলেন,ব্রাহ্মণ্যের ফুৎকারে তাহা উড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বলিয়া যে শাস্ত্রবিধি দেশে প্রচলিত ছিল তাহা সকামমূলক। কাম্য কর্ম্মের বিধিব্যবস্থা দ্বারা ব্রাহ্মণ্য রক্ষার পথ প্রশস্ত ছিল।

ভগবান বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিলেন এবং অহিংসা প্রচার করিলেন। এইখানে ক্ষত্রিয় হইতেই ধর্ম্মাচার্য্যের উৎপত্তি হইল। দেশের জনসাধারণ ব্রাহ্মণের গুণগরিমায় এতই বিমুগ্ধ ছিলেন যে তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের উপদেশই গ্রহণ করিতেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের সহিত জ্ঞানালোচনার কথা লইয়া এই বৌদ্ধাচার্য্যগণের সম্বর্দ্ধন হইত। বৌদ্ধমতের পরে গৌড়দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। এই সময়ে যে অবতার গৌড়দেশে আবির্ভূত হইলেন তিনি শ্রীচৈতন্যদেব। লোকে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া থাকে। ভগবান ব্রাহ্মণপ্রভাব জানিয়া

ব্রাহ্মণকুলেই আবির্ভূত হইলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রধান ভক্ত শ্রীল শিশিরকুমার ‘অমিয় নিমাই চরিতের’ ৬ষ্ঠ খণ্ডে ‘ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন;—“ভারতবর্ষে যেমন অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চ্চা হইয়াছে, এমন আর কোন দেশে হয় নাই। ইহা কেবল ব্রাহ্মণদ্বারা হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট জগতের যে ঋণ তাহা অশোধনীয়। তাঁহাদের সহিত ভারতের অন্যান্য জাতির এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল; তাঁহারা সকলের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চা করিবেন, অন্যান্য সকলে তাঁহাদিগকে পালন করিবেন। ইহাতে এই হইল যে ব্রাহ্মণগণ উন্নতি করিতে লাগিলেন, অন্যান্য জাতি সকল উন্নতি না করিয়া পড়িয়া রহিল এবং ক্রমেই অধঃপাতে যাইতে লাগিল।”

“শ্রীগৌরাঙ্গ যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে শ্রীসচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবান জীবের একমাত্র উপাস্য * * * এবং এই ভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায় প্রেম ও ভক্তি। মন্ত্র, তন্ত্র, যাগ যজ্ঞে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

“কিন্তু ব্রাহ্মণগণের জীবকে শিক্ষা আর একরূপ। যাগযজ্ঞ কর, শীতলা মনসা সকলকে পূজা কর। আর এই সমুদয় কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইও তোমরা ইহাতে অধিকারী নও। এইরূপ সকলের ব্রাহ্মণকে কর দেওয়া ধর্ম্মচর্চ্চার প্রধান অঙ্গ হইল। এইরূপে ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির নিকট হইতে তাহাদিগের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতে কর আহরণ করিতে লাগিলেন। গর্ভে প্রবেশ করিলে পঞ্চামৃত, তাহার পর জীবের জন্ম হয়। জন্ম হইলে ষষ্টি, তাহার পর মৃত্যু হয়। তাহার পর শ্রাদ্ধ। যদিও সে মরিয়া গেল তবুও কর দেওয়া বন্ধ হইল না। সপিণ্ডকরণ ও বার্ষিক শ্রাদ্ধ আছে ইত্যাদি। এইরূপে অন্যান্য জাতি জন্মের পূর্ব্ব হইতে মরণের বহুদিন পরে পর্য্যন্ত কর দিতে লাগিলেন। এইরূপ অদ্ভুত করস্থাপন জগতে আর দেখা যায় না।

“অতএব জীবের ধর্ম্ম কি রহিল? না ব্রাহ্মণকে কর দেওয়া। দোল-দুর্গোৎসব ত আছেই ইহা ছাড়া তেত্রিশকোটি দেবতার পূজা কর। আর পূজা কি না ব্রাহ্মণকে কিছু দেওয়া। উত্তম আহার দেওয়া, দক্ষিণা চাউল কড়ি ইত্যাদি।

“আবার গুরুরূপে ব্রাহ্মণই কর্ণে মন্ত্র দেন। শিষ্য তাঁহার চিরকালের সম্পত্তি হইল। গুরুর আর কিছুই করিতে হয় না। শিষ্য বাড়ী গমন করিলে শিষ্যের গোষ্টিগণ চরণে মস্তক কুটিবে; আর তাহার অর্থ থাকুক না থাকুক, গুরুকে অর্থ দিতেই হইবে।

"যখন হিন্দুগণের এইরূপ অবস্থা, যখন আচার্য্যগণ বিষয় লোভে জ্ঞানশূন্য হইয়া শিষ্যগণের চিত্ত অপহরণ করিতে লাগিলেন, যখন গুরুগণ পরকালে ভাল হইবে, এই স্তোক বাক্য বলিয়া নানাবিধ উৎসব সৃষ্টি করিয়া শিষ্যের নিকট বঞ্চনা পূর্ব্বক অর্থ লইতে লাগিলেন, যখন এইরূপ ভগবানের নাম লইয়া, আমি পতিত পাবন এইরূপ ভান করিয়া আচার্য্যগণ স্বচ্ছন্দে বিষয়বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, যখন ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন যে তাঁহাদের পাদোদকপানে পাপের শান্তি হয়, তখন শ্রীভগবান নবদ্বীপে উদয় হইলেন।

"শ্রীভগবান স্বয়ং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীবগণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণগণের ভাল লাগিল না। শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁহাকে কেবল প্রেমভক্তিতে পাওয়া যায়। অতএব শ্রীভগবদ্‌ভক্তি ও প্রেমই পরম পুরুষার্থ। আর শ্রীভগবদ্ভক্তই মুক্তজীব। এখন, প্রেমভক্তি যদি শ্রীভগবচ্চরণ লাভের একমাত্র উপায় হইল, তবে যাগ যজ্ঞাদি নানাবিধ উৎসব পার্ব্বণ সমুদায় গেল। কারণ সে সমুদায়ে প্রেমভক্তি নাই। * * * শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশে হইল, যে ভক্ত সেই কেবল পূজ্য। ভক্ত যদি চণ্ডাল হয় তবে সে অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কাজেই ব্রাহ্মণগণ একেবারে মার মার কাট কাট করিয়া উঠিলেন।

"স্বার্থ লইয়া যেখানে এরূপ টানাটানি সেখানে একটী ব্রাহ্মণও বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু পরে অনেকে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মনে ভাবুন ঠাকুর মহাশয় ঝড়ু ঠাকুর ভূঁইমালী, অস্পৃশ্য জাতি, ভক্তির বলে তিনি হইলেন ঝড়ু ঠাকুর! আর আর বড় বড় ভক্তগণ তাঁহার প্রসাদ পাইতেন।"

শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ দ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপ ও প্রেম-ভক্তি এবং সে সময়ের হিন্দু সমাজের কথা সহজ বোধগম্য হইবে। ভক্ত প্রধান শ্রীশিশির কুমার ভক্তির মাহাত্ম্যই বর্ণন করিয়াছেন। সে পথে আমাদের অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। ঝড়ু ঠাকুরের প্রসাদ শিশির প্রমুখ ভক্তগণ যত্নে লইতে পারেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় ব্যক্তির সংস্কার এতই নিম্নগামী যে ভূঁইমালী অস্পৃশ্যজাতি শুনিলেই মন কেমন হইবে। তারপর কথা আছে, ভক্তি না হইলে ভক্ত চেনা যায় না। এই কারণেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ অনেকেই বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আদর্শ নষ্ট করিয়াছেন। ভক্তির যে মহাভাব ঝড়ু ভূঁইমালীর অন্তরে নিহিত ছিল তাহা দূর করিয়া অনেকেই বাহ্য চিহ্ন ছাপা

তিলকের পরিপাটী করিয়া ও সংসারের সমস্ত ভোগ বিলাস হৃদয়ে বহন করিয়া সংসার ত্যাগের ভানে নেড়ানেড়ির দলেরই বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সত্যযুগ হইতেই ঋষিগণ আচার্য্যরূপে রাজন্যবর্গকে উপদেশ দিতেন। ঋষিগণের জ্ঞানগরিমাহেতু রাজন্যবর্গ তাঁহাদিগকে ভূদেবরূপে মান্য করিতেন। ঋষিগণের সেবা শুশ্রূষা ও তাঁহাদিগের আশ্রম রক্ষা করিতে পারিলে রাজন্যবর্গ তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ হইল তাহাই মনে করিতেন। ঋষিগণ ব্রহ্মদর্শী ছিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণ ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করিতেন বলিয়াই অন্যান্য যুগেও ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজের শীর্ষস্থানে বর্ত্তমান ছিলেন ও আছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আদি ও মধ্যলীলা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় তিনি ভিক্ষাগ্রহণ দ্বারা ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছেন। সংসার ত্যাগের পরাকাষ্ঠা আদর্শব্রাহ্মণ শ্রীরূপসনাতন দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। যিনি যে ভাবে যতদূর সমর্থ তাঁহার দ্বারা তাহাই করাইয়াছেন। শ্রীমান্ নিত্যানন্দকে সংসারে থাকিয়া হরিনাম প্রচারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গোস্বামীগণ আপনাদিগের সম্প্রদায় চালাইবার জন্য পৃথক শাস্ত্র করিলেও তাহাতেও ব্রাহ্মণ গোস্বামীগণের বংশের প্রাধান্যই রক্ষিত হইয়াছে।

যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এই চারিটী প্রধান কার্য্য ব্রাহ্মণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। মনুসংহিতাতে ব্রাহ্মণকে অনেক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমরাও এক্ষণ বাঙ্গালাদেশে অনেক প্রকার ব্রাহ্মণ দেখিতেছি। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, উৎকল, ভাট প্রভৃতি নানাশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। যে অগ্রদানী ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধাদিতে অগ্রে দান গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে কৃতার্থ করেন তাঁহার জল ও অন্যান্য ব্রাহ্মণের জল সদ্ব্রাহ্মণ দূরের কথা কায়স্থাদি সম্ভ্রান্ত জাতিতে পান করেন না।

বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত জাতিরই পুরোহিত স্বতন্ত্র। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুনামধারী জাতিগণেরও ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। এই সকল পুরোহিতদ্বারা যে ভাবে তাহাদের ক্রিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় তাহার ১টী দৃষ্টান্ত বলিব:—কোন স্থানের নিম্নজাতির মধ্যে আমাদিগকে শালীশ মধ্যস্থ মান্য করে। শালীশগণের মীমাংসার বিষয় এই ছিল যে কন্যার পিতা একটী বরের সহিত বিবাহ স্থির করিয়া দিন ধার্য্য করেন। নির্দ্ধারিত দিনে পুরোহিত মহাশয় আসিতে পারিবেন না এই নিমিত্ত একবটী জল মন্ত্রপূতঃ করিয়া দেন। সেই জল বরকন্যা আচমন করিয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। কন্যার মাতা অন্য একটী বরের সহিত সম্বন্ধ

স্থাপন পূর্ব্বক ঐ মন্ত্রপূতঃ জল নষ্ট করিয়া তদীয় বর পক্ষের সাহায্যে পুরোহিতের দ্বারা আর একটী ঘটী জল মন্ত্রপূতঃ করিয়া লন। এই দিন বিবাহের পূর্ব্বে দুই দলে মারামারি হইয়া শেষের জলও নষ্ট হয়। তবে মাতার মনোনীত বরপক্ষের প্রধান দাবী যে তাহারা বিবাহ করিতে বরকে কন্যার বাড়ীর ছায়ামণ্ডবে লইয়াছিল। আমারা পুরোহিতের আগমন ও অষ্টপদী গমন ইত্যাদি শাস্ত্রীয় ভাবে না যাইয়া নিষ্পত্তি করিয়াছিলাম যে পুরোহিত প্রথমে যাহাকে জল পড়িয়া দিয়াছেন উক্ত জাতির বিবাহের নিয়মানুসারে সেই সময়ই বিবাহ সম্পন্ন হওয়া মনে করিতে হইবে। এই শালীশ করিবার পর আমরা অনুসন্ধানে এইরূপ ঘটনা অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মধ্যে হওয়া জানিতে পারিলাম।

ক্রিয়াকলাপগুলি স্থানবিশেষে এতই অশাস্ত্রীরভাবে কাণ্ডশূন্য ব্যক্তির দ্বারা হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একটা কথা আছে "মাকে আবহণ করি নাই, বিসর্জ্জনও দেই নাই।"

পল্লীগ্রামে স্থানবিশেষে ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই নহে তাহার প্রাপ্য আদায় ও ব্রাহ্মণ্যশাসনের প্রভাব রক্ষা করা মাত্র। ইতর শ্রেণীর লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকে, "তা মহাশয় আমাদের ব্রাহ্মণ অতি অল্প কোন প্রকারে ব্রাহ্মণের মান রক্ষা করিতে হয়"। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পর হইতে নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে ভক্তিবীজ রোপিত হইয়াছে। হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ এই তত্ত্বলাভ করিয়া একপ্রকারের বৈষ্ণবের দল হইয়া ব্রাহ্মণের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু, সমাজের নেতা-স্বরূপ গুরুমহান্ত প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হইয়া আবার উপসর্গ ঘটাইয়াছে। তা যাহাই হউক শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাব ও শ্রীনিত্যানন্দের হরিনাম প্রচারকালে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ আর মুসলমান হইতেছে না। তাহারা না হিন্দু, না বৈষ্ণব এই ভাবেই দিন কাটাইতেছে।

বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের মধ্যে বহুমত থাকিলেও দেশে হিন্দু, জৈন বৌদ্ধমতাবলম্বী জাতি ছিল। পারসীক প্রভৃতি অপর জাতি সকলের সংখ্যা তৎকালে অল্পই ছিল। এইক্ষণ দেশে হিন্দুগণের মধ্যে নানাবর্ণ ও বৌদ্ধ ও পরেশনাথা প্রভৃতি দল ত আছেই; তাহার পর মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মমত দেশে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বের বিবিধ বর্ণ ছাড়াও এখন খৃষ্টানি মতে ইংরেজ, ফরাশি ও জার্ম্মাণ প্রভৃতি বর্ণ; মুসলমান মতে সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি বর্ণ ও চীনা, জাপানী, সিংহলী প্রভৃতি দ্বারা বর্ণ সংখ্যা উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এমন বিপ্লব সময়ে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করার উপায় চিন্তা করা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

এ কথা কতকাংশে সত্য হইতে পারে যে পূর্ব্বতন সময়ে ব্রাহ্মণগণের যে প্রতিভা ও প্রতিপত্তি ছিল এখন তাহা হীন হইতে বসিয়াছে। যে পঞ্চবিপ্র নির্ম্মাল্যদ্বারা শুষ্ক গজারী বৃক্ষকে সজীব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণের সে সামর্থ্য নাই। এখন ব্রাহ্মণ কামিনী কাঞ্চনের অনুসন্ধানে অপর লোকের দ্বারস্থ হইতেছেন। পেটের জ্বালায় ব্রাহ্মণ দ্বারবান ও পাচকাদি নানা নিম্নবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণ যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন ছাড়িয়াছেন। অনেক ব্রাহ্মণের পানভোজনের বিচার নাই অথচ তাঁহারা সমাজে চলিতেছেন ইত্যাদি নানারূপ দোষ প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিলে হিন্দুসমাজ রক্ষা হইবে না।

কেহ বলেন, প্রাচীন ভারত সভ্যতার শৈশবদোলা ছিল। সে সময়ে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা জাতিভেদ হয় নাই। বৌদ্ধমত প্রবল থাকা সময়ে হিন্দুগণ সমুদ্র যাত্রা করিতেন। অজান্তার চিত্রে ও গ্রীকবিজয়ীর ইতিহাসে প্রাচীন গৌরবের কথা অঙ্কিত আছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা আমরা নানা অভিনব সত্য লাভ করিতেছি। এমন সময়ে আবার ব্রাহ্মণ রক্ষার প্রস্তাব কেন? ইঁহাদিগের নিকট নিবেদন এই যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রতিভা ও প্রতিপত্তির বিষয় চিন্তা করিবেন। ব্রাহ্মণকে বাদ দিলে হিন্দুত্ব কি থাকিতে পারে?

রাজা রামমোহন রায় ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতাকে একেশ্বরের উপাসনা দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন আশয়ে ব্রাহ্মমতের প্রবর্ত্তন করেন। রাজা রামমোহন রায় নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা ঐ মত শাস্ত্র হইতে প্রচার করেন। তিনি হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড বা ব্রাহ্মণগণের অপকার্য্য চিন্তা করিয়া পৌত্তলিকতার বিরোধী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিতি জাতিভেদের কি বিরোধী ছিলেন? রাজা রামমোহন যদি ব্রাহ্মণ না হইতেন তাহা হইলে ব্রাহ্মমত যেটুকু অধিকার বিস্তার করিয়াছে তাহাও হইত না। আদি ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, তবে পানভোজন স্বতন্ত্র কথা।

কেহ বলেন, দেশে এখন পুরোহিত পাওয়া যায় না। যাজনিক ব্রাহ্মণ-গণ কতক মেলেরিয়ায় ও কতক বিবাহ করিতে না পারিয়া নির্ব্বংশ হইয়াছে। কতক ব্রাহ্মণ পৈতৃক যাজনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসান্তর গ্রহণ করিয়াছে। অধুনা ব্রাহ্মণপ্রধান পল্লীতেও দশকর্ম্মান্বিত ক্রিয়াকাণ্ডপারদর্শী ব্রাহ্মণের অভাব

হইতেছে। অনেকেই মন্ত্র তন্ত্র হারাইয়া বসিয়াছেন। লেখাপড়া জানেন এরূপ ব্রাহ্মণগণও নিজের ক্রিয়াকর্ম্ম নিজে করিতে ভুলিয়া যাইতেছেন। সুতরাং অন্যান্য জাতির ত কথাই নাই।

ঋষিগণ ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বীজ বপন করেন। হিন্দুরাজগণ সেই আশ্রমধর্ম্ম পালনের সহায় ছিলেন। হিন্দু রাজার অভাব হইলে প্রত্যেক বর্ণাশ্রিত বিভিন্ন জাতিসকল ব্রাহ্মণ্য শাসন স্বীকার করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কোন প্রকারে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই কারণে প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব গুরু পুরোহিত নির্ণয়ে অধিকারী হইয়াছেন। এই অধিকার রাজশক্তি ভিন্ন অন্যে কেহই অপহরণ করিতে পারিবেন না। যাঁহারা সদাচারশীল ও সুব্রাহ্মণ বলিয়া দেশে গণ্য মান্য আছেন, তাঁহারা সকলের প্রণম্য হইলেও যে জাতির যে গুরু পুরোহিত তাঁহাদিগকেই সেই সেই জাতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও মান্য করিবে। এস্থলে ব্রাহ্মণ সমাজের কথা চিন্তা করিলে মনে হয়, ব্রাহ্মণ সমাজের দোহাই দিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবেন না; প্রত্যেক জাতির ব্রাহ্মণগণ শিষ্য যজমানের মুখাপেক্ষী হইতেছেন। সদাচার প্রবর্ত্তন প্রয়াসী হইলে ঐ সকল অন্যান্য জাতির ব্রাহ্মণগণের যজন যাজন অধ্যাপনাদি কার্য্যের উন্নতির যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত আদর্শ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। সমর্থ পক্ষে তাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে। বর্ত্তমান হিন্দুয়ানীতে আমরা দেখিতে পাই গুরু পুরোহিত ও কতকগুলি শৌচভাব যাহাকে "ছোঁয়াছে" হিন্দুয়ানী বলা যাইতেছে তাহাই বর্ত্তমান হিন্দুয়ানীর মূল। ছায়া মাড়াইলে অথবা জলস্পর্শ করিলে সমস্ত পণ্ড হইল ঐরূপভাবে আবদ্ধ না থাকিয়া যাহাতে গুরু ও পুরোহিত কুল শাস্ত্র বিহিত সদাচার পালনে যত্ন করেন তৎপ্রতি সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ রক্ষা ও সংস্কার গ্রহণ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। "ধান ভানতে শিবের গীত" অনেক বলা হইতেছে। হয়ত আমরা পথভ্রান্ত হইতেছি। কিন্তু পাঠকগণ নিজেও এই সকল কথা চিন্তা করিবেন।

এক্ষণ কথা হইতেছে ব্রাহ্মণকে কি প্রকারে রক্ষা করা যাইতে পারে? যে সকল ব্রাহ্মণ একমাত্র পৈতার দাবীতে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে প্রয়াসী তাহা কি সম্ভবপর কথা? উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি তদ্দারা প্রমাণ হইতেছে—যে কতকগুলি জাতির গুরু পুরোহিতের মধ্যে অযোগ্য লোক জন্মগ্রহণ করার ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি কমে নাই। ইহা সত্য কথা। কিন্তু মূল কথা হইতেছে

এ ভাব আর কত দিন থাকিতে পারে? জন সাধারণের মধ্যে ইউরোপীয় ভাবে শিক্ষা বিস্তারের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। হিন্দুর আদর্শ যাহা তাহাই যুবকগণের শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ঋষিগণ ধর্ম্মের সহিত প্রত্যেক কর্ম্মের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সেই সম্বন্ধের বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। সেই বিকাশের জন্য ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা গুরুগিরি বা পৌরোহিত্য কার্য্য করিবেন তাঁহাদিগের জন্য শাস্ত্রালোচনার পথ উন্মুক্ত করা ও তাঁহাদিগের জীবিকার ভার বহনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কায়স্থগণের উপনয়নের ব্যবস্থা দিয়াছেন। পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থগণের উপনয়ন প্রথা আছে। তবে কি শাস্ত্রের কথা, দেশের কথা ঐ সকল পণ্ডিতের চিন্তা করিবার শক্তি নাই? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি "তৈল বটের" দোষারোপণ করিবার কথা বলিয়া যুক্তি শেষ করা সঙ্গত নহে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও উপনয়ন সংস্কার বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল দেশেও ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থ জাতির আসন হইতেছে। বাঙ্গলা দেশে এ পর্য্যন্ত কায়স্থগণই প্রভাবশালী ছিলেন ও আছেন। কায়স্থগণের উপনয়নে যাঁহারা বাধা দিতেছেন তাঁহাদের যুক্তি 'এ প্রথা দেশে ছিল না।' কালমাহাত্ম্যে দেশ হইতে অনেক সংস্কার তিরোধান হইতে পারে। তাহাকে যুক্তির কথা বলা যায় না। ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে সংস্কার গ্রহণ তদ্রূপ নহে। ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আচরণীয় সংস্কার সমূহের প্রবর্ত্তন না হইলে হিন্দু ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত হইবে। গুরুগিরি ও যাজনিক ব্যবসা ব্রাহ্মণগণের বহুকাল হইতে একচেটিয়া আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কৌলিক প্রতিভা সঞ্চালনের প্রভাব ইউরোপীয়গণও স্বীকার করিতেছেন। এ কার্য্যে ব্রাহ্মণই সুযোগ্য।

কায়স্থগণ সংস্কার গ্রহণ দ্বারা নিজের ইষ্ট কার্য্যে অধিকারী হইতেছেন মাত্র। ব্রাহ্মণের মন্ত্র তন্ত্রে ক্রিয়া কাণ্ড পদ্ধতিতে ২।১ জন কায়স্থ পারদর্শী হওয়া অসম্ভব নহে। তবে কথা এই যে, কায়স্থগণ কিম্বা অন্য যে সকল জাতি উপনয়ন গ্রহণ যোগ্য তাঁহারা সংস্কার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণগণকে ক্রিয়াকাণ্ড সংযত ভাবে করিতে হইবে; কেবল "নমঃ, নমঃ" বলিলে হইবে না, মন্ত্র আওড়াইতে হইবে। ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহা আপাততঃ অপ্রীতিকর হইতে পারে। ফল কথা যদি ঋষিআদর্শকে রক্ষা করিয়া হিন্দুয়ানীর নাম রাখিতে হয় তাহা হইলে সংস্কার গ্রহণ ও শাস্ত্রালোচনা করা একান্ত কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

শাস্ত্র বলিতেছেন জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না। সংস্কার গ্রহণ ও বেদপাঠ করিলে বিপ্র হওয়া যায়;.তারপর তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে ব্রাহ্মণ হন। মনু বলিয়াছেন কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ ও অধ্যয়নবিরত ব্রাহ্মণ দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। সুতরাং নানাবর্ণের পরিচালক গুরু পুরোহিতকে অধ্যয়ন নিরত না করিলে সমাজের ভাবী কল্যাণ হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা।

নারী।

(নিন্দার কারণ।)

"সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্।"

বৈদিক এবং বৌদ্ধযুগে আর্য্যসমাজে নারীজাতির সম্মান এবং অধিকার এখনকার সময়ের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি। এই মত কেবল আমাদের নহে;—এবং আমাদের ব্যক্তিগত মতের কোন মূল্যও নাই। ভারতবর্ষের এই আধুনিক যুগে যে সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি বৈদিক সাহিত্যের ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অলোচনা দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন,—আমরা তাঁহাদের মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছি মাত্র। আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বৈদিক সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত শ্রীশ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী মহারাজ, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতকুলচূড়ামণি প্রাচ্যভাষাবিদ্ শ্রীযুক্ত স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, P.H D., M. A., K. C. I. E., পরম প্রাজ্ঞ বিচারপতি স্বর্গীয় রায় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে বাহাদুর, M. A., L. L. B., C. I. E., মান্দ্রাজের স্বনামধন্য ব্যবহারাজীব স্বর্গীয় পণ্ডিত পি আনন্দচার্লু বিদ্যাবিনোদ, B. L., C. I. E., প্রমুখ মহাত্মাগণ পূর্ব্বোক্ত মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিমত উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের নাই,—তবে অনুসন্ধিৎসু পাঠক "সত্যার্থ প্রকাশ" এবং এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ দৈনিক ইংরাজী সংবাদ পত্র The Leader এর বর্ত্তমান সম্পাদক মিঃ সি, ই, চিন্তামণি সঙ্কলিত "Indian Social Reform" নামক পুস্তক পাঠ করিলে এসম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইতে পারিবেন।

ভারতবর্ষে পৌরাণিক যুগ হইতে স্ত্রীজাতির সামাজিক সম্মান এবং অধিকার হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মুসলমান শাসন সময়ে সেই সম্মান ও অধিকার লুপ্তপ্রায় হইয়াছে,—এই কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—আমরাও বলিয়াছি। এই অবনতির কারণ সম্বন্ধে কেহই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না,—এবং আমাদেরও এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই, যাহাতে আমরা স্বাধীনভাবে এই গুরুতর বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করত সন্তোষজনক কোন মীমাংসা করিতে পারি। সুতরাং আমাদের যতদুর সাধ্য, তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে; তবে ইহাতে পাঠক মহাশয়দিগের সন্তোষ হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। যদি কোন সুযোগ্য ব্যক্তি আমাদের এই বিফলপ্রয়াস দেখিয়া উপযুক্ত ভাবে এ বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন,—তাহা হইলেই আশানুরূপ ফল ঘটিবার সম্ভাবনা ফলতঃ স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইলে তাঁহাদের অবনতির ইতিহাস এবং হেতু অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

অধ্যাপকপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"The downward course which began many centuries ago has landed us here. And anxiously thinking about the matter, one asks himself why should this degeneration have gone on continually for a long time without impediment. The reason seems to be that the tyranny under which the Hindus have lived from time immemorial has weakened their moral fibre, if not entirely destroyed it. We have been subject to a three-fold tyranny; political tyranny, priestly tyranny, and a social tyranny or the tyranny of caste. Crushed down by this no man has dared to stand and assert himself."* সংক্ষেপে তাঁহার মত প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয় যে (১) বিদেশী রাজার শাসন, (২) ব্রহ্মণের শাসন এবং (৩) জাতির শাসন,—এই ত্রিবিধ শাসন দ্বারা আমরা মনের ও চিন্তার স্বাধীনতা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা এই বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই ত্রিবিধ কারণের ত্রিবিধ অনুশীলন করিব।

কোন্ কারণ সমুহের ফলে ভারতের ক্ষত্রিয় বীরগণের হস্ত হইতে রাজদণ্ড খসিয়া পড়িয়াছিল,—কেমন করিয়া এই পুণ্যভূমিতে শক, যবন, হুন এবং পরি-

* "On Social History of India" a paper on "Indian Social Reform" part I, page 26.

শেষে মুসলমান স্বীয় অধিকার বিস্তার করিলেন,—সে বিষয়ের অবতারণা আমাদের লক্ষ্য নহে ;—বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইবার ন্যায় সে ব্যর্থপ্রয়াসে লাভ নাই। এই পরম বিস্ময়কর বিষয়ের অনুশালন ও এই দুর্ভেদ্য সমস্যার সমাধান কবে হইবে জানিনা ;—ভবিষ্যৎ হয়ত সেই ভাগ্যবান পুরুষের সৃষ্টি করিতেছেন,—যিনি স্বীয় প্রতিভার প্রভায় অচিরে আমাদের অতীত ইতিহাসের তমোময় প্রদেশ আলোকিত করিবেন। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি স্বীকার করিয়া লইয়াই আমাদের বক্তব্য বিষয় শেষ করিব। আধুনিক বিদ্যালয়ের নিম্ন-শ্রেণীর বালকেও জানে যে খৃষ্টীয় শাক আরম্ভ হইবার প্রায় ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে যবনবীর সেকন্দর সা ভারতের পঞ্চনদ প্রদেশের কিয়দংশ জয় করিয়া তথায় এক যবন রাজ্য স্থাপনা করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর অনেক দিন পর পর্য্যন্ত সিন্ধু নদীর পশ্চিম প্রদেশে যবনাধিকার বিদ্যমান ছিল। তাহার পর খৃষ্টীয় শাকের প্রথম শতাব্দী কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কুশন বা শকবংশীয় কনিষ্ক ভূপতির অভ্যুদয় ঘটে এবং কাশ্মীর ও উত্তর পঞ্জাব প্রদেশে শক প্রভাবের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই শক প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করে ও অবশেষে খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর যশোধর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক উহাদের সেই সর্ব্বগ্রাসী শক্তির খর্ব্বতা ঘটে। এই পাঁচ কি ছয়শত বৎসরে আর্য্যাবর্ত্তের শকপ্রভাব আর্য্যসভ্যতার উপর নিজ অধিকার স্থাপন করে নাই বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। এই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যবংশীয় নৃপতিদিগের কিছু অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে এই বিশাল ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যবন, শক এবং হূন বিগ্রহের সময় তবুও, ভারতবর্ষের সমগ্র না হউক, অনেক রাজাই একজন সম্রাটের ছত্রতলে মিলিত হইয়া বিদেশী আক্রমণকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু খৃঃ একাদশ-শতাব্দীতে বিশ্ববিজয়িনী মুসলমান সেনার সম্মুখে দাঁড়াইবার কেহই ছিলেন না ; সুতরাং একটি নূতন ঘটনা ভারতে ঘটিয়া গেল,—ভারতবর্ষ মুসলমানের এবং মুসলমান সভ্যতার অধীন হইয়া গেল। প্রাচীন আর্য্য বা হিন্দুসমাজ স্থবির এবং পঙ্গুর ন্যায় নিশ্চলভাবে একপার্শ্বে রহিয়া গেলেন। ভারতের রাজনৈতিক এই পরিবর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এই পর্য্যন্তই আমাদের আবশ্যক।

এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে সামাজিক অনেক রহস্য গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যজাতি—নবাগত যবন, শক, ও হূন প্রভৃতির সহিত কিরূপে এবং কত পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে ? এ সম্বন্ধে

...র দুই একটি কথা বলিতে গেলেও "বিশুদ্ধ আর্য্যবংশজ" বলিয়া গৌরবকারী ...নেক ব্যক্তির নিকট গালি খাইতে হইবে। কিন্তু এই নবাগত যবন, শক এবং ...ন প্রভৃতি জাতি,—যাঁহারা শত শত বৎসর ধরিয়া আমাদের মধ্যে রাজত্ব এবং ...বাস করিলেন,—তাঁহারা কোথায় গেলেন ? তাঁহারা কি মাডাগাস্কারের ...ভাগ্য "ডোডো" পক্ষীর ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, না—রাজ্য শাসন কার্য্য ...সাধা করিয়া পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে নিজ নিজ দ্বীপ উপদ্বীপে চলিয়া গিয়াছেন ? ...গালি দিলে আমরা নিরুপায়,—সত্যের জয় সর্ব্বত্র। আমরা বলিতে বাধ্য যে ...ন এবং শকাদি জাতি ভারতীয় আর্য্যজাতির সঙ্গে একেবারে বেমালুম মিশিয়া ...গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন,—তাঁহারা ব্রাহ্মণ ; রাজা ও সৈনিকগণ ক্ষত্রিয় ; বণিক্‌গণ বৈশ্য ; দাসগণ শূদ্র এবং সঙ্কর বা বিমিশ্রজাতি ...বর্ণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। এরূপ শিলালিপি অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে যবন ও শক রাজা বা রাজপুরুষ আপনাকে বৌদ্ধ, শৈব অথবা ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গদেশে শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় ঐতিহাসিকের আসন অধিকার করিয়াছেন ,—তিনি শিলালিপি, তাম্রলিপি, শৈললিপি ইত্যাদি বিশ্বাস করেন না। তাঁহার বিশ্বাস আমাদের পণ্ডিতবর প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইচ্ছা করিলেই বাজীকরের ... যন্ত্র তন্ত্র ঐরূপ লিপি বাহির করিতে পারেন। শিলালিপি বা ধাতুলিপি না ...য় 'বাতিল ও নামঞ্জুর' হইল,—কিন্তু পুরাণ ত আর অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। পুরাণে দেখুন,—মগধের সিংহাসনে "কৈঙ্কিল" বা "কিলকিল" নামক যবনরাজ অভিষিক্ত হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন ,—তাঁহার নাম শুনলেই বুঝিতে পারা যায় ...র তিনি ক্ষত্রিয়রাজ নহেন। কিন্তু তাঁহারই পুত্রের নাম হইল "বিন্ধ্যশক্তি।" ...তৎপরে এই বংশে যথাক্রমে পুরঞ্জয়, রামচন্দ্র ধর্ম্মবর্ম্মা, বঙ্গ, নন্দন, সুনন্দী, নন্দিযশা ...ক এবং প্রবীর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পুরাণ বলিতেছেন ইঁহারা অশ্বমেধ ...জ্ঞও সম্পাদন করিয়াছিলেন ; নাগবংশীয়, অগ্নিকুলপ্রসূত এবং এতদ্বিধ বহু ...রাজবংশই শকযবন হইতে আর্য্যীকৃত ক্ষত্রিয়। আর্য্যজাতি যতদিন একেবারে রাজনৈতিক প্রভুত্ব হারান নাই, ততদিন এইরূপ চলিয়াছিল। মুসলমান আসিয়া ...চুরমার করিয়া দিল। তদবধি প্রাচীন ও নবীন আর্য্য এবং মুসলমান একেবারে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে। অনেক আর্য্যবংশ বা অনার্য্যবংশসম্ভূত নরনারী ...বাদশাহদিগের ধর্ম্ম ও জাতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু কোন মুসলমান আর্য্যবর্ণাশ্রম-...র্গে গৃহীত হয় নাই।—আমাদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে

গেলে সমাজের উপর বৈদেশিক যবন, শক ও মুসলমান প্রভাব অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না।

আর্য্যসভ্যতার উন্নতির যুগে অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার পূর্ণতার সময়ে আর্য্য-সমাজ বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত এবং সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইলেও, ক্ষত্রিয়ের প্রভাব খুব বলবৎ ছিল। উপনিষদুক্ত জ্ঞানকাণ্ডে ক্ষত্রিয়ের প্রভাব,—ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে আদর্শ পুরুষ লইয়া তাঁহার দেববৎ সম্মানের প্রচার,—ক্ষত্রিয়ের মুখ দিয়া গীতার ন্যায় পরমোদার ধর্ম্মবাদ প্রচার—বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সংকৃতি, কপি, অম্বরীষ, প্রভৃতি শত শত ক্ষত্রিয় রাজার ব্রাহ্মণত্ব এবং ঋষিত্ব লাভ,"ক্ষত্রাৎপরতরো নাস্তি" বৈদিকসাহিত্যের এই প্রবচন,—ইত্যাকার অনেক প্রমাণের দ্বারা সমাজের উপর ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন ব্রাহ্মণেরা চতুর্বর্ণের জন্য বিধিব্যবস্থা প্রণয়ণ করিলেও সেই ব্যবস্থার প্রচারের ভার ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল। ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের বিবাহও খুব প্রচলিত ছিল। বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয় রাজকন্যা বিবাহ করিতেন, ক্ষত্রিয় রাজারাও ঋষিদিগের কন্যা বিবাহ করিতেন। * ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের গৃহে, ক্ষত্রিয়াণীর প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন পরিতোষের সহিত ভক্ষণ করিতেন;—এক কথায় এই দুইবর্ণ নামে পৃথক্ হইলে ও সামাজিকতায় খুব মেলামেশা করিতেন। ইহার ফল এই হইত যে ব্রাহ্মণের প্রভাব অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই, সুতরাং সমাজের ভার-

* পূর্ব্বোবন্ধে রচিত স্মৃতিসংহিতা সে কালে প্রচলিত হয় নাই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খৃষ্টীয় শাক আরম্ভ হইবার ৪র্থ শতাব্দীর পর পর্য ন্ত প্র চীন সংহিতাগুলি রচিত হইয়াছিল। মহাভারতও এই সময়ে একবার পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত পুরাণ রচনা চলিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলায় অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞানের বিষয়, কুমারসম্ভবের শিব বিবাহ, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ, অধিক কি শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্ত্তিকলাপ এবং ইংরাজদিগের ভারত শাসন পর্য্যন্ত পুরাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। রাজা যযাতি যে শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই জানেন। হরিবংশে উক্ত হইয়াছে যে পুরু হইতে ৪১ পুরুষ অধস্তন রাজা অনু ব্যাসের পৌত্রী শুকদেবের কন্যা কীর্ত্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণে মৎস্যপুরাণেও বায়ু ৯৯ অধ্যায় ও মৎস্য ৪৯ অধ্যায় ১ এই বিবাহের কথা আছে। এই বিবাহের ফল মহারাজ ব্রহ্মদত্ত। রামায়ণ উত্তর কাণ্ডের ৯৩ সর্গে, রাজা ইক্ষ্বাকুপুত্র দণ্ড ভার্গব শুক্রের কন্যা অরজার প্রেমার্থী হইলে অরজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যদি তুমি আমার প্রতি অভিলাষী হইয়া থাক তাহা হইলে ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে পিতার নিকট আমার পাণি প্রার্থনা কর। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও যে কত ছিল, তাহা কে বলিবে? ব্রাহ্মণকন্যা হইতে চন্দ্রবংশের বহু বিস্তৃতি হইয়াছিল।

রের স্বস্থানচ্যুত হয় নাই। পাঠকগণ লক্ষ্য রাখিবেন,—ক্ষত্রিয়-সমাজেই মহিলাকুলের সম্মান অত্যন্ত অধিক ছিল। Chival y র আদর বীরজাতির মধ্যেই থাকা স্বাভাবিক; তাহার পর, পুনশ্চ হিন্দুয়ানী স্থাপনের সময়,—ব্রাহ্মণেরা ঘোষণা করিলেন যে কলিতে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ প্রকৃত blue-blooded ক্ষত্রিয় কেহই নাই। মহাভারত এবং পুরাণ গ্রন্থাবলীতে ব্রাহ্মণের সর্বতোমুখিনী প্রভুতার বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে লিখিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্মের ফেরতা ক্ষত্রিয়গণ জাতিতে উঠিবার জন্য ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ চাহিয়াছিলেন এবং লইয়াছিলেন, তাঁহারা আর ব্রাহ্মণের স্বার্থপর সর্বময় প্রাধান্যের প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।—অপর দিকে শক যবনাদি জাতি হইতে আর্য্যীভূত নবীন ক্ষত্রিয়গণও বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণকে, ন্যায্য বা অন্যায্য, সর্বপ্রকারে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই সময়েই বৌদ্ধধর্ম হইতে পুনর্গৃহীত বৈশ্য, শূদ্র এবং শকযবন-হূণাদির মধ্যে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ ও পার্ব্বতীয় কিরাতাদি অনার্য্যজাতির অনেকে যেকোন উপায়ে আর্য্য-সমাজের যত্র তত্র প্রবেশ করিতে লাগিলেন, এবং তাহার ফলে সমাজে চতুর্বর্ণের পরিবর্ত্তে ছত্রিশজাতি, এবং অবশেষে শত শত জাতি ও উপজাতি সৃষ্ট হইতে লাগিল। "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" সুতরাং এই ভেদ ও বিভাগে তাঁহার প্রচুর লাভ হইল।—জন সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব কল্পিত প্রাধান্য লইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইল, সুতরাং কেহ যে দলবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের অত্যাচারের প্রতিষেধ করিতে অগ্রসর হইবে, সে সম্ভাবনাও রহিল না। এক ক্ষত্রিয় শতাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গেল,—বৈশ্যজাতির জৈন, বৌদ্ধাদি বিভাগ ভিন্ন—যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহাও দেশ-ভেদে আচারভেদে ও ক্রিয়াভেদে শতধা বিভক্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ নির্ভয়ে প্রচার করিলেন,—"যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ।" এইরূপে ব্রাহ্মণ শাসন ও জাতির শাসন আমাদের হতভাগ্য সমাজে বদ্ধমূল হইয়া গেল। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর নব্যহিন্দুধর্মের নেতা ব্রাহ্মণের কৃপায় সমাজ এই প্রকারে রক্ষা পাইল,—হিন্দু-সমাজ পোপের দাসত্বশৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইল। আমাদের সর্ব-প্রকার সর্বনাশের সূত্রপাত হইল।

হউক জাতির অত্যাচার, হউক ব্রাহ্মণের অত্যাচার,—তাহাতে স্ত্রীজাতির অবনতি ঘটিল কেন? প্রথমতঃ ইহার কারণ,—বৌদ্ধবিপ্লব। বৌদ্ধবিপ্লবে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা, স্বার্থ এবং শক্তি অতি ভীষণ আঘাত পাইয়াছিল। বুদ্ধদেব বৈদিকধর্মের যে সকল ত্রুটি এবং দোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন,—

গতানুগতিকতার স্থলে প্রবল যুক্তিমূলক হেতুশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রের জন্ম দিয়াছিলেন, তাহার আঘাত হইতে বৈদিকধর্ম আত্মরক্ষা করিতে পারিল না; বুদ্ধদেবের সাম্যবাদ ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের মূলস্রোত বাধা দিয়া ছিল এজন্য ব্রাহ্মণেরা এই ধর্মের উপর খড়্গাহস্ত ছিলেন। তাঁহারা যে কোন উপায়ে হউক, বৌদ্ধধর্মকে দেশ হইতে তাড়াইলেন বটে,—কিন্তু প্রাচীন বৈদিকধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন না,—করিতে পারিলেন কি না, তাহা জানি না। কারণ বৈদিক ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষ এবং তাহার ফলে দেশে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের উত্থান (ইংরাজেরা এই নবধর্মকে brahmanism বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলেন)—এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। ইহার সহিত আমাদের অতি গভীর রাজনৈতিক এবং সামাজিক রহস্য সমূহ অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত রহিয়াছে;—কিন্তু অদ্যাবধি এই সমস্যা সমাধাম করিতে কেহ অগ্রসর হইয়াছেন কি না জানি না,—অন্ততঃ এপর্য্যন্ত যে কেহ সফলকাম হইয়াছেন, তাহা শুনি নাই। ইংরেজের দোষ নাই,—প্রকৃতই এই ধর্মের নাম "ব্রাহ্মণ্যধর্ম" হওয়া উচিত। এই ধর্মে ব্রাহ্মণই সর্বস্ব,—আর কাহারই অস্তিত্ব নাই। পূর্বে ক্ষত্রিয়দিগের সম্পূর্ণরূপে বেদ ও যজ্ঞে অধিকার ছিল,—এবং এই অধিকার কেবল যে পুঁথিগত ছিল না, তাহার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যের সর্বত্র বিদ্যমান্। বৈশ্যেরও এই অধিকার শাস্ত্রতঃ স্বীকৃত হইত। পুরাণেও ইহার নিদর্শনের অভাব নাই।* এক্ষণে ব্রাহ্মণ প্রথমেই সমাজে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব ঘোষনা করিয়া জ্ঞানের রাজ্য ও ব্যবসায় তাঁহারা একচেটিয়া করিলেন। জ্ঞানই যে শক্তি, তাহা তাঁহারা, জানিতেন,—স্মরণাতিরিক্ত-কাল যইতে জ্ঞানের অনুশালনে ব্যাপৃত থাকিয়া তাহার মধুময় আস্বাদ পাইয়া ছিলেন;—তবে এতদিন "একঃ স্বাদু ন ভূঞ্জীত" এই নীতি তাঁহারা মানিতেন, এখন হইতে সকল ঝোল টুকু নিজের পাতে ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। পৌরাণিক ধর্মের ব্রাহ্মণ যে বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণ হইতে সম্পুর্ণ নুতনতর অভিব্যক্তি তাহা ভুলিয়া গিয়া অধুনিক ব্রাহ্মণগণ অকারণে কোপ করেন। "ব্রাহ্মণ স্বার্থপর" বলিলে তাঁহাদের সকলেরই,—মহামহোপাধ্যায় হইতে পাটকলের কি রেলের বাবু ব্রাহ্মণটি পর্য্যন্ত,—গায়ে লাগে, আর অমনি বশিষ্ঠ ঋষির উদারণ লইয়া আসেন। সে সকল এখন থাকুক। ব্রাহ্মণ্যধর্মের গুরু, (ঋষি শ্রীদয়ানন্দ ইঁহাদিগকে "পোপ" বলিয়াছেন বলিয়া, পশ্চিম মুলুকের ব্রাহ্মণেরা সেই প্রকৃত সত্যবাদী

* মার্কণ্ডের পুরাণ অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্যের সুরথরাজা ও সমাধিবৈশ্যের কাহিনী উল্লেখ যোগ উদাহরণ।

জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে কতই গালি দিয়াছেন ও দিতেছেন:) ঘোষণা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারই বেদে অধিকার নাই,—কলিতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই শূদ্র,—আর শূদ্র ও স্ত্রী সমান।"—এই নবধর্মের নায়কেরা মাতৃজাতির প্রতি এই অবিচার বা অত্যাচার করিলেন কেন? পুব হইতেই তাহারা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, সুলভা, প্রমুখী মহিলার প্রতি একটু একটু চটা ছিলেন,—রাজারাজড়ার সভায় অসংখ্য লোকের সম্মুখে "মেয়ে মানুষের" নিকট পরাস্ত হওয়া তাঁহাদের অভিমানে আঘাত করিতেছিল—তাহার উপর বৌদ্ধধর্মের নিপুণী উপাধিধারিনী এবং পণ্ডিতা পরিব্রাজিকাবর্গ তাঁহাদিগকে হাড়েহাড়ে জ্বালাইয়াছিল। বিদ্যাই পোপত্বের মহাশত্রু। বিদুষী বৌদ্ধমহিলার নিকট কত শত সটীক এবং লম্বোদর ব্রাহ্মণ যে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। অধিক কি, সর্বভূতে সমদর্শী অদ্বৈতজ্ঞানের প্রচারক শ্রীশঙ্করও মণ্ডণমিশ্রজীউর সহধর্মিণী ঠাকুরাণীর সহিত বিচার করিলে তাঁহার মান নাশের আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং যখন সেই মহাবিদ্যাবতী তেজস্বিনী নারী বুঝাইয়া দিলেন "সন্ন্যাসিন্ তোমার যুক্তির যেই সদুত্তর দিতে পারিবে,—তাহারই সহিত তুমি বিচার করিতে বাধ্য,—সে ব্যক্তি নর কি নারী, সে প্রশ্নে তোমার কাজ কি? আর মহিলাজনের সহিত তর্কসংগ্রামে তোমার মানহানির যে আশঙ্কা করিতেছে,—বালক,—সূর্য্যশিষ্য সূর্য্যসম তেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গার্গীর সহিত এবং শুকদেবেরও গুরু ব্রহ্মজ্ঞদিগের আদর্শ রাজর্ষি জনক সুলভার সহিত শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়াছিলেন তাহা কি তুমি জান না?—না, তোমার মতে জনক এবং যাজ্ঞবল্ক্য যশস্বী ছিলেন না?" অপূর্ব্ব প্রতিভা তেজোমণ্ডিতা মণ্ডণপত্নীর এই ওজস্বিনী বাণী শুনিয়া ঠাকুর বিনা বাক্যব্যয়ে ভারতীদেবীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন;—সে বিচার কতদিন চলিয়াছিল, তাহার শেষ ফল কি হইল,—তাহা কে না জানেন? ফলতঃ, কথা এই যে নব্য ব্রাহ্মণেরা পূর্ব হইতেই স্ত্রীলোকের বেশী বিদ্যা সহিতে পারিতেছিলেন না,—তদুপরি বৌদ্ধযুগের পণ্ডিতামহিলাগণ তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে জ্বালাতন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা নারীর উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মবাদিনী অথবা সন্ন্যাসিনী হওয়া, এক কথায় জ্ঞানের সকল অধিকার, কাড়িয়া লইলেন। "স্ত্রী শূদ্রৌ না ধীয়তাম্" এই সুন্দরী শ্রুতিবাণী কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত হইতে লাগিল* এবং শূদ্র (অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতি মাত্রেই, কারণ কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের লোপ করা হইয়াছে) বেদবাক্য অধ্যয়ন করিলে তাহার

* শ্রীশ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী তার স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, এই শ্রুতিটি কাল্পত।

জিহ্বাচ্ছেদন, শ্রবণে কর্ণে অত্যুষ্ণ দ্রাবস্থ সীসক বা বঙ্গধাতু ঢালিয়া দেওয়া,—প্রতিমন্ত্র লিখিয়া সেই পত্রখানি কোন অঙ্গে ধারণ করিলে সেই অঙ্গচ্ছেদ—ইত্যাকার বিবিধ পক্ষপাতশূন্য সুন্দর সুন্দর বিধি ব্যবস্থা প্রণীত ও প্রচারিত হইল।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলেও নারীর এতাদৃশী দুর্গতি করিতে পারিতেন না। কারণ সে সময়ে মহিলার সম্মান রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের জ্ঞানবল ও বাহুবল প্রবল ছিল। এই নূতন যুগে সে ক্ষত্রিয় নাই,—যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা বিপ্রস্ত কিঙ্করোদ্ভূপঃ" বলিতেই ব্যস্ত। তদুপরি যে সকল নূতন জাতি ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে ক্ষত্রিয়ীকৃত হইয়া ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন,তাঁহাদের ভিতরে আকরের দোষ রহিয়া গেল। কেন জানিনা,—যেহেতু যাবনিক অথবা সিথীয়পুরাণে আমাদের অধিকার নাই,—কিন্তু যবন এবং সিথীয় সমাজে নারীজাতির মর্য্যাদা যে বড়ই হীনাবস্থা ছিল তাহা নিশ্চয়। যবন সমাজে স্ত্রীজাতি অশিক্ষিতা এবং সর্বপ্রকার সামাজিক অধিকারে বঞ্চিতা ছিলেন। সিথায় সমাজে স্ত্রীর পৃথক্ অস্তিত্ব বোধই ছিলনা। "সিথীয়দিগের নিকট হইতেই আর্য্যগণ সহমরণপ্রথা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজপুতানার রাজপুত জাতি সিথীয় বংশজাত,—এইকথা বলিলে, কতজনে যে গালি দিবেন তাহার সংখ্যা নাই। টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের বুদ্ধিতে যাহা না আসিবে তাহাই তাঁহাদিগের নিকট বিদ্রূপের বিষয়! পূর্ববঙ্গবাসী একজন উপাধিকারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ইংরাজী অথবা য়ুরোপীয় ভাষা অথবা বিদ্যার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও, প্রকাশ্য বক্তৃতাতে শত শত শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মুখে ডারউইনের আবিষ্কৃত evolution theory এবং নবাবিষ্কৃত তড়িচ্ছক্তির কথা লইয়া কতবার কত প্রকার বিদ্রুপ করিয়াছেন, আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি! "বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি" এতাবতা মাত্র বিদ্যা সংগ্রহ করিয়া তিনি এবং তাঁহার মত পণ্ডিতেরা ইংরাজ জাতিকে কতরূপ কুৎসিত ঠাট্টা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই পণ্ডিম্মন্য ব্যক্তিবৃন্দ অবগত নহেন যে অধুনা পৃথিবীর বিদ্বন্মণ্ডলে ডারউইনের বিকাশ বাদের প্রতিবাদকারী একটি প্রাণীও নাই। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় বিকাশতত্ত্ব এখন সর্ববাদিসম্মত। যাহা হউক,—সহমরণ প্রথা হিন্দুরা সিথীয়দিগের নিকট গ্রহণ করুন আর নাই করুন,—একথা সত্য যে প্রাচীন কালের ইতিহাসে অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতে সহমরণের দৃষ্টান্ত বড় বিরল। এক মাদ্রীদেবী ভিন্ন প্রসিদ্ধ রাজপত্নীদিগের মধ্যে আর কোন মহিলা স্বামীর সহিত অনুমৃতা হইয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। এদিকে এখনও মধ্য এসিয়ার সিথার রাজগণের সমাধিগহ্বর হইতে, স্ত্রী, দাস, দাসী অশ্ব ও গবাদির কঙ্কাল, অলঙ্কার, অস্ত্র, শস্ত্র, মণিমাণিক্য কত পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন সমাধি গহ্বরে দশ বারটি নরনারীর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়া সিথীয়দিগের মধ্যে এই প্রথার অস্তিত্ব আশ্চর্য্যরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। আর, ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে রাজপুতদিগের ভিতর এই প্রথার যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, অন্যত্র সেরূপ পাওয়া যায় না। অল্পদিন হইল যোধপুরের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুন্সিফ শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসাদ জী বীকানের রাজ্যের বর্ত্তমান রাজবংশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অথবা বংশতালিকা কাশীর "নাগরী প্রচারিণী পত্রিকাতে" প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে যুদ্ধে নিহত এক এক রাজার সহিত সহমৃতা রাণী এবং দাসীদিগের নাম ও সংখ্যা যেরূপ লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে সত্য সত্যই হৃৎকম্প হয়। এক এক রাজার মৃত্যুর পর পাঁচ ছয় জন রাণী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পাঁচ সাতজন দাসী অনুগতা হইয়াছেন! একজন রাজার সহিত এক পাচিকা ব্রাহ্মণীও সহমরণে গিয়াছেন! ২+২=৪ যেমন নিশ্চিতই হয়—তদ্রূপ এই সকল ঐতিহাসিক অভ্রান্ত প্রমাণ একত্র করিলে সিথায় সহমরণ ও সাহসী রাজপুতজাতির একটা নিকট সম্বন্ধের ধারনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। নারী দাস দাসী ঘোড়া গরুর ন্যায় স্বামীর ভোগ সুখ সাধন মাত্র,—ইহাই গ্রীক ও সিথীয় সমাজের ধারণা। তাই এই দুইজাতির সংশ্রবে, পৌরাণিকযুগের উত্থান কালে, মহিলাদের সামাজিক সম্মান ও অধিকার খর্ব হওয়ার খুব সুবিধা হইয়াছিল। শিক্ষার লোপ করায় নারীগণকে অবিদ্যা এবং কুসংস্কারের অহঙ্কারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং ক্রমশই তাঁহাদের গৌরব হ্রাস পাইতে পাইতে লুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল।

সমাজদেহ যখন এবম্বিধ আভ্যন্তরিক পীড়ায় পীড়িত, সমাজের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ নারীজাতি যখন অশিক্ষায় এবং কুশিক্ষায় নানাধিব উপধর্ম ও কুসংস্কারের আশ্রয় স্বরূপ হইতেছিলেন,—ক্ষত্রিয়জাতির লুপ্তশেষ বীর্য্য ও মর্য্যাদা বোধ কেবল কোন প্রকারে স্ত্রীজাতির চরিত্রের সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন,—শত শত উপজাতি ও উপধর্মের প্রভাবে, অশিক্ষার, অত্যাচার এবং দাসত্বের নির্য্যাতনে সমাজ যখন ছিন্ন ভিন্ন,—সাধারণ স্বার্থের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন লোকের একমাত্র উপাস্য হইয়াছিল, ঠিক সেই ঘোর দুঃসময়ে, পশ্চিমদিক হইতে প্রলয়ের বন্যার ন্যায় মুসলমানের সৈন্যবল আমাদের এই অভাগ্য দেশের উপর আসিয়া পড়িল এবং তাহার প্রচণ্ড আঘাতে শতধা ক্ষীণ রাজশক্তি তৎক্ষণাৎ লোপ পাইল। এদিকে ওদিকে বিচ্ছিন্নভাবে, সম্প্রদায় বা প্রদেশ বিশেষের

চেষ্টা,—নগণ্য বালুকার বাঁধের স্তায় সে স্রোত রোধ করিতে সক্ষম হইল না। মুসলমান দেশের রাজা হইলেন,—মুসলমান সভ্যতা রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল। আঘাত প্রাপ্ত কূর্মের স্তায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিজের অঙ্গ প্রতঙ্গ সংকুচিত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিচক্ষণ ও সুচতুর, সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে এই নবীন ধর্মোন্মত্ত ও জয়দৃপ্ত মুসলমান বীর্য্যের সহিত তাঁহাদের তালি দেওয়া জরাজীর্ণ সমাজের সংঘর্ষ ঘটিলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য; তাই তাঁহারা প্রাণপণে প্রাচীরের পর প্রাচীর দিয়া সেই সর্ব নাশকর সংঘর্ষ ও সংস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আচার বিচার, শৌচ সংস্পর্শ,—সম্বন্ধে নিত্য নিত্য কঠিন হইতে কঠিনতর নিয়ম সকল সংকলিত অথবা প্রস্তুত হইতে লাগিল। "ছুঁইও না," "ছুঁইও না" করিয়া ক্রমশই তাঁহারা সংকুচিত হইতে হইতে ঠীক কূর্মের স্তায় হইলেন। সেই কঠিন খোলের উপর মুসলমান সভ্যতার বেগ প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গেল,—সুতরাং কোন মতে হিন্দুর জাতি রক্ষা হইল। ধর্ম কি হইল,—তাহা বলা যায় না,—ব্রাহ্মণেরা নিজেই ঘোষণা করিলেন,—কলিকালে ধর্মের তিন পাই ভাঙ্গা।—মুসলমান প্রভুতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণ passive resistance নীতি অবলম্বন করিয়া কথঞ্চিৎ তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিলেন। ত্রিপাদ ভগ্ন বৃষের স্তায় ধর্ম একটীমাত্র পা লইয়া অকর্মণ্য ও জীবন্মৃত হইয়া রহিলেন।

মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা ও যবন বা সিথায় সমাজের অনুরূপ। শুনিতে পাওয়া যায় হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদেশে স্ত্রীজাতি নাকি মানুষের মধ্যেই গণ্য হইত না; অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের স্তায় নারীর বাজার বসিত। কন্যা হইলে অনেকে মারিয়া ফেলিত,—অনেকে বেচিয়া ফেলিত ইত্যাদি। হজরতের কৃপায় নাকি অনেক উন্নতি হইয়াছে; তথাচ শুনিতে পাই মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের মতে স্ত্রীজাতির আত্মা নাই। তাই গণ্ডায় গণ্ডায় গৃহে রাখিলেও ধর্মে পতিত হইবার আশঙ্কা নাই। আবার মরুভূমিবাসী এই মনুষ্যেরা অবিবাহিত কন্যা, যাহারই হউক, পাইলেই চুরি করিয়া আনিয়া বিবাহ করিত,—বিবাহিতা হইলেও আনিয়া ক্রীতদাসী রূপে বেচিয়া ফেলিত। ফলতঃ দাস দাসীর ব্যবসায়ে আরবজাতির মত পটু জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। এইরূপ চুরির হাঙ্গামের নিমিত্ত স্ত্রীজাতির অবরোধ প্রথার যে কিরূপ আবশ্যক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন! এই নূতন জাতি, এই নূতনতর সভ্যতা লইয়া আমাদের কর্মভোগ করাইবার নিমিত্ত, এই কর্মভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন।

ব্রাহ্মণেরা সমূহ বিপদ গণিলেন। হিন্দুর কন্যা, ভগিনী বা স্ত্রীকে মুসলমানে চুরি করিয়া লইলে অন্যান্য ক্ষতির উপর জাতির চ্যুতির ভয়; অতএব তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত অবরোধ ও শিশু বিবাহ এই দুই রক্ষা কবচের সৃষ্টি হইল। এই দুই রক্ষা কবচ দ্বারা যে অনেকেরই জাতি এবং ধনমান প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। তবে এতদিনে নারীজাতির পতনের ষোল আনা হইল। অবরোধ, শিশু বিবাহ, শিক্ষার অভাব ও তজ্জনিত কুসংস্কার সমূহের ফলে নারীজাতির দাসত্ব দৃঢ়ীভূত হইল। তাই বৃদ্ধ ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন,—রাজনৈতিক নির্য্যাতন, ব্রাহ্মণের নির্য্যাতন এবং জাতির বা সামাজিক নির্য্যাতন,—এই ত্রিবিধ নির্য্যাতনের ফলে আমাদের এই অবনতি ঘটিয়াছে,—এবং সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কথা এই যে দুষ্ট ও গঠিতব্রণের স্তায় আমাদের সমাজ দেহের এই মারাত্মক ব্রণের বেদনা জ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছিল! শুভক্ষণে ইংরেজ জাতির আনীত ও ব্যবহৃত অস্ত্র চিকিৎসায় আমাদের বেদনা বা অভাববোধ জাগিয়াছে। আমরাও কি জাগিব? কবি বলিয়াছেন "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" মা ভারত ললনে,—তুমি জাগো মা।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

প্রতিবাদে প্রমাদ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচারের জন্য কায়স্থ পত্রিকা একমাত্র অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, কি কারণে আমরা তাঁহাদের ব্যবহৃত সাবিত্রীসূত্র হইতে বঞ্চিত হইলাম, এক্ষণে সাবিত্রীসূত্র ধারণ পূর্ব্বক কি উপায়ে পুনরায় ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতে পারিব ইত্যাদি বিষয়ের পরিপোষক ও অনুকুল প্রবন্ধাবলী এই মহামান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার কথা; তদুদ্দেশে অনেক কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল, শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যজ্ঞ স্বজাতি ও ন্যায় পরায়ণ ব্রাহ্মণও লেখনী সাহায্যে তাহার অঙ্গ পুষ্ট করিয়া আসিতেছেন। সকলেরই মুখ্য অভিপ্রায় এক তাহাতে কাহার ভাষা মার্জ্জিত, কাহার অমার্জ্জিত তৎপ্রতি কেহ কখন দৃক্‌পাত করিয়াছেন কি না,

জানি না। কিন্তু গত সাম্বৎসরিক অধিবেশনে আমার বক্তৃতা লক্ষ্য করিয়া অতি
অকিঞ্চিৎকর কয়টী শব্দ প্রয়োগের দোষ দেখাইয়া শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত
ভারতীভূষণ আমাকে বেশ সুমোলাইমভাবে আপ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি
কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদ্য বিষয়ের প্রমাণাবলী সঙ্গত হউক বা না হউক, পূর্ব্বাপর
সামঞ্জস্য থাক্ বা না থাক্, বহুবিধ গ্রন্থ হইতে কতকগুলি শ্লোক পত্রিকাস্থ করিয়া
আপনার বহুদর্শিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক শুদ্ধকে অশুদ্ধ, সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রতিপাদন
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাতে স্বকীয় পল্লব গ্রাহীতার দোষে সাবিত্রীর
নিন্দা বাদেও কুণ্ঠিত হন নাই। যে বিষয়টীকে বিরুদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রীয় বচন
প্রয়োগ করিয়াছেন সেই বচনের দ্বারা তাঁহার অনভিমত এবং বিরুদ্ধ পক্ষের
প্রতিপাদ্য বিষয় স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

গত অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত কায়স্থ পত্রিকায় পালিত মহাশয় আমার
বক্তৃতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার অভিমত স্ত্রীশিক্ষার
বিষয়ে আন্দোলন করি নাই। তজ্জন্য তিনি বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নানা
প্রকারে আমার প্রবন্ধের ছিদ্র বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন,—প্রথমে বর্ণাশুদ্ধি,
তৎপরে ভাষাশুদ্ধি, সর্ব্বশেষের কথা—স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যাহা বলিয়াছি তাহা
অযৌক্তিক হইয়াছে, এইরূপ তিনি ক্রমশঃ নানারূপ বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া
সাধারণ সমীপে প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন। এক ছিদ্রবিশিষ্ট সূচের
নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলে চালনীর সাধারণ সমীপে যেরূপ সম্মান লাভ হয়
উপস্থিত ব্যাপারে ভারতীভূষণ মহাশয়ের সেইরূপ হইবে কিনা চিন্তাশীল পাঠক
পাঠিকাগণ তাহা বিচার করিবেন। ‘শীলতা’ ‘সর্ব্ববাদী সম্মত’ ‘যোগীবেশি
রাবণ’ ‘নিয়তি ও ভবিতব্যের অলঙ্ঘ্য শাসন’ ‘উৎকর্ষতা’ ‘আত্মীয়া স্ত্রীলোক-
গণের’ ‘প্রাচীনা পুরন্ধ্রীগণের,’ ‘স্বামীসেবা’ ‘উপযোগী’ ‘লিপিবিদ্যা’
‘পৃথক যজ্ঞো’ ‘ভর্ত্তরি যাতে’ উপরি উক্ত বাক্যগুলি অশুদ্ধ বলিয়া সমালোচক
পালিত মহাশয় নানা প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি যখন চিন্তাশীল
লেখক বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহার জানা উচিত ছিল—
লিখিবার কালে লেখকের বর্ণনায় বিষয়ের সৌষ্ঠব সাধন জন্য এবং দৃঢ়তা প্রতি-
পাদন নিমিত্ত শব্দ যোজনার ও ভাবের প্রতি কেবল লক্ষ্য থাকে, বর্ণাশুদ্ধি
প্রভৃতির প্রতি তৎকালে কেহ ভ্রূক্ষেপ করেন না।

যাহাহউক বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়গণের গোচরের জন্য তৎপ্রদর্শিত মদীয় ভ্রমগুলি
ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। তবে একটী কথা কায়স্থ-সভার একাদশ বার্ষিক

…বেশনে আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম তাহাতে ‘নিয়তি ও ভবিতব্যতার
…ঘ্য শাসন’ এই পাঠ আছে, কিন্তু সমালোচক পালিত মহাশয় ‘ভবিতব্যের’
এই পাঠ কোথায় পাইলেন? ‘উপযোগী লিপি বিদ্যা’ এস্থলে উপযোগিনী
লিপিবিদ্যা লেখা এবং ‘স্বামীসেবা’ ও ‘সর্ব্ববাদী সম্মত’ এইরূপ না লিখিয়া
‘সর্ব্ববাদিসম্মত’ ‘স্বামিসেবা’ এইরূপ হওয়া উচিত ছিল সত্য। কিন্তু আধুনিক
…ভাষায় অনুশীলনকারী অনেকের মতে ঐরূপ প্রয়োগ তত দূষনীয় হয় না।
…স্বামিনঃ সেবা, সর্ব্ববাদিভিঃ সম্মত’ এইরূপ বাক্য হইলে—বিভক্তি লোপের
…র হ্রস্ব ‘ই’ কার থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গভাষায় স্বামীর সেবা, সর্ব্ববাদীর
…মত এইরূপ হইলে কেবল মাত্র বিভক্তির চিহ্ন স্বরূপ ‘র’এর লোপ হইলে
…ঈ’কারকে ‘ই’কার না করিলেও চলে। ‘শীলতা’ ও ‘উৎকর্ষতা’ প্রকৃত পক্ষে
…শুদ্ধ নহে, তবে উহাকে অশিষ্ট প্রয়োগ বলিতে পারা যায়—উৎকর্ষ প্রভৃতি
…শব্দ ভাব বাচক প্রত্যয়ের দ্বারা নিস্পন্ন হইয়াছে তজ্জন্য ভাববাচক প্রত্যয়ের
…দ্বারা উৎপন্ন শব্দের উত্তর আর ভাব অর্থে ‘ত’ প্রত্যয় বিহিত হইয়া ‘উৎকর্ষতা’
…পদ হইতে পারে না এইটী সাধারণের মত। কিন্তু যদি ভাব অর্থে ভিন্ন অন্য অর্থে
…‘ত’ (তা) প্রত্যয় বিহিত হয় তাহা হইলে ভাব সাধিত পদের পর পুনরায় ‘ত’
(তা) প্রত্যয় দূষনীয় নহে। সমালোচক মহাশয় মহাভাষ্যের উদাহরণ দিয়াছেন,
…বিধ বেদ-পুরাণ-সংহিতার শ্লোক উদ্ধরণে পটুতা প্রকাশ করিতে ক্রটী করেন
নাই, তাঁহার যখন এই প্রকার সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে অধিকার আছে বুঝিতেছি, তখন
তাহাকে বিজ্ঞ ক্রব বলিতে পারিনা, তিনি অবশ্যই ব্যাকরণেও পারদর্শীতা লাভ
করিয়াছেন; তবে আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ স্বার্থে ‘ত’ (তা) প্রত্যয়ের কথা স্মরণ
করিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক স্বদোষ মোচনের জন্য, সমালোচক ও পাঠক
মহাশয়গণের স্মরণ জন্য লিখিতেছি—সকল ব্যাকরণের টীকাকারগণই স্বার্থে ‘ত’
(তা) প্রত্যয়ের আভাস দিয়াছেন, তবে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকাকার
…তর্কবাগীশ মহাশয় ঐ কথা উদাহরণ সহ স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐ
…করণে তদ্ধিত বিধানে ৪২৮ সূত্রের (ত্বতৌভাবে) টীকার স্বার্থে ‘ত’ (তা)
…প্রত্যয়ের কথা লিখিয়াছেন এবং ‘চৈত্রতা’ বা ‘চৈত্রত্বং’ এইরূপ উদাহরণ
…য়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক এক্ষণও ঐ মতের অনুসরণ করিয়া ‘ঘটত্বা’দি পদের
…প্রয়োগ করেন, কিন্তু শাব্দিকগণ তাহা সুপ্রয়োগ বলিয়া স্বীকার করেন না।

“আত্মীয়া স্ত্রীলোকগণের” এবং “প্রাচীনা পুরন্ধ্রীগণের” এই দুইটী স্থলে
…” শব্দ পুংলিঙ্গ বোধক হওয়ায় ‘আত্মীয়’ ও ‘প্রাচীন’ হওয়া উচিত ছিল,—

অন্ততঃ এইরূপ প্রয়োগ নব্য পণ্ডিতগণের মতে প্রশস্ত বোধ করিয়া লিখিত হইত। কিন্তু তাহা না লিখিলেও উহা দূষনীয় প্রয়োগ নহে এ বিষয়ে প্রাচীন বৈয়াকরণগণের মত কিছু কিছু প্রকাশ করিতেছি—তবে এই সমস্ত প্রয়োগকে যিনি সদোষ বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ংও সেরূপ দোষাবহ প্রয়োগ করিয়াছেন। তত্রাচ সমালোচক মহাশয় 'আত্মীয়া' ও 'প্রাচীনা' শব্দ ব্যাকরণদুষ্ট বলিয়াছেন। তাহা আমি এখনই খণ্ডন করিব। কিন্তু তাঁহার লিখিত "সনাতনী পৌরাণিক রীত্যনুসারে" এইরূপ প্রয়োগে সংশোধন করিবার কিছু উপায় রাখিয়াছেন কি? না মুদ্রাকারের দোষ দিয়া সরিয়া পড়িবেন? যাহা হউক আমার বক্তব্য বিষয়গুলি দৃষ্টান্তসহ প্রকাশ করিতেছি।

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষেপ্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখং॥"

এস্থলে 'মিত্র' শব্দ ক্লিবলিঙ্গ বলিয়া 'কার্য্যহন্তারং' 'প্রিয়বাদিনম্' প্রভৃতি পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। আর যদি ক্লিবলিঙ্গের বিশেষণ পুংলিঙ্গের বিশেষণের মত প্রযুক্ত হইয়া থাকে তবে 'প্রাচীনা' ও 'আত্মীয়া' এই দুইটী স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণের ন্যায় হইলেও তাহাদিগকে পুংলিঙ্গের বিশেষণের ন্যায় গণ্য করিতে পারা যায়। পণ্ডিতবর তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় ঐ স্থলে 'মিত্র' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বন্ধু' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, Matriculation পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সংস্কৃত পুস্তকের টীকাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ 'মিত্রং জনং' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া 'ইতি গজের' ন্যায় নীরব হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা যদি প্রাচীন কারিকাকার ভর্ত্তৃহরির 'লিঙ্গ-বিবেকা'দির পাঠ জানিতেন তাহা হইলে কদাপি ঐরূপ পরিবর্ত্তন বা ঐ প্রকার ব্যাখ্যা করিতেন না, তদ্বিষয় যথাক্রমে বিবৃত করিতেছি।

(ক) "শব্দাভিধেয় লিঙ্গং স্যাৎ শব্দলিঙ্গমথাপিবা।
শোভানায়ৈ কলত্রায় দারান্ পশ্যন্তি শোভনাম্॥"

(খ) "শব্দা গৃহ্নন্তি শব্দস্য লিঙ্গমর্থস্য কুত্রচিৎ।"

(গ) "দ্বা বিশেষ্যে তু দৃশ্যন্তে লিঙ্গ সংখ্যা বিভক্তয়ঃ।
প্রায়শ এব কর্ত্তব্যাঃ সমানাঃ বিশেষণে॥"

সমালোচক মহাশয় সম্ভবতঃ এখন বুঝিতে পারিবেন, যে 'পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং' অথবা 'আত্মীয়া প্রাচীনা' এ কারিকাটী দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা হউক তত্রাচ সাধারণ পাঠকের জন্য উহার অর্থ বিবৃতি করা গেল:—অর্থাৎ শব্দ যে লিঙ্গ হইবে তাহার বিশেষণ সেই লিঙ্গ হইবে অথবা শব্দের অভিধেয়

যে লিঙ্গ হইবে তাহার বিশেষণ সেই লিঙ্গ হইবে। কলত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ কিন্তু কলত্র শব্দের অভিধেয় স্ত্রীলিঙ্গ সুতরাং কলত্র শব্দের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ হইবে। যথা—শোভনা কলত্রং বা শোভনং কলত্রং হইবে, প্রথমটী প্রাচীন পণ্ডিতগণের মত, শেষটী প্রাচীন ও নব্য উভয় বিধ পণ্ডিতের মত; এ বিষয়ে আর অধিক বলা বাহুল্য। সমালোচক মহাশয় 'ভর্ত্তার যাতে' এবং 'পৃথক্ যজ্ঞো' এই দুইটীরও ভুল ধরিয়াছেন, মনুসংহিতা হইতে 'ভর্ত্তরি প্রেতে' এই কথা লিখিতে 'ভর্ত্তরি যাতে' এই কথা লেখা হইয়াছে,—'প্রেতে' শব্দ অবিকল উদ্ধৃত না হইলেও 'যাতে' শব্দে তাহার অর্থ রক্ষিত হইতে পারে যথা—'যাতে যুয়ম্ যমাশ্রয়ম্' ইতি দ্রষ্টা।

'পৃথক যজ্ঞো' এইটীতে কি অশুদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় সন্ধি না করার জন্য সমালোচক মহাশয় উহা অশুদ্ধ বলিয়াছেন—কিন্তু অনেক স্থলে সন্ধিকার্য্য ইচ্ছানুসারে করিতে পারা যায়, তদনুসারে এস্থলে সন্ধি হয় নাই। যথা—"সংহিতৈক পদে নিত্যানিত্যা ধাতুপসর্গয়োঃ, নিত্যা সমাসে বাক্যেতু সা বিবক্ষামপেক্ষতে।" শেষোক্ত চরণটী সুপদ্ম ব্যাকরণেও দৃষ্ট হয়:—"সূত্রেষ্বপি তথা নিত্যা সৈবান্যত্র বিভাষয়া," তাই বলিতেছিলাম ভারতীভূষণভায়া, চিন্তাশীল ভাষ্যকার অনেক ভাবিয়াই বলিয়াছিলেন:—

"অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড় বুদ্ধয়॥"

এই বাক্যের উপর লক্ষ্য করিলে দুরধিগম্য সংস্কৃত শাস্ত্রে আমাদের উভয়েরই অণুমাত্র অধিকার আছে বোধ হয় না। তজ্জন্য ব্যাকরণ লইয়া আমাদের অভিজ্ঞতার অভিমান করা বৃথা, তথাপি পালিত মহাশয় অতিরিক্ত রূপে আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া কিছু নিবেদন করিতেছি। বাইবেলের একটী প্রবন্ধের তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বে যে সকল স্ত্রীলোক ব্যভিচার দোষে লিপ্ত থাকিত তাহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতা হইত। এইরূপ দোষাশ্রিতা একটী স্ত্রীলোকের বিচার জন্য বিদ্বেষিগণ তাহাকে খৃষ্টের নিকট আনয়ন করিলে খৃষ্ট আদেশ করিয়াছিলেন যে অভিযোক্তৃগণের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার দোষে লিপ্ত নহেন তাঁহারাই ঐ স্ত্রীলোকের জীবন নাশ করিতে পারেন। এইরূপ আদেশ পাইয়া সকলে আপনার চরিত্রগত দোষ স্মরণ করিয়া কেহই তাহার জীবন বধে অগ্রসর হইল না। বিজ্ঞতম খৃষ্টের উদ্দেশ্য এই যে যাহারা স্বয়ং যে জাতীয় দোষের আধার তাহারা অন্যকে সেই জাতীয় দোষে দূষিত করে। সংস্কৃত কবির উক্তিও প্রায় এইরূপ যথা—

"দদতু দদতু গালী গালিমন্তোভবন্তঃ
বয়মপিতদভাবাদ্গালি দানে সমর্থাঃ।
জগতি বিদিত মেতদ্দীয়তে বিদ্যমানং
নহি শশকবিষানং কোপি কস্মৈ দদাতি॥"

এই উক্তি ও উপদেশের মর্ম্ম পূর্ব্ব হইতে জানিতাম তজ্জন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে পালিতমহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ সকলেও দোষের অবধি থাকিবে না, কয়েকখানি পত্রিকায় পাঠ করিয়া দেখিলাম কেবল বর্ণাশুদ্ধি নহে, সকল জাতীয় ভ্রমের বাহুল্যে তাহা পূর্ণ রহিয়াছে, বিস্তৃতি ভয়ে সংক্ষেপে কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম। তিনি জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা হইতে ক্রমশঃ ভ্রমগুলির উল্লেখ করিতেছি—জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় "মহাসাগরের সদৃশ অপার আর্য্য সাহিত্যেও ধ্রুবের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়, ভগবানানুরক্তি, এবং চরিত্র বলশালী ধর্ম্মবীরের তুলনা দুর্ল্লভ" এস্থলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের সহিত ধর্ম্মবীরের কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে বুঝিতে পারিতেছি না—যদি কোন উপায়ে 'শালী শব্দের যোগে সম্ভব না হইলেও তাহা সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি "ভগবানানুরক্তি" এই মহতী ভ্রান্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। ঐ প্রবন্ধে ৮১ পৃষ্ঠায় "রাজা শব্দের এই ব্যুৎপত্তি ভারতেই সুবিদিত" "সুবিদিত" এই শব্দটী বর্ত্তমান কাল বিহিত 'ক্ত' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে 'ভারতের' এই প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল, কষ্ট কল্পনা করিয়া কর্ত্তৃপদ উহ্য করিলে ভাবদোষ ঘটিবে। ঐ পৃষ্ঠায় "নরপতির আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়" 'আখ্যান' কিরূপে দেখা যায় বুঝিতে পারিতেছি না। ঐ ৮১ পৃষ্ঠায় "সসাগরা, সদ্বীপা বসুন্ধরা পালনের ভার অর্পণ করিয়া" 'সসাগরা, সদ্বীপা' শব্দ 'বসুন্ধরা' শব্দের সহিত একপদ হয় নাই কিন্তু 'বসুন্ধরা পালন' একপদ হইয়াছে তজ্জন্য 'সসাগরা সদ্বীপা' কিরূপে আকারান্ত থাকিল বুঝিতে পারিতেছি না। ঐ প্রবন্ধে ৮২ পৃষ্ঠায়—"রাজা আদর করিয়া ফুলের মালা রাণীকে গলায় পরাইয়া দিলে রাণী যেন বৃশ্চিক দংশন অনুভব করিয়া সে মালা ফেলিয়া দেন"—এস্থলে 'রাণীর গলায়' না হইবার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় ৪০৭ পৃষ্ঠায়—"রক্ষ্যমান" শব্দ লিখিত হইয়াছে এস্থলে কেন 'ন' 'ণ' হইল না? পৌষ মাসের পত্রিকায় ৪৭২ পৃষ্ঠায়—"সনাতনী পৌরাণিক রীত্যনুসারে"—"সনাতনী" শব্দে দীর্ঘ ঈকার কেন থাকিবে বুঝিতে পারিতেছি না। "সাপক্ষত্বেপি গমকত্বাৎ সমাসঃ" এস্থলে এই

প্রাচীন কথার আশ্রয় লইলেও বোধ হয় প্রয়োগ শুদ্ধ হইবে না। এইরূপে তন্ন তন্ন করিয়া নির্ব্বাচন করিলে পত্রিকা পূর্ণ হইবে তজ্জন্য বিরত থাকিলাম—বহু সাবধানতা অবলম্বন করিলেও কেহ ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হইতে পারেন না কেবল এইটী প্রকাশ জন্যই কতকগুলি উদ্ধৃত হইল।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ"

কাদম্বরীর অনুবাদক তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তিনি ঐ শ্লোকাংশটী স্বকীয় প্রবন্ধের শীর্ষভাগে মনুর নাম করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তদবধি এই শ্লোকের সহিত আমার পরিচয় আছে। তদ্ভিন্ন বহু বহু অতি প্রাচীন ও বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইটীকে মনুর রচিত বলিয়া উল্লেখ করিতেন, তজ্জন্য বাল্যকাল হইতে এইটী মনুর রচিত বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে। শাস্ত্র সকল ছিন্নাঙ্গ বলিয়া সমালোচক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন সুতরাং মনুর এই শ্লোকটী মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকার গ্রহণ করিতে পারেন। একই শ্লোক ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়া এরূপ লিখিতে সাহস করিলাম। শ্রীমদ্ভাগবত ও অগ্নিপুরাণ হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি—

"দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জলং।
সত্যপূতাম্ বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥"

(অগ্নিপুরাণ যতিধর্ম্ম ১৬১ অধ্যায়)
(ভাগবত ১১শস্কন্দ ১৮ অধ্যায় ১৭শ্লোক)

"গণ্ডীর কথা বাল্মীকি রামায়ণে নাই কীর্ত্তিবাসের রামায়ন হইতে গ্রহণ করিয়াছি, সমালোচক এই কথা লিখিয়াছেন। কাহার গ্রন্থ হইতে লইয়াছি আমি তাহার উল্লেখ করি নাই কেবল পৌরাণিক কথার অবতারনা করিলাম এইরূপ বলিয়াছি। যাহা হউক ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সমালোচক মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত রাম কথা বিষয়ক কোন কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে অবকাশ হয় নাই। এবং তাঁহার বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞতার পরিচয়ও এই স্থলেই হইল।

"চিরাদৃষ্টে রামে করণকটুর্ভিমৈথিলসুতা
বচোভিঃ কোদণ্ডাটনি জনিত রেখান্তর গতাম্।
বিধায়ৈনাম্ রামস্ফুরিত পদ পদ্মাঙ্কিত ভুবং
তদধ্বানং পশ্যন্ কথমপি স সৌমিত্রিরগমৎ॥"

মহানাটক।

আমি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি—সমালোচক মহাশয়ের তাহা রুচিকর না হওয়ায় তিনি খড়্গহস্ত হইয়াছেন তজ্জন্য দুঃখিত আছি। সমাজের সমস্ত লোকের মত ও উদ্দেশ্য একরূপ হইতে পারে না, সকলেই আপন আপন রুচি ও যুক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন এই কথাই কবি প্রকারান্তরে লিখিয়াছেন। যথা—

"ক্রমেণকং নিন্দতি কোমলেচ্ছুঃ
ক্রমেণকঃ কণ্টকলম্পটস্তং।
প্রীতৌ তয়োরিষ্ট ভুজো সমায়াম্
মধ্যস্ততা সৈকতরোপ হাসঃ॥"

নৈষধ।

আমি আমার বন্ধুগণের, শিক্ষিত দেশায়গণের ও কুটুম্বগণের যেরূপ রুচি জানি এবং আমর যাহা হিতকর বলিয়া বোধ হইয়াছি তাহাই লিখিয়াছি। পালিত মহাশয় কিম্বা অন্য কোন শিক্ষিত মহোদয়ের যাহা ভাল বোধ হইবে তাহা তাঁহারা লিখিতে পারেন তজ্জন্য অন্যের বিরুদ্ধে খড়্গা ধারণ করা উচিত হয় নাই। এ বিষয়েও সমালোচক মহাশয় যেরূপ ভ্রমের অনুসরণ করিয়াছেন তাহাও নির্দ্দেশ করিতেছি—যে সাবিত্রীর জন্য সমস্ত সভ্যদেশে অদ্যাপি ভারতবর্ষের সম্মান বাড়িতেছে সেই সাবিত্রীর প্রতিও তিনি অসঙ্গত দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি যখন বহুতর সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তখন সাবিত্রী উপাখ্যান পড়েন নাই একথা বলিতে পারিনা—তবে স্বমতের পোষকতার জন্য সাবিত্রী উপাখ্যানের প্রথমাংশ ত্যাগ করিয়া তাহার পরের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা সাবিত্রীকে প্রথমে নিম্নলিখিত রূপে আদেশ করিয়াছেন যথা—

"পুত্রি প্রদান কালস্তে ন চ কশ্চিৎ বৃণোতি মাম্।
স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশ মাত্মনঃ॥"

পিতার এইরূপ আদেশ পাইয়া সাবিত্রী; পিত্রাদেশে প্রাপ্ত অনুযাত্রগণের সহিত পিতার আদেশ শিরে ধারণ পূর্ব্বক সত্যবানকে মনে মনে ভর্ত্তারূপে বরণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগতা হইয়াছিলেন। যথা—

"সত্যবাননুরূপো মে ভর্ত্তেতি মনসা বৃতঃ"

এই কথা শুনিয়া নারদ বলিলেন—সত্যবান এক বৎসরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে, রাজা তাহাতে দুঃখিত হইয়া দ্বিতীয় বর অন্বেষণ করিতে বলিলে সাবিত্রী এইরূপ তাহার উত্তর দিয়াছিলেন—

"দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥"

সাবিত্রীর এই সারগর্ভ কথা শুনিয়া নারদ অশ্বপতিকে সাবিত্রীর প্রশংসা করিয়া তাহার মনোনীত বরে বিবাহ দিতে অনুমতি দিলেন। সমালোচক মহাশয় বোধ হয় প্রবন্ধের রহস্য বুঝিতে পারেন নাই—মনে মনে যাহা কল্পনা করা যায় তাহাই কার্য্যে পরিণত করিলে মানুষের সত্যের অনুসরণ করা হয়, সাবিত্রী এই বাক্যেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। বিবাহিতা কন্যাকে কন্যার পিতা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে আদেশ করিলে সে যদি তাহাতে সম্মতা না হয়, তাহাতে তাহার পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন বা প্রত্যবায় হইবে না, অধিকন্তু ধর্ম্মরক্ষার জন্য গুরুজনের আদেশ অবহেলাও করিতে পারা যায়।

যাহাহউক ভারতীভূষণ মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমার বাক্যের প্রতিবাদ জন্য স্থানে স্থানে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন এবং যে সকল শ্লোক তুলিয়াছেন তদ্দারা আমার উদ্দেশ্যই অধিক সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি যম হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে একটী চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।"

আমার উক্তিও তাই, স্ত্রীগণ গৃহে ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যায়ন করুন।

পৌষমাসের পত্রিকায় ৪৮৬ পৃষ্ঠায় 'শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন' এইরূপ লিখিয়াছেন তাহা কিন্তু প্রকৃত নহে, চরিত্র শোধন ও ধর্ম্ম সাধনই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, অর্থোপার্জ্জন গৌণ উদ্দেশ্য। যদি তাহার কথাই সত্য হয় তাহা হইলে হিন্দুললনাগণের আদৌ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না—কোন হিন্দুসন্তানই অবরোধ বাসিনীগণকে অন্তঃপুর হইতে অর্থোপার্জ্জনের জন্য দেশান্তরে বা স্থানান্তরে পাঠাইতে সম্মত হইবেন না। আর শিল্পকার্য্য শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা গৃহে বসিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন। দ্রৌপদীর রাজতন্ত্রে যোগ্যতা ছিল মহাভারতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় লিখিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষার কি পরিচয় হইল বুঝিতে পারিতেছি না। রাণী ভবানীর জীবন বৃত্তান্ত অনেকের চিত্তপটে জাগুরুক আছে তিনি রাজ্যবিষয়ক পরামর্শ দানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি অবরোধ ত্যাগ করিয়া কোন কলেজ বা টোলে অধ্যয়ন করেন নাই। যদি অর্থ উপার্জ্জন প্রধান হইত তাহা হইলে ভারতের উন্নতির আশা থাকিত না; দণ্ডী,

যতি, সন্ন্যাসী প্রভৃতির শিক্ষার প্রয়োজন হইত না—বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য্য কোন সম্রাটের বা তালুকদারের মন্ত্রী বা সচিবের পদ গ্রহণ করেন নাই। রুক্মিনীর ব্যবহার অধুনা কোন সভ্য জগতে অনুকার্য্য নহে। গার্গী প্রভৃতির ব্রহ্মবিদ্যার কথা উল্লেখ করিয়া সমালোচক স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। গার্গী প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক বিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি স্বজনের নিকট শিক্ষা করেন নাই তাহার প্রমাণ কি? বিশেষতঃ তৎকালে স্বধর্ম্মানুরাগী রাজার অধিকার ছিল, ধর্ম্ম চর্চ্চাই সকলের প্রিয়তর ও প্রীতিকর বোধ হইত। তৎকালে আচার ব্যবহারের সহিত বর্ত্তমান কালের আচার ব্যবহারের তুলনা হইতে পারে না। সত্যযুগ হইতে দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত পুরাণ প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিলে গার্গীর ন্যায় অতি অল্প সংখ্যক স্ত্রীর ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার জানিতে পারা যায়। যদি আদিযুগেও স্ত্রীশিক্ষার প্রাবল্য থাকিত তাহা হইলে গার্গীর ন্যায় সহস্র সহস্র নারীর বিদ্যানুশীলনের পরিচয় পাইতাম। ঈশ্বর পুরুষের সহিত স্ত্রীগণের কেবল দেহ সম্বন্ধে নহে মনঃ সম্বন্ধেও বিভিন্নতা বিধান করিয়াছেন, কোন স্থলে তাহার অন্যথা লক্ষিত হইলে সেই অন্যথা ঘটনকে সনাতন নিয়ম বলা যাইতে পারে না—গৃহপালিত সিংহ অন্নাদি ভোজনে প্রাণধারণ করিলে তাহাকে শস্য-ভোজী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারা যায় না।

"স্ত্রী শূদ্রৌ না ধীয়তাম' এরূপ কোন শ্রুতি নাই, উহা কোনও অর্ব্বাচীনের কপোলকল্পিত" তিনি এইরূপে একজন শাস্ত্রকর্ত্তাকেও অর্ব্বাচীন বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিটীতে কি স্ত্রী শূদ্রের শাস্ত্রীয় নিষেধগুলির ইঙ্গিত করিতেছে না?—

"অশূদ্রোচ্ছিষ্টী। এষ বৈ ধর্ম্মো য এষ তপতি সৈষা শ্রীঃ সত্যং জ্যোতিঃ অনৃতং স্ত্রী শূদ্রঃ শ্বা কৃষ্ণ শকুনিস্তানি ন প্রেক্ষেত নেচ্ছ্রিয়ং চ পাপ্মানং চ নেজ্জ্যোতিশ্চ তমশ্চ নেৎ সত্যানৃতে সংসৃজানীতি।"

শতপথ ব্রাহ্মণ।

অনন্ত আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রে যিনি যেরূপ বিষয় অনুসন্ধান করিবেন তিনি সেইরূপই পাইবেন, "সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তিস * সমৃতোঽধোগচ্ছতি।" এরূপও শ্রুতিতে আছে। তবে সমাজ রক্ষার জন্য কোন্‌টী কি ভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ঋষিগণ তাহারও সুচিন্তিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৈদিকযুগের কার্য্যে ও ব্যবহারে সমাজের কিসে সুবিধা কিসে অসুবিধা হইবে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করে মহাভাগ মনু 'সংহিতা' প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে কার্য্য করিয়া

[...] অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ আছে অনেকে তন্মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অতীতের গর্ভে শয়ন করিয়াছেন। কিন্তু মনুর মত চিরকালই আর্য্যদেশে প্রবল রহিয়াছে, [...]বিষয়ে আমার বা পালিত মহাশয়ের বিতণ্ডা করা বৃথা। ভারতবর্ষের সমস্ত [...]-সমাজ ও ক্ষত্রিয়-সমাজ যখন পুরাতন পদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া [...] পদ্ধতির অনুসরণ পূর্ব্বক সমাজের বিপর্য্যয় সাধন করিবেন, তখন আমরাও [...] তাঁহাদের অনুসরণ করিব। পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীগণ বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া এবং [...]ধীনতার পক্ষপাতিনী হইয়া অভ্যুত্থান করিতেছেন সত্যবটে কিন্তু সেই উত্থান [...]নের জন্য হইতেছে না ইহা কে বলিতে পারে। তাঁহাদের সভ্যতা আমাদের [...] সাধিনী নহে। এই সব বিষয় লইয়া বৃথা আন্দোলন করা অপেক্ষা যাহাতে [...]তীয় বল বর্দ্ধিত হয় এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ সত্বর ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করেন, [...]সম্বন্ধে পরস্পর সহানুভূতি সূচক প্রবন্ধ লিখিলে সকলেরই প্রীতিকর হইবে। [...]লিত মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসা ও পাঠ প্রবৃত্তি যেরূপ বলবতী, তাহাতে তিনি এই [...]য়ে তৎপর হইলে সত্বরই সর্ব্ববিধ মঙ্গলের সূত্রপাত হইতে পারিবে। সমাজের [...]স্থানে অবস্থিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যাহাতে আমাদের প্রবলতর আন্দোলনে সর্ব্বথা [...]বাক হন তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।*

শ্রীহরিলাল সিংহ।

ব্যবস্থা পত্রের সমালোচনা।

রঙ্গপুর-রাধাবল্লভের প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের [...]গত দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে জাতাশৌচ হওয়ায়, তাঁহার কুলোপুরোহিত পণ্ডিত [...]যুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজের ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়া উক্ত পূজা নিজ নামে সঙ্কল্প করত পূজান্তে তাহার দ্রব্য-সম্ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ করিয়া কে যেন অন্তরালে থাকিয়া কথন হিতবাদীতে

* আমরাও আপনাদের উভয়ের নিকট এই প্রার্থনা করি যে ভবিষ্যতে আপনারা [...]কলহ না করিয়া, প্রতিবন্দী ব্রাহ্মণদিগকে আপন আপন পাণ্ডিত্যদ্বারা স্ববশে আনয়ন করুন। [...]বিরোধে আমরা বড় ভয় পাই।

শ্রদ্ধাস্পদ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রবন্ধ সম্ভবতঃ এবারও নির্ভুল করিতে পারিলাম না যে [...]লিপি পাঠে তাহার অধিকাংশ স্থলেই কেহ পড়িতে সক্ষম হয় না। নৈনধের যে বচনটী [...]ছেন বোধ হয় তাহার 'ক্রমেকং' ক্রমেণকং স্থলে 'ক্রমেণক' 'ক্রমলকং' এবং 'কণ্টকলম্পট' [...]হইয়া 'কণ্টক লম্পট' 'ভুজ' স্থলে 'ভুজঃ' হইবে। লেখক ও পাঠক এজন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

কাঃ পঃ সঃ।

কখন 'রংপুর-দর্পণে' উপবীতি কায়স্থ ও কায়স্থ-সভার প্রতি নিতান্ত অভদ্রভাষায় গালি বর্ষণ করিতেছে। কিন্তু যে জন্য ঐ সকল গালি বর্ষিত হইতেছে, তাহার কি প্রতিকার হইয়াছে বুঝা গেল না। কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যবস্থা-পত্রখানি খণ্ডন করিতে কেবল গালি না দিয়া, কেবল গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিলেই লেখকের গৌরব বৃদ্ধি হইত, তাহাতেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইত, কিন্তু তা না করিয়া অনর্থক কায়স্থ-পত্রিকাকে দোষরোপ করিয়া পণ্ডিত-রাজকে ইঙ্গিতে 'তুঙ্গশৃঙ্গ হিমালয়' নির্দ্দেশ করত অন্যকে 'বলোদৃপ্ত উদ্দাম বলীবর্দ্ধ' বলিয়া তাহার যে মস্তিষ্ক নাই তাহা বলা হইয়াছে। ভাল লেখক। তাহাতে কি তোমার 'তুঙ্গশৃঙ্গ হিমালয়ের' জড়ত্ব খণ্ডিয়াছে? অচেতনের আবার চৈতন্যের সহিত তুলনা কিসের? কায়স্থ-পত্রিকা পাণ্ডতরাজকে কিসে নীচতা প্রদর্শন করিয়াছেন বুঝি না, বরং দর্পণের লেখক তাঁহার অচৈতন্যতার ঘোষণা করিতেছে। যাহা হউক এ সকল বাহুল্য বিষয়ের আর আমরা কোন আলোচনা করিব না সেরূপ সময়ও নাই, প্রকৃত ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বিদায় হইতে ইচ্ছা করি। দর্পণে প্রতিফলিত ব্যবস্থা পত্রটী এই ঃ—

"সূতকি-যজমানীয়-বার্ষিক দুর্গোৎসবাদৌ স্বাভীষ্টাভিলাপেন কর্ম্মসম্পাদয়তঃ কুলপুরোহিতস্য পূর্ব্বপূর্ব্ববৎপূজাদ্রব্যস্বীকারে পাপশঙ্কাপি ন সম্ভবত্য স্বামিনস্ত্যাগা-যোগাৎ পূজার্থ দ্রব্য স্বামিত্বেবাপূর্ব্বজনক ত্যাগানিস্পত্তেদ ত্ত বস্তু দানফলঃ স্বাম্যযো-র্ভিন্নাধিকরণত্বেনাবিরোধাচ্চ তথাপি যদি কশ্চিৎ শাস্ত্রজ্ঞোহপি বঞ্চনাদি পরঃ পুরোহিতস্যাত্র পাপমাভাষতে তদা স এব প্রায়শ্চিত্তী ভবতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ॥"

রঙ্গপুর-দর্পণের সম্পাদক মহাশয় ২৯শে অগ্রহায়ণায় রংপুর-দপণে, অগ্রহায়ণের কায়স্থ-পত্রিকা হইতে এই ব্যবস্থাটী উদ্ধৃত করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—"পাপশঙ্কা নাই কাহার? পুরোহিতের না অন্যের?" উত্তর—কাহারও পাপশঙ্কা নাই, পুরোহিতেরও নাই অপরেরও নাই।

প্রশ্ন—"এই শঙ্কার অভাবটী কোন্ অভাব? ধ্বংসাভাব বলিলে এতদিন ছিল আজ গেল কিসে?"

উত্তর—শঙ্কার অভাবটী ধ্বংসাভাব। পুরোহিতের শাস্ত্রাধ্যয়নের পূর্ব্বে ঐরূপ আশঙ্কা ছিল, শাস্ত্রাধ্যয়নে ঐ আশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছে। এবং অপরাপর শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি বা যাহারা আশঙ্কা বশতঃ ব্যবস্থাদাতৃগণের নিকট জিজ্ঞাসু, তাহাদের পাপশঙ্কা 'অস্বামিন স্ত্যাগাযোগাৎ' অর্থাৎ যে স্বামী নয় সে ত্যাগ করিতে পারে না। পুরোহিত যজমানের অশৌচে তদীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পূজা

করিতেছে বলিয়া যজমানের দ্রব্যে পুরোহিতের স্বামিত্ব না থাকায়" এইরূপ হেতু নির্দ্দেশের দ্বারা বিদূরিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—"পক্ষ কি? সাধ্য কি? তাহারই ত অবধারণ করিতে পারিলাম না তারপর আবার হেতুর অবধারণ। সংস্কৃতে 'খণ্ড ত' দিলেই যদি হেতু নির্দ্দেশ হয় তবে আর ভাবনা কি?"

উত্তর—পক্ষ পাপশঙ্কা 'সাধ্য ন সম্ভবতি' সংস্কৃত ভাষায় অকারান্ত শব্দের হেতু নির্দ্দেশ করিতে হইলে খণ্ড 'ত' দ্বারাতেই হইয়া থাকে, অথবা পঞ্চমী স্থানে 'তস্' প্রত্যয় করিয়াও নির্দ্দেশ হইতে পারে। নৈয়ায়িক চূড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থকারগণ অকারান্ত শব্দের হেতু নির্দ্দেশ অন্তে খণ্ড'ত' দিয়াই কার্য্য করিয়াছেন। রঙ্গপুর-দর্পণের সম্পাদক মহাশয় দেখিতেছি রঘুনাথশিরোমণি মহাশয়ের ব্যবহৃত পদ্ধতিকেও উলঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

এক্ষণে সহৃদয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন,পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপত্র অর্থশূন্য বলিয়া যে দর্পণ সম্পাদক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন,উহার তাৎপর্য্য—উক্ত ব্যবস্থা পত্রের দ্বারা তাঁহার অভীপ্ত পণ্ডিতরাজ মহাশয়ের অর্থ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া। ফলতঃ অর্থ শূন্য অর্থই অনর্থের মূল! হায়! অর্থ, তোমার দ্বারা কিনা অনিষ্ট সম্পাদিত হইতেছে! তোমারই জন্য পুত্র পিতাকে হত্যা করিতেছে, তোমারই লোভে বিদ্বান্ অন্যায় আচরণ পূর্ব্বক সমাজের অকল্যাণ সাধন করিতেছে! তোমার কুহকিনী মায়াপাশ যে ছেদন করিতে পারিয়াছে সেই জনই শ্রেষ্ঠ।

১৪ই পৌষের রঙ্গপুর-দর্পণে লিখিত আছে—"পণ্ডিত নকুলেশ্বর কাব্যতীর্থ মহাশয় বলেন, আমি অধ্যাপক পণ্ডিতরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি বলিয়াছেন যখন অশৌচের পূর্ব্বে পূজার দ্রব্যক্রীত ও উপকল্পিত হয় নাই, তখন গুরুর নামে সংকল্প করা কর্ত্তব্য।

এই ব্যবস্থায় বোধ হইতেছে যে অশৌচের পূর্ব্বে পূজার দ্রব্য ক্রীত হইলে পুরোহিতের নামে সংকল্প এবং অশৌচের পর দ্রব্যক্রয় হইলে গুরুর নামে সংকল্প যোগ্য। এই ব্যবস্থা ভেদ যে কোন্ শাস্ত্রানুমোদিত তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও যদি ব্যবহারানুমোদিত বলা যায় তাহা হইলে একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলেই স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে পণ্ডিতরাজ মহাশয় এইস্থানে একটু কৌশল প্রদর্শন করাইয়াছেন, পূজা দ্রব্য অশৌচের পূর্ব্বে কি পরে কেনা হইয়াছে এ বিষয়ের প্রকৃত ঘটনা কি তাহা ঠিক না জানিলেও অন্ত

পণ্ডিতরাজ মহাশয়ের কথা ধরিয়াই বলিতেছি—'নিজে দ্রব্যাদি পাইবার অভিলাষে পূজা দ্রব্য যখন অশৌচের পরে ক্রীত হইয়াছে' এই একটী বালকোচিত হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহামান্য স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য—'বোধনের পূর্ব্বে যজমানের অশৌচ হইলে যদি পুরোহিত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম করেন তাহা হইলে উক্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে এবং দক্ষিণা শুচিকালে পুরোহিতকে দিবে' ইহা লিখিয়াছেন ও নারদ বচনের দ্বারা তাহা প্রমাণও করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক যজমানের অশৌচে পুরোহিত স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া যে কার্য্য করিবেন ঐ কার্য্য নিজের নামে সংকল্প করিয়া করিবেন কি যজমানের নামে সংকল্প করিবেন ? যদি বলা যায় যজমানের নামে সংকল্প করিবেন তাহা হইতে পারে না,কারণ যজমানের অশৌচ থাকায় তৎকালে বৈদিক কর্ম্মে তাহার অনাধিকার। অনাধিকারীর নামে সংকল্প হইবে কিরূপে? অতএব পুরোহিতই নিজ নামে সংকল্প করিয়া কার্য্য করিবেন ; এই প্রকারেই যজমানের কার্য্য সম্পন্ন হইবে। যজমানের দ্রব্য সংসর্গ থাকায় তাহারও ফলবত্তা হইবে। যেমন শ্রাদ্ধাধিকারী অবিভক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃশ্রাদ্ধাদি নিজনামে সংকল্প করিয়া করিলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের দ্রব্য সংসর্গ থাকায় শ্রাদ্ধের ফলবত্তা হইবে। অবিভক্ত দ্রব্যে অংশ নিশ্চয় না থাকায় এবং নিজের স্বত্ববৎ দ্রব্য দান হওয়ায় উহা স্বকৃত বা অবিভক্ত ভ্রাতৃকৃত শ্রাদ্ধদ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন না।

১৪পৌষ-রংপুর দর্পণ—কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদক যখন লিখিয়াছেন—'চিন্ময়ী শব্দ দেখিয়া চিন্তাময়ী শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন তখন তাঁহার পক্ষে এরূপ ব্যবস্থাপত্র উদ্ধৃত করাই সঙ্গত হইয়াছে।'

যিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড ধারিনী জগদম্বা তিনি চিন্ময়ীও বটেন চিন্তাময়ীও বটেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বস্বরূপা। চিন্ময়ীকে দেখিয়াই যদি চিন্তাময়ী শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে যে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে ইহা যিনি চিন্ময়ী অর্থাৎ জ্ঞানময়ীর দর্শনাদি সাধনা করেন না এইরূপ অজ্ঞানোপহত ব্যক্তিরই উল্লেখ যোগ্য।

পুরোহিতই ক্ষত্রিয় যজমানের তান্ত্রিকোক্ত কর্ম্মকরণে অধিকারী ইহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য "নৃপতীনামাত্মপ্রতিনিধীভূতঃ পুরোহিতস্তেন নৃপতেরশৌচে, পুরোহিতস্যাশৌচাভাবান্নৃপতেঃ শান্তিকপৌষ্টিকাং পুরোহিতেন স্বীয় শুদ্ধ্যা কর্ত্তব্যমিতি হারলতাপ্রভৃতয়ঃ" এই পাঠের দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত পাঠের অর্থ এই যে পুরোহিত রাজার আত্মপ্রতিনিধীভূত অতএব রাজার অশৌচ হইলে

পুরোহিতের অশৌচ না থাকিলে তিনি স্বীয় শুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নৃপতির শান্তিক ও পৌষ্টিক কার্য্য করিবেন, ইহা হারলতা প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

যজমানের অশৌচে পুরোহিত যে যজমানের কার্য্য করিবেন এ বিষয়ের কাশী, নবদ্বীপ কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের অনেক পণ্ডিত মত দিয়াছেন, আবশ্যক বোধ হইলে ক্রমে তাঁহাদের ব্যবস্থাপত্র বাহির করিব।

কলিকাতায় যে সকল বাটীতে অশৌচে গুরুর নামে সংকল্প হয় তাহা দেখাইতে হইবে, অন্যান্য প্রদেশের ব্যবহারও দেখাইতে হইবে।

শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন।

মহাত্মার মতিভ্রম।

মদ্য পানের অপকারিতা অধুনা সভ্যদেশ মাত্রেই বিবোষিত হইতেছে। এতদর্থে কত পুস্তক পুস্তিকা প্রণীত হইয়াছে কত সভা-সমিতি গঠিত হইয়াছে সংবাদ পত্র পৃষ্ঠে কত আলোচনা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও হইতেছে ; তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহারা পান দোষে দুষ্ট তাহারাও উচ্চকণ্ঠে ইহার সমর্থন করিতে লজ্জিত, পরন্তু আত্মবন্ধু যাহাতে পান দোষে দূষিত না হন তাহাদের অন্তরেও সেরূপ সদিচ্ছা জাগ্রত, তাহারাও মদ্য পানের অনিষ্ঠকারিতাবর্ণনে অকুণ্ঠিত। এমন নির্লজ্জ অতি অল্পই দৃষ্ট হয় যাহারা অন্তরের সহিত সুরা পানের পোষকতা করে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, একদা বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের উপর সুরা দেবীর প্রভাব প্রতিপত্তি এতটা গভীরতা লাভ করিয়া ছিল যে যিনি খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবল বন্যা হইতে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবার উপায় বিধান করিয়াছিলেন ; যিনি বৈদান্তিক ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা সামাজিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মতের উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন ; যিনি জীর্ণ শীর্ণ হিন্দু-সমাজের নানা কুসংস্কার ও কুনীতির মূলোৎপাটনে প্রাণপণে যত্নবান ছিলেন ; যিনি স্বদেশে ও স্বজাতির প্রেমে হৃদয় ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ক্ষণজন্মা মহাত্মা ব্রাহ্মসমাজের মূলভিত্ত রাজা রামমোহন রায় সুরা পানের সমর্থন করিয়াছেন। ইহা অসম্ভব মনে

হইতে পারে—সহজে বিশ্বাস স্থাপনে প্রবৃত্ত না হইতে পারে, কিন্তু আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি; তৎকর্ত্তৃক মদ্য পানের পোষকতা অতি সত্য।

আমরা উক্ত মহাপুরুষ কর্ত্তৃক মদ্যরূপ হলাহল পানের সমর্থনে ইহাই উপলব্ধি করিতেছি—যে কালের প্রভাব মহাত্মার পক্ষেও অনতিক্রম্য। তৎকালে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ সুরা প্রেমে আত্মহারা ছিলেন; সুরা পান গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। তাহারা সর্ব্বদা অন্ধভাবে পাশ্চাত্য অনুকরণ করিতে উদ্যত থাকিতেন। পাশ্চাত্যের দোষের অভ্যন্তরেও গুণ দর্শন করিতেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাজগত দেশগত প্রকৃতিগত পার্থক্যের বিষয় একেবারেই চিন্তা করিতেন না। তান্ত্রিকতার আধিপত্য কালে বঙ্গদেশে সুরা সেবনের প্রচলন যে না ছিল তাহা নহে—বৈষ্ণবধর্ম্মের উচ্চশিক্ষায় তাহা ক্রমশই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল—সমাজে সুরাসেবী নিন্দনীয় বলিয়াই গণ্য হইত। বৈষ্ণবের শিক্ষাগুণে সমাজ মদ্য পানের অহিতকারিতা ও পাপ জনকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিল। বঙ্গের দুর্ভাগ্য-বশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের শিক্ষা সমাজের সর্ব্বাঙ্গে প্রসারিত হইতে না হইতেই ইউরোপীয় জাতি বঙ্গীয় প্রজা পুঞ্জের শাসন পালনের ভার প্রাপ্ত হইলেন। বৈষ্ণবের শিক্ষা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা উত্তোরোত্তর পরিম্লান হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে রাজার জাতির রীতিনীতি, আহার ব্যবহার, পোষক পরিচ্ছদ, শিক্ষা সংস্কার ধীরে ধীরে বাঙ্গালী জাতির অস্থি মজ্জায় প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ করিল! মহাত্মা রামমোহন রায় যদিও শক্তিশালী অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, তথাপি তিনি মানুষ বলিয়াই কাল প্রভাব হইতে একেবারে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাই আমরা তাঁহাকে সুরা সেবনের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও দোষারোপ করিতে অভিলাষী নহে।

মহাত্মার এ মতিভ্রমে তাহার প্রতি আমাদের অনুমাত্র ও শ্রদ্ধা বুদ্ধি বিচলিত হয় নাই। আমরা শুধু সমাজের হিতাকাঙ্খায় প্রণোদিত হইয়াই তাঁহার লিখিত কায়স্থ জাতির মদ্যপান বিষয়ক বিচার প্রবন্ধে মদ্য পানের পোষকতা দৃষ্টিগোচর করিয়া সাধারণের অবনতির শঙ্কায় ভীত হইয়া তদ্বিষয় বর্ত্তমান সমাজে বিজ্ঞাপন করিতেছি। মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবন প্রভাব সমাজে যেরূপ প্রবলতা সম্পন্ন, তাঁহার মত ও কার্য্যে অনুকরণ যুবক সম্প্রদায়ের যেরূপ স্পৃহণায়, তাহাতে তাঁহার কৃত অবৈধ কার্য্য বা প্রচারিত মতের সমালোচনা করত তাহা হইতে যুবকবর্গকে দূরে রাখতে পারিলে সমাজের অত্যন্ত মঙ্গলের সম্ভাবনা। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা মহাপুরুষের ভাল মন্দ সকল কার্য্যই অনুকরণীয় মনে করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস মহাত্মার কোন কার্য্যই অশুভ ফল দেয় না। সেই শ্রেণীর লোক মহাত্মা কর্ত্তৃক মদ্য পানের সমর্থন দর্শনে মদ্য পানের অপকারিতা বিস্মৃত হইয়া চিরজীবন দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ ও সমাজে ঘৃণ্যরূপে বাস করিতে উদ্যত হইতে পারে। তাঁহাদিগকে সতর্ক করা আবশ্যক। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কায়স্থ জাতির মদ্য পান বিষয়ক বিচার প্রবন্ধে প্রথমই লিখিয়াছেন—"কোন বিশিষ্ট বংশোদ্ভব কায়স্থ কহিয়া থাকেন 'যে একিকাল হইল আমাদের বর্ণের মধ্যে অনেকেই মদ্য পান করিয়া ধর্ম্মলোপ করিতেছে। ইহারা নিন্দনীয় সুতরাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে।'

তৎপরে শূদ্রের প্রতি (কায়স্থ শূদ্রবর্ণ ইহা তাহার বিশ্বাস ছিল) মদ্য পানে অধর্ম্ম নাই ইহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। মদ্য পানের বৈধতা প্রমাণ জন্য তিনি মনু, বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য, মিতাক্ষরা, প্রায়শ্চিত্তবিবেক প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত বচনগুলি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে কায়স্থ (শূদ্র) সর্ব্ববিধ মদ্য পানেই অধিকারী—প্রত্যবায় হীন। ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পৈষ্টী সুরা পান নিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের গৌরী মাধ্বীর নিষেধ নাই—ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। পরিশেষে লিখিয়াছেন এখন এই প্রতিক্ষায় রহিলাম যে ঐ কায়স্থ মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র লিখিবেন কিম্বা নিন্দা হইতে বিরত হইবেন। কায়স্থ মহোদয় কোন প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন কি না তাহা অজ্ঞাত এবং নিন্দা হইতে বিরত হইয়াছিলেন কি না তাহাও জানি না। ফল কথা রামমোহন রায়ের সময় শিক্ষিত সমাজ সুরা সাগরে এরূপ নিমজ্জিত ছিলেন যে তাঁহারা সুরা পানের বিরুদ্ধে কোন কথাই সহ্য করিতে পারিতেন না। সুরা পান সভ্যতার একটা অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। সুতরাং কেহ যুক্তি সঙ্গতরূপে সুরাপানের অধর্ম্ম্য প্রমাণ করিলেও প্রত্যক্ষে সুরাপানের কুফল দেখাইয়া দিলেও তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করিতেন না। অন্য পক্ষে সুরা পানের বৈধতা প্রমাণ জন্য মস্তিষ্কের শক্তির অপব্যয় করিতেন। কাল মহাত্ম্যে সেইরূপ না করিয়া স্থির থাকা অসম্ভব ছিল। বর্ত্তমান সমাজ আর সে অন্ধ অনুকরণশাল সমাজ নহে। সমাজে সুবাতাস বহিতেছে চিন্তা শক্তি প্রবেশ করিয়াছে। কোন কিছু অনুকৃতি করিবার সময় একবার তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। কাযেই আমাদের ভরসা আছে মহাত্মাদের জীবনের ত্রুটীগুলিও মহৎ গুণরাশির ন্যায় নির্ব্বিচারে সমাজে গৃহীত হইবে না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

এগার সনের লোক গণনা।

খৃষ্টীয় ১৯১১ সনের লোক গণনা হইয়া গেল; কিন্তু এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া আমরা তৎপূর্ববর্ত্তে কি জানিতে পারিলাম, তাহা বিবেচ্য বিষয়। আদম-সুমারিতে দেশের জনসংখ্যা, জন্মমৃত্যুর হার, শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করা হয়। দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতির সঙ্গে এই সকল বিষয়ের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। জন-সংখ্যা একটা দেশ বা জাতির শক্তি-সমষ্ঠি; জন্মমৃত্যুর হার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অধিবাসিগণের জীবনযুদ্ধের জয় পরাজয়ের নিদর্শন; শিক্ষা জনগণের সভ্যতা ও নৈতিক উন্নতির তুলাদণ্ড; আর সামাজিক অবস্থা একটা জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্যস্থলের স্বরূপ নিয়ামক; অথচ সকলের সমবেত সমালোচনার দ্বারা দেশটী উন্নতির পথে কয়পদ অগ্রসর হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়। এই হিসাবে আমাদের বঙ্গবাসীর অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, আমরা আজ তাহা লইয়াই আলোচনা করিব।

জন সংখ্যা। বঙ্গদেশের পরিমাণ ফল ৮৪০৯২ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪৬৩০৫৬৪২। মধ্য প্রদেশ হইতে ইহার আয়তন কিঞ্চিৎ অধিক, কিন্তু জন সংখ্যায় ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। যুক্ত প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে লোক-বলে শ্রেষ্ঠ। সেখানে ৪৮০১৪০৮০ জন লোক বাস করিয়া থাকে; মান্দ্রাজে ৪৬২১৭২৪৫ জন, অতএব ইহা তৃতীয় স্থানে। কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যার লোকসংখ্যাও কম নহে—সেখানে ৩৮৪৩৫২৯৩ লোকের বাস। তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইলে আমরা "সপ্তকোটীর" অনেক উপরে চলিয়া যাই। কবি যে গান গাহিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি উড়িয়াগণকে আমাদের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সঙ্গে ইউরোপের দুই একটা দেশের বিবরণও লিখিতে হইতেছে। কারণ তাহারাই বর্ত্তমানে সর্ব্ববিধ উন্নতি অবনতির মাপকাটী, অন্ততঃ তাহাদের দোহাই দিয়া আমরা অনেক হা হুতাশ করিয়া থাকি। গ্রেটব্রিটন (অর্থাৎ ইংলণ্ড ওয়েলস্ ও স্কটলণ্ড একত্রে) বঙ্গদেশ হইতে পরিমাণে কিঞ্চিৎ অধিক কিন্তু লোকসংখ্যায় তাহারা আমাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই—সেখানে কিঞ্চিৎ অধিক চারকোটী লোক মাত্র বাস করিয়া থাকে। জার্ম্মাণির পরিমাণ ফল বঙ্গদেশের আড়াই গুণ? কিন্তু তাহা প্রায় সাড়ে ছয় কোটী লোক দ্বারা

অধ্যুষিত; ফরাসী দেশও বঙ্গদেশের প্রায় আড়াই গুণ বড় অথচ তাহার অধি-বাসীসংখ্যা চারি কোটী মাত্র! সাধারণ হিসাবে প্রতিবর্গ মাইল স্থানে বঙ্গদেশে ৫৫১ জন, গ্রেটব্রিটনে ৪৬০ জন, জর্ম্মাণিতে ৩১১ জন, আর ফরাসীদেশে মাত্র ১৮৯ জন লোক বাস করিয়া থাকে। অতএব দেখা গেল, বসতির ঘনত্বে আমরা ইউরোপের সুসভ্যদেশ হইতে কম নহি। কিন্তু গিরিনদী বন উপবন জলাভূমি প্রভৃতি যদি বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া না থাকিত, তবে আমাদের সংখ্যা যে আরও কত অধিক হইত তাহা বিবেচ্য বিষয়।

জন্মমৃত্যুর হার :—

১৯০১ সনের লোক গণনাকালে বঙ্গদেশে ৪২৮৮১৭৭৬ জন লোকের অধি-বাস ছিল; কিন্তু আলোচ্য বর্ষে লোক সংখ্যা বাড়িয়া ৪৬৩০৫৬৪২ হইয়াছে, অর্থাৎ গত দশ বৎসরের শতকরা ৮ জন লোক বাড়িয়াছে। লোকসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বসতির ঘনত্ব ও বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৭২ সনে প্রতিবর্গ মাইলে ৪১২ জন, ১৮৮১ সনে ৪৪০ জন, ১৮৯১ সনে ৪৭৩ জন, ১৯০১ সনে ৫১০ জন এবং ১৯১১ সনে ইহা বাড়িয়া ৫৫১ জনে পরিণত হইয়াছে। গত দশ বৎসরে বঙ্গদেশে ১৫৭৯৭৩৪৪ জন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ১৩৭২৮২৯৬ জন মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে; অর্থাৎ জন্মের হার হাজার করা প্রায় ৪০ জন, এবং মৃত্যুর হার হাজার করা প্রায়৩৪ জন। ইহার সহিত ইউরোপের জন্ম মৃত্যুর হার তুলনা করা যাউক। ইংলণ্ডে গত দশ বৎসরে প্রতিবৎসর হাজার করা প্রায় ২৭ জন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তথায় মৃত্যুর হার মাত্র হাজার করা ১৫ জনে দাঁড়াইয়াছে। জর্ম্মাণিতে হাজার করা প্রায় ৩২ জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু মরিয়াছিল হাজার করা ১৮ জন মাত্র। ফরাসিদেশের জন্মমৃত্যুর হার সমান, জাপানে হাজার করা ৩২ জন ও ২০ জন। অতএব দেখা গেল অন্যান্য সুসভ্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে অধিক লোক জন্ম-গ্রহণ করে কিন্তু এদেশে মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। যে সকল কারণে মৃত্যুর হার আমাদের দেশে এইরূপ বেশী হইয়া থাকে শিশুদিগের উপযুক্ত পরিচর্য্যার অভাব তাহার অন্যতম। সকলেই শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুর মৃত্যুর হারই সাধারণ মৃত্যুর হারের প্রায় এক চতুর্থাংশ! ইহা হইতে পরিতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। যদিও অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান উৎপাদন করাই এই অকালমৃত্যুর প্রধানতম কারণ,

তথাপি উপযুক্ত পরিচর্য্যা দ্বারা যে এই প্রকার মৃত্যুর হার অনেক কমাইয়া দেওয়া যায় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে অধিক। কিন্তু লোক গণনার হিসাবে এই ধারণা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গদেশে প্রতি হাজার পুরুষে মাত্র ৯৪৫ জন স্ত্রীলোক আছে, এখানে স্ত্রীলোকের জন্মমৃত্যুর হারও পুরুষের চেয়ে অনেক কম। এক হাজার পুংসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে মাত্র ৯৪১ জন স্ত্রীসন্তান জন্মগ্রহণ করে, আর এক হাজার পুরুষের মৃত্যু হইলে গড়ে প্রায় ৮৯৫ জন স্ত্রীলোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ইউরোপের স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষে ১০৩৮ জন।

এখন প্রত্যেক জাতির হিসাব ধরা যাউক। বঙ্গদেশে প্রতি হাজার পুরুষে হিন্দুদের ৯৩১ জন, মুসলমাদের ৯৫৮ জন, কায়স্থগণের ৯৫৪ জন, বৈদ্যদের ৯৮৩ জন, এবং ব্রাহ্মণগণের ৮৭৮ জন স্ত্রীলোক আছে। গত দশ বৎসরে হিন্দুদের শতকরা প্রায় ৪ জন এবং মুসলমানদের শতকরা প্রায় ১০॥ জন লোক বাড়িয়াছে। ইহাতেস্পষ্টই বুঝা যায় যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরা "ধ্বংসোন্মুখ" জাতি। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শতকরা ৭॥০ জন, কায়স্থ শতকরা ১৩ জন ও বৈদ্য শতকরা ১০ জন বাড়িয়াছে। বঙ্গ,বিহার ও উড়িষ্যায় ১৯০১ সনে প্রায় ১৩॥০ লক্ষ কায়স্থ ছিল, এই বৎসর তাহা বাড়িয়া প্রায় ১৪৸০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। একমাত্র বঙ্গদেশেই প্রায় ১২৯০০০ কায়স্থ বাড়িয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গের কায়স্থের মোট সংখ্যা ১১১৩৬৮৪ জন।

আমাদের আর একটা বিশ্বাস আছে, যে সাহেবদের তুলনায় আমরা দীর্ঘজীবী নয়। এই ধারণাটীও ঠিক নহে। গড়ে হিন্দুগণ প্রায় ২৫॥০ বৎসর, মুসলমানগণ ২৩৷০ বৎসর আর খৃষ্টানগণ ২৫৸ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ইহা হইতে, শিশুদের অকালমৃত্যুর হিসাব বাদ দিলে বাঙ্গালী সাধারণের জীবনকাল যে অনেক বাড়িয়া যায় তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

শিক্ষা :—শিক্ষাহিসাবে ভারতবাসীর গৌরব করিবার কিছুই নাই। বস্তুতঃ অন্যান্য সুসভ্য দেশের তুলনায় আমরা যে কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি তাহা ভাবিতে গেলেও লজ্জিত হইতে হয়। ইংরেজগণ শতকরা প্রায় ৯০ জন লিখিতে ও পড়িতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশে মাত্র শতকরা ৮ জন লোক লেখা পড়া জানে। এখানে প্রতি [illegible] জন পুরুষে আর প্রতি ৯৯ জন স্ত্রীলোকে মাত্র একজন করিয়া লেখা পড়া জানা লোক আছে। বিভিন্ন জাতির হিসাবে ধরিতে গেলে

খৃষ্টানদের শতকরা ৮৪ জন, ব্রাহ্মদের ৭৮ জন, বৈদ্যদের ৫৩ জন, ব্রাহ্মণের ৪০ আর কায়স্থদের ৩৫ জন লেখা পড়া জানা লোক আছে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে বৈদ্যদের শতকরা ৩৫ জন, ব্রাহ্মণের ১১ ও কায়স্থের ১৩ জন লিখিতে ও পড়িতে পারে। শিক্ষা হিসাবে কায়স্থগণ পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাদের এই দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, অনেক অশিক্ষিত শূদ্র এখন আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া কায়স্থের সঙ্গে মিশিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে কায়স্থের শিক্ষিত লোকের হার কম হইয়া যাইতেছে। এদিকে কায়স্থগণের দৃষ্টি-প্রাপ্ত হইলে ভবিষ্যতে সুফল ফলিতে পারে।

জাতি :—বঙ্গদেশে প্রায় ৪৫০টী বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে। অন্যান্য দেশেও জাতি বিভাগ আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের বহিরাবরণ এত কঠোর নিয়মাবদ্ধ নহে। পাশ্চাত্য দেশে জাতিটা অনেকটা কর্ম্মগত, কিন্তু আমাদের দেশে তাহা বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। এদেশে এমন কোন বিধান নাই যাহার বলে দুইটী বিভিন্ন জাতি এক সমতলে দাঁড়াইয়া পরস্পর আদান প্রদান দ্বারা একে অন্যের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে। তাই জাতি বিভাগ ভারতবাসীর পক্ষে সার্ব্বজনীন ঐক্যের এত অন্তরায় স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ যখন কোন নীচজাতিসম্ভূত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে তাহার শত অসাধারণ গুণ থাকা সত্বেও সমাজে তাহাকে সেই হেয় অবস্থাতেই থাকিতে হইবে, তখন তাহার মনে যে জাতি বিভাগের প্রতি স্বাভাবিক একটা বিদ্বেষভাব আসিয়া পড়িবে তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। এত দীর্ঘকাল পরে এই কঠোর বন্ধন সকল জাতিরই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সকল জাতিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে। ইহার একটা শুভ ফল দু'দিন পরে সকলেই উপভোগ করিবে। অতএব বর্ত্তমানে আন্দোলনের যে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও ভয় পাইবার কারণ আমরা খুজিয়া পাইলাম না।

লোক-গণনার বিবরণে দেখা যায় যে প্রায় সকল জাতিই চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। এইরূপ আবেদনের পরিমাণ এত অধিক হইয়াছিল যে তাহাদের ওজন ১॥০ মণ হইয়াছে। আবেদনকারীগণের মধ্যে উড়িষ্যার বাভন, সারণের বেলোয়ার, বঙ্গদেশের নমঃশূদ্রগণ ব্রাহ্মণ হইবার জন্য, রাজবংশী প্রভৃতি নয়টী জাতি ক্ষত্রিয় হইবার জন্য, আর গোয়ালা, বারুই প্রভৃতি ১২টী জাতি বৈশ্য হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। অন্যান্য জাতি শূদ্রশ্রেণী-

ভুক্ত বিভিন্ন জাতিতে উন্নত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। এই সকল আবেদনের মূলে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিহিত রহিয়াছে, তাহা বস্তুতঃ প্রীতিপদ এবং ভাবিবার জিনিষ! অন্ততঃ আমরা ইহা দ্বারা বুঝিতে পারি যে, একটা সার্ব্বজনীন জাগরণের ভাব আসিয়া সমাজে প্রবেশ করিয়াছে—তাহার ফলে সমাজবন্ধন শিথিল হইতে পারে সত্য, কিন্তু এই শিথিলতাই একদিন বঙ্গদেশকে পরিপুষ্ট করিবে। যাঁহারা এইরূপ আন্দোলনে ভীত হইয়া চিৎকার করিতেছেন, তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে সমাজ মানবের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ধ্বংসের জন্য নহে; নির্য্যাতন সমাজের উদ্দেশ্য হইতে পারে না. কিন্তু গঠনই তাহার প্রধান লক্ষ্যস্থল। যাহাদের জন্য সমাজ, তাহারাই যদি সমাজবন্ধনকে এত কঠোর বলিয়া মনে করে, বা উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সমাজের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তুমি দৈববলে বলীয়ান্ হইলেও ইহা রোধ করিতে পারিবে না। আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের কথা বলিলাম, যাহাদের ভাল লাগিল না, তাহারা বসিয়া দেখিতে পারে ক্রমিক বিকাশের শক্তি কত অদমনীয়!

এখন লোক গণনার বিবরণ হইতে আমরা মোটের উপর কি কি বিষয় জানিতে পারিলাম তাহা দেখা যাউক। ১। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার হিসাবে আমরা দেখিতে পাই যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের জনবল কম নহে—বসতির ঘণত্বে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! ২। জন্মমৃত্যুর হিসাবে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের দেশে জন্মের হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কিন্তু মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক হওয়াতে, আমাদের জনবল দ্রুত বাড়িতেছে না। ৩। শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের লজ্জিত হইবার বিশেষ কারণ আছে অন্ততঃ গর্ব্ব করিবার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। ৪। আর বিভিন্ন জাতির আন্দোলনে আমরা বুঝিতে পারি, যে সমাজে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে—মানবের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—এখন সফলতা অবশ্যম্ভাবী!

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু।

সমালোচনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, এম্-এ, প্রণীত ও প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী ৫। ফর্ম্মা, ৮৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ।৵০ আনা। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

বিবিধ প্রসঙ্গে গদ্য পদ্য ১৩টী প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ গুলি পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দ পাইলাম, প্রবন্ধগুলি প্রগাঢ় চিন্তা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান গবেষণায় পরিপূর্ণ। বালক, যুবক স্থবির বৃদ্ধ এই গ্রন্থের বিশ্বজনীন উপদেশগুলি সকলেরই শিক্ষনায়।

হেমবাবু বহুদিন হইতেই বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন তাই তাঁহার সুযোগ্য হস্তে এমন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কাগজ উৎকৃষ্ট, কিন্তু মুদ্রাকর প্রমাদের অভাব নাই।

বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা। কায়স্থ-সভার প্রাণ মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের যত্নে পুষ্ট ও মেট্রো লিটান কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, এম্-এ, সম্পাদিত ১৩২১ বঙ্গাব্দের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পঞ্জিকার বিশেষত্ব এই যে—এই পঞ্জিকা বাঙ্গালার তাবৎ পঞ্জিকা হইতে যেমন বিশুদ্ধ-গণিত তেমন বৃহৎ অথচ বিশুদ্ধ মাত্র ৵০ আনা মূল্য লইয়া সাধারণকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ বিশুদ্ধকালে যাত্রা, দৈব কিম্বা দশকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন তবে এই বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই পঞ্জিকা কায়স্থ-সভার কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। এবং কোন কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে ৬।১০ নং চৌধুরীর লেন উক্ত আশুবাবুকে পত্র লিখিলেই জানিতে পারিবেন।

ভক্তের সাধন। শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী সম্পাদিত। জেলা হুগলীর 'এলাটী বৈষ্ণব-সঙ্গনী' কার্য্যালয় হইতে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন্ ১৬ পেজী, ৯॥ ফর্ম্মার কিছু বেশী। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সাতটী উল্লাসে সমাপিত হইয়াছে। সাধারণেরনিত্যআবশ্যকতা, ভক্তির বিকাশ, উপাস্যতত্ত্ব, ভক্তিরঅভিধেয়ত্ব, ভক্তির সর্ব্বোৎকর্ষত্ব, ভক্তিরনিত্যত্ব ও ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকে লেখকের বৈষ্ণব শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ও মীমাংসকত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই গ্রন্থ প্রত্যেকের এক একখানি সযত্নে রাখা কর্ত্তব্য।

Senior Sanskrit Manual। হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রমাকান্ত ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্ আর-এ-এস্ সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ডবল্ ক্রাউন্ ১৬ পেজী ১৬ ফর্ম্মা, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

পুস্তকখানি ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার অতি সরল প্রণালীতে ব্যাকরণের বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতি এই পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচন করিলে ছাত্রগণের ব্যাকরণ শিক্ষার পথ সুগম হইবে। ছাপা ও কাগজে উৎকৃষ্ট।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

চিত্রগুপ্ত মন্দির :—

যুক্ত প্রদেশের মাননীয় বালকরাম বিগত ৬ই পৌষ রবিবার অযোধ্যা নগরীতে ভগবান চিত্রগুপ্তদেবের মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এতজ্জন্য তিনি সময়ে সময়ে সাহায্য ও এককালে পাঁচশত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠাকালে তদ্দেশীয় বহু কায়স্থ সমবেত হইয়াছিলেন।

চিত্রগুপ্ত চতুষ্পাঠী :—

বঙ্গদেশের কায়স্থ-সভার রংপুর শাখার কর্ম্মকর্ত্তৃবৃন্দের যত্নে রাধাবল্লভে "চিত্রগুপ্ত-চতুষ্পাঠী" নামে কায়স্থ বালকগণের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক কলসকাঠীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ তর্করত্ন মহাশয়কে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত সভার অবৈতনিক সুযোগ্য সম্পাদক রায় যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহোদয় আপাততঃ নিজ হইতেই টোলের ব্যয় বহন করিবেন, এইরূপ শ্রুত হইলাম। তজ্জন্য এবং তাঁহার স্বজাতিহিতৈষণা ও সংস্কৃতানুরাগে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আত্মগোপন :—

শ্রুত হওয়া যায়—দেবী যুদ্ধের সময় ভগবতী চণ্ডীর প্রহরণের প্রহার ভয়ে জম্ভাসুর পুত্র মহিষ দেহে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই যুদ্ধে দেব ক্ষত্রিয় ইন্দ্র প্রভৃতির রক্ষার জন্য চণ্ডিকা প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন। সেদিন আবার হিতবাদীতে 'উপবীতি-কায়স্থের অবিনয়' নামক প্রবন্ধলেখক ক্ষত্রিয়গণের বিলুপ্ত সংস্কারের অনুষ্ঠানকারী কায়স্থগণের নিকটে চণ্ডীর পদ দর্শন করিয়া সভয়ে তথায় 'শ্রী' টী রাখিয়া সেই জম্ভাসুর নন্দনের নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক রংপুর-দর্পণে স্বীয় দেহ গোপন করত নরদেব কায়স্থগণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। কিন্তু হে লুকাইত দেহিন্! তুমি যে দেহেই আত্মগোপন কর না কেন, চণ্ডীর হুঙ্কারে তোমার সকল গর্ব্বই বিলুপ্ত হইবে, তন্নাম শুনিয়াই ত তোমার অনুচর নরদেহ ছাড়িয়া ভৌতিক দেহের আশ্রয় লইয়াছে। তুমিও সংবাদ পত্রে আত্মগোপন করিয়া ভ্রান্তি অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছ, কিন্তু আত্মরক্ষা করিতে পার ত' পৌরুষ বটে। ঐ দেশ পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় সুধীসমাজে সুপরিচিত মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র চতুস্তীর্থ, পণ্ডিতগণ বরেণ্য চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী, পণ্ডিত যামিনী নাথ তর্কতীর্থ, দুর্গাসুন্দরস্মৃতিরত্ন, শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি এবং শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দের নিকট হইতে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় পাঠাইয়াছেন, তাঁহার অবিচলিত যজমান ও সোৎসুক পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।*

*(১)। সূতকিনোযজমানস্য দুর্গোৎসবাদি কর্ম্ম স্বাভীষ্টাভিলাপেন সম্পাদয়তঃ কুলপুরোহিতস্য উৎসৃষ্ট পূজোপকরণ দ্রব্যাদি স্বীকারে পাপশঙ্কাপি নাবতরতি কারণাভাবাৎ, তত্র পাপরিরোষণার প্রস্তাবানবেতি বিদুষাম্পরামর্শঃ॥

(২)। যজমানস্যাশৌচে স্বয়ং প্রবৃত্তেন পুরোহিতেন—স্বীয় শুদ্ধ্যা কৃতং তদীয়ং পূজাদি শাস্ত্রিক-পৌষ্টিকং সিদ্ধং ভবতীতি—তৎকার্য্যার্থং যজমান প্রদত্ত দ্রব্যং পুরোহিতো গৃহ্নন্ন দোষভাগ্ ভবতীতি চ বিদুষাং পরামর্শঃ।"

কৌশলে সন্নিবেশিত যে সকল পত্র দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে, তাদৃশ পত্র ভবিষ্যতে আর প্রকাশিত না হওয়াই ভাল। ঐ সকল পত্রাবলীর রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া পণ্ডিত রাধারমণ তর্করত্ন মহাশয় আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে বারান্তরে ঐ পত্র প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। তাই বলি ছল চাতুরী পরিত্যাগ কর, কপটতা দূরে রাখ, লোভ বিসর্জ্জন দাও লোক সমাজে আসিয়া মানব নামের বিষয়ীভূত হও ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

মুন্সীগঞ্জ ব্রাহ্মণ-সভা :—

মুন্সীগঞ্জের ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী সম্বন্ধে অনেক সাময়িক পত্রেই অনেকরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, বরিশাল হিতৈষীতে যে মন্তব্যটী প্রকাশিত হইয়াছে, কায়স্থ সাধারণের জন্য উক্ত প্রবন্ধটী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"ঢাকায় মুন্সীগঞ্জে একটী মহাব্রাহ্মণ সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনী সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিব না মনে করিয়াছিলাম কারণ এই সভার বিবরণ পাঠে বুঝিয়াছি বাস্তব পক্ষে এমন অন্তর্দৃষ্টিহীন স্বার্থপর সভা দেশের প্রতি কোন আধিপত্যই করিতে পারিবে না। তারপর মনে করিলাম এই সভার একটা উপকারিতা আছে, ইহার অনুদার অকালোচিত প্রস্তাব সমূহ স্বীয় অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া জন সমাজে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে যে—সমস্ত আচার পরিগ্রহণ করিতে লোক সকল ভয় পাইত এই সভার শক্তিহীনতা দৃষ্টে সেই সমস্ত কার্য্য করিতে লোক অধিকতর সাহস ও উৎসাহ পাইবে।

আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না সমাজের বুদ্ধিমান বিচারশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কেমন করিয়া আজ এমন একটি বা দশটী সভা করিয়া আপনাদের নষ্ট প্রায় প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে? যে ব্রাহ্মণ প্রাচীনকালে সমাজের প্রতি আধিপত্য করিতেন তাঁহারা কাহারা? তাঁহারা কি জমিদার অথবা তাঁহাদের বেতন ভোগী ম্যানেজার ছিলেন? তাঁহারা রাজসভার "রত্ন" সমূহ রাজার আগ্রহে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেন আজকাল রাজা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র নহেন—অথবা তাহাদের পরামর্শে খিড়কীদ্বার দিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহেন। অধুনাতন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সম্মান ও অপর সমাজের উপর নির্ভর করে—অপর সমাজের জনগণ ব্রাহ্মণগণকে মান করে—তাহারা যখন শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বিদায় দেয় তবে ত' আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই—অন্যথা অক্ষর পরিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ-গুরু-পুরোহিতই সমাজ রক্ষা করে। সেই শ্রেণীর গুরু পুরোহিতের সহিত যজমানের ওতপ্রোত সম্পর্ক পরস্পর পরস্পরকে ভয় করে। অথবা খাতির করে; আপদে বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করে, তখন তাহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেনা তাহা 'তাহিরপুর' বা গোরীপুরের কোন তোয়াক্কা রাখে না'—শত শত মহাসম্মিলনা তাহাদের কেশস্পর্শ করিতে পারে না।

তার পর মান্য করিব কাহাকে—সেই আচারপূত জ্ঞান শ্রেষ্ঠত্যাগী ব্রাহ্মণ আছেন কোথায়? তেমন ব্রাহ্মণ থাকিলে তাহার পদতলে মস্তক অবনত করিতে অনেকে প্রস্তুত বটে কিন্তু আজ বিদ্বান্ বুদ্ধিমান শক্তিশালী ব্রাহ্মণ, রাজনৈতিক আন্দোলনকারী, জজ, ডাক্তার, উকিলরূপে অপরাপর জাতির সহিত একযোগে কার্য্য করিতেছেন ও সম্মান অর্জ্জন করিতেছেন। তাহারা সমাজের প্রতি বৈদিকযুগের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টাকে বাতুলতা মনে করেন—ইংরাজের শিক্ষা দেশে যে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহাতে বৈদিকাধিপত্য কোণঠেসা হইয়া গিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের সে তেজ গর্ব্ব লুপ্ত হইয়াছে—তাহিরপুরের হুকুমে বা অনুরোধে বা উৎসাহে

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দারিদ্র ঘুচিবে না—অতএব বিলাত ফেরতকে সমাজে গ্রহণ করিবার চুক্তিপত্রে সাক্ষর করিয়া 'বিদায়' গ্রহণে বড় কেহই পরাঙ্মুখ হইবে না—অতএব ব্রাহ্মণ কুলেতে শুদ্ধ রাখিয়া অপর সমাজের প্রতি বৈদিকযুগের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টাই আকাশকুসুম বৈ অন্য কিছু নহে। গ্রামের ব্রাহ্মণ, মহামহোপাধ্যায়গণের খোজ লহনা—আর অন্নের আশ্বাস পাইলে মনকে চক্ষের দিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক কাজ করিতে পারেন। সে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে বাধা দিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণ সমাজকে একই বন্ধনে আবদ্ধ করা অসম্ভব—অতএব মহাসম্মিলনী কেবল আপনের অক্ষমতাই আপনাদের নিকট স্পষ্ট করিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই মহা আয়োজন করিয়াছেন আশা করি এ চেষ্টা এইখানেই শেষ হইবে।

ব্রাহ্মণ সমাজ যদি অপর সমাজকে ঈর্ষা, অপদস্থ পদানত রাখিবার চেষ্টা না করিয়া আপন ঘর সামলাইবার চেষ্টা করেন ব্রাহ্মণ সমাজের শত কুপ্রথা—কোলীন্য, বিবাহ পণ, রমণীয়তা দূরীকরণে যত্নবান হন তাহা হইলে সমগ্রদেশের সহানুভূতি পাইবেন, তাহা না করিয়া বৈদিক আধিপত্য বিস্তার করিতে গেলে সুধু হাস্যাস্পদ হইবেন এবং যে সকল মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সাধন নামের আবাবলি নামে এবিবাট আড়ম্বর করিতেছেন তাহারা সমাজের চক্ষে হেয় হইয়া থাকিবেন মাত্র।"

প্রচার ঃ—

৮ই পৌষ ১৩২১। কাদিরপুর জেলা, নদীয়া। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৩।৪ সহস্র কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। সেই শ্রাদ্ধীয় সভার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা, মাখন লাল ধর বর্ম্মা এবং শ্রীনারায়ণ সরকার বর্ম্মা ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। সভাপতি স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রমাণ সহযোগে সকলকে বুঝাইয়া দেন যে উপবীতি ব্যক্তি একমাস অন্তে শ্রাদ্ধ করিতে পারেন না। তাহাকে ত্রয়োদশ দিনেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ বলিলেন—ভবিষ্যতে আর কোন উপবীতি কায়স্থ ত্রয়োদশ দিন ব্যতীত একত্রিংশ দিনে শ্রাদ্ধ করিবেন না।

১৫ই পৌষ, ১৩২১। জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত কড়ৈতলী হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা লিখিয়াছেন--চাঁদপুর উপবিভাগে বহু কায়স্থের বাস। তাই সেদিন সিংহেরগাঁও গোবিন্দ হাইস্কুলের শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক কায়স্থ-সভা হয়। এই সভায় প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু বিদ্যালঙ্কার ও চাঁদপুরের উকিল শ্রীযুক্ত রাধামাধব সিংহ মহাশয়দ্বয় শাস্ত্র প্রমাণ সহযোগে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে সভাস্থ সকলেই একবাক্যে বঙ্গীয় কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

উপনয়ন ঃ—

১৫ই পৌষ, ১৩২০। কলিকাতা। বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী কুচিয়ামাড়া নিবাসী বঙ্গজ-কায়স্থ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মিত্র, কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের যত্নে তাঁহারা কলিকাতায় যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

পঞ্চম অধিবেশন।

২৯শে ভাদ্র, ১৩২০, রবিবার, অপরাহ্ন ৫টা।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত ঃ—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র (সভাপতির আসনে)।

(ব) „ কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা।

(ব) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।

(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মশাস্ত্রী।

(উ) „ যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।

(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা রায়।

(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত।

(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা (সম্পাদক)।

সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা, অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা (সাং ভবানীপুর) এবং সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা (সাং ...পাড়া, নদীয়া জেলা,) অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত এবং শ্রাবণ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়ই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার ১৩১৮ সনের সহঃ সভাপতি ঢাকায় ক্ষত্রিয়-সংস্কার প্রচারক, দরিদ্রের বন্ধু, নিঃস্ব ছাত্রের আশ্রয়, গভর্ণমেণ্টের উকিল রায় ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের অকস্মাৎ

লোকান্তর গমনে এবং অন্যতম সভ্য নিতাই লাল সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে উপস্থিত সভ্যগণ শোক প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইলে ঈশ্বর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সভার এই সমবেদনা জানাইয়া তাঁহাকে সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক। নিতাই বাবুর অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার পত্নীকেও সভার সমবেদনা জানান হউক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(বা) শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সরকার, সাং লালোর, রাজসাহী জেলা।

(বা) „ গণেশচন্দ্র সরকার, সাং বড়গাছা, কুসুম্বি, রাজসাহী জেলা।

(উ) „ জগদানন্দ দত্ত, সাং চাণক, নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলা।

(ব) „ হৃদয়নাথ ঘোষ, সাং নওগাঁ, রাজসাহী জেলা।

তৃতীয় প্রস্তাব। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, যে আরও ২।৩ দিন সময় না পাইলে তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত সংগ্রহকারীদের নাম দিতে অসমর্থ। তিনি আরও বলিলেন বৎসরের আরম্ভ হইতেই এ বিষয় নানারূপ ব্যাঘাত ঘটাতে এইরূপ বিলম্ব হইতেছে।

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বৰ্ম্মা মহাশয়কেই এ বিষয়ের ভার দেওয়া হউক—কারণ (১) সংগ্রহের ভার কাহাকে দিলে কাজ হইবে ও দেওয়া যাইতে পারে তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অপর সদস্য অপেক্ষা তাঁহারই সম্যক জানা সম্ভব এবং যেখানে তাঁহার সন্দেহ হইবে তিনি অপরের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন।

চতুর্থ প্রস্তাব। উপনয়নপদ্ধতিবিষয়কপুস্তক। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—সভা হইতে এই বিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করার কথা গত বৎসর হইতে আছে। কিন্তু গত বৎসর হইয়া উঠে নাই। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বার্ষিক অধিবেশনে ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে বলা হইয়াছে। এ বৎসরের প্রথম মাসিক অধিবেশনে মূল প্রস্তাবানুযায়ী স্থির হয় যে আন্দাজ ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী ১ খানি ছোট পুস্তিকা সভার ব্যায়ে প্রকাশ করা হউক। তৎপর সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা আমাকে বলেন যে উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজের অনেকেরই ইচ্ছা যে ব্যবস্থা সম্বলিত একখানি সংস্কার পদ্ধতি কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দিয়া লেখান হউক ও প্রকাশ করা হউক তজ্জন্য সভার মঞ্জুরী অর্থের অতিরিক্ত যাহা ব্যয় হইবে তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। নরেশবাবুর পরামর্শানুযায়ী তাহা লেখাইয়া ২ ফর্ম্মা (১৬ পৃষ্ঠা) মুদ্রিত হইয়াছে। বন্যা ইত্যাদি নানা কারণে এবার দেশের অনেক স্থানেই যেরূপ বিপদ তাহাতে সভা হইতে লেখককে পরিশ্রমিক ও বাকী অংশ ছাপার খরচ দিতে পারা যাইবে আশা করা যায় না। এখনও প্রায় ৪ ফর্ম্মা অমুদ্রিত অবস্থায় আছে, তাহার কি করা হইবে!”

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে এখন ছাপা হউক, পরে চাঁদা দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সভা হইতে বিবাহ-পদ্ধতি প্রকাশ করা বিশেষ আবশ্যক। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে কোন এক মোকদ্দমায় তাঁহার এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি আরও বলিলেন যে অনেকেই বিবাহের অর্থ ও নিয়মাদি কিছুই জানেন না। এইজন্য তিনি এইরূপ পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে পৃথক্ পৃথক্ পুস্তক প্রকাশ না করিয়া দশবিধ সংস্কারের একখানি পুস্তক প্রকাশ করা উচিত। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—গত বৎসরেই স্থির হইয়াছে যে আবশ্যকীয় ও এখনও প্রচলিত সমস্ত সংস্কার বিষয়ক পুস্তক বা পুস্তিকা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে একখানি সমস্ত সংস্কারের পদ্ধতি না থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ হওয়াই ভাল, কারণ সকলে সকল বিষয়ের পদ্ধতি না চাহিতে পারেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে অগ্রে উপনয়ন পদ্ধতি প্রকাশ হইলে পর বিবাহ পদ্ধতি পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ করা যাইবে।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) সভাশ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন। এ বৎসরের প্রথম মাসিক অধিবেশনে যে কারণে কয়েকজন সভ্যের নাম সভ্যের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া যায় সেই কারণে নিম্নলিখিত সভ্যবৃন্দের নাম বাদ দেওয়া হইল :—

১। শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ, হাইকোর্টের উকীল, সাং ভবানীপুর, কলিকাতা।

২। „ হরিশচন্দ্র রায়, সাং শ্রীহট্ট।

(খ) শিক্ষার্থে সাহায্যের কথা। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা মহাশয় ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় সভার অনুরোধানুযায়ী প্রত্যেকে মাসিক ১৲ হিসাবে সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র বসুকে দিতেছেন এজন্য দাতৃদ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদের বদান্যতার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই দাতাগণের যথেষ্ট ধন্যবাদ দিন। তৎপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল এই দান সভার দান স্বরূপে পত্রিকায় প্রকাশিত করা হউক।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।	শ্রীদয়ালচন্দ্র বসু।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।	সভাপতি।
সম্পাদকদ্বয়।	২৮।৮।২০।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি :

ষষ্ঠ অধিবেশন।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩২০, রবিবার, অপরাহ্ন ৪টা।

৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপস্থিত :—

(দ) শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু (সভাপতির আসনে)।
(বা) " কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা।
(ব) " উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী।
(দ) " বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(ব) " মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা।
(দ) " বিজয়লাল দত্ত।
(দ) " বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা।
(ব) " কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভবসাগর।
(দ) " কিরণ চন্দ্র দত্ত।
(দ) " শরৎ কুমার মিত্র বর্ম্মা } সম্পাদকদ্বয়।
(উ) " নরেশ চন্দ্র সিংহ বর্ম্মা }
(দ) " হীরালাল মিত্র বর্ম্মা (সাধারণ সভ্য)।

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত যশড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা ও কলিকাতার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে মহাশয়দ্বয় অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

সভাপতি ও সহঃ সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রীর প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(উ) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস, সাং বড়তৈড়, দিনাজপুর জেলা।
(ব) " ঈশানচন্দ্র ঘোষ, রায়সাহেব, এম্ এ, সাং ১।৩প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(উ) " উমেশচন্দ্র দাস, সাং বড়তৈড়, দিনাজপুর জেলা।
(ব) " নিশিকান্ত মিত্র, সাং ২৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(উ) " প্রতাপচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সাং মেলাগোপীনাথপুর, বগুড়া জেলা।

(উ) শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মিত্র, সাং সমসেরপুর, মুর্শিদাবাদ জেলা।
(দ) „ বিধুভূষণ সরকার, সাং ৬৯নং বেলেঘাটা মেন্ রোড, কলিকাতা।
(দ) „ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সাং ১৭নং বৃন্দাবন পালের লেন, কলিকাতা।
(উ) „ মথুরানাথ দাস, সাং ভাতুরিয়া, দিনাজপুর জেলা।
(বা) „ যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সাং আরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ জেলা।
(ব) „ ললিতচন্দ্র দত্ত, কনট্র্যাক্টার, সাং রায়পুর, রংপুর জেলা।
(দ) „ সুরেন্দ্রনাথ বসু, সাং ১৭নং বৃন্দাবনপাল লেন, কলিকাতা।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ বসুর সম্বন্ধে প্রস্তাবকালে যতীনবাবু যে কয়েক বৎসর হইতে তাহার সুলিখিত প্রবন্ধ দ্বারা প্রায়শঃ কায়স্থ-পত্রিকার কলেবর পরিপূরণ করেন, এজন্য তাঁহার চাঁদা ও প্রবেশিকা না লইয়া লেখক সভ্য করিতে অনুরোধ করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। সভ্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সভার সাধারণ সভ্য দক্ষিণরাঢ়ীয় সাতকড়ি মিত্র, বঙ্গজ হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে সভার উপস্থিত সভ্যবৃন্দ শোক প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল মৃতবর্গের শোকসন্তপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রগণকে সভার সমবেদনা জানাইয়া এই সভার সভ্য হইতে অনুরোধ করা হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের অর্থ সংরক্ষণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উঠিলে সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন—"কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির বর্ত্তমান বর্ষের ৩য় অধিবেশনের ৩য় প্রস্তাবের (খ) প্রকরণে স্থির হয় সাধারণ তহবিলের টাকা তাঁহার নামে যে ভাবে Thacker Spink & Co. নিকট জমা দিয়াছেন,সেই ভাবেই fiexed diposit করিবেন। হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায় বলেন—'এখন সকল ব্যাঙ্কের সুদই কম। সুতরাং পূজার পর জমা দিলেই হইবে।' পূজার পর কোন্ ব্যাঙ্কের কত সুদ তাহা আমি সংগ্রহ করি। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের নানাস্থানে কয়েকটি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায়, টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে আমার সাহস হয় নাই। এদিকে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় উক্ত ভাণ্ডারের আদায়ী টাকার একটী ভুল পরিমাণ দিয়া সাধারণের নিকট আমাকে অবিশ্বাসী করিতে তাঁহার পত্রিকায় নানাভাবের প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছেন। এমতাবস্থায় আপনারা ঐ ভাণ্ডারের আদায়ী টাকা অন্যকোন যোগ্য ব্যক্তির নামে কি ভাবে কোন্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবেন তাহা স্থির করুন। গত অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণের পরামর্শানুসারে আমার নিজের দায়িত্বে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা সুদে যে টাকা দাদন করিয়াছিলাম তাহার ১০০০৲ হাজার টাকা আদায় করিয়াছি। এখনও কিছু টাকা ঐ সুদেই আছে, তাঁহাও আপনারা মত করিলে অবিলম্বেই দিতে পারি।'

অন্যতম সম্পাদক নরেশবাবু সভার ৫১ সংখ্যক নিয়ম দেখাইয়া বলিলেন—"স্থায়ীভাণ্ডার' বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত ৫ জন ন্যাসীর দ্বারা রক্ষিত

হইবার কথা; কিন্তু সভা স্থাপনাবধি এত কাল স্থায়ীভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহীত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহারা ন্যাসী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সভার সহিত কোন সম্পর্ক আছে কিনা বুঝা যায় না। পরন্তু ঐ নিয়মানুসারে সব সময় কার্য্য করাও বিশেষ অসুবিধা জনক। সুতরাং এই নিয়ম পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত।"

শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন—"সম্পাদক শরৎবাবুর সততার প্রতি আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক মহাশয় সন্দেহ করিতে পারেন, অথবা সাধারণের সন্দেহ উৎপাদনের চেষ্টা করিতে পারেন,কিন্তু আমরা তাহা মনে করি নাই,সম্ভবতঃ অন্য কেহও করেন না। (এই সময় সভাপতি মহাশয়ের সহিত সভাস্থ সকলেই বিজয়বাবুর মতে মত প্রদান করেন।) সুতরাং স্থায়ী ভাণ্ডারের টাকা আর ব্যাঙ্কে না দিয়া সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় কোম্পানির কাগজ খরিদ করিয়া রাখুন ইহাই,আমার মত।"

অতঃপর কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্কের পর নরেশবাবু ও বিজয়বাবু উভয়ের মতই গৃহীত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব। বারেন্দ্র সহঃ সভাপতি সম্বন্ধে। এবৎসর যিনি বারেন্দ্র সহঃ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রবেশিকা ও চাঁদার টাকার জন্য অনেকবার পত্র লিখিয়াও আদায় হয় নাই; সম্পাদক শরৎবাবু একথা প্রকাশ করিলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় আগামী মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যথা কর্ত্তব্য করিতে অনুরোধ করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই গৃহীত হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। বিবিধ ক) সভ্যশ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন। নিম্নলিখিত সভ্যগণ ১৩১৯ সালের চাঁদার টাকা না দেওয়ায় ও কোন কোন ব্যক্তিকে উপর্য্যুপরি পত্র লিখিয়া কোন উত্তর না পাওয়ায় সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্যশ্রেণী হইতে তাহাদের নাম কর্ত্তিত হইল।

১। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাক্তার, সাং টাঙ্গাইল।
২। „ চারুচন্দ্র সিংহ, সাং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩। „ জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, সাং নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।
৪। „ ভুবনমোহন বিশ্বাস, উকিল, হাইকোর্ট।
৫। „ রাখহরি সরকার, সাং উখাড়া, বৰ্দ্ধমান জেলা।
৬। „ রাধানাথ পাল, একডালা, মুর্শিদাবাদ জেলা।
৭। „ শশিভূষণ মিত্র, উকিল, সাং নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা জেলা।
৮। „ শ্রীবনবিহারী সেন, সাং বহরমপুর জেলা।
৯। „ সুরেন্দ্রনাথ বসু, একসাইস্ সব ইন্স্পেক্টর, সাং মেকলিগঞ্জ।
১০। „ সুরেন্দ্রনাথ নাগ চৌধুরী, সাং তেওতা, ঢাকা জেলা।
১১। „ সুরেশচন্দ্র নন্দী, উকিল, গাইবান্ধা রংপুর জেলা।
১২। „ হরিপ্রসন্ন বিশ্বাস, সাং তেহাটা, নদীয়া জেলা।
১৩। „ হরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, সাং গণেশতলা, দিনাজপুর জেলা।

(খ) প্রচারক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার'র বর্ম্মা সম্বন্ধে। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—"গত বার্ষিক অধিবেশনকালে" শ্রীশবাবু সভার সভ্য মনোনীত হন, তৎপর এ যাবৎ চাঁদার টাকা দেন নাই এবং গত ৬ই ভাদ্র প্রচারে যাইবেন বলিয়া সাধারণ তহবীল হইতে যে ১০৲ টাকা লইয়াছেন। তাহা প্রত্যর্পণ করেন নাই কিম্বা সন্তোষজনক কোন কৈফিয়ৎ দিতেছেন না। এমতাবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? কৃষ্ণবাবু বলিলেন—"তিনি এই সময় কলিকাতা আসিতে পারেন, অতএব অদ্যকার সভায় এতৎ সম্বন্ধে কিছু না করিয়া আগামী মাসের সভায় যাহা হয় স্থির হইবে"। সকলে তাহাতেই মত প্রকাশ করেন।

(গ) বিনামূল্যে পত্রিকা প্রদান। সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত সভা, লাইব্রেরী, প্রচারক,কায়স্থ-পত্রিকার সাময়িক সাহায্যকারিকে বিনামূল্যে ও ডাকমাশুলে এক বৎসর পত্রিকা দেওয়া স্থির হইল।

১। 'ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল', কাশী।
২। 'শ্যামসুন্দর লাইব্রেরী', বহরু, ২৪ পরগণা।
৩। শ্রীযুক্ত বিহারী লাল বক্‌সী, ইচ্ছাপুর, উখারা, বর্দ্ধমান জেলা। } প্রচারক
৪। " মাখন লাল ধর বর্ম্মা, দোলকুণ্ডী, ফরিদপুর। } প্রচারক
৫। " মন্মথানন্দ ভারতী, ৩৭নং রসারোড সাউথ, ভবানীপুর। } প্রচারক
৬। " হরদেও রাম ব্যাস (কায়স্থ-পত্রিকার সাময়িক সহায়ক) কলিকাতা।

(ঘ) উপবীতি কায়স্থগণের অগ্রণী ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গজ কায়স্থ কুলভূষণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় প্রস্তাব করেন,—তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কল্যাণার্থ এক কালিন ৫০০৲ টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছুক, ঐ টাকার বার্ষিক সুদ হইতে (বর্ত্তমানকালে তাঁহারা যে দুই নামে সভার সভ্য আছেন তাঁহারা লোকান্তরে গমন করিলেও) সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের নামে প্রতি বৎসর ৪৲ টাকা হিসাবে বার্ষিক চাঁদা লইবেন, এবং যথারীতি তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারিকে পত্রিকা প্রদান ও আমন্ত্রণ করিবেন। সুদের অবশিষ্ট টাকা শিক্ষার্থ কিম্বা বিবাহের সাহায্যে ব্যয় না হয়, তবে কি ভাবে আসল টাকা স্থির রাখিয়া সুদ দ্বারা সভার উন্নতি হয় তাহা মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী মাসিক অধিবেশনে প্রকাশ করিবেন।

মহেন্দ্র বাবুর এই সৎপ্রস্তাবে সভাস্থ সকলে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।	শ্রীগিরিজানাথ রায়।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।	সভাপতি।
সম্পাদক।	২০।৯।২০

কায়স্থ-পত্রিকা

ফাল্গুন, ১৩২০। | নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।

সমাজ-পাত।

(২)

ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে সমাজ-পতিত্ব লইয়া বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে। যখনই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একযোগে সমাজ হিতৈষণা ব্রত পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন, তখনই আমাদের দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। এমন এক দিন ছিল যখন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতেন, বেদমন্ত্র রচনা করিতেন এবং যজ্ঞক্ষেত্রে হোতৃপদ গ্রহণ করিতেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে অস্ত্রবিদ্যার দীক্ষাদান করিতেন এবং আপৎকালে সশস্ত্র হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের পার্শ্বে সমর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতেন। বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণ একথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তখন অনার্য্য জাতি সকলের সহিত আর্য্যদিগের বিষম সংঘর্ষ চলিতেছিল, আর্য্যদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে একতার আবশ্যকতা ছিল। অবস্থার প্রেরণায় প্রকৃতির উত্তেজনায় আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের ভুজবীর্য্য তখন সকলের ধনপ্রাণ রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল। সুতরাং অন্যান্য জাতি ও উপজাতি সকলেই স্বেচ্ছায় ক্ষত্রিয়কে রাজাধিরাজ পদে বরণ করিয়া যাহার যাহা ছিল, যথাশক্তি উপঢৌকন লইয়া ক্ষত্রিয়ের চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ

তাঁহার সাধন, ভজন, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুশাগ্রবুদ্ধি লইয়া ক্ষত্রিয়ের দোসর হইয়া- ছিলেন। বৈশ্য তাহার বাণিজ্য ও কৃষি লইয়া এবং প্রয়োজন হইলে আহার বাহুবল ও যাহা কিছু সম্বল অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া ক্ষত্রিয়ের পতাকার নিম্নে আত্মাবহ হইয়াছিল। সমবেত শক্তিতে ক্ষত্রিয়ের নেতৃত্বে ভারতের আর্য্যজাতির বিজয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শাখাজাতি ও উপজাতি নিচয়ের সমন্বয়ে ভারতে জাতিভেদজীর্ণ হিন্দুসমাজের শিরায় শিরায় জাতীয়তার মন্ত্র ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল।

কালক্রমে আর্য্যবীর্য্য প্রভাবে প্রবল পরাক্রান্ত অনার্য্যগণ একে একে পরাভূত, বিতাড়িত, হীনপ্রভ ও বশীভূত হইলে ভারতে শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইল। দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যভূমিতে অনার্য্য রাজশক্তি বহুকাল অপ্রতিহতপ্রতাপে আপনার অস্তিত্ব ও গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। সেই সকল অনার্য্যরাজগণ সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই আর্য্যদিগের দর্পচূর্ণ করিয়া আর্য্যজনপদ লুণ্ঠন করিয়া আর্য্য নগরী ভস্মসাৎ করিয়া পরাভব ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে তৎপর হইত। আধিপত্য স্থাপিত হইলে ক্ষত্রিয়গণ নিশ্চেষ্ট ও নীরব ভাবে কালযাপন করেন নাই। তাঁহাদের যুদ্ধকণ্ডুয়ন নিবারণের জন্য আর্য্য-সমাজে আত্মকলহের সৃষ্টি হইয়াছিল। মদমত্ত ও অভিমান-দৃপ্ত ক্ষত্রিয়রাজগণ ক্ষমতা ও রাজ্যলোভে আত্মীয়স্বজন ও স্বজাতিদিগের সহিত সমরে লিপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাজপতি ধর্ম্মচ্যুত হইলে ধীরে ধীরে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তখন ব্রাহ্মণও কবল ন্যায়-নিষ্ঠা, বেদচর্চ্চা ও যাগযজ্ঞ লইয়া সময়াতিপাত করেন নাই। যুদ্ধাশঙ্কা উত্তীর্ণ হইলে ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েতর জাতিরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ক্ষত্রিয়ের প্রভুত্ব দর্শনে তাঁহাদের মনে ঈর্ষানল প্রজ্জলিত হইল। রাজভোগ ও প্রভুত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়কে যে শোণিতপাত করিতে হইয়াছিল এবং সমর- ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা কদাচও স্মরণ পথে উদিত হইল না। অশান্তি, বিপ্লব ও অনিশ্চয়তার যুগে রাষ্ট্রপতি ক্ষত্রিয় যে অসিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, শান্তি স্থাপন ও শাসন সংরক্ষণের যুগে তাহা অসি ও মসীতে বিভক্ত হইল। মানসিংহের তরবারীর সহিত টোডরমল্লের রাজনীতির সংযোগ হইল। ভারতবর্ষের শাসকসম্প্রদায় 'সিবিল ও মিলিটারী' বিভাগে পরিণত হইল। পূর্ব্বে অরাতিনিধন যে ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য ছিল, শান্তিরাজ্য স্থাপিত হইলে

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল। অসি- হস্তে যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতেন, ন্যায়দণ্ড করে লইয়া যাঁহারা সিংহাসনে আসীন হইলেন, তাঁহাদের সহায়তার জন্য লেখনী হস্তে, কারকুন, পাটোয়ারী, লেখক ও কেরাণী ক্ষত্রিয়গণ অগ্রসর হইলেন। আত্মকলহের সূত্র- পাত হইল। ক্ষত্রিয়জাতি নানা সম্প্রদায় ও শাখা প্রশাখায় বিভক্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইল। অসিব্যবসায়ী মসীব্যবসায়ীকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। মসী- ব্যবসায়ী লেখক অক্ষর-জ্ঞান বর্জ্জিত অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়কে হীনচক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন। সমাজপতিত্ব লইয়া বিবাদের সূচনা হইল। মন্ত্রী ব্রাহ্মণ তাঁহার বিধিব্যবস্থা ও পরামর্শ দানের একাধিপত্যে ক্ষত্রিয়কে অংশী হইতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আদান প্রদান ও বিবাহ সম্বন্ধ রহিত হইল। এইরূপ আত্মকলহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। যতদিন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই হীনবীর্য্য হইয়া ভারতে আর্য্যশক্তির বিলোপ সাধন না হইয়াছিল ততদিন এ গৃহ বিবাদের শান্তি হয় নাই।

ক্রমে ব্রাহ্মণ অভিমানের দুর্গে অর্গলবদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়কে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় দম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিলেন, ব্রাহ্মণ বৃত্তিতে তাঁহার অধিকার ঘোষণা করিলেন। ব্রাহ্মণের অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইল। তিনি বাহুবলে ক্ষত্রিয়ের রাজত্ব অপহরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র এবং ব্রাহ্মণ পরশুরামের আবির্ভাব হইল। ভারতে সমাজপতিত্ব লইয়া ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। কিন্তু ভারত কখনও ব্রাহ্মণশূন্য ও নিঃক্ষত্রিয় হয় নাই। পরশুরাম দশরথ ও জনক রাজার শিরশ্ছেদন করিয়া তাঁহা- দিগের রাজ্যস্থিত সমস্ত ক্ষত্রিয় সেনা ও রাজকর্ম্মচারীদিগকে নির্মূল করেন নাই। অগস্ত্য যেমন গণ্ডুষে সাগর শোষণ করিয়াছিলেন, জহ্নুমুনি যেমন জাহ্নবীকে উদরসাৎ করিয়াছিলেন, পরশুরামও সেইরূপ কল্পনার অতিরঞ্জনে ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে ভারতবর্ষে এই আত্মবিচ্ছেদের ফলে ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রাহ্মণ্যশক্তি ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে মলিনতর হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্য হারাইয়া বৈষয়িক হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় বাহুবল হারাইয়া শূদ্রত্বাপন্ন হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ সুযোগ পাইলেই স্বহস্তে সমাজপতিত্ব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেন। ভারতবর্ষে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ রাজ- কার্য্য পরিচালন করিতে অসমর্থ হইলেন। অবসর পাইয়া অনার্য্যশক্তি মস্তকোত্তলন করিল। দাক্ষিণাত্যের প্রবল অনার্য্যগণ দশতুণ্ডে ও বিংশতিহস্তে

আর্য্যদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। আর্য্যভাবাপন্ন অনার্য্য শূদ্রগণও ব্রাহ্মণের শাসন অবজ্ঞা করিয়া তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল। তখন ক্ষাত্রশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যার রাজপুরীতে গমন করিলেন। আবার সমাজপতিত্ব ক্ষত্রিয়ের হস্তে ফিরিয়া আসিল। আবার অনার্য্য আততায়ী পরাভূত হইয়া আর্য্যগৌরবের নিকট মস্তক অবনত করিল। আবার ক্ষত্রিয় পতাকার পরাক্রমে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্ব ও ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু ভারতের এই শক্তির রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই। সাম্রাজ্যলোলুপ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য বহুকাল অক্ষুণ্ণ ছিল না। দুর্ব্বাসা দ্রৌপদীর পক্বান্ন চিরদিন ভোজন করিতে স্বীকার করেন নাই। ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন দ্রৌপদীর পানিপ্রার্থী হইলে ক্ষত্রিয় রাজগণ যে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে পুনরায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে মনোমালিন্য আরম্ভ হইয়াছিল। আত্মবিচ্ছেদে কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়বীর্য্যের অবসান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা সে কলহানলে ইন্ধন যোগ করিয়াছিলেন। ঘটোৎকচ ও নাগবংশীয় শূদ্রগণ সেই বিরোধে প্রতিপক্ষের সহায় হইয়াছিল। আত্মকলহে যদুবংশ ও কুরুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। অনার্য্যদিগের অবসর উপস্থিত হইল। কলির উষায় শূদ্র-শক্তির সমুত্থান হইল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তখন প্রায় গতাসু। পুনঃ শকজাতির উৎপীড়নে আর্য্যধর্ম্ম মুমূর্ষু হইল। ব্রাহ্মণ প্রচারিত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয়জাতি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। নৈতিক সংগ্রাম বাহুবীর্য্যের সংগ্রামের স্থান অধিকার করিল। বুদ্ধ, দেবদত্ত ও মহাবীরের ব্রাহ্মণত্বের দাবী পুনরায় ব্রাহ্মণের চিত্তে হিংসাবহ্নি প্রজ্বলিত করিল। বাহুবলে অসমর্থ হইয়া ব্রাহ্মণ কূটনীতিতে ক্ষত্রিয়কে পরাভূত করিয়া শূদ্ররাজত্বের ভিত্তি স্থাপনা করিলেন। ভারতবর্ষে চাণক্যনীতির আবির্ভাব হইল। দেশের ও সমাজের চিরদুর্দ্দশার সূত্রপাত হইল। কিন্তু সে শূদ্ররাজগণ বহুদিন পর্য্যন্ত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধিকারে বঞ্চিত থাকিয়া রাজ্যভোগ করিতে সম্মত হইল না। তাহারা ব্রাহ্মণের সমাজ পতিত্বের প্রতিবাদ করিয়া স্বয়ং সমাজপতির আসন গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণের কূটনীতির প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধসাম্রাজ্য স্থাপিত হইল। রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লবের স্থান গ্রহণ করিল। নূতন গৌরবভাতিতে ভারতের কিরীট সমুজ্জ্বল হইল।

ব্রাহ্মণ এ পরাজয় নীরবে সহ্য করেন নাই। তাঁহার কূটচক্রে বৌদ্ধশক্তির

ধ্বংস হইল। ব্রাহ্মণ রাজ্য বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের স্থান গ্রহণ করিল। হিন্দুভাবাপন্ন সমরপ্রিয় অনার্য্য জাতি সকল ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হইল। তাহার অস্ত্রবলে ও ব্রাহ্মণের যুক্তিবলে বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধশাসন খণ্ডন করা হইল। ভারতবর্ষে পুনরায় দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। দাক্ষিণাত্য হইতে অনার্য্য রাজশক্তি প্রবল বিক্রমে উত্তর প্রদেশ আক্রমণ করিল। বৌদ্ধভাবাপন্ন ক্ষত্রিয়গণের ললাটে শূদ্রত্বের কলঙ্ক-কালিমা লেপন করা হইল। সমরকুশল অনার্য্যজাতি সকল আপনাপন পুরোহিত সহ হিন্দুত্ব অবলম্বন করিল। কালক্রমে তাহারা ব্রাহ্মণত্বের প্রভাবে হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরে কৃষিজীবী ও গোপালক রূপে আপনাদের ব্যক্তিত্বও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ সমাজপতির পদ গ্রহণ করিতে যাইয়াও অসমর্থ হইলেন। নূতন ক্ষত্রিয়গণ প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ্যের পদানত ও ভক্ত হইতে প্রস্তুত হইল না। ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক বিপ্লব ও আত্মবিচ্ছেদের সৃষ্টি হইল, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। বৈদেশিক বিধর্ম্মি-মুসলমানগণ সুযোগ পাইয়া ভারতবর্ষের শিরে বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। বাহুবলহীন ব্রাহ্মণ ও ছিন্নভিন্ন-হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয়গণ সে অশনি প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।

অনার্য্য-অধ্যুসিত বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান করিতে আমন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আগমন করিয়াছিলেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বঙ্গে ভূম্যধিকারী হইয়া সমাজপতিত্ব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেন। যতদিন ক্ষত্রিয় সমাজ পরিচালকের পদে আসীন ছিলেন, ততদিন বঙ্গে বিপ্লব ও সামাজিক দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় নাই। মুসলমানের সহায়তায় ব্রাহ্মণ বঙ্গে রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিলে ক্ষত্রিয়রাজের আধিপত্য বিনষ্ট হইল। ভূম্যধিকারিরূপে, অধীন করদরাজরূপে বাঙ্গালী ক্ষত্রিয় কোথায়ও কোথায়ও স্বধর্ম্ম সংরক্ষণ, ব্রাহ্মণ প্রতিপালন ও সমাজ শাসন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু বহুস্থলে ব্রাহ্মণ সমাজশাসকের স্থান গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। সামাজিক একতা বিনষ্ট হইল, বঙ্গে হিন্দুসমাজের কেহই নেতা রহিলেন না। ব্রাহ্মণের পরামর্শে ক্ষত্রিয় সমাজপতি যে সকল অপর জাতির প্রতি সামাজিক দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্য হইতে যে সকল মহাবল অনার্য্য সামরিক-জাতি বাহুবলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা ব্রাহ্মণের আনুগত্য ও অধীনতা স্বীকার করা অনাবশ্যক মনে করিল। এইরূপে মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, সুবর্ণ-বণিক, সাধু (সাহা) প্রভৃতি জাতি সকল সামাজিক বিষয়ে আপন আপন কেন্দ্রে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে ও পরামর্শে মণ্ডলীদ্বারা ও স্বজাতীয় সমাজপতিদ্বারা

শাসিত হইত। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্ষমতা কেবল কায়স্থ, বৈশ্য ও নবশাখের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ফলতঃ বঙ্গে মুসলমানশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে কায়স্থের ক্ষমতা যেখানে যেখানে মলিন ও খর্ব্ব হইয়াছে সেখানে সেখানেই হিন্দুসমাজের উপর ব্রাহ্মণের প্রভাব তিরোহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থের শিরোভূষণ, কায়স্থ ব্রাহ্মণের দক্ষিণহস্ত। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ হিংসা ও প্রভুত্বলিপ্সা-প্রণোদিত হইয়া ক্ষত্রিয়রাজ্য বিনাশ করিতে যাইয়া আপনার চরণে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান কালেও বঙ্গে সামাজিক বিপ্লবের কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন। ইংরাজরাজত্বের সাম্যবাদের স্রোতমুখে ব্রাহ্মণ সমাজরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। নন্দকুমার, কৃষ্ণচন্দ্র ও রামমোহন যে সামাজিক বিপ্লবের বীজ বপন করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশ ধরিয়া তাঁহার ফলভোগ করিতেছেন। এখন কায়স্থক্ষত্রিয় কৃতোপকারের প্রতিদানে শূদ্রাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থকে সামাজিকনেতৃত্বের অধিকার হইতে পদচ্যুত করিতে যাইয়া স্বয়ং পদচ্যুত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য জাতিরাও কায়স্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ সমাজ হিতৈষণা, ব্রাহ্মণত্ব, উদারতা ও লোকহিতব্রত বিস্মৃত হইয়াছেন এবং স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অসূয়াপরবশ হইয়া কায়স্থ-ক্ষত্রিয়কে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত অপরাপর জাতি সকলের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উত্তেজিত করিতেছেন। কিন্তু মোহান্ধ ব্রাহ্মণগণ বুঝিতেছেন না, যে তাঁহারা সমাজ-পতিত্বের গৌরবলোভে কায়স্থের নিমিত্ত যে জাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা নিজেই আবদ্ধ হইয়া পড়িবেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাখ্যাধারী ব্যক্তিগণ যে সমাজ-পতিত্ব গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহা বিগত মুন্সীগঞ্জের ব্রাহ্মণ-সভায় যথেষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বঙ্গের ক্ষত্রিয়কায়স্থগণ চিরদিনই এদেশে সমাজ-পতিত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা নিরন্তর ব্রাহ্মণের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহাদের সহিত একযোগে সমাজ রক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর না হইলে বিপ্লবকবল হইতে হিন্দু-সমাজকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

শ্রীরসিকলাল রায়।

মৌলিক শূদ্র কোন্ জাতি?

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে সমাজের নিম্নস্তরের সভ্যতাভিমানী লোকেও এখন আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। সকলেই ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য ব্যবস্থা লইতেছে, তবে শূদ্র রহিল কাহারা? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় যাহারা ব্রহ্মপুত্র, (মূল জাতি) যে জাতি লইয়া হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ গঠিত, হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত সেই শূদ্রগণ এখন কোথায়? তাহারা নাই কি? আমরা দেখিতেছি শূদ্রগণ কোথায়ও যায় নাই, তাহারা পূর্ব্বে যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজভুক্ত ছিল, এখনও তদ্রূপই আছে। অনেকেই নীরবে তাহাদের স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, তবে পূর্ব্ব হইতে একটু স্বতন্ত্র অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র।

আমরা দেখিতে পাই প্রকৃত শূদ্র লক্ষণাক্রান্ত দুইটী জাতি বিভিন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে একজাতি শূদ্র বেহারা বা বাছার, ইহারা দাসত্ব বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির পাল্কী বহন, বাসার চাকরী ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের জল উচ্চ জাতীয়েরা পান করেন,* জনন মরণে একমাস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতগণ শূদ্রযাজী বলিয়া পতিত হওয়ায়, তাহাদের জল পান করে না। আর এক জাতি নমঃশূদ্র। ইহারা দাসত্ব কর্ম্ম পাল্কীবহা, নৌকাচালনা, মোটবহা ইত্যাদি কার্য্য করে এবং সাধারণ ভৃত্যের কার্য্যেও নিযুক্ত হইয়া থাকে। দ্বিজাতির অনাচরিত শিল্প কর্ম্ম দ্বারা —(ধুচনী, চুপড়ী, কূলা ইত্যাদি প্রস্তুত দ্বারা) বিপদ্ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছে। নিজ নিজ স্বাভাবিক গুণের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের কেহ কেহ মৎস্যাদি প্রাণী হিংসা দ্বারাও জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। শূদ্র সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, ইহাদের মধ্যেও অনেকে কুম্ভকার, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পকরগণের বৃত্তি এবং হলচালনা প্রভৃতি বৈশ্যবৃত্তিতেও নিযুক্ত আছে। এই জাতি শূদ্র জাতির বিশেষাশৌচ,—দশাহ কাল পালন করিয়া থাকে।

এখন প্রকৃত শূদ্রগণ যে এই দুই জাতিরূপে বিভিন্ন অবস্থায় পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমশঃ ইহার কারণ যথাসাধ্য প্রদর্শন করা যাইবে। প্রথমতঃ দেখান হইতেছে নমঃশূদ্রেরাই 'শূদ্র'।—অন্য কোনও জাতি আপনাদিগকে শূদ্র স্বীকার করে না। ইহারা আপন জাতি বাচক শব্দের সঙ্গে শূদ্র শব্দটী যোগ রাখিয়াছে;

---

* সকল দেশে বেহারার জল চলিত নাই। কাঃ পঃ সঃ।

যদি কেহ আসিয়া পরিচয় দেয় "আমি নমঃশূদ্র" তাহা হইলে শ্রোতার মনে তৎক্ষণাৎ স্বভাবতই উদিত হয়, এ কোনও এক শ্রেণীর শূদ্র। এই জাতি অপরাপর বর্ণসঙ্কর শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ বা প্রকৃত শূদ্র। ইহারা বর্ণসঙ্কর জাতি নহে, ব্রহ্ম-পাদাংশ সম্ভূত বা ব্রহ্ম-পুত্র। নমঃশূদ্র, শূদ্রের নমস্য, এইরূপ হইতে পারে না। শূদ্রের নমস্য এই অর্থে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইলে শূদ্রস্য (শূদ্রাণাং বা) নমস্য = "শূদ্র নমস্য" এইরূপ পদই হইয়া থাকে। 'নমঃশূদ্র' হয় না।—এস্থলে পর পদের পূর্ব্ব নিপাত করিবার কোন সূত্র নাই; জোর করিয়া করিলেও নমস্য শূদ্র হয়। 'নমস্য' এই শব্দটী তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত, প্রত্যয়লোপের কোন নিয়ম নাই। জৈমিনী বলিয়াছেন,—কোন বিষয়ের অর্থ করিতে যাইয়া যদি কর্ম্মধারয় সমাসে অর্থ প্রকাশ হয়, তাহা হইলে অন্য কোনও সমাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। অতএব আমরা কর্ম্মধারয় সমাস করিয়াও অর্থ প্রাপ্তির চেষ্টা করিব। 'নমস্য শূদ্র' এই ব্যাস বাক্যেও 'নমস্যশূদ্র' হয়, নমঃশূদ্র হয় না। তবে (১) নমো ভাজন যে শূদ্র এই অর্থে নমঃশূদ্র হইতে পারে। নমো ভাজন শব্দের অর্থ নমস্য, নমস্কারের যোগ্য, প্রণম্য, পূজনীয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুতরাং নমো ভাজন শূদ্র এর অর্থ শ্রেষ্ঠ শূদ্র অর্থাৎ প্রকৃত শূদ্র।

বৈদিক মন্ত্রে অধিকার নাই বলিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে শূদ্রকে স্বয়ংই 'নমঃ' 'নমঃ' উচ্চারণ করিতে হইত। ইহাদের ব্রাহ্মণ ছিল না এবং মন্ত্রোচ্চারণের অধিকারও ছিল না। (২) 'নমঃ' উচ্চারণকারী শূদ্র এই মধ্য পদলোপী কর্ম্মধারয় সমাসেও নমঃশূদ্র পাওয়া যায়। (৩) আবার 'নমস্' শব্দটী নমিত অর্থেও ব্যবহৃত হইতে পারে, অতএব 'নমস্' যে শূদ্র এই কর্ম্মধারয় সমাসে 'নমঃশূদ্র'-দিগকে অবনমিত বা অবনত শূদ্রও বলিতে পারা যায়। যে দিক দিয়াই ধরা যায়, সেই দিক দিয়াই ইহাদিগের শূদ্রত্বই প্রতিপন্ন হয়। নমঃশূদ্রেরা যদি শূদ্র না হইত, তাহা হইলে ইহাদিগকে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ না বলিয়া নমঃশূদ্র বলা হইত না। নমো ভাজন শূদ্র বলিয়া ইহারা ব্রাহ্মণাদি জাতির নমো ভাজন বা নমস্য নহে। অপরাপর বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কর জাতীয় শূদ্রগণের নমো-ভাজন মাত্র। কারণ শূদ্রজাতি কখনও দ্বিজাতির নমস্য হইতে পারে না। নবতি বৎসরের শূদ্র ব্রাহ্মণাদি জাতির মাননীয় বলিয়া মনু কর্ত্তৃক উক্ত হইলেও শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের মাননীয় বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ দ্বিজাতির সেবাই শূদ্রের ধর্ম্ম? শূদ্র অনভিবাদ্য। নমঃশূদ্রগণ দশাহকাল অশৌচ পালন করিয়া থাকে। এজন্যই যে ব্রাহ্মণ; এরূপ হইতে পারে না। শূদ্রের

অশৌচ কালেরও ইতর বিশেষ আছে। শূদ্র জাতির দ্বাদশাহেও সাপিণ্ডীকরণের ব্যবস্থা আছে।

যথা—সপিণ্ডীকরণং মাসিকার্থবদ্ দ্বাদশাহং শ্রাদ্ধং কৃত্বা ত্রয়োদশেঽহ্নি বা কুর্য্যাৎ। মন্ত্রবর্জ্জং হি শূদ্রাণাং দ্বাদশেঽহ্নি। বিষ্ণুস্মৃতি। শূদ্রগণ দ্বাদশ দিনেই স্বয়ং মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিবে, যাহাদের দ্বাদশাহে সপিণ্ডী-করণের ব্যবস্থা আছে, তাহারা যে, একাদশাহে আদ্য শ্রাদ্ধ করিবে, ইহা নিতান্ত স্বতঃ সিদ্ধ। আর দশাহকাল অশৌচ পালনও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। যে হেতু দশাহের পূর্ব্বে ব্যক্তি বিশেষের-অশৌচ কাল থাকিলেও জাতি বিশেষের থাকিতে পারে না। কেন না সর্ব্ব বর্ণেরই শাবাশৌচকাল দশাহ। যথা—

"প্রেত শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি দ্রব্য শুদ্ধিং তথৈবচ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যথা বদনুপূর্ব্বশঃ।" মনু ৫।৫৭
"দশাহং সাব মাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধিয়তে।" ৫।৫৯

বিশেষতঃ যাহাদের সপিণ্ডীকরণ দ্বাদশাহে হয়, তাহাদের আদ্য শ্রাদ্ধ তদধিক কালে বা ৩০ ত্রিশ দিনে হইতে পারে না। আদ্য শ্রাদ্ধের পরই সপিণ্ডীকরণ হইয়া থাকে, সপিণ্ডীকরণের পর আদ্যশ্রাদ্ধ হয় না। অতএব নমঃশূদ্রের দশাহ অশৌচকাল শূদ্রোচিতই বটে, ব্রাহ্মণোচিত নহে। আর একটী কারণেও ইহারা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া থাকে। কারণ তাহারা ব্রহ্ম পুত্র বা ব্রাহ্মণ জাতি হইতে সমুদ্ভূত। যথা—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূঃ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"
পুরুষসূক্ত।

"হিংসাঽনৃত প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণন্তরং গতাঃ॥"
শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অঃ।

তাহাদের এ দাবী সমীচীন নহে। কারণ গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ, শূদ্র হইয়া পড়িলে তখন আর তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে না। তমোগুণ প্রাপ্ত ব্যক্তি সহজে সত্ত্ব গুণ লাভে সমর্থ হয় না। শূদ্র ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিলে বৈশ্য ক্ষত্রিয়কেও ব্রাহ্মণ হইতে বাদ দেওয়া যায় না। তাহা হইলে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ আর রক্ষা পাইতে পারে না। সকল জাতিই ব্রাহ্মণ হইয়া পড়ে। গুণকর্ম্ম বিভাগ একবারেই উঠিয়া যায়। আর যদি নমঃশূদ্রেরা ব্রাত্য ব্রাহ্মণও হইত,

DOUBLE COLOUR

তাহা হইলেও তাহাদের দশাহ অশৌচ পালনে অধিকার থাকিত না। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যখন আপনি সজাত্যও দ্বাদশাহ এবং পঞ্চ দশাহ অশোচ পালন না করিয়া মাসাশৌচ পালন করিতেছেন, তখন তাহারাও তদন্যথাচরণ করিত না। ব্রাত্য ব্রাহ্মণের পিতৃকর্ম্মে অধিকার নাই। ইহারা ভুর্জ্জকণ্টক এবং দেশ বিশেষে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ নামে অভিহিত। (মনু ১০অঃ ২০।২১) কিন্তু নমঃশূদ্রগণ কোন দেশেই ঐরূপ কোনও নামে পরিচিত নহে। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইলে ইহারা ৩০ দিনই অশৌচ পালন করিত। ন্যায়বর্ত্তী হইলে অবশ্যই ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিত, বর্ণসঙ্কর শূদ্র হইলে "শূদ্রবং বর্ণসঙ্কর" শূদ্রের সাধারণ অশৌচ মাসাশৌচ পালন করিত। মৎস্যজীবী বলিয়া যদি ইহারা 'নিষাদ' হইত তাহা হইলেও শূদ্র জাতীয়া মাতৃগর্ভ সম্ভূত বলিয়া শূদ্রবং মাসাশৌচ পালন করিত।* অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যা গর্ভোৎপন্ন হইয়াও যখন ব্রাহ্মণোচিত অশৌচ গ্রহণে সমর্থ হয় নাই, তখন ইহারাও দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতে পারিত না। ইহারা চণ্ডাল হইলেও প্রতিলোমোৎপন্ন বর্ণসঙ্কর বলিয়া শূদ্র জাতির সাধারণ অশৌচই পালন করিত দশাহ অশৌচ পালন করিত না। অতএব ইহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ন্যায়বর্ত্তী শূদ্র, নিষাদ এবং চণ্ডাল নহে। পরন্তু শূদ্র।

অনেকের ধারণা ইহারা চণ্ডাল, বস্তুতঃ ইহারা চণ্ডাল নহে। এ ধারণা তাহাদের ভ্রমাত্মক। বঙ্গীয় কায়স্থকেই যখন আধুনিক হিন্দু সমাজের পক্ষে শূদ্র বলা অসম্ভব হয় নাই, তখন শূদ্র জাতিকে যে চণ্ডাল বলা হইবে, ইহার আর বৈচিত্র কি ! শূদ্র, চণ্ডাল, কুকুর এই তিন জাতি অশুচি। এই অশুচিত্বের সমতা লইয়াই শূদ্রকে চণ্ডাল বলা হইতেছে, নচেৎ অন্য কোনও বিষয়েই চণ্ডালের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য নাই। আমাদের বিশ্বাস যদি কুকুরও মানব জাতির অন্তর্গত হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, সমাজ শূদ্র জাতিকে কুকুর বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করিত না। নমঃশূদ্রেরা যে চণ্ডাল নহে, ইহার বিশেষ প্রমাণ এই তাহারা আবহমান কাল হইতেই আপনাদিগকে চণ্ডাল স্বীকার করিতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া আসিতেছে। তাহারা চিরদিনই আপনাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে ; তবে অবোধ নমঃশূদ্রেরা ভ্রমে কেহ কেহ চণ্ডাল স্বীকার করিলেও তত দোষের হইতে পারে না ! চণ্ডালের লক্ষণ এইরূপ।—

* নিষাদের নামান্তর পারশব। মনু ৯ম অঃ ১৭৮। এবং ১০ম অঃ৮। ইহারা বোধ হয় এখন আর স্বতন্ত্র জাতিরূপে রহে নাই : ব্রাহ্মণের সহিতই মিলিয়া গিয়াছে। যথা—"পঞ্চ গোত্রং ছাপ্পান্ন নাই, এ ছাড়া আর ব্রাহ্মণ নাই, যদি থাকে দু এক ঘর, সাতশতী আর পরাশর।"

"চণ্ডাল স্বপচানাস্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপ পাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্॥
বাসাংসি মৃতচেলানি ভগ্ন ভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায় সমলঙ্কারঃ পরিব্রাজ্যা চ নিত্যশঃ॥
ন তৈঃ সময় মন্বিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মমাচরন্।
ব্যবহারো মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ॥
অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ভিন্ন ভোজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ॥
দিবাচরেয়ুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।
অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেয়ুরিতি স্থিতিঃ॥
বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথা শাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্য বাসাংসি গৃহ্ণায়ূঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ॥"

মনু ১০অঃ ৫১—৫৬।

চণ্ডাল এবং শ্বপচজাতির বাসস্থান, গ্রাম বহির্ভাগে দেয়, ইহাদিগকে পাপ রহিত করা কর্ত্তব্য। কুক্কুর ও গর্দ্দভ মাত্র ইহাদের ধন। মৃতবস্ত্র পরিধেয় ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহ নির্ম্মিত অলঙ্কার আভরণ এবং সর্ব্বদা পরিভ্রমণই ইহাদের নিত্যকর্ম্ম। সাধুরা যখন বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন তখন ইহাদিগের দর্শনাদি ব্যবহার নিষেধ। ইহাদের বিবাহ এবং ঋণ গ্রহণাদি মাত্র স্বজাতির সহিত সম্পন্ন হইবে। ইহাদিগকে অন্ন প্রদান করিতে হইলে, ভদ্রলোকেরা ভৃত্য দ্বারা ভগ্নপাত্রে অন্নপ্রেরণ করিবেন। গ্রামে বা নগরে রাত্রিকালে ইহাদের যাতায়াত একেবারে নিষেধ। রাজ নির্দ্দিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনার্থ উহারা দিবাভাগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ এবং অনাথ শব বহির্নিক্ষেপ করিবে। রাজদণ্ডে যাহাদের প্রাণ বিনাশ স্থির হইবে, ইহারা তাহার বধ সাধন করিবে। ঐ বধ্য ব্যক্তির বস্ত্রালঙ্কার ও শয্যা ইহাদের প্রাপ্য।

কিন্তু ইহার কোন লক্ষণই নমঃশূদ্রে দৃষ্ট হয় না। (এতল্লক্ষণান্বিত মেথর বা মুদ্দাফরাসকে বরং চণ্ডাল বলা যাইতে পারে।) সুতরাং নমঃশূদ্রেরা চণ্ডাল নহে, ইহারা প্রকৃত শূদ্র।

দ্বিতীয়তঃ। শূদ্র বেহারা (বাছার) ও নমঃশূদ্র এ উভয়ই যদি শূদ্র হয়, তবে ইহাদের মধ্যে একের জলচল হইবার অপরের জলচল না হইবার কারণ এখন বিশদরূপে প্রদর্শন করা যাইতেছে।—

"যোহস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতিব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নামতমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি॥" মনু ৪।৮১

যে শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান বা ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ করেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন।

পুনশ্চ—

"দক্ষিণার্থস্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥"

পরাশর।

যে বিপ্র দক্ষিণা প্রাপ্তির লোভে শূদ্রের যাজন কার্য্য করে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হয় এবং সেই শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ।—ব্রাহ্মণ পূত জাতি, ইহাদের সাধরণ অশৌচ ১০ দিন। শূদ্র অশুচি জাতি ইহাদের সাধারণ অশৌচ ত্রিশ দিন। পূত জাতির অন্নজল সকলের গ্রহণীয়; অশুচি জাতির অন্নজল অস্পৃশ্য। যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণার লোভে শূদ্রের যাজন করে, সেই ব্রাহ্মণ অশুচি জাতির যাজন করে বলিয়া স্বয়ংও অশুচি হয়। অর্থাৎ পতিত হয়। শূদ্রের অন্নজল যেমন অস্পৃশ্য তাহার অন্নজলও তদ্রূপ অস্পৃশ্য হয়। সেও শূদ্রেরই ন্যায় গণ্য হয়। নীচ সংশ্রবে উচ্চ জাতিরও নীচত্ব প্রাপ্তি ঘটে, এ জন্যই সেই ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হয় না ব্রাহ্মণই থাকে, তবে পতিত হয় মাত্র। জ্ঞানী ব্যক্তির দোষ অমার্জ্জনীয় এ জন্য এরূপ কঠোর দণ্ড বিধান হইয়াছে। পক্ষান্তরে উল্লেখিত শূদ্র, অধম, অস্পৃশ্য বা অশুচি হইলেও উচ্চ সংসর্গ প্রাপ্তে সূচি হওয়াতে তাহার অশৌচকাল হ্রাস করতঃ দশাহ করা হইয়াছে। অথবা তাহার জলপান করা যায়, এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতির সাধারণ অশৌচ পালনের অথবা তাহাদের সহিত জলচল থাকার অধিকার প্রাপ্তি হওয়াতে তাহাকে "ব্রাহ্মণ হয়" এইরূপ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই শূদ্র শূদ্রই রহিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে পারে নাই। যদি শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ এতই সহজ হইত, তাহা হইলে কৌশিক গোত্রীয় ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ হইতে এত বেগ পাইতে কখনও হইত না। পারশব জাতীয় শূদ্রকে সপ্ত জন্মের ব্রাহ্মণ সংসর্গের পর ব্রাহ্মণত্ব লাভে অধিকার দেওয়া হইত না। যখন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়নঃ।" শাস্ত্রের আদেশ এইরূপ থাকিলেও হরিভক্ত চণ্ডাল কখনও দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, এবং হরিভক্তি বিহীন ব্রাহ্মণ শ্বপচাধম বা চণ্ডাল হয় না। মাত্র কে

আদৃত ও কেহ ঘৃণিত হয়; তখন শূদ্র যাজী ব্রাহ্মণ পতিত এবং পূর্ব্বোক্ত শূদ্র পূত হইলেও তাহাদের স্বজাতিত্বের লোপ ঘটে না। ঐরূপ ব্রাহ্মণ ঘৃণিত এবং ঐরূপ শূদ্র আদৃত হয় মাত্র; শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ কাজেই সর্ব্বত্রই পতিত।* সুতরাং যে শূদ্র তাহার পুরোহিতের জলপান করে সেও পতিত হয়। নমঃশূদ্রেরা তাহাদের পুরোহিতের স্পৃষ্ট জল পান করে এ জন্য তাহারা দশাহ অশৌচ পালনে অধিকার লাভ করিয়াও পতিত রহিয়াছে। উন্নত অবস্থা প্রাপ্তেও অবনত হইয়া পড়িয়াছে। এজন্যও তাহাদিগকে অবনমিত শূদ্র এই অর্থে নমঃশূদ্র বলা হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে যে শূদ্র তাহার পুরোহিতের জল পান করেন নাই, তাহারা মাসাশৌচ পালন করিলেও শুচি বলিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির সঙ্গে তাহাদের জলচল রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়, যাহারা প্রকৃত শূদ্র তাহাদের পুরোহিত হয় নাই, নয় তাহাদের পুরোহিত পতিত হইলেও তাহারা নিজে আদৃত। মাসাশৌচ গ্রহণ করিলেও জলাচরণীয় অথবা পতিত হইলেও দশাহ অশৌচ গ্রহণে অধিকারী। এইরূপ সূত্র ধরিয়া শূদ্র ধর্ম্মের সহিত মিলাইলেই আমরা সমুদয় প্রকৃত শূদ্রের সন্ধান লাভ করিতে পারিব। (ক)

শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব মজুমদার।

* নমঃশূদ্রগণ কখনও নিজ পুরোহিতের পাল্কীবহন করিতে স্বীকার করে না। তাহাদের পুরোহিতদের পীড়াপীড়িতে বরং অনেকেই পাল্কী বহা কার্য্যটী পরিত্যাগ করিতেছে, তথাপি তাহাদের পুরোহিতদিগের পাল্কীবহন করিতেছে না। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়—এই ব্রাহ্মণগণ কিরূপ ঘোর পতিত। ইঁহাদের জলপান করিয়া যে নমঃশূদ্রও পতিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

(ক) শ্রদ্ধের মজুমদার মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধে যুক্তি ও কৌশলে বিন্যস্ত শব্দের সমাবেশে মুগ্ধ হইতে হয়। কিন্তু প্রকৃত সত্যান্বেষীর চক্ষে কি এই প্রবন্ধে ধুলা প্রক্ষেপ করিতে পারিবে? লক্ষণা করিয়া জাতিবর্ণ নির্ব্বাচন করা কি সুষ্ঠু কার্য্য? 'নমঃশূদ্র' এই অভিনব সংজ্ঞাটী যে কোন প্রাচীন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না; সুতরাং তাহার প্রতিকারের উপায় কোথায়? বরং সর্ব্বজন বরেণ্য সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস মহাভারতে উক্ত চণ্ডালের ও বাঙ্গালার পরিচিত চণ্ডালের একই অভিপ্রায় দেখা যায়। এই বিবরণটী মহাভারতের "ইন্দ্রমতঙ্গ সংবাদ" শীর্ষক অধ্যায়ে আছে। তাহাতে দেখা যায় কামপ্রমত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভেই নাপিত কর্ম্মনিরত শূদ্র হইতে প্রথম চণ্ডাল উৎপন্ন হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলেন ত্বং মত্তায়াং নাপিতেন হ।
জাতস্ত্বমসি চাণ্ডালো ব্রাহ্মণ্যং তেন তেঽনশৎ॥"

মহাভারত ১৩।২৭।১৭

সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রেই একবাক্যে শূদ্র হইতে ব্রাহ্মনীতে চণ্ডালের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং অত লক্ষণা না করিয়া বর্ত্তমানকালে কথিত নমঃশূদ্রের চণ্ডালত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়া, নাপিতকেই মৌলিক 'শূদ্র' নির্দ্দেশ করিলে ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্মান রক্ষা হয় এবং সত্যেরও অপলাপ করা হয় না।

কাঃ পঃ সঃ

ধর্ম্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কর্ত্তা হইয়াও ভগবান কি ভাবে অকর্ত্তা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ভগবান তাহা বলিতেছেন :—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তার মপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিপ্যন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥" ১৪

গীতা, ৪র্থ অঃ

অর্থ :—গুণ (সত্ত্বাদি) ও কর্ম্ম (শমদমাদি) ভেদে আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। তাহার কর্ত্তা হইলেও (ফলতঃ আমাকে অব্যয় (ক্ষয়োদয় রহিত পূর্ণ সুতরাং কামনা ও আসক্তি রহিত) এবং অকর্ত্তা বলিয়া জানি ও। ১৩

কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত (কর্ম্মেও কর্ম্মফলে আসক্ত) করে না। কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই। যিনি আমাকে এইরূপ জানেন তিনি কর্ম্মে আবদ্ধ হন না। ১৪

পঞ্চ প্রকারের কর্ত্তা নিদৃষ্ট আছে :—

"ক্রিয়ামুখ্যো ভবেৎ কর্ত্তা হেতু কর্ত্তা প্রয়োজকঃ।
অনুমন্তা গ্রহীতা চ কর্ত্তা পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ ॥"

এই পঞ্চ প্রকারের কর্ত্তাই সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। গীতা বলিতেছেন :—

"মুক্ত সঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥"২৮ গীতা,১৮শ অঃ।

অর্থ :—আশক্তি শূন্য (পুত্রাদির প্রতি অনুরাগ বা শত্রুর প্রতি দ্বেষ বশতঃ যিনি কর্ম্ম করেন না, কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া করেন কর্ম্মানুষ্ঠানে এরূপ রাগদ্বেষ

হইতে বিমুক্ত) অহংকর্তৃত্বাভিমান শূন্য (অথচ) ধৈর্য্য ও উৎসাহসমন্বিত সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকার শূন্য কর্ম্মানুষ্ঠাতাই সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হন। ২৬

বিষয়ে অনুরাগী কর্ম্মফলকাঙ্ক্ষী লুব্ধ হিংসাত্মক অশুচি (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) আনন্দ ও বিষাদযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠাতা রাজস নামে খ্যাত হয়। ২৭

ইন্দ্রিয়াসক্ত. বিবেকহীন অনম্র, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয়। ২৮

মানুষের মধ্যেও যিনি সাত্ত্বিক কর্ত্তা তিনিও কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করেন না। ভগবান প্রকৃতিরই অতীত। সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে অসম্পৃক্ত. পরিপূর্ণ অব্যয় স্বরূপ। তাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্টি-স্থিতি-পরিণাম-প্রলয়রূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐরূপ দ্রষ্টাভাবে ভগবান কর্ম্মের কর্ত্তা হইলেও অসম্পৃক্ত বলিয়া তিনি সম্পূর্ণ অকর্ত্তা।

একমাত্র চৈতন্যের অস্তিত্বেই চরাচর জগতের অস্তিত্বের প্রতীতি হয়। এই চৈতন্য বা পুরুষ প্রকৃতি বিবর্জ্জিত হইয়াও আপন চৈতন্যময় স্বরূপে কেবলভাবে আপনাতে আপনি বর্ত্তমান থাকেন কিন্তু চৈন্যের অভাব কল্পনা করিলে এই চরাচর জগতের এবং জগত কার্য্যের শক্তি পর্য্যন্তের ও অস্তিত্বের কল্পনা হইতে পারে না।

যে ভগবৎ শক্তি বা প্রকৃতি অনন্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-পরিণাম-প্রলয় সংঘটন করিতেছেন যতক্ষণ সেই শক্তি সেই সর্ব্বদ্রষ্টার দৃশ্যরূপে অভিব্যক্তা নহেন ততক্ষণ সেই মূল প্রকৃতি অব্যক্তা ও সৃষ্টি-শক্তি-হীনাবস্থায় সেই শক্তিমানের সহিতই অভেদভাবে অবস্থান করেন। তাই, ভগবান কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা।

আমি এই যে লেখনী পরিচালন করিতেছি, ইহা আমারই শক্তি। এই শক্তি অব্যক্তাবস্থায় অভেদভাবে আমাতেই অবস্থান করিতে ছিল। কিন্তু আমার প্রেরণামাত্রই সেই শক্তি ক্রিয়মানা হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় অবলম্বন করিয়া লিপিরূপ কর্ম্মের প্রসবিতা হইয়াছে। এইরূপ ভগবানের দৃষ্টিরূপ অনুগ্রহ লাভ মাত্রই প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আমার এই অনুচৈতন্য তাঁহার বিভুচৈতন্যে নিমজ্জিত আছে, তাই তাঁহার বিধি অনুসারেই আমার জৈব-শক্তিও আমাতে অভেদভাবে থাকিয়া আমার প্রেরণায় ক্রিয়মানা হইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আবার আমাতেই অভেদভাবে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু আমি কর্ম্ম সংস্কারাবদ্ধ বাসনা বিশিষ্ট অধম জীব, আমি আমার জৈব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন; আমি প্রকৃতির প্রতি পরিণামে আসক্ত অনুরক্ত ও পরিণামের বশতাপন, আমার

কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাই আমি প্রকৃতির সহিত মিশিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।

ভগবান তাঁহার শক্তির অধীশ্বর, অধীন নহেন, শক্তিই তাঁহার অধীন। সেই বিভুচৈতন্যের অধিষ্ঠান ভিন্ন জড় শক্তি কখন ক্রিয়মানও হইতে পারে না। অথচ এই বিভুচৈতন্য দ্রষ্টা হইয়াও তাঁহার শক্তির কার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই, ভগবান বিভুচৈতন্য জগতের হেতু-কর্ত্তা বা অনুমন্তা কর্ত্তা হইয়াও সম্পূর্ণ অকর্ত্তা।

হিন্দু-শাস্ত্র কোথায়ও বা সেই পরম দেবতাকেই জগতের কারণ বলিয়াছেন, কোথায়ও বা প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলিয়াছেন। এই উভয় বাক্য মধ্যে কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই। "কারণ" শব্দটি দুই অর্থে দুই স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা দুই স্থলেই একার্থে ব্যবহৃত হওয়া ভাবিয়া ভ্রম করি।

সাধারণতঃ আমরা "কার্য্য কারণ" এই শব্দদ্বয় একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া উহার অর্থ যে ভাবে বুঝিয়া থাকি সেভাবে প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলা যাইতে পারে। কারণের অবস্থান্তরকেই আমরা কার্য্য বলিয়া থাকে। কারণ গুণই কার্য্যে থাকে—কারণ বিকৃত হইয়াই কার্য্য নাম ধারণ করে।

মূল প্রকৃতি অব্যক্তাবস্থায় ভগবৎ শক্তিরূপে অভেদভাবে সেই শক্তিমান বিভুচৈতন্যেই অবস্থান করেন। ভগবৎ প্রেরণায় এই শক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়া স্পন্দন আকারে উপস্থিত হইয়া ক্রমিক পরিণামে অনন্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-পরিণাম-প্রলয়রূপে ব্যক্ত ও সংহৃত হয়। এই পরিণাম বা বিকার ধর্ম্ম প্রকৃতিরই নিজস্ব। উহা ভগবানের স্বরূপ নহে। এই ভাবে প্রকৃতিই জগতের কারণ। জ্ঞানময় নির্ব্বিকারাবস্থাই ভগবানের স্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতি ও প্রকৃতিসম্ভব প্রতি বস্তুর প্রতি পরমানুতে ও তৎপরিণামে নির্ব্বিকারভাবে সেই বিভু চৈতন্যের অধিষ্ঠান না থাকিলে স্পন্দনধর্ম্মশালা প্রকৃতির আদৌ কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। দ্রষ্টার দৃষ্টি সংহৃত হইলে বিকাররূপ দৃশ্যের নৃত্য আর থাকে না। তাই প্রকৃতির সকল অবস্থায় বাহ্যাভ্যন্তরের দ্রষ্টা ও অনুমন্তারূপে ভগবানই জগতের কারণ। এই কারণের অর্থ হেতু বা অধিষ্ঠাতারূপে শক্তির প্রেরয়িতা। এই ভাবে ভগবান জগতের কারণ হইয়াও কারণ নহেন, কর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা নহেন। যিনি ভগবানের এই স্বরূপ চিন্তা করিয়া আপনার জৈব প্রকৃতির অতীত হইতে পারেন তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করেন না এবং ভগবানকেই লাভ করিতে পারেন। জগতের হিতের জন্য ভগবান অবতাররূপে দেহধারী হইয়া সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুর্ব্বৃত্তগণকে বিনাশ করিয়া উদ্ধার করায় জগতে ধর্ম্মভাব সংস্থাপন জন্য অশেষ কর্ম্ম করিয়াও এইভাবে তিনি জন্মেন না এবং কোন কর্ম্মই করেন না। সর্ব্বগুণ সম্পন্ন অব্যক্তা প্রকৃতিই তাঁহার শক্তি, এই শক্তি তাঁহাতেই অবস্থান করেন। এই শক্তির আধার ও প্রেরয়িতা রূপে তিনি সর্ব্বগুণের আকর—গুণহীন নহেন। অথচ প্রকৃতির গুণ ও কার্য্যের সহিত অসম্পৃক্ত বলিয়া তিনি গুণাতীত। অব্যক্ত প্রকৃতির বা শক্তির কার্য্যের হেতু অনুমন্তা ও দ্রষ্টাভাবে জগন্ময় হইয়া সেই বিভু চৈতন্য অবস্থান না করিলে অনন্ত জগতের কোনটিরই অস্তিত্ব থাকে না। তাই, তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। যিনি তাঁহার জন্মকর্ম্মে, অনন্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-পরিণাম-প্রলয়ে ও তদতীত অবস্থায় সেই বিভুচৈতন্যের অবস্থান ধারণা করিতে পারেন এবং এই ভগবদ্ভাবের অনুসরণ করিয়া যোগযুক্ত কর্ম্ম করিয়া ফলসহ ঐ কর্ম্ম সেই ভগবানের চরণেই উৎসর্গ করিয়া সমত্ব বুদ্ধিতে স্থিতি লাভ করেন তিনিই প্রকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানী ভক্ত। এই জ্ঞানের নামই জ্ঞানযোগ। ইহা প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগ জ্ঞানরূপ জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যজ্ঞান নহে, ইহা নির্লিপ্ত পুরুষের প্রকৃতির সহিত যোগরূপ খেলার বিভুজ্ঞান—সর্ব্বরসের আকর পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রসময়ী হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধিকার প্রেমময়ী রাসলীলার জ্ঞান। প্রকৃতি পুরুষের এই লীলা বা খেলার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া অন্তঃস্থলদর্শী হওয়া আবশ্যক। নিষ্কাম কর্ম্মযোগেই এই ফল প্রতিষ্ঠিত আছে।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ভগবান এই বিভুজ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান নামে অভিহিত করিয়াছেন :—

> "সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
> অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥"

গীতা, ১৮।২০

অর্থঃ—যে জ্ঞান দ্বারা বিভক্তরূপ সর্ব্বভূতে (ব্রহ্মা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্ব আকার বা মূর্ত্তিতে) অবস্থিত এক বিকার বিহীন ভাব বা অস্তিত্ব (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) অবলোকিত হয় সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে।

এই সাত্ত্বিক জ্ঞানই চতুর্থ অধ্যায়ের জ্ঞানযোগের বিষয়। ইহাই প্রকৃতি ও প্রকৃতির অতীত প্রদেশব্যাপী এক অব্যয় ভাবের জ্ঞান ও গীতার জ্ঞানযোগ।

গীতার পঞ্চম অধ্যায়টি "কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ" নামে অভিহিত হইয়াছে। সন্ন্যাস (সম্—নি—অস্ × অ ঘেঞ্ ভাবে) শব্দ 'অস্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'অস্' ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ করা বা ত্যাগ করা। কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি যে ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান

করিলে কর্ম্ম হইতে বিযুক্ত বা ত্যক্তকর্ম্ম ভাবে অবস্থান করিতে পারেন এবং ঐ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানই যে প্রকৃত সন্ন্যাস— সন্ন্যাস হইতে উহা যে একবারেই পৃথক্ নহে, কর্ম্মযোগী না হইয়া কর্ম্ম সন্ন্যাস যে দুঃখেরই কারণ, এই সকল বিষয় এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সকল উপদেশ দ্বারা কর্ম্মযোগেই যে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের ফল প্রতিষ্ঠিত আছে ভগবান তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান কোনস্থানে কর্ম্মযোগের, কোনস্থানে অকর্ম্মরূপ জ্ঞানযোগের প্রশংসা করিয়াছেন। কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া নিষ্কাম ভাবে বিহিত ও স্বাভাবিক কর্ম্ম কৃত হইলে তাহা প্রকৃত পক্ষে অকর্ম্মই হয়; ইহাই ভগবানের উপদেশ। সুতরাং অকর্ম্মাবস্থাই প্রকৃত লক্ষ্যের বিষয়। তাহা হইলে প্রথমেই অকর্ম্মরূপ জ্ঞানাবস্থায়ই অবস্থান করি না কেন? এরূপ সন্দেহ হওয়া মহাত্মা অর্জ্জুনের পক্ষে স্বাভাবিক। অবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং বিহিত কর্ম্ম কামনা করিয়া বা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনুষ্ঠান করাই যেন মোক্ষার্থীর পক্ষে পরিত্যাজ্য হইল, অকর্ম্মাবস্থাত প্রকৃত লক্ষ্যেরই বিষয় সুতরাং অবিহিত কর্ম্ম এবং বিহিত কাম্য ও নিষ্কাম কর্ম্মরূপ সমস্ত কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই অকর্ম্মরূপ জ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিব না কেন? স্বধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধরূপ ভীষণ কর্ম্ম করিব কেন? মহাত্মা অর্জ্জুনের মনে এইরূপ আশঙ্কা হওয়ায়, কর্ম্ম যোগ ও অকর্ম্মরূপ জ্ঞানযোগ উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার অবলম্বনীয় তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন :—

"সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ সংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥"

গীতা, ৫।১

অর্থ :—হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্ম সকল ত্যাগের প্রশংসা করিয়াছ। পুনরায় কর্ম্মযোগেরও প্রশংসা করিতেছ। এই উভয়ের মধ্যে যেটি শ্রেয় (অবলম্বনীয়) তাহাই আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল।

ভগবান ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্ম সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্ত মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭

গতো, ৫ম অঃ

অর্থ :—কর্ম্মত্যাগ (সন্ন্যাস) ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষ প্রদায়ক তথাচ দুইয়ের মধ্যে কর্ম্ম সন্ন্যাসাপেক্ষা কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ।২

(যেহেতু) যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না (রাগ দ্বেষ রহিত ও লাভালাভ ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন) তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী (কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী বলিয়া) জানিও। যেহেতু হে মহাবাহো! রাগ দ্বেষ রহিত (শুদ্ধচিত্ত) ব্যক্তি অনায়াসেই (সমস্ত বুদ্ধিরূপ জ্ঞান দ্বারা) সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।৩

অজ্ঞ ব্যক্তিগণই সাংখ্যজ্ঞান যোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক বলিয়া থাকে, পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। (ইহার একটি (সাধন) সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিলেই উভয়েরই ফল (যে এক মোক্ষ তাহা) লাভ করা যাইতে পারে।৪

সাংখ্যজ্ঞাননিষ্ঠগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, কর্ম্মযোগীগণও সেই স্থানেই গমন করেন। যিনি সাংখ্য এবং যোগকে এক দেখেন তিনিই সম্যক দর্শন করেন।৫

হে মহাবাহো! যোগ (কর্ম্মযোগ সাধন) বিনা সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগরূপ অকর্ম্মাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া) দুঃখের কারণ। (অর্থাৎ ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল দুঃখভোগ করিতে হয়)। কর্ম্মযোগযুক্ত মুনি (কর্ম্মযোগ সাধনে অচিরে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া) অনতিবিলম্বে ব্রহ্মেই গমন করেন (অপরোক্ষ জ্ঞানে অবস্থিত হন)।৬

যোগযুক্ত বিশুদ্ধ চিত্ত (কর্ম্মযোগ সাধনে বিশুদ্ধ চিত্ত) বিজিতচিত্ত জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতের আত্মাই যাঁহার আত্মা তিনি কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না।৭

অকর্ম্মরূপ জ্ঞানাবস্থাই জীবের চরম লক্ষ্য এবং কর্ম্মযোগানুষ্ঠান দ্বারাও সেই লক্ষ্য স্থানেই গমন করা যায়, এরূপ বলিয়াও ভগবান সাংখ্য যোগাপেক্ষা কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয় কি জন্য বলিয়াছেন, গীতার উল্লিখিত ও অন্যান্য শ্লোকের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিয়া আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

লোক সংগ্রহার্থ অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গগামী লোক সকলকে সৎপথে চালিত করার জন্য নির্লিপ্ত থাকিয়া যোগযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনি নিজে পরমানন্দ লাভ করিয়া ও পরার্থপর এবং ধর্ম্মানুযায়ী জগচ্চক্র সুনিয়মে পরিচালনের সহায় হন।

(৮) সর্ব্বেশ্বর ভগবান আত্মারামভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়াও জগতের হিতের জন্য শক্তির প্রেরয়িতারূপে অসম্পৃক্তভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং অবতার গ্রহণে জন্মকর্ম্মের অভিনয় করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়া থাকেন। যে সাধনা সেই সর্ব্বেশ্বরের অবলম্বিত পথানুসরণে তাহাকে পাইতে পারে সে সাধনা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। ইহাই কর্ম্মযোগ সাধনা।

মুক্তি বিষয়ে সাংখ্য ও কর্ম্মযোগের ফল এক হইলেও আমাদের বিবেচনায় এই সকল কারণে ভগবান কর্ম্মযোগানুষ্ঠানকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়াছেন।

কর্ম্মযোগ সাধনায় ফল বিষয়ক কামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া বিহিত ও স্বাভাবিক কর্ম্ম নির্লিপ্তভাবে করিতে হইবে। কর্ম্মযোগের এই মূল সূত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ভাগে নির্দ্দেশ করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে এই দুর্নিবার শত্রুদ্বয়কে জয় করা যাইবে এই সাধন তত্ত্ব পরবর্ত্তী বিবিধ যোগ-বর্ণনায় ক্রমে না না স্থানে নানা ভাবে ভগবান পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে এই তত্ত্ব অঙ্কিত করিয়া প্রত্যেক যোগ ফলের সহিতই কর্ম্ম-যোগের একতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাধারণতঃ বৈধাবৈধ যে কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হউক, ঐ কর্ম্মের উত্তেজক কোন কারণ, কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা প্রেরয়িতা কোন কর্ত্তা ও কর্ম্ম সম্পাদক কোন কর্ত্তা থাকিবে এবং কোন ব্যক্তিতে এই কর্ম্মফল আশ্রয় করিবে; কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক কর্ত্তা এক ব্যক্তিও হইতে পারেন ভিন্ন ব্যক্তিও হইতে পারেন কিন্তু কর্ম্মফল সম্পাদক কর্ত্তাতে কি ভিন্ন ব্যক্তিতেও আশ্রয় করিতে পারে। কর্ম্মানুষ্ঠান কালে তৎপূর্ব্বে ও পরে এই উত্তেজক কারণের সহিত এবং কর্ম্মফলের সহিত কর্ম্মসম্পাদক কর্ত্তার (যে স্থলে প্রবর্ত্তক, সে স্থলে প্রবর্ত্তক কর্ত্তার) যে সম্বন্ধ তাহার অত্যন্তাভাব মনে নিশ্চয় ধারণা রাখিয়া ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাই কর্ম্মযোগ সাধন প্রণালীর মূল তত্ত্ব। ইহা যে যে উপায়ে করিতে হইবে তাহা ভগবান সমস্ত গীতার না না স্থানে না না ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের পরবর্ত্তী শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলে ঐ সম্বন্ধে ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে হইলে

গীতার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায়ে ঐ সম্বন্ধে মূল সূত্র যাহা ভগবান সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে বুঝা আবশ্যক।

প্রধান এবং দুর্নিবার শত্রু কাম বা কামনা। স্বাভাবিক এবং সংকল্পপ্রভব ভেদে এই কামনা দ্বিবিধ। এই কামনা সকল রক্তবীজের বংশধর। জগতে যখন বিষয়ের এবং মনের সংকল্পের অন্ত নাই তখন স্বাভাবিক ও সংকল্পপ্রভব কামনারও অন্ত নাই। কামনা সঙ্কল্পের উদ্ভব মাত্রেই দ্বিতীয় প্রবল শত্রু অহং ও কর্ত্তৃত্বাভিমান উহাদিগকে আপনার করিয়া লইয়া সপ্রেমে উহাদিগকে আলিঙ্গন করে উহাদের সহিত বিষয়ে বিষয়ে বিচরণ করে ও জীবকে কাম্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কর্ম্ম-সংস্কার দ্বারা সংসারে বন্ধন করে।

প্রধান শত্রু কামনার উদ্ভব কিরূপে হয় এবং কিরূপে জীবকে বিনাসের পথে লইয়া যায় তাহা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন :—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংসাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥৬৩
রাগ দ্বেষাবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈ র্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥" ৬৪গীতা, ২য় অঃ।

অর্থ :—বিষয় চিন্তানিরত পুরুষের সেই (বিষয়) সকলে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে (কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কামনার ব্যাঘাত জন্মিলে) ক্রোধোৎপন্ন হয় না।৬২

ক্রোধ হইতে সম্মোহ (কার্য্যাকার্য্য বিবেকাভাব) হয়। বিবেকশূন্য হইলে বুদ্ধিনাশ (হতজ্ঞান বা জ্ঞানশূন্য) হয় বুদ্ধিনাশ হইলে মৃত্যুতুল্য হয়।৬৩

চিত্তজয়ী ব্যক্তি আত্মবশীভূত আসক্তি ও দ্বেষহীন ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় উভোগ করিলেও শান্তিলাভ করেন। ৬৪

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগে বৃত্তিলাভ হইলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম সংস্কার জনিত জীবের প্রকৃতি নিহিত স্বাভাবিক কামনা বশতঃ কোন বিষয় তাহার প্রীতিকর কোন বিষয় তাহার অপ্রীতিকর বোধ হইলে জীবের ঐ বিষয়ের ধ্যান করিতে ইচ্ছা হয়। স্বাভাবিক কামনাই এই ইচ্ছার কারণ। পুনঃ পুনঃ বিষয়ের ধ্যানেই বিষয়ের প্রতি আসক্তি বা বিদ্বেষ জন্মে এবং সেই বিষয় লাভের বা পরিহারের জন্য মনের সঙ্কল্প হইয়া সংকল্পপ্রভব কামনার উদ্ভব

হয়। এই কামনা হইতে কিরূপে জীব ক্রমে বিনাশের সীমায় উপনীত হয় তাহা উল্লিখিত ৬২।৬৩ শ্লোক দৃষ্টেই পাঠক সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবেন। এই কামনা দূর করিতে হইলে কিভাবে জীবন গঠিত করিয়া কিভাবে বিষয় উপভোগ করিতে হয় তাহার আভাস ৬৪ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে এবং বিষয়ের ভাবনা যে পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা প্রকারান্তরে ৬২।৬৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়েও ভগবান এই কথাই বলিয়াছেন :—

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥" গীতা ৩।৭

অর্থ :—যিনি মন দ্বারা কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করেন সেই অনাসক্ত (কর্ম্মফলাভিলাষ শূন্য) ব্যক্তি বিশিষ্ট।

কর্ম্মের উত্তেজক কারণ এই কাম এবং প্রতিহত কাম হইতে উৎপন্ন ক্রোধ মানবের পরোক্ষ জ্ঞান ও অনুভবাত্মক ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের মূল তত্ত্বকে আবৃত করিয়া মুক্তির অন্তরায় হয় এবং যে ভাবে উহাদিগকে জয় করিতে হইবে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ ভাগে ভগবান তাহা বলিতেছেন :—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথা দর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভ স্তথা তেনেদমাবৃতম্॥৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠান মুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০
তস্মাৎ ত্ব মিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশম্॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥৪৩ গীতা, ৩য় অঃ।

অর্থ :—ইহা রজগুণ সমুৎপন্ন কাম, ইহা (প্রতিহত কাম হইতে উৎপন্ন) ক্রোধ, ইহাকে (এই বীজরূপ কামকে) দুষ্পুর অতি উগ্রবৈরী (মোক্ষ-পথের শত্রু বলিয়া) জানিও। ৩৭

অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা, দর্পণ যেমন মল দ্বারা, গর্ভ যেমন জরায়ু (গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম) দ্বারা আবৃত থাকে সেইরূপ ইহা (চৈতন্যময় পুরুষের কৈবল্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান) সেই কাম দ্বারা আছন্ন থাকে। ৩৮

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কামরূপ দুষ্পূরণীয় অগ্নি দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে। (শত শত দাহ্য পদর্থের দ্বারা অপূর্ণোদর অগ্নির যেমন তৃপ্তি হয় না সেইরূপ বিষয় উপভোগ দ্বারা এই কামনা তৃপ্ত না হইয়া ক্রমেই বর্দ্ধিত হয় এবং অগ্নির মত ধুমায়িত হইয়া এই কাম জ্ঞানাগ্নিকে আবৃত করে। ৩৯

ইন্দ্রিয় সকল মন ও বুদ্ধি ইহার (এই কামের) অধিষ্ঠান (অধিষ্ঠান ভূমি অর্থাৎ আশ্রয় স্থান) বলিয়া কথিত হয়। এই কাম ইহাদের দ্বারা (ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা) জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। ৪০

সেইহেতু হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয় সকলকে সংযম করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান (ইন্দ্রিয়াতীত পরোক্ষ জ্ঞানের এবং ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ) বিনাশক এই পাপরূপ কামকে জয় কর। ৪১

ইন্দ্রিয়গণকে (দেহাদি হইতে) শ্রেষ্ঠ বলা যায়, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা, বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি সেই (আত্মা) (বুদ্ধির অতীত নির্ব্বিকার দ্রষ্টা স্বরূপ)। ৪২

হে মহাবাহো! এইরূপ বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া (বুদ্ধির অতীত নির্ব্বিকার দ্রষ্টার স্বরূপ জানিয়া) এই আত্মজ্ঞান দ্বারা বা আত্মনিষ্ঠ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে (মনকে) নিশ্চল করিয়া (অর্থাৎ স্পন্দন ধর্ম্মী সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের যে চাঞ্চল্য আত্মাকেও আবৃত করিয়া চঞ্চল রূপে প্রতিপন্ন করে, আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি দ্বারা মনের এই চাঞ্চল্য দূর করিয়া অচঞ্চল আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া) এই কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে জয় (বা বিনাশ) কর। ৪৩

রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এই কাম বা কামনাই চিত্তস্পন্দনের কারণ সুতরাং মুক্তির অন্তরায়। এই কামের দুর্গ বা আশ্রয় স্থান—ইন্দ্রিয় সকল, মন, এবং বুদ্ধি দেহাদি হইতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণ স্থূল দেহকে প্রকাশিত ও পরিচালিত করে। তাই, স্থূল দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। বাহ্যেন্দ্রিয় সকল হইতে মন সূক্ষ্ম, মন কর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং পরিচালিত না হইলে বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি কার্য্যকরী হইতে পারে না, তাই, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মনের প্রকাশক। মনের সংকল্প বিকল্প মধ্যে বুদ্ধি ক্রিয়া না করিলে এবং কোন্‌টি অবলম্বনীয় তাহা স্থির করিয়া না দিলে মন অগ্রসরই হইতে

পারে না। তাই, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি বুদ্ধিরও প্রকাশক এবং বুদ্ধি হইতে সূক্ষ্ম—সকল প্রকাশ শক্তি বিশিষ্ট বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রকাশ শক্তিরও প্রকাশক ও প্রেরয়িতা সেই অব্যক্ত স্বরূপ আত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই আত্মাই সমভাবে সর্ব্বভূতে বিরাজিত অব্যক্তমূর্ত্তি ভগবান।

বিষয় ভাবনা করিয়া জীব বিষয়াসক্ত হইলেই কামনা উৎপন্ন হইয়া ঐ জীবের মনোবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় অধিকার করিয়া জীবকে কাম্য বিষয়ের বা কর্ম্মের কাম্য ফললাভের জন্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সংসারে আবদ্ধ করিয়া থাকে। এই দুর্নিবার শত্রুকে জয় করিতে হইলে বুদ্ধির আত্মনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধি আত্মাতে প্রবিষ্ট হইলে বুদ্ধির ও বুদ্ধিপরিচালিত মনের এবং মনপরিচালিত বাহেন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য দূর হইয়া যায়। তখন এই কামনা আশ্রয় ভ্রষ্ট হইয়া আর চিত্তের কামনাজনিত স্পন্দন জন্মাইতে পারে না। অখণ্ড বিভুচৈতন্যে প্রবিষ্ট চিত্ত চাঞ্চল্য-বিহীন হইলে জীব বিষয় উপভোগ করিয়াও নিষ্কাম ও নির্ব্বিকারভাবে থাকিতে পারেন। এইরূপে যোগী যখন রজগুণসম্ভব কামনা ও কাম্য বিষয় হইতে সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্টভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হইবেন তখন আর মুক্তির অন্তরায় এই দুর্জ্জয় শত্রু হইতে তাঁহার ভয়ের কারণ থাকিবে না। এই দুর্নিবার শত্রু সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া যাইবে।

আমরা কর্ম্মের উত্তেজক মূল কারণ কামনারূপ শত্রুদমন সম্বন্ধে গীতার বিধান কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন এই কামনা ও কাম্য ফলের সহিত কর্ম্ম-সম্পাদক কর্ত্তার সম্বন্ধ অহং বা কর্ত্তৃত্বাভিমানরূপ দ্বিতীয় প্রবল শত্রুদমন সম্বন্ধে গীতার অভিপ্রেত উপায় বুঝিতে চেষ্টা করিব।

জীবের মনের যে সংকল্প হইতে কামনা উত্থিত হয়, জীব ঐ সংকল্পে ও তদুৎপন্ন কামনায় ও কর্ম্মে মমতা বা আমার অভিমান করে। চৈতন্য দ্বারা মলিন মনোবুদ্ধি চিৎভাবাপন্ন না হইলে জড়ধর্ম্মি মন হইতে সংকল্পই উত্থিত হইতে পারে না, কিন্তু ঐ ঐ সংকল্প কামনা প্রভৃতি মনোবুদ্ধিরই ধর্ম্ম, তাহা সেই নির্লিপ্ত চৈতন্য বা পুরুষের স্বরূপ নহে। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মসংস্কার বশতঃ স্পন্দনযুক্ত মলিন চিত্তে স্পন্দন দ্বারা অসম্পৃক্ত আত্মা আবৃত রহিয়াছেন বলিয়া জীব সেই নির্ব্বিকার চৈতন্যে বা পুরুষে জড়ের ধর্ম্ম আরোপ করিয়া চিৎভাবাপন্ন মনের এই সংকল্পে কামনায় ও কর্ম্মে মমতা অভিমান অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমার কামনা, আমার কর্ম্ম ইত্যাদি রূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান করে। সংকল্প হইতে উত্থিত কামনা কর্ম্মফল বিষয়ে হইয়া থাকে। কর্ম্মযোগী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে কর্ম্মসন্ন্যাসী

না হইয়া যদি কর্ম্মফল সন্ন্যাসী হন তাহা হইলে এই কামনা আত্মার সহিত সম্বন্ধশূন্য হয় এবং জীবের অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা রূপ অভিমানের প্রবলতা স্বতই হ্রাস হইয়া যায়। প্রকৃতির গুণ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রকৃতিই কর্ম্ম করিতেছেন আমি কিছুই করিতেছি না এই তত্ত্ব কর্ম্মযোগী সর্ব্বদা মনে স্থায়ী করিতে পারিলে এই দুর্নিবার দ্বিতীয় শত্রু বিনষ্ট হইয়া যায়। এই মূলসূত্র ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" ২৭

অর্থ :—প্রকৃতির গুণ (বা স্বভাবের কার্য্য ইন্দ্রিয় সকল) দ্বারা কর্ম্মসকল সর্ব্বতোভাবে সম্পাদিত হয় কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা (নিজের চৈতন্যে বা পুরুষের স্বরূপ প্রকৃতির ধর্ম্ম আরোপিত করিয়া ইন্দ্রিয় সকলে আত্মদৃষ্টিরূপ ভ্রম বশতঃ মোহিত ব্যক্তি) "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করে।২৭

কর্ম্ম সম্পাদক কর্ম্মযোগীর সহিত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক মূল কারণ কামনা ও কর্ম্মযোগীর অহং অভিমান বা কর্ত্তৃত্বাভিমানরূপ সম্বন্ধ কিরূপে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমরা গীতার উপদেশে কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

জড়শক্তি প্রকৃতিই প্রকৃতি-সম্ভব ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, "কর্ম্ম সম্পাদক কর্ত্তা কর্ম্মযোগীর সহিত ঐ কর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই" এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মযোগীকে পরিচালিত হইতে হইবে। কিন্তু চৈতন্য নিরপেক্ষ জড়শক্তির ক্রিয়া একদা অসম্ভব। কারণ চৈতন্যের প্রেরণাই তাঁহার শক্তির ক্রিয়া, তাই, প্রকৃতি ও প্রকৃতির প্রতি পরিণামে সেই বিভুচৈতন্যের অধিষ্ঠান বুঝিতে না পারিলে ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা প্রকৃতির কার্য্য-সম্পাদনের ধারণাও হইতে পারে না সুতরাং শক্তি বা প্রকৃতি এবং তাঁহার পরিণাম সম্বন্ধে সেই বিভুচৈতন্যই প্রেরয়িতা। কিন্তু এই প্রেরয়িতার বা অনুমন্তার অর্থ দ্রষ্টা স্বরূপ তাঁহার অবস্থান, কারণ প্রকৃতির ও প্রকৃতির বিকৃতির সহিত তিনি সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত। এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই কর্ম্মযোগীর কর্ম্মের অকর্ম্মাবস্থা বা জ্ঞানযোগ। শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মেও এই প্রেরয়িতাকে ভাবনা করিয়া নিষ্কামভাবে এই বিভুচৈতন্যের অধিষ্ঠান বুঝিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা কর্ম্মযোগীর নিজের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। ইহাই জ্ঞানযোগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কর্ম্মফলের সহিত কর্ম্মযোগীর সম্বন্ধ কিরূপে বিচ্ছিন্ন হইবে তাহা এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কর্ম্মফল অবশ্যই কোন না কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে। এই কর্ম্মফল কর্ম্ম-সম্পাদক যোগীকে আশ্রয় না করিলে, ঐ কর্ম্মফলের গ্রহীতা যিনি তৎ-সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি না জন্মিলে কর্ম্মযোগী হইতে এই কর্ম্মফলের বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি কর্ম্মযোগীর হইতে পারে না। সেই বিভুচৈতন্যই কর্ম্মফলগ্রহীতা। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবে তিনি ফল গ্রহীতা হইবেন এরূপ ধারণা হওয়া কঠিন, কারণ তদাবস্থায় কর্ম্মফল তাহাতে থাকিতে পারে না। সেই ব্রহ্ম মায়া বা প্রকৃতির অধীশ্বর। তিনি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়াবলম্বনে ব্যক্তভাবাপন্ন হইয়া ব্যক্তিত্বভাবে (Personal God রূপে) প্রকৃতি দ্বারা কর্ম্মফল গ্রহণ করিয়া থাকেন। একান্ত শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্মযোগী ব্রহ্মে (এই বিশিষ্ট ব্রহ্মে) সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া নিজে কর্ম্মফল হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবেন। অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত সেই ভগবানের শ্রীচরণে কর্ম্মফল অর্পিত হইলে, সে কর্ম্ম আর কর্ম্মযোগীর বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের ভক্তিযোগ। সেই পরম পুরুষের প্রেরণাতে প্রকৃতিই কর্ম্ম সম্পাদক ধারণায় সেই কর্ম্মফল সেই পরম পুরুষে অর্পণ করাই প্রকৃত কর্ম্ম সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্ম ক্ষেপণ)। ইহাই পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এই কর্ম্ম সন্ন্যাসের মূল স্থত্রের সূচনা ও ভগবান তৃতীয় অধ্যায়েই করিয়াছেন:—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥" গীতা,৩।৩০

অর্থ:—আমাতে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া আত্মাতে মন রাখিয়া (সেই অন্তর্যামীর প্রেরণায় কার্য্য করিতেছি এইরূপ ভাবিয়া) নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া শোক ত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। ৩০

পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত কর্ম্ম সন্ন্যাসযোগের মূল তত্ত্বের সূত্রপাত দ্বিতীয় তৃতীয়াদি অধ্যায় করিয়া ভগবান কিরূপ আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য ও সুন্দরভাবে পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলে ঐ যোগ নিহিত কর্ম্মজ্ঞানভক্তির অভিব্যক্তি করিয়াছেন, এখানে আমরা তাহার আভাস মাত্র দিলাম, ভরসা করি গীতা পাঠে পাঠক স্বয়ং তাহা লক্ষ্য করিবেন এবং বর্ণিত কর্ম্মসন্ন্যাস যোগের মূল তত্ত্ব পঞ্চম অধ্যায়ের প্রত্যেক শ্লোক পাঠেই বুঝিতে পারিবেন। চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণে অক্ষম কর্ম্মযোগী কিভাবে অভ্যাস যোগের আশ্রয় গ্রহণ ও তদ্বারা বিগতেচ্ছু ভয়ক্রোধ হইয়া

নিষ্কাম হইবেন ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ তিনটি শ্লোকে তাহার সূত্রপাত করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঐ অভ্যাস যোগ বর্ণনা করিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অভ্যাসযোগের বিষয় বলিয়াছি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২।৬৩ শ্লোকের বর্ণিতভাবে উৎপন্ন কামনা কিরূপে অভ্যাস যোগাবলম্বনে যোগী বিনষ্ট করিবেন এখন কেবল সেই কয়টি শ্লোক আমরা ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিব।

"তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্নচেতসা॥ ২৩
সংকল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥২৮
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥" ৩২ গীতা, ৬ষ্ঠ অঃ

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

চুল্লশ্রেষ্ঠি-জাতক।

(৪)

[শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী জীবকাম্রবনে অবস্থান করিবার সময় স্থবির চুল্লপন্থক সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন]

রাজগৃহের কোন বিভবশালী শ্রেষ্ঠিকন্যা পিত্রালয়ে এক দাসের প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। এ কথা প্রকাশ পাইলে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া একদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা তাহার প্রণয়ীকে বলিল, "এখানে আর থাকা যায় না; মাতাপিতা এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা জানিতে পারিলে আমাদিগকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবেন। চল, এখন বিদেশে গিয়ে বাস করি।"

বিদেশে আত্মীয় বন্ধুর অগোচরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে শ্রেষ্ঠিকন্যা একদিন রাত্রিকালে ঐ দাসের সহিত বস্ত্রালঙ্কারাদি হস্তে লইয়া প্রধান দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল এবং বহুদূরবর্ত্তী কোনস্থানে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে শ্রেষ্ঠিকন্যা সসত্ত্বা হইল। অনন্তর প্রসবকাল আসন্ন জানিয়া সে একদিন তাহার স্বামীকে বলিল, "দেখ, এরূপ নির্ব্বান্ধবস্থানে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে আমাদিগকে বড় অসুবিধায় পড়িতে হইবে; অতএব ভাগ্যে যাহাই হউক না কেন, চল আমার পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাই।" তাহার স্বামী কিন্তু আজ না কাল করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। তখন শ্রেষ্ঠিকন্যা ভাবিল, "এই মূর্খ দণ্ডের ভয়ে যাইতে চাহিতেছে না; আমার কিন্তু মাতাপিতাই পরম বন্ধু; এ যাউক বা না যাউক, আমাকে তাঁহাদের নিকট যাইতেই হইবে।" অনন্তর সে একদিন স্বামীর অনুপস্থিতিকালে সমস্ত গৃহ-সামগ্রী যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিল এবং "আমি পিত্রালয়ে চলিলাম," পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীকে এই কথা বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

দাস গৃহে ফিরিয়া শুনিল তাহার পত্নী পিত্রালয়ে গিয়াছে। সে কাল বিলম্ব না করিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার সমীপে উপনীত হইল। তন্মুহূর্ত্তেই শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল; সে পথমধ্যে এক পুত্র প্রসব করিল।

প্রসবকালে পিত্রালয় থাকিবার জন্যই শ্রেষ্ঠিকন্যা পতিগৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল; কিন্তু পথমধ্যে যখন প্রসব হইল, তখন দেখিল সেখানে যাওয়া অনাবশ্যক। সুতরাং তাহারা স্বস্থানে প্রতিগমন করিল। পুত্রটী পথে প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা তাহার "পন্থক" এই নাম রাখিল।

ইহার পর শ্রেষ্ঠিকন্যা আবার গর্ভধারণ করিল। প্রথমবারে যেরূপ ঘটিয়াছিল, এবারও ঠিক সেইরূপ ঘটিল এবং এবারও তাহারা নবজাত শিশুর "পন্থক" নাম রাখিল। তদবধি লোকে প্রথম পুত্রটীকে বলিত মহাপন্থক এবং দ্বিতীয় পুত্রটীকে বলিত চুল্লপন্থক।*

পন্থকদ্বয় শুনিত অন্য বালকেরা কেহ খুড়া, জ্যাঠার, কেহ ঠাকুর মা, ঠাকুর দাদার কথা বলে; তাহারা একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, আমাদের কি ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদা নাই? মাতা বলিল, "আছেন বৈ কি। তোমাদের ঠাকুর দাদা রাজগৃহের একজন বড় বণিক্; তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য। সেখানে তোমাদের আরও কত আপন লোক আছেন।" বালকেরা বলিল, "তবে আমরা সেখানে থাকি না কেন? মাতা পুত্রদ্বয়কে যথাসম্ভব কারণ বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু তাহারা প্রবোধ মানিল না; তাহারা রাজগৃহে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ এরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল যে শ্রেষ্ঠিকন্যা অগত্যা স্বামীকে বলিল, "ছেলেরা আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। চল, ইহাদিগকে মাতামহালয় দেখাইয়া আনি। বাপ মা কি আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবেন?" "ইহাদিগকে সেখানে লইয়া যাইতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমি তোমার মা বাপের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না।" "তা নাই দেখাইলে। কোন না কোন উপায়ে ছেলেরা তাহাদের দাদা মহাশয়কে দেখিতে পারিলেই হইল।"

অনন্তর তাহারা পুত্রদ্বয় সঙ্গে লইয়া রাজগৃহে গমন করিল এবং নগরদ্বারে একটা বাসা লইল। পরদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা পুত্র দুইটীকে লইয়া মাতাপিতার নিকট নিজের আগমনবার্ত্তা জানাইল। তাঁহারা বলিলেন, "সংসারী লোকের পুত্রকন্যা পরম প্রীতির পাত্র; কিন্তু আমাদের কন্যা ও তাহার স্বামী এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে তাহাদের মুখ দর্শন করিতে নাই। এই ধন লও; ইহা লইয়া তাহারা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক; তবে ছেলে দুইটীকে আমাদের কাছে রাখিয়া যাইতে পারে।" শ্রেষ্ঠিকন্যা দূতদিগের হস্ত হইতে পিতৃপ্রেরিত ধন গ্রহণ করিল এবং তাহাদিগেরই সঙ্গে পুত্রদ্বয়কে পাঠাইয়া দিল। তদবধি এই বালক দুইটী মাতামহালয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

চুল্লপন্থক তখন নিতান্ত শিশু; মহাপন্থক অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক বলিয়া সে মাতামহের সঙ্গে দশবলের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইত। প্রতিদিন ধর্ম্মকথা শুনিয়া তাহার মনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের বাসনা জন্মিল এবং একদিন সে

* চুল্ল—ছোট; 'ক্ষুদ্র' শব্দের রূপান্তর।

মাতামহকে বলিল,"দাদা মহাশয়, যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করি।" বৃদ্ধ বলিলেন, "কি বলিলি, ভাই! সমস্ত জগৎ প্রব্রজ্যা লইলে যে সুখ হইবে, তুই প্রব্রজ্যা লইলে তাহার শতগুণ সুখ হইবে! যদি পারিবি বুঝিস্ তবে স্বচ্ছন্দে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্।" ইহা বলিয়া বৃদ্ধ তাহাকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন।

বৃদ্ধকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,"মহাশ্রেষ্ঠিন, তোমার সেই দৌহিত্র-টীকে সঙ্গে আনিয়াছ ত!" "হাঁ, ভগবন্, তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছি। সে আপনার নিকট প্রব্রজ্যা লইতে চায়।" ইহা শুনিয়া শাস্তা একজন স্থবিরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এই বালককে প্রব্রজ্যা দান কর।" স্থবির পঞ্চকর্ম্মস্থান আবৃত্তি করিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যা দিলেন। সে যত্নসহকারে বহু বুদ্ধবচন শিক্ষা করিয়া যথাকালে পূর্ণ দীক্ষা লাভ করিল এবং ধ্যান ধারণার প্রভাবে ক্রমশঃ অর্হত্ব প্রাপ্ত হইল।

মহাপন্থক ধ্যানসুখ ও মার্গসুখ অনুভব করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন চুল্লপন্থককে ইহার আস্বাদ পাওয়াইতে হইবে। তখন তিনি মাতামহের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন,"দাদা মহাশয়, অনুমতি দিন ত আমি চুল্লপন্থককে প্রব্রজ্যা দান করি।" দাদা মহাশয় বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে দান কর; আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" ইহা শুনিয়া মহাপন্থক চুল্লপন্থককে প্রব্রজ্যা দান করিলেন এবং দশশীল শিক্ষা দিলেন।

কিন্তু প্রব্রজ্যা লাভের পর চুল্লপন্থকের বুদ্ধির জড়তা প্রকাশ পাইল; সে ক্রমাগত চারি মাস চেষ্টা করিয়াও নিম্নলিখিত একটী মাত্র গাথা আয়ত্ত করিতে পারিল না:—

অনাঘ্রাতগন্ধ যথা প্রফুল্ল কমল
প্রভাতে তড়াগবক্ষে করে টলমল;
কিংবা অন্তরীক্ষে যথা শোভার আকর
বিতরে সহস্ররশ্মি দেব দিবাকর;
সেই মত তথাগত ভবকর্ণধার,
উজলিছে দশদিক্ প্রভায় তাঁহার।

শুনা যায় সম্যক্ সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় এই চুল্লপন্থক প্রব্রজ্যাগ্রহণ পূর্ব্বক প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছিলেন; কিন্তু একদিন কোন জড়বুদ্ধি ভিক্ষুকে ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ কণ্ঠস্থ করিতে দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন

ঐ ব্যক্তি এত লজ্জিত হইয়াছিল যে অতঃপর সে কখনও উক্ত অংশ অভ্যাস করিতে সমর্থ হয় নাই। এই পাপে ইহজন্মে চুল্লপন্থক নিজেই এত জড়বুদ্ধি হইয়াছিল যে নূতন একটী পঙ্‌ক্তি শিখিতে গিয়া পূর্ব্বে যে পঙক্তি শিখিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাইত এবং চারি মাস চেষ্টা করিয়াও একটী মাত্র গাথা কণ্ঠগত করিতে পারে নাই।

চুল্লপন্থকের জড়তা দেখিয়া মহাপন্থক বলিল, "ভাই, তুমি বুদ্ধশাসনের অধিকারী নহ; তুমি যখন চারি মাসে একটী গাথা শিখিতে পারিলে না, তখন ভিক্ষুজীবনের চরমফল লাভ করা তোমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। তুমি বিহার হইতে চলিয়া যাও।" কিন্তু চুল্লপন্থক বুদ্ধশাসনে এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে এইরূপে বিদূরিত হইয়াও সে পুনরায় গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিল না।

এই সময় মহাপন্থকের উপর ভিক্ষুদিগের খাদ্যবণ্টন করিবার ভার ছিল। জীবক কৌমার ভৃত্য * একদিন আম্রকাননে গিয়া নানাবিধ গন্ধমাল্য উপহার দিলেন, ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আসন ত্যাগ করিয়া ও শাস্তাকে প্রণাম করিয়া মহাপন্থকের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আজকাল শাস্তার নিকট কতজন ভিক্ষু আছেন?" "পাঁচশ"। "আগামী কল্য বুদ্ধ-প্রমুখ এই পঞ্চশত ভিক্ষু লইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার গৃহে আহার করিবেন কি?" "ইহাদের মধ্যে একজন ভিক্ষু বড় জড়মতি। সে ধর্ম্মপথে কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। অতএব সে ব্যতীত অপর সকলের জন্য আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম"।

ইহা শুনিয়া চুল্লপন্থক ভাবিল, "নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সময় দাদা আমায় বাদ দিলেন। ইহাতে বোধ হইতেছে তিনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে মমতাশূন্য হইয়াছেন। অতএব বুদ্ধশাসন লইয়া আমি কি করিব? পুনর্ব্বার গৃহী হইয়া দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি গিয়া।" অনন্তর পরদিন প্রত্যূষে সে পুনর্ব্বার গৃহী হইবার অভিপ্রায়ে কুটির ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

এদিকে রজনীপ্রভাত হইবামাত্র শাস্তা জগতের কোথায় কি হইতেছে, সমস্ত অবলোকন করিতেছিলেন। চুল্ল-পন্থকের চেষ্টিত তাঁহার জ্ঞানগোচর হইল এবং সে কুটির হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া

* রাজগৃহের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক; ইনি বিম্বিসারের রাজবৈদ্য ছিলেন। ইঁহার বুদ্ধদেবও একবার পীড়াক্রান্ত হইয়া ইঁহার সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

তাহার দ্বারদেশে পদচারণ করিতে লাগিলেন। চুল্লপন্থক বাহির হইবামাত্র তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন "চুল্লপন্থক, তুমি এত ভোরে কোথায় যাইতেছ ?" "দাদা আমাকে বিহার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, সেই জন্য যেখানে হয় পরিব্রজন করিয়া বেড়াইব স্থির করিয়াছি।" "চুল্লপন্থক, তুমি আমার নিকট প্রব্রজ্যা পাইয়াছ। তোমার দাদা যখন তোমায় তাড়াইয়া দিল, তখন তুমি আমার নিকট আসিলে না কেন ? তুমি ফিরিয়া আইস ; গৃহী হইয়া কি করিবে ? এখন অবধি তুমি আমার নিকট থাকিবে।" ইহা বলিয়া শাস্তা চুল্লপন্থককে লইয়া গন্ধকুটীরের দ্বারে উপবেশন করিলেন এবং স্বীয় প্রভাববলে একখণ্ড পরিশুদ্ধ বস্ত্র সৃষ্টি করিয়া উহা চুল্লপন্থকের হস্তে দিয়া বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বাস্যে উপবেশন কর এবং এই বস্ত্র খণ্ড হস্ত দ্বারা পরিমার্জন করিতে করিতে "রজোহরণ," "রজোহরণ" এই মন্ত্র জপ করিতে থাক।" অনন্তর শাস্তা যথাসময়ে ভিক্ষুসংঘপরিবৃত হইয়া জীবক-গৃহে গমন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন।

এদিকে চুল্লপন্থক সেই বস্ত্রখণ্ড পরিমার্জ্জন করিতে করিতে সূর্য্যের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া "রজোহরণ," "রজোহরণ" মন্ত্র জপ আরম্ভ করিল। সে যতই জপ করিতে লাগিল, ঐ বস্ত্রখণ্ড ততই মলিন হইতে লাগিল। সে ভাবিল, "এই মাত্র বস্ত্রখণ্ড অতি নির্ম্মল ছিল ; কিন্তু আমার স্পর্শে ইহার স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইল ; ইহা এখন মলিন হইয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে জগতে বিমিশ্র বস্তু মাত্রেই অনিত্য।" এইরূপ চিন্তাদ্বারা তাহার মনে ক্ষয় ও বিনাশের জ্ঞান জন্মিল এবং সে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিল। শাস্তা জীবকগৃহে থাকিয়াই জানিতে পারিলেন চুল্লপন্থকের অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইয়াছে ; তখন তিনি দেহ হইতে নিজের একটী প্রভাময়ী প্রতিমূর্ত্তি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন "চুল্লপন্থক, এই বস্ত্রখণ্ড যে মলসংসর্গে কলুষিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া হতাশ হইও না ; তোমার হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি কত মল আছে, সেইগুলি বিদূরিত কর। অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি পাঠ করিলেন :—

ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয় ;
কামরূপ মল, হৃদয়ের সদা, পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যেজন যতনে এই কাম মল মন হতে দূর করে,
পুণ্যাত্মা সেজন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।

ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয় ;
ক্রোধরূপ মল, হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যে জন যতনে এই ক্রোধমল মন হ'তে দূর করে ;
পুণ্যাত্মা সে জন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে।

ধূলি, স্বেদজল, মল বল যারে, প্রকৃত তা মল নয় ;
মোহরূপ মল, হৃদয়ের সদা পবিত্রতা করে ক্ষয়।
যে জন যতনে, এই ক্রোধ মল মন হ'তে দূর করে,
পুণ্যাত্মা সে জন বিমল অন্তরে শুদ্ধিমার্গে সদা চরে

এই গাথাগুলি শুনিয়া চুল্লপন্থক পিটকাদি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেন। প্রবাদ আছে তিনি কোন অতীতজন্মে রাজা ছিলেন এবং একদিন নগর প্রদক্ষিণ করিবার সময় এক খণ্ড পরিস্কৃত বস্ত্র দ্বারা কপালের ঘাম মুছিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ বস্ত্র খণ্ড মলিন হইয়া যায় দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন "আমার অপবিত্র দেহস্পর্শেই এই শুদ্ধ বস্ত্রখানির স্বাভাবিক শুক্লতা বিনষ্ট হইল, অতএব জগতের সমস্ত যৌগিক পদার্থই অনিত্য।" এইরূপে তাঁহার মনে অনিত্যত্বজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং সেই জ্ঞানের ফলে এখন মন হইতে অপবিত্রতা দূর করিবামাত্র তাঁহার মুক্তির পথ প্রশস্ত হইল।

এখন দেখা যাউক জীবকের আলয়ে কি হইতেছিল। ভিক্ষুগণ সমবেত হইলে জীবক দশবলকে দক্ষিণাজল * দিতে অগ্রসর হইলেন। দশবল পাত্রের উপর হস্ত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারের সমস্ত ভিক্ষুই আসিয়াছে কি ?" মহাপন্থক বলিলেন, "সকলেই আসিয়াছেন ; বিহারে কেহই নাই।" শাস্তা বলিলেন, "আছে বৈ কি ; বিহারে এখনও অনেক ভিক্ষু আছে।" ইহা শুনিয়া জীবক বলিলেন, "কে আছিস্‌রে এখানে ? একবার দৌড়িয়া বিহারে গিয়া দ্যাখ্‌ সেখানে কতজন ভিক্ষু আছেন।"

মহাপন্থক যে বিহারে কোন ভিক্ষু নাই বলিয়াছেন, তাহা চুল্লপন্থক ধ্যান-বলেই বুঝিতে পারিলেন। অতএব বিহারে যে তখনও ভিক্ষু আছেন তাহা দেখাইবার জন্য তিনি প্রভাববলে সমস্ত আম্রকানন ভিক্ষুপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ; তাঁহারা কেহ চীবর সীবন করিতেছেন, কেহ বস্ত্র রঞ্জিত করিতেছেন, কেহবা ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন। এইরূপে সহস্র ভিক্ষুর আবির্ভাব হইল, তাহারা

* ভোজ্য দ্রব্য উৎসর্গ করিবার জন্য গৃহীতার হস্তে জল ঢালিয়া দিবার প্রথা ছিল।

এক এক জন যেন এক এক কাজে ব্যস্ত এবং প্রত্যেকের আকার অপর সকলের আকার হইতে ভিন্ন। বিহারে এত ভিক্ষু দেখিয়া জীবকের ভৃত্য ফিরিয়া গিয়া বলিল, "সমস্ত উদ্যান ভিক্ষুপূর্ণ।" প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তখন একা চুল্লপন্থকই সহস্র-ভিক্ষুরূপে বিরাজ করিতেছিলেন।

শাস্তা ঐ ভৃত্যকে বলিলেন তুমি আবার যাও; বল গিয়া যাহার নাম চুল্লপন্থক শাস্তা তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন।" ভৃত্য আম্রকাননে গিয়া এই কথা বলিল; অমনি সহস্র মুখ হইতে "আমি চুল্লপন্থক," "আমি চুল্লপন্থক" এই বাক্য নির্গত হইল। তখন সে পুনরায় জীবকের গৃহে গিয়া বলিল, "ভগবন্, তাঁহারা সকলেই বলেন 'আমি চুল্লপন্থক।'" 'আচ্ছা বাপু, তুমি আরও একবার যাও এবং সর্ব্ব প্রথম যে বলিবে 'আমি চুল্লপন্থক' তাহার হাত ধরিয়া ফেল। তাহা করিলেই অন্য সকলের অন্তর্দ্ধান হইবে।" ভৃত্য আদেশ মত কার্য্য করিল এবং তৎক্ষণাৎ সেই মায়া-ভিক্ষুগণ অন্তর্হিত হইল। স্থবির চুল্লপন্থক তাহার সহিত জীবকের আলয়ে উপনীত হইলেন।

ভোজন শেষ হইলে শাস্তা বলিলেন, "জীবক, তুমি চুল্লপন্থকের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ কর; ইহাতে সে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।" জীবক তাহাই করিলেন; অমনি চুল্লপন্থক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সময় সিংহনাদে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর শাস্তা আসন ত্যাগ করিয়া সংঘসহ বিহারে প্রতিগমন করিলেন, ভিক্ষুদিগের কাহার কি কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্দেশপূর্ব্বক গন্ধকুটীরের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বুদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন, কাহার কি কর্ম্মস্থান তাহা স্থির করিয়া দিলেন এবং অবশেষে গন্ধকুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে ধর্ম্ম-সভায় সমবেত হইয়া শাস্তার গুণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—চতুর্দ্দিকে রক্তকম্বলশাণী* প্রলম্বিত করিলে আসনস্থ ব্যক্তির যেমন শোভাবর্দ্ধিত হয়, তাঁহাদের গুণগানে শাস্তার মহিমা যেন সেইরূপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ মহাপন্থক চুল্লক-পন্থকের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই; চুল্লপন্থক চারি মাসে একটীমাত্র গাথা অভ্যাস করিতে পারেন নাই দেখিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন অনুজের বুদ্ধি অতি স্থূল। সেই জন্যই তিনি তাঁহাকে বিহার হইতে দূর করিবার ব্যবস্থা

* —পর্দ্দা।

করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্যক্‌সম্বুদ্ধের অলৌকিক ধর্মজ্ঞান প্রভাবে এই জড়মতি ব্যক্তি এক দিনে—আহারের আয়োজনে যতটুকু সময় লাগে তন্মধ্যে—অর্হত্ব লাভ করিলেন! এখন তিনি সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী। আহা! বুদ্ধের কি মহিয়সী শক্তি!"

ধর্ম্মশালায় যে কথোপকথন হইতে ছিল ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে দেখা দিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধশয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। রক্তবর্ণ দোপাট্টার উপর বিদ্যুল্লতার ন্যায় কায়বন্ধ সংযোজিত হইল; সর্ব্বোপরি রক্তকম্বল সদৃশ বুদ্ধোচিত মহাচীবর শোভা পাইতে লাগিল। যখন তিনি গন্ধকুটীর হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার অনন্ত বুদ্ধলীলা-শোভিত গতি দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন কেশরী বা প্রমত্ত গজেন্দ্র চলিয়া যাইতেছে। তিনি সেই অলঙ্কৃত ধর্ম্মমণ্ডপে প্রভাময় বুদ্ধাসনে অধিরোহণ করিলেন; তাঁহার দেহনিঃসৃত ষড়্‌বর্ণ রশ্মিজাল উদয়াচল শিখরারূঢ়* বালসূর্য্যের অর্ণববক্ষঃ-প্রতি-ফলিত অংশুমালার ন্যায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিল। সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে সমাগত দেখিয়া ভিক্ষুসংঘ তৎক্ষণাৎ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শাস্তা সকরুণ দৃষ্টিতে সেই সভা অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, এই পরিষৎ অতীব সুন্দর; কেহই অস্বভাবিকভাবে হস্ত পদ বিক্ষেপ করিতেছে না, হাঁচি, উৎকাশির পর্য্যন্ত শব্দ শুনা যাইতেছে না। ইহারা বুদ্ধ মাহাত্ম্যে এত শ্রদ্ধান্বিত এবং বুদ্ধতেজে এত অভিভূত যে আমি সমস্ত জীবন নিস্তব্ধ থাকিলেও আমি কথা বলিবার পূর্ব্বে অন্য কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে না।" তখন তিনি সুমধুর ব্রহ্মভাবে ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা সভাস্থ হইয়া কি আলোচনা করিতেছিলে এবং আমাকে দেখিয়া কি বলিতে ক্ষান্ত হইলে?"

তাঁহারা বলিলেন, "ভগবন্, আমরা এখানে বসিয়া কোন অনাবশ্যক কথা বলি নাই; আমরা আপনারই গুণকীর্ত্তন করিতেছিলাম। মহাপন্থক তাঁহার কনিষ্ঠের প্রবৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই; আপনার শক্তি অলৌকিক, আমরা এই সকল কথা বলিতেছিলাম।" তাহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, চুল্লপন্থক এ জন্মে আমার প্রভাবে পারত্রিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিল; পূর্ব্ব এক জন্মেও আমারই প্রভাবে ঐহিক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল।"

ভিক্ষুরা তখন ভগবানকে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন; ভগ-বানও নিম্নলিখিত কথায় জন্মান্তর-প্রতিচ্ছন্ন সেই বৃত্তান্ত প্রকট করিয়া দিলেন:—

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়

* মূলে 'যুগন্ধর' শব্দ আছে। ইহা 'উদয়াচলের' প্রতিশব্দ।

বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর শ্রেষ্ঠিপদে নিযুক্ত হইয়া "চুল্ল শ্রেষ্ঠী" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরম বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং নিমিত্ত * দেখিয়া শুভাশুভ ফল গণনা করিতে পারিতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব রাজদর্শনে যাইবার সময় পথে একটী মৃত মূষিক দেখিতে পাইলেন। তৎকালে আকাশে গ্রহ ও নক্ষত্রগণের যেরূপ সংস্থান ছিল তাহা গণনা করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "যদি কোন বুদ্ধিমান্ সদ্বংশজ ব্যক্তি এই মৃত ইন্দুর তুলিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে সে ব্যবসায় করিয়া পরিবার-পোষণে সমর্থ হইবে।"

ঐ সময়ে এক ভদ্রবংশীয় অথচ নিঃস্ব যুবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া ভাবিল "ইনি ত কখনও না জানিয়া শুনিয়া কোন কথা বলেন না। মড়া ইন্দুরটা লইয়া গিয়া দেখি কপাল ফিরে কি না।" অনন্তর সে ইন্দুরটা তুলিয়া লইয়া গেল। নিকটে এক দোকানদার তাহার পোষা বিড়ালের জন্ম খাবার খুঁজিতেছিল। সে যুবকের নিকট হইতে এক পয়সা দামে ইন্দুরটা কিনিল।

যুবক তখন ঐ পয়সা দিয়া গুড় কিনিল এবং এক কলসী জল লইয়া যে পথে মালাকরেরা বন হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া ফিরে সেইখানে গিয়া বসিল। অনন্তর মালাকরেরা যখন পুষ্প লইয়া ক্লান্তভাবে সেখানে উপস্থিত হইল, তখন যুবক তাহাদিগের প্রত্যেককে একটু একটু গুড় ও এক এক ওড়ং জল খাইতে দিল। মালাকরেরা তৃপ্ত হইয়া তাহাকে এক এক মুষ্টি ফুল দিয়া গেল। সে উহা বেচিয়া যে পয়সা পাইল তাহা দিয়া পর দিন বেশী গুড় কিনিল এবং ফুলের বাগানে গিয়া মালাকরদিগকে আবার খাওয়াইল। মালাকরেরা সে দিন তাহাকে কতকগুলি ফুটন্ত ফুলের গাছ দিয়া গেল। এইরূপে ফুল ও ফুলগাছ বেচিয়া দুই চারি দিনের মধ্যে তাহার আট কাহন পুঁজি হইল।

অনন্তর এক দিন খুব ঝড় বৃষ্টি হইল এবং রাজার বাগানে বিস্তর শুক্না ও কাঁচা ডালপালা ভাঙ্গিয়া পড়িল। মালী বেচারি কি উপায়ে এই আবর্জ্জনারাশি সরাইবে ইহা ভাবিতেছে, এমন সময় ঐ যুবক তাহার নিকট গিয়া বলিল যদি তুমি এ সমস্ত আমাকে বিনামূল্যে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে এখনই আমি বাগান পরিষ্কার করিয়া দিতে পারি। মালী তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন

* নিমিত্ত—লক্ষণ, যেমন বামে শব, শিবা, বস্ত এবং দক্ষিণে গো, মৃগ ও দ্বিজ ইহারা শুভফলপ্রদ।

† মূলে "কাকিণিকা" এই শব্দ আছে। ইহা তৎকালপ্রচলিত একপ্রকার তাম্রমুদ্রা।

যুবক, পাড়ার ছেলেরা যেখানে খেলা করিত সেইখানে গেল এবং ছেলেদিগকে একটু একটু গুড় খাইতে দিয়া বলিল, "ভাই, সকল আমার সঙ্গে আইস, রাজার বাগানটি পরিষ্কার করিতে হইবে।" ছেলেরা গুড় পাইয়া বড় খুস হইয়াছিল; তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে ডালপালা সমস্ত তুলিয়া আনিয়া রাস্তার উপর গাদা করিয়া রাখিল।

সে দিন রাজার কুম্ভকারের কাঠের অনটন হইয়াছিল। সে হাঁড়ি কলসী পোড়াইবার জন্য কাঠ কিনিতে গিয়া ডালের গাদা দেখিতে পাইল এবং নগদ ষোল কাহন ও কয়েকটি হাঁড়ি দিয়া সমস্ত কিনিয়া লইল।

সমস্ত খরচখরচা বাদে যুবকের হাতে এখন চব্বিশ কাহণ মজুত হইয়াছে। একটা নূতন ফিকির বাহির করিল। বারাণসীতে পাঁচশ ঘাসিয়াড়া ছিল। তাহারা প্রতিদিন মাঠে ঘাস আনিতে যাইত। যুবক নগরের বাহিরে একস্থানে বড় বড় জালায় জল পুরিয়া রাখিল এবং উহা হইতে ঘাসিয়াড়াদিগকে পিপাসার সময় জল দিতে লাগিল। ঘাসিয়াড়ারা তৃপ্ত হইয়া বলিল, "আপনি আমাদের এত উপকার করিতেছেন; বলুন, আমরা কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি কি না।" যুবক কহিল, "তাহার জন্য এত ব্যস্ত কেন? যখন প্রয়োজন হইবে তোমাদিগকে জানাইব।"

এই সময়ে যুবকের সহিত এক স্থল-পথ বণিক্ ও এক জলপথ বণিকের বেশ বন্ধুত্ব জন্মিল। একদিন স্থলপথ বণিক্ তাহাকে সংবাদ দিল, "ভাই কাল একজন অশ্ববিক্রেতা এই নগরে পাঁচ শত অশ্ব লইয়া আসিবে।" এই কথা শুনিয়া যুবক ঘাসিয়াড়াদিগকে বলিল "ভাই সকল, তোমরা প্রত্যেকে কাল আমায় এক এক আটি ঘাস দিবে এবং আমার ঘাস বেচা শেষ না হইলে তোমাদের ঘাস বেচিবে না।" ঘাসিয়াড়ারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই করিল। অশ্ববণিক্ আর কোথাও ঘাস না পাইয়া যুবকের নিকট হইতে হাজার কাহণ মূল্যে পাঁচশ আটি ঘাস কিনিয়া লইল।

ইহার কয়েক দিন পরে যুবক জলপথ বণিকের নিকট জানিতে পারিল পত্তনে * একখানি বড় জাহাজ মাল লইয়া আসিয়াছে। তখন সে আর একটা মতলব আঁটিল। সে কালবিলম্ব না করিয়া ঘণ্টা ভাড়ায় † একখান গাড়ী আনিল এবং উহাতে চড়িয়া মহাসমারোহে পত্তনে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সে জাহাজের সমস্ত মালের দর ঠিক করিয়া নিজের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দিয়া ‡

* মূলে "তৃণহারক" এই শব্দ আছে।

† মূলে "মুদ্রিকা" এই শব্দ আছে।

‡ মূলে "তাবৎকালিক রথ" আছে।

বায়না করিল; পরে তাবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল এবং অনুচরদিগকে বলিয়া দিল কোন বণিক্ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তাহাকে যেন একে একে তিনজন আরদালি সঙ্গে দিয়া ভিতরে আনা হয়।

এদিকে পত্তনে বড় জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া বারাণসীর প্রায় একশত বণিক্ উহার মাল কিনিবার জন্য সেখানে গমন করিল; কিন্তু যখন শুনিল কোন মহাজন একাই সমস্ত মাল বায়না করিয়াছেন, তখন তাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে যুবকের শিবিরে উপস্থিত হইল। সেখানে শিবিরের ঘটা এবং আরদালী, চোপদার প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিয়া তাহারা মনে করিল এই যুবক নিশ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তাহারা এক এক করিয়া যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং মালের এক এক অংশ পাইবার জন্য এক এক হাজার মুদ্রা লাভ দিবার অঙ্গীকার করিল। অনন্তর যুবকের নিজের যে অংশ রহিল তাহাও কিনিবার জন্য তাহারা আরও এক লক্ষ মুদ্রা লাভ দিল। এইরূপে যুবক দুই লক্ষ মুদ্রা লাভ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল।

যুবক দেখিল বোধিসত্ত্বের পরামর্শ মত কাজ করিয়াই তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। অতএব কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ সে এখন একলক্ষ মুদ্রা লইয়া বোধিসত্ত্বকে উপহার দিতে গেল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এত অর্থ কোথায় পাইলে? তখন যুবক মড়া ইন্দুর তুলিয়া লওয়া অবধি কিরূপে চারি-মাসের মধ্যে সে বিপুল বিভবশালী হইয়াছে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন এই বুদ্ধিমান্ যুবক যাহাতে অন্য কাহারও হাতে গিয়া না পড়ে তাহা করিতে হইবে। অনন্তর তিনি তাহার সহিত নিজের প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলেন। বোধিসত্ত্বের অন্য কোন সন্তান ছিল না; কাজেই যুবক তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইল এবং তিনি নিজ কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলে বারাণসীর মহাশ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিল।

[কথাবসানে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ধর্ম্মব্যাখ্যা পূর্ব্বক এই গাথা পাঠ করিলেন:—

লয়ে অল্পমূলধন প্রচুর ঐশ্বর্য্যলভে বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ জন;
লইয়া স্ফুলিঙ্গমাত্র, ফুৎকারে পোষণ করি, করে লোক মহাগ্নিসৃজন।

সমবধান—তখন চুল্লপন্থক ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠীর শিষ্য এবং আমি ছিলাম চুল্লমহাশ্রেষ্ঠী।]

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

নৈতিক আত্ম-হত্যা।

প্রতীচ্য প্রভাবে প্রাচ্য আর্য্য-সমাজের কত সদ্ভাব ও সুনীতি প্রচণ্ড ঝটিকা-বর্ত্তে সুষমা সম্পন্ন তরুলতার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও অস্তিত্ব বিহীন হইয়া গিয়াছে; তাহা ভাবিলে নিশ্চয়ই চিন্তাশাল সামাজিকের প্রাণ দুঃখ তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে—নয়নাশ্রু বক্ষঃস্থল প্লাবিত না করিয়া পারে না। একদা আর্য্যজাতির পক্ষে যাহা ঘৃণ্য, পাপজনক ও লজ্জাকর রূপে গণ্য হইত; বর্ত্তমানে তাহা কণ্ঠহারের ন্যায় অবলম্বনীয় ও আদরনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ তাহার হেয়নীয়তা উপলব্ধি করিবার শক্তি ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছে। যদি ইহার সত্যতা পরীক্ষা কাহারও বাঞ্ছনীয় হয়, তবে তিনি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আর্য্য-সাহিত্য, কাব্য-ইতিহাস ও ব্যবস্থাশাস্ত্রের পত্র উদ্ঘাটন করতঃ মনোযোগে পাঠ করিলে উল্লিখিত সদ্ভাব সুনীতির সহিত আধুনিক সমাজের রীতি-নীতি, লোক ব্যবহারের তুলনা করিলে, (আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি) সত্যতা উপলব্ধি করিয়া ব্যথিত চিত্ত হইবেন। সমাজ পাশ্চাত্যভাবে এত বিভোর ও মাতোয়ারা যে, পাশ্চাত্য রীতি নীতির পঙ্কিলতা সত্ত্বেও তুলনায় প্রাচ্য উৎকৃষ্ট রীতি-নীতিকেও অপকৃষ্ট বোধে পরিবর্জ্জন করিতে অকুণ্ঠিত। পরাধীন জাতির চিত্ত দৌর্ব্বল্যের ইহা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আমাদের মনে হয়, যদি আর্য্যজাতি সবল ও সুস্থ সমাজ গঠনের সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করেন; তবে তাঁহাদিগকে প্রতীচ্য-ভাব-তরঙ্গের নিমজ্জন হইতে অব্যাহতি লাভ করতঃ আর্য্য-ভাব-সিন্ধুর অগাধ ও বিশাল সলিলে ডুবিতে হইবে। ভিন্ন দেশীয়ের বিদ্যা বুদ্ধি, বাহুবল, কি সম্পদ সংগ্রহের প্রণালী চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, কোন সভ্য জাতীয় লোক, নিজের দেশের সুদৃঢ়, সুচিন্তিত, সুপরীক্ষিত পদ্ধতির অনুসরণ ব্যতীত প্রকৃত মানবোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হইতে পারে না। তাহার পক্ষে চরম উন্নতিমঞ্চে আরূঢ় হইবার আশা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক হইয়া পড়ে। ব্যষ্টির সম্বন্ধে যাহা সমষ্টি জাতির সম্বন্ধেও ঐ উক্তির সারবত্তা তুল্যরূপে প্রবল। আর্য্য-জাতির পতন হইয়াছে শুধু রাজনৈতিক পতন নহে—ধর্ম্মে কর্ম্মে পতন, আহারে বিহারে, লোক-ব্যবহারে পতন—ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু বিষয়েই পতন নয়ন গোচর হইতেছে। যাহার পতন হয়, তাহার উত্থানও হয়—যে জীবন হারায়, সে পুনরায় জীবন পায়। আর্য্য জাতিও প্রকৃতির নিয়মে উত্থান লাভ করিবে। যদিও ইহা খুব সত্য ও আশার কথা কিন্তু আমাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে; পতন ও উত্থানের হেতু

কি? চিন্তা করিলে আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করিতে পারিব, যে পতনের মূলকারণ নৈতিক অবনতি; উত্থানের মূল শক্তি নৈতিক বল। উত্থান পতনের এইরূপ হেতু নির্দ্দেশ যদি নির্ভুল বিবেচিত হয়, তবে পতিত আর্য্যজাতির উত্থানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়া পথভ্রষ্ট আর্য্য-সন্তানের সমক্ষে আর্য্যজাতির উন্নত-যুগের কাব্য-ইতিহাসাদি হইতে সুনীতির উদাহরণ গুলি উদ্ধৃত করিয়া ধরিতে পারিলে যে নৈতিক বল সঞ্চয়ের সম্ভাবনা আছে; ইহা অঙ্গীকারে কোন বিরোধ জন্মিতে পারে না। আমাদের অভিপ্রায়, ক্রমশঃ সুনীতি ও সদ্ভাব-বিস্তারক ঘটনা-নিচয় প্রাচীন আর্য্য-সাহিত্যোদ্যান হইতে চয়ন করিয়া আত্ম-বিস্মৃত আর্য্য-সন্তানগণের নৈতিক উৎকর্ষার্থ প্রকাশ করিব। আজ তদুদ্দেশ্যেই নৈতিক আত্ম-হত্যা অভিধেয় প্রবন্ধটী লিপিবদ্ধ হইতেছে। আশাকরি আমাদের দীনা লেখনীর শক্তিহীনতা সত্ত্বেও পাঠকবৃন্দের মানসে ঘটনার স্বাভাবিকী শক্তিতে একটী উচ্চনীতি-মহীরুহের অঙ্কুরোদ্গম হইবে।

অধুনা অস্মদ্দেশে সমাজের সকলস্তরে যেরূপ আত্ম শ্লাঘার প্রাবল্য অনুভূত হইতেছে, আত্মশ্লাঘাজাত লঘুচিত্ততা প্রদর্শনে প্রায় অনেকেই কুণ্ঠিত হইতেছে না, প্রাচীনকালে তাদৃশ আত্মশ্লাঘার কথা প্রায়শঃ কাহারও মুখে শ্রুত হইত না। প্রাচীন সমাজে আত্মপ্রশংসা খ্যাপন পাপজনক বলিয়াই গণনীয় হইত। নির্লজ্জতার সহিত আত্মশ্লাঘার প্রচারে শ্রেষ্ঠতা লাভের প্রয়াসজনিত নীচতা তথনকার নরনারীর অন্তরে স্থানই লাভ করিতে পারিত না। সমাজে আত্ম-শ্লাঘা গর্হিত বিবেচিত হইত। আত্মশ্লাঘীও প্রায়শ্চিত্তার্হ ছিল। তথন লোকে কর্ম্ম করিয়া যাইত বিচারক-সমাজ যশ বা অপযশ কীর্ত্তন করিতেন, আপনার কর্ম্ম-খ্যাতি আপন মুখ হইতে বাহির করিতে তাঁহারা অনভ্যস্ত ছিলেন। এখন লোকে কর্ম্ম যতটা করুক আর না করুক কর্ম্মজনিত গৌরব লাভের দুরাশায় সেই ক্ষুদ্র কর্ম্মকে অতিরঞ্জিত করিয়া আপনার যশগাথা আপনার ইচ্ছানুসারে উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভে সর্ব্বদা সমুৎসুক। এ ধৃষ্টতার যাথার্থ্য প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। সমাজের সর্ব্বত্রই এ ধৃষ্টতার লালা লহরী পরিলক্ষিত হইতেছে, চক্ষুষ্মান অনুভবশালী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন—লেখক মহাশয় সাহিত্য-সেবা ব্যপদেশে সুযোগ পাইলেই আত্মশ্লাঘার অমৃত নদীর স্রোত প্রবাহিত করিতে কৃপণতা প্রকাশ করিতেছেন না, চিকিৎসক রোগী নিকেতনে আত্ম প্রশংসা প্রকটনে অবসর ত্যাগ করিয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে ক্রটী করিছেন না! অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রবর্গের সমক্ষে স্বীয় অধ্যাপনার নৈপুণ্য জ্ঞাপনের কথা ভুলি-

তেছেন না—হাকিম, উকিল, মোক্তার, এটর্নি কি ব্যারিষ্টার, প্রায় প্রত্যেকেই আত্মশ্লাঘার প্রভাব পরিহার করিতে অক্ষম হইতেছেন; সমব্যবসায়ীর স্থূলবুদ্ধি ও অযোগ্যতা বর্ণনা করিবার ছলে আত্ম প্রশংসা-সঙ্গীত সুমধুর করিয়া তুলিতেছেন! ব্যবসায়ীবর্গ শতমুখে আপনার সততা ঘোষণা করিয়া সংবাদ পত্র পৃষ্ঠে আত্ম প্রশংসার ধ্বজা উড়াইয়া ক্রেতাগণের চিত্তাকর্ষণের নানাবিধ উপায় সৃষ্টি করিতে-ছেন। কোন স্তরে কেহই প্রায় বাদ যাইতেছে না। বক্তামহোদয়ও—বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটাইয়া শ্রোতার বিস্ময় উৎপাদন করিবার অভ্যন্তরেও আত্মশ্লাঘার দামিনী বিকাশে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছেন না! বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিলে সমাজের হিতকর কথা যত না পাওয়া যায় আত্মপ্রাধান্তের কথা তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় ঝরিয়া পড়িয়াছে দৃষ্ট হয়—এমন কি উদার হৃদয় দাতার আসনে উপবেশনের অভিলাষী উচ্চাকাঙ্ক্ষব্যক্তিও আত্মশ্লাঘার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে অসমর্থ হইতেছেন; দান শালতার অভিমান তাহার রসনাকে আত্মখ্যাতি উদেবাষণে নিয়োজিত করিতেছে। বলিতে কি যুগধর্ম্মে আমরা যথেষ্ট অবনতি লাভ করিয়াছি। জীবনকে গিরি শিখর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া অতি নিম্নভূমিতে অবতারণ করিয়াছি। আমাদিগকে আবার পূর্ব্বস্থানে আরোহণ করিতে হইবে—তজ্জন্য প্রাচীন নৈতিক আদর্শ আমাদের উজ্জ্বল পথ প্রদর্শক। আত্মশ্লাঘা কি পরিমাণ নৈতিক অবনতিকর অস্ত্র তাহা প্রদর্শন জন্য মহাভারতীয় কর্ণ পর্ব্ব হইতে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

কুরুক্ষেত্রসমর প্রাঙ্গণে বীরাগ্রণী কর্ণ ও রাজা যুধিষ্ঠিরের তুমুল সংগ্রাম হইয়া অবশেষে কর্ণের বীরত্বে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ স্থলে স্থির থাকিতে না পারিয়া ভীত ও লজ্জিত চিত্তে শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া নিরাপদ হইয়াছেন। সংসপ্তকগণের সহিত যুদ্ধাবসানে মহাবীর অর্জ্জুন রণস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরের দর্শনাভাবে তাঁহার জীবন নাশের আশঙ্কায় চিন্তাকুল প্রাণে দ্বিতীয় পাণ্ডবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যখন শ্রুত হইলেন কর্ণের সমরে কোনও রূপে জীবন বাঁচাইয়া রাজা যুধিষ্ঠির স্বশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণসহ দ্রুতগমনে যুধিষ্ঠির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনা করিলে কর্ণাতঙ্কাগ্রস্ত রাজা যুধিষ্ঠির মনে করিলেন—অর্জ্জুন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণকে নিধন করতঃ তৎসকাশে আগমন করিয়াছেন এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কর্ণবধ জন্য অর্জ্জুনকে বহু প্রশংসাবাদ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন মুখে কর্ণ নিহত হন নাই—যখন শ্রুত হইলেন তখন ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে অতি পরুষ ভাষায়

কি? চিন্তা করিলে আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করিতে পারিব, যে পতনের মূলকারণ নৈতিক অবনতি; উত্থানের মুল শক্তি নৈতিক বল। উত্থান পতনের এইরূপ হেতু নির্দ্দেশ যদি নির্ভুল বিবেচিত হয়, তবে পতিত আর্য্যজাতির উত্থানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়া পথভ্রষ্ট আর্য্য-সন্তানের সমক্ষে আর্য্যজাতির উন্নত-যুগের কাব্য-ইতিহাসাদি হইতে সুনীতির উদাহরণ গুলি উদ্ধৃত করিয়া ধরিতে পারিলে যে নৈতিক বল সঞ্চয়ের সম্ভাবনা আছে; ইহা অঙ্গীকারে কোন বিরোধ জন্মিতে পারে না। আমাদের অভিপ্রায়, ক্রমশঃ সুনীতি ও সদ্ভাব-বিস্তারক ঘটনা-নিচয় প্রাচীন আর্য্য-সাহিত্যোদ্যান হইতে চয়ন করিয়া আত্ম-বিস্মৃত আর্য্য-সন্তানগণের নৈতিক উৎকর্ষার্থ প্রকাশ করিব। আজ তদুদ্দেশ্যেই নৈতিক আত্ম-হত্যা অভিধেয় প্রবন্ধটী লিপিবদ্ধ হইতেছে। আশাকরি আমাদের দীনা লেখনীর শক্তিহীনতা সত্ত্বেও পাঠকবৃন্দের মানসে ঘটনার স্বাভাবিকী শক্তিতে একটী উচ্চনীতি-মহীরুহের অঙ্কুরোদ্গম হইবে।

অধুনা অস্মদ্দেশে সমাজের সকলস্তরে যেরূপ আত্ম-শ্লাঘার প্রাবল্য অনুভূত হইতেছে, আত্মশ্লাঘাজাত লঘুচিত্ততা প্রদর্শনে প্রায় অনেকেই কুন্ঠিত হইতেছে না, প্রাচীনকালে তাদৃশ আত্মশ্লাঘার কথা প্রায়শঃ কাহারও মুখে শ্রুত হইত না। প্রাচীন সমাজে আত্মপ্রশংসা খ্যাপন পাপজনক বলিয়াই গণনীয় হইত। নির্লজ্জতার সহিত আত্মশ্লাঘার প্রচারে শ্রেষ্ঠতা লাভের প্রয়াসজনিত নীচতা তখনকার নরনারীর অন্তরে স্থানই লাভ করিতে পারিত না। সমাজে আত্ম-শ্লাঘা গর্হিত বিবেচিত হইত। আত্মশ্লাঘীও প্রায়শ্চিত্তার্হ ছিল। তখন লোকে কর্ম্ম করিয়া যাইত বিচারক-সমাজ যশ বা অপযশ কীর্ত্তন করিতেন, আপনার কর্ম্ম-খ্যাতি আপন মুখ হইতে বাহির করিতে তাঁহারা অনভ্যস্ত ছিলেন। এখন লোকে কর্ম্ম যতটা করুক আর না করুক কর্ম্ম-জনিত গৌরব লাভের দুরাশায় সেই ক্ষুদ্র কর্ম্মকে অতিরঞ্জিত করিয়া আপনার যশগাথা আপনার ইচ্ছানুসারে উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া সমাজে প্রতিপত্তি লাভে সর্ব্বদা সমুৎসুক। এ ধৃষ্টতার যাথার্থ্য প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। সমাজের সর্ব্বত্রই এ ধৃষ্টতার লালা লহরী পরিলক্ষিত হইতেছে, চক্ষুষ্মান অনুভবশালী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতেছেন—লেখক মহাশয় সাহিত্য-সেবা ব্যপদেশে সুযোগ পাইলেই আত্মশ্লাঘার অমৃত নদীর স্রোত প্রবাহিত করিতে কৃপণতা প্রকাশ করিতেছেন না, চিকিৎসক রোগী নিকেতনে আত্ম প্রশংসা প্রকটনে অবসর ত্যাগ করিয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে ত্রুটী করিছেন না! অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রবর্গের সমক্ষে স্বীয় অধ্যাপনার নৈপুণ্য জ্ঞাপনের কথা ভুলি-

তেছেন না—হাকিম, উকিল, মোক্তার, এটর্নি কি ব্যারিষ্টার, প্রায় প্রত্যেকেই আত্মশ্লাঘার প্রভাব পরিহার করিতে অক্ষম হইতেছেন; সমব্যবসায়ীর স্থূলবুদ্ধি ও অযোগ্যতা বর্ণনা করিবার ছলে আত্ম প্রশংসা-সঙ্গীত সুমধুর করিয়া তুলিতেছেন! ব্যবসায়ীবর্গ শতমুখে আপনার সততা ঘোষণা করিয়া সংবাদ পত্র পৃষ্ঠে আত্ম প্রশংসার ধ্বজা উড়াইয়া ক্রেতাগণের চিত্তাকর্ষণের নানাবিধ উপায় সৃষ্টি করিতেছেন। কোন স্তরে কেহই প্রায় বাদ যাইতেছে না। বক্তামহোদয়ও—বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটাইয়া শ্রোতার বিস্ময় উৎপাদন করিবার অভ্যন্তরেও আত্মশ্লাঘার দামিনী বিকাশে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছেন না! বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিলে সমাজের হিতকর কথা যত না পাওয়া যায় আত্মপ্রাধান্যের কথা তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় ঝরিয়া পড়িয়াছে দৃষ্ট হয়—এমন কি উদার হৃদয় দাতার আসনে উপবেশনের অভিলাষী উচ্চাকাঙ্ক্ষব্যক্তিও আত্মশ্লাঘার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে অসমর্থ হইতেছেন; দান শীলতার অভিমান তাহার রসনাকে আত্মখ্যাতি উদ্ঘোষণে নিয়োজিত করিতেছে। বলিতে কি যুগধর্ম্মে আমরা যথেষ্ট অবনতি লাভ করিয়াছি। জীবনকে গিরি শিখর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া অতি নিম্নভূমিতে অবতারণ করিয়াছি। আমাদিগকে আবার পূর্ব্বস্থানে আরোহণ করিতে হইবে—তজ্জন্য প্রাচীন নৈতিক আদর্শ আমাদের উজ্জ্বল পথ প্রদর্শক। আত্মশ্লাঘা কি পরিমাণ নৈতিক অবনতিকর অস্ত্র তাহা প্রদর্শন জন্য মহাভারতীয় কর্ণ পর্ব্ব হইতে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

কুরুক্ষেত্রসমর প্রাঙ্গণে বীরাগ্রণী কর্ণ ও রাজা যুধিষ্ঠিরের তুমুল সংগ্রাম হইয়া অবশেষে কর্ণের বীরত্বে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ স্থলে স্থির থাকিতে না পারিয়া ভীত ও লজ্জিত চিত্তে শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া নিরাপদ হইয়াছেন। সংসপ্তকগণের সহিত যুদ্ধাবসানে মহাবীর অর্জ্জুন রণস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরের দর্শনাভাবে তাঁহার জীবন নাশের আশঙ্কায় চিন্তাকুল প্রাণে দ্বিতীয় পাণ্ডবের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যখন শ্রুত হইলেন কর্ণের সমরে কোনও রূপে জীবন বাঁচাইয়া রাজা যুধিষ্ঠির স্বশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণসহ দ্রুতগমনে যুধিষ্ঠির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের চরণ বন্দনা করিলে কর্ণাতঙ্কাগ্রস্থ রাজা যুধিষ্ঠির মনে করিলেন—অর্জ্জুন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণকে নিধন করতঃ তৎসকাশে আগমন করিয়াছেন এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কর্ণবধ জন্য অর্জ্জুনকে বহু প্রশংসাবাদ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন মুখে কর্ণ নিহত হন নাই—যখন শ্রুত হইলেন তখন ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে অতি পরুষ ভাষায়

তিরস্কার ও তাঁহার গাণ্ডীব ধারণের অযোগ্যতার আরোপ করেন। অর্জ্জুনের বীর হৃদয়ও তীব্র ভর্ৎসনায় ক্রোধাতিশয্যে আত্ম বিস্মৃত হইল। নানাবিধ কটুবাক্য প্রয়োগান্তে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বাধায় প্রতি নিবৃত্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হন। অতঃপর গুরুজনের প্রতি অবৈধ আচরণের নিমিত্ত অনুতপ্ত চিত্তে খড়্গাঘাতে আত্মহত্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হন। নীতি শাস্ত্রবিদ্ শ্রীকৃষ্ণ গুরুজনের প্রতি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ আচরণ ও নিধন প্রয়াসরূপ পাপের প্রতিকার জন্য আত্মহত্যাই যে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি অর্জ্জুনের সংকল্পিত আত্মবিনাশের যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়া দৈহিক আত্মহত্যার পরিবর্ত্তে নৈতিক আত্মহত্যার উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন—"সখে! দেহ নাশ করিবার আবশ্যক নাই আত্ম প্রশংসাই একবিধ মৃত্যু, তুমি আত্মযশ কীর্ত্তন কর তোমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়া গুরুজন মর্য্যাদা লঙ্ঘন ও নিধন সংকল্পজাত প্রত্যবায় হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

উপরোক্ত কাহিনী হইতে আমরা কি এই সত্য উপলব্ধি করিতেছি না যে, তখনকার সমাজে আত্মশ্লাঘা আত্মহত্যারূপেই গৃহীত হইত? আত্মশ্লাঘা নৈতিক আত্মহত্যা হইলেও দৈহিক আত্মহত্যার ন্যায়ই ঘৃণিত ছিল। বরং নৈতিক আত্মহত্যাকারীকে সমাজিক অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইত, দৈহিক আত্মহত্যাকারীর সে ভয় ছিল না। আত্মহত্যা পাপ ইহা আর্য্য জাতির বিশ্বাস—বিশ্বাসের দৃঢ়তায় দৈহিক ও নৈতিক উভয়বিধ আত্মহত্যা এককালে আর্য্য-সমাজ হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল। যুগমাহাত্ম্যে দৈহিক আত্মহত্যাও কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে—নৈতিক আত্মহত্যার ত কথাই নাই—প্রতি মূহুর্ত্তে প্রায় প্রত্যেকেই আত্মহত্যা করিয়া বসিতেছেন। নৈতিক জীবন বিনাশ করিয়া মৃত দেহের বোঝা বহিয়া লাভ কি? আত্মহত্যার প্রতি ঘৃণা উদ্রিক্ত হওয়া স্পৃহণীয়, নৈতিক আত্মহত্যায় উপেক্ষা প্রদর্শনে আমরা এত লঘু হইয়া পড়িয়াছি যে প্রকৃত উন্নতি সোপানে আরোহনের শক্তি আমাদের হৃদয় ভাণ্ডারে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিনা, আত্মপ্রশংসার বিস্তৃতিতে বাধা প্রদান না করিলে কখনও আমরা উচ্চভাব-রাজ্যের অধীশ্বর হইতে পারিব না। উত্তরোত্তর আমরা অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়িতেছি ইহা মনে রাখিয়া আত্মশ্লাঘারূপ নৈতিক আত্মহত্যার পাপজনকতা বিঘোষিত হওয়া সমীচীন। তাহাতে সমাজের লঘুতা অপসারিত হইয়া গাম্ভীর্য্য আসিবে। সমাজের কল্যাণ হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

———

সমাজ-সংস্কার।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে একটা 'প্রকাণ্ড' সংস্কারের আবর্ত্ত আসিয়া পরিয়াছে। সকলেরই মত একটা যা হয় কিছু সংস্কার কর। এখন আর পূর্ব্বের কিছুই ভাল লাগিতেছে না সকলেই একইভাবে অনুপ্রাণিত এক অভিনবত্বের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব পুরুষগণ যাহা মঙ্গলময় বলিয়া স্থির করিয়াগিয়াছেন যাহা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ প্রকারে কুশলপ্রদ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াগিয়াছেন তাহা আর এখন মনে লাগিতেছে না—এখন সুধু চাই কিছু নূতনত্ব। আবার সুধু নূতনত্বই নহে অসীম অনন্ত রহস্যজড়িত একটা কিছু নূতন করা চাই—নতুবা আমরা সংস্কারক কিসে? ধরুন না কেন সমাজের কথা। দেশে এমন একশ্রেণীর লোক গঠিত হইয়াছে—যাহারা সমাজের মঙ্গল কিসে হয় তাহা অবগত নহে, অথচ সমাজের সম্বন্ধে তাহাদের একটা পরিবর্ত্তন সাধন একান্ত ইচ্ছা। সমাজ-সংস্কার জিনিষটা কতদূর ভারি তাহা সম্ভবতঃ উহাদের কাহারো মাথায় খেলে কিনা সন্দেহ—তথাপি উহারা সমাজ-সংস্কারক হইবে। কেহ হয়ত ইংরেজী শিখিয়া সেই প্রাচীন ঋষিগণের প্রচারিত মতের বিরুদ্ধে এক বর্ক্তৃতা ঝাড়িয়া দিলেন। ফুৎকারে সে সকল মহাসত্যেকে উড়াইয়া দিয়া আত্মমতের পরিপোষণ কল্পে দু'এক গদ Hertbert Spencher বচন ছাড়িয়া দিলেন। সমাজিক রীতিনীতির নামেই যেন তাহাদের উদরে একটা ভাব্‌সা গন্ধ প্রবেশ করে তাই তাহারা Social Organisation কুঠার হস্তে করিয়া reformation করিতে বাহির হন।

তাই বলিতে ছিলাম—'সমাজ-সংস্কার' জিনিষটা যেন একটা ছেলেখেলা হইয়া পড়িয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি,—বাপুহে, তোমাদের শিক্ষার দৌড় কি অন্য কোন প্রকারে প্রধাবিত করিতে পারিতেছ না? সকল বিদ্যার জাহির কি এই সমাজের উপর দিয়া? একটা নূতন কিছু করা কি এতই সহজ যে যখনই মাথায় খেয়াল চাপিল অমনি সমাজের পৌরাণিক রীতিনীতির একটা ভাঙ্গা গড়া চাই? এমন ভাঙ্গা গড়ায় তোমাদের সমূহ একটা তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল তোমাদের নিকট হইতে আদায় করার আশা সুদূর পরাহত। তাই বলিতেছি, যে যাহাই শিক্ষা করনা কেন, উপযুক্ত পথে তাহা প্রয়োগ করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন কর। শিক্ষা জিনিষটাকে অশিক্ষায় পরিণত করিও না।

অবশ্য নূতন কিছু একটা করা নামমাত্রেই যে দোষনীয় একথা বলিতে পারা যায় না। নূতনত্ব প্রর্থনায়—কিন্তু আমাদের পুরাতনত্বের সারবত্বা বজায় রাখিয়া। পৃথিবীর অন্য কোন জাতি কিছু করিতে অগ্রসর হইলে পুরাতন দলের সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ হয় কিনা বলিতে পারিনা—কিন্তু ভারতবর্ষে এ সংঘর্ষের হস্ত হইতে এড়াইতে পারা যাইবে না। যতই কেন নূতনত্বের আধিপত্য বিস্তৃত হউক না, এই ভারতের বক্ষে পুরাতনত্বের আদরের বিলোপ সাধন বড় বিষম ব্যাপার। যাহাদিগের আপাত মধুর নূতনত্বের চাকৃচিক্যে আমরা বিভোর হইয়া পড়িয়াছি—তাহারা যদি সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া আরও পূর্ণ উদ্যমে 'নূতনত্ব' প্রচার করিতে থাকে, তথাপি ভারতের পুরাতনত্বের প্রতি একটা বিতস্পৃহার সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কারণ ভারতের সে পুরাতনত্ব সত্য, শিব ও সুন্দর। সুতরাং আমাদের নূতনত্ব সৃষ্টি করিতে যাইয়া এমন কিছু করিতে হইবে যাহা আমাদের পুরাতনত্বের ছাঁচে ঢালা জিনিষ হয়। অর্থাৎ formটী পরিবর্ত্তিত হয় হউক, কিন্তু 'matter' জিনিষটীর পরিবর্ত্তন না হয়। ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—তোমরা যাহা হয় একটা নূতন কিছু কর"—স্বামীজি উপদেশেই একবার বলিয়াছিলেন "একটা নূতন কিছু কর।" কিন্তু আবারই বলিয়াছিলেন—"কিন্তু দেখিও আমরা শুদ্ধ যেন নূতন হইয়া পড়িনা। আমরা সেই ভারতের আমরাই থাকিব মাঝথেকে অপরের সার টুকু সংগ্রহ করিয়া যা হয় একটা নূতন কিছু কর" কি মহান্ ভাবময় আদেশ!

কিন্তু আজ কালকার নব্যদলের নিকট জিজ্ঞাসা করুন? তাঁহারা কি বলিবেন?—"আমূল পরিবর্ত্তন কর" সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে? বেশ! অমনি কুলললনাদিগকে কলেজে পাঠাও। অবগুণ্ঠনপ্রথা উঠাইয়া দেও! রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে স্বাধীনতা দেও! প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে দেও! আবার বিবাহ প্রথার সংস্কার করিতে হইবে? অমনি "বিবাহে কন্যার বয়স" উদয় হইল—পুরাতন নিয়মে বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হইল! বালিকার কোমল প্রাণে সরলতা মিশ্রিত স্বামী চিন্তার অবসর কোথায়? তাই, উন্মুক্ত প্রেমেরধারা-ধৌত পূর্ণযুবতীর বিপুল আকাঙ্ক্ষা-নিপীড়িত হৃদয়ে একটা স্বামী চিন্তা' স্থাপন করিয়া সমাজের পবিত্রতা রক্ষার বিধান করা হইল—আর হইল ষোড়ষী যুবতীত পতিকুলের মঙ্গল কামনার ব্যবস্থা (?)। ইত্যাদি নূতনত্বের প্রচার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সমাজে একটা যশোমাল্যেরও প্রাপ্তি সম্ভাবনা রহিল। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি এই কি নূতনত্ব সৃষ্টি করা হইল? সমাজ কি তোমাদের হৃদয় নিহিত মনুষ্যত্বের নিকট হইতে শুধু এইটুকু চাহিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে? সমাজের উন্নতির জন্য কি অন্য কিছু প্রার্থনীয় নহে? যাহা না হইলে মানুষ মনুষ বলিয়া কথিত হয় না—মনোরাজ্যের যে সম্পত্তির অভাব হইলে মানুষের আজীবন উপার্জ্জিত শিক্ষার ফলেও সে মনুষত্বের দাবী করিতে পারে না, সেই 'চরিত্র রত্নে'র রক্ষার জন্য কোন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছ কি? অথচ চরিত্রহীন সমাজে যে কোন উন্নতির বীজ প্রথিত হউক না কেন, তাহা যে বদ্ধমূল হইতে পারে না, সে বিষয়ে কখনও চিন্তা করিয়াছ কি? তোমরা নাকরিয়াছ কি? তোমাদের কল্পনায় স্থান পায়-নাই—এমন বিষয় খুব কমই আছে। কিন্তু যে বিষয় সমাজের ভিত্তি, তাহাকে সুদৃঢ় করিতে কখনও প্রয়াস পাইয়াছ কি? শিক্ষা বলিব কাহাকে? যে শিক্ষায় চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। তোমরা শিক্ষা লইয়া ব্যস্ত—সে ব্যস্ততা কখনও ফলপ্রসূ হইবে না, যদি না তোমরা সমাজের চরিত্রগত উৎকর্ষতার সৃষ্টি করিতে পার। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবকের সহিত ষোড়ষবর্ষীয়া যুবতীর পরিণয় প্রথা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু যুবকের নৈতিক চরিত্রের moral character উন্নতির বিধান না করিলে এই প্রথা হইতে যতদূর বিষময় ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা আছে তাহা আর কুত্রাপি নাই। জগতের অধিকাংশ বিষয়েই একথা বলিতে পারা যায় যে, যে জিনিষ যত উৎকৃষ্ট তাহা অপকৃষ্ট হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষময় হইয়া দাড়ায়।

স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধেও আমরা ঐ কথা বলি। সীতা সাবিত্রী কি শিক্ষিতা রমণা ছিলেন না? তাঁহারা কি প্রকাশ্যে বাহির হন নাই? অবশ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এবম্বিধ শিক্ষার মূলে এমন একটী জিনিষ নিহিত ছিল যে, তাহাতে তাঁহাদিগকেও এরূপ শিক্ষার স্রোতদ্বারা বিচলিত করিত কিনা সন্দেহ। রাজপথে ভ্রমণ মাত্রই দুষ্য নহে—কিন্তু চরিত্ররূপ প্রহরী পরিবেষ্টিত হওয়া চাই। অবশ্য একথা আমরা বলিতে পারি যে এ সকল প্রথা শিক্ষা ত নহেই, শিক্ষার অঙ্গও নহে। তাই এ সকলের প্রশ্রয় দেওয়া অনাবশ্যক। অন্তঃপুর বাসিনীর একান্তমনে পতিদেবতার ধ্যান অশিক্ষা নহে। স্বামা ধ্যানরতা কুলবধূর পক্ষে পূজনায় পূজনীয়ার শুশ্রূষা ও স্বহস্তে বাসন মাজাও অশিক্ষা নহে। কিন্তু পতি ভিন্না হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষার নিমত্ত শিক্ষা জীবন academical life যাপন করা হিন্দু রমণীর পক্ষে শিক্ষা নামের কলঙ্ক ভিন্ন কি বলিব?

আমরা যাহাই করি না কেন, আমাদের সেই পৌরাণিক যুগের আদর্শ

ছাড়িয়া দিতে পারিব না। যদি কুলললনাদিগকে শিক্ষার প্রয়োজন হয় তবে সেই পুণ্যময়ী দ্রৌপদী, দময়ন্তীর পদছায়া ভুলিয়াগেলে চলিবে না; অন্যথায় আমরা আমাদিগের কুলবধূকে আর তেমনটী পাইব না। রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুর বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের চরিত্র হিন্দুর পূজার জিনিষ, প্রাণের জিনিষ তাই তাহারা সচ্চরিত্রতার মহারাধ্য শক্তির মহিমা বিস্মৃত হইতে পারে না। প্রসঙ্গ ক্রমে নিম্নে আমরা একটি মহাভারতীয় উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া চরিত্রবলের অশেষ গুণ প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইলাম।

পুরাকালে দানবরাজ প্রহ্লাদ চরিত্রবলে ত্রিভুবনের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্যচ্যুত হইয়া বৃহস্পতির নিকট মঙ্গললাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃহস্পতি ইন্দ্রকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে সৌম্য, তুমি নীতিশাস্ত্র বিশারদ শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশ প্রদানে সমর্থ।" তখন ইন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট যাওয়াই স্থির করিয়া বৃহস্পতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনতি বিলম্বে শুক্রাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্র তৎসমীপে স্বীয় দুরবস্থারবার্ত্তা জ্ঞাপন করতঃ যথোপযুক্ত মঙ্গল লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্যও অতিথির প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া ইন্দ্রকে পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা জ্ঞাপন করতঃ বিবিধ উপদেশাত্মক কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কথা সাঙ্গ হইলে ইন্দ্র তথাকথিত মঙ্গল লাভের উপায় অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচার্য্য! এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় বর্ত্তমান আছে কি? আমি ইহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায় অবগত হইতে ইচ্ছা করি।" তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন—"হে সুরেন্দ্র! আপনি দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের নিকট গমন করুন। ত্রিভুবনে একমাত্র তিনিই আপনাকে উপযুক্ত মঙ্গল লাভের উপায় উদ্ভাবনের বিষয় জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব আমি আপনার তাঁহার নিকট যাওয়াই সঙ্গত বিবেচনা করি"।

শুক্রাচার্য্যের উপদেশানুসারে ইন্দ্র ব্রাহ্মণেরবেশে প্রহ্লাদের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণ দেখিয়া সসম্মানে প্রণিপাত করিলে ইন্দ্র এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"দানবরাজ! আমি আপনার নিকট মঙ্গল সাধনের প্রধান উপায় জানিবার বাসনায় আগমন করিয়াছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে উপযুক্ত

উপদেশ দিলে চরিতার্থ হইব।" ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তখন তাহাকে যথোপযুক্ত উপদেশ দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং কার্য্যেও তাহাকে অনবরত মহামূল্য উপদেশরাজি প্রদান করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন "হে দানবেশ্বর! আপনি কিরূপে প্রভূত [ব]লের একাধার হইয়াছেন? কেমনেই বা এই বিশাল ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইতে পারিয়াছেন? ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ এইরূপে বলিতে লাগিলেন 'হে দ্বিজোত্তম! একমাত্র সচ্চরিত্রতা গুণেই আমি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আমি আমার জীবনে কখনো কাহারো প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি নাই—নীতিশাস্ত্রানুসারে যেই কেন উপদেশ প্রদান করুক না, আমি তাহার সারভাগ সাদরেগ্রহণ করিয়াছি। সুনীতির অনুসরণ ও দুর্নীতি পরিত্যাগ অপেক্ষা মঙ্গল লাভের প্রকৃষ্টতর উপায় আর কিছুই নাই। সুতরাং জানিবেন সচ্চরিত্রতাই আমার মঙ্গল লাভের একমাত্র কারণ।"

ইতিপূর্ব্বেই ব্রাহ্মণবেশি ইন্দ্রের শুশ্রূষায় দানবরাজ অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন—"হে দ্বিজবর! আমি আপনার গুরুভক্তি দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি বর প্রার্থনা করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আপনি আমার নিকট যাহা চাহিবেন, আমি আপনাকে তাহাই প্রদান করিব।" তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—"দানবরাজ! যদি আমার প্রতি যথার্থই প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আপনার 'সচ্চরিত্রতা' আমাকে প্রদান করুন।" সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রহ্লাদ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সহর্ষঅন্তরে ব্রাহ্মণকে তাহা প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রও অভিলষিত বস্তু লাভের বাসনা পূর্ণ হইল জানিয়া ত্বরিত গতিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ বিদায় হইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রহ্লাদের শরীর হইতে ছায়ার ন্যায় এক তেজোময়ী মূর্ত্তি নির্গত হইয়া ব্রাহ্মণ যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। প্রহ্লাদ ইহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, তখন তিনি সেই ছায়া মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?" মূর্ত্তি উত্তর করিল "আমি 'চরিত্র'"। আপনি আমায় ত পরিত্যাগ করিয়াছেন সেইজন্য আমি আপনার শিষ্যের নিকট গমন করিতেছি। প্রহ্লাদ বিস্ময় মানিয়া সরিয়া গেলেন—চরিত্র অন্তর্হিত হইল।

DOUBLE COLOUR

কিছুক্ষণ পরেই প্রহ্লাদের শরীর হইতে আর একটী তেজ বাহির হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে দেখিয়া পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে, কোথায় যাইতেছেন ?" তেজোময় মূর্ত্তি উত্তর করিল "আমি ধর্ম্ম—। চরিত্রের যেখানে বাস আমিও সেইখানে অবস্থান করিয়া থাকি। এখন চরিত্র আপনার দেহ হইতে ব্রাহ্মণের দেহে গমন করিয়াছে, সুতরাং আমাকেও তাহার সঙ্গী হইয়া থাকিতে হইবে।" এই বলিয়া ধর্ম্মরূপী তেজোমূর্ত্তি আকাশে মিলিয়া গেল।

'ধর্ম্ম' এই বলিয়া প্রস্থান করিলে মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে আর একটী তেজ বহির্গত হইল। প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে ?" তেজ উত্তর করিল আমি সত্য ; ধর্ম্ম যেখানে আমিও সেখানে ; এইজন্য আমি ধর্ম্মের সঙ্গে চলিলাম।

সত্য চলিয়া গেলে পুণ্যাত্মা প্রহ্লাদের পবিত্র দেহ হইতে আরও একটী প্রভা নিস্ক্রান্ত হইয়া সত্যের অনুসৃত পথে চলিতে লাগিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তেজ উত্তর করিল "মহারাজ, আমি সৎকার্য্য। যেখানে সত্য, আমিও সেইখানে অবস্থান করিয়া থাকি ; সত্য আপনাকে ছাড়িয়া গিয়াছে—সুতরাং আমাকেও তাহার অনুসরণ করিতে হইবে।"

ইতঃপর এক গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে প্রহ্লাদের শরীর হইতে আর একটী তেজোময় মূর্ত্তি আবির্ভূত হইলে প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ছায়ামূর্ত্তি বলিল—"মহারাজ! আমি 'বল'। সৎকার্য্যাদি কর্ত্তৃক যিনি পরিত্যক্ত হইয়াছেন, আমার বাসস্থান তাহার হৃদয়ে নাই। অতএব আমি সৎকার্য্যাশ্রিত ব্রাহ্মণের দেহে গমন করিলাম।"

এই বলিয়া 'বল' প্রস্থান করিলে তৎক্ষণাৎ দৈত্যরাজের দেহ হইতে একটী দিব্য লাবণ্যময়ী প্রভান্বিতা দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া প্রহ্লাদের নিকট হইতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। তখন প্রহ্লাদ সকাতরে সেই দেবী মূর্ত্তির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবি! আপনি কে ? কি জন্যই বা এস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন ? দেবী উত্তর করিলেন "মহারাজ আমি লক্ষ্মী ; ধর্ম্ম, সত্য, সৎকর্ম্ম, বল ও আমি এই সকলই চরিত্রের অধীনে অবস্থান করিয়া থাকি। যখন আপনি 'চরিত্র' কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছেন, তখন আমি কিরূপে এস্থানে অবস্থান করিব ? আপনি চরিত্র দান করিয়া যে সচ্চরিত্রতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। আমি আপনার সেই প্রতিজ্ঞার ফলেই

আপনার শিষ্যের শরীরে প্রবেশ করিতে চলিলাম। এই বলিয়া লক্ষ্মী বিদায় হইলেন।

আমরা চাই এমনটী—যাহা রক্ষা করিলেই জগতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারি। আমরা চাই এমনটী—যাহা রক্ষা করিলেই সেই ঈশ্বরকল্প পুরুষগণের (কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির) বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। আমরা 'নূতন' হইয়া ইতিহাসের অঙ্কে স্থান পাইতে চাহি না, পুরাতন থাকিয়াই নিভৃতে কালযাপন করিতে চাহি। তাই বলিতেছি—বঙ্গীয় কায়স্থগণ অন্যান্য বিষয়ের পূর্ব্বে, জাতির জীবনে সচ্চরিত্রতার পূতধারা প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করুন। তাহা হইলেই আমরা মনুষ্য জীবনের যাবতীয় গুণাবলী অধিকার করিতে সমর্থ হইব। চরিত্রবান্ পুরুষেরদ্বারা যেমন সমাজে এক মহাপ্রাণময়তার সৃষ্টি হইয়া থাকে এমন আর কিছুতেই নহে। আপনি শিক্ষিত—সম্মানের পাত্র। কিন্তু অপরে চরিত্রবান—সে ভক্তির পাত্র। গত উনবিংশ শতাব্দীতে বহু সংখ্যক বঙ্গসন্তান দেশে ও বিদেশে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু কয়জন জনসাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন ? ইংরেজ কবি বলিয়াছেন—If wealth is lost,nothing is lost: it health is lost, half is lost; and if character is lost all is lost. উপসংহারে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে আমরা যখন এক মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে ধাবিত হইয়াছি তখন নিশ্চয়ইআমরা কৃত কার্য্যতারূপ মুকুট মস্তকে ধারণ করিতে পারিব। আমাদের করিবার অনেক আছে কিন্তু বিশেষ বিবেচনার সহিত দেখিতে হইবে কোনটি সর্ব্বাগ্রে সাধন করিলে সকল দিক রক্ষা হয়।

শ্রীরমণীরঞ্জন গুহ রায়।

অমিয়া-কাহিনী।*

দুই বছরের শিশু অমিয়া আমার,
মাতৃহীনা অভাগিণী, জনক-হৃদয়-মণি
ভাবিত আমিই যেন জননী তাহার।
তাই দিবা নিশা সদা, জানা'ত মরম-ব্যথা,
অস্ফুট ভাষায় শুধু করুণ ক্রন্দনে।
অব্যক্ত বেদনা বিষে, দুঃখিনী অমিয়া শেষে
জীর্ণা শীর্ণা হ'য়ে গেল ব্যাধির তাড়নে॥
লইয়া তাহারে কোলে, গিয়াছি কুটুম্ব স্থলে,
আশ্রয়ের তরে অহো জঘণ্য ভিক্ষায়!
পুরিলনা আশা মম, মানব নির্দ্দয় হেন
ফিরিলাম শূন্য গৃহে ব্যথিত হিয়ায়॥
ত্যাজি সে শ্মশান ভূমি, মাতামহ গৃহে আমি
লইনু আশ্রয় তাই অমিয়া সংহিতি।
অহো সেই পূতবীণা, হ'ল দিনে দিনে ক্ষীণা,
রক্তামাশয় রোগে হায়! বিধির নিয়তি॥
অমিয়ার "বাবা" ধ্বনি, গভীর নিশাথে শুনি,
রোগালস দুটী আঁখি, মেলিয়া উঠিয়া দেখি—
জনম-দুঃখিনী যেন গিয়াছে কোথায়,
শুধু দেহটুকু তার রয়েছে ধরায়!!!

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

* কবি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বসু তাঁহার শিশু কন্যা অমিয়াবালার বিগত ১৩২০ সন ২১শে কার্ত্তিক মৃত্যু হইলে তৎশোকে এই কবিতাটী লিপিবদ্ধ করেন। কাঃ পঃ সঃ

সমালোচনা।:

বগুড়ার ইতিহাস। বগুড়ার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি-এল, প্রণীত এবং রংপুর সাহিত্য পরিষৎ হইতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড ডবল ক্রাউন ২৩ ফর্ম্মা, মূল্য ৷৷৹ আনা। এবং দ্বিতীয় খণ্ড ডবলক্রাউন ৩১ ফর্ম্মা,মূল্য ১৷৹টাকা। বগুড়ার এই বৃহদিতিহাস খানি গ্রন্থকারের নিকট ও রংপুর সাহিত্য পরিষদ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

প্রভাসবাবু বগুড়ার ইতিহাসে তাঁহার অপরিসীম জ্ঞানগবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা গ্রন্থখানি পড়িলেই উপলব্ধি হয়। এবং যে সকল ঐতিহাসিক বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহাতে কায়স্থ ও বৈদ্যের একজাতিত্ব এবং সুপ্রাচীন পোণ্ড বর্দ্ধন নগরের বগুড়া জেলায় স্থিতিত্ব নিঃসংশয়িত ভাবে প্রতিপন্ন করিরাছেন। এতদ্ব্যতীত অপরাপয় বহুবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা গ্রন্থখানি সমগ্র বঙ্গবাসীর পাঠের উপযোগী হইয়াছে। এই জন্য আমরা সনির্ব্বন্ধ ইতিহাস-কুতুহলী পাঠক মহোদয়গণকে বগুড়ার ইতিহাস একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংস্কলিত এবং উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। এই উপদেশ-পুস্তিকায় ভগবান রামকৃষ্ণদেবের অমৃতময় চতুর্বিংশতিটী উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। বাগবাজার 'লক্ষ্মী নিবাসের' সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের পিতৃদেবের স্মৃতি উপলক্ষে বিতরন করিতেছেন।

হিন্দি বিশ্বকোষ। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর মেম্বর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের বাঙ্গলা বিশ্বকোষের কার্য্যশেষ হইয়াছে। এই-বার হিন্দি বিশ্বকোষের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা হিন্দি বিশ্বকোষের ভূমিকার কতকটা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার ছাপা ও কাগজ ও সন্নিবেশিত ছবি সমূহ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত মহাকোষ গ্রহণেচ্ছু, কলিকাতা ২০নং কাঁটা পুকুর লেন, গ্রন্থকারের নিকট পত্র লিখিলেই মূল্যাদি তাবৎ বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বার্ষিক অধিবেশন ঃ—

গত বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হয়—"বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন আগামী গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধে ঢাকা নগরীতে হইবে।" অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের অধিবেশন গত বড়দিনের বন্ধে না হওয়ায়, তাহার অধিবেশনও উক্ত গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধে এলাহাবাদে হওয়ায় কথা সংবাদ পত্র সমূহে প্রচারিত হইয়াছে। উভয় সভার দিনই এক সময় অবধারিত হওয়ায় স্বজাতির হিতকামী কায়স্থবর্গ বিচলিত হইয়াছেন, এজন্য গত ২৬শে মাঘ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্থির হয়—"যে এলাহাবাদের কায়স্থ-সম্মিলনের অধিবেশন আগামী পূজার বন্ধ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়া গুড্‌ফ্রাইডের বন্ধে কেবল (২৮শে, ২৯শে, ও ৩০শে চৈত্রের যে কোন দুই দিন) কায়স্থ-সভার দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন ঢাকা নগরীতে হউক।" অতএব কায়স্থ-সভার হিতৈষীগণ আগামী অধিবেশনের উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হউন।

পণপ্রথার পরিণাম ঃ—

কলিকাতার ৪৩।১নং রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীটে, কোন ব্রাহ্মণের 'স্নেহলতা' নামে পঞ্চদশ বর্ষিয়া এক অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যা ছিল। বি-এল্‌, পাঠী কোন মুখোপাধ্যায় কুমারের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। পাত্রপক্ষের দাবী অনুসারে স্নেহলতার পিতা যৌতুক স্বরূপ নগদ আটশত টাকা ও বার শত টাকার অলঙ্কার প্রদান করিতে সম্মত হন। কিন্তু কন্যার পিতা সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং পাত্রের ভ্রাতা পত্রদ্বারা জানাইলেন—আপনার বাটী বন্ধক রাখিয়া নগদ টাকা দিতে হইবে নতুবা গত্যন্তর নাই। এই পত্র স্নেহলতা স্বয়ং পাঠ করিয়া বুঝিলেন নিজের পৈত্রিক বাসভবন বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইতেছে। ইহা তাঁহার মর্ম্মান্তিক হওয়ায় স্নেহলতা কেরসিন অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

এখন পাঠক, এই সকল অর্থলোলুপ নরপিশাচদিগকে আপনারা সমাজের কোথায় স্থান দান করিবেন? অশিক্ষায় লোকের অর্থলিপ্সা থাকে আর এই সু-শিক্ষায় অন্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ইহার কি কোন প্রতিকার হইবে না?

মিলেছে ভাল ঃ—

ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁহার মন্দারের মালা গলায় ধারণ কালে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রচারের জন্যই তাঁহার এই অভিনববেশ। কিন্তু গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'মন্দারমালা'য় লিখিতেছেন—"কায়স্থ সমাজের বসু, ঘোষ, মিত্র প্রভৃতি হইতে বল, শূর, সিংহ প্রভৃতি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়; প্রমাণ—বন্দীপুরের রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী। যিনি ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনীর মহাভোজে সভাপতির দক্ষিণেই আসন পাইয়াছিলেন, যিনি তাঁহার চৌদ্দশত অনুচর লইয়া সেই সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। ভাল উমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কুঞ্জবাবুর 'রায়' ও সরস্বতী উপাধি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? সভাপতির দক্ষিণে অথবা বামে ত কুঞ্জবাবুকে দেখি নাই। অধিকন্তু তিনি পংক্তি পরে ভোজন করেন। উমেশবাবু তাঁহার চৌদ্দশত অনুচরই বা কোন্ চক্ষে দেখিয়াছিলেন? আমরা জানি কুঞ্জবাবু নিজেকে বিশেষিত করিবার জন্য সেই মহা সভায় 'ডবল্ ব্যাজ' (double badge) ধারণ করিয়াছিলেন এবং প্রায়শঃ অনুচর বিহিন অবস্থায় রুমালের পোটলা হস্তে বাজারের পথে বহির্গত হইতে দৃষ্ট হন। তাই বলিতেছিলাম মিলেছে ভাল।

আত্ম-প্রকাশ ঃ—

বহুদিন হইতে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন হইতেছিল যে রংপুর দর্পণের সম্পাদক কে? চিত্রগুপ্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত রাধারমণ তর্করত্ন মহাশয় কৌশলে আমাদের সে প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। তাঁহারই 'দুঃখের কথা' শার্ষক প্রবন্ধের সমালোচনায় যাঁহাকে সম্পাদকরূপে দেখা যাইতেছে তিনি কি তদীয় ভাষার দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেন নাই? ঐ শুনুন পাঠক! সম্পাদক বলিতেছেন—"আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা জানি না। কায়স্থ শূদ্র কিনা তাহাও বলিতে পারি না। তবে ব্রাত্যক্ষত্রিয় অপেক্ষায় শূদ্র যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। দুই চারিজন পণ্ডিত যে আপস্তম্বসূত্রের দোহাই দিয়া বহুপুরুষ পরম্পরা ব্রাত্য হইলেও প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন; সেই আপস্তম্ব-সূত্রে, পারাস্কর গৃহসূত্র, মনুত্রি প্রভৃতি বিংশতি সংহিতার অধিকাংশ গ্রন্থে ব্রাত্যের স্থান অতি নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" এই বলিয়া স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বশাস্ত্রের উদ্‌গীরিত কতিপয় বচন অধ্যাহার করিয়া আবার বলিতেছেন—ব্রাত্য 'পাপাত্মা' ব্রাত্য 'সঙ্কর' 'ঝাল', 'মাল', 'খাসিয়া' প্রভৃতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়।" ইহার পর বলিয়াছেন ঃ—

"বুঝিতে পারি না শিক্ষিত কায়স্থদল এইরূপ আসনে অবস্থিত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের আসনে অবস্থিত ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের শ্রেণীতে নিজেকে ও পিতৃপুরুষদিগকে কেন যে অবনমিত করিতেছেন। বঙ্গদেশে যে কায়স্থজাতির ব্রাহ্মণের নিম্নেই আসন, সেই পবিত্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কায়স্থবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঝাল, মাল, খাসিয়ার সমশ্রেণীতে উপনীত হইবার জন্য কেন যে ইহারা লালায়িত বুঝিতে পারি না।"

"কায়স্থেরা নিজেকে ঝালমাল প্রতিপন্ন করিতে পারেন, আমাদিগের আপত্তি করিবার কি আছে? আপত্তি করিবার—আছে আমরা যে চিরদিন কায়স্থের দান প্রতিগ্রহ করিতেছি, কায়স্থের অন্নে চিরদিন পরিপুষ্ট হইতেছি, কায়স্থের গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছি।" রংপুর দর্পণের সম্পাদক যে মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ তাহা বেশ বুঝা গেল, কিন্তু আবার সংশয়ও হইতেছে পণ্ডিতরাজ বঙ্গীয় কায়স্থ কোন্ জাতি নির্দ্দেশ করিলেন? তিনি যখন প্রথমে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃত বচনের বলে ব্রাত্যক্ষত্রিয়কে শূদ্র হইতেও ঘৃণিত বলিলেন এবং শেষে যখন সনাতন বর্ণাশ্রম সমাজে ব্রাহ্মণের অব্যবহিত নিম্নেই আসন দিলেন, তখন

পণপ্রথার পরিণাম ঃ—

কলিকাতার ৪৩।১নং রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীটে, কোন ব্রাহ্মণের 'স্নেহলতা' নামে পঞ্চদশ বর্ষিয়া এক অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যা ছিল। বি-এল্, পাঠী কোন মুখোপাধ্যায় কুমারের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। পাত্রপক্ষের দাবী অনুসারে স্নেহলতার পিতা যৌতুক স্বরূপ নগদ আটশত টাকা ও বার শত টাকার অলঙ্কার প্রদান করিতে সম্মত হন। কিন্তু কন্যার পিতা সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং পাত্রের ভ্রাতা পত্রদ্বারা জানাইলেন—আপনার বাটী বন্ধক রাখিয়া নগদ টাকা দিতে হইবে নতুবা গত্যন্তর নাই। এই পত্র স্নেহলতা স্বয়ং পাঠ করিয়া বুঝিলেন নিজের পৈত্রিক বাসভবন বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইতেছে। ইহা তাঁহার মর্ম্মান্তিক হওয়ায় স্নেহলতা কেরসিন অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

এখন পাঠক, এই সকল অর্থলোলুপ নরপিশাচদিগকে আপনারা সমাজের কোথায় স্থান দান করিবেন? অশিক্ষায় লোকের অর্থলিপ্সা থাকে আর এই সুশিক্ষায় অন্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ইহার কি কোন প্রতিকার হইবে না?

মিলেছে ভাল ঃ—

ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁহার মন্দারের মালা গলায় ধারণ কালে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রচারের জন্যই তাঁহার এই অভিনববেশ। কিন্তু গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'মন্দারমালা'য় লিখিতেছেন—"কায়স্থ সমাজের বসু, ঘোষ, মিত্র প্রভৃতি হইতে বল, শূর, সিংহ প্রভৃতি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়; প্রমাণ—বন্দীপুরের রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী। যিনি ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনীর মহাভোজে সভাপতির দক্ষিণেই আসন পাইয়াছিলেন, যিনি তাঁহার চৌদ্দশত অনুচর লইয়া সেই সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। ভাল উমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কুঞ্জবাবুর 'রায়'ও সরস্বতী উপাধি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? সভাপতির দক্ষিণে অথবা বামে ত কুঞ্জবাবুকে দেখি নাই। অধিকন্তু তিন পংক্তি পরে ভোজন করেন। উমেশবাবু তাঁহার চৌদ্দশত অনুচরই বা কোন্ চক্ষে দেখিয়াছিলেন? আমরা জানি কুঞ্জবাবু নিজেকে বিশেষিত করিবার জন্য সেই মহা সভায় 'ডবল্ ব্যাজ' (double badge) ধারণ করিয়াছিলেন এবং প্রায়শঃ অনুচর বিহিন অবস্থায় রুমালের পোটলা হস্তে বাজারের পথে বহির্গত হইতে দৃষ্ট হন। তাই বলিতেছিলাম মিলেছে ভাল।

আত্ম-প্রকাশ ঃ—

বহুদিন হইতে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন হইতেছিল যে রংপুর দর্পণের সম্পাদক কে? চিত্রগুপ্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত রাধারমণ তর্করত্ন মহাশয় কৌশলে আমাদের সে প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। তাঁহারই 'দুঃখের কথা' শার্ষক প্রবন্ধের সমালোচনায় যাঁহাকে সম্পাদকরূপে দেখা যাইতেছে তিনি কি তদীয় ভাষার দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেন নাই? ঐ শুনুন পাঠক! সম্পাদক বলিতেছেন—"আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি কায়স্থ ক্ষত্রিয় কিনা জানি না। কায়স্থ শূদ্র কিনা তাহাও বলিতে পারি না। তবে ব্রাত্যক্ষত্রিয় অপেক্ষায় শূদ্র যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। দুই চারিজন পণ্ডিত যে আপস্তম্বসূত্রের দোহাই দিয়া বহুপুরুষ পরম্পরা ব্রাত্য হইলেও প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন; সেই আপস্তম্ব-সূত্রে, পারাস্কর গৃহ্যসূত্র, মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশতি সংহিতার অধিকাংশ গ্রন্থে ব্রাত্যের স্থান অতি নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" এই বলিয়া স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বশাস্ত্রের উদ্গীরিত কতিপয় বচন অধ্যাহার করিয়া আবার বলিতেছেন—ব্রাত্য 'পাপাত্মা' ব্রাত্য 'সঙ্কর' 'ঝাল', 'মাল', 'খাসিয়া' প্রভৃতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়।" ইহার পর বলিয়াছেন ঃ—

"বুঝিতে পারি না শিক্ষিত কায়স্থদল এইরূপ আসনে অবস্থিত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের আসনে অবস্থিত ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের শ্রেণীতে নিজেকে ও পিতৃপুরুষদিগকে কেন যে অবনমিত করিতেছেন। বঙ্গদেশে যে কায়স্থজাতির ব্রাহ্মণের নিম্নেই আসন, সেই পবিত্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কায়স্থবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঝাল, মাল, খাসিয়ার সমশ্রেণীতে উপনীত হইবার জন্য কেন যে ইহারা লালায়িত বুঝিতে পারি না।"

"কায়স্থেরা নিজেকে ঝালমাল প্রতিপন্ন করিতে পারেন, আমাদিগের আপত্তি করিবার কি আছে? আপত্তি করিবার—আছে আমরা যে চিরদিন কায়স্থের দান প্রতিগ্রহ করিতেছি, কায়স্থের অন্নে চিরদিন পরিপুষ্ট হইতেছি, কায়স্থের গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছি।" রংপুর দর্পণের সম্পাদক যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ তাহা বেশ বুঝা গেল, কিন্তু আবার সংশয়ও হইতেছে পণ্ডিতরাজ বঙ্গীয় কায়স্থ কোন্ জাতি নির্দ্দেশ করিলেন? তিনি যখন প্রথমে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃত বচনের বলে ব্রাত্যক্ষত্রিয়কে শূদ্র হইতেও ঘৃণিত বলিলেন এবং শেষে যখন সনাতন বর্ণাশ্রম সমাজে ব্রাহ্মণের অব্যবহিত নিম্নেই আসন দিলেন, তখন

উপবীতহীন কায়স্থ জাতিকে ব্রাত্য না বলিয়া কি বলিতে চাহেন ? তাই এই সকল অসম্বদ্ধ ভাষার প্রয়োগ এবং সুব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রজ্ঞান না দেখিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বর্ণিতভাবের কোন হীনস্বত্বব্রাহ্মণ সম্পাদক বলিয়া মনে হইতেছে। কেননা মহাভারতকার তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—যিনি সাম জানেন না, যিনি অথর্ব্বণ সমূহে কৃতশ্রম নহেন তিনি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেও অবরজ শূদ্র হইতেও কনিয়ান্। সুতরাং প্রসিদ্ধ প্রশ্নোপনিষদে যখন স্পষ্টভাবে "ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিঃ" এই সামশ্রুতি দ্বারা প্রাণের গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে, যখন অথর্ব্ববেদে "ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।" শ্রুতিদ্বারা ব্রাত্য স্তুত, যখন "তদ্যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ" শ্রুতিদ্বারা ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের গৌরব ঘোষিত, "তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য উদ্ধৃতেষ্বগ্নিষ্বধিশ্রিতেগ্নিহোত্রেতিথির্গৃহনাগচ্ছেৎ ॥ স য এবং বিদুষা ব্রাত্যেনাতিসৃষ্টো জুহোতি ॥ প্র পিতৃযাণং পন্থাং জানাতি প্র দেবযাণম্।" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রাত্যের পিতৃযান, দেবযান পথের পরিজ্ঞান ঘোষিত হইতেছে, তখন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যোদ্গীরিত-শাস্ত্রবচনপুষ্ট ও বেদানভিজ্ঞজনকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ অথবা অন্য কোন সাক্ষর ব্রাহ্মণ বলিয়া কেমনে বুঝিব ?

দুঃখ-প্রকাশ ঃ—

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় চতুঃ-পৃষ্ঠা ব্যাপী "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর অনুষ্ঠান পত্র" পাঠাইয়া বর্ত্তমান মাসের কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় স্থানাভাব বশতঃ কায়স্থ-পত্রিকায় উক্ত পত্রখানি প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইলাম না।

উক্ত সভা হইতে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ-সমাজের' দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় "বিক্রমপুর মহাসম্মিলন" নামক প্রবন্ধের লেখক কয়েকটী অসত্যের অবতারণা করিয়া আমাদের মনে দুঃখ দিয়াছেন। লেখক একস্থলে কায়স্থগণকে শূদ্রাচারী বলিয়া অন্যস্থলে তাহারা তাহাদের সেই চিরন্তন সদাচার উল্লঙ্ঘনকারী ও চতুর্বর্ণ সমাজ মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন। পাঠক বিবেচনা করুন—কায়স্থগণের পক্ষে শূদ্রের আচার পালন কি প্রকারে চিরন্তন সদাচার হয়! তবে কি লেখক শূদ্রাচারপুষ্ট ব্রাহ্মণ ? অন্যস্থলে বলিয়াছেন ব্রাহ্মণের উপদ্রবে কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণ এখন স্বয়ংই পৌরোহিত্যের প্রয়াসী। একথায় আমরা বুঝিলাম লেখকের আদৌ আত্ম দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের স্বজাতি পুরোহিতবর্গের নিরক্ষরতাই উপবীতি কায়স্থের তাদৃশ প্রয়াস কিনা ? অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা অহং পালয়িতা

একপ্রকার কতিপয় ব্রাহ্মণের দুর্ব্যহারেই নিম্নসমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে ; সেজন্য আমরা ব্রাহ্মণ সমাজই দায়ী। সেদিন অনর্থক পাঁচথুপাতে জোট বাঁধিয়া আমরা প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশিত করিলে উপবীতি কায়স্থের নৈবেদ্যের কলাটী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না। কৈ সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছ কি ? যাহাতে তোমরা শক্তিহীন তাহাতে কেন প্রগল্‌ভের ন্যায় হস্তক্ষেপ কর ? ঐ যে কায়স্থের উপনয়নের ব্যবস্থাপক স্মৃতিভূষণকে বিচারার্থ আহ্বান করিয়াছ, কিন্তু রাজবংশার ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থাপক রংপুরের পণ্ডিতরাজকে আহ্বান করিলে না কেন ? বৈদ্যের কথাই বা বাদ দিলে কি ভাবিয়া ? তোমার এ হেন বিচারে কোন বুদ্ধিমান কর্ণপাত করিবেন ? এই ব্যবহারে আমাদের দুঃখ হয়।

মিটমাট ঃ—

কায়স্থ-পত্রিকার পাঠকবর্গ অবগত আছেন—উপবীতি কায়স্থের হিতৈষী নবদ্বীপের পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় কংসারীলাল অধিকারী ও বীরভূম বাসীর সম্পাদক এবং তৎপ্রকাশকের নামে যে মানহানির মোকর্দ্দমা করিয়াছিলেন। তাহাতে সম্পাদক ও প্রকাশক আপনাপন ত্রুটী স্বীকার করিয়া আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে দয়াশীল পণ্ডিত মহাশয় ঐ দুই নামের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উঠাইয়া লন এবং কংসারী বাবু মোকদ্দমা মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্থানান্তরিত করিয়া লয়েন এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি।

গত ১৪ই জানুয়ারী কংসারীবাবুও পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে মোকদ্দমা মিটাইয়া লইয়াছেন ও তাঁহার অযথা মানহানি করার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া ও ভবিষ্যতে কখন তাঁহার মানহানি করিবেন না বলিয়া এক বর্ণনা পত্র লিখিয়া তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট ২০ জানুয়ারী দাখিল করেন। ফরিয়াদী পণ্ডিত মহাশয়ও ক্ষমা করিবেন বলিয়া দরখাস্ত দেন। এইভাবে মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে।

ফরিদপুরের সঞ্জয় ঃ—

সঞ্জয় বলিতেছেন—"কায়স্থপত্রিকা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হই কিন্তু তদ্বারা কিশুভ হইবে বুঝি না। অধিকন্তু দেখিতে পাই একজন উপবীত ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব জাহির করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, অন্যদল অর্থাৎ বঙ্গীয় কুলীন কায়স্থগণ তাহার বৈপরীত্য সাধন করিতেছেন।" মহাভারতের সঞ্জয় মহর্ষি ব্যাসদেবের অনুকম্পায় কৌরব সমরবার্ত্তা জানিবার বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৌলীন্যে বিভোর ফরিদপুরের সঞ্জয় বোধ হয় বায়ুদেবের বরে তাদৃশ দুঃস্বপ্ন দেখিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি মালখানগরের বসু, পারুললিয়ার ঘোষ, রাই-পুরের গুহমুস্তফী এবং গঙ্গাস্রোতকুলসম্পন্ন বানরীপাড়ার বসন্তকুমার গুহঠাকুরতা বিশ্বাস প্রমুখ মহাবংশীয়গণ কি সঞ্জয়ের মতে কুলীন নহে ?

উপনয়ন ঃ—

লক্ষ্ণৌ কায়স্থ সভার যত্নে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্রও জিতেন্দ্রনাথ নাগ গত অগ্রহায়ণ মাসে যথাশাস্ত্র উপবীত হইয়াছেন।

DOUBLE COLOUR

৫ই মাঘ, ১৩২০। ৪৮নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কেন্দ্রে প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ডোমরাকান্দি নিবাসী বঙ্গজ-কায়স্থ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ, শ্যামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিশ্বাস, দোলকুণ্ড নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ এবং ঢাকার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁও নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার গুহ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য—প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন।

৬ই মাঘ, ১৩২০। জেলা রাজসাহী। মাজগ্রাম নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিকুঞ্জবাবু স্বয়ং ও শ্রীযুক্ত যামিনী-মাধব চৌধুরী যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হন।

৭ই মাঘ, ১৩২০ লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ কায়স্থ-সভার উদ্যোগে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার বসু, বি-এ, যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১৭ই মাঘ, ১৩২০। জেলা রাজসাহী। আমহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে পিপরুল নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত জগৎসুন্দর দেব যথাশাস্ত্র উপনীত হন।

বিবাহ :—

৪ঠা মাঘ, ১৩২০। কোচবিহার। মাণিকগঞ্জের অন্তর্গতঃ খড়িয়া নিবাসী বঙ্গজ-কায়স্থ ৺গঙ্গাচরণ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র ঘোষের সহিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চারুশীলার শুভোদ্বাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

৮ই মাঘ, ১৩২০ লক্ষ্ণৌ। তত্রত্য কায়স্থ-সভার সভাপতি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকুমার বসু, বি এর সহিত স্বশ্রেণীর মালদহের উকিল শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বর্ম্মা মজুমদার, এম্-এ, বি-এল্, মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার শুভবিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে হইয়াছে। এই বিবাহে কোনরূপ আর্থিক আদানপ্রদানের কথা ছিল না, অধিকন্তু বঙ্গীয় চারশ্রেণীর কায়স্থবর্গ একত্রে বসু বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে প্রীতিভোজন করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ :—

ত্রয়োদশ দিবসে।

৬ই পৌষ, ১৩২০। লক্ষ্ণৌ কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের পিতার আদ্যকৃত্য।

১৭ই মাঘ, ১৩২০। রাজীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পিতার আদ্যকৃত্য।

১৮ই মাঘ, ১৩২০। বলাতৈড়, দিনাজপুর। শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ স্বগ্রামে স্বীয় জ্ঞাতিবর্গকে লইয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

২৫শে মাঘ, ১৩২০। কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মৃত দ্বারকানাথ ঘোষ বর্ম্মার আদ্য-শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

সপ্তম অধিবেশন।

২৩শে পৌষ, ১৩২০, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷টা।

উপস্থিত :—

(উ) মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (সভাপতির আসনে)।
(দ) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে।
(দ) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহরায় বর্ম্মা।
(দ) „ সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা।
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
(ব) „ মহেন্দ্রনারায়ণ ভারসাগর।
(দ) „ দয়ালচন্দ্র বসু।
(ব) „ বিহারীলাল রায় বর্ম্মা।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা। } সম্পাদক।
(উ) „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা। }

জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত ছাতারপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

সভাপতি ও সহঃ সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহারাজা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও অগ্রহায়ণ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়েই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫ই মাঘ, ১৩২০। ৪৮নং গ্রেষ্ট্রীট্, কলিকাতা। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কেন্দ্রে প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ডোমরাকান্দি নিবাসী বঙ্গজ-কায়স্থ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ, শ্যামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিশ্বাস, দোলকুণ্ড নিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ এবং ঢাকার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাও নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার গুহ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য—প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন।

৬ই মাঘ, ১৩২০। জেলা রাজসাহী। মাজগ্রাম নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিকুঞ্জবাবু স্বয়ং ও শ্রীযুক্ত যামিনী-মাধব চৌধুরী যাথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হন।

৭ই মাঘ, ১৩২০ লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ কায়স্থ-সভার উদ্যোগে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার বসু, বি-এ, যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১৭ই মাঘ, ১৩২০। জেলা রাজসাহী। আমহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে পিপরুল নিবাসী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত জগৎসুন্দর দেব যথাশাস্ত্র উপনীত হন।

বিবাহ ঃ—

৪ঠা মাঘ, ১৩২০। কোচবিহার। মাণিকগঞ্জের অন্তর্গতঃ খড়িয়া নিবাসী বঙ্গজ-কায়স্থ ৺গঙ্গাচরণ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র ঘোষের সহিত দক্ষিণারাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চারুশীলার শুভোদ্বাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

৮ই মাঘ, ১৩২০ লক্ষ্ণৌ। তত্রত্য কায়স্থ-সভার সভাপতি দক্ষিণারাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বারেন্দ্রকুমার বসু, বি এর সহিত স্বশ্রেণীর মালদহের উকিল শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বর্ম্মা মজুমদার, এম্-এ, বি-এল্, মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যার শুভবিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে হইয়াছে। এই বিবাহে কোনরূপ আর্থিক আদানপ্রদানের কথা ছিল না, অধিকন্তু বঙ্গীয় চারশ্রেণীর কায়স্থবর্গ একত্রে বসু বর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে প্রীতিভোজন করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ ঃ—

ত্রয়োদশ দিবসে।

৬ই পৌষ, ১৩২০। লক্ষ্ণৌ কায়স্থ-সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের পিতার আদ্যকৃত্য।

১৭ই মাঘ, ১৩২০। রাজীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের পিতার আদ্যকৃত্য।

১৮ই মাঘ, ১৩২০। বলতৈড়, দিনাজপুর। শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দাস বর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ স্বগ্রামে স্বীয় জ্ঞাতিবর্গকে লইয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

২৫শে মাঘ, ১৩২০। কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মৃত দ্বারকানাথ ঘোষ বর্ম্মার আদ্য-শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি।

সপ্তম অধিবেশন।

২৩শে পৌষ, ১৩২০, বুধবার, অপরাহ্ন ৬৷৷টা।

উপস্থিত ঃ—

(উ) মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর (সভাপতির আসনে)।
(দ) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে।
(দ) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা।
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী।
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহরায় বর্ম্মা।
(দ) „ সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা।
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা।
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
(ব) „ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর।
(দ) „ দয়ালচন্দ্র বসু।
(ব) „ বিহারীলাল রায় বর্ম্মা।
(দ) „ শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা। } সম্পাদক।
(উ) „ নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা। }

জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত ছাতারপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

সভাপতি ও সহঃ সভাপতি মহাশয়গণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহারাজা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও অগ্রহায়ণ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে উভয়েই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। সভ্যের রাজ সম্মানে আনন্দ প্রকাশ।

সভার নিম্নলিখিত সভ্যদ্বয় 'রায়সাহেব' উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় সমিতিতে উপস্থিত সভ্যগণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে সভার আনন্দ তাঁহাদের জানান হউক।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল বসু, কাঁকশিয়ালি, হুগলী।

" রসিকলাল রায়, বেলেঘাটা, শিয়ালদহ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রীর প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন :—

(দ) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বর্ম্মা, সাং গোপালপুর, মীরপুর পোঃ নদীয়া।

(ব) " কেদারেশ্বর বসু, সাং নবাবগঞ্জ, রংপুর।

(ব) " গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, সাং ২০ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। প্রস্তাবক কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভবসাগর।

(দ) " চন্দ্রকান্ত মিত্র, এম্-এ, দিনাজপুরের মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী।

(দ) " যামিনীকান্ত দত্ত, ষ্টেশন্‌মাষ্টার, সাং মালঞ্চী, রাজসাহী।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে উপরিলিখিত নূতন সভ্য কেদারেশ্বর বাবু ও গত বৈশাখ মাসের অধিবেশনে নির্ব্বাচিত অবনীভূষণ বসুর প্রবেশিকা রিয়াৎ দেওয়া হইল।

তৃতীয় প্রস্তাব। সভার নিয়মাবলীর ৫১ ধারার পরিবর্ত্তন।

গত মাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির তৃতীয় প্রস্তাবানুযায়ী ৫১ ধারার পরিবর্ত্তন বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণকে লইয়া শাখা-সমিতি গঠিত হইল। গঠিত শাখা-সমিতি আগামী বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই এবিষয় আলোচনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবেন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা।

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

" শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা। } সম্পাদক।

" নরেশচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা। }

চতুর্থ প্রস্তাব। কায়স্থ কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেসন্ লিমিটেড্ সম্বন্ধে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় বলিলেন এই বিষয়ে যে শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহাতে কাহাকে একত্র করা যায় নাই। এবং গবর্ণমেণ্ট Co-operative credit society department রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র মহাশয়ের মত—দেশের এখন যেরূপ জনসাধারণের শিক্ষার অবস্থা 'কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক' তাহাতে চলিবে না।" শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, দেশে বড় বেশী লোক এ বিষয় বুঝেন না ও যামিনী বাবুর ন্যায় খুব কম লোকে বুঝেন। যখন যামিনী বাবুর মত এইরূপ, তখন এ বিষয়ে এখন আর কিছু করিয়া কায নাই। সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাই স্থির হইল।

পঞ্চম প্রস্তাব। কলিকাতা আর্য্য-বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় বলিলেন :—"কলিকাতা আর্য্য-বিদ্যালয়ের কমিটিকে প্রোক্ত বিদ্যালয়টী উৎসর্গীকৃত করার প্রস্তাব জ্ঞাপন করায় তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন এবং তাঁহারা তজ্জন্য কয়েকটী অনুরোধ করিয়াছেন :—

(ক) স্কুলের তহবীল ও হিসাব পৃথক্ থাকুক।

(খ) নূতন নিয়ম চলিলেও, যে জাতিরই হউক না কেন যাহারা বিনা বেতনে বা অল্প বেতনে পড়িতে পাইতেছে তাহারা সেইরূপ পড়ুক।

(গ) স্কুলের শিক্ষকদের বিনা চাঁদা বা খরচে সভার পুস্তকালয়ের গ্রন্থাদি দেখিবার প্রয়োজন হইলে তাহা দেখিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিদ্যালয়ের কমিটির অনুরোধগুলি মঞ্জুর হইল।

ষষ্ঠ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন :—"পঞ্জাব বোম্বাই প্রদেশে কয়টী ব্যাঙ্ক দেউলিয়া পড়ায় এলাহাবাদের কায়স্থ-সম্মিলনের উদ্যোক্তৃবর্গের আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় তাঁহারা গত বড় দিনের বন্ধে ভারতবর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের অনুষ্ঠানায়োজন করিয়া উঠিতে পারেন নাই; পরন্তু এই মহাসম্মিলনের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বুঝিয়া আগামী গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে তদধিবেশন করা তাঁহারা এক প্রকার স্থির করিয়াছেন। যদিও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার গত বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত সভার দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন ঐ গুড্ ফ্রাইডের বন্ধে ঢাকা নগরীতে হইবে

এরূপ স্থির হইয়াছে এবং সেই স্থিরতার্পর নির্ভর করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার কর্ম্মকর্ত্তৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিক আয়োজনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু এইস্থানে একটু বিবেচনা করিতে হইবে এই উভয় কায়স্থ-সভা এক সময়ে হইলে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার কার্য্য একরূপ পণ্ড হইয়া যাইবে। কেননা ঐ তারিখে কলিকাতায় সাহিত্যিকগণের মহাসম্মিলনা, বিশেষতঃ সেই মহাসম্মিলনীর উদ্বোধন কার্য্য স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর করিবেন। সুতরাং কলিকাতার গণ্যমান্য তাবৎ সভ্যের তথায় একবার উপস্থিত থাকিতেই হইবে। এলাহাবাদ কায়স্থ-সম্মিলনীর সভাপতি মাননীয় দিনাজপুরাধিপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে আমরা তৎকালে এলাহাবাদে কিছুতেই না যাইয়া পারিব না। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনের দিন আগামী শিবরাত্রির বন্ধে ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্থির করা হউক।”

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলেন :—“অবধারিত গুড্ ফ্রাইডের বন্ধে যদি কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশন না হয়, তাহা হইলে আমাদের নানাপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। একেইত রায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা বাহাদুরের মৃত্যুতে বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠাতৃবর্গ অনেকটা ভগ্নোদ্যম হইয়াছেন; তৎপর যদি আবার সময়ের সঙ্কীর্ণতা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আয়োজন করিয়া উঠিতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে আমার বিশেষ সংশয় আছে। যদি তাঁহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে সভার আয়োজন করিয়া উঠিতে না পারেন, তাহা হইলে আর শীঘ্র পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থ-সভার একটা মহৎ আড়ম্বর পূর্ণ অধিবেশন হইতে পারিবে তাহাও মনে হয় না। এই সে দিন মুন্সীগঞ্জে ব্রাহ্মণগণের সম্মিলনী হইয়া প্রায় পাঁচ লক্ষ কায়স্থের সম্মুখে ব্রাহ্মণ ক্ষমতার একটা জল্পনা কল্পনা করা হইয়াছে। অতএব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের যাথার্থ্য প্রচার না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের শত শত (কায়স্থ সভার) সভ্য নিতান্ত নিরুদ্যম হইয়া সভার সংশ্রব পরিত্যাগ করিবেন। এবং তাহাতেই সভার আর্থিক ক্ষতি দ্বারা এ সভা তাহার পূর্ব্বতন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই জন্য আমি সভার বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত দিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারত বর্ষীয় কায়স্থ-সম্মিলনের দিন পরের কোন তারিখে করার জন্য অনুরোধ করি।”

সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় বলিলেন—“প্রতিবৎসরই কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনের দিন লইয়া প্রাদেশিক রাজনৈতিক সভা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে কিছু মনো-মালিন্যও ঘটে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া গত বার্ষিক অধিবেশন শ্রীযুক্ত সারদা... মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে কায়স্থ-সভার বার্ষিক অধিবেশনের ...ন গুড্ ফ্রাইডের বন্ধে হওয়াই চিরন্তন ভাবে স্থিরাকৃত হইয়াছে। সুতরাং ...ক্ষণে যদি আবার সেই নির্দ্ধারিত দিন পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে আগামী বারে আবার প্রাদেশিক রাজনৈতিক সভা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ...কর্ত্তৃবৃন্দের সহিত লেখালেখি করিয়া সময়ের অযথা অপব্যবহার ও সভার আর্থিক ক্ষতি করা হইবে। অতএব সভার দিন পরিবর্ত্তন না করাই ভাল মনে করি। পূর্ব্ববঙ্গ বঙ্গজ কায়স্থ-প্রধান স্থান, ঐ প্রদেশে কখন বার্ষিক অধিবেশন হয় নাই। এক একটা বার্ষিক অধিবেশনে শত শত প্রচারকের কাজ হয়; বিশেষতঃ এবার ...ার সভাপতিও বঙ্গজ। সুতরাং অগ্রে পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভার মতামত জানা হউক”।

এইরূপে বহুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—যে ঢাকায় শীঘ্র অনুরোধ করিয়া লেখা হউক শিবরাত্রির ছুটীতে এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হইলে সুবিধা হয় কি না। এবং তাঁহারা এই সময়ের মধ্যে উদ্যোগ করিয়া উঠিতে পারিবেন কিনা, তাহা জানিয়া আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে ইহার শেষ মীমাংসা হইবে।

(খ) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধে। গত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাবানুযায়ী অদ্য এই বিষয় পুনরায় আলোচিত হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—শ্রীশ বাবুকে আর একবার প্রচারের টাকার বিস্তারিত হিসাব দিতে লেখা হউক তৎপর আগামী মাসে ইহার যথা কর্ত্তব্য করা হইবে।

(গ) পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিরত্নের মানহানি মোকদ্দমা সম্বন্ধে। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন “কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ‘বীরভূমবাসী’তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মানহানিকর প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তিনি তজ্জন্য যে মোকদ্দমা করেন। তদ্ব্যয় বহনার্থ সভার পক্ষে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন সেই সংগৃহীত অর্থের হিসাব কিভাবে থাকিবে?” সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে ঐ সমস্ত টাকা সভার তহবিলে “পৃথক্ জমা খরচ ভাউচার রাখিয়া” এককালীন দানরূপে জমা করিয়া মানহানির মোকদ্দমা খাতে খরচ লেখা হউক।

(ঘ) চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার সম্বন্ধে। সম্পাদক শরৎবাবু বলিলেন—“গত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাবানুযায়ী তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পাদক স্বরূপে

কোম্পানির কাগজ কিনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তম্ভাবে কেহ কাগজ বিক্রয় করিতে চাহে না। সুতরাং এখন ঐ ভাণ্ডারের টাকা কি ভাবে কোথায় রক্ষিত হইবে? আমি আগামী বার্ষিক অধিবেশনের সময় পর্য্যন্ত আমার নিজের দায়িত্বে বার্ষিক শতকরা ৬৲টাকা সুদে দাদন করিতে পারিতাম, কিন্তু আর্য্য-কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক এতৎ সম্বন্ধে সাধারণের মনে যেরূপ সন্দেহ জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, তাহাতে ঐ ভাণ্ডারের টাকা আমার জিম্মায় না রাখাই ভাল মনে করি।"

উপস্থিত সভ্যগণ বলিলেন—এই সকল কার্য্যে নিন্দার ভাজনও হইতে হয়, প্রশংসার ভাজনও হইতে হয়। কার্য্য-নির্ব্বাহ-সমিতির বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আপনাতেই অব্যাহত আছে। এই জন্য আমাদের মত যদি আপনি আগামী বার্ষিক অধিবেশন পর্য্যন্ত নিজ দায়ীত্বে শতকরা বার্ষিক ৬৲ সুদে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের টাকা খাটাইতে পারেন, তবে তাহাই করুন। তৎপর নিয়মাবলীর ৫১ ধারার সম্বন্ধে বিবেচিত মত প্রকাশিত হইলে বার্ষিক অধিবেশনে যথা কর্ত্তব্য অবধারিত হইবে।

(স্বাক্ষর)	(স্বাক্ষর)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র	শ্রীসারদাচরণ মিত্র
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ	সভাপতি।
সম্পাদক।	২৬।১০।২০

DOUBLE COLOUR PAGE

শ্রীগোপালনন্দী — । ৪।১।১৩২১সাল।

কায়স্থ-পত্রিকা

চৈত্র, ১৩২০। } নবপর্য্যায় ৪র্থ খণ্ড, ১ শ সংখ্যা।

বরপণ-সম্বন্ধে চিন্তা।

"সত্যপূতাং বদেদ্বাণীং।"

বিবাহে বরপণ প্রথার বিষময় ফলস্বরূপ সর্ব্বস্বনাশ হইতে নিজ পূজনীয় পিতা এবং ভ্রাতৃগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতায় * একটী চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশবর্ষদেশীয়া বালিকা স্বীয় বসনে অগ্নিসংযোগ করত আত্মহত্যা করায়, তথায় একটী বিষম হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছে এবং এতদুপলক্ষে নানাজনে নিজ নিজ বুদ্ধি এবং বিবেচনামত সমাজ হইতে এই রোগ দূর করিবার নানা প্রকার উপায়ের প্রস্তাব করিতেছেন; প্রকাশ্য স্থানে সভাসমিতি করিয়া পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন নিমিত্ত বক্তৃতা প্রদান, পণগ্রহণের বিরুদ্ধে অবিবাহিত যুবকগণের দ্বারা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করান, পরলোকগতাবালিকার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন,—ইত্যাকার নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভে পত্র লিখিয়াও অনেকে অনেকরূপ উপদেশ দিতেছেন। কেহ বা অত্যল্প বয়সে বালিকাদিগের বিবাহ দিয়া এরূপ আত্মহত্যা নিবারণ করিতে বলিতেছেন,

* গত ৩০শে জানুয়ারী একটি ব্রাহ্মণ বালিকা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী নিজ বস্ত্রে অগ্নি প্রদান করিয়াছেন, পরদিন হস্পিট্যালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিবাস ফরিদপুর জেলার পালং থানার কার্গাদি গ্রামে। বর্ত্তমান বাস বাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট,কলিকাতা।

কেহ বা বালিকাদিগের পিতৃগণকে নিজ নিজ কন্যার বিবাহ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে বলিতেছেন, কেহ বা পিতা এবং অন্যান্য অভিভাবকগণকে কন্যা জন্মিলেই প্রত্যেক কন্যার জন্য মাসিক দশটাকা করিয়া জমা রাখিবার উপদেশ দিতেছেন,—ইত্যাদি। এই সকল উপায়ের কোন একটী দ্বারা অথবা সকলগুলির দ্বারা সমাজ হইতে এই পাপ তিরোহিত হয়, ভাল কথা; আর যদি এইরূপ বক্তৃতা, উপদেশ এবং আন্দোলন দ্বারা আমাদের জড়প্রায় সমাজ উদ্বুদ্ধ হয় এবং এই বিষময় প্রথার বিরুদ্ধে একটা প্রবল লোকমত গঠিত হয়, তাহা হইলেও বিশেষ উপকার হয়। আমরাও সেই উদ্দেশ্যে অদ্যকার প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি।

এই প্রস্তাবটি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অত্যাবশ্যক কয়েকটি কথা বলিয়া লইব। আমরা অনেক দিন হইতে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিষয় লইয়া অনুশীলন করিয়া আসিতেছি এবং মধ্যে মধ্যে সেই অনুশীলনের ফলস্বরূপ দুই একটি প্রস্তাব পত্রস্থ করিয়া থাকি। আমরা যে সকল মত ব্যক্ত করি, তাহাতে নূতনত্ব থাকিতে পারে, কোনও কোন স্থলে তাহা প্রচলিত অনেক মতের বিরুদ্ধ হইতে পারে,—এমন কি কাহারও কাহারও মতে কতকগুলি মত সামাজিক বিপ্লবপ্রসূ বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু আমরা স্পষ্টভাষায় বলিব যে আমাদের মত সমাজের বিনা বিচারে গৃহীত হউক,—সেরূপ উদ্দেশ্যে উহাদের একটিও প্রচারিত হয় না। আমাদের পশ্চাতে রাজশক্তি, সামাজিক ঐক্যশক্তি অথবা এমন কোন শক্তিই নাই,—যাহার দ্বারা আমরা এরূপ আশা করিতে পারি যে আমাদের কোন মত বিনা বিচারে লোকসমাজে গৃহীত হইবে; আর সেরূপ সম্ভাবনা থাকিলে আমরা তাহা চাইতাম না। আমরা জানি, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ স্মরণাতীত কাল হইতে অসংখ্য বাহ্য এবং আভ্যন্তরীন বিপ্লব সহ্য করিতে করিতে এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে;—অথচ দুঃখের বিষয়,—আমাদের সমাজের এই পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনের কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস নাই। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি ও যথাশক্তি অনুসন্ধানের সাহায্যে সেই লুপ্ত ইতিহাসের ধারা বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছি,—এবং সেই চেষ্টার ফল সাধারণ্যে প্রকাশ করিতেছি। সেই চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে, অথবা—আদৌ ফলবতী হইয়াছে কি না,—তাহার পরীক্ষক আমরা নহি,—সমাজ তাহার পরীক্ষক। বৈদিকযুগ হইতে মুসলমান-বিজয়ের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নিতান্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন;—যাঁহারা এই

ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন বা প্রবেশার্থী হইয়াছেন,—তাঁহারাই তাহা জানেন *। বর্ত্তমান কালের বিবাহ পদ্ধতি, বর্ত্তমান কালের স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থা, একদিনে, কোনও ব্যক্তি বা সমাজ বিশেষের আদেশে অথবা দৈববলের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই,—এবং আমরা উহাদিগকে উন্নতির চরম পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম। সমাজের বর্ত্তমান সময়ে কি বিবাহ বিষয়ে, কি শিক্ষা বিষয়ে, কি সাধারণ সভ্যতা বিষয়ে যে সকল রীতিনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, উহাদিগকে দোষশূন্য মনে করিলে কদাপি আমরা "বিবাহে কন্যার বয়স" অথবা "নারী" ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশ করিতাম না। আমরা শাব্দপ্রমাণ দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে ভারতের সুসময়ে,—সাবিত্রী, সীতা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা, কুন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রা, শৈব্যা—কত নাম করিব?—প্রমুখ দেবীস্বরূপিনী মহিলাদিগের সময়ে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, কৃষ্ণার্জ্জুন প্রমুখ নরোত্তমদিগের সময়ে বশিষ্ঠ, ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, কশ্যপ, কাত্যায়ন-প্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণের সময়ে,—এদেশে বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ প্রভৃতির আবির্ভাবের সময়ে,—শিশুবিবাহ প্রচলিত ছিল না;—আমরা দেখাইয়াছি যে আর্য্য আয়ুর্বেদ তারস্বরে অকালপিতৃত্ব এবং অকালমাতৃত্বের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সামাজিকগণ,—সুশিক্ষিত জনসমূহ আমাদের কথা মাথা পাতিয়া বিনা বিচারে গ্রহণ করুন,—এরূপ কথা আমরা বলি নাই,—বলি না। তাঁহারা অনুসন্ধান করুন, বিচার করুন, চিন্তা করুন, তুলনা করুন,—তাহার পরে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। যদি কাহারও ইচ্ছা হয়,—তিনি বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র বাক্য হইতে, সাধারণ যুক্তি দ্বারা অথবা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং পরীক্ষাদির সাহায্যে বাল্যবিবাহ অথবা শিশুবিবাহের উৎকর্ষ প্রতিপাদন পূর্ব্বক সাধারণ পাঠকদিগকে উভয় প্রকার বিবাহের দোষগুণ তুলনা করিবার সুবিধা দিন। তাহাতে আপত্তি কাহারও নাই,—বরঞ্চ তাহার দ্বারা লোকমত সৃষ্টির পক্ষে প্রচুর সাহায্য হইবে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদের এইরূপ বক্তব্য। সুলভ ব্যঙ্গ দ্বারা শ্রেণীবিশেষের পাঠকের নিকট হইতে "বাহাবা" পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা সমাজের চিন্তাস্রোতের নিয়ন্তা তাঁহারা কি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ভুলিবেন? বঙ্গদেশে সেরূপ কুসময় আজিও আসে নাই, আসিবেও না।

* পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্রমিত্র শাস্ত্রী মহাশয় পত্রিকায় যে সকল উপাদেয় প্রবন্ধ বাহির করিতেছেন, সেইগুলির সম্বন্ধেও আমাদের এই উক্তিগুলি প্রযোজ্য।

পুরাতনের মাহাত্ম্য আমরা স্বীকার করি তাহা পাঠকগণ নিশ্চয়ই জানেন; বরঞ্চ আমাদিগের প্রবন্ধে পুরাতনের প্রশংসাই অধিক থাকে। তথাপি ইহা সংস্রবার স্বীকার করিতে হইবে,—পুরাতন বলিয়াই, পুরাতনের পূজা করা উচিত নহে। যুক্তির, বিচারের, গবেষণার রাজত্ব আমাদের দেশে বহু প্রাচীন; য়ুরোপে স্বাধীন চিন্তার যুগ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে (Darwin এর 'Descent of Man' বাহির হওয়ার পর) আরম্ভ হইয়াছে বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে না; কিন্তু আমাদের দেশে আদি বিদ্বান শ্রীকপিলদেবের কাল হইতেই স্বাধীন চিন্তা আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। আজ য়ুরোপের সুবিদ্বান্ এবং চিন্তাশীল লেখক বুঝিয়াছেন,—"To advance knowledge and to correct erors, unrestricted freedom of discussion is required. It is obvious that in order to readjust social customs, institutions, and methods to new needs and circumstances, there must be unlimited freedom of canvassing and criticising them, of expressing the most unpopular opinions, no matter how offensive to prevailing sentiments they may be."* কিন্তু ভারতবর্ষে বহুশত বৎসর পূর্ব্বেই এ সকল বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্বে অনুগীতা পর্বাধ্যায়ে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে এক আত্মা সম্বন্ধেই কতরূপ মত সেকালে প্রচলিত ছিল। মতের পার্থক্য লইয়াই দর্শনশাস্ত্রগুলির জন্ম হইয়াছিল। যাঁহারা বেদান্তদর্শনের শ্রীভাষ্য এবং শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবের ভাষ্য মিলাইয়া পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে উভয় ভাষ্যকার কেমন দৃঢ়তার সহিত নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছেন। পাঠক যে বিনা বিচারে নির্বিবাদে কাহারও মত গ্রহণ করিবেন,—এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই নিজ চিন্তার ফল জগতে প্রচার করেন না। অধিক কি মহাকবি কালিদাস এই পুরাতনের অতিভক্ত মহাশয়দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

* A History of Freedom of Thought, by Dr. J. B. Bury, M. A., F. B. A. (Regius Professor of Modern History in the Cambridge University),
page. 239

আমরাও তাহাই বলি। পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি হইতে আমরা কাহাকেও অনুরোধ উপরোধ করি না। অপরের চিন্তার ফল পরীক্ষা করত সরলতার সহিত তৎসম্বন্ধে আত্মমত প্রকাশ করা ভিন্ন কাহারও নিন্দাবাদ কিংবা সাধুবাদ করার উদ্দেশ্যেও আমরা আমাদের প্রস্তাব পত্রস্থ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে যাহাতে পাঠকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, সেরূপ কৌশলে নূতন তত্ত্বগুলি উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি; গাঢ়নিদ্রিত সমাজকে সময়ে সময়ে রূঢ়ভাবে আঘাত করিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সমাজের পীড়া অথবা মৃত্যু আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে,—আরোগ্য এবং স্বাস্থ্যই আমাদের উদ্দেশ্য। সার্জনের ছুরিকে ঘাতুকের অস্ত্র বলিয়া যিনি ভুল করিয়া অস্ত্রোপচারে বাধা দেন,—তাঁহাকে সুবিবেচক বলা যায় না;

বরপণ সম্বন্ধে প্রস্তাব বলিতে গিয়া এরূপ দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আর কিছুই নহে,—পাঠক মহাশয়দিগকে আমাদের অভিপ্রায়ের একটি সরল পরিচয় প্রদান মাত্র। আমাদের এই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধেও অনেক "নূতন তত্ত্ব" থাকিতে পারে, তাই যাহাতে সরলমতি পাঠকগণ তজ্জন্য চঞ্চল হইয়া না উঠেন, সেই জন্যই সাধারণ ভাবে আমাদের উদ্দেশ্যের পরিচয় দেওয়া ভাল। আমরা যতদিন লেখনী ধরিতে পারিব, সামাজিক কুরীতি সমূহের নিরাকরণ উদ্দেশ্যে সাধ্যমত যত্ন করিব। পুনঃ পুনঃ আত্ম উদ্দেশ্য প্রকাশ বা প্রচার করা সম্ভব নহে। তাই সাধারণের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমাদের উদ্দেশ্য যেরূপ সরলভাবে নিবেদন করিলাম,—তাঁহারাও সেইরূপ সরলভাবে গ্রহণ করিয়া আমাদের লিখিত প্রস্তাবগুলির পরীক্ষা করিবেন। মনুষ্যের মধ্যে কেহই অভ্রান্ত নহেন,—আমাদের মত সামান্য লোকের কথা কি? তবে আমরা যতই সামান্য হই,—স্বাধীনভাবে চিন্তা করা এবং সেই চিন্তার ফল সদুদ্দেশ্যে সাধারণ্যে উপস্থিত করার অধিকার সকলেরই আছে*। আমাদের মত সমাজ নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চালিত হউন এরূপ আমাদের অভিপ্রায় নহে।

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক। বরপণ প্রথা আমাদের বঙ্গীয় ভদ্র সমাজে খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার অত্যাচারে আমাদের মধ্যে

* [illegible] বর্তমান বিবেচনার বহির্ভূত। তৎসম্বন্ধে চিন্তার স্বাধীনতা বা সেই চিন্তার ফল সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা এদেশে কেন নাই তাহা আমরা প্রকাশ করিতে অধিকারী নহে। যাহাদের সে অধিকার আছে, তাঁহারা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অধিকাংশ লোকেই যে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা সর্ববাদিসম্মত। এরূপ অনিষ্টকর প্রথা সমাজে কেমন করিয়া প্রবিষ্ট হইল এবং বদ্ধমূল হইল,—তাহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। আমরা এই নিদান-তত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এই প্রবন্ধ নিবেদন করিতেছি।

অনেকে বলিতেছেন, এই মহানিষ্টকর বরপণ গ্রহণ প্রথা অধিক দিন আমাদের সমাজে প্রবেশ করে নাই,—কেহ বলিতেছেন পঁচিশ ত্রিশ বৎসর, কেহ বলিতেছেন পঞ্চাশ বৎসর মাত্র ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের কিন্তু তাহা বিশ্বাস হয় না;—প্রকারের পরিবর্তন এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিশেষ-রূপে হানিকর হইতে পারে কিন্তু ইহার জন্ম এত আধুনিক নহে।

যতদিনই হউক,—এই প্রথা জন্মিল কেন? হানিকর প্রথা কেহ ইচ্ছা করিয়া আনে না;—ঘরের টাকা লোকে সহজে, আপন ইচ্ছায় পরকে দিতে চাহে না,—তবে ঋণ করিয়া, সর্বস্বান্ত হইয়া, ভদ্রাসন বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া অপরের হাতে কেন তুলিয়া দিতেছে? কোন রোগ চিকিৎসা দ্বারা দূর করিবার পূর্বে রোগের উৎপত্তিতত্ব বা নিদানতত্ত্ব নিরূপণ করিতে হয়। এই বরপণ রোগের নিদান কি?

সাধারণ আয়ুর্বেদে প্রত্যেক রোগের পূর্বসঞ্চিত কারণ, আগন্তুক কারণ, উত্তেজক কারণ থাকে;—আমাদের সামাজিক এই রোগের ও পূর্বসঞ্চিত কারণ, আগন্তুক কারণ এবং উত্তেজক কারণের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

আমাদের এই সমাজ পৃথিবীর মধ্যে আদিমতম কিনা জানিনা, তবে খুব পুরাতন সভ্য সমাজ সমূহের মধ্যে একটি, তাহা সর্ববাদিসম্মত। আমাদের এই অতি প্রাচীন সভ্যসমাজে বিবাহ সংস্কার যে কবে প্রথম লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, তাহা বলা অসাধ্য। অতি প্রাচীনকালে অবশ্যই সমাজের এরূপ অবস্থা ছিল, যখন বাঁধাবাধি বিবাহের নিয়ম ছিল না। মহাভারতের কয়েকটি আখ্যায়িকা হইতে সেই প্রাগৈতিহাসিক সময়ের। স্ত্রীপুরুষের অবাধ-মিলনের একটা ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান বিষয়ের জন্য সেই বহুপ্রাচীন রীতিসম্বন্ধে আলোচনায় কোনও ফল নাই।

মনুসংহিতায় আর্য্য-সভ্যতার অতি উন্নতস্তরের সমাজ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে সমাজে মূল বর্ণ চতুষ্টয় এবং কতিপয় মিশ্রজাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং আর্য্য ও অনার্য্যজাতির মিশ্রণে মিশ্রজাতিগুলির যে উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাও এই সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রে স্পষ্টভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে। সেই সময়ে সভ্য

অসভ্য সকল প্রকার সমাজে যত প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার একটি তালিকা এবং উহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ মনুসংহিতায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিষয় অধুনা নানা পত্রিকায় ও প্রবন্ধে এত বিস্তৃতরূপে অবলোচিত হইয়াছে যে, উহাদের প্রত্যেকের বিষয় বিস্তৃতভাবে পুনরুক্ত করিয়া পত্রিকার স্থানও পাঠক মহাশয়দিগের সময়ের অপব্যয় করিতে আমাদের অধিকার নাই এবং সংস্কৃত বচনাবলী অধ্যাহার করিয়াও এই প্রস্তাবকে কণ্টকিত করিতে চাহি না। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, আসুর এবং পৈশাচ এই অষ্ট প্রকার বিবাহ তৎকালে প্রচলিত ছিল; তন্মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহেই অপ্রার্থক অথচ বিদ্বান্ এবং সচ্চরিত্র বরকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বস্ত্রাদিদ্বারা অর্চনা করত কন্যাদান করা হইত। এই একমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহেই বর কন্যার পিতা অথবা অভিভাবকদিগের নিকট বস্ত্র এবং দক্ষিণা পাইবার অধিকারী। (২) কন্যার পিতা, যজমানস্বরূপ কোনও যজ্ঞকার্য্য সমাধার জন্য সদ্যঃসমারব্ধ কোন ঋত্বিক্‌কে আহ্বান করিলে, যজ্ঞশেষে ঋত্বিক্‌কে কন্যাদান করিতে পারিতেন,—ইহারই নাম দৈব বিবাহ। এই দুই প্রকার বিবাহে মাত্র অপ্রার্থক (দৈব-বিবাহে অপ্রার্থক না হইতেও পারেন) বরকে কন্যাদান করার বিধি। (৩) বরের নিকট একযোড়া অথবা দুইযোড়া গরু লইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করার নাম আর্ষ বিবাহ। (৪) গান্ধর্ব বিবাহে বর ও কন্যার অভিভাবকদিগের কোনস্থান (locus standi) নাই,—বিখ্যাত দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলার বিবাহই গান্ধর্ব বিবাহের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। (৫) বর ও কন্যা পরস্পর মনোনয়নের পর, পিতা যে সেই কন্যার অভিপ্রেতজনকে কন্যাদান করিতেন, তাহার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ; সাবিত্রী সত্যবানের বিবাহ এইরূপ বিবাহের উৎকৃষ্ট উদাহরণ এবং কালিদাস বর্ণিত ইন্দুমতী স্বয়ংবর এবং ইচ্ছা স্বয়ংবরের পর পিতৃকর্ত্তৃক কন্যাদান আচরিত হইলে, সেরূপ স্বয়ংবর মাত্রেই প্রাজাপত্য বিবাহের লক্ষণান্বিত বলা যায়। (৬) কন্যার এবং কন্যার অভিভাবকদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বর বা তাঁহার পক্ষে আর কোনও বীরপুরুষ কর্ত্তৃক কন্যার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে নিগ্রহপূর্বক কন্যা কাড়িয়া বাটীতে লইয়া গিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ;—ভীষ্মদেব কর্ত্তৃক কাশিরাজ দুহিতা অম্বিকা ও অম্বালিকা হরণ এবং বিচিত্রবীর্য্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ রাক্ষস-বিবাহের উদাহরণ *। (৭) কন্যাকে অথবা তাহার অভিভাবক

* কাশিরাজের জ্যেষ্ঠাকন্যা অম্বাকেও ভীষ্মদেব প্রথম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তাঁহাকে অন্য পূর্বা জানিতে পারায় বিদায় দিয়াছিলেন।

দিগকে প্রার্থিত অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া কন্যা গ্রহণ করার নাম আসুর বিবাহ এবং চলিত কথায় ইহাকে মেয়ে কিনিয়া বিবাহ করা বলে;—পাণ্ডুরাজের সহিত মাদ্রীর বিবাহ এইরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত। (৮) উন্মত্তা, মদ্যাদিদ্বারা মত্তা, অথবা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা নারীকে অসংজ্ঞায় ও একাকিনী অবস্থায় কামান্ধ নরপশুর ধর্ষণাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। মহর্ষি মনু ইহাকে অত্যন্ত নিন্দিত ও অকর্ত্তব্য বলিয়াছেন এবং আর কোন ঋষিও ইহাকে কোনও বর্ণেরই কর্ত্তব্য বলেন নাই। তথাপি গরুড়পুরাণ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা বর্ণন-ব্যপদেশে এই কদর্য্য অত্যাচারকে শূদ্রজাতির পক্ষে বৈধ বিবাহ বলিয়াছেন *। উপরে আমরা অমিশ্র বিবাহের লক্ষণ এবং উদাহরণ দিলাম, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোন দুইটার লক্ষণাক্রান্ত মিশ্র বিবাহও প্রচলিত ছিল। অর্থশুল্কের পরিবর্ত্তে বীর্য্যশুল্কমূলক স্বয়ংবর পদ্ধতি অনুসারে সীতা এবং দ্রৌপদী দেবীর বিবাহ, রাক্ষস ও গান্ধর্বের লক্ষণাক্রান্ত রুক্মিণী ও সুভদ্রার বিবাহ এবং প্রার্থীবরকে বিনাশুল্কে কন্যা প্রদানের উদাহরণ স্বরূপ চ্যবন, সৌভরি, জমদগ্নি প্রমুখ ঋষিদিগের বিবাহের বিষয় বলা যাইতে পারে।

আমরা এতাবতা দেখিলাম যে, আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্র আদৌ বরপণের সমর্থন করেন না। সে কালে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু সে প্রথাও শিষ্টসমাজে অত্যন্ত গর্হিত, এবং একমাত্র বৈশ্যশূদ্রের কর্ত্তব্য ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। মাদ্রীর বিবাহে শল্য কৌলিক নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত ভগিনীর শুল্ক প্রার্থনা করিতে নিতান্ত ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কন্যার পণ গ্রহণ কন্যা বিক্রয়, শুক্র বিক্রয় ইত্যাদি ঘৃণিত নামে অভিহিত ও পাপ এবং পাতিত্যজনক বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইয়াছে। বরপণ গ্রহণ প্রচলিত না থাকায় উহার নিন্দা অথবা প্রশংসা কিছুই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বলেন যে বরপণ গ্রহণ প্রথা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাঁহাদের প্রমাণ কি আমরা জানি না। তবে যদি কন্যাপণের analogy বা দৃষ্টান্ত গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা বরপণ গ্রহণকে শাস্ত্র বিগর্হিত বলেন, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা।

মনুসংহিতা হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে দেখা গেল যে শ্রীশ্রীমনুমহারাজ বরপণ গ্রহণ আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শুধু মনুসংহিতা কেন,—কুড়িখানি সংহিতার মধ্যে কোন স্থানে এই প্রথার উল্লেখ মাত্র নাই। আমরা

* “[illegible]
রাক্ষসোঽসুরো বৈশ্যে শূদ্রে চান্ত্যস্তু গর্হিতঃ ॥”
গরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ৯৫ অধ্যায়ঃ।

যতদূর দেখিয়াছি পৌরাণিক সাহিত্যেও ইহার অস্তিত্ব দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। “আমাকে এত টাকা,—কন্যাকে এত গহনা যৌতুক এবং আমার পুত্র অর্থাৎ বরকে এত মূল্যবান্ দ্রব্য দাও, নচেৎ তোমার কন্যাকে আমি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিব না” এরূপ কথা কোনও বরের পিতা বলিয়াছেন,—তাহার দৃষ্টান্ত সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে নাই,—কাব্যগ্রন্থাদিতে অথবা কথা গ্রন্থে নাই। ফলকথা, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অথবা সমাজ এই প্রথার জন্য আদৌ দায়ী নহেন।

হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র যখন এই প্রকার ব্যয় করিবার জন্য সাধারণকে আদেশ বা প্রবৃত্তি দেন নাই,—সুতরাং ইহার উৎপত্তির নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্র অন্বেষণ করিয়া লাভ নাই। শাস্ত্রের আজ্ঞা বলিলে,—ইহপরলোকে নিজের অথবা পূর্ব্বপুরুষের কোন মঙ্গল হয় বলিলে,—হিন্দুমাত্রেই ঋণ করিয়াও অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে উদাহরণ দিবার আবশ্যকতা নাই। এক একটা যজ্ঞে পূর্ব্বে এক এক রাজা মৃৎপাত্র শেষ হইয়াছেন,—বর্ত্তমান কালেও এক একটা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে এক একজন জমীদার নাম মাত্র শেষ হইতেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান ধ্যান ব্রতাদির ত কথাই নাই। এখন আমাদের কার্য্য কি? এই রোগের নিদানের অনুসন্ধান-কার্য্যে শাস্ত্র যখন অপারগ, তখন অগত্যা লৌকিক যুক্তিই আমাদের অবলম্বন।

আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্র বিবাহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “পুত্রের জন্যই স্ত্রীর আবশ্যক,—আর নিজের ও পূর্ব্বপুরুষদিগের জলপিণ্ডদানের নিমিত্তই পুত্রের আবশ্যক, পুত্রের জন্ম ব্যতীত পুন্নামাদি নানাবিধ নরক হইতে উদ্ধার হইবার দ্বিতীয় উপায় গৃহস্থের পক্ষে নাই এবং স্ত্রী পরিগ্রহ ব্যতীত পুত্র পাইবারও উপায় নাই।” মহাভারতের জরৎকারুর উপাখ্যান যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে সে কালে আর্য্যগণ পিতৃগণের জল পিণ্ড লোপ পাইবার কিরূপ ভয় করিতেন, গীতার সময়েও পিণ্ডলোপ হেতু পিতৃগণ নরকে পতিত হইবেন বলিয়া বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। এই কারণেই, পিণ্ডদাতাই মনুষ্যের যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বংশ লোপের আশঙ্কা সে কালে অতিমাত্র ছিল এইজন্য পুত্র না জন্মিলে পতিপরায়ণা সাধ্বী সুস্থশরীরা দয়িতা ভার্য্যা থাকিলেও পুনর্বার দার পরিগ্রহণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। এই নিমিত্ত প্রত্যেক গৃহস্থের,—তাঁহার আর্থিক অবস্থা যেরূপই হউক না,—বিবাহ করিবার একান্ত আবশ্যকতা ছিল। মানুষের সমাজে স্থূলতঃ নর ও নারীর সংখ্যা চিরকালই সমান। সুতরাং প্রত্যেক পুরুষের একটী, এবং কোন কোন অবস্থায় একাধিক, স্ত্রী সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক ছিল। সেইজন্য বিবাহ-যোগ্য কন্যার আদর ছিল। পরের জিনিস নিজের করিতে

হইলে, ক্রয়, ভিক্ষা অথবা চৌর্য্য এই ত্রিবিধ উপায়ের একতম উপায় গ্রহণ ভিন্ন কোন কালেই গত্যন্তর নাই। তাই সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্রহ্মবিগণ ভিক্ষাদ্বারা, বাহুবীর্য্যশালী ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম চৌর্য্য বা দস্যুবৃত্তি দ্বারা এবং ধনবান্ বৈশ্যগণ ধনদ্বারা ক্রয় করিয়া (শূদ্রগণের যাহার যেরূপ সুবিধা হইত,--তদ্রূপই করিত। তবে ক্রয় করাই অবশ্য অধিকতর সুবিধা ছিল; কারণ তাহাকে যাচিয়া কেহ কন্যা দিবে না এবং তাহার বাহুবলও নাই) স্ত্রী সংগ্রহ করিতেন। অপেক্ষাকৃত অধিকতর সত্ত্বগুণবিশিষ্ট নির্লোভ ব্যক্তিগণ বিদ্যাবুদ্ধি সচ্চরিত্র স্নাতকের (যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত সম্পন্ন করিয়া গুরুর নিকট বিবাহ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন,—আধুনিক graduate?) সন্ধান পাইলে, তাঁহাকে আগে হইতে আহ্বান করিয়া বাটীতে আনিয়া যথাযোগ্য সম্মানের সহিত কন্যাদান করিতেন। তখন কন্যার আদর ছিল বলিয়াই কন্যাদানের মহিমা ছিল। কন্যা চাহিয়া চুরি করিয়া ও ক্রয় করিয়া বিবাহ করায় অতিরিক্ত প্রেমমূলক বিবাহও ছিল;—তাহার সংখ্যা অবশ্যই সকল দেশে, সকল সমাজে, সকল সময়েই কম;—এখনও কম,—তখনও কম ছিল। ফলতঃ যতদিন পুত্র উৎপাদন একটা অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া সমাজের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল,—ততদিন কন্যার বিবাহ দিবার জন্য তাহার পিতাকে বরের পিতার তোষামোদ করিতে হয় নাই। সেকালে সাধারণতঃ বরের পক্ষ হইতেই বিবাহের প্রথম প্রস্তাব উঠিত। অবশ্য একমাত্র ব্রাহ্ম বিবাহে কন্যার পক্ষ হইতে প্রস্তাব অগ্রে হইত।

একথা সত্য যে সেকালে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নামে এক সম্প্রদায় ছিলেন তাঁহারা, এবং যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতেন তাঁহারা বিবাহ করিতেন না। এই জন্য, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে বিবাহার্থিনী বালিকার অনুপাত তখনও বিবাহার্থী পুরুষ অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু এই যুক্তি সমীচীন নহে; কারণ পুরুষের পক্ষে যেমন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার ছিল,—তৎকালে স্ত্রীলোকের পক্ষেও ব্রহ্মবাদিনী হইবার অধিকার ছিল। সুবিখ্যাত মাধবাচার্য্য নিজকৃত মাধবপরাশরীয়ে হারীত বচন অধ্যাহার করিয়া দেখাইয়াছেন যে স্ত্রীলোক সেকালে ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মবাদিনী অথবা সদ্যোবধূ হইবার অধিকারিণী ছিলেন। নিয়োগ-প্রথা এবং বিধবা বিবাহ আপদ্ধর্ম্ম বিশেষ—সুতরাং তাহাদের প্রভাবে সমাজে বিবাহ সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি অধিক হইবার কথা নহে। বরং রাজারা সকলেই প্রায় একাধিক পত্নী গ্রহণ করায় এবং বন্ধ্যা ও স্ত্রীজননী নারীর অধিবেদন অনিবার্য্য থাকায় সমাজে বিবাহযোগ্য পুরুষ অপেক্ষা বিবাহযোগ্যা নারীর অনুপাত অল্পই থাকিবার কথা।

অতি প্রাচীন কালে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও বিবাহোপযোগী নিম্নতম বয়স নির্দ্ধারিত ছিল না,—এমন কি সকলে বিবাহ করিতে বাধ্যও ছিলেন না। তখন সমাজে এসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষের তুল্যাধিকার ছিল। সমাজের এরূপ অবস্থায় কন্যার পিতা বা অভিভাবকগণের কন্যার বিবাহ দিবার জন্য চিন্তিত হইবার কারণও ছিল না! গরজ বড় বালাই,--গরজ থাকিলে সকল প্রকার লঘুতাই স্বীকার করিতে হয়। (১) কন্যার বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং (২) তাহাও এত বয়সের মধ্যে,—এই দুইটি অবস্থা আসিয়া তবে কন্যার পিতাকে বরের পিতার দ্বারস্থ হইতে বাধ্য করিয়াছে এবং বরের বাজারের আরম্ভ হইয়াছে। সে কবে হইল?

সমাজে যে কারণেই হউক,—এমন সময় বা অবস্থা আসিল,—যখন পুরুষের বিবাহ পূর্ব্ববৎ ইচ্ছাধীন রহিল,—কিন্তু স্ত্রীলোকের ব্রহ্মবাদিনী হইবার অধিকার রহিল না। মহাভারতের শল্যপর্ব্বের বৃদ্ধকন্যা সুভ্রুর উপাখ্যান সমাজের এইরূপ অবস্থার একটি বিশেষ মূল্যবান চিহ্ন। তাপসী সুভ্রু বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করার পর মৃত্যুর প্রাক্কালে শুনিলেন যে বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে তাঁহার স্বর্গ প্রবেশে অধিকার নাই। বৃদ্ধা অনন্যোপায় হইয়া বরপণ স্বরূপ তাহার আজন্মার্জিত তপস্যার অর্দ্ধেক পুণ্য দিতে স্বীকার করিলেন এবং শৃঙ্গবৎ নামক জনৈক তাপসযুবা এই পণে প্রলুব্ধ হইয়া সুভ্রুকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন! তথাপি সেই ব্রাহ্মণযুবা অহঙ্কার করিয়া, এই সে দিনের "কুলীন" বরের ন্যায় বিবাহের রাত্রিটি মাত্র স্ত্রীর সহিত একত্র থাকিবেন ও পরে যথেচ্ছ স্থানে যাইবেন,—এই যুক্তি করিয়া তবে সুভ্রুকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন! পরে তাঁহার পাপের সমুচিত শাস্তি হইয়াছিল, কিন্তু সে রসের পরিচয় দিবার অবকাশ আমাদের এখন নাই। যাহা হউক, বরপণ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নজীর।

সুভ্রুর বিবাহ খুব প্রাচীন বয়সে হইয়াছিল; সুতরাং "বিবাহে কন্যার বয়স" প্রস্তাব সঙ্কলনের তখন প্রয়োজন হয় নাই। বয়সের প্রশ্ন পরে উঠিয়াছে।

সমাজে স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থা আবার এক ধাপ নামিল। স্ত্রী হইয়া জন্মিলে বিবাহ দিতেই হইবে,—এই রীতির পর আবার অধোগামিনী আর এক রীতি আসিল। পূর্ব্বে স্ত্রী অবিবাহিতা অবস্থায় কোন কারণে পুরুষ-সংসর্গে আসিলেও তাঁহার বিবাহ হইবার বাধা ছিল না, সমাজে একটু নিন্দা থাকিত মাত্র। বিধবা স্ত্রীলোকের নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপাদন ও দ্বিতীয়বার বিবাহ

চলিত ছিল। এমন কি স্ত্রী ইচ্ছা পূর্ব্বক উপপতি সংসর্গ করিলেও সমাজ হইতে বিতাড়িত হইতেন না। মনু, অত্রি, বশিষ্ট, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি এবং অগ্নি ও গরুড় পুরাণ পাঠক দেখিলেই এই সব উক্তির প্রমাণ পাইবেন। অনিয়মিত বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ যৌন সংসর্গ নিন্দিত হইলেও একেবারে পাতিত্যজনক ছিল না ;— আর এই নিন্দা বা পাপ স্ত্রী পুরুষের তুল্যরূপ হইত, এমন কি স্ত্রীর অপরাধ লঘুতর বলিয়াই বিবেচিত হইত। কিন্তু ক্রমশঃ প্রাচীন রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া স্ত্রীজাতি এসম্বন্ধে পুরুষজাতি অপেক্ষা স্বভাবতঃই নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিলেন! স্ত্রীর পক্ষে বিবাহের স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের সংসর্গ মহাপাপ এবং পাতিত্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষায় যে অধিকার ছিল, তাহাও আর রহিল না! কুমারী অবস্থায় পুরুষ সংসর্গরূপ দোষ থাকিলে তাহার আর বিবাহ হইবার সম্ভাবনা রহিল না ; অথচ বিবাহ দিতেই হইবে। সুতরাং কন্যা জন্মিলেই পিতার একটা আশঙ্কার কারণ হইতে লাগিল : এখন হইতে কন্যার পিতা যত শীঘ্র সম্ভব কন্যার বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতে লাগিলেন, অথচ বরের পিতার পক্ষে সে বাধ্যবাধকতা রহিল না ;—কাজেই বরের বাজার চড়িল।

স্ত্রীজাতির শিক্ষার অধিকার, ব্রহ্মবাদিনী হইবার অধিকার, সন্ন্যাসের অধিকার গায়ত্রী এবং প্রণবোচ্চারণের অধিকার লোপ পাইলে পর তাঁহারা পুরুষের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব বলিয়া বিবেচিত এবং ক্রমশঃ পুরুষের ভোগ্যপদার্থরূপে পরিণত হইলেন! স্ত্রীজাতির এই দুর্দ্দশা কেন ঘটিল, প্রবন্ধান্তরে তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। স্ত্রী প্রকৃত ভোগ্যা বলিয়া কথিত হইতে লাগিলেন। খাদ্যদ্রব্য কেহ উচ্ছিষ্ট করিলে অপরের পক্ষে সেই খাদ্য গ্রহণ করিতে যেরূপ একটা অপ্রবৃত্তি এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়, অন্যের ভুক্ত স্ত্রীকেও স্ত্রীভাবে গ্রহণ করিতে লোকের মনে সেইরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এখনও সেই ভাব আমাদের সমাজে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সেই ভাবের অস্তিত্বই বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ কারণ। বিদেশী শকযবন অথবা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত ও উপভুক্ত নারীকে পুনঃ গ্রহণ কালে,—ঐ বিদেশীয়দিগের জুগুপ্সিত আচার ব্যবহার অথবা তাহাদের প্রতি ম্লেচ্ছ বলিয়া দারুণ ঘৃণা থাকা নিবন্ধন,—হিন্দু সমাজের পুরুষদিগের মনে হয়ত ঐরূপ ভাবের প্রথমে উদয় হইয়া থাকিবে ; * পরে উহা সাধারণ আচারে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

* আমরা এখন ভারতের নানাস্থানে অর্দ্ধসভ্য হিন্দুজাতিদিগের মধ্যে এরূপ আচার দেখিতে পাই যে, তাহারা স্বজাতীয় বা উচ্চজাতীয় কোন পুরুষ দ্বারা সেই জাতির কোন নারী উপভুক্ত হইলে সেই পুরুষ বা নারীকে সমাজচ্যুত করে না কিন্তু হাড়ি, ডোম বা মুসলমান সংসর্গে কোন নারী তদ্রূপ কলুষিত হইলে তাহাকে জাতি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা নীচ এবং পুরুষের ভোগ্য পদার্থ বিশেষ,—এই ভাব হইতেই তাহাদের যৌন পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত একটা অনৈসর্গিক উৎকণ্ঠার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সেই উৎকণ্ঠা বশতঃই উহাদিগকে যতশীঘ্র সম্ভব সুপাত্রসাৎ করিবার রীতি জন্মিয়াছিল। তদুপরি আমাদের দুর্ভাগ্য পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, এমন একদল বৈদেশিক আসিয়া এদেশের রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন,— যাহারা বিধর্ম্মীর গৃহে অবিবাহিতা যুবতী কন্যা পাইলে তাহাদিগকে রাক্ষস বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন ;—এবং এদিকে আমাদের সমাজপতিগণ আত্মরক্ষার নিমিত্ত এরূপ নির্ম্মম boycott বা সংশ্রব ত্যাগনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন, যে, তাহার ফলে অগণ্য নিরপরাধ পরিবার চিরকালের জন্য জাতিচ্যুত হইয়া গেল। এই সময় হইতে নিয়ম হইল যে, কন্যা যৌবন দশায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ দিতে হইবে, নচেৎ কন্যার পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবক এবং অপর পক্ষে সেইরূপ কন্যার গ্রহীতা নরকস্থ হইবেন। এখন হইতে সকলেই কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন ;—অথচ পুরুষের পক্ষে তদ্রূপ কোন বয়সের নিয়ম থাকা দূরে থাকুক তাহার পক্ষে বিবাহ করার সেরূপ অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিধিবদ্ধ হইল না। এই সময় হইতে বরের বাজার বেশী চড়িয়া গেল।

এদিকে অগ্রে যেরূপ ব্রহ্মবাদিনী এবং সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা বিবাহার্থিনী বালিকার সংখ্যাকে হ্রাস করিয়া রাখিত, এখন সে সকল প্রথার উচ্ছেদ হওয়ার নিমিত্ত সেরূপ হ্রাস হইবার কোন উপায় রহিল না ; অথচ বাল্যাবস্থায় পুরুষ শিশুর মৃত্যু সংখ্যা নারী শিশুর মৃত্যু সংখ্যা অনেক অধিক থাকায় বিবাহার্থিনী বালিকার সংখ্যা অধিকই আছে। এদিকে কন্যা কাঁচা জিনিস,—দুই দিন রাখিয়া বেচিবার উপায় নাই ; কাজেই যে কোনও উপায়ে নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে তাহার একটা গতি করিতে হয়। "পিণ্ডের জন্য পুত্রের প্রয়োজন, এবং পুত্রের জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন" এ শাস্ত্র বাক্যের মর্য্যাদা এখন আর বলবৎ নাই ; এখন লোক নিজের সুখ ও সুবিধার জন্য বিবাহ করে। অসুবিধা বুঝিলে,—অর্থাৎ অর্থ সম্পত্তি তদ্রূপ না থাকিলে—অনেক পুরুষে আজকাল বিবাহ মোটেই করে না,— এটুকু ইংরাজী সভ্যতার ফল ;—অথচ এই ফল একতরফা ফলিয়াছে, নারীর সে অধিকার নাই। অধুনা নবযুবকদিগের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশার্থীর সংখ্যাও

কম নহে,—তাহাতেও বিবাহার্থীর সংখ্যা কমিয়াছে। উচ্চশিক্ষা শেষ করিবার পূর্ব্বে অনেকে বিবাহ করিতে চাহেন না,—তিনি যতদিনে ইচ্ছা বিবাহ করিবেন,—কিন্তু এদিকে কন্যার পিতার বিলম্ব করিবার অধিকার নাই! বিবাহের পর কন্যার ভরণপোষণ ভার স্বামীর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়, সুতরাং প্রত্যেক পিতা নিজ কন্যার ভবিষ্যৎ ভাল খাওয়া পরা, গহনা, পাকাবাড়ী ইত্যাকার সুখ-সৌভাগ্য অনুসন্ধান করেন। বরের স্থাবর সম্পত্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এই দুই গুণ বা অভাব পক্ষে তাহার কোন একটি থাকিলে কন্যার ভাবি সুখের আশা থাকে,—সুতরাং সকলেই জমীদার এবং বি-এ, পাশ জামাই প্রথমে অনুসন্ধান করেন, উভয় গুণ একত্র না পাইলে অন্ততঃ একটা গুণ চাহেন। অথচ এরূপ গুণবান্ পাত্রের সংখ্যা কখনই অধিক হইতে পারে না। ইহার উপর আবার জাতিভেদ, উপজাতিভেদ, কুলীন, শ্রোত্রিয়, কাপ, মৌলিক, বায়ত্তুরে ইত্যাদি লক্ষ প্রকার উচ্চাবচ শ্রেণী বিভাগ আছে,—সকল কন্যার পিতারই ইচ্ছা যে বংশমর্য্যাদায় উচ্চ ঘরে কন্যার বিবাহ হউক। এই সকল কারণে বরের বাজার ক্রমশঃ অগ্নিমূল্য হইতেছে,—আমরা সংক্ষেপে পুনশ্চ এই মূল্যাধিক্যের কারণগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি,—

(১) বর্ত্তমান সময়ে সমাজে পুরুষের পক্ষে বিবাহ এবং পুত্রোৎপাদন অবশ্যপালনীয় ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া কেহ আন্তরিক বিশ্বাস করে না।

(২) ভোগসুখই বর্ত্তমান কালের বিবাহের উদ্দেশ্য হওয়ায় এবং অর্থে ভোগসুখের অন্যতম প্রধান সাধন হওয়ায় সকলেরই অর্থের প্রয়োজন অসম্ভব পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে; টাকার মূল্য (buying power) এ দিকে কমিয়াছে।

(৩) পুরুষের পক্ষে প্রথমতঃ বিবাহ করা ইচ্ছাধীন,—দ্বিতীয়তঃ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে বিবাহ করিতে তিনি আদৌ বাধ্য নহেন।

(৪) নানা কারণে অনেক পুরুষ বিবাহ করিতেছেন না। অনেক স্থলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিতেছেন।

(৫) নির্দ্দিষ্ট বয়স প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ অবশ্যই দিতে হয়, নচেৎ জাতিচ্যুত হইতে হয়।

(৬) কন্যার ভাবি সুখের জন্য সকলেই উচ্চ-জাত ধনবান্ ও ডিগ্রীপ্রাপ্ত জামাতার অনুসন্ধান করেন।

(৭) "বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত সংস্কার" এরূপ ভাবের লোপাপত্তি এবং উহা ভোগসুখ সাধন জন্য চুক্তিমাত্রে পরিণত হইয়াছে।

(৮) স্ত্রীজাতির বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য। না দিতে পারিলে জাতি চ্যুতি।

(৯) উচ্চবংশে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য চিরন্তন আগ্রহের বশবর্ত্তিতা।

(১০) সভ্যসমাজে সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক। আবার তদুপরি বাল্যকালে পুরুষ শিশুর অধিকতর মৃত্যু সংখ্যা নিবন্ধন বিবাহার্থী পুরুষ অপেক্ষা বিবাহার্থিনী নারীর সংখ্যাধিক্য।

আমরা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বরের বাজার গরমের কারণ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলাম। আমাদের সমাজে, পুরুষ সকল বিষয়েই নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীব এবম্বিধ বলবতী ধারণার অস্তিত্বই এই সকল কারণগুলিরই মূল। "পুরুষ স্বাধীন এবং প্রভু তথা নারী অধিন ও দাস।"—এই বিষম ভাবই সামাজিক নানা প্রকার অসামঞ্জস্য ও বিশৃঙ্খলার হেতুস্বরূপ। আমাদের ঘোর দুর্ভাগ্য বশতঃই সমাজে "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" নীতির উদয় হইয়াছিল। এই এক কারণ হইতেই নানাবিধ কারণ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই কারণ সমূহের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এই বর্ত্তমান সামাজিক রোগের—পূর্ব্বসঞ্চিত আগন্তুক ও উদ্দীপক এই ত্রিবিধ প্রকার কারণই পাইবেন। সামাজিকগণ ভাবিয়া দেখিলে আরও কারণ বাহির করিতে পারেন এবং একথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে উল্লিখিত কারণগুলি আমাদেরই আবিষ্কৃত তথ্য নহে। তবে এসম্বন্ধে আমরা যেরূপ ভাবিয়াছি তাহা বলিলাম।

সুসভ্য য়ুরোপ এবং আমেরিকায় বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে মনীষিগণের যে সকল গবেষণা এবং চিন্তার প্রবাহ চলিতেছে, এবং সেই চিন্তার ফলে তথায় Eugenics নামে যে নূতন বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে, বঙ্গসাহিত্যে তাহার কোন অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে বিবাহ একতরফা ব্যাপার, সুতরাং সে সকল দেশের অনুসন্ধানের ফলে অথবা নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে আমরা যে বিশেষ উপকৃত হইব, সে আশা নাই। তথাপি বিবাহে অর্থ সম্বন্ধ থাকা তথায়ও নিন্দিত হইতেছে। আমরা অনুবাদ না করিয়া একটু মূল ইংরাজী উদ্ধৃত করিলাম,—

"On the other hand, all sexual intercourse which is bought or sold, such as marriage for money, keeping of paid mistress, and the whole system of prostitution, is immoral because it is corrupting and devoid of love, and amount simply to plunder by the aid of money.*

* Sexual Ethics by Prof. Dr. A. Forel M. D., Ph. D., LL. D., p. 41.

যদি আমাদের এই আলোচনার দ্বারা পাঠকগণ বিবেচনা করেন যে রোগের কারণ নির্দ্দেশ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ। যাঁহারা সুনিপুণ বৈদ্য, এখন তাঁহারা ঔষধের ব্যবস্থা করুন। তবে ঔষধ যেন রোগের অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাপ্রদ না হয়, তাহার দিকে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাঁহারা বলিতেছেন "বালিকাদের জ্ঞানোদ্গমের পূর্ব্বেই তোমার ভদ্রাসন অথবা স্ত্রীর গহনা বেচিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়া ফেল,—তাহা হইলে আর তাহারা আত্মহত্যা করিতে পারিবে না" তাঁহারা খুব উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসক সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কথায় বাধা দিতে পারে এমন সাহস কার? এরূপ লোক তর্ক করিতে গিয়া যদি দেখেন যে প্রতিপক্ষকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা অমনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিবেন,—প্রতিপক্ষ ছোটলোক, কেন না,—

"যবনস্য তু বীর্য্যেণ জন্ম তস্য ন সংশয়ঃ"।

ইহার উপরে আর কি উত্তর আছে?

যাঁহারা বলিতেছেন,—"তোমাদের কন্যা আছে, তোমরা বরের বাপদিগকে boycott কর,—বল যে তোমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, মেয়ের বিবাহ কখনও দিবে না,"—তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন যে মেয়েরা বিলাতী বা স্বদেশী কাপড় চোপড়,—তাহাদিগকে বেচা না বেচা অধিকারীর ইচ্ছাধীন! ইহাদের সম্বন্ধেও আমরা কিছুই বলিতে চাহি না।

যাঁহারা যুবকদিগকে এবং বিবাহার্থীনী বালিকাদিগকে বরপণের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে বলিতেছেন,—অথবা যাঁহারা বালিকাদিগের বিবাহ ইচ্ছাধীন করিতে চাহিতেছেন,—তাঁহাদিগকে তাহা হইলে সমাজের স্ত্রী এবং পুরুষের সাধারণ ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার আমূল সংস্কার সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে আবার "দ্বিবিধঃ স্ত্রিয়ব্রহ্মবাদিন্যসদ্যোবধ্বশ্চ।" এবং "ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নং অগ্নিন্ধনং বেদাধ্যয়নং ইত্যাদি ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের পিতা ও মাতা একই প্রকার সামাজিক স্বাধীনতা ও শিক্ষা পাইলে তবে ভবিষ্যৎ কালের কোন অশ্বপতি নিজ কন্যাকে স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন,—এবং আবার সাবিত্রীর উদ্ভব হইবে। তবেই ভবিষ্যৎ কালের মৈত্রেয়ী স্বামীকে বলিতে পারিবেন "স্বামিন্, অর্থের দ্বারা যখন অমৃত লাভ হয় না, তখন অর্থের কি প্রয়োজন? আমাকে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দাও।"

সমাজের সেই শুভ সময়ে যে সকল পুরুষ ও স্ত্রী জন্মগ্রহণ করিয়া এই দৃশ্য করিতে থাকিবেন, তাঁহারা ধন্য। তখন, স্ত্রী নিকৃষ্টজীব, পুরুষের ভোগ্য র্, দাস এরূপ নহে,—পরন্তু প্রকৃত সহধর্ম্মচারিণীরূপে তাঁহাকে ধন্য ও য় করিবেন। এই আর্য্যভূমি পুনশ্চ সেই প্রাচীন ও পূতভূমিতে পরিণত রে। ভবিষ্যৎ যুগের কোনও ঋষি শিষ্যবর্গকে শুনাইলেন,—

"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

হে বিশ্ব বিধাতা, বিশ্বকারণ পরব্রহ্মন্,—আমাদের এই স্বপ্ন কি সফল হইবে? মনে করিলেই ত হয়। আমরা তোমার সেই শুভেচ্ছার জন্য প্রার্থনা ও তীক্ষা করিতেছি। ইতিশম্॥

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

ব্রাহ্মণ।

ভগবান্ ভক্ত উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন যে অনেক জন্মের পর মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত া যায়—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

ভাগবত ১১।৯।২৯

জ্ঞানিব্যক্তি, অনেক জন্মের পর যদিও অনিত্য তাহা হইলেও পুরুষার্থ সাধক, সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া, যাহাতে পুনর্ব্বার পশ্বাদি যোনিতে পুনঃ পতিত না হইতে হয় সেইরূপে নিজ মঙ্গলের জন্য শীঘ্র যত্ন করিবেন। কারণ য় ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগ হইতে পারে; সুতরাং গের জন্য মনুষ্য জন্ম নহে। পশ্বাদি যোনিতে আগমন করিয়া ভোগ হইতে র। কত জন্মের পর যে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও কহিয়াছেন—

স্থাবরং লক্ষবিংশত্যা জলজানব লক্ষকাঃ ;
ক্রিমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পঞ্চলক্ষঞ্চ বানরাঃ ॥
পশুজা নবলক্ষঞ্চ ত্রিশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ ।
তত্রৈব মানব জন্ম কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে :
শূদ্রাদিনাং শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণস্তদনন্তরম্ ।
উত্তমং চোত্তমং প্রাপ্য আত্মানং যো ন তারয়েৎ ।
স এব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাস্যতি যাতনাং ॥

বঙ্গবাসী ১৯ জৈাষ্ঠ ১ ৯৬ সাল (অন্য কোন গ্রন্থে পাই নাই)।

জীব, কুড়িলক্ষ স্থাবর, নবলক্ষ জলজ, একাদশ লক্ষ ক্রিমিজ, পঞ্চলক্ষ বানর, **নবলক্ষ পশুজ,** ত্রিশলক্ষ পক্ষী, তৎপরে দ্বিলক্ষ কুৎসিত মানব জন্ম, তৎপরে **শতজন্ম শূদ্রাদি জন্ম** লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপে **উত্তরোত্তর উত্তম গতি** লাভ করিয়া যিনি আত্মাকে ত্রাণ না করেন তিনি আত্ম-ঘাতী হইয়া পুনরায় যম যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন। এখানে 'আত্মঘাতী' শব্দের অর্থে উদ্বন্ধনে বা বিষপ্রয়োগে মৃত্যু নহে, যিনি গুরুরূপ কর্ণধার লইয়া নারায়ণের পদতরি আশ্রয় না করেন তিনিই আত্মঘাতী। যথা—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥

ভাগবত ১১।২০।১৭

ভগবান ভক্ত উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন, যে সর্ব্বফলের মূল, কোটি কোটি যত্নেও সুদুর্লভ তথাপি সুলভ অর্থাৎ যদৃচ্ছায় লব্ধ মনুষ্য দেহ রূপ পটুতর তরি লাভ করিয়াও গুরুরূপ কর্ণধার আশ্রয় করিয়া আমার অনুকূল রূপ বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে ব্যক্তি এই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ না হন তিনি আত্মহা। ব্রাহ্মণ যে সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ তাহা বেদেও কথিত হইয়াছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥

পুরুষসূক্ত।

সেই বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, **উরুদ্বয় হইতে** বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এবমেব মানবে—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥

১।৩১

পরমেশ্বর প্রজাবৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, **বাহু, উরু ও পদ হইতে** ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অন্যত্র—

বক্ত্রাদ্‌যস্য ব্রাহ্মণাঃ সংপ্রসূতাঃ
যদ্‌বক্ষসঃ ক্ষত্রিয়া পূর্ব্বভাগে।
বৈশ্যাশ্চোরোর্যস্য পদ্ভ্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা গাত্রতঃ সংপ্রসূতাঃ ॥

বায়ু ৯।১২১

এক্ষণে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কথিত হইতেছে—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

মনু ১ অধ্যায়ে।

ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, **দান ও প্রতিগ্রহ এই** ছয় **প্রকার কর্ম্ম কল্পনা** করিলেন।

জ্ঞান কর্ম্মোপাসনাদেবতারাধনে রতঃ।
শান্তো দান্তো দয়ালুশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ গুণৈঃ কৃতঃ ॥

শুক্রনীতি ১ অধ্যায়ে।

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্‌ব্রাহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥

মনুঃ ১ অধ্যায়ে।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে উদ্ভব হওয়া বশতঃ, ব্যাখ্যান, **অধ্যয়ন, অধ্যা**-পনাদি বিষয়ে, বেদ সকলের ধারণ বশতঃ, এই জগৎ সমুদায়ের মধ্যে ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণই প্রভু হইয়া থাকেন।

তং হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদাস্যাৎ তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহায় সর্ব্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে ॥

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের হব্যকব্যবহনের জন্য এবং সংসারের রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় মুখ হইতে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের উৎপাদন করিলেন।

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ॥

দেবতারা যে ব্রাহ্মণের মুখে হবনীয় দ্রব্যাদি ভোজন করেন, পিতৃলোকেরা যাঁহাদিগের মুখে শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন, ঈদৃশ ব্রাহ্মণ হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥

সমুদায় জীবের মধ্যে কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ যেহেতু তাহাদিগের সুখ দুঃখ বোধ আছে। তাদৃশ প্রাণীগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী পশু শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধিজীবী জীবগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্যোতিষ্টোমাদি যাগাধিকারী বিদ্বানেরা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বানের মধ্যে শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহাদিগের কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি আছে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ; আর শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী লোকেরাই শ্রেষ্ঠ।

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

ব্রাহ্মণের দেহ ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতনমূর্ত্তি, ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণ মোক্ষ লাভের উপযুক্ত পাত্র।

ব্রাহ্মণোজায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই পৃথিবীর সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু সমুদায় মনুষ্যের ধর্ম্ম সকল রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে।

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোহর্হতি॥
স্বমেব ব্রাহ্মণোভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ॥

মনুঃ ১ অধ্যায়।

এই সংসারের যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা সমুদয়ই ব্রাহ্মণের নিজধনের তুল্য; তজ্জন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমুদায় সম্পত্তির প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন।

ব্রাহ্মণেরা যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরের বসন পরিধান করেন, পরের ধন গ্রহণ করিয়া অন্যকে প্রদান করেন, সে সমুদায়ই তাঁহাদের আপনার; যেহেতু ব্রাহ্মণের দয়াতেই ইতর যাবতীয় লোক ভোজন পরিধানাদি করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোক বলিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুকুলে বাস করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থ হইয়া আজীবন যাগযজ্ঞ করিবেন, কারণ যজ্ঞের দ্বারা ধূম, ধূম হইতে বৃষ্টি বৃষ্টি হইতে শস্য উৎপন্ন হইয়া মানবগণ জীবিত থাকিবেন সুতরাং ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব। তাঁহার নিজের স্বার্থ কিছুই নাই কেবল সংসার রক্ষার ভার তাঁহার উপর। তজ্জন্য কহিয়াছেন—

ব্রাহ্মণস্য দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায়চ॥

ভাগবত ১১।১৭।৪২

ব্রাহ্মণের দেহ ক্ষুদ্র কামনার জন্য নহে, তাহা ইহলোকে কষ্ট সাধ্য তপস্যার জন্য ও পরলোকে অনন্ত সুখের নিমিত্ত। ব্রাহ্মণ পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া চাকরি করিবেন না—

"——— ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥

মনুঃ ৪।৪।

ব্রাহ্মণ কখনও কুকুরের বৃত্তি করিবেন না। এ কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতেও ৭ম স্কন্দে ১১ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে দৃষ্ট হয়। পুনশ্চ অন্যত্র—

সেবাং লাঘবকারিনীং কৃতধিয়ঃ স্থানে শ্ববৃত্তিং বিদুঃ॥

মুদ্রারাক্ষসে ৩ অঙ্কে

যাহা হউক সেবা ধর্ম্মকে শ্ববৃত্তির সহিত তুলনা করিয়াছে; কিন্তু পরম ভাগবত, বৈষ্ণবকুলপ্রদীপ শ্রীমদ্রূপগোস্বামি প্রভুপাদ তাহা অপেক্ষাও হীন কহিয়াছিলেন—

সেবা শ্ববৃত্তি যৈরুক্তা ন সম্যক্ তৈরুদাহৃতম্।
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক শ্বা বিক্রীতাসুঃ ক সেবকঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা সেবাকে শ্ববৃত্তি কহিয়াছেন তাঁহাদের উদাহরণ ঠিক হয় নাই—কারণ নিজমতাবলম্বী কুকুরই বা কোথায় আর বিক্রীত জীবন সেবকই বা কোথায়? কারণ কুকুরের যে স্বাধীনতা আছে একটি সেবকের সে স্বাধীনতা নাই। অবিরত বর্ষা ধারায় কুকুর কোথায়ও পুচ্ছ গুটাইয়া শয়ন করিয়া থাকে কিন্তু ভৃত্যকে প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য গন্তব্যস্থানে গমন করিতেই হইবে। এ বিষয়ে আখ্যায়িকা যথা—

একদিন বর্ষাকালে রাত্রিতে আহারের পর প্রভুপাদ শ্রীরূপগোস্বামী পত্নীর সহিত শয়ন করিয়া আছেন এমন সময়ে গৃহের অঙ্গনে পদ শব্দশ্রুত হইয়াছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া গোস্বামিপাদ কহিয়াছিলেন যে "বাড়ীতে কুকুর আসিয়াছে"। তাহাতে তাঁহার পত্নী কহিয়াছিলেন যে "এত বৃষ্টিতে কুকুর কথনই আসিবে না কাহার বাড়ীর চাকর আসিয়াছে"। তাহাতে গোস্বামিপাদ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে আমিও ত নবাবের উজির—চাকরের শ্রেণীতে ত বটি—অর্থের দাস হইয়া জঘন্য দাসত্ব ত করিতেছি। অর্থের জন্য সেবক প্রাণ দিতে পারে।

কোন্বর্থ তৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্॥

ভাগবত ৭।৬।১০

ভক্ত প্রহ্লাদ মহাশয় দৈত্য বালকগণকে উপদেশ দিতে গিয়া কহিয়াছিলেন, যে কোন ব্যক্তি অর্থতৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারে, যাহা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম; কারণ তস্কর, সেবক ও বণিক প্রিয় প্রাণ দিয়াও যে অর্থকে ক্রয় করিতে পারে।

গোস্বামিপাদ এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে এরূপ ঘৃণিত বৃত্তিতে জীবন বিক্রয় করিব না। ইহা স্থির করিয়া নবাবকে না কহিয়া উজিরি পদ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শনোদ্দেশে চলিলেন। ক্রমে এ বিষয় নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন—কারণ গোস্বামিপাদ রাজ্যসংরক্ষণে তাঁহার দক্ষিণবাহু স্বরূপ ছিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যগণ সকলে প্রত্যাগমন করিয়া নবাবকে সংবাদ দিল যে গোস্বামিপাদের দর্শন লাভ হয় নাই, কেবল যে সৈন্য দক্ষিণদিকে গিয়াছিল সে আসিয়া কহিল যে উজির দক্ষিণদিকে যাইতেছেন—তাহার অনেক অনুনয়েও তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না। ইহা শ্রবণ করিয়া নবাব নিজে অশ্বারোহণে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলেন। সন্ধ্যাকালে গিয়া দেখিলেন যে গোস্বামিপাদ এক বৃক্ষতলে সামান্য দরিদ্রের বেশে শয়ন করিয়া আছেন। নবাব

অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া গোস্বামিপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া গোস্বামিপাদ ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। তাহাতে নবাব কহিলেন যে "আপনি কি বায়ুগ্রস্থ হইয়াছেন? নচেৎ আমি আপনার প্রভু আপনাকে লইতে আসিয়াছি আপনি আমায় দেখিয়া হাস্য করিলেন কেন?" ইহা শ্রবণ করিয়া গোস্বামিপাদ কহিলেন যে "আমার হাস্যের কারণ এই যে, যাঁহার শ্রীচরণ দর্শন উদ্দেশ্যে যাইতেছি এক্ষণও দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই,—এমন সময়ে কি দেখিতেছি যে, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আমার পদতলে আসিয়া দণ্ডায়মান আছেন—যখন দর্শন হইবে তখন না অদৃষ্টে কি অভিনব দৃশ্য দর্শন করিব কি অমূল্য নিধিপ্রাপ্ত হইব তজ্জন্য হাস্য করিয়াছি"। যাহা হউক অনেক অনুনয়ের পরও গোস্বামিপাদ প্রত্যাগমন না করিয়া কহিলেন যে "জঘন্য দাসত্ব আর করিব না"। তাহাতেই তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোক কহিয়াছিলেন।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

উন্নতির আশা কোথায়?

জগতে সকলেই নিজকে বড় করিতে ভাল বাসে। এরূপ বড় করা কাজটা আত্মোন্নতির রূপান্তর মাত্র—ঠিক আত্মোন্নতি নহে। ব্যষ্টি ভাবে সমাজের প্রত্যেকেই উন্নতি সাধন করিতে; এবং এরূপ উন্নতি সাধন করা মানব জাতির বাঞ্ছনীয়ও বটে। কিন্তু যে উন্নতি সাধন করিতে গিয়া সমাজস্থিত অপরের প্রাণে বেদনার সঞ্চার করিতে হয়, সমাজের অপর জনসাধারণের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে হয়, তাহাকে উন্নতি বলিতে পারি না, বরং তাহা মানবের প্রবৃত্তি নিচয়ের একটা অপকৃষ্ট অধস্তন বৃত্তি মাত্র। তাই সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, ঘৃণ্যাবোধে তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ এরূপ কার্য্য—যাহা বিশ্বজনিন্ নহে তাহা কখনও এজগতে স্বভাবতঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই।

আমাদের এই বিরাট কায়স্থ জাতির মধ্যে এমন লোক থাকা অসম্ভব নহে, যাহারা বর্ত্তমানের এই সমাজ হিতকর, কায়স্থ-জাতির মঙ্গল জনক কার্য্যে ব্রতী হইতে গিয়া বিভিন্নরূপে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ না করিয়াছেন। অনেক সময়

অনেক ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে কত বিদ্রূপবাণও সহ্য করিয়া থাকেন তাহা দেখিয়াছি। ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ-সমাজের উপবীত গ্রহণ প্রথার প্রারম্ভ হইতেই নানা ভাবে নানা বিঘ্নের সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতেছেন না।—কায়স্থ-সমাজ ব্রাহ্মণগণের এরূপ প্রতিবাদ বিরোধ ও ব্যঙ্গাত্মক বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ক্রমশঃই কৃতকার্য্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে। হইবারও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। কারণ কায়স্থ-সমাজের এরূপ যথার্থ সাধু চেষ্টার মূলে হিন্দুসমাজের কোন সম্প্রদায় বিশেষের উন্নতির ব্যাঘাত জনক কিছু নিহিত রহিয়া নাই। সে যাহা হউক, এস্থলে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে যে, পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণ হইতে যে আমরা প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি সেই প্রতিবন্ধকতার মূলে সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের শক্তি আছে কি না? অথবা ঐরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলে সামাজিক ভাবে ব্রাহ্মণগণের কতটুকু ক্ষমতা আছে? অনেকে বলিতে পারেন, তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়ার আবশ্যকতা কি? আবশ্যকতা আছে। কথা এই—এরূপভাবে সমাজে আমরা কতদিন চলিব? আমরা বেশ বুঝি, ব্রাহ্মণগণের এরূপ নিরর্থক প্রতিবন্ধকতা সত্বেও আমরা অভীষ্ট-স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব অর্থাৎ আমাদের সমাজের প্রত্যেককে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ভাবে উন্নতির পথে চালিত করিতে সমর্থ হইব। তথাপি একটা শান্তির দরকার, নিষ্পত্তির দরকার, সমাজ হইতে দ্বেষ হিংসার অপসারণ করা দরকার। সমাজে এই শান্তিটুকুর জন্যই আমাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একটা পরস্পর মিশামিশির বোঝাপাড়া হওয়া চাই। যতদিন না তাহা হইবে, যতদিন তাহারাও আমাদের একটা ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, দর্শন মাত্রেই বক্রদৃষ্টি ক্ষেপন করিয়া বিদ্বেষ বাক্যে তাড়না করিবে, আমরাও তাহার প্রতিদানকল্পে আনন্দিতভাবে সময়ে সময়ে তাঁহাদের সহিত তুল্য ব্যবহার করিব; ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের উন্নতিটা যেন একাঙ্গ সুন্দর হইবে না—একথা বলিলে আমাদের কোন ত্রুটী স্বীকার করিতে হয় না। বস্তুতঃ আমরা বলিতে পারি যে কায়স্থ-সমাজের এই উপবীত গ্রহণ ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মণগণ যে অকারণ বিদ্বেষ বহ্নির সৃজন করিতেছেন তাহাতে সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। কারণ তাঁহারা কায়স্থের সাবিত্রী গ্রহণ শাস্ত্র সঙ্গত জানিয়াই সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য কমিয়া যাইবে বলিয়া মিথ্যা ধারণা পোষণ করেন নাই। তাহা করিতেও পারেন না। কারণ এখনও ব্রাহ্মণ সমাজে এরূপ অনেক মহাপুরুষ বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা এরূপ ধারণার মূলে কোন কারণ দেখিতে পান না। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের

এরূপ দলাদলি রেষারেষির গোড়ায়ও কোন যুক্তিযুক্ত হেতু আছে বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। একথা অনেক সুধি ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ জানেন যে কায়স্থের উপবীত গ্রহণ প্রভৃত উন্নতিকর কার্য্য,— ইহা শুধু কায়স্থ সমাজকে উন্নত করিবে না, ইহাতে ব্রাহ্মণদেরও উন্নত করিবে। কিন্তু আমরা বলি যে, তোমরা সেরকম একটা মহৎ বিষয়ের কল্পনা কর কি না কর তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না—কিন্তু সম্প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের একটা মস্ত ক্ষতি হইতেছে। সে ক্ষতিটা এই—আমাদের এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের আদান প্রদানের লোপ। ব্রাহ্মণ মহোদয়গণের মধ্যে এমন অনেক বিজ্ঞলোক আছেন যাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে সামাজিক আচার ব্যবহার, আতিথ্য প্রভৃতি গুণে কায়স্থসম্প্রদায়ের লোককে পরাস্ত করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কায়স্থ সমাজ বিষয়ে অভিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত মিশিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কায়স্থ সমাজের অনেকের নিকট হইতে অনেক [illegible] শিখিবার রহিয়াছে। অপর পক্ষে আমরাও একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছি যে, তোমরা ব্রাহ্মণ জাতি, হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয়, অনুকরণীয় ও বরেণ্য। প্রতিদিন তোমাদের অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে আমরা প্রতিবিষয় শিক্ষা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তথাপি যে কেন তোমরা আমাদের প্রতি খড়্গহস্ত তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা সেই অতি প্রাচীন যুগ হইতে জ্ঞান চর্চ্চায় নিযুক্ত রহিয়াছ। সমাজনীতিতেও তোমাদের অধিকার আছে, শাস্ত্র জ্ঞানে তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা পটু। কিন্তু যথাস্থানে কায়স্থগণের জ্ঞানের পরিচয় লাভে, তাহাদের সামাজিকতা দর্শনে ও তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় লাভ করিয়া তোমরা অবশ্য স্বীকার করিবে যে ইহাদের নিকটে তোমাদেরও অনেক শিখিবার আছে। তবু আমাদিগকে নীচ চক্ষে দেখিবার কারণ কি বুঝাইয়া দিতে পার? কিন্তু আমরা বলিতে চাই যে এরূপ পরস্পর শিক্ষা দীক্ষার পথ ত ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইহা কি উভয় সম্প্রদায়ের দুর্ভাগ্যের কথা নহে? আমাদের পরস্পরের যথেষ্ট জানা শুনা মেশামিশি না থাকিলে পরস্পরের সহিত সম্যক্ বোঝা পড়া কঠিন ও যথার্থ সহানুভূতির সৃষ্টিও একান্ত অসম্ভব। তুমি ব্রাহ্মণ হয়তঃ কোন সাময়িক ভাবে প্রণোদিত হইয়া একদিবসের জন্য আমার মণ্ডপে যে জন্যই হউক পৌরহিত্য কার্য্য করিয়া গেলে কিন্তু ইহাতে ফল হইল কি? ইহাতে হয়তঃ উপকার ভিন্ন সমাজের অপকারই অধিক সাধিত হইল। কারণ ইহাতে

ক্রমশঃই ওইটি জিনিষটীর অভাব হইয়া পড়িল। অর্থাৎ সহৃদয় শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ যদি আসিয়া আমাদের উন্নতিকর বাক্যে সহানুভূতি দেখান ও আমাদের সমাজের সুধী ও পণ্ডিত মহোদয়গণের সহিত কোন আপত্তিকর বিষয়ের তর্ক করত মীমাংসা করিতে প্রয়াস পান তাহা হইলেই ত সকল গোল মিটিয়া যায়। আমাদের মন হইতেও এ ধারণা চলিয়া যায়—যে কায়স্থগণ কেবল অশাস্ত্রীয় অন্যায় কার্য্যের পরিপোষক, আর আমরাও সহজেই এ ধারণা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই যে বর্ত্তমান সমাজে ব্রাহ্মণ নামে সুধু ককেজন হিংসুক, বিদ্বেষপরায়ণ পরশ্রীকাতর ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। কথায় বলে—Do so unto others as you expect they should do unto you"—তুমি অপরের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর তাহার প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর।

আমাদের সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য কি? এই যে আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমিতি গঠিত হইতেছে; ব্রাহ্মণ সমাজ, কায়স্থ-সমাজ, বৈশ্য সমাজ প্রভৃতি নূতন ভাবে স্থাপিত জাতির সম্প্রদায় মূলক সমিতি সকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহার উদ্দেশ্য কি ইহা নহে যে, আমরা এই সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডির মধ্যে সম্প্রদায়গত উন্নতি সাধন করিতে থাকিয়া সমগ্র হিন্দুধর্ম্মকে উন্নত করিয়া তুলিব? আমাদের উদ্দেশ্য কি ইহা নহে যে, আমাদের এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গাত্রে যে বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি কুসংস্কার মূলক কলঙ্ককালিমা লেপ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া একটু একটু করিয়া মুছিয়া ফেলিব? তাহা যদি না হয়, আমাদের এই সভাসমিতির মূলে যদি সেরূপ কোন Sprit নাথাকে, তাহা হইলে বুঝির আমরা নিতান্ত ভ্রমান্ধ হইয়া এই নিরর্থক পরিশ্রমের বশবর্ত্তী হইতেছি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের মধ্য হইতে একটী উন্নত সুসভ্য জাতির লক্ষণ সমূহ একেবারে তিরোহিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। এবং তাহা হইলে বুঝিব আমরা যে nationalism nationalism বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি তাহার কোন অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই নাই। জাতির উন্নতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে সমগ্র ভাবটীর অবস্থা বুঝিতে গেলে সেখানে কোন ব্যক্তিত্ব বোধের ভাব বা দুর্গন্ধ অনুভূত হইবে না। সেই সমগ্রভাবের আশে পাশে সুধু 'সামঞ্জস্য' ও 'সাহিত্যাই' পরিদৃষ্ট হইবে। অন্ততঃ একথা প্রাচ্য হিন্দুজাতির সমাজ গঠন সম্বন্ধে খুব সাহস করিয়াই বলিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ের কথা বলিতে গেলে আমরা বলিব যে ইউরোপের বা সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির সমাজ

গঠনের মূলে একটা প্রবল "ব্যক্তিত্বাভিমান" জাগিয়া রহিয়াছে। ভারতে সেরূপ কোন দিন ছিল না বলিলে কোনরূপে সত্যের অপলাপ করা হয় না। তবে একথা সত্য যে অতি প্রাচীন কালেও আমাদের সমাজে একটা ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা বিদ্যমান ছিল। তাহা থাকাও সঙ্গত। কারণ এবম্বিধ মর্য্যাদা হারাইয়া ফেলিলে জগতে কোনরূপ উন্নতিই সাধন করা যায় না—সমাজ গঠন ত দূরের কথা। আমার প্রতি বা আমার আত্মীয়ের প্রতি যে আমার একটা সম্মান বা মর্য্যাদা, তাহা থাকাই কর্ত্তব্য। তাহা না থাকিলে আমাকে আমার স্বীয় অস্তিত্বই হারাইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু ঋষিগণ ইহাও বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে এই 'আত্ম মর্য্যাদা' সর্ব্বদা এক কঠিন সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে পাছে ইহা সেই গণ্ডি ভেদ করিয়া অহঙ্কার বা পরহিংসার রাজ্যে পদার্পণ না করে। যখন আমরা ব্যষ্টি ভাবে এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইব তখনই আমাদের সকলের এইভাবের একটা সাহচর্য্য 'সমষ্টিতে' যাইয়া পৌছিবে—সমষ্টিভাবে জাতিটিকে তুলিয়া উঠাইবে। কিন্তু আমরা ত সেই modelটী ভুলিয়া গিয়াছি—আমাদের সেই আত্মমর্য্যাদা ত পরহিংসা, দ্বেষ প্রভৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আমাদের উন্নতির আশা কোথায়?

কথা এই যে, আমরা বর্ত্তমান সময়ে বহুবিধ বিষয়ে অন্যান্য জাতি হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছি। এই backwardness পরিপূরণ করিতেই আমাদের যথেষ্ট প্রয়াস পাইতে হইবে। তারপর সমাজ সম্বন্ধে আমাদের জাতির এযাবৎ যতটুকু উচ্চভাব বিদ্যমান ছিল তাহাও হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছি। সুতরাং এখন হইতে যদি আমরা ইহার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করি তাহা হইলেই মঙ্গলের সম্ভাবনা। তবে এ সতর্কতা আর কিছুই নহে। পরস্পর উন্নতিজনক কার্য্য সকলের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ না করা, সকলের প্রতি সকলেই সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে হইবে। এই Co-operation বা সাহচর্য্য যাহার প্রভাবেই আমরা এতকালের বিভিন্ন প্রকার ঘাত প্রতিঘাতে সহ্য করিয়া নিজেদের অস্তিত্বের সহিত 'সভ্যতা' টুকু বজায় রাখিতে পারিয়াছি তাহা পুনর্বার দৃঢ়ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে। যেন তাহা ব্রাহ্মণ সমাজের বর্ত্তমান কালের নিন্দিতপ্রথায় গঠিত প্রতিযোগিতা বা competition এর এবং আবর্ত্তে পড়িয়া একেবারে ডুবিয়া না যায়। সুধু এই ভাবটুকুকে আদর্শ রাখিয়া আমরা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজকে স্বীয় স্বীয় উন্নতির কামনা সাধন করিতে আহ্বান করিতেছি।

আর একটী কথার অবতারণা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

অনেক ব্রাহ্মণ মহোদয় অতি দুঃখের সহিত বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান উপবীতধারী কায়স্থগণের দ্বারা আমাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে না - তাহাদের উন্নতি চরিত্র সময়ে সময়ে এত অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়ায় যে, আমাদিগকে মানের ভয়ে অবশেষে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হয়। বাস্তবিক এরূপ ঘটনা যদি কখনো কোন সাবিত্রীধারী কায়স্থের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিতান্তই পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু যতদূর বিশ্বাস তাহাতে আমরা খুব সাহসসহকারে বলিতে পারি যে, এসকল স্থলে কায়স্থগণ পূর্ণমাত্রায় দোষী নহে। এবং ইহাও বিবেচ্য যে বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ যখন তর্ক করিবার জন্য উত্থিত হন, তখন তাঁহাদের অপরের ভুল প্রদর্শনই উদ্দেশ্য থাকে না, বিদ্বেষপূর্ণ গালি বচনই অভিপ্রায় হইয়া উঠে? কায়স্থ সমাজের ইহা ইচ্ছা নহে যে বর্ণাশ্রম সমাজের অগ্রণী ব্রাহ্মণগণ পদে পদে যেখানে সেখানে অপমানিত হউন—তাঁহাদের সম্মানের লাঘব দেখিয়া অন্যান্য সমাজ হাসিবার অবসর পাউক। তাহাদের ইচ্ছা ব্রাহ্মণগণ সমাজের উচ্চস্থানেই অবস্থিত থাকুন, তাহারা সেই প্রাচীন কালের ন্যায় যাগযজ্ঞে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের মঙ্গল কামনা করুন, তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে সমাজকে পরিচালিত করুন; আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তির কারণ নাই বরং আনন্দের বিষয়। কিন্তু তাহাত তাঁহাদের দ্বারা আর হইতেছে না। তাঁহারাত আর সেই পূর্ব্বের ব্রাহ্মণপুত্র নাই। সে সংযম তাঁহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে সে ব্রহ্মচর্য্য চিরদিনের নিমিত্ত তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের প্রধান কাজ হইয়া পড়িয়াছে টাকা গ্রহণ করিয়া স্থানে অস্থানে যথেচ্ছ ব্যবস্থা প্রদান করা। আর সেই মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ত কথাই নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাহারা সম্মান সম্মান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ফেরেন, এসকল কার্য্যে তাহাদিগকে সম্মান আনিয়া দেয় কি?

তাই আমরা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহোদয়গণকে লক্ষ্য করিয়া বিনীতভাবে বলিতেছি, যে আপনারা আপনাদের নিজ নিজ উন্নতি সাধন করুন। সমাজের উচ্চস্থানে অবস্থিত থাকিতে চেষ্টা করুন; আমাদের ভাগ্যে আবার এমন দিন আসুক যেন আমরা দেখিতে পাই আপনাদের যশোগানে আবার ভারতবর্ষ মুখরিত। কারণ আপনাদের উন্নত দেখিতে পারিলেই আমরা গৌরবান্বিত। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণও কায়স্থ সমাজ ভিন্ন চলিতে পারিবে না, কায়স্থ সমাজের পক্ষেও ব্রাহ্মণদের সহানুভূতি ব্যতীত উন্নতিলাভ কষ্টকর। পরন্তু এই দুই সম্প্রদায় একমন একপ্রাণ হইয়া কার্য্য করিলে এই মৃতপ্রায় হিন্দু জাতিকে আবার পুনর্জীবিত করিয়া

তুলিতে পারিবে সন্দেহ নাই। হিন্দু-সমাজের সেই প্রাচীন হিন্দুত্ব কিছুই নাই। বহুশতবৎসর অদম্য উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারিলে যদি আংশিকভাবে সে হিন্দুত্বের পুনরুত্থানে কৃতকার্য্য লাভ করিতে পারা যায়। এখন ত সমাজে হিন্দুত্বের নামে কিছুই বিদ্যমান নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন; তাঁহাদের সেই অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া শত বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মেলিত হইয়াছে। ভগবৎ কৃপায় এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা কথঞ্চিৎভাবে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেকে সামাজিক উন্নতি বিধান করিলে তবেই সেই উন্নতির একীভূত যে বিশাল বেগ তাহা সমাজের 'সমষ্টি'তে যাইয়া সমগ্র সমাজটীকে উন্নত করিয়া তুলিবে। এরূপ না হইলে কোন জাতিই কোন বিষয়ে উন্নতি সাধন করিতে পারে না। এবং আমরাও বর্ত্তমানে এবম্বিধ উন্নতির পক্ষপাতী। নতুবা ভারতের হিন্দুজাতির সেই লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিবার আশা কোথায়? তাই আসুন ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ! আপনারা আপনাদের সমাজের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন, আমরাও আমাদের সমাজের উন্নতি সাধন করিতে থাকি। এবং এমতাবস্থায় উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া এই গঙ্গা যমুনার দেশের হিন্দুসন্তানগণকে এক পরম উন্নতির পথে চালিত করিতে থাকি। হিন্দুর হিন্দুত্ব ভারতে পুনঃ সর্ব্বত্র আধিপত্য করিতে থাকুক। পরস্পর ভ্রাতার প্রাণে আর বিদ্বেষবাণ নিক্ষেপ করিবেন না। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ

শ্রীরমনীরঞ্জন গুহরায়।

মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের বর্ণ নির্ণয়।

অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থকারগণের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তেরও কুলপরিচয় সম্যক্ অবগত হইবার উপায় নাই। ইঁহার প্রণীত "চক্রদত্ত" ও "দ্রব্যগুণ" নামক গ্রন্থদ্বয় বহুকাল যাবৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত "সর্ব্বসার সংগ্রহ" "শব্দচন্দ্র অভিধান" এবং সুপ্রসিদ্ধ চরক ও সুশ্রুতের টীকা প্রণয়ন করিয়া

ইনি অশেষ যশোভাগী হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় ঐ সমস্ত গ্রন্থ মধ্যে কেবল মাত্র "চক্রদত্ত" ব্যতিত অন্যকোনও গ্রন্থে তিনি আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক কোন শ্লোক সংযোজিত করেন নাই। চক্রদত্ত মধ্যে তিনি যে আত্মপরিচয় মূলক শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও এত সংক্ষিপ্ত যে তাহা হইতে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করা অতীব দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্লোকটি এই—

"গৌড়াধিনাথ রসবত্যধিকারি পাত্র—
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োহন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রী চক্রপাণিরিহ কর্তৃ দাধিকারী॥"

উক্ত শ্লোকের টীকায় প্রসিদ্ধ টীকাকার শিবদাস সেন লিখিয়াছেন—"গৌড়াধিনাথো নয়পালদেবঃ তস্য রসবতী মহানসং তস্যাধিকারী তথা পাত্রমিতি মন্ত্রী ঈদৃশো যো নারায়ণঃ তস্য তনয়ঃ সুনয় ইতি নীতিমান্ অন্তরঙ্গাদিতি লব্ধান্তরঙ্গ পদবিকাঃ ন ভানোরনু নারায়ণস্য তনয় ইতি যোজ্যঃ তেন ভানোরনুজ ইত্যর্থঃ। বিদ্যাকুল সম্পন্নোহি ভিষক্ "অন্তরঙ্গ" ইত্যুচ্যতে। লোধ্রবলীকুলীন ইতি লোধ্রবলী সংজ্ঞক দত্তকুলোদ্ভবঃ।"

উদ্ধৃত শ্লোক ও টীকাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। উহা হইতে জানা যাইতেছে যে গৌড়াধিপতি [নয়পালে]র নারায়ণদত্ত নামক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি রাজার রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করিতেন। নীতিমান্, লোধ্রবলী ও কুলীন [লোধ্রবলী সংজ্ঞক দত্তকুলোদ্ভব] চক্রপাণি দত্ত উক্ত নারায়ণ দত্তের পুত্র ছিলেন চক্রপাণির জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম ভানুদত্ত,—তিনি রাজার অন্তরঙ্গ [অর্থাৎ বিদ্যাকুল সম্পন্ন ভিষক্) ছিলেন। বলা বাহুল্য বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বাক্যগুলি টীকাকারের। তাহা মূলে নাই।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে [এমন কি, টীকায়.) যদিও চক্রপাণি দত্ত মহাশয় (কিম্বা তাঁহার টীকাকার শিবদাস সেন) তাঁহার জাতি সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনই পরিচয় প্রদান করেন নাই, তথাপি নিজকে "লোধ্রবলী কুলীন্" সংজ্ঞায় পরিচিত করায়, তাহা হইতেই তাঁহার জাতি-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। টীকাকার শিবদাস সেন তাহা শত চেষ্টাতেও লোপ করিতে পারেন নাই। আজীবন মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রচার করিবার অনর্থক চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত কায়স্থদ্বেষী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ও গ্রন্থকারের ইঙ্গিত সম্যক্ প্রণিধান করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র 'দত্ত' উপাধি দেখিয়াই নিরুত্তরে তাঁহাকে বৈদ্য সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

7.

চক্রপাণি নিজকে 'লোধ্রবলী কুলীন' বলিয়া পরিচয় প্রদান করায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভানুদত্ত (শিবদাস সেনের মতে) "বিদ্যা-কুল-সম্পন্ন" হওয়ায় চক্রপাণির বংশ যে মহাকুলীন ছিলেন তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, একমাত্র কায়স্থ জাতি ব্যতিত অন্যকোন জাতি মধ্যেই 'দত্ত' উপাধিধারী ব্যক্তি (শ্রেষ্ঠ) কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। বৈদ্য জাতি মধ্যে 'দত্ত' উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিকৃষ্ট বলিয়াই পরিগণিত; কিন্তু সুপ্রাচীন কায়স্থ-কুলশাস্ত্র সমূহে 'দত্ত' সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

"ঘোষবসুগুহমিত্রাঃ দত্তশ্চ আদিকুলীনাঃ
নবগুণৈস্ত সংযুক্তাঃ রাজবংশসমুদ্ভবাঃ॥"

কায়স্থসূত্র 'ধৃত সদসদ্ভাব বিবেকা' বচন

"অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ অগ্নিদ স্য কুলোদ্ভবঃ
সুদত্ত বংশদীপকঃ সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদঃ।
মহাকৃতিঃ মহামানী চ কুলভদ্র প্রগণ্যকঃ
স আগত বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ॥
স চ শৈকসেনাধরো শৈববরঃ
রথিনাঞ্চ রথী চ মৌদ্গল্য গোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ ভাস্বরশ্চ বলী
পিনাকপাণি কুলদেবতা চ॥"

(কায়স্থতর্ক-সমাধানধৃত কুলদীপিকা।

উপরে উদ্ধৃত উভয় বচনেই দত্ত বংশও যে কুলীন তাহা প্রমাণিত হইতেছে। একজন প্রথম কুলীন বলিতেছেন না অন্যজন কুলীনগণের অগ্রণী বলিয়া বর্ণশাস্ত্র করিয়াছেন। একজন নবগুণ সম্পন্ন ও রাজকুলোদ্ভব বলিয়াছেন। অন্যে কতিপয় পূর্ব্বতন মহাপুরুষের বংশধর, শস্ত্র, শাস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ ও মহাকৃতি, মহামানী এবং মহাবলী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কুলশাস্ত্রের বর্ণিত কায়স্থ পুরুষোত্তম দত্তের দায়াদ নারায়ণকে সবংশের গৌরবে গৌরবান্বিত দেখিতে পাই সুতরাং তৎপুত্র যে মৈত্র্য সম্পদের অধিকারী হইবেন তাহাতে আর সংশয় কি?

অতএব, পরিস্কার দেখা যাইতেছে যে পুরুষোত্তম দত্তের বংশধরগণ রাজা নয়পালের সময়ে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। আবার, রাজা নয়পালের সমসাময়িক চক্রপাণি দত্ত আপনাকে 'লোধ্রবলী কুলীন' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন। পক্ষান্তরে অন্যকোন জাতিতে বিশেষতঃ বৈদ্যজাতির মধ্যে

'দত্তবংশ' কুলীন বলিয়া কখনই গণ্য ছিল না। এরূপ স্থলে চক্রপাণি দত্ত শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করায় তিনি কায়স্থই হইতেছেন। অন্যজাতি হইলে তিনি কখনই নিজকে কুলীন বলিয়া পরিচিত করিতেন না। সুধু 'কুলীন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারাই মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণিদত্তের কায়স্থ জাতিত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এবং তিনি যে কুলীন শ্রেষ্ঠ কায়স্থ পুরুষোত্তম দত্তের বংশ সম্ভূত ছিলেন তাহাই সূচিত করিয়া দিতেছে। সম্ভবতঃ আধুনিক কালের "গঙ্গাস্রোতঃ" প্রভৃতি কুল সংজ্ঞার ন্যায় 'লোধ্রবান' শব্দ তাৎকালিক [পুরুষোত্তম দত্তের] দত্তকুলের কুলনত্ব-প্রকাশক বিশেষ সংজ্ঞা ছিল। দত্তকুলের কৌলীন্য লোপের সহিত উক্ত 'লোধ্রবলী' সংজ্ঞাটিও কুলশাস্ত্র হইতে অন্তহিত হইয়াছে।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা।

আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের হাতে।

অনেক দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তি, স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে শক্তির অভাব হেতু নেতৃ-বৃন্দের অল্পাধিক্য দোষের উল্লেখ করত আপনাদের দুর্ব্বলতার সমর্থন করে। তাহারা বলে—যাহাদের মুখের কথায় সহস্র সহস্র লোক পরিচালিত হয়—যাহাদের উপদেশামৃত হাজার হাজার লোকে ভক্তি সহকারে পান করে—যাহাদের ইঙ্গিত-মাত্রে শত শত জন আত্মহারা ও আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়, যখন সেই নেতাদের মধ্যে অনেকে অনেক সময় কথানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন না; তখন আমরা পদে পদে কর্ত্তব্য বিচ্যুত হইব, ইহাতে আর বিস্ময়ের হেতু কি? ইহা বড় অশ্রদ্ধেয় কথা। উপদেষ্টা বার্য্য করিয়া উপদেশকে জীবন্তরূপে প্রদর্শন করিতে পারিলে উপদেশের সুফল মানব জীবনে অধিক প্রভাব বিস্তার করে, ইহা অস্বীকার্য্য নহে। কিন্তু তা বলিয়া শুধু কি উপদেষ্টার সারগর্ভ উপদেশ ধরিয়া আমরা কর্ত্তব্য সমাধান করিতে পারি না? সকল সময়ে সকল কার্য্যেই কি মানুষ পথ প্রদর্শকের চরিত্র সমালোচনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হয়? যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কিছু বলেন, মানব মাত্রেই বক্তার চরিত্র বিশ্লেষণ না করিয়া কথিত বিষয়ের বিচার করে এবং হিতকর বোধ করিলে, তাহা হৃদয়ে স্থান দানের

সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য স্থির করে। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হইলে নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া থাকে। তবে আমরা জাতীয় সেবাব্রতে নেতাদের ছিদ্রানুসন্ধান না করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে না পারিব কেন? গুরুর কার্য্য মন্ত্রদান, শিষ্যের কার্য্য মন্ত্র গ্রহণে ক্রিয়াশীল হওন। যে শিষ্য প্রাণপণে গুরুদত্ত মন্ত্রের সাধন করে, সে অচিরে সিদ্ধিলাভে শান্তি প্রাপ্ত হয়। গুরু ক্রিয়াহীন হইলে গৌরব ভ্রষ্ট হইয়া অধোপতিত হন; তাহাতে শিষ্যের শান্তি ভোগের ব্যাঘাত জন্মে না।

এতদিন আমাদের হৃদয়ে স্বজাতি প্রেম নিদ্রিত ছিল—কুম্ভকর্ণের নিদ্রার ন্যায় নিদ্রিত—জীবিতের কোন লক্ষণই ছিল না—ডাকিলে সাড়াশব্দ দিত না। নেতারা সেই গভীর নিদ্রা ভঙ্গ করিতে সক্ষম হইয়াছেন—হৃদয়ে হৃদয়ে সেই নিদ্রামগ্ন প্রেম জাগিয়াছে। এখন জাগরিত প্রেম, তাহার কার্য্য সম্পাদিত করিবে, ইহাতে নেতাদের দেখিবার ত কোন আবশ্যকতাই উপলব্ধি হয় না। নেতাদের কর্ত্তব্য নেতাদের হাতে—তাঁহাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা করিয়াছেন করিতেছেন। আর যদি নেতৃবর্গ তাঁহাদের কর্ত্তব্য অবহেলা করেন, তাহার ফলভাগী তাঁহারাই হইবেন। আমাদের তাহা বিচার করিতে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা বই আর কিছুই নহে। আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের হাতে—প্রাণপাত পূর্ব্বক অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া গণ্ডারের ন্যায় বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত লক্ষ্যস্থান লাভ করিবার চেষ্টা করাই একমাত্র সমীচীন। আর তাহাই জাতীয় সেবাব্রতে কৃতকার্য্যতার প্রধানতম উপায়। স্বজাতীয় বন্ধুগণ! নেতাদের কর্ত্তব্য তাঁহাদের হাতে—আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের হাতে ইহা স্মরণ রাখিয়া নীরবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন পুরঃসর জাতির মুখ উজ্জ্বল করুন। অনধিকার চর্চ্চা করিয়া পথ ভুলিয়া বিপথে যাইয়া জাতিটাকে মজাইবেন না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

DOUBLE COLOUR PAGE

পণপ্রথার পরিণাম।

প্রাচীনকালে আর্য্য নরপতিবৃন্দের ধর্ম্ম ও সমাজানুমোদিত বিধিসমূহ সুদৃঢ়ভাবে হিন্দু সমাজ গঠন করিয়া জগৎ উন্নীত করিয়াছিল। সমক্ষে আদর্শ রূপে অধুনা অতীতকালের ন্যায় বিস্তৃত ভারতবর্ষে আর সেই সকল নরপতির আধিপত্য নাই, বর্ত্তমান রাজনৈতিক শাসন প্রণালী একই সম্রাটের দ্বারা স্থাপিত আছে; এক্ষণে রাজনৈতিক শাসন প্রণালী ও ব্যবহারিক নিয়ম দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের প্রবৃত্তি ও কার্য্যকরী চেষ্টা ক্রমশঃ সতন্ত্র আকারে পরিণত হইয়া আসিতেছে। প্রায় সকলেই অতীত সামাজিক সেই বিধানমার্গের বিপরীতদিকে বিচরণ করিতেছে, এমতাবস্থায় পূর্ব্বপ্রচলিত আচার ব্যবহার সমগ্র দেশে স্থায়ীরূপে থাকা নিতান্ত অসম্ভব। আমাদিগের পূর্ব্বকালীন যে আচার ব্যবহার ছিল ঐ সমুদয় আধুনিক পাশ্চাত্যের বিলাস-বিমোহিত-সমাজ একবারে অকৃতকার্য্য হইয়া তাহা ভিন্ন আকারে পরিণত হইতে বসিয়াছে। তাহাতে এতদ্দেশে নানা অনর্থকরী অশান্তির ও অমঙ্গলসূচক ঘটনা সংঘটন হইতেছে। তাদৃশ অপ্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যবহার সকলেরই নিতান্ত পরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায় সহস্র বর্ষ অতীত হইল এদেশের গৌরবশালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি মধ্যে বল্লালকৃত একটী সামাজিক মর্য্যাদায় ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ হইলেও বর্ত্তমান কালে বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। তৎকালে মর্য্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সকলেই নবগুণ বিশিষ্ট বলিয়া কথিত ছিলেন, আর সেই সকল গুণ ঐ ঐ ব্যক্তিগণের পুরুষ পরম্পরায় ক্রমে পরিচালিত থাকিবে ইহা অবশ্য কৌলীন্য মর্য্যাদাদাতা নৃপতির অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু কার্য্যে হইয়াছে কৌলীন্যের গুণাবলী তাহাদিগের মধ্যে থাকুক আর নাই থাকুক তাহা এক্ষণে একমাত্র বংশগত রূপে পরিণত হইয়া কৌলীন্যের ভানমাত্র হইয়া পড়িয়াছে। পরন্তু সেই সকল কুলীন বংশজ গুণহীনগণ আপনাদিগকে কুলীন পরিচয় দিয়া আপনারা আপনাদিগকেই বিপন্ন করিতেছেন—কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনের পর হইতেই ইহাদিগের পুত্র কন্যার বিবাহের আদান প্রদান সম্বন্ধে সামাজিক মর্য্যাদা স্বরূপ একটী অর্থকরী প্রথার প্রচলন এবং কুল রক্ষার সম্বন্ধে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের তাঁহাদিগের পুত্র কন্যা কুলীনের সঙ্গে আদান প্রদান করিতে হইবে। ইহা না হইলে কুল ভঙ্গ হইবে, এই ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল—এই তো কৌলীন্যের ব্যাপার।

এই কৌলীন্য মর্য্যাদার অর্থকরী প্রথাই এতদ্দেশে সর্ব্বনাশের মূল হইয়া পড়িয়াছে। সেই অর্থকরী প্রথাই 'পণপ্রথা' নামে সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাতেই শত শত লোক কতই অনর্থকরী অশান্তিপ্রদ দুঃখ ক্লেশ উপভোগে ভীষণ বিপন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন! প্রাণে বিনষ্ট হইতেছেন—তাহা কেনা অবগত আছেন? কালের কুটীল প্রবাহে কুলীনগণের প্রবর্ত্তিত পণপ্রথাকে অবলম্বন করিয়া কি কুলীন কি মৌলিক পরস্পর সকলের মধ্যেই বরপণ প্রথারূপ একটী পৈশাচিক অর্থ লিপ্সা এরূপ বলবতী হইয়া উঠিয়াছে যে, কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই পক্ষে তাহা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে? কন্যাভারগ্রস্থ দুঃস্থ ব্যক্তিগণের আর কোনরূপে পরিত্রাণের কোন সম্ভবনা নাই। তাহারা একবারেই সৎপাত্রে কন্যা প্রদান করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, কেহবা কন্যার বিবাহ দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন কেহবা ধনে প্রাণে মারা যাইতেছেন। এ সম্বন্ধে যদিও কায়স্থ সভার নেতৃবৃন্দ এই জঘন্য বরপণ পরিহারের জন্য সকলেই বদ্ধ পরিকর আছেন—অশেষ প্রকার যত্ন ও নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, তাহাতেও তাঁহারা অদ্যাবধি সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু, তাঁহাদিগের যত্ন ও চেষ্টায় কোন মতে ত্রুটী হইতেছে না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কর্ত্তব্যজ্ঞানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এবং কেহ বা তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু, অদ্যাবধি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তাঁহাদিগের সামাজিক নেতৃবর্গ তাদৃশ কোনরূপ যত্ন বা চেষ্টা কেন করিতেছেন না ইহায় কারণ বুঝা যায় না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! ইহাদিগের মধ্যে প্রতিকারের কোন চেষ্টা বা যত্ন না থাকা প্রযুক্তই বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে বৎসর বৎসর অনেকানেক লোমহর্ষণ ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

ব্রাহ্মণ-সমাজের ঔদাসিন্যে ও নিশ্চেষ্টতার ফলে আজ যাহা শুনা যাইতেছে তাহা অতিশয় মর্ম্মপীড়াকর! অবিবাহিত ব্রাহ্মণ কন্যা, দুঃস্থ পিতা মাতা অরক্ষণীয়া কন্যা বিবাহ দিতে না পারিয়া নানাপ্রকারে অর্থ সঞ্চয়ের সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিতে পারিয়া পিতৃবৎসলা কন্যার প্রাণে আর সহ্য হয় নাই—তিনি পিতার দুঃখে দুখিনী ও আপনাকে হতভাগিনী মনে করিয়া অসহ্য পরিতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া আজি কিনা সেই কতই সাধের জীবনটীকে আপনাপনি নষ্ট করিলেন ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের ও দেশের অনিষ্টকর ঘটনা আর কি হইতে পারে? এরূপ তো বর্ত্তমান অতীত অনেক অঘটন ঘটনা দিন দিন ঘটিতেছে, ইহা কেবল সেই অনর্থকর পৈশাচিক পণপ্রথারই বিষময় ফল। সামাজিক নেতৃগণ বলুন দেখি, আপনাদিগের এ অবস্থা কি চিরদিন সমভাবে থাকিবে—ইহা কখনই থাকিবে না। কুলীন

অকুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের নেতৃবৃন্দের দেখিয়া শুনিয়া কি আপনারা এখনও নিশ্চিন্ত থাকিবেন? কোনরূপ প্রতিকারের চেষ্টা কি করিবেন না? সত্বর সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা করিতে থাকুন। অন্তঃসারহীনা অহিতাচারিণী কুপ্রথার অনুসরণে কেহ যেন আর অগ্রসর না হয়েন। আজকাল যে দিনকাল পড়িয়াছে দেখা যাইতেছে—কুলীনের আর সে গৌরব নাই—আর না থাকারই সম্ভব। ইহা যে আর বেশী দিন দেশে স্থায়ী হইবে এরূপ আশাও নাই, কেননা এ বিষম অবস্থা অনেকে উপলব্ধি করিয়া শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করিতেছেন। লেখাপড়া শিখিলেই সে কুলীনের অগ্রগণ্য এবং সকলেরই আদরণীয় হইবে জঘন্য পণ-প্রথাটি কেবল তাহারই অধিকারগত হইয়া পড়িবে, পুত্রের পিতারও আবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, পুত্রের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যয়টা কোন মতে কন্যাভারগ্রস্ত পিতার নিকট শোসন করিয়া লইবেন,—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার? এ অবস্থায় সাধারণ অর্থহীন ব্যক্তিগণ কি আর কন্যাটি সৎপাত্রে দিতে পারিবেন? না এরূপ দুঃস্থ ব্যক্তিরা ত আর কখনই সমর্থ হইবেন না কন্যার পিতা অর্থশালী লোক হইলে ছেলের বাপের আশঙ্কা দুষ্পূরণীয়। এইরূপ অনর্থকারী বরপণ বা কৌলীন্যপ্রথার আর কতদিন পরিচালিত থাকিবে সত্বরই পরিহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কাল গতি অনুসারে দেখা যায় সকল বিষয়েরই দিন দিন বিপরীত একটা না একটা নূতন পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। বেশ তবে কেন এই কুপ্রথা অচিরকাল মধ্যে জন-সমাজের কুরুচি বলিয়া পরিত্যক্ত না হয় দিন দিন সামাজিকগণ মর্ম্মাহত ও দুঃখিত হইলেও এ বিষয় লোভ ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

কতিপয় ব্রাহ্মণবংশধর ব্রাহ্মণেতর জাতিবৃন্দকে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার মানসে যতই চেষ্টা করিতেছেন—যতই তাঁহারা একচেটিয়া স্বত্ব দখলের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, সমাজ বিধ্বংস কার্য্যে ততই যে তাঁহারা প্রধানতম নিমিত্তভাগী হইতেছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরে আশ্রয় লাভ করিয়া যাহারা আমাদের

ছোট ভাইএর মত অবনতশীরে প্রাণপণ পরিশ্রম সহকারে, যুগযুগান্তরকাল অতিবাহিত করিয়াছিল, ক্রমে তাহাদের মধ্যে অনেকেই অযথা নির্য্যাতন ভোগে অসমর্থ হইয়া অন্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে এখন অবাধে আমাদের সেলামাদি গ্রহণ করিতেছে; ফলে আমরাই বলহীন হইতেছি মাত্র। যদি তাহারা নিতান্ত লাঞ্ছিত ও অমানুষিকভাবে কুকুর অপেক্ষাও ঘৃণিত না হইয়া একটুও শ্রদ্ধা পাইত তবে কি তাহারা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আজি আমাদিগকে "কাফের" সংজ্ঞায় অবজ্ঞা সহকারে শত্রুস্থান করিত? ঐ শ্রেণীই যে সমাজের শ্রমশীল অঙ্গ তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? চিন্তাশীল পাঠক মহোদয়গণ, নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে এবম্প্রকার সামাজিক ক্ষয়ের হেতু কি বা কাহারা।

বিগত আদমসুমারীর পূর্ব্বে আবার নমঃশূদ্র প্রভৃতি কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর লোক কতিপয় কারণে হতাশ হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কৃতসংকল্প হইয়াছিল, কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালক ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-কুলভাস্কর-মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ রাজর্ষিগণের আশ্বাস ও অভয় বাণীতে, তাহারা আশান্ত ও নিরস্ত হইয়াছিল। অবশ্য শুদ্ধচেতা ব্রাহ্মণগণও সমাজ সংরক্ষণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। স্বার্থপরের শত অত্যাচার সত্ত্বেও ঐ সকল ঋষিবৃন্দের চরণ কৃপাতেই হিন্দু সমাজ অদ্যাপি জীবন্ত রহিয়াছে।

শুধু নিম্নজাতির প্রতি নহে, স্বার্থপরগণের "দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ" ইত্যাদি কল্পিত বচন সমূহ হিন্দু-সমাজের জ্বলন্ত চিতাস্বরূপে প্রজ্বলিত হইয়া সমাজের জীবনস্বরূপ ক্ষত্রিয়াদির উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই। ঈশ্বরানুগ্রহে অনেকেরই ব্রাত্যত্ব মোচনের যত্ন ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে বটে কিন্তু শূদ্র সমাচারী স্বার্থপরগণও "না ছাড়্।" যাহাই হউক সদাশয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ন্যায় ও ধর্ম্ম সম্মত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহামন্ত্রে দিগন্তপরিপ্লুত—এই বিংশ শতাব্দীতে 'জুজুমানা'র ভয় আর কতকাল থাকিবে? ভস্মকরার কল্পনা আর কতকাল চলিবে? তাহা ছাড়া তপ্তশলাকা বিদ্ধকরা, কর্ণে গলান শিষা ধাতু ঢালিয়া দেওয়া, জিহ্বাচ্ছেদ করা প্রভৃতি আসুরিক কার্য্যের পরিচয় দিতে এখন কেহ সাহসী হইবেন কি? ভগবানের পবিত্রনাম উচ্চারণ করিলে জিহ্বা আপনিই খসিয়া যাইবে,—এরূপ বিশ্বাসপরায়ণ কোন ব্যক্তি এই পূর্ণ বিকাশের কালে জন্মাইবে কি?

বিপ্লবকারীগণ যত জোরে বাঁধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, টানাটানীর চোটে ততই ঢিলা হইয়া পড়িতেছে। আমরাও "বজ্র আঁটুনীর ফস্কা গেরো" এই চিরসত্য বাক্যের সার্থকতা এখন বেশ বুঝিয়াছি। অসংযমিজনের ভাগ্যে

জগতের একাধিপত্য লাভ কি সম্ভবপর? খাঁটী জিনিষের আদর চিরকালই আছে ও সমভাবে থাকিবে। ব্রাহ্মণকুলচূড়ামণি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী তাঁহার উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন,—"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগং এতান্ বেগান্ যো বিসহেত ধীরঃ স সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং সশিষ্যাৎ॥" এই সকল বেগ সহনে যাঁহারা সম্পূর্ণ অক্ষম, পরন্তু সর্ব্ববিষয়েই নিতান্ত অসংযত তাঁহারা কোন্ সাহসে স্বীয় পদে স্বর্ণমুকুট ভূলুণ্ঠিত দেখিবার আবদার প্রকাশ করেন?

পরন্তুঃখকাতর ও নির্য্যাতিত স্বধর্ম্মপ্রিয় ব্যক্তিগণ বাধ্য হইয়া সময়ে সময়ে অগাধ হিন্দু শাস্ত্র জলধি মন্থনে যত্নবান্ হওয়ায়, যাঁহারা যাহা পাইয়াছেন তাহা লইয়াই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, কবির-পন্থী, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী, বৈষ্ণব, আউল, বাউল, দরবেশ, কৌশ, অঘোরী, শাঁই, সহজিয়া, রামকৃষ্ণশিষ্যগণ, সতীমা, দয়ালচাঁদ প্রভৃতি অগণিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অভিমত মার্গে ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বীগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে, আবার কোন কোনটী হিন্দু সমাজের ক্রোড়েই অবস্থিত রহিয়াছে। যেগুলি স্বাধীনভাবে অবস্থিত তন্মধ্যে কোন প্রকার জাতিভেদ নাই, তাঁহারা গৃহস্থ হইয়াও বর্ণাশ্রমী নহেন। আর যে গুলি বর্ণাশ্রমী গৃহস্থ সেবিত, তন্মতাবলম্বীগণ যদিও কতকটা টানানানীর মাঝখানে, তথাপি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, তাঁহারা স্ব সম্প্রদায়ী ভিন্ন জাতীয়গণকেও ভিন্ন সম্প্রদায়ী স্বজাতি অপেক্ষা সমধিক ভক্তি ও স্নেহের চক্ষে দেখেন। অতএব তাঁহারাও পাশ কাটাইবার চেষ্টাতেই আছেন—বলিতে হইবে। অতিরিক্ত কষাকষির ফলেই সনাতন ধর্ম্ম একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, তৎসঙ্গে সমাজ শক্তিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে। ধর্ম্ম মতের পার্থক্য জনিত এক সম্প্রদায়ী অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে থাকায় একতার আশা অসম্ভব। অরণ্যের নির্জ্জন প্রান্তে প্রভুত্ব প্রয়াসী ধীসম্পন্ন-বিজ্ঞানবিৎ-পণ্ডিতাভিমানীগণ একটু মনঃসংযোগে সমাজের বর্ত্তমান অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

এক্ষণে এই ধ্বংসমুখী সমাজের ক্ষয় নিবারণ ও জীবনীশক্তি পুনরুদ্দীপিত করিতে হইলে, এক মহামন্ত্র প্রণব গায়ত্রী দীক্ষা দানে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ী বর্ণাশ্রমী আর্য্যভ্রাতৃগণকে ধর্ম্মপথে একভাবে চালিত করিতে হইবে। সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় করত এক বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনে অগ্রে বিপথগামী ভ্রাতৃগণকে ফিরাইয়া কুক্ষীগত করিবার পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমের বাহিরে নূতন রাজ্যের শাসক হইবার চেষ্টা করিলে

কিরূপ কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা বেশ বুঝা যায় না। কায়স্থাদি উচ্চ সামাজিক আর্য্য-বংশধরগণকে, সনাতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের দৃঢ় সংকল্প হইতে দেখিয়া, দ্বেষ-হিংসা প্রকাশ করিতে যদিও অনেকে পশ্চাৎপদ নহেন, তথাপি জাতিভেদ শূন্য বৈষ্ণব সমাজ" যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য শাসনের সম্পূর্ণ বাহিরে স্বাধীনভাবে নিজেদের ব্যবস্থায় চলেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণতুল্য দশাহ অশৌচ গ্রহণের ও স্মৃত্যুক্ত ব্যবস্থায় অন্যান্য সর্ব্বকর্ম্ম করিবার উপদেশ দান, নাপিত দ্বারা দশাহে ক্ষৌর কর্ম্মাদি করাইয়া এমন কি দেবপূজা ও প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মে পৌরোহিত্যও করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান করত, ব্রাহ্মণ্য শাসনের অধীনে আনিবার কৌশল, যত্ন ও উদারতা প্রদর্শনকারী কায়স্থ-বিরোধী ব্রাহ্মণগণ ও কিন্তু আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। আমরা স্বচক্ষে এবম্প্রকার ঔদার্য্যভাব দর্শনে মুগ্ধ ও আশান্বিত হইয়াছি এবং ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে মহাত্মারা বোধ হয় "বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেঁরো" এই বাক্য উপলব্ধি করিয়াই নিজেদের ভ্রমাপনোদনে যত্নপর। যদিও ভাবুক কবি বলিয়াছেন;—"Charity begins at home"—যদিও সুবিবেচকের মতে অগ্রে খাস-দখলী সম্পত্তিগুলি শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার যত্ন লইয়া পরে অনিশ্চিত নূতন বিষয়ের প্রাপ্তিগ্রহ আশা করাই সমীচীন; তথাপি বর্ণাশ্রম গণ্ডীর বাহিরে এতাদৃশী করুণা বিতরণে যত্নশীল ব্যক্তিগণের সহৃদয়তার প্রশংসা করিতে কে ন্যায়তঃ বাধ্য নহে? কবির "begins" শব্দ না হয় "ends" শব্দে পরিণত হউক, তাহাতেই বা দুঃখ কি? সম্ভবতঃ অনায়ত্ত গুলি অগ্রে আয়ত্তাধীনে আনিয়া শেষে আয়ত্তাধীনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন। বেশ—তাও ত মন্দ নহে।

যে প্রকারেই হউক, বাধন করিবার যন্ত্র যে বিপরীত পাকে ঘুরিতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাই আনন্দের কথা। ঈশ্বর যা করেন—মঙ্গলের জন্যই; হয়ত কায়স্থ-বিদ্বেষের পরিণাম অতি উত্তমই হইবে। বৈষ্ণবের পৌরোহিত্য ও "অচ্যুতানন্দ" প্রভৃতি দুই একটা গোত্রের আবিষ্কার হইয়াছে; শুনিয়াছি আদ্যশ্রাদ্ধাদিও হইতেছে কিন্তু কেবলমাত্র এইটি এখনও স্বচক্ষে দেখি নাই; দেখিবার আশা করি। সমাজের আরও কিছু কার্য্য হইয়াছে—কোচ, প'লে রাজবংশী, নমঃশূদ্র প্রভৃতির দ্বিজত্ব ব্যবস্থা। "যুগী" ভায়ারা বৈষ্ণবগণের ন্যায় স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে এখনও বোধ হয় সম্মত নহেন. নতুবা স্বজাতিতে অবস্থিত, অমিশ্রিত অথচ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ "যুগী"র ন্যায় একটী মৌলিকজাতির পৌরোহিত্য কার্য্যের জন্য এ বাজারে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ মিলিত। বর্ণাশ্রমীগণ

যাহারা ব্রহ্মণ্যের শাসনাধীনে থাকিতে বড় ভালবাসে কিন্তু সাক্ষাৎভাবে করুণা-লাভে বঞ্চিত, হয়ত "জলচল" রূপে গণ্য হইতে নিতান্ত উৎসুক কিন্তু সমাজ তাহাদের সে আবদার রাখিতে চায় না, এই "স্বর্ণসিঁড়ি" তাহাদেরই স্বাভিমত ফললাভের বিশেষ সহায়ক হইতে পারিবে। কায়স্থাদি সুবিশাল, দৃঢ়-বনিয়াদ্ জাতির পক্ষে ইহার সহায়তায় কোন হিত সাধনই হইবে না। আমরা বায়ান্ন ধাক্কা যখন সাম্‌লাইয়াছি, তখন তিপ্পান্ন ধাক্কাতেও পড়িব না। আমরাও আর্য্যঋষিগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী। প্রাচীন ধর্ম্মযাজকেরা যদি আমাদের প্রতি নিতান্তই প্রতিকূল হন তবে বাধ্য হইয়া আমরা নূতনের সৃষ্টি করিব তথাপি জাত্যন্তর গ্রহণ করিব না। বর্ণাশ্রম চূর্ণ করিয়া গুরু মহারাজদের কৃপাপাত্র হওয়া অধুনা সহজ সাধ্য হইলেও, এ বীরের জাতি সে সহজ পথে যাইবে না।

তাই বলি ব্রাহ্মণ এখন যে উপায়ই অবলম্বন করুন্, যতই সাম্‌লাইবার চেষ্টা করুন্— যে গেরো ফস্কাইয়াছে তাহা আর আঁক দিতে পারিবেন না, একাকী যাহা করিবেন সমস্তই বিপরীত ফল প্রদান করিবে। শাস্ত্র স্মরণ করুন, "না ব্রহ্মক্ষেত্র মৃধ্নোতি না ক্ষত্রং ব্রহ্মবর্দ্ধতে।" ইত্যাদি মনে পড়ে না কি? এখনও বলিতেছি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বজায় রাখিতে হইলে, চাই চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ— বর্ণধর্ম্ম নষ্ট করিলে চলিবে না, চাই ব্রাত্যের উত্থান ও সংস্কার সাধন। ইত্যলম্ পল্লবিতেন।

শ্রীহরিহর ঘোষ বর্ম্মা।

ঈশ্বর উপাসনা।

যাঁহার প্রসাদ লব্ধ এ শরীর-মন,
কর সবে তাঁর কাজে আত্ম সমর্পণ;
ক্ষুদ্র মোরা, অন্ধ মোরা, বিহীন সম্বল,
তাঁহার রাতুল পদ ভরসা কেবল।

সাধক! চল যোগবলে একবার সেখানে যাই—যেখানে সেই পরম পিতা পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। চল, উপাসনা বলে একবার তাঁহার পদপঙ্কজস্থ

মকরন্দ পান করিয়া এ তৃষিত প্রাণ শীতল করি।—সংসার-পাপতাপ ক্লিষ্ট এ দগ্ধ দেহকে চিরতরে জুড়াই। এ মধুলোভী মন-মধুকরের মধুপান স্পৃহা চিরতরে পরিপূর্ণ করি। একবার তাঁহার প্রেমসুধা পান করিয়া এ পিপাসাকুলিতচিত্ত-চকোরকে পরিতৃপ্ত করি। চল, সাধক! চল, একবার সেখানে যাই—যেখানে সেই পরম পিতা পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন।

সাধক! তুমি ওকি করিতেছ? ভস্মানুলেপিত অঙ্গে, ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া করপুটে ও কাহার আরাধনা করিতেছ? এ সাধনায় কি হইবে? চল, একবার আমরা এ মহাশ্মশানে এক মহাসাধনায়—সব সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা—সেই শব সাধনায় লিপ্ত হই। চল, সাধক চল, একবার পিতৃ উপাসনায় কায়-মনঃ প্রাণ সমর্পণ করি। ওকি সাধক! তুমি সর্পের রোঝার ন্যায় ও কিসের মন্ত্র-তন্ত্র উচ্চারণ করিতেছ? একি তোমার বিষম বুদ্ধিভ্রম!—একি তোমার অদ্ভুত উপাসনা পদ্ধতি! মনেকর সাধক, তোমার সদাশয় পিতা তোমাদিগকে কোনও কার্য্য সম্পাদনার্থ নিয়োজিত করিলেন, আর তুমি কিনা পিতৃ আদিষ্ট সেই কর্ম্ম ভুলিয়া অবিরত কেবলই তদীয় গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলা— কেবলই তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিতে থাকিলা। আর তোমার অপর ভ্রাতা, সর্ব্বদা সেই পিতৃপদে মন রাখিয়া—তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিয়া, কায়মনোবাক্যে তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিল; পিতৃ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যখনই একটুকু অবকাশ পাইল, তখনই বিনীতভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দুটী স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে যাত্বিক হইল। তোমার পিতা কিন্তু অদৃশ্যভাবে অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া সকলই দেখিলেন, সকলই শুনিলেন। অথবা মনে কর তোমার পিতা কিঞ্চিত মূলধন দিয়া একটী উৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিরার নিমিত্ত তোমাদিগকে হাটে পাঠাইলেন। তুমি তাঁহার আদিষ্ট সেই জিনিষটা ক্রয় না করিয়া পিতৃপ্রদত্ত সেই অর্থের দ্বারা মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া হাটের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করিলা আর তোমার অপর ভ্রাতা পিতৃ সংসারের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিল, তাঁহার মনোমত দ্রব্য ক্রয় করিয়া তদীয় মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল, দুটী মিষ্ট বাক্যে পিতৃ সম্বোধন করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইল। বল সাধক! এমত স্থলে তোমার পিতা কাহার প্রতি তুষ্ট থাকিবেন—কাহাকে অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিবেন? পিতা স্বাভাবিক অপত্যস্নেহবশে তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলেও এরূপ স্থলে সম্ভবতঃ তিনি তোমার প্রতি রুষ্ট হইবেন। নিশ্চিতই তিনি তাঁহাকেই অধিকতর প্রীতির চক্ষে দেখিবেন। সুতরাং এস্থলে

তোমার স্তব-স্তুতি ও ভক্তি আরাধনার নিকট তোমার অপর ভ্রাতার কর্ত্তব্য-পরায়ণতারই জয় হইল। প্রতিপন্ন হইল, তুমি পিতার তোষামোদপ্রিয় মদোন্মত্ত ও আব্‌দেরে ছেলে মাত্র। তোমার সেই ভ্রাতাই প্রকৃত পিতৃভক্ত সন্তান—তিনি পিতার যথার্থ প্রিয়পাত্র। তাই গীতাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"নহিকশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্মহীনাবস্থায় ক্ষণকাল অবস্থান করাও অসম্ভব। প্রাকৃতিক গুণ সমূহ মানবদিগকে বলপূর্ব্বক অবশ করিয়া তৎ কর্ত্তৃক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া লইয়া থাকে। কর্ম্ম সম্পাদন করাই মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কর্ম্ম-নিবৃত্তি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক; সুতরাং তাহা অধর্ম্ম। মানবের অনুষ্ঠিত এই কর্ম্মদ্বারা জগতের অশেষ বিধ কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে। কর্ম্মহীন সন্ন্যাস ধর্ম্মদ্বারা জগতের কোনরূপ হিতই সংসাধিত হয় না। এ সংসার সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র; কর্ম্মই সংসারের প্রাণ। কর্ম্মদ্বারা জগতের অশেষ বিধ কল্যাণ সংসাধিত হয়। মানব কঠোর কর্ম্ম প্রভাবে বিধাতৃ বিধান পর্য্যন্তও উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হইয়া থাকে। তাই বুধগণ বলিয়াছেন :—

"নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি নযেভ্যঃ প্রভবতি।"

চিরমঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের এ বিশাল বিশ্বরাজ্যে একমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়াদি যাবতীয় ব্যাপার সম্পাদিত হয়। জগৎপতি জগদীশ্বরের এ অসীম কর্ম্মশক্তি আছে বলিয়াই তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় জগৎপূজ্য জগদীশ্বর। কর্ম্মহীন মানব লোষ্ট্র-প্রস্তরাদিবৎ জড়পদার্থ মাত্র। অসীম শক্তিশালী মহাপুরুষ মহেশ্বরের সন্তান আমরা—নিয়ত নিষ্কর্ম্মাবস্থায় বসিয়া থাকিলে সেই বিরাট পুরুষের অনন্ত শক্তির সার্থকতা কি? কুবেরকে আহার্য্য অভাবে আত্মহত্যা পূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইলে তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের গৌরব কি? কর্ম্মেন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক নিরোধ করিয়া ইন্দ্রিয় উপভোগ্য বস্তুর মানসিক চিন্তা করা ঘোরতর কাপট্য ও মূঢ়তার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। সুতরাং সাধকের পক্ষে কর্ম্মত্যাগের অলীকভান অপেক্ষা প্রাকৃতিক বিধানের বশবর্ত্তী ও অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মানুশীলন করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। কর্ম্মহীন হইয়া নিমিলিত নেত্রে জ্ঞান-বিষয়ক কি ভগবৎ চিন্তাকরা সাধকের স্বর্গরাজ্যের পথ অবরোধক না হইলেও বিশ্বকল্যাণকর নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"

শ্রীভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই সিদ্ধি পথে প্রয়াণের প্রধানতম নিদান এবং ভগবৎ চরণারবিন্দ লাভের সুবর্ণ সোপান। নিষ্ক্রীয় যোগীর পক্ষে এ স্বর্ণ গোপন চিরাবরুদ্ধ না হইলেও ভগবৎ প্রেমামৃত লাভের সহজ ও সরল পথ নহে। অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র-মিবাম্ভসা॥"

ফলতঃ ফলাকাঙ্ক্ষা হীন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মনিষ্ঠা জনিত পরমা শান্তি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও কর্ম্মাশক্তি থাকিলে সে সংসারাবদ্ধ আশক্ত জীব। সংসারাসক্ত ব্যক্তির মুক্তি সুদূর পরাহত। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন :—

"যুক্ত কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্টিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে শক্তো নিবধ্যতে॥"

এক্ষণ মনে কর সাধক, আমাদের পিতা (ঈশ্বর) জ্ঞান-মুদ্রা দ্বারা ধর্ম্ম-রত্ন ক্রয় করিবার জন্য আমাদিগকে এই ভবের হাটে পাঠাইলেন, আর আমরা কি না পিতৃদত্ত সেই অর্থের বিনিময়ে ভবের হাটে বসিয়া বসিয়া বিষয়রূপ মদিরা পানে বিভোর হইয়া 'কলুর চোক ঢাকা বলদের ন্যায়" কেবলই পাপ মূর্ত্তি [illegible] করিব—আলোক ছাড়িয়া চোখে ঠুলি দিয়া, কেবলই অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার পূর্ণ গভীর গুহাশায়ী হইতে চলিব। এমতস্থলে যদি কখনও নেশা ছুটিল, যদি কখনও একটুকু বিবেকের উদয় হইল, অমনি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে—সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম, তাঁহার স্তব স্তুতি ও আরাধনা উপাসনায় লিপ্ত হইলাম। বল, সাধক! বল, তখন সেই পরম কারুণিক পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগকে তাঁহার চির শান্তিপ্রদ সুস্নিগ্ধ শীতল ক্রোড়ে স্থান দিবেন কি? সাধক, সংসারের হিসাবে যখন এমতাবস্থায় পিতা পরিতুষ্ট হইতে পারেন না, তখন আমাদের পক্ষে সেই পরম পিতার পরম পদাশ্রয় পাইবার আশা কোথায়?

সাধক! একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ, এ সংসারে—এই ভবের হাটে,

সকলই যদি সংসার কর্ম্মরূপ বেচা কেনা ফেলিয়া ভস্মানুলেপিত অঙ্গে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নয়ন মুদিয়া বসিয়া বসিয়া দিবস শর্ব্বরী কেবলই সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন বা স্তুতিবাদ করিতে থাকে, তাহা হইলে এক দিন মধ্যেই এই ভবের হাট ভাঙ্গিয়া যায় কি না?—এক দিন মধ্যেই ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্রিয়া ঘুচিয়া যায় কি না? সুতরাং বুঝিলে সাধক! পিতৃ সংসারের কাজগুলি ভুলিয়া বসিয়া বসিয়া কেবলই তাঁহার নাম করিলে,—শুধু ভক্তিতদগত অন্তঃকরণে তাঁহাকে ডাকিলে, কখনই তিনি পরিতুষ্ট হইতে পারেন না। সুতরাং এ শ্রেণীর সাধকের পক্ষে তাঁহার অনন্ত ক্রোড়ে স্থান পাইবার আশা সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও বড় সুনিশ্চিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

সমস্যায় পড়িয়া ওকি ভাবিতেছ সাধক! একবার ভাবিয়া দেখ, অচিরে এ সমস্যা পূর্ণ হইবে। আমরা পিতার (ঈশ্বরের) সন্তান। পিতা আমাদিগকে এ সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা পিতৃ সংসারে থাকিয়া পিতৃ কার্য্য করিব। সংসারের আমরা কে? বাজীকরগণ যেমন জলপূর্ণ মৃণ্ময় কলসী মস্তকে করিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করত নৃত্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের লক্ষ্য থাকে সেই মস্তকোপরিস্থিত সলিল পূর্ণ মৃণ্ময় কলসীর প্রতি। সেইরূপ আমরাও সেই শার্ষস্থিত দয়াবারি পরিপূরিত অনন্ত পুরুষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার রাজ্যে তাঁহারই কার্য্য করিতেছি জ্ঞান করিয়া এ সংসার সুখে বিচরণ করিব। মনের আনন্দে সংসারের সকল কায করিব। কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী সরলা ব্রজবালার ন্যায় ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হইয়া, তাঁহাকে আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান না করিয়া, আমার প্রতি কার্য্যই তাঁহার কার্য্য মনে করিয়া, তৎ প্রীত্যর্থেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিব। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার সংসারে থাকিয়া, তাঁহারই কার্য্য করিব। সংসারের ভ্রাতা ভগিনীদিগকে,—সেই পরম পিতার প্রিয় সন্তান সন্ততিদিগকে, আপনার ন্যায় ভাল বাসিব, তাহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইব, তাহাদের বেদনা অনুভব করিব, তাহাদের অভাবকে নিজের অভাব মনে করিয়া তাহার দূরীকরণের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিব, পিতা মাতাকে ভক্তি করিব, শ্রাদ্ধা করিব, যত্ন করিব। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের পরিতুষ্টি সম্পাদন করিতে সতত যত্নিক থাকিব; তাহা হইলেই প্রকারান্তরে ঈশ্বরের প্রতিই ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে।

সংসারের জীব মাত্রকেই প্রাণের মত ভালবাসিব। মানব মাত্রকে সতত সুমিষ্ট কথায় পরিতুষ্ট করিব। ঈশ্বরের রাজ্য হইতে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা,

চুরি, ডাকাতি ও মিথ্যাকথন প্রভৃতি অশান্তিকর, অতৃপ্তকর ও পাপজনক বিষয় গুলিকে দূর করিয়া দিয়া সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখিব। পিতৃ সংসারের কায করিয়া যখনই অবকাশ পাইব, তখনই উদ্দেশ্য পিতৃ আরাধনা করিয়া, পিতার স্তব স্তুতি করিয়া প্রাণ-মন শীতল করিব। তবেই তিনি পরিতুষ্ট হইবেন। তাহা হইলেই তাঁহার অনন্ত শান্তির সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃপূর্ণ ক্রোড়ে আশ্রয় পাইব।

ফলতঃ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করা ঈশ্বর উপাসনারই নামান্তর মাত্র। এই কর্ত্তব্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত করিতে পারিলেই ঈশ্বরের উপাসনা করা হইল। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মানবের কর্ত্তব্য কার্য্য কি? সংক্ষেপে এ কথার উত্তর করা বড় সহজ সাধ্য কর্ম্ম নহে। তবে জড় জগতের কার্য্য প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে, কতক ইহার সদুত্তর প্রদান করা যাইতে পারে। আমরা জ্ঞান চক্ষুদ্বারা যতদূর দৃষ্টি করিতে পারি, তাহাতে তাপ ও আলোক প্রদান করাই তেজের কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান্ হয়। যদি তেজ এই কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিয়া যায়, যদি তেজ হইতে জীবগণ তাপ ও আলোক প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হয়, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রলয় উপস্থিত এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি ধ্বংস হওয়া একান্ত সম্ভব। সুতরাং তেজের পক্ষে তাপ ও আলোক প্রদান করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে হয়, তাহাই মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পক্ষান্তরে ইহার বিপরীত আচরণ করাই অকর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে জগতের মঙ্গলকর কর্ম্মানুষ্ঠান করত ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেই তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদিত হয়। এবং তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করাই উপাসনা। সুতরাং কর্ত্তব্য সম্পাদন ও ঈশ্বর উপাসনা একই কথা। যে মানব ঐকান্তিক যত্নে জগতের মঙ্গলকর কর্ত্তব্য কার্য্যসম্পাদন করিয়া সেই জগন্নিয়ন্তার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ঈশ্বর উপাসক। সাধক! ইহারই নাম শবসাধনা—ইহারই নাম ঈশ্বর উপাসনা। এস সাধক, আমরা সকলে মিলিয়া একবার একর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর উপাসনায় ব্রতী হই, চল যোগ বলে একবার সেখানে যাই—যেখানে সেই পরম পিতা পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। ঐ দেখ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিতেছেন :—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভা নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

———

হরি বোল হরি।

যে মানব এক সময়ে প্রতিপদচারণে এই পৃথিবী কম্পিত করিত, যাহার দৃষ্টি মাত্রেই সহস্র হৃদয় ভয়ে জড়সড় থাকিত, আজি তাঁহার জীবন মহানাটকের শেষাঙ্ক অভিনয় কালীন সে দুধের শিশু হইতেও অধিকতর দুর্ব্বল ও নিঃসহায়। যে কখনও অন্যদীয় ন্যায্য স্বত্বের সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি টুকুও বিনাযুদ্ধে প্রত্যর্পণ করিতে প্রস্তুত নহে,সে আজি সূচিটীও সঙ্গে না লইয়া শূন্যহস্তে চলিয়া যাইতেছে! যাহার আকাঙ্ক্ষা সেকেন্দরসাহের দুনিবার আকাঙ্ক্ষার মত সাগরাম্বরা ধরণীর সমস্ত প্রধান রাজ্য আয়ত্ত করিয়াও অতৃপ্ত ছিল, আজি, সে সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া বিনা সম্বলে চিরবিদায় গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছে! যিনি পুত্রকলত্র লইয়া পারিবারিক সুখে অহর্নিশ বিভোর থাকিয়া মহামায়ায় আবদ্ধ ছিলেন, হায়! হায়! আজি তিনিও যেন সে মায়াজাল ছিন্ন করিয়া কাহারও আদেশের প্রতীক্ষায় চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছেন—দেখিতে না দেখিতে দীপ শিখা নিবিয়া যাইতেছে এবং অত্যল্প কাল পরেই হরিবোল হরিধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া শ্মশানে আনীত হইতেছেন! জীবনের এক মহাবিপদের দিনে—সহধর্ম্মিণীর আকস্মিক তিরোধানে 'হরিবোলহরি', এই শব্দ পরম্পরার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে আমার এ পাষাণ হৃদয়ে একটা প্রবল তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছিল—এ হৃদয় যেন তাড়িত প্রবাহ স্পর্শে সহসা শতধারায় উছলিয়া উঠিল—মনে হইল যে এই চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রময় প্রত্যক্ষ জগৎ কি যেন কার কিরূপ আকর্ষণে কোথায় যেন ধ্বংসের মুখে চলিয়া যাইতেছে! জীব সমূহের আশ্রয় রূপিণী অন্নপূর্ণা অবনীও যেন তাঁহার প্রতিস্তরে অন্তর্নিহিত শক্তিদ্বারা ঐ হরিবোল হরিধ্বনির অস্ফুট স্বরে গাইতেছেন। প্রাতিনিয়ত প্রলয়পয়োধিজলের ভয়াবহ প্লাবনের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া বিশ্ববাসী প্রাণিবৃন্দকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। কিবা নিশীথ সমীরণের শোকাবহ শোঁ শোঁ নিস্বন, কিবা মৃদুবাহিনী স্রোতস্বিনীর মৃদুমন্দ মধুর নিক্কণ, কিবা কোকিলের সুমধুর কাকলী, কিবা সিংহের গভীর গর্জ্জন, কিবা দেবমন্দিরে পূজকের আরতি, কিবা গহনবনে দস্যুর দস্যুবৃত্তি—সকলেরই অভ্যন্তর হইতে ঐ একই ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে। কিন্তু ভ্রমান্ধ আমরা মহামায়ায় বিমোহিত থাকিয়া মনুষ্যোচিত চৈতন্যলাভে বঞ্চিত রহিয়াছি—প্রত্যক্ষভাবে দেহীর পরিণাম দেখিয়াও অজর ও অমর ধারণায় বৃথা প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিতেছি—মোহন্ধতা বশতঃ দেখিতে পাইতেছি না

যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জলে স্থলে ও নভোমণ্ডলে, তুষার রাশি মণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গে অথবা কল্লোলিত সমুদ্র তরঙ্গে—কলকলান্বিত লোকারণ্যে কিংবা কল্পনার অগম্য মহাশূন্যে—সকল স্থানে—সকল প্রকার বস্তু বিতানে,-- ধরণীর নিত্যলীলা বিলয় বা বিনাশ এবং সেই মহাগায়ত্রী "হরিবোল হরি" নিত্য উচ্চারিত হইতেছে।

এই অমৃতময় হরি নাম সহস্রবার সহস্র লোকের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু সেইদিন—পত্নীর দেহাবসানের দিন শ্মশানাভিমুখী বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের মুখে এই হৃদয়হারী এবং মর্ম্মস্পর্শী "হরিবোল ধ্বনি" এমনই বিচিত্রভাবে—এমনই গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল যে তখনই হৃদয় শিহরিয়া উঠিল—একটা প্রবল তরঙ্গ সঞ্চারিত হইয়া মনের কেমন একটা অপূর্ব্ব অবস্থান্তর ঘটাইয়া দিল! আমার প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িল, অন্তরে পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্নের হইতে লাগিল যে,—যিনি শাক্যসিংহের পবিত্রতনুতে বুদ্ধশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া বেদোক্ত জীব হিংসার নিন্দা করিয়া সর্ব্বভূতে দয়া প্রদর্শনের জন্য উপদেশ দিয়া দয়ার চরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—যিনি খৃষ্ট স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া এক গণ্ডে চপটাঘাত করিলে সহাস্যে অপর গণ্ড প্রত্যর্পণ করিতে উপদেশ দিয়া ক্ষমার চরমচিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন—যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্যাধশরে জীবন বিসর্জ্জনে উন্মুখ হইয়াও সহাস্যবদনে পাপের ক্ষমা করিয়াছিলেন; সেই ঐশীশক্তি জীবের পরমারাধ্য হইয়াও জীব বিনাশে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! মনের এইরূপ আকুল অবস্থার সময়ে পিতৃ সান্নিধ্য-বঞ্চিত শিশুর ন্যায় অথবা কাণ্ডারী হীন তরণীর ন্যায় আমি নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবিতেছিলাম সাধারণ মানবের সুখ দুঃখময় সাধারণ মনুষ্যত্ব লইয়া অণুতে অণুতে তনুতে তনুতে আভাসিত হইয়া সংশয় তিমিরে নিমজ্জিত হইতেছিলাম! এমন সময়ে বিধাতার অনুগ্রহে আত্মার অমরত্ব ও মহাপরিবর্ত্তন প্রবাহ আমার চিত্তক্ষেত্রে প্রতিভাত হইল যে, ভগবানের উপদেশ আছে—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

এই অমৃতময় ভগবদুপদেশ তখন এ শোক সন্তপ্ত জীবনের অবসানে শান্তির মলয়সমীরণে পরমানন্দ লাভের আশায় আশ্বস্ত হইল। প্রকৃত পক্ষে পার্থিব জীবণের পরিমাণ অত্যধিক হইলেও একশত বৎসরমাত্র সুতরাং অনন্ত কাল স্থায়ি আত্মার তুলনায় ইহা অতিঅল্প পরিমিত সময়—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মানুষ এই পরিমিত কালটুকু সুখে দুঃখে, সম্পদে, বিপদে পৃথিবীতে বাস করিয়া এই কালের

মধ্যে পরের [illegible]ত্ত দাহনে, ধনমান প্রভুত্বে প্রবর্দ্ধিত হইয়া অথবা পরকীয় নিপীড়নে প্রাণে জর্জ্জরিত রহিয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া অথবা জ্ঞান ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অপার ও অতলকাল-সমুদ্রের-তরঙ্গরাশির মধ্যে বুদ্বুদের ন্যায় মিশিয়া যাইতেছে—অধিকাংশেরই স্মৃতি অন্ধকারময় গভীর কুক্ষিতে বিলয় পাইতেছে। এই ত পার্থিব জীবনের আদি ও অন্ত—এই ত উহার আরম্ভ ও পরিণাম। এমন ক্ষণস্থায়ি বস্তু যে মানবের হৃদয়কে উন্মাদ গ্রস্তবৎ মুগ্ধ করিয়া রাখে ইহাই মনুষ্য প্রকৃতির মহিমা ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! তজ্জন্যই ধর্ম্ম সান্নিধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির "কি মাশ্চর্য্যং" জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম্।
শেষাং স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য-মতঃপরম॥'

অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বিজ্ঞান কিবা কাব্য ও সাহিত্য কিবা ইতিহাস—সকলই উর্দ্ধতন ধাম নিবাসী দেব পুরুষের মত মধুর গম্ভীর পবিত্রকণ্ঠে উপদেশ দিতেছে যে—এই সুখ দুঃখাত্মক পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী তাহা অনন্তস্থায়ী অমৃত জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র! সুতরাং এই ধরণীতলে প্রাসাদে কিংবা পর্ণকুটীরে সর্ব্বত্রই 'হরিবোলহরি',—ভাবি ভূকম্পের কারণ স্বরূপ দ্রববহ্নিরূপে নিঃশব্দে প্রধূমিত হইতেছে। ভারতের অঙ্গাভরণরূপিণী ঐ গঙ্গা ও যমুনার যুগযুগান্ত বাহিনী তরঙ্গমালা পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডল সমস্বরে চতুর্দ্দিকে দেশ বিপ্লাবিনী বন্যার পূর্ব্বাভাস সূচক ঐ 'হরিবোলহরি' ধ্বনিই প্রচার করিতেছে—এ দেশের শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ শব্দের মহিমাই ঘন-নির্ঘোষ-স্বরে গাইয়াছিলেন, বাল্মীকি, বেদব্যাস কাব্য-রঙ্গালয়ে অভিনেতারূপে তাহারই অভিনয় করিয়াছিলেন তবে এ ধ্বনিতে ধমনীতে রক্ত শুকায় কেন? হৃদয়ে হৃদকম্প উপস্থিত হয় কেন? প্রত্যুত্তর বলিবে যে আমরা এই পৃথিবীর মুহূর্ত্তস্থায়ী সুখ সম্পদে মোহিত হই বলিয়া, কিম্বা প্রতারিত হই বলিয়া—জন্ম ও মৃত্যুর সাহচর্য্য বিস্মৃত হই বলিয়া। কিন্তু এই হরিবোল হরিধ্বনি কর্ম্মময় জীবের কুম্ভীপাকের জ্বালাময় প্রদাহ বিশেষ হইলেও করুণা নিধান বিশ্বেশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে এ দাহের পরিণাম ফল অমৃতময়-অনন্ত উন্নতির পূর্ব্ব সোপান—স্বর্গভোগের প্রাথমিক অনুষ্ঠান ইহা তরঙ্গান্দোলিত জীব-সাগরের প্রাণদ অমৃত। সুখে যখন আত্ম বিস্মৃত হই, ভবিষ্যৎ যখন একবারে ভুলিয়া যাই তখনই ঐ ধ্বনি আমাদের পাষাণ বক্ষ বিদারণ করিয়া ভগবৎ নাম [illegible] ভক্তির উৎস খুলিয়া দেয়—তখন হইতেই মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের পূর্ব্বাভাস সূচিত হইতে থাকে। বিপথগামী লোককে সৎপথে অনিবার এইধ্বনি অকৃত্রিম বান্ধবের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। জগজ্জয়ী বীরের নির্ভীক হৃদয়ও ইহা দ্বারা দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে, পাষাণের বুকেও স্পন্দন হয়। সুতরাং এই ধ্বনি দিনে ও নিশীথে, জাগরণে ও নিদ্রায়, সম্পদে ও বিপদে মানুষের হৃদয় ও মন আবেশিত করিয়া থাকুক, তাহার উজ্জ্বল ললাটে, উজ্জ্বলতর নেত্র যুগল, অভিমানপ্রদীপ্ত মুখ ছবিতে এবং কর্কশ কণ্ঠে প্রতিনিয়ত বিরাজ করিতে রহুক। শস্যের বীজ সুকৃষ্ট ক্ষেত্রে নিষিক্ত হইলেই নিশ্চয়ই একগুণে শতগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়া ফলিবে—তাহা হইলেই মানুষ পরিত্রাণের পথ পাইয়া ধন্য হইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা:

ঋগ্বেদের কায়স্থ।

বিশ্বামিত্র একজন বৈদিক ঋষি। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলটি প্রধানতঃ বিশ্বামিত্র এবং তদ্বংশীয়গণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। তদ্রূপ বশিষ্ঠ আর একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদের সমগ্র সপ্তম মণ্ডলটি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। যে যুগে ইঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন, তখন চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ হয় নাই; 'আর্য্য' এবং 'দস্যু' বা 'দাস'—এই দুইটি মাত্র জাতি ছিল; আর্য্যগণের প্রধান কার্য্য ছিল রাজ্যশাসন ও রাজ্যবিস্তার আর্য্যগণ সকলেই ধর্ম্মে ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। *

অতএব মানিয়া লইতে হইবে যে, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ এবং তাৎকালিক আর আর ঋষিগণ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহারা যেমন একদিকে স্বহস্তে আপনাদের যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তেমনি আবার প্রয়োজন কালে অস্ত্রপাণি হইয়া যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহারা যুদ্ধকালে যোদ্ধা এবং যজ্ঞকালে যাজ্ঞিক ছিলেন। যাঁহারা অর্থশালী ছিলেন, কিম্বা যাহারা স্বয়ং অশক্ত হইতেন, তাঁহারা উপযুক্ত ব্যক্তিকে আনিয়া আপনাদের পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিতেন, এবং এই কারণেই আমরা যজ্ঞাদিতে ঋত্বিগ্ নিয়োগের ও ঋত্বিগ্‌গণ কর্ত্তৃক দক্ষিণাস্বরূপ ধনপ্রাপ্তির বিবরণ দেখিতে পাই। কিন্তু তখনও পৌরোহিত্য

* ১৩১৯, কার্ত্তিকের কায়স্থ-পত্রিকার "হিন্দুর অতীত এবং ভবিষ্যৎ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জন্য স্বতন্ত্র কোন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। ক্ষত্রিয়গণই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

এখানে একথারও উল্লেখ আবশ্যক যে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে 'ক্ষত্রিয়' ও 'ব্রাহ্মণ' শব্দ থাকিলেও এ সকল কুত্রাপি জাতিবাচকরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। ঋগ্বেদে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ স্তোত্র ; এবং 'ব্রাহ্মণ শব্দ স্তুতিপাঠক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়। তদ্রূপ 'ক্ষত্রিয়' শব্দও ঋগ্বেদ মধ্যে বলবান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। এই সূত্র হইতেই বোধ হয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্দ কালক্রমে জাতিবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিরূপে উত্তরকালে আর্য্য মনীষিগণ কার্য্য সৌকার্য্যার্থ শ্রম-বিভাগ নীতির অনুকরণে, স্বসমাজের একাংশকে যজ্ঞকার্য্যের জন্য নিয়োজিত রাখিয়', আপনারা নিশ্চিন্তমনে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন—কিরূপে সেই আর্য্যসমাজের মূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি পুরোহিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল—কিরূপে এই মূলদেহ ও বিচ্ছিন্ন দেহ কালে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইল,—সে সকল বিষয় আজি আমাদের আলোচ্য নহে। এইমাত্র আমাদের বক্তব্য যে, ঋগ্বেদীয় যুগের আর্য্যগণ, নামে না হইলেও, কর্ম্মে * ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহাদিগের মুখ্য কার্য্যেই ছিল স্বাধিকার বিস্তার। তাঁহাদিগের বাহুবলে আর্য্যভূমি দিনে দিনে পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে বঙ্গের দিকে প্রসারিত হইতেছিল। সুতরাং সে সময়ের কার্য্যতঃ ক্ষত্রিয় সমাজ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

তাইবলিতেছি,—বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভৃগু, আঙ্গিরা, অত্রি, বৃহস্পতি, অগস্ত্য, পরাশর প্রভৃতি বৈদিক ঋষিগণ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। আরও বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণ অনার্য্যগণের বিপক্ষরূপে আপনারা একতাবদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেও অনেক সময়ে অনেক ঘটিত। বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ এই দুইটি বিখ্যাত ঋষিবংশের মধ্যে পরস্পর বৈরভাব ছিল।

এই বৈরভাব কবিগুরু বাল্মীকির অমৃতময়ী লেখনী স্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। রামায়ণের যুগে বর্ণ বিভাগ হইয়াছে। বাল্মীকির প্রতিভাময়ী কল্পনা বৈদিক যুগেও বর্ণভেদের সৃষ্টি করিয়া, বসিষ্ঠকে ব্রাহ্মণ করিয়াছেন, এবং বিশ্বামিত্রকে প্রথমে ক্ষত্রিয় রাখিয়া পরে ব্রাহ্মণ পদবীতে আনিয়াছেন। রামায়ণ

* "শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ;
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥" গীতা।

পাঠক অবগত আছেন, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে প্রথমে কিরূপ প্রচণ্ড সমরাভিনয় হইয়াছে। সেই যুদ্ধে বশিষ্ঠের হোমধেনু শবলা অবতীর্ণ হইয়া প্রলয়ঙ্কর কাণ্ডসকল ঘটাইয়াছে। শবলা হাম্বারব করিয়া পুনঃ পুনঃ অসংখ্য সৈন্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বামিত্র সেই সকল সৈন্য নিঃশেষে বিনষ্ট করিলে, বশিষ্ঠ ব্রহ্মদণ্ড নামক অদ্ভুত অস্ত্র উদ্যত করিয়া বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ও সমুদয় সৈন্য ধ্বংস করিয়া বিশ্বামিত্রকে পরাস্ত করিয়াছেন। অবশেষে, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের এই প্রকার ব্রহ্মতেজের প্রভাব দেখিয়া বৈরনির্যাতন মানসে স্বয়ং ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; এবং অলৌকিক অধ্যবসায় ও অসাধারণ পুরুষকারের বলে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া, ক্রমে ক্রমে রাজর্ষি, মহর্ষি ও পরিশেষে ব্রহ্মর্ষি হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। মধ্যে একবার বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কু রাজাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইবার জন্য এক বিরাট যজ্ঞ করিয়াছেন ; এবং সেই যজ্ঞে শত্রুতা বশতঃ যোগদান না করায় বশিষ্ঠের শতপুত্রকে অভিশাপদ্বারা ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন। পরে বিশ্বামিত্র স্বীয় তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরেই স্বর্গে পাঠাইয়াছেন ; এবং ইন্দ্র স্বর্গে ত্রিশঙ্কুকে প্রত্যাখ্যান করিলে, বিশ্বামিত্র স্বয়ং এক স্বতন্ত্র সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নক্ষত্রচয় সৃষ্ট করিয়া, দ্বিতীয় ইন্দ্রের সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সভয়ে বিশ্বামিত্রের নিকটে আসিয়া, অনেক অনুনয় করিয়া, এবং বিশ্বামিত্র সৃষ্ট সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নক্ষত্রাবলীসহ ত্রিশঙ্কুর নিমিত্ত আকাশে স্বর্গবৎ সুখকর এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া বিশ্বামিত্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

রামায়ণের পরে মহাভারতের যুগ। মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত। মহাভারতের যুগে একশ্রেণীর লোকের মধ্যে ক্ষত্রিয়-বিদ্বেষ বিশেষভাবে আপনাকে প্রকাশিত করিরাছে—ক্ষত্রিয় শক্তির অভ্যুদয় একশ্রেণীর লোকের বিষম চক্ষুঃশূল হইরা দাঁড়াইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের এক কীর্ত্তিস্তম্ভ মহাভারত। বিশ্বামিত্রের রামায়ণ বর্ণিত চরিতাখ্যান মহাভারতের কবির অসহ্য হইয়া উঠিল। একজন ক্ষত্রিয়ের এতাদৃশী প্রতিভা, এমন অধ্যবসায়, এত বড় পুরুষকার সহিল না। ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা অতিক্রম করিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, এটা কিছুতেই ভাল লাগিল না। একজন ক্ষত্রিয়ের তপঃপ্রভাবে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনষ্ট হইল, একটা সপ্তর্ষিমণ্ডলের সৃষ্টি হইল, ত্রিশঙ্কু রাজা আকাশের একাংশ স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন,—এ সকল ব্যাপারে শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। তাই তিনি রামায়ণ-বিবৃত বিশ্বামিত্র চরিতের একটা পরিশিষ্ট লিখিয়া, অনায়াসে

মহাভারতের মধ্যে বসাইয়া দিলেন। এইরূপে যে মহাভারতের অনেক কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতগণের অবিদিত নাই।

অবশ্য এ সকল আমাদের অনুমান মাত্র। কিন্তু অনুমানও ত একটা প্রমাণ। * বস্তুতঃ মহাভারতের লিখন-ভঙ্গি দেখিয়া যাহা মনে হয়, তাহাই আমরা বলিতেছি। বিশ্বামিত্রের অসাধারণ অবদানের হেতু নির্দ্দেশ জন্য মহাভারতের কবিগণ এক চরু-বিপর্য্যয়ের গল্প রচিয়াছেন। গাধি রাজার একমাত্র কন্যা সত্যবতীর সহিত ঋচীক ঋষির বিবাহ হইয়াছে। তারপর ঋচীক (অন্যে বলেন, ঋচীকের পিতা ভৃগু) পুত্র-কামা সত্যবতী ও গাধি-পত্নীকে, ঋতুস্নাতা হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন চরু প্রদান করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

আত্ম বিস্মৃতির কুফল।

জন্মিয়া মহৎ কুলে, যে থাকে আপনা ভুলে
ক্ষুদ্র ভাবে সদা আপনায়;
ধিক্ তারে শতবার, উচ্চকুলে কুলাঙ্গার
কিবা ফল বাঁচি এ ধরায়?

যে জাতিতে জন্ম যার, কর্ম্ম চাহি সে প্রকার
অনাচারে হয় হতমান;
গৌরব বিহীন হয়ে, উপেক্ষিত দেহ লয়ে
জিয়ে থাকা মরণ সমান।

বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি, ক্ষত্রিয় জাতির জ্ঞাতি
মসীজীবী; কেবা নাহি জানে?
হীনাচারে হীন তায়, সবে শূদ্র ভাষে তায়
শূদ্র-বোধ নিজেদেরো মনে!

* "প্রত্যক্ষানুমানাঃ প্রমাণানি।"
—পাতঞ্জল দর্শন।

এ হতে কি অধোগতি, সুগভীর কূপে স্থিতি
কাহারও হয় গো সম্ভব?
সারা প্রাণে ব্যথা জাগে, কুহেলিকাময় লাগে
সিংহে কেন মেষত্ব উদ্ভব!

আত্ম বিস্মৃতির ফলে, শূদ্রত্ব শৃঙ্খল গলে
পরিয়াছে নির্ব্বিকার মনে;
কভু যদি কেহ কেহ, তোমরা ত শূদ্র নহে
অগ্নি মূর্ত্তি ধরে সে বচনে।

দংশন করিতে আসে, দগ্ধ করে কটুভাষে
তর্ক করে অযৌক্তিক যত;
ব্যঙ্গ করে নীচ প্রায়, তাহাতেই তৃপ্তি পায়
হায়, হায়, বোধহীন এত!

ভাবিয়া দেখে না চিতে, জন্মিয়াছে কি জাতিতে
কি গৌরবে জাতি মহীয়সী;
বঙ্গের বাহিরে গেলে, সে জ্ঞান সহজে মিলে
কূপ মণ্ডুকত্ব পড়ে খসি!

সে দেশে কায়স্থ যত, ক্ষত্রাচারে সুশোভিত,
দ্বিজরূপে মান্য সর্ব্বঠাঁই;
ব্রাহ্মণের হিংসা দ্বেষ, স্পর্শিতে পারে না কেশ,
বঙ্গের বিরোধ সেথা নাই।

কায়স্থে বলিতে শূদ্র, কায়স্থে করিতে ক্ষুদ্র
কোন জাতি নাহি শক্তিমান;
মসীজীবী ক্ষত্রাসনে, আছে সুপ্রসন্ন মনে,
সিংহ সুত সিংহেরি সমান।

বঙ্গীয় কায়স্থগণ! হারায়েছ কি নয়ন
সে মূরতি পড়ে নাকি চোখে?
নেহারি সে উচ্চ দশ, চিত্তে কি আসে না হর্ষ
নবোদ্যম জাগে নাকি বুকে!

আর কত দিন বঙ্গে, কায়স্থ, শূদ্রের সঙ্গে
শূদ্ররূপে কাটাইবে কাল;
জাতীয় কর্ত্তব্য ভুলি, দেশের মঙ্গলগুলি
আরো যেতে দিবে রসাতল?

এখনো জড়ত্ব ছাড়ি, পূত ক্ষত্রচারে ধরি,
মনুষ্যত্ব কর প্রকটিত;
শূদ্রাচার পদে দলি, গর্ব্বভরে যাও চলি
জাতি সনে হওগে মিলিত।

হৃদয়ে নবীন শক্তি, নবভাব অভিব্যক্তি—
হইবে—করিবে বলীয়ান্;
বিরাট জাতীয় মূর্ত্তি, ঢালিবে সুষমাভাতি
ম্লান স্মৃতি হবে অবসান।

পরিত্যক্ত নিজাসনে, এস সবে ফুল্ল মনে
পূত দেহে কর আরোহণ;
যা ছিলে আবার হও, যা কহিতে তাহা কও
যা করিতে, কর প্রাণপণ।

কর্ম্মফলে হীন মতি, কর্ম্মে লভ উর্দ্ধগতি
কর্ম্মে কর দেশ সমুজ্জ্বল।
জাতি কর বিশ্বমান্য, নর জন্ম কর ধন্য,
হৃদে আনি বিশ্বজয়ী বল।

আপনাকে ভাবি ক্ষুদ্র, জাতিটাকে ভাবি শূদ্র,
কাপুরুষ সাজিওনা আর;
জাগাইয়া রাখ স্মৃতি, তোমরা ক্ষত্রিয় জাতি
উচ্চাদর্শে শ্রেষ্ঠ সবাকার।

ভুলে গিয়ে জাতিতত্ত্ব, শূদ্রাচারে আছ মত্ত
ভেবে দেখ কি অধোপতন!
স্মৃতির অতুল শক্তি, বদ্ধ করে দেয় মুক্তি
উচ্চস্মৃতি কর আলিঙ্গন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

পরাধীনতা।

পাখীর স্বভাব ত্যাজি কেন মর পাখীরে,
স্বাধীন ভ্রমণ;—
পরাধীন কারাবাসে,
র'তে সদা ভালবাসে,
বুঝিনা কারণ এর ভাবি অনুক্ষণ
কে করিবে যতনে এ ভ্রমের শোধন।

পরিহরি তটিনীর নিরমল নীররে,
কিসের কারণ
পর পাদোদক পানে,
তিরপিত হয়ে প্রাণে,
গাইতেছে কত গীতি আনন্দে মগন
পর পদনীর কিরে, সুরস এমন?

কেন অবহেলা করি বনের সুফল রে,
নর বিহঙ্গম,
যোগাইবে পর মন,
পূরাতেছ অনুক্ষণ,
বনিতা তনয় সহ উদর বিষম
নিলাজ নরের কিরে না হয় সরম?

এ ভারতে সেই দিন করিবে কি হায়রে,
পুনঃ আগমন;
যে দিন এ হিন্দুগণ,
হয়ে আনন্দিত মন
করিতে স্বকরে নিজ ভূমি করষণ
হা বিধাতঃ! সেই দিন কোথায় এখন?

পুনঃ কি ভারতে সেই সুখের সুদিন রে,
আসিবে ফিরিয়া,
বলহে জগত পাতা!
আবার ভারত মাতা,
শ্যামল কমলরূপ বসন পরিয়া,
হাসিবে কি? নিরখিয়া জুড়াব কি হিয়া?

হইয়াছে সন্ধ্যা এবে হিন্দুজাতিগণরে.
তারাকি আবার,
করষিবে নিজকরে,
স্বভূমি যতন করে ?
অপমান জ্ঞান এবে প্রবল সবার,
সবে কি সে শিরে জলধর জলধার ?

সবে কি শিরে সবে তপন কিরণ রে.
বৃথা সে বাসনা !
বৃথা ভাবি মনে মনে
লুপ্ত কৃষি বিস্তাপনে,
উদ্ধারিবে, ঘুচাবে এ মনের ভাবনা
ক্ষুধাতুর স্বজাতির ঘুচাবে যাতনা।

হা অন্ন ! হা অন্ন !! করি কাটাইবে কাল রে,
তবু পুনরায়,
পিতৃ পিতামহগণ
যে ভাবে এ ভবে ধন
উপার্জ্জিল,—করিবেনা সেই ব্যবসায়,
এমন অবোধ জাতি কে আছে ধরায় !

বৃথা কেন ভাবি এই অলিক ভাবনা রে,
বৃথা আকিঞ্চন।
যে জাতি স্বতন করে,
ধরেছে শিরস্ পরে,
মহাভার অধিনতা ভূধর ভীষণ,
পারেকি তাহারা কাজে নিবেশিতে মন ?

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ।

———

DOUBLE COLOUR PAGE

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভারতীয় কায়স্থ-সংখ্যাঃ—

ইংরাজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট এদেশে প্রথম জন সংখ্যার নির্দ্দেশ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। ঐ সময় বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশ একজন শাসন কর্ত্তার শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং জন সংখ্যাও এই তিন প্রদেশে পৃথক্‌ভাবে হইয়াছে। সেই বৎসরের প্রথম গণনায় ঐ তিন প্রদেশে ১৪০৩১১৩ জন কায়স্থ স্ত্রী, পুরুষের সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল। তৎপর ১৮৮১ খৃঃ দ্বিতীয়বার সংখ্যা গ্রহণ করা হয় তাহাতে ১৪৫০৮৪৩ জন, এবং তৃতীয়বার ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যে সংখ্যা গ্রহণ করা হয় তাতাতে ১৪৬৮৭৪৮জন কায়স্থ স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই তিন বৎসর বেশ পরপর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে ছিল। কিন্তু ১৯ ১ খৃষ্টাব্দে চতুর্থবার যে সংখ্যা গ্রহণ করা হয় তাহাতে ১৩৪৭৮১ জনের সংখ্যা পাওয়া যায়; এই গণনাতেই দেখা যায় যে দশবৎসরে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যা হইতে লক্ষাধিক কায়স্থ হ্রাস হইয়াছে। অতঃপর উড়িষ্যা এবং বিহার প্রদেশকে বঙ্গদেশ হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়া আসাম প্রদেশকে বঙ্গদেশের সহিত একত্র করত গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পঞ্চমবার যে গণনা হয় তাহাতে এই প্রদেশের মধ্যে মাত্র বঙ্গদেশে কায়স্থ সংখ্যা ১১১০৬৮৪ জন দৃষ্ট হয়। মোটের উপর বঙ্গদেশের কায়স্থ এই দশবৎসরে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় ভারতীয় কায়স্থ সংখ্যা দেখিয়া বিচলিত হইতে হয়। —আসাম প্রদেশে মোট ৮১৯৬৭ জন, উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশে ৩৪৭৬১১ জন, মধ্যভারত ও বেহারে ১১৫৮৪ জন, পাঞ্জাব প্রদেশে ১৩১৭৪ জন, যুক্ত প্রদেশে ৪৮১০৭১ জন, মধ্য প্রদেশে ৭১৩৯২জন, রাজপুতানায় ২০৬১০ জন এবং অন্যান্য প্রদেশে ৮ ৯১ জন, বোম্বে ও বরোদা প্রদেশে ব্রহ্মক্ষত্রিয়াখ্যকায়স্থ ৫৯ ৬ জন এবং বোম্বে পুণা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রভু কায়স্থ ৩০৮০ জন; সমগ্র ভারতীয় কায়স্থের মোট সংখ্যা ২১৭৮৩৯০জন। তন্মধ্যে ২১৭৬৭১১ জন স্বধর্ম্মে আছে। এবং ১৯৬ জন শিখ, ১৮১ জন জৈন, ১জন বৌদ্ধ ও ১৩০২ জন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহা ভিন্ন বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ ও মান্দ্রাজ প্রদেশে, যে করণ সম্প্রদায় আছে, তাহার সংখ্যা ২৫৫৬৮৯ জন। যদি করণদিগকে কায়স্থের সঙ্গে গণনা করা যায় তাহা হইলে মোট মসীজীবীর সংখ্যা ২৪৩৪০৭৯ জন হয়। আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম সমগ্র ভারতের কায়স্থ সংখ্যা প্রায় ৯০০০০০০ নব্বই লক্ষ; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার কিঞ্চিদধিক একচতুর্থাংশ দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি ?

ব্রাহ্মণ-সাম্মলনী :—

গত ২৬শে ফাল্গুন মঙ্গলবার হইতে “ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনী”র কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সভাস্থান ৺কালীঘাটে। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী। অপরাহ্ণ ৫ ঘটীকার সময় বিলাত প্রত্যাগতের সম্বন্ধে সভা বসিলে বঙ্গবাসীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সভার বিচারকার্য্য কোন্ নিয়মে হইবে তাহা বুঝাইয়া দেন। আমাদের সংবাদদাতা বলেন—সভায় প্রায় দ্বিশতাধিক অধ্যাপক ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের পক্ষাপক্ষের স্থান নির্ব্বাচন ব্যাপারে সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই—এজন্য পণ্ডিতবর বামনদাস বিদ্যারত্ন সভাস্থল হইতে চলিয়া যান। সভার উদ্দেশ্য সৎ নহে সভাস্থলেই তাহা কে নাকি প্রকাশ করেন। সভার উদ্দেশ্য যে সৎ নহে কায়স্থ-সভা একথা পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপন করিয়াছেন এবং ঐ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াই ব্রাহ্মণ-সভার কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক মধ্যস্থতার জন্য আহূত হইয়াও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সর্ব্বভৌম এবং গুরুচরণ বিদ্যানিধি উপস্থিত হন নাই। সুতরাং সুধীবৃন্দ এই সভার গুরুত্ব এই স্থলেই বুঝিয়া লউন। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন অগত্যা তাঁহাদের মধ্য হইতে মধ্যস্থ হন।

মধ্যস্থ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্ক-দর্শনতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিতপ্রবর লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, শশধর তর্কচূড়ামণি, দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন, আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন, আশুতোষ তর্কভূষণ, জানকানাথ তর্করত্ন।

ব্যবহার্য্যতাপক্ষ—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কুঞ্জবিহারী তর্কতীর্থ, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, বরদাকান্ত স্মৃতিরত্ন, শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, আনন্দচন্দ্র তত্ত্বনিধি।

অব্যবহার্য্যতাপক্ষ—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন, কৃষ্ণনাথ ন্যায়রত্ন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শশিভূষণ শিরোমণি, শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ, যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ, যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার চিন্তামণি বিদ্যাভূষণ, বামনদাস বিদ্যারত্ন প্রভৃতি উপস্থিত সকলে।

ব্যবহার্য্যতার পক্ষে পণ্ডিতবর কুঞ্জবিহারী তর্কতীর্থ বলেন,—“প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ। কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে”—এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে মিতাক্ষরোক্ত ব্যাখ্যাবলম্বন করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টিত হন। অব্যবহার্য্যতাবাদিগণের পক্ষে শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন ঐ বচনের “কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু” পাঠ অবলম্বন করিয়া অব্যবহার্য্যতাপক্ষে বিচার আরম্ভ করেন। বিচারকুশল পণ্ডিত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন রুগ্ন দেহেই কালীকিশোরের সহিত

বিচারে প্রবৃত্ত হন কিন্তু তিন দিন অনশনে থাকিয়া দীর্ঘকাল বিচার করিতে সমর্থ না হওয়ায় বিশ্রাম করিতে বাহিরে যান এই অবসরে স্মৃতিরত্ন মহাশয় বায়ুকূলে “নাস্মিন্ লোকে প্রত্যাসত্তির্ব্বিদ্যতে” ইত্যাদি বচন উপন্যাস করেন এবং ব্যবহার্য্যতা পক্ষে এই বচনের অনুবাদদোষ হয়, এই কথা বলেন। কুঞ্জ তর্কতীর্থ সে দোষ উদ্ধার করেন নাই।

সভাপতি মহাশয় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ দ্বারা অদ্যকার বিচারে ব্যবহার্য্যতাবাদীর পরাজয় ঘোষণা করেন। এই কথা শ্রবণে শ্রীযুক্ত কাশী বিদ্যারত্ন বলেন ‘আমার বিচার শেষ হয় নাই, আমি পুনরায় বিচার করিব’ ইহা বলিলে কর্তৃপক্ষ আগামী কল্য বিচারের জন্য নির্দ্দেশ করেন।

দ্বিতীয় দিন ২৭শে ফাল্গুন, বিচারের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলেন—অদ্য সংস্কৃত ভাষায় বিচার হইবে—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তদ্দণ্ডেই একখানি লাঠিভর দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিপক্ষের বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক অতি প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এদিন পূর্ব্বদিনের স্মৃতিরত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় বিচার করিতে অগ্রসর না হওয়ায় শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ অব্যবহার্য্যতার পক্ষে বিচার করিতে থাকেন। তিনি নাকি সংস্কৃতে তেমনভাবে বিচারে সমর্থ না হওয়ায়, পুনরায় বিচারের ভাষা বাঙ্গলায় করা হয় এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ অব্যবহার্য্যতার পক্ষ সমর্থ করিতে থাকেন। এইরূপ সুদীর্ঘকাল বিচারে বিদ্যারত্ন মহাশয় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অবসন্ন হইয়া পড়েন ও সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। তৎপরই সভাপতি মহাশয় তাঁহার পরাজয়বার্ত্তা ঘোষণা করেন।

অতঃপর কায়স্থ-জাতির উপনয়নের পক্ষ সমর্থনার্থ বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিকট প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণ-সভার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতেই কায়স্থ-সভা তৎপক্ষ সমর্থন জন্য কাহাকেও পাঠান নাই সুতরাং অবিসংবাদে তাঁহাদের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন।

পাঠক এইবার ব্রাহ্মণ-সভার উদ্দেশ্য, পাণ্ডিত্য, বিচার্য্যবিষয় পর্য্যালোচনা করুন এবং অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পুত্র পৌত্রাদিকে পাশ্চাত্যদেশে প্রেরণ করুন এবং স্বসমাজে উপনয়ন বিস্তার করুন, নতুবা এ সভার মাহাত্ম্য রক্ষা হইবে না।

গত ৩০শে ফাল্গুন, ব্রাহ্মণ সভার সম্বন্ধে দেখুন বসুমতী কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

“আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের সাফল্য কামনা করি। সম্মিলন যাহাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন, যাহাতে কদাচারী দাম্ভিকদিগকে সমাজ হইতে দূরীভূত করিতে পারেন তাহাই আমাদের কামনা। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা সম্মিলনের সকল কার্য্যেরই যে অনুমোদন করিব, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমরা অন্ধ হইয়া

কাহারও স্তব করিব না। ইহার মধ্যেই লিখিত কায়স্থগণ বিশেষ ভুল করিয়া বসিয়াছেন। কায়স্থ রাজবংশী জুগী সাহা প্রভৃতি জাতিকে একসূত্রে গাঁথিয়াছেন। ইহাতে সম্মিলনের পত্র লেখকের নির্বুদ্ধিতাও অজ্ঞতাই সূচিত হইয়াছে। যে কায়স্থ জাতি চিরকাল ব্রাহ্মণের সহিত সংশ্লিষ্ট সমাজে যে কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঠিক পরবর্ত্তী, যে কায়স্থ-জাতি কার্য্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের দক্ষিণহস্ত যে কায়স্থ-জাতি বিদ্যাবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই কায়স্থ-জাতিকে অন্য জাতির সহিত একসূত্রে গাঁথা, সম্মিলনের আদৌ কর্ত্তব্য হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কায়স্থ শূদ্র নহে, শূদ্রের রাজসভায় অধিকার নাই কিন্তু কায়স্থ। তথায় পূর্ণ অধিকারী। যাহা হউক, আমরা অদ্য কায়স্থের জাতিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিব না। কায়স্থ যাহাই হউন, সমাজে কায়স্থ ব্রাহ্মণের পরই সম্মানিত। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক, কায়স্থ স্কন্ধ ও বক্ষ। পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যখন কাণ্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন তখন তথাকার রাজা নিশ্চয়ই পাঁচ জন শূদ্রকে তাঁহাদের সহচর বা অনুচর করিয়া দেন নাই। কায়স্থ শূদ্র হইলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষদিগের পাতিত্য স্বীকার করিতে হয়। এখনও অনেক অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ কায়স্থের দান স্বীকার করেন। কায়স্থের পুরোহিত নবশাখের পুরোহিতের ন্যায় নহেন; সুতরাং কায়স্থ শূদ্র নহে, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতেই বুঝা যাইতেছে। এখন কেবল জিজ্ঞাস্য, বহুপুরুষ উপবীতত্যাগী হইয়া কায়স্থের উপনীত গ্রহণ শাস্ত্রসঙ্গত ও সদাচার কি না? কায়স্থ সমাজ যখন ব্যবস্থা চাহিবেন ব্রাহ্মণ-সমাজ তখন ব্যবস্থা দিবেন। এখন ব্রাহ্মণসভা কেবল ব্রাহ্মণরক্ষায় মন দিন। ব্রাহ্মণের সহিতই কায়স্থের পতন হইয়াছে, ব্রাহ্মণের সহিতই কায়স্থের উত্থান হইবে।"

সারস্বতোৎসবঃ—

বিশ্ব-বিশ্রুত বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব তাঁহার বিপুলকীর্ত্তি বিশ্বকোষের কার্য্যশেষ করিয়া তাহার পরিশিষ্ট কাণ্ড ও হিন্দী ভাষায় উহার প্রচার উপলক্ষে সাহিত্যিকগণের শুভাশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি কামনায় বিশ্বকোষ-কুটীরে বিগত ২৭শে ফাল্গুন বুধবার সায়ংকালে সারস্বতোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সান্ধ্য-আনন্দ-মিলনে দিনাজপুর, নাটোর প্রভৃতির মহারাজগণ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়কুমার সরকার, বিপিনচন্দ্র পাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র সেন, রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ব্যোমকেশ মুস্তফী, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত, দুর্গাচরণ সেন শাস্ত্রী প্রভৃতি দ্বিশতাধিক সাহিত্যিক এই আনন্দ-মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই নগেন্দ্র বাবুর সাদর আপ্যায়ন ও মিষ্ট ব্যবহারে, সবিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছেন। সম্মিলন স্থলে স্বস্তিবাচন, অভ্যর্থনাসঙ্গীত, উদ্বোধন, সমবেতসঙ্গীত, রঙ্গাভিনয়, যন্ত্র-সঙ্গীত, জলযোগ, কীর্ত্তন, ব্যঙ্গবিদ্রূপ সর্ব্বপ্রকারেই আনন্দ উপভোগ করা গিয়াছে।

প্রেরিত পত্র :—

রাজসাহী মালোপাড়া হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় লিখিয়াছেন :—

সম্পাদক মহাশয়!

কায়স্থ-পত্রিকার "পৃথিবীরপুরাতত্ত্ব" সমালোচনা প্রকাশ হইবার পর কয়েকখানি পুরাতত্ত্ব বিক্রয় হইয়াছে। এজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি দ্বিতীয় খণ্ড লিখিয়াছি কিন্তু এককালে সমস্ত টাকা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। গবর্ণমেণ্ট যে ৫৬ খণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন সেই টাকায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। ৪০০ খণ্ড বিক্রয় হইলেই দ্বিতীয় খণ্ড ছাপিবার ব্যয় সংকুলান হয়। কায়স্থ-পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক প্রায় ৪৫ হাজার হইবে। ইহার মধ্যে ৪০০খান পুরাতত্ত্ব ক্রয় করিয়া আমাকে সাহায্য করিবার যোগ্য মহাত্মা অবশ্যই আছেন। আশা করি আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে অবশ্য একটু চেষ্টা করিবেন।

নিঃ শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

বিনোদ বাবুর গ্রন্থের আমরা যে সমালোচনা করিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার যৎসামান্য উপকার হওয়ায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমরা তাহার পৃথিবীর পুরাতত্ত্বের সমালোচনায় অযথা কিছুই বাড়াইয়া লিখি নাই, তবে এইমাত্র বলিতে পারি—গ্রন্থ সারবান্ কথা থাকিলেই লোকে তাহার আদর করে, যাহার মধ্য মাকাল-গর্ভ সদৃশ তাদৃশ গ্রন্থের কে আদর করিবে? দুঃখের বিষয় বিনোদবাবু যেরূপ গভীর গবেষণা দ্বারা পাশ্চাত্য মত খণ্ডন করিয়া ভারতীয় ঋষিগণের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহাতে এ গ্রন্থ ইয়োরোপে হইলে একদিনে সহস্র সহস্র খণ্ড বিক্রয় হইত, কিন্তু বঙ্গদেশে এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করায় গ্রন্থ সঙ্কলনের ঋণে এপর্য্যন্তও তিনি বিপন্নই আছেন; আশা করি সহৃদয় সাহিত্যিকগণ প্রত্যেকে বিনোদবাবুর পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার :—

চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রায় শতাধিক সভ্যের নিকট রসিদ বহি পাঠান গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় তাহাতে এপর্য্যন্ত অতি সামান্য টাকাই সংগৃহীত হইয়াছে। কুমিল্লার উকীল শ্রীযুক্ত মদনমোহন গুহ মহাশয়ের নিকট রসিদ বহি পাঠাইয়াছিলাম, তিনি নিজে মাত্র ১৲ টাকা দিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ সাগরদীঘির শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় স্বয়ং ১৲ এবং পোপাড়ার শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী দাস বিশ্বাস ১৲ [illegible] সিংহ ১৲ ভৃগুরাম সিংহ ১৲ গোপালকৃষ্ণ দাস ১৲ বোথরার ক্ষীরোদবাসী ঘোষ ১৲ বংশীয়ার পূর্ণনন্দ দত্ত ১৲ উজিরপুরের তারাপ্রসন্ন দাস ১৲ এই ১০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। বর্দ্ধমানের উকীল সুরেন্দ্রনাথ [illegible] মহাশয় টাকার সহিত অতিরিক্ত ।০ আনা পাঠান, তাহাও ঐ ভাণ্ডারে জমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও যে দুইজন সংগৃহীত টাকা পাঠাইয়াছেন পরবারে তাহা প্রকাশ করিব।

উপনয়ন :—

৪ঠা আষাঢ়, ১৩২০, রাজসাহী পোড়াজিপাড়ার কেন্দ্রে বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত বলরাম চাকী ও [illegible] চাকী স্বীয় কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন।

৮ই ফাল্গুন, ১৩২০। রাজসাহীর সেনভোগলক্ষীকোলের কেন্দ্রে বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, প্রসন্নচন্দ্র দত্ত, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, চন্দ্রভূষণ চাকী, শরচ্চন্দ্র চাকী ডাক্তার যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হইয়াছেন।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩২০। কলিকাতা, ১নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন সরকার মহাশয়ের বাসার কেন্দ্রে যশোহর জেলার ধুলজুড়ী নিবাসী বঙ্গজ কায়স্থ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রনাথ বসু, প্রমথভূষণ বসু, সত্যগোপাল বসু, হৃদয়গোপাল বসু, রণজিৎ কুমার বসু, নির্ম্মলকুমার বসু, বিমলকুমার বসু, কালীপদ বসু, যোগেন্দ্রনাথ দে এবং দিঘানিবাসী মহেন্দ্রনাথ ভৌমিক যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩২০। কলিকাতা, ৪৮ নং গ্রেষ্ট্রীট কায়স্থ-সভার কেন্দ্রে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাউসখালি নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ কবিরঞ্জন এম-এ, যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বিবাহ ঃ—

নিম্নলিখিত বিবাহে কোনরূপ দেনা পাওনার কথা শুনা যায় নাই।

৫ই ফাল্গুন, ১৩২০। জেলা বগুড়া, বারেন্দ্র সমাজের মালঞ্চীর ৺বনয়ারীলাল নাগ রায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত কায়স্থ সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সেন বর্ম্মার পরিণয়ে।

১৮ই ফাল্গুন ১৩২০। জেলা রাজসাহী, বারেন্দ্র-সমাজের আমহাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দাস মহাশয়ের কন্যার সহিত তালোড় নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নন্দীর শুভ পরিণয়ে।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩২০। কলিকাতা। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত বহরমপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাউসখালি নিবাসী দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের পুত্রের শুভ পরিণয়ে। এই আনন্দ সংবাদে আমাদের একটু দুঃখের কাহিনী এই—শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু তিনটী কন্যাই অপৈতিক বরের হস্তে সম্প্রদান করিলেন!

নিম্নলিখিত বিবাহে দেনাপাওনার কথা শুনা যায়।

২৯শে মাঘ, ১৩২০। বহরমপুর। প্রসিদ্ধ জমিদার বঙ্গজকায়স্থ শ্রীযুক্ত মণীমোহন সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রেণুকাবালার সহিত 'বৈষ্ণব-সম্মিলন' পত্রের সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্র নারায়ণের শুভবিবাহ। পরিমাণ ১০০০৲ টাকা পণ, ২০০০৲ হাজার টাকার গহণা এবং বার ববদারী ২০০৲ শত রজত মুদ্রা।

শ্রাদ্ধ ঃ—

বৃষোৎসর্গ

৭ই ফাল্গুন, ১৩২০। জেলা রাজসাহীর সেনভোগলক্ষীকোল নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাকী বর্ম্মা মাতার স্বর্গারোহণে বৃষোৎসর্গ।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

অষ্টম অধিবেশন।

২৬শে মাঘ, ১৩২০, অপরাহ্ন ৫টা।

উপস্থিত ঃ—

(দ) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা (সভাপতির আসনে)
(ব) „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী বর্ম্মা
(ব) „ চন্দ্রকান্ত ঘোষ দস্তিদার
(ব) „ মহেন্দ্র নারায়ণ দেববর্ম্মা ভাবসাগর
(দ) „ বসন্তকুমার সরকার বর্ম্মা
(দ) „ বসন্তকুমার মিত্র বর্ম্মা
(ব) „ মহেন্দ্রনাথ গুহ বর্ম্মা রায়
(দ) „ কিরণচন্দ্র দত্ত
(দ) „ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
(দ) „ গোপালচন্দ্র দে
(ব) „ উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার
(দ) „ হীরালাল মিত্র বর্ম্মা
(ব) „ মাখনলাল ধর বর্ম্মা
(দ) „ চারুচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা } পরিদর্শক ;

সভাপতি পতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু বর্ম্মা সাং ভবানীপুর, রংপুর শাখা সভার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত হরিলাল সিংহ কাব্যতীর্থ সাং বীরভূম। ইঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভাবসাগর মহাশয়ের অনুমোদনে ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভার পতির আসন গ্রহণ করেন।

গত কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণী পঠিত ও পৌষ মাসের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদর্শিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইল।

প্রথম প্রস্তাব। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন। নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ উপেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সভ্য মনোনীত হইলেন।

(দ) শ্রীযুক্ত কমললোচন দত্ত বর্ম্মা, সাং বাজেশিবপুর, হাওড়া।
(উ) „ বৈষ্ণবচরণ সিংহ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, সাং কালীপুর সিউড়ী পোঃ বীরভূম জেলা।

(উ) শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার. মোক্তার সাং কেওটপাড়া. সিউড়ী, বীরভূম
(ব) „ যজ্ঞেশ্বর মিত্র বর্ম্মা. সাং দোলকুণ্ডী, জেলা ফরিদপুর।
(ব) „ রমেশচন্দ্র ঘোষ. সবরেজিষ্ট্রার, সাং ধাপ রংপুর।
(ব) „ সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা, সাং বোণি, দিগনগর পোঃ ফরিদপুর জেলা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। আগামী বার্ষিক অধিবেশনের স্থান ও সময় অবধারণ। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে আগামী ২৮শে ২৯শে ও ৩০শে চৈত্রর (শনি, রবি, সোমবারে) মধ্যে যে দুইদিন পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভা সুবিধা মনে করিবেন সেই দুইদিন ঢাকা নগরীতে আগামী বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এবং এলাহাবাদ "ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্মিলনী" চৈত্রমাসের পরে হওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"তৎপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের প্রকোপের কথা যেরূপ জানা যাইতেছে তাহাতে মহাসম্মিলনের উদ্যোক্তৃবর্গ চৈত্র মাসের মধ্যে সম্মিলনের অনুষ্ঠান আয়োজন করিয়া উঠিতে পারিবেন না। এজন্য সম্মিলনীর প্রধান উদ্যোগী এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত গিরধারী লাল মহাশয় দিন স্থির করার ভার আমাকে দিয়াছেন। অতএব যাহাতে চৈত্রমাস অতীত হইলে মহা-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয় আমি তাহা করিব।"

তৃতীয় প্রস্তাব। বারেন্দ্র সহসভাপতি সম্বন্ধে। মাননীয় রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় বাহাদুরের উত্তর না পাওয়ায় ও অদ্যকার সভায় বারেন্দ্র সদস্য কেহ উপস্থিত না থাকায় এ বিষয় আলোচনা এবার স্থগিত থাকিল।

চতুর্থ প্রস্তাব। বিবিধ। (ক) শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার স… শ্রীশ বাবু কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে প্রচারার্থ যে টাকা লইয়াছিলেন তাহার সন্তোষজ… হিসাব না দেওয়ায় এবং সভার সভ্য হইয়া তাহার চাঁদা না দেওয়ায় তৎসম্বন্ধে কি করা হইবে সম্পাদক মহাশয় সভার নিকট বলিলে কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল—তিনি পূর্ব্বতন সম্পাদকের সময় সভার অনেক … করিয়াছেন, সেই উপকার এবং বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার হাওলাতি ১০৲ টাকা প্রচার হিসাবে খরচ লিখা হউক, এবং চাঁদা না দেওয়ায় সভ্যের তালিকা হইতে নাম বাদ দেওয়া হউক।

(খ) বরপণের পরিণাম। সভাপতি মহাশয় একখানি ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া ব্রাহ্মণকুমারী স্নেহলতা দেবী যে তাঁহার বিবাহে বরের পণ দেওয়ার জন্য তৎপিতার পৈত্রিক বাসভবন বন্ধক দেওয়ার কথা শুনিয়া গত ১৭ই মাঘ আত্ম বলি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বরপণের নিবারণ করার উপায় অবধারণ করার জন্য এক বিরাট সভা করার প্রস্তাব করায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(স্বাক্ষর)
শ্রীশরৎকুমার মিত্র।
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।
সম্পাদক

(স্বাক্ষর)
শ্রীবসন্তকুমার বসু।
সভাপতি
২৪—১১—২০।

DOUBLE COLOUR